আদি কবির আদি কাব্য

বাল্মীকি রামায়ণ

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ

"আদিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনাকৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবীং গতিম্॥"

পূর্ব্বার্দ্ধ ঃ—বাল—অযোধ্যা—অরণ্য—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুলভ-সংসাহিত্য ও শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রচারব্রত—বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ-সম্পাদক—

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

কাশীরাজ-পণ্ডিত

শ্রীযুত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত পাদটীকা-সমন্বিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

মূল্য—সেট দশ টাকা

টীকাকার-শ্রীমদ্‌রামানুজস্বামিকৃত্‌

মঙ্গলাচরণম্‌

শ্রীমদ্রাঘবপাদপদ্মযুগলং পদ্মার্চ্চিতং পদ্ময়া
পদ্মস্থেন তু পদ্মজেন বিনুতং পদ্মাশ্রয়স্তাপ্তয়ে।
যদ্বেদৈশ্চ স্তুতং সুখৈকনিলয়ং সর্ব্বাশ্রয়ং নিষ্ক্রিয়ং
শশ্বৎ শঙ্করশঙ্করং মুহুরহো সংনৌমি তল্লব্ধয়ে ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্‌ ব্রহ্ম তদেব বীজমমলং যস্যাঙ্কুরশ্চিন্ময়ঃ
কাণ্ডৈঃ সপ্তভিরন্বিতোঽতিবিততো ঋষ্যালবালোদিতঃ।
পত্রৈস্তত্ত্বসহস্রকৈঃ সুবিলসচ্ছাখাশতৈঃ পঞ্চভি-
রাত্ম-প্রাপ্তিফলপ্রদো বিজয়তে রামায়ণঃ স্বস্তরুঃ ॥ ২ ॥
বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্‌ ॥ ৩ ॥
বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনা ॥ ৪ ॥
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্‌।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্‌।
আরূঢ়কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্‌ ॥ ৬ ॥
বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্‌ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাঙ্গতিম্‌ ॥ ৭ ॥
যঃ পিবন্‌ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্‌।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্‌ ॥ ৮ ॥
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্‌।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্‌ ॥ ৯ ॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্‌।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্‌ ॥ ১০ ॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্‌ ॥ ১১ ॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্‌।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥ ১২ ॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥
জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যাহৃদয়নন্দনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ ১৪ ॥
জিতং ভগবতা তেন হরিণা লোকধারিণা।
অজেন বিশ্বরূপেণ নির্গুণেন গুণাত্মনা ॥ ১৫ ॥
নত্বা রামং শিবং সাম্বং রামো রামপ্রবর্ত্তকঃ।
রামায়ণস্য তিলকং কুরুতে রামতুষ্টয়ে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।

পদ্মালয়া যাঁহার পাদপদ্মযুগল নিয়ত পদ্মপুষ্পে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যে অনন্ত পুরুষের নাভিপদ্মে অবস্থান করিয়া, ব্রহ্মা আশ্রমপথ-অনুসন্ধানে স্তব করিয়া থাকেন, সমুদয় বেদ নিয়ত যাঁহাকে কীর্ত্তন করিতেছে, যিনি সুখের একমাত্র নিলয়-স্বরূপ, সর্ব্বাশ্রয় ও নিষ্ক্রিয়, যিনি শঙ্করেরও নিত্য মঙ্গলবিধাতা, তাঁহাকে পাইবার জন্য বারম্বার নমস্কার করি। (১) শ্রীমদ্‌ব্রহ্মই যাহার অক্ষয়বীজ, চিন্ময়ই যাহার অঙ্কুরস্বরূপ, যাহা অতি বিস্তৃত ও সপ্তকাণ্ড-সমন্বিত, ঋষিগণ পরম যত্নসহকারে যাহার সম্বর্দ্ধনা করেন, সহস্র সহস্র তত্ত্বময় পত্রে ও পঞ্চশত শাখায় যাহা সুশোভিত, আত্মজ্ঞানলাভ যাঁহার ফলস্বরূপ, সেই রামায়ণরূপ স্বর্গীয় তরু সম্বর্দ্ধিত ও জয়যুক্ত হউক। (২) বাল্মীকি-গিরি হইতে সম্ভূত হইয়া যাহা শ্রীরাম-সমুদ্রে

মিলিত হইয়াছে, সেই রামায়ণী গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করুক। (৩) বেদবেদ্য সেই পরমপুরুষ দশরথের পুত্র-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিলে পর এই সাক্ষাৎ রামায়ণাত্মক বেদ বাল্মীকি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। (৪) রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব এবং বায়ুপুত্র হনুমানকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। (৫) যিনি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া, এই সুমধুর মধুরাক্ষর রাম নাম মুহুর্মুহুঃ সুস্বরে গান করিতেছেন, সেই বাল্মীকি-কোকিলকেও বন্দনা করি। (৬) কবিতাবনচারী মুনিসিংহ বাল্মীকির রামনাদ শ্রবণ করিয়া কে না পরমানন্দে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়? (৭) রামচরিতরূপ অমৃতসাগর সতত পান করিয়াও যাঁহার আকাঙ্ক্ষা-পূর্ত্তি হয় নাই, সেই নিষ্পাপ মুনিবরকে প্রণাম করি। (৮) যিনি সমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায়, রাক্ষসগণকে মশকের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, জানকী-শোকনাশন, কপিরাজ, অক্ষনিসূদন, লঙ্কার ত্রাসোৎপাদন, অঞ্জনানন্দন সেই বীর হনুমানকেও বার-ম্বার প্রণাম। (৯।১০) যিনি অবলীলাক্রমে সিন্ধুসলিল উল্লঙ্ঘন করিয়া, জনকাত্মজার শোকাগ্নিতে লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, আমি প্রাঞ্জলিভাবে আবার সেই অঞ্জনানন্দনকে নমস্কার করি। (১১) মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমানগণের অগ্রগণ্য, বানরযূথপতি বায়ুপুত্র সেই শ্রীরামদূতকে আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি। (১২) রামভদ্র, রামচন্দ্র, বিধাতা, রঘুনাথ, লোকনাথ, সীতাপতি সেই রামকে নমস্কার। (১৩) দশবদননিধনকারী, পুণ্ডরীকাক্ষ, রঘুবংশতিলক, কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন, সেই দাশরথি রামের জয় হউক। (১৪) সেই লোকধারী, বিশ্বরূপ, গুণময়, নির্গুণ, অজ, ভগবান্ হরিই সম্যক্ জয়যুক্ত হউন। (১৫) সেই শান্ত শিবস্বরূপ রামকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য রামভক্ত রামানুজ এই রামায়ণের টীকা প্রণয়ন করিলেন। (১৬)

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

স্তুতি

দেবদেব নমস্তুভ্যং শঙ্খচক্রগদাধর।
পরমাত্মাচ্যুতোঽনন্তঃ পূর্ণস্ত্বং পুরুষোত্তমঃ॥
বদন্ত্যগোচরং বাচাং বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ম্।
ত্বাং বেদবাদিনঃ সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহম্॥
ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজস্যবসি হংসি চ।
সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তঃ সূর্য্য এবামলঃ সদা॥
করোষীব ন কর্ত্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি।
ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি॥
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ।
ত্বং হি সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে॥
অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত এব সুমেধসাম্।
জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ॥
অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতং
মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন্ জগৎ।
অটস্যজস্রং চরণাদিবর্জ্জিতঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽতিমায়িকঃ॥
মর্ত্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্।
ধনুর্দ্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে॥
যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি॥
যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ।
আনন্দজাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে॥

সোঽয়ং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
এষঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ॥
অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা-
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণ্বীশ্বরনামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা॥
নমোঽস্তু তে রাম তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রিয়াৎ।
আক্রান্তমেকেন জগত্ত্রয়ং পুরা
ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জ্জিতৈঃ॥
ওঁকারবাচ্যস্ত্বং রাম বাচামবিষয়ঃ পুমান্।
বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়ঃ॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া॥
ত্বন্মায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ।
মানুষং ত্বাভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্॥
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥

অস্যার্থঃ।

হে শঙ্খচক্রগদাধারিন্ দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি পরমাত্মা, অচ্যুত, অনন্ত, পুরুষোত্তম ও পূর্ণব্রহ্ম। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা আপনাকে বাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বলিয়া বর্ণন করেন; তাঁহাদের মতে আপনি সত্য, জ্ঞান ও সৎস্বরূপ। আপনি মায়াবলে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন

ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনি সত্ত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট এবং সূর্য্যের ন্যায় সুবিমল। বোধ হয় যেন আপনি করিতেছেন, কিন্তু কর্ত্তা বলিয়া আপনার অভিমান নাই; আপনি যেন দেখিতেছেন, কিন্তু দর্শনকর্ত্তা নহেন; যেন. শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রোতা নহেন; আপনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইলেও কেহ আপনাকে দেখিতে পায় না, শ্রুতি আপনাকে প্রাণ ও মনঃশূন্য এবং শুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যাহারা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা যদিও আপনাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তত্ত্বদর্শীদিগের দৃষ্টিতে আপনার মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান। আপনার জঠরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও পরমাণু সকল দৃশ্য হইয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! আপনার চরিত্র অতিশয় বিচিত্র। আপনি চরণাদিশূন্য, আনন্দময় ও অতিমায়িক হইয়াও মনুষ্য-বুদ্ধিসমুৎপাদন-পূর্ব্বক এই বিশ্বসংসার মুগ্ধ করিয়া আছেন। যে রামচন্দ্র মনুষ্যমূর্ত্তিতে রমণীয়-রূপে রামদেহে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই কমললোচন ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রই আমার উপাস্য দেবতা, এতদ্ভিন্ন আমার উপাস্য আর কেহ নাই। বেদ যাঁহার পাদপদ্ম-রজঃ অন্বেষণ করেন, ব্রহ্মা যাঁহার নাভিকমলে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহার নাম সারপদার্থ এবং রসপূর্ণ, আমি সেই রামচন্দ্রকে নিত্যকাল হৃদয়ে ধ্যান করি। নারদাদি ঋষিগণ এবং শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ব্রহ্ম-লোকে যাঁহার অবতারকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে সরস্বতীর চুচুকপ্রান্ত আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হয়, আমি সেই দেবতার শরণাগত হইলাম। সেই পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ স্বস্বপ্রকাশ অনন্ত আদিভূত রামচন্দ্র আমাদের মঙ্গলের জন্য লোকবিমোহিনী মায়ামূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই রামচন্দ্র বিশ্বসংসারের সৃজন, পালন ও প্রলয়ের কর্ত্তা; ইনিই একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও, মায়ার লীলায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। হে রামচন্দ্র, আপনার যে চরণকমল ত্রিজগতের এক-মাত্র আশ্রয়, মুনীশ্বরগণ অভিমানবর্জ্জিত হইয়া যে চরণ সেবা করিয়া থাকেন, ভগবতী লক্ষ্মী প্রিয় পদার্থ বোধে যাহাকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই রাজীবচরণে আমি প্রণিপাত করি। হে রামচন্দ্র! আপনি ওঁকারবাচ্য, অথচ আপনি বাক্যের অগোচর পুরুষ; আপনিই বাচ্যবাচকভেদে জগন্ময়। হে রামচন্দ্র! আপনি একমাত্র পূর্ণ পদার্থ হইতে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব-ভেদে মায়াবলে নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। লোকে আপনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না; সেই জন্য আপনাকে লীলাময় মনুষ্য বলিয়া অবধারণ করে। হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে ভক্ত-বৎসল! হে হৃষীকেশ! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যে রামায়ণ ভারতবর্ষের আবালবনিতাবৃদ্ধের নিকট পরম পূজ্য ও সাতিশয় শ্রদ্ধেয়, যাহার পরিচয় ধর্ম্মবিপ্লব, রাজবিপ্লব, সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ নৈসর্গিক বাধায়, নানা সময়ে বিভক্ত, বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইলেও এ কাল পর্য্যন্ত ভারতবাসী হিন্দুগণের হৃদয়াধিকার করিয়া রাখিয়াছে, কালস্রোতে, ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যের তাড়নে, যাহা দেশবিদেশে নানাকৃতিতে অসামঞ্জস্যভাবে অসম্বদ্ধরূপে প্রকাশিত থাকিলেও, সমগ্র ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মাননাকে সমভাবে—বরং শিক্ষার কল্যাণে—অনুশীলনের অনুগ্রহে অধিকতর উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে যদিও বলিবার বিষয় বিশেষ নাই, কিন্তু না বলিলে, পাছে মহর্ষির নিকটে ঘোর অকৃতজ্ঞ ও নিতান্ত কুলাঙ্গারবৎ হইতে হয়, পাছে বর্ত্তমানকালে গ্রন্থ-প্রচার করিয়া, ভূমিকা না লিখিয়া, কালোচিত সভ্যতার শিরশ্ছেদ ঘটে, পাছে নবরুচিসম্পন্ন নব্য গ্রাহকগণের নিকটে এই ত্রুটির জন্য বিরাগভাজন হইতে হয়, এই জন্য অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ভূমিকার প্রয়োজন। বাস্তবিক, কিঞ্চিৎ অনুধাবন ও চিন্তা করিলে ইহা সহসা মনোমধ্যে সমুদিত হয় যে, ভারতবর্ষ যাঁহার লীলাক্ষেত্র, ভারতী যাঁহার অনুচরী, ভাষা যাঁহার কিঙ্করী, সেই কবিকুল-গুরু বাল্মীকির সম্বন্ধে—তাঁহার অনুপম শক্তিসম্বন্ধে—তদীয় অসাধারণ প্রতিভাসম্বন্ধে—তাঁহার বিচিত্র ভাবের উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে আমাদের যত দূর জ্ঞান—যত দূর ধারণা—যত দূর অনুসন্ধান—যত দূর দর্শন, তাহার কিছু বলা চাই-ই। যে রামায়ণ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়া পাঠকের সহিত শ্রোতৃবৃন্দ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন, যাহার প্রত্যেক স্থলে অমৃত-নিস্যন্দিনী সুধা নিঃসৃত হয়, যাহার পরম পীযূষপানে মর্ত্ত্যবাসী লোকে অমরগতি লাভ করিয়া থাকে, অতুলনীয় মহা-মহিমান্বিত সেই মহর্ষি বাল্মীকিই ইহার প্রণেতা। আমাদের কবিগুরু প্রশস্তমনে, স্বাধীনভাবে, সরস্বতীর কৃপায় কাব্য-কাননে প্রবেশ করিয়া, নিত্যপরিমলবাহী সুশোভন প্রস্ফুটিত প্রসূনে কি দিব্য মাল্যই রচনা করিয়া গিয়াছেন! যেরূপ ত্রিলোকতারিণী সুরধুনী হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া, মানবের বাসভূমি মর্ত্ত্যলোক পবিত্র করিয়াছেন, বাল্মীকির রামায়ণও সেইরূপ মহীমণ্ডলকে ধন্য, পবিত্র ও বিখ্যাত করিয়াছে। রামায়ণের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য এ কথা আমরা বলিতেছি না, সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণটীকাকার রামানুজ টীকামুখে মঙ্গলাচরণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

"বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

তাৎপর্য্য,—"রামায়ণরূপ গঙ্গা বাল্মীকিস্বরূপ পর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, রামরূপ সমুদ্রে পতিত হইয়াছে এবং তাহাতে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে।"

যাহা হউক, মহর্ষি বাল্মীকির রসভাবসমন্বিত অপূর্ব্ব উপাদেয় গ্রন্থ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার অনুপম শক্তি, অসাধারণ চিন্তাশীলতা, অপূর্ব্ব রচনা-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিবার অগ্রে, বাল্মীকি-রামায়ণ কি জন্য এতদূর সম্মাননা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও গৌরবের পাত্র হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা ও অনুধাবনা করা কর্ত্তব্য। যদিও এই অনুপম চিত্তচমৎকারক গ্রন্থ অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া লোকের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, যদিও

ইহার বর্ণনা ও শ্লোকরচনা বেদবৎ সম্মাননার সমযোগ্য নহে, যদিও পুরাণমধ্যে রামায়ণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও সংহিতাকারদিগের প্রণীত গ্রন্থমধ্যে রামায়ণের নামযোজনা নাই, যদিও রামায়ণ হিন্দুর কাম্যকর্ম্মের ব্যবস্থানুযায়ী নহে, তথাপি ইহাকে অনুচ্চ, অপ্রামাণিক ও অলীক মনে করিতে নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য, স্বাধীন লেখক ও সহজ কবির পক্ষে যে স্বাধীনতা উন্মুক্ত ও প্রসারিত থাকা কর্ত্তব্য, বাল্মীকি তাহার অন্যথাচরণ করেন নাই। তিনি কবি হইয়া কাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু লোক-রঞ্জনানুরোধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, তোষামোদে ব্রতী হন নাই। অনেকের বিশ্বাস, রামায়ণ একখানি উচ্চ অঙ্গের মহাকাব্য, আলঙ্কারিকদিগের অভিপ্রায়ও তাহাই। তাঁহারা বলেন, যে কাব্য অষ্টাধিক সর্গে লিখিত, তাহা মহাকাব্য নামে গণ্য। আমরা কিন্তু আলঙ্কারিকদিগের এ কথায় সম্মত হইতে পারি না, তাঁহারা অন্যকৃত কাব্যসম্বন্ধে যাহা বলুন না, তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই; রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তির পোষকতা করিতে পারি না; কারণ, তাঁদের লক্ষণে প্রকাশ—

"কাব্যং—যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্ব্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"

তাৎপর্য্য,—কাব্যানুশীলনে যশঃপ্রাপ্তি, অর্থলাভ, অমঙ্গল বিনাশ, আবৃত্তিমাত্র পরমসুখানুভব, এমন কি, মোক্ষপ্রাপ্তি; ইহা রসে সুরসিকা স্ত্রীতুল্য এবং উপদেশবিধায়ী।

সুহৃদয় ভাবুক পাঠকগণ! স্থিরমনে নিরপেক্ষভাবে বলুন দেখি, এই লক্ষণেই কি বাল্মীকির উক্তি পর্য্যবসান হওয়া সম্ভব? উপলখণ্ড ও শৈলকে যদি একই বস্তু মনে করেন, তাহা হইলে, গুরু-লঘুর তারতম্য কি রহিল, বলুন? পক্ষ থাকিলে তাহাকে পক্ষী বলা যায়, এই লক্ষণানুসারে কি চটক ও রাজহংসের বিভিন্নতা রহিল না বুঝিতে হইবে?

শাস্ত্রে প্রকাশ, "বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।" এই শ্লোকার্দ্ধে কি সপ্রমাণ হইতেছে না যে, রামায়ণ বেদের সমকক্ষ না হইলেও ইহা অতিশয় পবিত্র? যদি কেবল এই কথাই বিশ্বাস করিতে না চান, তবে বাল্মীকির উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। মূলে প্রকাশ:—

"শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা॥"

তাৎপর্য্য,—"যিনি ভক্তিভাবে সমগ্র রামায়ণ, বা পাদমাত্র, বা তাহারও ন্যূনাংশ শ্রবণ করেন, তিনি সতত ব্রহ্মার নিকটে পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন।"

এই গ্রন্থের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে,—

"প্রয়াগাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
নৈমিষাদীন্যরণ্যানি কুরুক্ষেত্রাদিকান্যপি।
কৃতানি তেন লোকেঽস্মিন্ যেন রামায়ণং শ্রুতম্।"

তাৎপর্য্য,—"যিনি রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি পবিত্র নদী, নৈমিষারণ্য ও কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র অরণ্য দর্শন ও তত্রত্য ক্রিয়াদি সমস্ত সিদ্ধ হইয়াছে।"

যাহা হউক, রামায়ণ যে পবিত্র পুণ্যজনক গ্রন্থ, যেন তাহা স্বীকার করা গেল; কিন্তু কি জন্য ইহার এতদূর পবিত্রতা ও এতদূর মাহাত্ম্য, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, এ কালে—উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অধিকার-সময়ে, লোকের মনে নানা সন্দেহ, নানা কুতর্ক ও নানা জল্পনার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে; সে জন্য তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন। বাল্মীকির বর্ণনীয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রামোপাখ্যান। এই রামকে বর্ত্তমানে কেহ মনুষ্য, কেহ লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন, কেহ বা একজন নৃপতি বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিলে জানা যায় যে, রামচন্দ্র ব্রহ্ম পদার্থ, তিনিই

ঈশ্বর। "অবতারা হ্যনেকেশঃ" এই যে শাস্ত্রীয় বচন শুনিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ রামচন্দ্র সেই অবতারের অন্যতর। গীতায় প্রকাশ আছে যে—

"——বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

তাৎপর্য্য,—"আমি দুষ্ক্রিয়াশালী ব্যক্তিদিগের বিনাশের জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশে যুগে যুগে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

সেই মহদ্বাক্য রক্ষার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্রের অবতারণা। এ স্থলে এরূপ প্রশ্ন সমুত্থাপিত হওয়া অসঙ্গত নহে যে, রামচন্দ্র যে অবতার, তাহারই বা প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—ভগবান্ ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যানুরোধে দশ অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যথা—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ ॥"

তাৎপর্য্য,—"মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলরাম, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বুদ্ধ ও কল্কী, এই দশটি ভগবানের অবতার।"

অনেকে হয় ত এ কথায় আপত্তি করিবেন, যেন দশাবতারের মধ্যে রামের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু রাম যে ঈশ্বর, ইহারই বা প্রমাণ কি?

"রা শব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পরিপূর্ণতমো রামো ব্রহ্মশাপাৎ স্মৃতিস্মৃতঃ ॥"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১১০।১১৬।

তাৎপর্য্য,—"রা শব্দের অর্থ বিশ্ব, ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তিনিই রামনামে সুপ্রথিত।"

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে,—

"রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী।
কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘূত্তমঃ ॥"

তাৎপর্য্য,—"রামচন্দ্র দশরথের পুত্র, ইনি শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, লক্ষ্মণ ইঁহার অনুবর্ত্তী, কৌশল্যা-গর্ভে ইঁহার জন্ম, ইনি পূর্ণ পুরুষ।"

অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ১৫শ সর্গে শিবের উক্তিতে প্রকাশ যে—

"ব্রহ্মাদয়স্তে ন বিদুঃ স্বরূপং
চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ।
ততো বুধস্ত্বামিদমেবরূপং
ভক্ত্যা ভজন্মুক্তিমুপৈত্যদুঃখম্ ॥"

তাৎপর্য্য,—"ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তোমার আকৃতি-মাত্র ভাবনা করিয়া প্রকৃত স্বরূপত্ব অবগত হইতে পারেন না, কিন্তু যখন ভক্তিপ্রভাবে তোমার স্বরূপত্ব উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহারা সুখে মুক্তি-পথ পাইয়া থাকেন।"

রামায়ণ-টীকাকার সূক্ষ্মদর্শী রামানুজ স্বকৃত টীকার মঙ্গলাচরণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

"জয়তি রঘুবংশতিলকঃ
কৌশল্যাহৃদয়নন্দনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥
জিতং ভগবতা তেন হরিণা লোকধারিণা।
অজেন বিশ্বরূপেণ নির্গুণেন গুণাত্মনা ॥"

তাৎপর্য্য,—"যে রামচন্দ্র রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি জননী কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন, যিনি দশরথের পুত্র, যাঁহার হস্তে দশানন-নিধন হইয়াছে, সেই কমললোচন রামের জয় হউক। লোকধারক সেই ভগবান্ হরি ত্রৈলোক্য আক্রমণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি নির্গুণ ও অজ হইলেও গুণাশ্রয়ে বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।"

এইরূপ অগস্ত্যসংহিতাতে প্রকাশ আছে যে,—

"আবিরাসীৎ সকলয়া কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্।"

সুবিজ্ঞ পাঠক! এখানে "পরঃ পুমান্" এই শব্দ-প্রয়োগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন।

বলুন দেখি, ইহাতে কি রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না ?

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকার্দ্ধের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উহাতে প্রকাশ,—

"এবংবিধানি কর্ম্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ।"

তাৎপর্য্য,—"জগৎপতি জগদীশ্বরের জন্ম ও কর্ম্ম-ব্যাপার এই প্রকার।"

সৃষ্টিরক্ষা, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন প্রভৃতি কার্য্যই তাঁহার লীলার পরিচয়। যখনই প্রয়োজন, তখনই সেই নির্গুণ পুরুষ সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অধীন হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। আপনার সুখেচ্ছা ও ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বরের অবতাররূপে অবতারণা নহে, লোক-শিক্ষা-দানই ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামায়ণ কেবল লক্ষণাক্রান্ত মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইতে ও তন্নিবন্ধন খ্যাতি লাভ করিতে পারে না, শ্রুতি-স্মৃতির বিহিত মত যেরূপ বিধি-নিষেধ বিরচিত হইয়াছে, ইহাও কিয়দংশে আকার ইঙ্গিতে সেইরূপ। "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত, নিদ্রাং জহ্যাৎ গৃহী রাম! নিত্যমেবারুণোদয়ে" অর্থাৎ 'একাদশীতে ভোজন করিবে না; হে রামচন্দ্র! নিত্যকাল অরুণোদয়-সময়ে নিদ্রা পরিত্যাগ করা গৃহী লোকের কর্ত্তব্য;' এই বাক্য যেরূপ বিধিবদ্ধ এবং ইহা না করিলে যেরূপ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, রামায়ণের ফল-শ্রুতিও কতকাংশে ইহার অনুরূপ। প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইল;—

"রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্বুধঃ॥"

উত্তরকাণ্ড (১২৪।৩)

তাৎপর্য্য,—"এই রামায়ণ বেদতুল্য, শ্রাদ্ধকালে পণ্ডিতের মুখে উহা শুনিতে হয়।" যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে যাঁহারা ভক্তি-বিশ্বাসকে দূরে রাখিয়া, শুষ্ক হৃদয়ে শুষ্ক ধর্ম্মের অনুসন্ধায়ী, যাঁহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণ বিশ্বাস করেন না, যাঁহাদের যুক্তিতে মহেশ্বর মহাদেবকে রজতগিরির ন্যায় আকৃতি, শ্মশানে মশানে বাস, চিতাভস্ম বিলেপন এবং কুচুনী-পাড়ায় গমনাগমন প্রভৃতি পর্য্যালোচনায় সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে, চীন বা তিব্বতীয় লোক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের সমুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়া, কশ্যপের বাসস্থানের নামানুসারে "কাস্পিয়ান সি" নামকরণের কারণ অবধারণ করিয়াছেন, যাঁহারা ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া, দশটি কালিদাসের অবতারণা করিয়া থাকেন, যাঁহারা দূরদর্শিতা-প্রভাবে মনুকে সর্ব্ব-নাশের কারণ বলিয়া, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য স্থানে চীৎকার করিয়া, অজাতশ্মশ্রু বালকের নিকট যশো-ভাজন হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটে আমাদের শাস্ত্রীয় কথা কত দূর স্থিতিলাভ করিবে, তাঁহারা এ কথা কত দূর নিরপেক্ষভাবে শুনিবেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; তবে সংক্ষেপতঃ এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাহাদের চক্ষু দূষিত ও হরিদ্রাক্ত, তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হরিদ্রাক্ত ভিন্ন অন্য বর্ণ দেখিতে পায় না। ফল কথা, এরূপ ছিদ্রান্বেষী ধর্ম্মবিদ্বেষ্টৃগণের কথায় কি আসে যায়? আমরা জানি, ইহাতে আমাদের উপকার ভিন্ন অপকার নাই; কারণ, আমাদের প্রতি আক্রমণ ও কটূক্তি না করিলে, আমরা কখনই শাস্ত্র-দর্শনে চেষ্টিত হইতাম না। যাহা হউক, এতদুপলক্ষে বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য যে, শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞান ও সদাচার যেরূপ প্রার্থনীয় এবং তাহাতে মানবের মন যেরূপ উন্নত হয়, যেরূপ বিমল আকাশে পূর্ণশশধরের শোভা, যেরূপ দক্ষিণানিলের সঙ্গে কুসুম-সৌরভ-সংযোগ, সেইরূপ যদি যোগ্য কবি বা গ্রন্থকর্ত্তার

হস্তে বর্ণনার উপযুক্ত বিষয় পড়ে, তাহা হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ ঘটে। বাল্মীকি যেরূপ অসাধারণ কবি, তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার ভাগ্যে সেইরূপ বর্ণনীয় বিষয়টিও পড়িয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন, যাঁহারা নির্জ্জীবকে সজীব করিতে পারেন, যাঁহারা নগর ও শ্মশানের প্রতিষ্ঠাতা, যাঁহারা সুখদুঃখের বিধাতা, তাঁহাদের শক্তিনৈপুণ্য থাকিলে, সকল বিষয়ই কবিত্বে পরিণত হইতে পারে। আমরা তদুত্তরে বলিতেছি, পায়সান্ন প্রস্তুত করিতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, সেই সকল সামগ্রীর সমাবেশ ঘটিলেও, যে তাহা পাক করে নাই, তাহার পক্ষে তাহা যেরূপ কঠিন ব্যাপার, আমাদের বিবেচনায় কবির পক্ষেও তাহাই। তাহা যদি না হইবে, তবে কেহ স্বভাব-বর্ণনায়, কেহ ভাবের উত্তেজনায়, কেহ রচনা-সৌন্দর্য্যে নানা গুণে ইতরবিশেষ হইবেন কেন? একটি উদ্ভট শ্লোকে প্রকাশ যে—

"পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥"

তাৎপর্য্য,—"জল দ্বারা কমল এবং কমলের দ্বারা জলের শোভা হইয়া থাকে, কিন্তু জলযুক্ত কমলে সরোবর শোভিত হয়। মণিসংযোগে বলয় এবং বলয়-সংযোগে মণির শোভা হয় বটে, কিন্তু এই বলয়ের সংযোগ না হইলে হস্তের শোভা হয় না।"

আমাদের বিবেচনায় বাল্মীকি হইতে বর্ণনীয় বিষয়ের উৎকর্ষ এবং বর্ণনীয় বিষয় হইতে কবির কবিত্ব, এই উভয় গুণে রামায়ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এক জন নাটককার অভিনয়ের প্রস্তাবনামুখে প্রকাশ করিয়াছেন—

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী,
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্।
বস্ত্বেকৈকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তেঃ পদং কিং পুন-
র্মদ্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্ব্বো গুণানাং গণঃ॥"

তাৎপর্য্য,—"শ্রীহর্ষ এক জন উপযুক্ত কবি, এই সভা গুণিগণে পরিপূর্ণ, বৎসরাজ জীমূতবাহনের চরিত্র অতিশয় মনোহর, আমরা নাট্যবিষয়ে সুনিপুণ। যখন উপরি-উক্ত গুণসমাবেশের মধ্যে একটির প্রাদুর্ভাবে বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, তখন এখানে যে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতেছি, ইহা আমার ভাগ্যফল বলিতে হইবে।"

আমরাও বলি, বাল্মীকির কবিত্ব, বর্ণনীয় এবং কুশীলব দ্বারা বীণা ঝঙ্কারে সঙ্গীত-সংযোগে নাটকাকারে উহা রচিত ও গীত হওয়াতে, সর্ব্বত্র সাতিশয় প্রশংসার বিষয় হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণচতুষ্টয় দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেবল অধ্যাত্মরামায়ণই বেদব্যাসের লেখনী-প্রসূত বলিয়া প্রচারিত। উহা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত, উমামহেশ্বর-সম্বাদে গ্রন্থখানি পুষ্ট-কলেবর। সংক্ষেপে রামচন্দ্রের লীলা-কাণ্ডের পরিচয় প্রদান করিয়া, তদীয় ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করাই গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য, তদনুসারে বাল্মীকির মূল ঘটনার সহিত মিল রাখিয়া, এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনখানি রামায়ণের নাম—যোগবাশিষ্ঠ, বাল্মীকি ও অদ্ভুত রামায়ণ। সকল-গুলিই মহর্ষির চিন্তাশীলতার অশেষ নিদর্শনস্থল। বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় লইয়া, রামচন্দ্র ও বশিষ্ঠের প্রশ্ন ও মীমাংসাচ্ছলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানি বিরচিত। যদিও এই জ্ঞানগ্রন্থে বশিষ্ঠমুখে রামের প্রশ্ন সকল মীমাংসিত ও সন্দেহজাল বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি এই অনুপম গ্রন্থের রচয়িতা। রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণও মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখানি সহস্রস্কন্ধ রাবণ-বিনাশ-বিষয়াবলম্বনে রচিত। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, প্রকৃতিই

প্রধান, ইহা দর্শাইবার জন্য সীতা-হস্তে উক্ত দুরাত্মা বিনষ্ট হইয়াছে।

বাল্মীকি-রামায়ণ সপ্তকাণ্ড বা সপ্তভাগে বিভক্ত—১ম বাল বা আদিকাণ্ড। ২য় অযোধ্যাকাণ্ড। ৩য় অরণ্য, ৪র্থ কিষ্কিন্ধ্যা, ৫ম সুন্দর, ৬ষ্ঠ লঙ্কা বা যুদ্ধকাণ্ড এবং অবশিষ্ট ৭ম খণ্ড উত্তরকাণ্ড বলিয়া পরিচিত। রামের জন্মাবধি তাড়কাবধ, অহল্যার শাপসমুদ্ধার, বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, বিবাহান্তে গৃহ-প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা লইয়া বালকাণ্ড পূর্ণ হইয়াছে। ৭৭ সর্গে এই কাণ্ড সমাপ্ত। ২য় কাণ্ড ১১৯ সর্গে সম্পূর্ণ। রামের রাজ্যাভিষেক-আয়োজন, মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ীর বরলাভ, সীতা ও লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে রামের অরণ্যযাত্রা, নিষাদপুরী-প্রবেশ, ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, চিত্রকূটে অবস্থিতি, মহর্ষি অত্রির সহিত সাক্ষাৎকার, দশরথের মৃত্যু, ভরত-সমাগম ও দণ্ডকারণ্য-যাত্রা প্রভৃতি বিষয় লইয়া অযোধ্যাকাণ্ড রচিত। আরণ্যকাণ্ড ৭৫ সর্গে সম্পূর্ণ। বিরাধ রাক্ষসবধ, মহর্ষি শরভঙ্গের স্বর্গপ্রাপ্তি, রামের সুতীক্ষ্ণাশ্রমে গমন, মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎকার, শূর্পণখার অবমাননা, খর, দূষণ ও মারীচের প্রাণসংহার, সীতাহরণ, জটায়ুর প্রাণসংহার, সীতান্বেষণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই কাণ্ড রচিত। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৬৭ সর্গে সম্পূর্ণ। এই কাণ্ডে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, বালীবধ, কপিসৈন্য-সমাবেশ ও বানরগণ দ্বারা সীতান্বেষণ ও সম্পাতিমুখে জানকীর সংবাদপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়-বর্ণনা। সুন্দরকাণ্ড ৬৮ সর্গে সম্পূর্ণ। হনুমানের সমুদ্র পার, লঙ্কাদাহ, অক্ষবিনাশ, রামের নিকটে সীতার অভিজ্ঞান-প্রদর্শন প্রভৃতি ঘটনা লইয়া এই কাণ্ডের সৃষ্টি। যুদ্ধকাণ্ড ১৩০ সর্গে সম্পূর্ণ। সমুদ্রে সেতুবন্ধন, বিভীষণের সহিত রামের সখ্যতা, অতিকায়, অকম্পন, প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, রাবণবধ, বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে নিয়োগ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের অযোধ্যা-প্রবেশ ও রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনায় এই কাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। শেষ বা উত্তরকাণ্ড ১১১ সর্গে সমাপ্ত। রামের অগস্ত্য-মুখে কুবের ও রাক্ষসগণের উৎপত্তি-শ্রবণ, দেবগণের সহিত যুদ্ধে রাক্ষস মাল্যবানের মৃত্যু, রাবণের তপস্যার পরিচয়, কুবের-পরাভব, রাবণের বরুণালয় দর্শন, কুম্ভীনসী-হরণ, নল-কূবরের শাপ, বলীর সহিত রাবণের সখ্যতা, সীতাবিসর্জ্জন, নিমি-বশিষ্ঠসংবাদকথন, লবণবধ, শূদ্রতপস্যার ফল, অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ, সীতার পাতাল-প্রবেশ, কৌশল্যাদির দেহত্যাগ, দুর্ব্বাসাসমাগম, লক্ষ্মণবর্জ্জন ও রামের সরযূপ্রবেশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনা লইয়া এই কাণ্ডের অঙ্গপুষ্টি।

রামায়ণের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও উল্লেখের প্রয়োজন।

ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ॥
লভতে মনুজো লোকে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
মহীং বিজয়তে রাজা রিপূংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি॥
শ্রুত্বা রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি।
রামস্য বিজয়ং চেমং সর্ব্বমক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ॥
শৃণ্বন্তি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ॥
বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ।
স্ত্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রুত্বা প্রসূয়ন্তে সুতান্ শুভান্॥
পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈবমিতিহাসং পুরাতনম্।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥
রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা।
প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥

ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতাম্।
যে লিখন্তীহ চ নরাস্তেষাং বাসস্ত্রিপিষ্টপে ॥
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনম্।
রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্বুধঃ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ ॥
পাপান্যপি চ যঃ কুর্য্যাদহন্যহনি মানবঃ।
পঠত্যেকমপি শ্লোকং স পাপাৎ পরিমুচ্যতে ॥
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
লভতে শ্রবণাদেবাধ্যায়স্যৈকস্য মানবঃ ॥
হেমভারং কুরুক্ষেত্রে গ্রস্তে ভানৌ প্রযচ্ছতি।
যশ্চ রামায়ণং লোকে শৃণোতি সম এব সঃ ॥
সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাযুক্তো লভতে রাঘবীং কথাম্।
সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥"

তাৎপর্য্য,—"পূর্ব্বকালে মহর্ষি বাল্মীকি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মোৎপাদক, আয়ুস্কর, যশস্কর এবং রাজগণের জয়দায়ক। যে ব্যক্তি রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, পুত্রার্থী ও ধনার্থী ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া পুত্র ও ধন লাভ করিয়া থাকেন। রামরাজ্যাভিষেক-কথা শ্রবণ করিলে, রাজা পৃথিবী জয় এবং শত্রু ক্ষয় করিতে পারেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিলে, লোকে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ পরাজয় পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত বাল্মীকিকৃত রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি দুর্গমসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি রামের নিকট হইতে সকল প্রকার প্রার্থিত বস্তু পাইয়া থাকেন। রামায়ণ শ্রবণে রাজা পৃথিবী জয় এবং প্রবাসী মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। রজস্বলা স্ত্রী ইহা শ্রবণ করিলে সুসন্তান প্রসব করেন। রামায়ণ পূজা বা পাঠ করিলে, লোকে সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি সমগ্র রামায়ণ পঠন বা শ্রবণ করেন, ভগবান্ সনাতন রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক ঋষিপ্রণীত এই সংহিতা লিখিয়া রাখেন, তাঁহাদের স্বর্গবাস হইয়া থাকে। এই উপাখ্যান আয়ুস্কর, সৌভাগ্যজনক এবং পাপ-প্রণাশক। শ্রাদ্ধকালে পণ্ডিতমুখে বেদতুল্য এই রামায়ণ-গ্রন্থ শ্রবণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন, তিনি অপুত্র থাকিলে পুত্রবান্, নির্ধন থাকিলে ধনবান্ এবং পাপী থাকিলে পুণ্যবান্ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাপকার্য্য করিয়া থাকে, ইহার একটি-মাত্র শ্লোক পাঠ করিলেও সে ব্যক্তির পাপ বিদূরিত হয়। অশ্বমেধ বা বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, রামায়ণের একটিমাত্র অধ্যায় শ্রবণে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। গ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে স্বর্ণভার দান করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, রামায়ণ-শ্রবণ তাহার তুল্য। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত রামকথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।"

এক্ষণে রামায়ণ-প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার প্রয়োজন। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, উপমান ও উপমেয় পদার্থের মধ্যে নিকৃষ্ট বস্তুর উৎকৃষ্টের সহিত তুলনা হইতে পারে, এবং তাহাই গৌরবের পরিচয়; কিন্তু তা বলিয়া, উৎকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্টের সহিত সাদৃশ্যে সংযোজিত হইতে পারে না এবং হওয়াও অলঙ্কার-দোষদুষ্ট বলিয়া গণ্য। তিন্তিড়ী স্বভাবতঃ অম্লরস-পূর্ণ; কিন্তু ইহার গুণ বর্ণন করিতে হইলে, শর্করার সহিত সাদৃশ্য হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু তা বলিয়া শর্করা তিন্তিড়ী-তুল্য, এরূপ উপমা সুসঙ্গত নহে। আমরা যত দূর অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিয়া জানিলাম, তাহাতে রামায়ণের সহিত তুলনা হইতে পারে, এমন গ্রন্থ আমাদের নেত্রে এ পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হয় নাই এবং হইবে বলিয়াও বিশ্বাস করি না। আমরা এ সম্বন্ধে এই বলিয়াই সমাপ্ত করিতে পারি যে, কবি

যেরূপে রামরাবণের যুদ্ধ-বর্ণন-সম্বন্ধে কোনও উপমা দেখিতে না পাইয়া, "রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব" এই কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ রামায়ণের কবিত্ব বাল্মীকিরই সম্ভবে এবং বাল্মীকিও রামায়ণের প্রকৃত অনুরূপ প্রণয়ন-কর্ত্তা। টীকাকার রামানুজ বলিয়াছেন ;—

"কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥"

তাৎপর্য্য,—"আমি বাল্মীকি-স্বরূপ কোকিলকে অভিবাদন করি; এই কোকিল কবিতাশাখায় আরোহণ করিয়া, মধুরস্বরে রাম রাম শব্দে কূজন করিতেছেন।"

আমরা অনন্যমত হইয়া এই উক্তির সমর্থন করি। কিন্তু তাই বলিয়া রামানুজের মঙ্গলাচরণেরএক স্থলে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না; কারণ, তিনি বাল্মীকির রাম-কথাকে সিংহনাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। যদি কালভয়নিবারণের জন্য ঐরূপ উপমা দেওয়া হইত, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না; কিন্তু তাহা না বলিয়া, যে গর্জ্জনে সাধারণের শঙ্কা সমুপস্থিত হয়, তাহার সহিত বাল্মীকি-উক্তির সাদৃশ্য ঘটিলে, গৌরবের অপলাপ হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রামায়ণকে একটি প্রধান পাদপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ইহার অমল বীজ, চিন্ময় ইহার অঙ্কুর, এই বৃক্ষ সুবিস্তৃত সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত, ঋষিগণ ইহার আলবালস্বরূপে মূলদেশ রক্ষা করিতেছেন, তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সহস্র পত্রে ইহা সুশোভিত, ইহা পঞ্চশত শাখায় বিরাজিত; এই বৃক্ষ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহার ফল সকল নিত্য সুপক্ব, সুপাদেয় ও অনন্তকাল রসনার তৃপ্তিকর। এই গ্রন্থে যেরূপ শিক্ষা ও সদুপদেশ নিহিত আছে, অন্যত্র সেরূপ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বলিতে কি, গ্রন্থখানি কেবল যে রসভাবপূর্ণ, চিত্তচমৎকারক ও মনোহারক, এরূপ নহে; ইহা পুরাকালীন আচার-ব্যবহার, সমাজধর্ম্ম, পাতিব্রত্য, সৌভ্রাত্র ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শস্থল। যদিও ভাগ্যদোষে সে সকল চিহ্ন, তত্তাবৎ অনুষ্ঠান ও সে সুখের দিন এক্ষণে অন্তর্হিত, কিন্তু রামায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, স্মৃতির সাহায্যে—কবির সুচিত্রে—রচনার পাণ্ডিত্যে তাহা সুস্পষ্টভাবে এখনও যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃশ্যমূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছে। কোনও কোনও সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থ করুণরসাত্মক ; অর্থাৎ ইহাতে করুণ-রসের প্রাধান্য আছে। কাহারও কাহারও মতে যুদ্ধাদি বর্ণন-নিবন্ধন ইহাতে বীর-রসের বহুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজী ভট্ট বলেন যে—

"বয়ন্তু শৃঙ্গার এব প্রধানঃ সীতায়াশ্চরিতং
মহদিত্যুক্তেঃ।"

তিনি বলেন,—'আমরা শৃঙ্গার-রসকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করি ; কারণ, সীতার মহচ্চরিত্র ইহার মুখ্য অঙ্গ।' আমাদের বিবেচনায় নাগোজী ভট্টের উক্তি অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। আলঙ্কারিকেরা শৃঙ্গারকে সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সীতার সহিত সীতাপতির সহবাসকাল সংযোগ ও তৎপরে সীতাহরণ হইতে উদ্ধারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বিপ্রলম্ভের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল। এই গ্রন্থে রামবিরহে দশরথ ও কৌশল্যাদির বিলাপ ও পরিতাপ করুণরসের প্রস্রবণ, শূর্পণখাসংযোগ হাস্যরসের প্রদীপ্ত চিত্র, হনুমান প্রভৃতি বানরগণের কার্য্য বীর-রসের অদ্বিতীয় আদর্শস্থল, রাম-রাবণের যুদ্ধ রৌদ্ররসের দিব্য মূর্ত্তি, বিরাধ ও কবন্ধাদিব্যাপার অদ্ভুতের পরাকাষ্ঠা, রামের চরিত্র ও ব্যবহার-পরম্পরা শান্তরসের অসীম অনুপম

নিদর্শনস্থল। যাহা হউক, রামায়ণের বিস্তৃত সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে সংক্ষেপতঃ গুটিকত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া গ্রন্থ-কর্ত্তার শক্তির কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৮১।৮২ শ্লোকে প্রকাশ যে,—

"অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥"

তাৎপর্য্য,—"যদি ব্রাহ্মণ অধ্যাপনাদি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া, কুটুম্ব-প্রতিপালন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অনন্তর ক্ষাত্রধর্ম্ম—অর্থাৎ গ্রামাদি রক্ষণে দিনপাত করিবেন। যদি নিজ ধর্ম্ম বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও জীবিকা-নির্ব্বাহ না ঘটে, তাহা হইলে কৃষি ও গোরক্ষণাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।"

রামায়ণেও এ নিয়মের অন্যথাভাব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে গর্গবংশসম্ভূত ত্রিজট নামে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি-অবলম্বনে দিনাতিপাত করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি সকলেই আপনাদের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যাঁহারা তপস্বী বা সংসারত্যাগী, তাঁহাদের বিষয় প্রস্তাবনার বহির্ভূত বলিয়া আমরা তদ্বর্ণনে নিরস্ত হইলাম। তৎকালে মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মে অবস্থিতি ও তদনুষ্ঠানের নাম ব্রহ্মচর্য্য। মনুর মতে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য, ইহাই গৌণ ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা সংসারী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন্ এবং শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন। অপর সম্প্রদায় মুখ্য ব্রহ্মচারী; ইঁহারা সংসারত্যাগী, পরিব্রাজক; ছত্র, পাদুকা ও কমণ্ডলুধারী। রামায়ণে প্রকাশ;—

"শ্লক্ষ্ণকাষায়সংবীতঃ শিখী ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টিকমণ্ডলূ॥"

তাৎপর্য্য,—"তাঁহাদের পরিধেয় বসন শ্লক্ষ্ণকাষায়-বস্ত্র, মস্তকে শিখা এবং ছত্র, পায়ে পাদুকা, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু।"

তাপসগণের আশ্রম-সম্বন্ধে বাল্মীকি কি উৎকৃষ্ট বর্ণনাই করিয়াছেন।

"প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্দ্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দ্দর্শং গগনে সূর্য্যমণ্ডলম্॥
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্॥
পূজিতঞ্চোপনৃত্যঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরজিনৈঃ কুশৈঃ॥
সূর্য্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্যুতম্।
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ॥"

আরণ্যকাণ্ড ১।১-৭

তাৎপর্য্য,—"আত্মবান্ দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র মহারণ্য দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়া, তপস্বীদিগের আশ্রমসমূহ দেখিতে লাগিলেন। সেখানে কুশচীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আকাশস্থ দুর্দ্দর্শ প্রদীপ্ত সৌর তেজের ন্যায় ব্রাহ্মী শ্রী সতত উজ্জ্বল। তত্রত্য প্রাঙ্গণভাগ অলঙ্কৃত ও সর্ব্বভূতের শরণ্য। সেখানে নানাজাতি পক্ষী ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে। তাহারা অপ্সরাভীপ্সিত সেই স্থানে নিয়ত নৃত্য করিয়া থাকে। বিশাল অগ্নিহোত্র, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন ও কুশসমূহে সেই স্থান পরিব্যাপ্ত। সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী ফলমূলাহারী পরম-কারুণিক পরম পুণ্যবান্ মহর্ষিগণ তথায় শোভা পাইতেছেন।"

সহৃদয় পাঠক! একবার সংসারবিষদিগ্ধ অশান্তিময় মানবের বাসভূমির সহিত এই পুণ্যভূমি তুলনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, স্বর্গে ও নরকে যতদূর বিভিন্নতা, সংসারের সহিত ঋষিগণের আশ্রম তদপেক্ষা বিসদৃশ। সেখানে মিথ্যা, প্রলোভন, বিষয়চর্চ্চা, অধর্ম্মস্রোত, পাপপ্ররোহ এ সকলের নামগন্ধও নাই। সরলতা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তি ও সদনুষ্ঠান প্রভৃতি সকলই যেন স্বাভাবিক সৌহৃদ্যসূত্রে চিরকাল একস্থানে একত্র অবস্থিতি করিতেছে! ভাবিয়া দেখুন, তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ কিরূপ দেবভাবাপন্ন, কিরূপ বিদ্বান্, কিরূপ শাস্ত্রদর্শী ও কিরূপ সম্মানাস্পদ ছিলেন! ইঁহারা প্রাতে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি, মধ্যাহ্নে যাগাদি এবং সায়াহ্নে দেবকার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। ইঁহাদের শিষ্যসমূহ ভৃত্যবৎ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিত। পবিত্রভাবে পবিত্র কার্য্যে ও পবিত্র আচারে ব্রতী থাকায়, ইঁহারা অসন্তোষের মুখ দেখিতে পাইতেন না। হায়! কালদোষে এক্ষণে ইঁহাদের বংশধরগণের কি পরিণাম দাঁড়াইয়াছে! যাহা হউক, তৎকালে রাজধর্ম্ম কি প্রকার ছিল, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়োজন। তদনুসারে চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরতের সহিত রামের সাক্ষাৎকার ঘটিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—

"কচ্চিদর্থেন বা ধর্ম্মমর্থং ধর্ম্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রতিলোমেন কামেন ন বিবাধসে॥
কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্ব্বান্ বরদ সেবসে॥
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ॥
কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥"

বাহুল্য ভয়ে কয়েকটি শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "তুমি অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সমভাবে গ্রহণ করিয়া থাক? তুমি ত তিন বা চারিটি সুযোগ্য মন্ত্রীর মন্ত্রণানুসারে রাজকার্য্য করিয়া থাক? তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরুব্যক্তি, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও ভৃত্যগণকে অনুরূপ সম্মান করিয়া থাক?"

তৎকালে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক কি বলিব, রামরাজত্ব এখন পর্য্যন্ত গাথার ন্যায় আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। দস্যু ও চৌর্য্যভয় ত সামান্য, সে সময়ে সকলের এরূপ ধর্ম্মদৃষ্টি ও নিষ্পাপ অনুষ্ঠান ছিল যে, অকাল-মৃত্যু আপনার আধিপত্য-প্রচারে সাহসী হয় নাই। সমাজধর্ম্ম সম্বন্ধে এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তখন অনৈক্য—হিংসা—দ্বেষ প্রভৃতি কুভাব সকল লোকের অন্তরে স্থান পায় নাই। মনুষ্য যে তিনটি শাসনের অনুবর্ত্তী হইলে তাহার নিরাপদের ভাবনা ও উন্নতির বাধা ঘটে না, তৎকালে সেই তিনটি—অর্থাৎ, রাজশাসন, ধর্ম্মশাসন ও সমাজশাসন অটলভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছিল; যদি তাহা না হইবে, তবে রামের ন্যায় নৃপতি, সামান্য লোকাপবাদ-ভয়ে গৃহলক্ষ্মী প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাসতীকে বর্জ্জন করিবেন কেন? আধুনিক নব্যের চক্ষে ইহা অসদৃশ এবং রামকে অর্ব্বাচীন বোধ হওয়া অসঙ্গত নহে; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বোপায়ে লোকানুরঞ্জনই রাজা শব্দের অর্থ বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ কার্য্য উচিত কি অনুচিত, তাঁহারাই বলিতে পারেন। যদি আমাদের প্রকৃতি রামের ন্যায় হইত, যদি রামের ন্যায় অবস্থায় আমাদিগকে পড়িতে হইত, যদি আমাদের সহিত রামের দায়িত্ব এক প্রকার হইত, যদি আমরা তৎকালীন রুচি, প্রবৃত্তি ও অবস্থা জানিতে পারিতাম, অধিক কি, যদি আমরা সে সময়ের লোকও হইতাম, তাহা হইলে, এরূপ

ক্ষেত্রে রামকে কতদূর দোষী করিতে পারিতাম, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এক্ষণে রামায়ণ হইতে আমরা কি উপদেশ লাভ করিতে পারি, তাহার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করি, এবং তাহাতেও কবির শক্তির সীমাবধারিত হইতে পারিবে, আমাদের বিশ্বাস।

অলঙ্কার গ্রন্থে প্রকাশ ;—

"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ।"

রামের অনুসরণে আমাদের চলা কর্ত্তব্য, রাবণাদির অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। এক্ষণে রামের কার্য্য-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি বাল্মীকি রামকে সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয় ও অমানুষী প্রকৃতিতে সজ্জিত করিয়াছেন। দেখুন, মাতা কৌশল্যার অনুরোধ, অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয়, সীতার প্রার্থনা, পুরবাসী জনগণের নিষেধ, এমন কি, মহারাজ দশরথেরও আকাঙ্ক্ষা, এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, উপস্থিত রাজ্যাভিষেকে জলাঞ্জলি দিয়া, তিনি অবিকৃতমনে জটাবল্কল পরিধানে বনবাসী হইলেন। পিতৃসত্যপালনই তাঁহার মূলমন্ত্র ও প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিল, তাহার নিকটে তিনি সকলই সামান্য বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার কেবল এই উক্তি "রামো দ্বির্নাভিভাষতে।" 'রাম কোনও কথায় দ্বিরুক্তি করেন না।' কৈকেয়ীর চরিত্র এতদূর অঙ্কিত হইয়াছে যে, যেন তাহা হইতেই বিমাতৃশব্দই বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। পুরুষে—বিশেষ বৃদ্ধবয়সে স্ত্রৈণ হইলে যে কি দুর্গতি হয়, কৈকেয়ীর উক্তি ও কার্য্য এবং তন্নিবন্ধন পুত্রশোকে দশরথের প্রাণত্যাগ, এই ঘটনার চূড়ান্ত নিদর্শন। নীচ এবং পরশ্রীকাতর জনের মন্ত্রণায় যে ইষ্টসিদ্ধি হয়, মন্থরার প্রকৃতি তাহার পরিচয়স্থল। যাঁহারা জীবমাত্রকেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মহত্ত্বের সীমা থাকে না, এই জন্যই নিষাদাধিপতি গুহের সহিত রামের মিত্রতা।

এক্ষণে লক্ষ্মণের চরিত্র একবার অনুসন্ধানের প্রয়োজন। যদি পরিচয় জানিবার সুবিধা না থাকিত, তাহা হইলে কে লক্ষ্মণকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিত? অদ্যাপি দুই ভ্রাতার ঘনিষ্ঠ সৌভ্রাত্র দেখিলে লোকে বলিয়া থাকে, 'যেন রামলক্ষ্মণ!' অর্থাৎ ইঁহাদের আকৃতিগত ভিন্নতা ভিন্ন কার্য্যতঃ বৈষম্য ছিল না। ভাই বনবাসী, সুতরাং লক্ষ্মণও তদনুবর্ত্তী; রাম বারংবার নিষেধ করিলেও লক্ষ্মণ ও পক্ষে অবাধ্য হইলেন। আহার, নিদ্রা, ভোগ, এ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী হওয়া, এরূপ ভ্রাতৃভাব কি আর দেখিতে পাওয়া যায়? লোকে এবং ক্রোধোদয়েও গুরুলোকের প্রতি অসম্মান-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু লক্ষ্মণকে রাম বা সীতার প্রতি এক দিনের জন্য ব্যবহার-বিরুদ্ধ আচরণ বা অন্যায় উক্তি প্রয়োগ করিতে দেখা যায় নাই। রামও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সেইরূপ দেখিতেন। উভয়ের ব্যবহার সমান না হইলে, মনের মিল বা আনুগত্য ঘটিবে কেন? লোকব্যবহার, দর্পণে মুখ দেখার ন্যায়; তুমি যদি আমার নিকট হইতে ভালবাসা চাও, তবে অগ্রে ভালবাসা দিতে হইবে। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে নিপতিত, তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শনে রামের অন্তঃকরণ কতদূর ব্যথিত হইয়াছিল এবং তৎকালে তিনি কিরূপ শোকতাপ করিয়াছিলেন, এ স্থলে প্রমাণস্বরূপে মহর্ষির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"বিজয়োঽপি হি মে শূর ন প্রিয়ায়োপকল্পতে।
অচক্ষুর্ব্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি।
কিং মে যুদ্ধেন কিং প্রাণৈর্যুদ্ধকার্য্যং ন বিদ্যতে।
যত্রায়ং নিহতঃ শেতে রণমূর্দ্ধনি লক্ষ্মণঃ॥

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥"
যুদ্ধকাণ্ড। ১০২। ৯। ১০। ১৪।

তাৎপর্য্য,—"হে শূর! রণে জয়লাভও আমার প্রীতিকর বোধ হইতেছে না; কারণ, চন্দ্রকে যদি চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে কি সন্তোষ ঘটিবে? যখন ভ্রাতা লক্ষ্মণ রণভূমিতে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, তখন আমার যুদ্ধ বা জীবন-ধারণে প্রয়োজন কি? দেশে দেশে কলত্র বা বন্ধুবান্ধব মিলিতে পারে, কিন্তু এরূপ দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা সুলভ।"

এরূপ সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত কি আর দেখা যায়! রামলক্ষ্মণ ভিন্ন এরূপ ভ্রাতৃভাব কি অপরে সম্ভবে? এরূপ উক্তির কি মূল্য হইতে পারে? আমরা সামান্য বিষয়লালসায় অন্ধ হইয়া স্নেহাস্পদ সহোদরকে বিসর্জ্জন দিই, কিন্তু লক্ষ্মণ বৈমাত্রেয় হইয়াও রামকার্য্যানুরোধে ধরাশায়ী!

পাঠক! সীতার সদয় ভাব ও মহত্ত্ব পরীক্ষার জন্য অন্যত্র দৃষ্টিপাত করুন। দেখুন, রাবণবিনাশাবসানে রামের আদেশে রামভক্ত হনুমান্ অশোকবনে প্রবেশ করিয়া, এই শুভ সংবাদ প্রদানের পর, সীতাকে কহিলেন,—'দেবি! দুর্ব্বৃত্তা রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় তোমার প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন ও নানাপ্রকার পীড়ন করিয়াছে; অতএব অনুমতি হয় ত, আমি উহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করি।' সীতা নিষেধ-পূর্ব্বক তদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন:—

"ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ।
ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্ব্বং স্বকৃতং হ্যপভুজ্যতে॥
মৈবং বদ মহাবাহো দৈবী হ্যেষা পরা গতিঃ।
প্রাপ্তব্যন্তু দশাযোগান্ময়ৈতদিতি নিশ্চিতম্॥"
যুদ্ধকাণ্ড। ১১৫। ৪০। ৪১।

তাৎপর্য্য,—"আমার জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতি ও দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন আমাকে স্বকৃত ফলভোগ করিতে হইয়াছে। তুমি রক্ষোরাজপরিচারিকাদিগকে বধ করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছ, ও কথা বলিও না, হে মহাবাহো! দৈবগতি যাহা নির্দ্ধারিত আছে, তাহা খণ্ডন করা কাহার সাধ্য? সুতরাং দশাযোগে আমাকে ইহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।"

কি অলৌকিক মহত্ত্ব! কি দেবভাবময় দৃষ্টান্ত!

যাহা হউক, এ স্থলে রাবণের চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাউক। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রকাশ, রাবণ এক জন ভক্ত, দ্বেষভাবে বৈরিতায় উদ্ধার পাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেহ কেহ রাবণের কার্য্যকলাপ দর্শনে তাঁহাকে বর্ব্বর, অত্যাচারী, অধার্ম্মিক ও লোককণ্টক বলিয়া থাকেন। আমাদের মতে এবং বিভীষণ-মুখে বাল্মীকির উক্তিতে, রাবণ এক জন সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, কর্ম্মী, বেদান্তবিৎ, নীতিজ্ঞ ও বিক্রান্ত বলিয়া পরিচিত। প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইল:—

"এষোঽহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ-প্রেতগতস্য কৃত্যং
তৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ॥"

তাৎপর্য্য, "এই রাবণ অগ্নিহোত্রী, মহাতপা, বেদান্তবিৎ, কর্ম্মী এবং বীরচূড়ামণি। এক্ষণে ইঁহার প্রেতাবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, আপনার অনুমতি পাইলে, করিতে ইচ্ছা করি।"

যাহা হউক, সহস্র গুণ থাকিলেও যেরূপ "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী" এই যে একটি মহাবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়, রাবণের পক্ষেও সেইরূপ নানাবিধ গুণসমাবেশ থাকিলেও অত্যাচার,

পীড়ন, দেবদ্বিজে হিংসা ও কামুকতা তাঁহার সকল গুণকে গ্রাস করিয়াছিল। তিনি ভক্ত হউন আর নাই হউন, সে পক্ষে আমাদের তর্ক-বিতর্ক বা বাদবিসম্বাদ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু আমরা এই বলিতে চাই, তাঁহার যেরূপ কর্ম্ম, ব্যবহার ও প্রবৃত্তি ছিল, তাহার অনুরূপ ফলভোগ হইয়াছে। বিশ্ববিচারক বিশ্বেশ্বরের নিকটে আজ হউক, কাল হউক, অবশ্যই সুবিচার হইয়া থাকে ও হইবে। পাপের উত্তেজনা ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি না হইলে ক্ষয় পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

উপসংহারে সীতার গুণ ও তদীয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্রেরও কিঞ্চিৎ সমালোচনার প্রয়োজন। পতি জটাবল্কলধারী ও বনবাসী, সুতরাং পতিপ্রাণা জানকী যে অনুবর্ত্তিনী হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? আমরা সে কথা কিছু বলিতেছি না। পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সীতা-উদ্ধারের জন্য বালীবধ, বানরসৈন্য-সংগ্রহ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, সবংশে রাবণকে নিধন, এই সমস্ত ঘোরতর ক্লেশকর ব্যাপারের পর বিভীষণ সমভিব্যাহারে রামের আদেশে তাঁহার সম্মুখে যেই সীতা সমুপস্থিত, অমনি সীতাপতি দুর্ব্বাক্যবাণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিলেন; তাঁহাকে কোনও মতে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন পতিব্রতা সীতা অগ্নি-প্রবেশে উদ্যত; তিনি তৎকালে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, একবার সে স্থল পর্য্যালোচনার প্রয়োজন;—

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥"

তাৎপর্য্য —"যখন আমার হৃদয় কোনও প্রকারে রামের নিকট হইতে অন্যত্র গমন করে নাই, তখন লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। আমি যখন কায়, মন ও বাক্য কোনও রূপে রামকে অতিক্রম করি নাই, তখন অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন।"

অনন্তর রামের রাজ্যাভিষেকের পর, লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জ্জন করা হয়। যৎকালে যজ্ঞসময়ে তাঁহাকে তপোবন হইতে আনয়ন করা হয়, সে সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও সাধারণ লোক-সমক্ষে পুনর্ব্বার তাঁহার পরীক্ষার প্রস্তাব করিলে, তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহাও সমুদ্ধৃত হইল;—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"

তাৎপর্য্য,—"আমি যখন রাম ব্যতিরেকে মনে মনে অন্য কাহাকেও কখন চিন্তা করি নাই, তখন হে দেবি পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাকে স্থানদান কর। আমি যখন কায়মনোবাক্যে কেবল রামকেই অর্চ্চনা করিয়াছি, তখন হে দেবি! আমাকে স্থানদান কর। আমি যখন সত্য করিয়া বলিতেছি যে, রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, তখন হে পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাকে স্থানদান কর।"

হায়! এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা—এত লাঞ্ছনা—ও এতদূর অপমান ভোগ করিয়া, যে স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিতে, তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইতে, এমন কি, পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেও ইচ্ছা করেন নাই, তাঁহার উপমা, তাঁহার দৃষ্টান্ত, তাঁহার গৌরব কি কোনও লোকে পাইবার কথা, না পাওয়া যাইতে পারে? ইহাই ভারতের সতীধর্ম্ম। পতির কার্য্যের বিচার সতী করিবে না। সীতা-সাবিত্রীর পদরেণুপূত ভারতে আজও সতীধর্ম্মের গৌরব—পুণ্যময় আদর্শ সংপূজিত।

রামায়ণ সাধারণের নিকট সমাদৃত—সুপরিচিত হইলেও, সংস্কৃতভাষায় লিখিত বলিয়া, আপামর সাধারণে মূলমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এতদ্দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভাষাকারে ছন্দোবন্ধে বিরচিত এবং তাহাই এ দেশবাসী সাধারণ লোকের রামায়ণ-পাঠ-পিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। সত্য বটে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহুল প্রচারে আমাদের সমাজ অনেক পরিমাণে কৃতজ্ঞ ও ঋণী; কিন্তু কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূলের অনুবাদ করেন নাই—তাহার ফলে বহুস্থানে অন্যরূপ হইয়াছে। আমরা যে কৃত্তিবাসের শক্তি বা কবিত্বের পক্ষপাতী নহি, এ কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে; "সাত নকলে আসল খাস্ত" এই যে একটি কথা আছে, ইহার অবস্থাও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের নাম করিয়া অনেক স্থলে অধ্যাত্মরামায়ণের মত এবং স্থলবিশেষে তাহাকেও পরাস্ত করিয়া, নূতন কথা ও কাহিনী সংযোজিত করা হইয়াছে। বাল্মীকির মূলে লক্ষ্মণের শক্তিশেলপতনের পর হনুমান ঔষধ আনিতে যান; কিন্তু কৃত্তিবাস কালনেমি-বধ, বাঁটুলের আঘাতে হনুমানের পতন, সূর্য্যকে কক্ষমধ্যে রক্ষা ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। অধ্যাত্মরামায়ণমতে কালনেমি-বধ বর্ণিত আছে; কিন্তু এ সকল তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এতদ্ব্যতীত বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের যুদ্ধ এবং তাহার ছিন্ন মস্তকের রাম রাম শব্দোচ্চারণ ইত্যাদি বর্ণন মূল রামায়ণে উল্লেখ নাই। বোধ করি, কথকব্যবসায়ী মহাপ্রভুরা উৎকট কল্পনার আরাধনা করিয়া, লোকের মনোরঞ্জনানুরোধে মূলকে নির্ম্মূল করত ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া, নানাপ্রকারে রসায়ন দিয়া কবি কৃত্তিবাস এই অপরূপ কীর্ত্তি করিয়া থাকিবেন। আর একটি ঘোরতর আশ্চর্য্যের কথা, রামের সহিত কুশীলবের যুদ্ধ যে কোথা হইতে আনা হইয়াছে, তাহা আমরা বলিয়া নয়, বাল্মীকি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত।

যাহা হউক, ভাষা ও রামায়ণ সম্বন্ধে ত এই অবস্থা, ভাগ্যক্রমে মূল রামায়ণের নানা গোলযোগ ও বিপর্য্যয় দাঁড়াইয়াছে। যেরূপ যোজনান্তে ভাষার ভিন্নতা, সেইরূপ "একোঽহং বহু স্যাম্" এই শ্রুতির সম্মাননার জন্য নানা দেশে নানা বাল্মীকির আবির্ভাব। বঙ্গদেশের সকল পুস্তকের পাঠ একরূপ নহে; যাঁহার হস্তে যাহা পড়িয়াছে, তিনি স্থলবিশেষে বাল্মীকির প্রতিনিধি হইয়াছেন। এই সংক্রামক রোগ কেবল বঙ্গদেশকে আক্রমণ করে নাই, আমাদের ভাগ্যে প্রায় সকল দেশে ইহার সমান আধিপত্য। বোম্বে প্রকাশিত রামায়ণের সঙ্গে কাশীপ্রচলিত রামায়ণের মিল নাই। আবার 'গোরেসীয় এডিসন্' স্বয়ং সিদ্ধ; দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হয়। আমরা পাঠ-সামঞ্জস্যের জন্য বোম্বে, পুনা, লক্ষ্ণৌ, কাশী, বর্দ্ধমান-রাজবাটী প্রকাশিত গ্রন্থ ও এ দেশের পাঁচ ছয়খানি রামায়ণ সংগ্রহ করি; কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ কৃতকার্য্য হইবার আশা ছিল, কার্য্যকালে কতদূর ঘটিয়াছে, তাহা অন্তরাত্মাই জানেন।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। এ দেশীয় সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা দ্বারা দেবী মহাশক্তির বোধন করিয়াছিলেন, তদনুসারে অকালে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। আমরাও দেখিতেছি, বৃহন্নন্দিকেশ্বর ও কালিকাপুরাণ মতে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, বোধনের মন্ত্রে প্রকাশ;—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্বয়ি কৃতঃ পুরা।"

অস্যার্থঃ। "রাবণবধ ও রামের প্রতি অনুগ্রহ

প্রকাশের জন্য পূর্ব্বকালে অকালে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! কি বাল্মীকি, কি অধ্যাত্ম, কোনও রামায়ণে রামের দুর্গোৎসব বর্ণিত হয় নাই। তবে পুরাণে পূজা প্রকাশ আছে। ইহার প্রকৃত প্রমাণ ও কারণ সময়াভাবে ব্যস্ততা প্রযুক্ত প্রদর্শিত হইল না; আশা করি, বারান্তরে ভূমিকার সহিত সংযোজিত করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিব। আমাদের বিবেচনায়, মহাশক্তির আরাধনা ব্যতিরেকে দুষ্প্রবৃত্তি দলিত হয় না বলিয়া, কোনও রূপ অধ্যাত্ম ঘটনার সমাবেশ থাকিবে এবং তদ্দৃষ্টে রামায়ণে প্রকাশ না থাকিলেও পুরাণান্তরে তাহা ব্যবহারপরম্পরায় পূজা-পদ্ধতিতে পরিণত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে অগত্যা এ সম্বন্ধে মীমাংসায় সন্দিহান রহিলাম।

নূতন কলিকাতা যন্ত্র
৩নং বীডন স্কোয়ার
১লা আশ্বিন, ১২৯৭ সাল

নিবেদক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রামায়ণ জগতের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মহর্ষি বাল্মীকির অমৃত-নিস্যন্দিনী-লেখনী-প্রসূত অমর কাব্য, ইহা ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে, ঘটনার বৈচিত্র্যে, অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, মূর্ত্তিমান কাব্য বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কাব্যের ভাব, ভাষা, এমন কি, বহু শ্লোক অবিকৃতভাবে মহাভারত ও পুরাণ সকলে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া মহাভারতের সৃষ্টি। ইহা ইতিহাস বা পুরাণ নহে, সত্য-ঘটনামূলক একখানি মহাকাব্য। এই কাব্যোৎপত্তির বিবরণও আশ্চর্য্য। একদা মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তমসাতীরে স্নানার্থ উপনীত হন। তথায় তমসার তীরে ভ্রমণকালীন এক ব্যাধ কর্ত্তৃক একটি ক্রৌঞ্চ-নিধন দর্শনে ও উহার সহচারিণী ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণে দয়ার্দ্র মহর্ষির মুখ হইতে শোকে যে বাক্য নির্গত হইয়াছিল, উহা অনুষ্টুপ্ ছন্দোবদ্ধ একটি শ্লোক, শোক নামকরণ ও শ্লোকে নির্ম্মিত বলিয়া এই প্রথম শ্লোকের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা ইহার অভিনন্দনার্থ মহর্ষির আশ্রমে আগমন করেন ও উঁহাকে বরপ্রদান করেন এবং রামচরিত্র এইরূপ শ্লোকে বর্ণন করিবার জন্য উপদেশ করেন। তদনুসারে মহর্ষি নারদমুখে সংক্ষেপে রামচরিত্র শ্রবণ করেন এবং নিজে যোগবলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য রামচরিত্র অবলোকন করেন। পরে এই মহাকাব্য রচনা করেন। মহর্ষি বাল্মীকি দশরথের সখা এবং রাম-রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, নারদ রামের একজন মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং রামচরিত্র সম্পূর্ণ সত্যরূপে জানা মহর্ষির পক্ষে কঠিন ছিল না। তিনি লৌকিক হিসাবেও ঐরূপ ঘটনা জানিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অসত্যকথন ভয়ে নিজে যোগবলে সকল ঘটনা-পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং প্রজাপতির বরে অমিতশক্তি-সম্পন্ন হইয়া এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই অতুলনীয় মহাকাব্যখানি প্রথমে রামজন্ম হইতে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত বিষয় অবলম্বনে 'পৌলস্ত্যবধ' নামে বিরচিত হয়, পরে উত্তরকাণ্ড যোজিত হইয়া রামায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রামায়ণ এই নামের অর্থ—যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে রামকে জানা যায় বা পাওয়া যায়। রাম+অয়+যুট্ অয় ধাতুর অর্থ গতি, গমনার্থক ধাতু মাত্রই প্রাপ্তি ও বোধার্থক হইয়া থাকে। রামঃ অয্যতে যেন তৎ রামায়ণম্ ইহাই রামায়ণ পদের ব্যুৎপত্তি। শিবায়ন, রসায়ন, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন পদবৎ।

পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী প্রস্থান-ভেদত্রয় গ্রন্থে রামায়ণকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়াছেন। রামায়ণ সূর্য্যবংশের ইতিহাস নহে, উহাতে কেবল রামচরিত্রই বর্ণিত হইয়াছে, এমন কি, দশরথের চরিত্রও বর্ণিত হয় নাই, যতটুকু রামচরিত্রের সহিত সম্বদ্ধ, উহাই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পুরাণও নহে, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তরাদির কথা বর্ণিত হয় নাই—ইহা একখানি মহাকাব্য, মহর্ষি বাল্মীকিও বারম্বার রামায়ণমধ্যে কাব্য বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিরুক্তে ইতিহাস ও পুরাণের যে নিরুক্তি বলা হইয়াছে, তাহা রামায়ণেও আছে—সুতরাং সেই হিসাবে ইহাকে ইতিহাস বা পুরাণ বলা যাইতে পারে। নিরুক্তে আছে ইতি হ আস, পুরা পি নবমিব। এই অর্থে ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ নিষ্পন্ন, ইহা নিশ্চিত ছিল, পুরাতন হইলেও নূতনের ন্যায়, ইহা ঐ নিরুক্তদ্বয়ের সহজলভ্য অর্থ। রামায়ণ, ইতিহাস বা পুরাণ অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিস্তার করার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, যিনি ইহার প্রণেতা, তিনি ইহাকে কাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই মহাগ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার নিজের কোন বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। এই বাল্মীকি কে এবং কোথায় ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। বাজারে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায়, উহাতে বাল্মীকির পূর্ব্বনাম রত্নাকর, দস্যুবৃত্তি-সম্পন্ন এবং তিনি মহর্ষি চ্যবনের পুত্র, এইরূপ আছে। রত্নাকরের উপাখ্যান রামায়ণ-পাঠী মাত্রেই জানেন। ঐ ঘটনাটি এইরূপ—দস্যুবৃত্তিনিরত চ্যবনপুত্র রত্নাকর এক দিন ব্রহ্মা ও নারদকে বনমধ্যে দেখিতে পায় এবং

তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে দেবর্ষি নারদ উহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি যে সকল প্রাণী হত্যা কর, ইহার পাপভাগী কে? রত্নাকর বলে, ইহার জন্য আমার স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ সকলেই সমান পাপী। তখন দেবর্ষি নারদ বলেন, ইহা হইতে পারে না। কারণ, হত্যা করিবে তুমি, পাপভাগী অন্যে হইবে, ইহা কখনও হয় না। বিশ্বাস না হয়, তুমি পরিজনবর্গকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা এই পাপের ভাগ লইতে প্রস্তুত কি না? তখন রত্নাকর পরিবারবর্গকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকেই বলে, আমরা তোমার পোষ্য, তুমি যে উপায়ে পার, আমাদের ভরণপোষণ করিবে—তোমার পাপের অংশ আমরা লইতে যাইব কেন? এই উত্তর শ্রবণে রত্নাকর অত্যন্ত ভীত হইয়া নারদের শরণাগত হয়। তিনি তাহাকে রাম নাম জপ করিতে বলেন। সে রাম নাম উচ্চারণে অসমর্থ হইলে তাহাকে মরা মরা জপ করিতে বলা হয়। রত্নাকর তখন হইতে মরা মরা জপ করিতে আরম্ভ করে এবং দীর্ঘকালে একটি বল্মীক-স্তূপে পরিণত হয়। ক্রমে নিরন্তর রাম রাম জপ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করে ও বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হয় ও রামায়ণ প্রণয়ন করে। এই ঘটনাটির মূল অনুসন্ধানে জানা যায়, অধ্যাত্ম-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠাধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। রাম চিত্রকূটে গমন করিলে তত্রত্য বাল্মীকি ঋষি রামের নিকট বলিয়াছেন যে, রাম! আমি ব্রাহ্মণপুত্র হইয়াও দ্বিজাতি-অনোচিত সংস্কারমাত্রেই ব্রাহ্মণ ছিলাম শূদ্রার গর্ভে আমার দশ পুত্র হয়, পরে দস্যুবৃত্তি হইতে সপ্তর্ষিদের কথায় নিবৃত্ত হই। তোমার নাম জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছি ইত্যাদি—এখানে বাল্মীকি কাহার পুত্র এবং তাঁহার পূর্ব্ব-নাম কি ছিল, তাহার উল্লেখ নাই এবং তিনিই যে রামায়ণ-প্রণেতা, ইহারও উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস রত্নাকর নাম কল্পনা করিয়াছেন এবং অধ্যাত্মরামায়ণের ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যান রচনা করিয়া থাকিবেন এবং মূলে বাল্মীকি নিজেকে ভার্গব বলিয়াছেন, এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে চ্যবনপুত্র বলা হইয়াছে। গত ১৩৪০ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'উদয়ন' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত শাস্ত্রী এম এ, গঙ্গাবতরণ প্রবন্ধে বলিয়াছেন, বাজারে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায়, উহা আসল নহে। তিনি ৫ শত বর্ষ পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুস্তক পাইয়াছেন—উহাই ঠিক। উহাতে এই সকল অসম্ভব কথা নাই, তাহাতে ভগীরথের জন্ম-সম্বন্ধীয় বিচিত্র কাহিনীও স্থান পায় নাই, ফল কথা, সে রামায়ণ মূলানুগত ইত্যাদি। বাল্মীকি-রামায়ণেও চিত্রকূটে একজন কুলপতি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বাল্মীকির কথা আছে, সেই বাল্মীকি, ভরত রামের পাদুকা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চিত্রকূটের আশ্রম রাক্ষসভয়ে ত্যাগ করিয়া অশ্বের আশ্রমে গিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণ-তিলককার নাগেশভট্টও ইহাকে রামায়ণকার হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। রামায়ণকার বাল্মীকির আশ্রম গঙ্গা-তমসার সংযোগ-স্থলের নিকটে বলিয়া বর্ণিত আছে, সীতাকে যখন নির্ব্বাসিত করা হয়, তখনও গঙ্গাপার হইয়া লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং চিত্রকূটের বাল্মীকি রামায়ণ-কার-বাল্মীকি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, চিত্রকূটের বাল্মীকি পূর্ব্বে দস্যু ও হীনচরিত্র ছিলেন, তাঁহার আশ্রমে রাম কখনই সীতাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন না। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে রাজসভায় রামের নিকটে সীতার বিশুদ্ধিবর্ণনকালে মহর্ষি বাল্মীকি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এইরূপ;—"প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন। ন স্মরাম্যনৃতং পূর্ব্বং" ইত্যাদি। 'হে রাম! আমি প্রচেতা হইতে দশম, জীবনে কখনও মিথ্যা বলিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' এই উক্তিও বাল্মীকির বলা সিদ্ধ হইত না। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে—চিত্রকূটের বাল্মীকি ভিন্ন ব্যক্তি। রামায়ণকার কোন্ প্রচেতার পুত্র? সপ্তর্ষির অন্তর্গত ব্রহ্মার মানসপুত্র এক প্রচেতা আছেন, তাহা হইতে দশম হইলে বাল্মীকি ভার্গব হইলেন কিরূপে? যদি বলা যায়, তিনি প্রচেতার বংশধর হইলে, ভৃগুর শিষ্য বলিয়া ভার্গব, তাহা হইলে এ কথা সম্ভব হইতে পারে। অথবা প্রচেতা বরুণ, তাঁহার পুত্র ভৃগু, "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ"। ইহা উপনিষদে আছে, এইরূপ ক্রমে নবম ঋক্ষ তাহার পুত্র বাল্মীকি। বিষ্ণুপুরাণে আছে "ঋক্ষোঽভূদ্‌ভার্গব-স্তস্মাদ্ বাল্মীকিঃ সমজায়ত।" এই পর্য্যন্তই বাল্মীকির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাল্মীকির আশ্রম, শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গা-তমসার সংযোগ-সন্নিকটে ছিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইহার আশ্রমও বহুস্থানে থাকিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, কানপুর হইতে ১১ মাইল দূরে বিঠোর নামক স্থানে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে একটি গ্রাম আছে—তথায় বাল্মীকীশ্বর

শিব আছেন, ঐ স্থানই বাল্মীকির আশ্রম। পঞ্জিকায় দেখা যায়, জি আই পি রেলের ঝান্সী, মাণিকপুর শাখা লাইনে বাহিলপুরোর ষ্টেশনের ৪।৫ মাইল উত্তরে পর্ব্বতোপরি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। ইহার মধ্যে যেটি গঙ্গার নিকটে, সেইটি তাঁহার আশ্রম। আমার মনে হয়, শৃঙ্গবেরপুরের নিকটেই মহর্ষির আশ্রম ছিল।

রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এ কথা আছে যে, রাম জন্মিবার ষাট্ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হয়। এই প্রবাদের মৌলিকতা অনুসন্ধানে জানা যায়, পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামায়ণ রাম জন্মিবার বহু পূর্ব্বে রচিত হয়, বাল্মীকির আশ্রমের শুক-সারীরা পর্য্যন্ত ঐ রামায়ণ গান করিত— একদা সীতা সখীগণ সহ পর্ব্বতোপরি ক্রীড়ারতা ছিলেন, সেই সময়ে ঐ পক্ষিযুগল তথায় আসিয়া রামসীতার বিবাহাংশ গান করে, তচ্ছ্রবণে কৌতূহলান্বিতা সীতা সখীগণ দ্বারা পক্ষিদ্বয়কে আবদ্ধ করেন, পরে শুকের কাতর প্রার্থনায় তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন; কিন্তু সারীকে আবদ্ধই রাখেন। সারী গর্ভবতী ছিল, সীতা শুককে বলেন, এই ঘটনা সত্য হইলে সারীকে মুক্তি দিব, নতুবা মিথ্যা কথা প্রচারের দণ্ড দিব। তখন সারী শুকবিরহে প্রাণত্যাগ করে—শুকও পত্নীবিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়া সরযুতে প্রাণত্যাগ করে এবং তাহার মানসিক সঙ্কল্প ছিল, আমিই যেন সীতা-নির্ব্বাসনের কারণ হই। তাহার অন্তিম সঙ্কল্পের ফলে ও ক্রোধবৃত্তি তৎকালে পরিস্ফুট হওয়ায়, অযোধ্যার রজক হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ইহারই বাক্য দুর্মুখ-মুখে শুনিয়া রাম সীতা-নির্ব্বাসন করেন, এই উপাখ্যানাংশে মহর্ষি কর্ত্তৃক রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচনার কথা আছে। এক্ষণে এই উক্তি কতদূর সত্য, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। বাল্মীকি নিজে বলিয়াছেন, প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য ইত্যাদি। অর্থাৎ রাম রাজা হইলে পর বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রামায়ণের প্রথম সর্গে নারদপ্রোক্ত শতশ্লোকী যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ আছে, উহাতে প্রায় ষাটটি ক্রিয়াপদ আছে, উহার মধ্যে রামের রাজ্যাভিষেক বর্ণন পর্য্যন্ত ৫২টি ক্রিয়াপদ অতীত কালের এবং সীতা নির্ব্বাসনাদি রামের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত ৮টি ভবিষ্যৎ কালের বোধক দেখা যায়। কয়েক স্থানেই কবি বলিয়াছেন যে, রাম রাজা হইবার পর রামায়ণ রচিত হয়। উহাতে উক্ত হইয়াছে, 'সভবিষ্যং সহোরাত্তং' অর্থাৎ উত্তর কাণ্ড ও রামের ভবিষ্য চরিত্র সম্বলিত রামায়ণ রচনা করেন। সুতরাং পদ্ম-পুরাণ বা অন্য প্রবাদ বিশ্বাস্য হইতে পারে না, রামায়ণ-রচয়িতা যখন বলেন, রাম রাজা হইবার পর রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তখন অপরের বাক্য কি করিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়? যাহা বাল্মীকির বাক্যের অবিরোধী, উহাই বিশ্বাস্য এবং প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়।

এই রামায়ণকথা সকল পুরাণেই আছে, তন্মধ্যে অধ্যাত্ম-রামায়ণে অধিক, ইহার পরেই মহাভারতের বনপর্ব্বীয় রামায়ণে, তদ্ব্যতীত আরও অনেক রামায়ণ আছে—যেমন আনন্দরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, বাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি।

বর্ত্তমান যুগের দেশী ও বিদেশীয় মনীষিবর্গ অনেকেই বলেন, মহাভারত প্রাচীন, রামায়ণ অর্ব্বাচীন, ইহার কারণ-রূপে তাঁহারা বলেন, রামায়ণের বর্ণনায় তাৎকালিক সামাজিক শৃঙ্খলা, সতীত্বমহিমা বর্ণণায় সারল্য ও প্রাঞ্জলতা দ্বারা তাহাকেই আধুনিক বলা যায়; ইহারা ক্রমোন্নতিবাদে বিশ্বাসবান্। মহাভারতে যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা দ্বারা বিবাহ-বিধির পূর্ব্বকথা যথেচ্ছ বিহার, একাধিক স্বামীর কথা, পরস্ত্রীগমনাদির বিষয় বর্ণিত আছে—তাহা এত অধিক যে, উহা দ্বারা তাৎকালিক সামাজিক পরিস্থিতি বেশ উপলব্ধি করা যায়,—মহাভারতের নায়িকার পঞ্চ স্বামী, বহুবিবাহ প্রভৃতি ত আছেই, রামায়ণে আর্য্য সভ্যতায় এই সকল পরিহৃত, নায়কগণ একপত্নীব্রত-সম্পন্ন, সীতা আদর্শচরিত্রা, রামায়ণে একমাত্র বানরজাতি মধ্যে বহুভর্ত্তৃকতা বর্ণিত আছে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছিল না ইত্যাদি প্রাত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা রামায়ণ সভ্যযুগে রচিত বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন।

এই যুক্তিগুলি বিচারসহ নহে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—রামায়ণ ইতিহাস নহে, উহা একখানি ঐতিহাসিক কাব্য—রামচরিত্রাবলম্বনে লিখিত। উহাতে রামচরিত্রের সহিত অসম্বদ্ধ বিষয়ের বর্ণনা নাই, এমন কি, দশরথের জীবনীও নাই, উহা সূর্য্যবংশের বা তৎসংসৃষ্টদিগের কথায়ও পূর্ণ

নহে, সুতরাং আদিম যুগের সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত হয় নাই। মহাভারত চন্দ্রবংশের ও তৎসংসৃষ্টদিগের ইতিহাস, সুতরাং উহাতে আদিম যুগের সভ্যতা, স্ত্রীগণের বহুভর্তৃকতা—বহু পুরুষসংসর্গাদির কথা, নিয়োগবিধির প্রথা বর্ণিত হইয়াছে। রামের সমসাময়িক সমাজে তাদৃশ প্রথা ছিল না বা রামচরিত্র সহ তাহারা সংসৃষ্ট নহে, এবং কাব্যের উদ্দেশ্য রামায়ণ-পাঠক-পাঠিকাগণ রাম-সীতার ন্যায় আদর্শচরিত্র হইবেন, রাবণাদির ন্যায় হইবেন না, ইহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কাব্যরচনা। আলঙ্কারিকগণও পরবর্ত্তী কালে এই কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, যথা—

"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং, ন তু রাবণাদিবৎ ইত্যাদি কৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারা সুপ্রতীতৈবেতি।"

দ্বিতীয়তঃ আমরা ক্রমোন্নতিবাদের সমর্থন না করিয়া, ক্রমাবনতিবাদেরই সমর্থন করি। নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্য্য তাঁহার ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে এই ক্রমোবনতিবাদের অনুকূলে বলিয়াছেন যে—

"জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়কর্ম্মণোঃ।
হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্॥"

পূর্ব্বকালে মনঃসঙ্কল্পের দ্বারা প্রজাসৃষ্টির কথা পুরাণাদিতে শোনা যায়, পরে বৈবাহিক বিধানে সন্তানোৎপাদনও অমোঘ ছিল, এখন তাহাও নাই।

এইরূপ—সংস্কার, বিদ্যা, শক্তি, বেদাধ্যয়নাদি পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে, একদিন এই সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে। রামায়ণের সময়ে যেরূপ সভ্যতা ও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল, মহাভারতের সময়ে তদপেক্ষায় অনেকাবনতি ঘটিয়াছিল। অবশ্য রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কথাও মহাভারতে আছে এবং সেই সময়ে স্ত্রীজাতির বহুপুরুষ-সংসর্গ দোষাবহ ছিল না বলা হইয়াছে, এবং তৎপরে সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য উহা নিয়ন্ত্রিত হয়। রামায়ণের কালে তাহা পালিত হইত, ক্রমে উহা শিথিল হইয়াছে, ইহাও বলা যায়। বর্ত্তমানে ভারতে যে বৈদেশিক আবহাওয়ার প্রভাবে স্ত্রীস্বাধীনতা, সহশিক্ষা, যথেচ্ছ ব্যভিচার, ও তৎফলে অকালমৃত্যু, দুরারোগ্য রোগ প্রভৃতি দেখা দিয়াছে, ইহা বিশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। তাহার পূর্ব্বে আরও অধিক পরিমাণে সতীত্ব-মর্য্যাদা পরিপালিত হইত, এখন উহা সভ্যতার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি বহুকথাই বলা যায়। ইহাকে একদল উন্নতি মনে করেন, আমরা ইহাকে অবনতি মনে করি।

তৃতীয়তঃ বাল্মীকির কথা ও রামায়ণের কথা মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে যথেষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতের বা ব্যাসের নাম রামায়ণে নাই। চতুর্থতঃ—দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা লইয়া বেদব্যাসও বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে উহার কারণ দেখাইবার জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হইয়াছে, এবং উহা যে তৎকালীন সমাজের অত্যন্ত বিরোধী ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যায়। দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতি একদল ইহাকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিত না, ফল কথা, উহা একটি রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়, এবং তৎকালে সমাজে নিয়োগ-বিধি প্রচলিত হইয়াছে, রামায়ণের সময়ে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না।

৫ম—রামায়ণের রচনা আদর্শ করিয়া বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাহা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বিস্পষ্ট বলা হইয়াছে।

"রামায়ণং মহাকাব্যমাদৌ বাল্মীকিনা কৃতম্
তন্মূলং সর্ব্বকাব্যানামিতিহাসপুরাণয়োঃ।
সংহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং মূলং রামায়ণং মতম্।
তমেবাদর্শমারাধ্য বেদব্যাসো হরেঃ কলা।
চক্রে মহাভারতাখ্যমিতিহাসং পুরাতনম্॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্ব ২৫ অধ্যায় ২৮—৩০ শ্লোক।

এবং রামায়ণের বহু শ্লোক অবিকৃতভাবে মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের প্রতি রামের রাজনীতির উপদেশ এবং মহাভারতে—সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশ প্রায় একরূপ শ্লোকেই বর্ণিত; মহাভারতে কিছু বেশী আছে, রামায়ণের ঐ সকল শ্লোক ত আছেই, উহা ভিন্ন আরও কিছু তিনি উহাতে যোগ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের আরম্ভ শ্লোক রামায়ণের প্রথম শ্লোক প্রায় একই রূপ। কাব্য হিসাবে আলোচনা করিলে বলা যায়, রামায়ণের সর্ব্বাংশে বেদব্যাস অনুকরণ

করিয়াছেন। রামায়ণ যেমন ২৪ হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ, মহাভারতও সেইরূপ ২৩ হাজার শ্লোকেই বেদব্যাস প্রথম রচনা করেন, উহা ১ শত পর্ব্বে—বিভক্ত ছিল, উহাতে কুরু-পাণ্ডবের বিষয় ব্যতীত অন্য কোন উপাখ্যান ছিল না। পরে উহাতে ঐ সব অংশ যোজিত হইয়াছে। ঘটনার সৌসাদৃশ্যও অনেক, এমন কি, রামায়ণের দুইটি কাণ্ডের নামের সহিত ইহার দুইটি পর্ব্বের নামের সাদৃশ্য পর্য্যন্ত দেখা যায়। আদি ও অরণ্যকাণ্ডের স্থানে আদি ও বনপর্ব্ব নাম দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে উভয় গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের ঐক্য বা সাদৃশ্য দেখান যাইতেছে, যথা—

রামায়ণে—নায়ক ৪ জন। প্রত্যেকেই বিষ্ণুর অংশ; দশরথের বৃদ্ধাবস্থায় যজ্ঞীয় চরু হইতে উৎপন্ন; মহাভারতের নায়ক পাণ্ডবগণ—ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার হইতে নিয়োগবিধি অনুসারে উৎপন্ন। রামায়ণের নায়িকা সীতা, অযোনিজা, ভূমিগর্ভ হইতে উৎপন্না; মহাভারতের নায়িকা কৃষ্ণাও অযোনিজা—যজ্ঞবেদিসম্ভবা। সীতার বিবাহে হরধনুর্ভঙ্গরূপ শুল্ক ছিল, ভারতে লক্ষ্যবেধ, সেই লক্ষ্য মৎস্য ঊর্দ্ধে স্থাপিত ছিল। অথচ উভয় বিবাহের নামই স্বয়ম্বর হইয়াছে।

বিবাহান্তে রাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুলান্তক জামদগ্ন্য রামের দর্প চূর্ণ—ভারতে লক্ষ্যবেধান্তে বিরোধী লক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের জয়লাভ। পিতৃসত্যপালনার্থ রামের ১৪শ বর্ষ বনবাস, পাণ্ডবেরা পাশায় হারিয়া ১২শ বর্ষ বনবাস ও ১ বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। অরণ্যবাসকালে বনস্থানকে রাম নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃবর্গের দ্বারা দ্বৈতবনাদি ও তীর্থগুলি নিরাপদ করিয়াছিলেন। রামায়ণের প্রধান ঘটনা সীতাহরণ ও তদুপলক্ষেই ত্রিলোকজয়ী রাবণকে রাম সংহার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন, ভারতেও দ্রৌপদী-হরণ বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডবদের ভগ্নীপতি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিকালে দ্রৌপদী-হরণ করেন, এবং সেই দিনই কয়েক দণ্ডের মধ্যে ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর উদ্ধারসাধন হয় এবং সেই জন্যই—দ্রৌপদীর অগ্নিশুদ্ধির আবশ্যকতা হয় নাই। চতুর্দ্দশ বর্ষ পূরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাম-রাবণের যুদ্ধ, ভারতেও অজ্ঞাতবাসান্তেই সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রামায়ণে হনুমান্ ও অঙ্গদের দৌত্য এবং শুকসারণের দৌত্য-কথা আছে—ভারতেও পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ, সঞ্জয়, ও উলূকের দৌত্য বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে সূর্য্যপুত্র সুগ্রীবের মিত্র বালী-বধ করেন, ভারতে ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দ্বারা সূর্য্যপুত্র কর্ণকে বধ করান। রামায়ণে বালী ও সুগ্রীব যেরূপ ভাই, ভারতেও ঠিক সেইরূপ। কৈকেয়ীর চরিত্রের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, পুত্র দ্বারা কৈকেয়ী পরে উদারচরিত্রা হইয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ভারতযুদ্ধের পর বিবেবহীন স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত হইয়াছিলেন। উভয় গ্রন্থেই যুদ্ধান্তে মহা আড়ম্বরের সহিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ বর্ণিত হইয়াছে। রামেরও মহাপ্রস্থানের ন্যায় পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইয়াছে। ভারতযুদ্ধে বিভীষণের স্থলাভিষিক্ত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু ছিল। রামায়ণের যুদ্ধের কারণ সীতাহরণ; ভারতযুদ্ধের কারণ দ্রৌপদীর কেশ ও বস্ত্রাকর্ষণ পূর্ব্বক অপমান করা।

রামায়ণে রাবণের হিতোপদেষ্টা বিভীষণ, অবিন্ধ্য, মাল্যবান প্রভৃতি। ভারতে দুর্য্যোধনের ও ধৃতরাষ্ট্রের হিতোপদেষ্টা ছিলেন বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি। অতি দর্প ও অতি অভিমানে রাবণের ও দুর্য্যোধনের পতন হয়। অধর্ম্মের পরিণাম সমূলে বিনাশ, ইহা প্রদর্শন করা উভয় কাব্যের উদ্দেশ্য।

রামায়ণ যে সময়ে রচিত হয়, তৎকালে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। তদপেক্ষা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-পালন প্রচলিত ছিল। কি আর্য্য, কি অনার্য্য, কাহারও মধ্যে সহমরণের উল্লেখ রামায়ণে নাই। উহার পরবর্ত্তী কালে যাবজ্জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনে অসমর্থ নারীগণ দ্বিতীয় কল্প সহ-মরণ অঙ্গীকার করেন, মহাভারতে ঐ সহমরণের কথা আছে। মাদ্রী পাণ্ডুর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন, গান্ধারীও সহমৃতা হয়েন। কৌরব-বধূগণ বৈধব্যের অষ্টাদশ বর্ষে জলপ্রবেশ দ্বারা অনুমৃতা হয়েন। এই সহমরণ এযাবৎ চলিয়া আসিয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ইংরেজের রাজত্বকালে বন্ধ হয়। ইহাও রামায়ণ যে মহাভারতাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার অন্যতম কারণ।

শাস্ত্রে কথিত আছে—

"বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।"

ইহা হইতেও বেদের পরেই রামায়ণ, তৎপরে পুরাণ ও

পরে মহাভারত জানা যায়। পুরাণ বলিতে একখানি ব্রহ্মাপ্রোক্ত পুরাণ বুঝিতে হইবে। বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিভক্ত অষ্টাদশ পুরাণ নহে।

রামায়ণে কোন দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হয় নাই, মহাভারতে সকল দর্শনের মতই দেখা যায়। মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ সাংখ্য মতে পরিপূর্ণ। রামায়ণ রচনার সময় কোন আস্তিক দর্শন রচিত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। বাল্মীকি কপিলের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তৎপ্রণীত দর্শনের বিষয় কিছুই বলেন নাই। ২।১১৩ সর্গে রাম জাবালিকে বুদ্ধ তথাগত বলিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্ত্তী বলেন। কিন্তু উহার পূর্ব্বশ্লোক দেখিলে ঐরূপ বলা সম্ভবপর হইত না। উহা দ্বারা নাস্তিকবুদ্ধিযুক্ত অর্থেই বুদ্ধ তথাগত শব্দ জাবালির উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ" এই পর্য্যায়বোধক বুদ্ধ হয়, তথাপি শাক্যসিংহ বুদ্ধের কথা বলা হয় নাই। লঙ্কাবতার সূত্র শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, উহাতেও বুদ্ধ তথাগত বর্ণিত হইয়াছেন। বাল্মীকি ব্যাসের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

একটি প্রাচীন উদ্ভট শ্লোক বেদব্যাসাপেক্ষায় বাল্মীকির প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিয়া থাকে। ঐ শ্লোকটি দণ্ড্যাচার্য্য নামক দশকুমার-চরিত্র-প্রণেতার গুণমুগ্ধ তৎসমসাময়িক কবির লিখিত। দণ্ড্যাচার্য্য বৌদ্ধযুগের কবি ছিলেন, তখনও কালিদাস প্রভৃতি কবির আবির্ভাব হয় নাই। উহা খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বকথা।

শ্লোকটি এই—

জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাঽভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥

অর্থাৎ বাল্মীকি আদি কবি, দ্বিতীয় কবি ব্যাস, হে দণ্ডিন্! তুমি তৃতীয় কবি।

আর একটি উদ্ভট শ্লোক আছে—

"বাল্মীকাদজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী যং কালিদাসং বরম্।"
ইত্যাদি।

মহাভারতে বহুস্থানে বাল্মীকির নাম আছে। শান্তি—৪৭৮।

ভবভূতির উত্তরচরিতে বাল্মীকি সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তি, যাহা আত্রেয়ী বনদেবতার নিকট বলিয়াছে, তাহা এই 'আদ্যঃ কবিরসি' ইত্যাদি * * * *

লোকে সাধারণত উল্লেখ করিতে রামায়ণ-মহাভারত এইরূপই করিয়া থাকে, মহাভারত-রামায়ণ এরূপ বলে না, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদির ন্যায় এ স্থলেও রামায়ণের পূর্ব্বনিপাত অর্চ্চিতত্ব নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে এই জাতীয় বহু যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে ও দেখান যায়; কিন্তু এই রামায়ণ-ভূমিকা ইহার প্রকৃত বিচারস্থান নহে।

রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন হইলেও কত দিনের এবং কবে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না; তবে যতটুকু বলা যায়, তাহা এ স্থলে দেখান যাইতেছে। প্রথমে ভারত-যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, তাহা দেখা যাউক। কারণ, ভারত-যুদ্ধে অভিমন্যু-হস্তে রামের অধস্তন ত্রিংশ সংখ্যক রাজা বৃহদ্বল নিহত হয়েন, ইহা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতযুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে হইয়াছিল, এইরূপ বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি এদেশীয় মনীষাসম্পন্ন প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন। ইহার অধিক পূর্ব্বে যুদ্ধকথা প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত প্রায় কেহই স্বীকার করেন না। বৈদেশিক পণ্ডিতগণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে ভারত-যুদ্ধকাল বলিয়া থাকেন। পার্জ্জিটার প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বলেন। তাঁহাদের মতে আর্য্য সভ্যতা ইহার অধিক প্রাচীন নহে। এই ত গেল এক দিকের কথা, অপর দিকে সংস্কৃতজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতগণ বেদকে নিত্য ও অদ্য হইতে ৫ হাজার ৩৫ বৎসরের পূর্ব্বে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল, এই কথা বলেন। পঞ্জিকায় কল্যব্দ ও রাজতালিকাও সেইরূপই আছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দ ৫০৩৫ বৎসর, কলির প্রথম রাজা যুধিষ্ঠির, ইঁহাদের বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব না, অন্যান্য মত আলোচনা দ্বারাই এই মতের ভ্রম দেখা যাইবে।

রাজতরঙ্গিণীকার কাশ্মীরবাসী ঐতিহাসিক সুপণ্ডিত কহ্লন মিশ্র বলেন, ৬৫৩ বৎসর কলির অতীত হইলে

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। কেন তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহার কারণ ঐ গ্রন্থে বলা হয় নাই। এই মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। এই মতও আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ, তাহাতে ইতিহাস-বিরোধ হয়। বিরোধ এই প্রকার—বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, মৎস্য ও বায়ুপুরাণাদিতে আছে, ভারত-যুদ্ধে জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব গিয়াছিলেন, সেই সহদেব হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত মগধরাজবংশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন, পরে প্রদ্যোতবংশীয় ৫ জনে ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন ও তৎপরে শিশুনাগবংশীয় ১০ জন রাজা ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহার পর মগধ-সম্রাট নন্দবংশীয়গণ পূর্ণ ১ শত বৎসর রাজত্ব করেন, কৌটিল্য নামক ব্রাহ্মণের চেষ্টায় দ্বাদশ বৎসরে নন্দবংশ ধ্বংস হয়, পরে ঐ ব্রাহ্মণের চেষ্টায় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়েন। এই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত ম্যাগাস্থানিসের মতে আলেকজেণ্ডারের সমসাময়িক ও খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৬২ বৎসরে মগধ-সম্রাট ছিলেন, সুতরাং এই মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯৬২ বৎসর ভারত-যুদ্ধের সময় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা মানিলে তখন কলির ১১৩৮ বৎসর অতীত হইয়াছে বলিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত পুরাণচতুষ্টয়ে ইহার সমর্থক মত বিরোধী মত উভয়ই দেখা যায়, যথা পরীক্ষিতের জন্ম-সময়ের প্রসঙ্গে আছে :—

"তাবৎ প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।"

ইহার অর্থ লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, কলির আয়ু দৈব মানে ১২ শত বৎসর, সুতরাং দ্বাদশ শত বৎসরাত্মক কলি সেই ভারতযুদ্ধকালে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপ অর্থে গোলযোগ ঘটে এই যে—তাহা হইলে ঐ পুরাণ-চতুষ্টয়ের প্রদত্ত হিসাব সঙ্গত হয় না। ১২ শত বৎসর কম পড়িয়া যায় অর্থাৎ সেই সময়ের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া দ্বাদশ শত বর্ষবয়স্ক কলি তখন প্রবৃত্ত অর্থাৎ কলির দ্বাদশ শতাব্দী তখন চলিতেছে, এই অর্থে উপস্থিত বিরোধের সমাধান হইলেও—উক্ত পুরাণ সকলে আবার ঐরূপ রাজাদের সময়ের তালিকা দিবার পর বলিয়াছেন—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্,
এতদ্বর্ষসহস্রন্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।" বিষ্ণু।
পঞ্চাশদুত্তরম্। ভাগবত।

এই মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৭৭ বৎসরে অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫১২ বৎসরে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। এই মতের আরও একটি সমর্থক প্রমাণ দেখা যায়, যথা—

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ,
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

সপ্তর্ষিমণ্ডল ১ শতবর্ষকাল এক একটি নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভারতযুদ্ধের সময়ে ছিলেন ১০ম নক্ষত্র মঘায় এবং নন্দের রাজত্বকালে ২০শ নক্ষত্র পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। ইহা স্থূল গণনা, এবং ইহা দ্বারাও ১ হাজার ১৫ বা ৫০ বৎসরই পাওয়া যায়। এই মতে কলির ১৫৮৮ বৎসর গত হইলে ভারতযুদ্ধ বলিতে হয়, সম্ভবতঃ তিলক প্রভৃতি এই মতই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সেই মতের সমর্থক কোন পুরাণের বাক্য পাই না, সুতরাং আমার মনে হয়, মূলে যে হিসাব দেওয়া আছে, উহাই ঠিক এবং "এতদ্বর্ষ-সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্" এইরূপ পাঠ হইবে, এবং "যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি শতভিষাং মহর্ষয়ঃ" এইরূপ হইবে। লিপিকর-প্রমাদ জন্য ঐরূপ বিরুদ্ধ হইয়াছে, নতুবা একই স্থানে রাজগণের সময়ের হিসাব প্রদান করিয়া পরক্ষণেই ৫ শত বৎসরের গরমিল হওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং স্থূল হিসাবে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯৬২ বৎসরে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল।

রামায়ণের রচনাকাল উহার ১৫ শত বৎসরের পূর্ব্বে, ইহা সুনিশ্চিত। তাহা হইলে দ্বাপরের ৩ শত কয়েক বৎসর অবশিষ্ট থাকিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৫৪০০ বৎসরের পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, সর্ব্বজন-বিদিত প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে যে, রাম ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং বাল্মীকি দশরথের সখা, রামের সময়ে তিনি বৃদ্ধ, সুতরাং এই দ্বাপরের শেষে তাঁহাদের অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? পুরাণাদিতেও দু' চারি স্থানে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ত্রেতায় রামের অবতার—সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে, বহু লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পঞ্জিকাতেও দেখা যায়, রাম ত্রেতার অবতার, ত্রেতাযুগের কালসংখ্যা ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বর্ষ, দ্বাপরের ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বর্ষ, রামের

আয়ুষ্কাল ১১ হাজার বর্ষ, সুতরাং ত্রেতার শেষে জন্মিলেও দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না, অথচ পুরুষসংখ্যা গণনায় ও তাঁহাদের আয়ুষ্কাল বিবেচনায় দ্বাপরের শেষেই রামের অবতার ও রামায়ণ-রচনার কাল বুঝা যায়। উত্তরকাণ্ডে মৃতপুত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা রাজদোষ কীর্ত্তিত হইলে ব্যাকুলচিত্ত রাম নিজাপরাধ জানিবার জন্য তাঁহার ঋষি সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ যে উত্তর করেন, তন্মধ্যে দেখা যায়—উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"ততঃ পাদমধর্ম্মশ্চ দ্বিতীয়মবতারয়ৎ।
ততো দ্বাপরসংজ্ঞা সা যুগস্য সমজায়ত।
তস্মিন্ দ্বাপরসংজ্ঞে তু বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে।
অধর্ম্মশ্চানৃতঞ্চৈব ববৃধে পুরুষর্ষভ।
অস্মিন্ দ্বাপরসংখ্যানে তপো বৈশ্যান্ সমাবিশৎ।
ত্রিভ্যো যুগেভ্য স্ত্রীন্ বর্ণান্ ধর্ম্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগতস্ত নরর্ষভ।
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে।
অধর্ম্মঃ পরমো রাজন্ দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন্ মহাতপাঃ।
অদ্য তপ্যতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম্।"

ইত্যাদি উত্তরকাণ্ড ৭৪ সর্গ।

ইহার অর্থ এই—তাহার পর অধর্ম্ম দ্বিতীয় পাদ অবতরণ করাইলেন, সেই জন্য যুগের নাম দ্বাপর। সেই দ্বাপর নামক বর্ত্তমান যুগাবশেষে অধর্ম্ম ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দ্বাপর যুগে বৈশ্য তপস্যা করিতে পারে, তিন যুগে পর পর তিন বর্ণের তপস্যাধিকার, উহাই ধর্ম্ম। হে নরশ্রেষ্ঠ! শূদ্র যুগানুসারে বর্ত্তমানে তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মলাভের অধিকারী নহে, হীনবর্ণ শূদ্র বর্ত্তমানে মহা তপস্যা করিতেছে, সেই পাপে ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হইয়াছে—ইত্যাদি। এই সকল শ্লোক হইতে দ্বাপর যুগের শেষে যে রাম বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। বাল্মীকির নিজোক্তি দ্বারাই দ্বাপর-শেষে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচনার কথা যেমন অলীক, দ্বাপরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-কথা যেমন সত্য নহে, রাম ত্রেতার অবতার এ কথাও সত্য নহে।

এই মহাকাব্যের শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। কবি বলিয়াছেন, ইহা সাতকাণ্ডে ৫ শত সর্গে গ্রথিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। উপলভ্যমান পুস্তকে ২৪১১৮ শ্লোক ও ৬৫০ সর্গ দেখা যায়। কাণ্ড শব্দে অংশবিশেষ বুঝায়, প্রধান প্রধান অংশবিশেষই কাণ্ড শব্দ দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। সাতটি কাণ্ডের নাম—আদি বা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ বা লঙ্কা, উত্তরকাণ্ড। ইহার ছয়টি কাণ্ডের নামার্থ—শ্রবণমাত্রেই বোধ হয়; কিন্তু সুন্দরকাণ্ড এরূপ নামের বিশেষ কারণ বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন, রামায়ণমধ্যে ঐ কাণ্ডের রচনা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়াই উহার নাম সুন্দরকাণ্ড, রামের বাল্যলীলার নাম বালকাণ্ড, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কাকাণ্ড তত্তৎস্থানের ঘটনা বলিয়া তন্নামে প্রসিদ্ধ। রামচরিত্রের শেষাংশই উত্তরকাণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে।

রামায়ণ-আলোচনার আবশ্যকতা।

এই গ্রন্থ আস্তিক হিন্দুদিগের নিকট বেদতুল্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য ও আদৃত হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রতীচ্য গুরুগণের উপদেশে এই গ্রন্থের নানা জাতীয় সমালোচনা করিয়াছেন। যাহা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও কেহ পাঠ করিত না, বরং ঘৃণাভরে উপেক্ষাই করিত। এখন সে দিনকাল নাই, দেশের অধিকাংশ লোকই প্রতীচ্য শিক্ষায় ও প্রতীচ্য সভ্যতায় শ্রদ্ধাবান্; সুতরাং এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকিলে বা উপেক্ষা করিলে চলে না। ঋষিগণ বলিয়াছেন—'ক্ষমার বহু গুণ থাকিলেও একটি দোষ আছে যে, ক্ষমাশীলকে লোকে অশক্ত মনে করে', এ ক্ষেত্রেও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। সনাতন হিন্দুদিগের বক্তব্য বিবৃত করার জন্যও রামায়ণের বহিরঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। পূর্ব্বে মহাভারতাপেক্ষা রামায়ণের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছি। এখনকার লোকে এইরূপ সন্দেহ-সম্পন্ন এবং তাহার সমর্থন করিয়া সমালোচনা করে। এইরূপ আরও বহু লোকের উদ্ভট সমালোচনা দেখিয়াছি, যাহা দেখিলে অবাক ও বিস্মিত হইতে হয়, জগদ্বিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পরিচয়' নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নামক প্রবন্ধে রামায়ণ ও মহাভারতের

সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশীলতায় তিনি রামায়ণমধ্যে যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষ-কৌশলে বাল্মীকি কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামায়ণের ঘটনার সত্যতা তিনি মানেন না। সীতা লাঙ্গলের ফাল, বিশ্বামিত্র ও জনকের প্রেরণায় রাম কৃষিকার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইলে, বৃদ্ধ দশরথ রামকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হয়েন। কৈকেয়ীর ব্যাপার কল্পনামাত্র। অনার্য্যদের সহিত রামের মিলন দাক্ষিণাত্যে কৃষি-প্রবর্ত্তন ইত্যাদি—ইহার সম্বন্ধে এই বলা যায়, ইহা নিছক কবির কল্পনা। 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।' যে রামচরিত্র সর্ব্বপুরাণ-সম্মত, যাহার ঘটনাবলী সকলেই স্বীকার করেন, পুরাণ সকল, মহাভারত, প্রাচীন নাটক প্রভৃতিতে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, বিনা প্রমাণে কেবল নিজ কল্পনায় যাঁহারা এইরূপ সমালোচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কি হইতে পারে? যদি কোন প্রমাণ তিনি দেখাইতেন, তবে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইত। এই কবির এইরূপ কল্পনা করিবার কারণ বোধ হয় প্রতীচীর গুরুদিগের কৃত রামায়ণ যে রূপক, তদবলম্বনে, রম্ ধাতু ও সি ধাতু হইতে রাম ও সীতাপদ নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ লইয়া কোন কোন সাহেব ইহাকে কৃষিকার্য্য রূপকে পর্য্যবসিত করেন।

আবার কোন সাহেব বলিয়াছেন যে, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণমাত্র। এই সকল মত এখনকার শিক্ষিত সমাজ বাতিল করিলেও অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতগণ "গৃহীতার্থং ন মুঞ্চন্তি" দলের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য রামায়ণে বহু রূপক বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু এইরূপ রূপক কল্পনা করা কবিদেরই শোভা পায়। বাল্মীকি-রামায়ণে কিছু অংশ ভবিষ্য বর্ণন আছে; পদ্মপুরাণের রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচনার কথা উহাকে ভিত্তি করিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে। লবকুশ-মুখে রামায়ণ শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন, 'চিরনির্ব্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।' ১।৪।১৮ অর্থাৎ অনেক দিন যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাকে প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখান হইয়াছে, ইত্যাদি।

রামায়ণে ঋক্, সাম, যজু বেদত্রয়, ব্যাকরণ, শিক্ষার নাম কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৩য় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ধনুর্ব্বেদের বিষয়, শাকুন শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, বাস্তুশাস্ত্রোক্ত বর্দ্ধমান বৈজয়ন্ত প্রভৃতি শব্দ, সামুদ্রিক, বার্ত্তা, আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতির বিষয়ও রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যায়।

একমাত্র লোকায়তিক নাস্তিক দর্শনের উল্লেখ অযোধ্যা-কাণ্ডে আছে।

রামায়ণের উপাখ্যান বহু পুরাণে, মহাভারতে ও অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, এবং প্রায় অনেক পুরাণাদির সহিতই বাল্মীকি-রামায়ণের অল্পবিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ঐ রামায়ণে রাম ঈশ্বর পরব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, বাল্মীকি-রামায়ণের রাম আদর্শ মানব, কখনো কখনো তাঁহাকে ঈশ্বরও বলা হইয়াছে। কোন কোন ঘটনা এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, উহা বাল্মীকির রামায়ণে না থাকিলেও লোক সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, যেমন রামের অকালে বোধন ও দুর্গা-পূজার কথা, কোন পুস্তকে অগস্ত্যোপদেশে আদিত্যহৃদয় পাঠ দেখা যায়। পদ্মপুরাণ ও অধ্যাত্মরামায়ণের পর মহাভারতের রামায়ণই সকল পুরাণাপেক্ষা অধিক, কিন্তু উহার সহিত বাল্মীকির রামায়ণের বিরোধ আছে—কয়েকটি দেখান যাইতেছে, যথা—

বাল্মীকির রামায়ণে—রাবণ ব্রহ্মার প্রপৌত্র। বিশ্রবার দুই পত্নী;—কুবের-মাতা দেববর্ণিনী ও কৈকসী। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা, বিভীষণ-মাতা। মহাভারতে—ব্রহ্মার পৌত্র রাবণ, বিশ্রবার তিন পত্নী, রাকা, পুষ্পোৎকটা ও মালিনী, রাকার পুত্র ময়, কন্যা শূর্পণখা, পুষ্পোৎকটার পুত্র রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মালিনীর পুত্র বিভীষণ ইত্যাদি।

বাল্মীকি-রামায়ণে—সমুদ্রবধোদ্যত রামভয়ে বরুণের আগমন ও সেতুবন্ধনের উপায় কথা, নীল কর্ত্তৃক প্রহস্ত-বধ,—এবং অন্তর্হিত ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে না পাওয়ায় রাম-লক্ষ্মণ বারম্বার তাহার হস্তে মৃতকল্প হইয়াছিলেন, বিভীষণ রামের আদেশে স্নাতা অলঙ্কৃতা সীতাকে আনয়ন করিলে, রাম পরুষ বাক্য বলিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করেন, সীতার অগ্নিপ্রবেশ, দেবগণ ও দশরথের সীতা-বিশুদ্ধির কথা খ্যাপন, সীতা গ্রহণ, বানরগণ সহ অযোধ্যা গমন।

মহাভারতে—বিভীষণ কর্ত্তৃক প্রহস্ত বধ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক

কুম্ভকর্ণ বধ, কুবের-প্রেরিত জল দ্বারা নেত্রমার্জ্জনে রাম ও লক্ষ্মণ অন্তর্হিতগণকে দেখিয়াছিলেন। রাবণবধের পর রাবণের প্রধানামাত্য অবিন্ধ্য, অস্নাতা মলপঙ্কধারিণী সীতাকে লইয়া রামের নিকটে আসিলে, রাম সীতাকে ত্যাগ করেন, দেবগণ ও দশরথের বাক্যে সীতাকে গ্রহণ করেন। অগ্নিপুরাণে—বিশ্রবার দুই স্ত্রী—পুষ্পোৎকটা ও নৈকষী, প্রথমার পুত্র ধনেশ্বর, দ্বিতীয়ার রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ পুত্র, কন্যা শূর্পণখা। বাল্যকালে রাম কোন অপরাধে মন্থরার পদধারণ করিয়া টানিয়াছিলেন, এইজন্য সে রামের বনবাসের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিল, অপর বাল্মীকীয়বৎ। বিষ্ণু, গরুড়, মৎস্য ও হরিবংশে যতটুকু রামায়ণ আছে, তাহাতে কোন বৈষম্য নাই।

কূর্ম্মপুরাণে—জনকের ঘোষণানুসারে রাম মিথিলায় গিয়া ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সাতাকে বিবাহ করেন, সেতুমধ্যে রামেশ্বর শিব স্থাপন করেন, বাল্মীকি-রামায়ণেও প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সীতাকে রাম বলিয়াছেন যে, এই স্থানে মহাদেব অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ৬। ২১২৫। ১৯—২০।

বায়ুপুরাণে—৭০ অধ্যায়ে ৩১—৫০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, বিশ্রবার ৪টি স্ত্রী—১—বৃহস্পতিকন্যা দেববর্ণিনী কুবেরের মাতা। ২ মাল্যবানের কন্যা রাকা—দূষণ-ত্রিশিরা-বিদ্যুজ্জিহ্ব ও অমনিকা-জননী। ৩ পুষ্পোৎকটা—মহোদর, প্রহস্ত, মহাপাংশু, খর ও কুম্ভীনসী-মাতা। ৪ কৈকসী—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা-জননী। ইহা ব্যতীত রাক্ষসজাতিবিভাগ ও রূপবর্ণনা আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে ৬২ অধ্যায়ে আছে—ত্রেতায় রামের জন্ম, যেমন মোহিনীর শাপে ব্রহ্মার অপূজ্যতা, রম্ভার শাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড, উর্ব্বশীর শাপে—অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবজ্ঞাত, মেনা-শাপে কুবেরের কুরূপ, ঘৃতাচী-শাপে মদন ভস্মীভূত, মদালসা-শাপে বলি হৃতরাজ্য, মিশ্রকেশী-শাপে বৃহস্পতি হৃতভার্য্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ শূর্পণখার শাপে রামচন্দ্রও হৃতভার্য্য হয়েন, শূর্পণখা পুষ্করে তপস্যা করে এবং ব্রহ্মার বরে পরজন্মে কুব্জা হইয়া কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়।

শিবপুরাণে—জ্ঞানসংহিতায় ৩০ অধ্যায়ে সীতা কর্ত্তৃক দশরথকে পিণ্ডদান-বৃত্তান্ত ও তদুপলক্ষে ফল্গু, গাভী, কেতকী ও অগ্নিকে শাপপ্রদানের কথা আছে। ৫৬ অধ্যায়ে রাবণের শিবারাধনা প্রভৃতি, ৫৭ অধ্যায়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিব-স্থাপন ও শিবাবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

অধ্যাত্মরামায়ণে—রামের বাল্যলীলা এবং সকল কার্য্যই জ্ঞানকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অযোধ্যাকাণ্ডে—৬ সর্গে বাল্মীকির আত্মপরিচয় যাহা আছে, উহাই কৃত্তিবাস রামায়ণের প্রথমে লিখিয়াছেন। ৭ সর্গে ছায়াসীতা হরণ, মূল সীতার অগ্নিমধ্যে অবস্থান। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিবস্থাপন, মুনিবেশধারী কালনেমি-বধ আছে—এবং লক্ষ্মণ যে দ্বাদশবর্ষ অনাহার ও অনিদ্রায় ছিলেন, নতুবা ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে পারিতেন না, ইহা আছে, যথা—

"যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জ্জিতঃ।
তেনৈব মৃত্যুনির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ॥"

৬। ১০ সর্গে—রাবণের যজ্ঞ-বিঘ্নার্থ অঙ্গদাদি কর্ত্তৃক মন্দোদরীকে বিবস্ত্র করা, তদ্দর্শনে অসহিষ্ণু রাবণের যজ্ঞত্যাগ করিয়া উত্থান ইত্যাদি। ৬। ১১ সর্গে রাবণের নাভিতে অমৃতকুণ্ড থাকায় মাথা কাটা গেলেও মাথা উঠিয়াছিল, পরে বিভীষণের পরামর্শে অমৃতকুণ্ড শোষণ করিয়া শিরশ্ছেদ করা হয়, রাবণের নয়টি উপশীর্ষ, একটি মুখ্য শীর্ষ ছিল।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে—পূর্ব্বখণ্ডে—১৮ অধ্যায়ে রাবণ-বধার্থ দেবগণের মন্ত্রণা, নারায়ণ-প্রার্থনায় দেবীর সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান। হনুমান্‌রূপে শিবের অবতীর্ণ হইবার প্রতিজ্ঞা। রাম ও লক্ষ্মণ মৃগানুসরণ করিলে ভিক্ষু-বেশী রাবণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সীতাকে বলে, কৌশল্যা তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তচ্ছ্রবণে সীতা গৃহের বাহিরে আসিলে রাবণ তাঁহাকে অপহরণ করে। অদ্ভুত রামায়ণে—৪র্থ সর্গে আছে, নারদ ও পর্ব্বত, অম্বরীষ-কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে বিষ্ণু ঐ কন্যা গ্রহণ করিলে নারদ বিষ্ণুকে ভার্য্যা-বিয়োগ-দুঃখ ভোগ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন, বিষ্ণু উহা স্বীকার করেন। বিষ্ণুই রাম, শ্রীমতী সীতা। রাবণ বরগ্রহণ-কালে বলিয়াছিল, নিজ কন্যাপ্রতি পাপাভিলাষ করিলে সেই পাপে আমার মৃত্যু হইবে।

গৃৎসমদ ঋষিপত্নী তাহার একটি কন্যা হয়, এই কামনা জানাইলে একটি কলসে ঋষি মন্ত্রপূত দুগ্ধ রাখিতেন, রাবণ সেই কলসে ঋষিদের শোণিত রাখিয়া নিজপত্নী মন্দোদরীর

হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়াছিল, ইহাতে বিষ অপেক্ষাও তীব্র পদার্থ আছে, সাবধানে রক্ষা করিও। ইহার পর রাবণ, যক্ষ-গন্ধর্ব্বকন্যাগণ সহ বিহারে প্রমত্ত হইলে মন্দোদরী মনোদুঃখে কলসে স্থিত পদার্থ পান করে ও সদ্যোগর্ভ লাভ করে।

যথাকালে কুরুক্ষেত্রে গর্ভ ত্যাগ করিয়া আসিলে, রাজর্ষি জনক যজ্ঞার্থ ঐ স্থান কর্ষণ করিতে একটি কন্যা লাভ করেন। ঐ কন্যাই সীতা। সীতামুখে রাবণের অপর ভ্রাতা সহস্রস্কন্ধ রাবণের কথা শুনিয়া রাম তথায় গমন করিয়া যুদ্ধে অকৃত-কার্য্য হইলে সীতা কালী হইয়া তাহাকে বধ করেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে যাহা বাল্মীকি-রামায়ণে অবিরোধী, তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বিরোধী বিষয় পরিহর্ত্তব্য এবং সেই স্থলগুলি বিশেষভাবে আলোচ্য।

রামায়ণের পুস্তক বঙ্গ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, একটু নমুনাস্বরূপ দেখাইব মাত্র।

রামের বিবাহকালীন উনষোড়শবর্ষের কথা এবং অরণ্যকাণ্ডে বিবাহ উনদ্বাদশবর্ষের কথা দাক্ষিণাত্য পুস্তকে দেখা যায়। সীতার উক্তি—বনগমনকালে রামের ২৫ বৎসরের কথা আছে, বনগমনকালে কৌশল্যার উক্তিতে দশসপ্ত চ বর্ষাণি তব জাতস্য রাঘব, ইত্যাদি বহু অসমঞ্জস দেখা যায়। টীকাকার-গণ যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা আমরা তত্তৎস্থানের পাদটীকায় দেখাইয়াছি। রামনগরের কাশীরাজ-পুস্তকা-লয়ে একখানি ৫শত বর্ষের প্রাচীন পুস্তকে দেখিলাম, উহাতে কোন বিরোধই নাই। অরণ্যকাণ্ডে ও বালকাণ্ডে বিবাহকালীন বয়স উনষোড়শ বর্ষই আছে, সীতার উক্তিতেও পঞ্চবিংশকের পরিবর্ত্তে সপ্তবিংশই আছে, কৌশল্যার উক্তি এইরূপ যথা—

'সপ্তবিংশতিরদ্যেহ তব জাতস্য মে সমাঃ। ক্ষপিতাঃ কাঙ্ক্ষমাণায়াস্তক্ষ দুঃখপরিক্ষয়ম্' ২।১৩।৪৫ এইরূপ বহুস্থলেই আছে।

রামায়ণের কালে সামাজিক অবস্থা

সুন্দরকাণ্ডের ৩৬ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে যে, 'রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্' ইহা দ্বারা তৎকালে লিপি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

শিক্ষা।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট সাঙ্গবেদ, উপবেদ, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। রামায়ণে দশরথের ও রামের অশ্বমেধ বর্ণিত আছে। প্রথমটি অযোধ্যায়, সরযূর উত্তর তীরে, ২য়টি নৈমিষা-রণ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। দশরথের যজ্ঞে আগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও বেদ জানেন না, এমন কেহই ছিলেন না। শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি উৎসবে মিলিত হইতেন ও তথায় পরস্পর জিগীষায় শাস্ত্রার্থ করিতেন। রাজন্যদিগের সভায়ও ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বা যে কোন অর্থনীতি বিষয়েও তাঁহারা পরামর্শ দিতেন। বালকাণ্ডে যজ্ঞপ্রসঙ্গে ও অযোধ্যাকাণ্ডে রামভরতসমাগমকালে বর্ণিত হইয়াছে, অরণ্যবাসকালে রামোক্তি হইতে তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও বাস্তুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা জানা যায়। রাক্ষস ও বানরজাতির মধ্যেও শিক্ষা ছিল। রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মারীচ, মহোদর, অবিন্ধ্য প্রভৃতি রাক্ষসগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিল। সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্ প্রভৃতিও শিক্ষিত ছিল। লঙ্কা-বর্ণনাবসরে দেখা যায়, তথায় বেদধ্বনি ও অগ্নিহোত্রাদি ছিল; ব্রাহ্মণগণও তথায় থাকিতেন।

রামায়ণের সময়েও 'অবগুণ্ঠন' ও 'অবরোধ'-প্রথা ছিল। রাবণবধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে আগতা মন্দোদরী বিলাপ করিয়া বলিয়াছে যে, "এই স্থানে আমাকে অবগুণ্ঠনহীনা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না, আমি পদব্রজে এই স্থানে আসিয়াছি, তোমার প্রিয় স্ত্রীগণ অবগুণ্ঠনবিহীন হইয়া পুরীর বাহিরে আসিয়াছে, ইহা দেখিয়া কেন ক্রোধ করিতেছ না?" ৬।১১৩। ৬২—৬৩।

সীতাকে রামসমীপে আনয়নকালে বানরগণের উপর কৃত অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া রাম বলিয়াছেন—"গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর ও এই প্রকার অন্য কিছুই স্ত্রীজাতির আবরণ নহে, চরিত্রই একমাত্র আবরণ। অত্যন্ত বিপদে, যুদ্ধে, স্বয়ম্বরে, যজ্ঞে ও বিবাহে স্ত্রীজাতির সাধারণের দর্শনবিষয়ী-ভূত হওয়া দোষাবহ নহে।" ৬।১১৬।২৭—২৮ উপরি-উক্ত এই দুইটি উক্তি দ্বারা আর্য্য ও অনার্য্যমধ্যে তৎকালে অবরোধ ও অবগুণ্ঠনপ্রথা ছিল, ইহা জানা যায়।

কিষ্কিন্ধ্যায় তারার অবাধে সর্ব্বত্র গমন ও আলাপ দ্বারা বুঝা যায়, ঐ জাতির মধ্যে উক্ত ব্যবহারদ্বয় ছিল না।

রামায়ণে সহমরণের উল্লেখ না থাকায় তৎকালে

সহমরণ-প্রথা ছিল না বোঝা যায়। বিধবার শ্রেষ্ঠ কল্প ব্রহ্মচর্য্যই পালিত হইত বলিয়া সহমরণ ছিল না।

দশরথের মৃত দেহ দাহের পর ভরত প্রভৃতি দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, দশরথ আহিতাগ্নি বলিয়া মরণাবধি অশৌচ না হইয়া দাহের পর অশৌচ হইয়াছিল। কিন্তু সংহিতাকারগণমতে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ অশৌচ বিহিত থাকিলেও কেন ভরত দশাহ অশৌচ পালন করিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধ, দ্বাদশাহে মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ করিলেন, ইহার উত্তরে রামায়ণতিলককার বলিয়াছেন, "ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ" ইতি পরাশরোক্তেঃ। ত্রয়োদশ দিনে ভরতের চিতা-সমীপে গমন ও বিলাপ সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকার কতক বলেন—বাল্মীকির যুক্তি হইতে বুঝা যায়, দশাহাভ্যন্তরে অস্থিসঞ্চয়, একাদশ ও দ্বাদশদিনে শ্রাদ্ধ, ত্রয়োদশ দিনে চিতাভস্মাদির অপসারণ দ্বারা স্থলশুদ্ধি করা হইয়াছিল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্ববর্ণই দশাহ মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে, সুতরাং সর্ব্ববর্ণই যে তৎকালে এই নিয়ম পালন করিত না, ইহা বলা যায় না।

অযোধ্যার রাজপথে এবং রথ্যা ও অনুরথ্যায় সাধারণতঃ রাত্রিতে আলো দিবার ব্যবস্থা ছিল না। উৎসব উপলক্ষে পথঘাটগুলি যেমন পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত হইত, তেমন ঐ উৎসব রাত্রিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে আলোকিতও হইত। রামাভিষেকে সকল পথেই দীপবৃক্ষ স্থাপন করা হইয়াছিল, যে সকল স্থানে নাগরিকগণ ভ্রমণ করে, সে সকল স্থানও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ২। ৬। ১৮।

লঙ্কার রাজপথেও সর্ব্বত্রই সকল সময়েই দীপ দ্বারা অন্ধকার নাশ করা হইত। ৫।৩।১৯।

পথগুলির সংস্কার রাজার অধীন হইলেও রামাভিষেকে নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্য করিয়াছিল।

তৎকালে ক্ষত্রিয়-রমণীগণও মদ্য পান করিতেন, রাম সীতাকে নিজ হস্তে মৈরেয় মদ্য পান করাইয়াছিলেন। নর্ত্তকী, গায়িকা, বাদিকারাও মদ্য পান করিত। ৭।৫২।১৯—২১।

রাজা বা রাণী কোন অন্যায় কার্য্য করিলে অতি নিম্নতন কর্ম্মচারীও তাঁহার সমক্ষে প্রতিবাদ করিতে পারিত, ইহার জন্য রাজা তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন না বা করিতেন না। প্রজাসাধারণের ঐরূপ ক্ষমতা ছিল। রামের বনগমনকালে বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ও সিদ্ধার্থ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, প্রজাগণ ও নাগরিকগণ রাজার ঐ কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ নগর ত্যাগ করিয়াছিল। রাবণবধের পর সীতাকে গৃহে আনিলে এক জন রজক ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিল, প্রজার ও রাজকর্ম্মচারিগণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ছিল। তীক্ষ্ণশাসন রাবণের রাজ্যে এই নিয়ম ছিল না, রাবণের পরস্ত্রীহরণ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বিভীষণ, মাল্যবান, অবিন্ধ্য, শুক, সারণ প্রভৃতি অপমানিত হইয়াছিলেন।

প্রবলের মত-পরিবর্ত্তনের জন্য বা তাহার কার্য্যের অযোগ্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে কিম্বা তাহাকে অনুরুদ্ধ করিবার জন্য অথবা উৎকৃষ্ট লোকপ্রাপ্তির আশায় প্রায়োপবেশন-প্রথা বা 'সত্যাগ্রহ' তখনও ছিল। ভরত কোনরূপে রামকে রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া শেষে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বানরগণ সময়াতিক্রম জন্য সুগ্রীব-ভয়ে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। রামচন্দ্র সমুদ্রের দর্শন-লাভের নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। রামবাক্যে জানা যায়, একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রায়োপবেশনের অধিকারী, ক্ষত্রিয় নহে। অথচ রাম নিজেই প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, ইহা হইতে বুঝা যায়, রাজার মতের বা কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রায়োপবেশনের অধিকারী, রাজা বা রাজপুত্র নহে। কারণ, তাহা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, তবে দেবতার সন্তোষবিধানের জন্য কিম্বা উৎকৃষ্ট লোকলাভের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়েরও প্রায়োপবেশনে অধিকার আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। ছিন্নহস্ত ভূরিশ্রবা যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। রাম সমুদ্রের কৃপালাভার্থ প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন।

বেশ-ভূষা।—স্ত্রী ও পুরুষগণ উভয়েই স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতেন। বলয়, হার, কুণ্ডল, কেয়ূর, এই সকল অলঙ্কার স্ত্রী ও পুরুষগণ ব্যবহার করিতেন। পুরুষেরা বাবরি চুল রাখিতেন এবং ধুতি-চাদর জামা-জুতা—উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। সেকালেও উৎকৃষ্ট পালিশ করা হার কুণ্ডল ব্যবহৃত হইত। স্ত্রীগণ কাঁচুলী, শাড়ী, উত্তরীয়বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। যান-বাহনের জন্য হস্তী অশ্ব রথ শিবিকার উল্লেখ দেখা যায়, এবং পুষ্পক বিমানের উল্লেখ আছে।

দণ্ডক ও অসমঞ্জ অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া দণ্ডক স্বরাজ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হন, অসমঞ্জ পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েন।

বিবাহকালে সীতার বয়স কত ছিল, এই বিষয় লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। উহাতে সীতার যৌবন-বিবাহ কিম্বা বাল্য-বিবাহ, ইহা লইয়া বহু বিচার হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠে যাহা পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ। যতিবেশধারী রাবণের নিকট সীতা আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যথা—

"উষিত্বা দ্বাদশৈবাহং সমাঃ শ্বশুরবেশ্মনি।
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজা মন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
মম ভর্ত্তা তদা ব্রহ্মন্ বয়সা সপ্তবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মমাপ্যায়ুর্বিগণ্যতে॥" ৩। ৪৭-৪-১১

কাশীরাজ লাইব্রেরীর পুস্তক

সীতায়াশ্চ ভূগর্ভাদাবির্ভবানন্তরং মিথিলায়াং ষট্ সম্বৎসরাঃ। ততো বিবাহানন্তরং অযোধ্যায়াং দ্বাদশ ইত্যেবং অষ্টাদশ বর্ষা গতা বনবাসারম্ভে। গোবিন্দরাজঃ। ৩। ৪৭। ১১

অন্যত্রও গোবিন্দরাজ বলিয়াছেন—বিবাহকালে সীতায়াঃ ষড়্‌বর্ষত্বমবগময়তীতি সর্ব্বং সুস্থম্।

পদ্মপুরাণেও ঠিক এই কথাই আছে—যথা—

"রামঃ পঞ্চদশে বর্ষে ষড়্‌বর্ষামথ মৈথিলীম্।
উপযেমে বিবাহেন রম্যাং সীতামযোনিজাম্॥"

পাতালখণ্ড—২১ অধ্যায়।

এই সকল বিস্পষ্ট প্রমাণের সাহায্যে রাম ১৫ বৎসরে ষড়্‌বর্ষীয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

রামায়ণ-মধ্যে বহুস্থানেই বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। উহার শাস্ত্রীয় পরিহার-প্রণালী তত্তৎস্থলে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার সংখ্যা এত অধিক যে, আলোচনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়, চতুর্দ্দশ বর্ষপূর্ত্তি সম্বন্ধে বহু মত দেখা যায়; তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে গোবিন্দরাজ ও তিলককারের মত প্রদর্শন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের ২১শাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—ত্রেতা যুগে রামের জন্ম ১৫ বর্ষে ষড়্‌বর্ষীয়া সীতাকে বিবাহ, ১২শ বৎসর বিবাহের পর অযোধ্যায় বাস, ২৭শ বর্ষে বনগমন, বনবাসের প্রথম তিন দিন সলিল মাত্র পান, ৪র্থ দিনে ফলাহার, পঞ্চম দিনে চিত্রকূটে গমন। বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষে শূর্পণখার বিরূপকরণ, তার পর মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে বৃন্দ মুহূর্ত্তে সীতাহরণ, অগ্রহায়ণের শুক্লাদশমীতে দশম মাসে সম্পাতি বানরগণের নিকট সীতা রাবণালয়ে আছেন, এই সংবাদ প্রদান করে। একাদশীর দিন হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন ও রাত্রিকালে সীতান্বেষণ, রাত্রিশেষে সীতা-দর্শন, দ্বাদশীতে শিংশপাবৃক্ষে অবস্থান ও সেই রাত্রে সীতার সহিত কথোপকথন, ত্রয়োদশীতে অক্ষয়াদি বধ, চতুর্দ্দশীতে বন্ধনপ্রাপ্তি—লঙ্কাদাহন, পূর্ণিমায় মহেন্দ্র পর্ব্বতে আগমন। মার্গশীর্ষের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে রাম-সমীপে হনুমানাদির গমন, সপ্তমীতে অভিজ্ঞান দান, অষ্টমীতে যাত্রা, পৌষ শুক্ল-প্রতিপদ হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রোপস্থাপন, চতুর্থীতে বিভীষণ-সমাগম, পঞ্চমীতে মন্ত্রণা, ৪ দিন রামের প্রায়োপ-বেশন, দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশীতে সেতুবন্ধ সমাপ্ত, চতুর্দ্দশীতে সুবেলারোহণ—সেনা-উত্তরণ ও সেনা-নিবেশাদি দশমী পর্য্যন্ত, একাদশীতে শুকসারণের আগমন, দ্বাদশীতে সৈন্য-সংখ্যা নির্দ্দেশ, ত্রয়োদশী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ, মাঘশুক্ল প্রতিপদে অঙ্গদের দৌত্য, দ্বিতীয়া হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত বানর-রাক্ষস-সংগ্রাম, নবমীতে রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন, দশমীতে পাশমুক্তি, দ্বাদশী-ত্রয়োদশীতে ধূম্রাক্ষবধ—চতুর্দ্দশী হইতে মাঘকৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিন দিন যুদ্ধে নীল কর্ত্তৃক প্রহস্ত-বধ, চতুর্থী পর্য্যন্ত দিনত্রয়ে রাম-হস্তে রাবণের পরাজয়, পঞ্চমী হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত কুম্ভকর্ণের জাগরণ, নবমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ৬ দিনে রাম-কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ, ফাল্গুন শুক্ল প্রতিপদ হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত বিসতন্ত, নিকুম্ভ, মকরা-ক্ষাদি বধ, ওষধি আনয়ন, নবম্যাদি পঞ্চ দিনে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ-বধ, অমাবস্যায় রাবণের যুদ্ধযাত্রা, চৈত্র শুক্লা নবমীতে লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন, চৈত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ১৮ দিনে রাবণ-বধ, মাঘ শুক্ল দ্বিতীয়াদি হইতে চৈত্রকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ৮৭ দিন যুদ্ধ, তন্মধ্যে ১৫ দিন অবসর, ৭২ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল, অমাবস্যায় রাবণ-দাহ, বৈশাখ শুক্লা প্রতিপদে রামের রণক্ষেত্রে বাস, দ্বিতীয়ায় বিভীষণের অভিষেক, তৃতীয়ায় সীতাসহ বিলাপ, চতুর্থীতে পুষ্পকারোহণ, পূর্ণ

চতুর্দ্দশবর্ষে পঞ্চমী তিথিতে রামের ভরদ্বাজাশ্রমে আগমন, ষষ্ঠীতে নন্দীগ্রামে গমন, সপ্তমীতে অভিষেক, এগার মাস চৌদ্দ দিন সীতা রাম-বিযুক্তা হইয়া রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলেন, রাম ৪২শ বৎসরে রাজা হয়েন, তৎকালে সীতার বয়স ত্রয়স্ত্রিংশবর্ষ হইয়াছিল।

গোবিন্দরাজ বলেন—চৈত্রশুক্লা পঞ্চমীতে রামের বনগমন, সুতরাং ঐ তিথিতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূরা হয়। চৈত্রশুক্ল দশমীতে চিত্রকূটে গমন, ঐ দিন রাত্রে দশরথের মৃত্যু, একাদশীতে তৈলদ্রোণীতে রাজশরীর রক্ষা, দ্বাদশীতে দূত প্রেরণ, কৃষ্ণা নবমীতে ভরতের আগমন ও দশরথের দাহ, বৈশাখ শুক্লা চতুর্থী ও পঞ্চমীতে দশরথের শ্রাদ্ধ, একাদশীতে রামকে আনিবার নিমিত্ত ভরতের গমন, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি দিনত্রয় চিত্রকূটে অবস্থান, বৈশাখ কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় ভরতের প্রত্যাগমন, বৈশাখ কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে চিত্রকূট হইতে রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, আশ্রম-মণ্ডলে বাস প্রভৃতিতে রামের বনবাসের দশ বৎসর দেড়মাস গত হয়। ইহার পর পঞ্চবটীতে বাস, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, চৈত্রমাসে সীতাহরণ, বৈশাখে সুগ্রীবমিলন, আষাঢ়ে বালীবধ, আশ্বিনে সৈন্যোদ্যোগ, ফাল্গুন শুক্লা চতুর্দ্দশীতে লঙ্কাদাহ, ফাল্গুনামাবস্যায় রাবণবধ, চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে রাবণ-দাহ, দ্বিতীয়ায় বিভীষণাভিষেক, সীতা পরীক্ষা ও দেববরলাভ, তৃতীয়ায় পুষ্পকে নির্গম, চতুর্থীতে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস, পঞ্চমীতে ভরদ্বাজাশ্রমে বাস, এইরূপে চতুর্দ্দশবর্ষ পূরণ বুঝিতে হইবে।

তিলককার বহু বিচার-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিয়া নিজমত স্থাপন করিয়াছেন। উহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে —কতক ও তীর্থ—চতুর্দ্দশী বা পূর্ণিমায় সুবেলারোহণ, প্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ দিন যুদ্ধ, এই কথা বলেন। এই অমাবস্যা মাঘের অথবা চৈত্রের। মাঘের অমাবস্যায় যুদ্ধসমাপ্তি হইল, তৎপরবর্ত্তী পঞ্চমীতে ভরদ্বাজের আশ্রমে আগমন, তাহা হইলে চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ না হইতেই আগমন হয় ও রামের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমীতে হইলেও পাঁচদিন বর্ষপূরণ হইতে কম থাকিয়া যায়, কারণ, রামের বনগমন চৈত্র শুক্লা দশমীতে হইয়াছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র পর্য্যালোচনায় জানা যায়, পুষ্যা নক্ষত্র চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষীয় নবম্যাদি তিথিত্রয়ের মধ্যে যে কোন তিথিতে হয়। নবমী রিক্তা বলিয়া রাজ্যাভিষেকের পক্ষে অযোগ্য, দশমী পূর্ণা, সুতরাং সে যোগ্য, সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে, চৈত্র শুক্লা দশমীতে রামের বনগমন হইয়াছিল। চৈত্র কৃষ্ণোত্তর পঞ্চমীতে আগমন বলিলেও বহুদিন অধিক হইয়া পড়ে। ঠিক সময় পূর্ণ হইবার পর রাম না আসিলে ভরত দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং অমান্ত বা পূর্ণিমান্ত মাস গণনায় দিনাধিক্য বা পঞ্চদিনের ন্যূনতা থাকিয়া যায়। সাবন মাসে গণনায় তিথিবদ্ধ গণনাপেক্ষায় উহাতে প্রতি বর্ষে ৬দিন অধিক হওয়ায় ৮৪দিন বৃদ্ধি হইতে বহুদিন কম থাকিয়া যায়।

এই সব কারণে মহাভারতে যেরূপ ভীষ্ম গণনা করিয়াছিলেন, সেই রীতি অবলম্বন করিলে সঙ্গত হইতে পারে। অমান্ত মাস গণনায় মলমাস ধরিয়া ১১দিন কম ৬ মাস বৃদ্ধি হয়, উহাতে কার্ত্তিকের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূরণ হয়। ইহা ব্যতীত সর্ব্ববিধ গণনায় চৈত্রশুক্লদশমীতে যে বনবাস আরম্ভ হইয়াছে, উহা ষষ্ঠীতে কোনরূপেই সমাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং ভীষ্মোক্ত প্রণালীর গণনা গ্রহণ করিলেই সুসঙ্গত হয়। ত্রয়োদশ বর্ষের কিছু বাকি থাকিতে ফাল্গুন কৃষ্ণাষ্টমীতে সীতাহরণ। সীতা যে 'দুই মাস আমার জীবনকাল' এই কথা হনূমান্‌কে বলিয়াছিলেন, উহা হরণদিনাবধি সাবন গণনায় বুঝিতে হইবে।

তিলককারের মতে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের অমাবস্যা পর্য্যন্ত লঙ্কাপুরীর বাহিরে যুদ্ধ হইয়াছিল। কুম্ভকর্ণ-বধ ভাদ্র পূর্ণিমায় হইয়াছিল। ইহার পর ১৫ দিনের যুদ্ধে রাবণের সকল পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়, আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে রাম-রাবণের যুদ্ধারম্ভ। নবমীতে রাবণবধ, এই সম্বন্ধে কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

"রামস্যানুগ্রহার্থং বৈ রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা॥"

ঠিক সেই সময়ে মাতলিও ইন্দ্রের রথ লইয়া আসিয়াছিল।

"তত্র গত্বা মহাদেবী তদা তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
যুদ্ধেন যোজয়ামাস স্বয়মন্তর্হিতাম্বিকা।
রাক্ষসানাং বানরাণাং জগ্ধ্বা সা মাংস-শোণিতম্।

রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সপ্তাহং সা হ্যযোজয়ৎ।
ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রে নবম্যাং রাবণং ততঃ।
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী।
যাবত্তয়োঃ স্বয়ং দেবী যুদ্ধকেলিমুদৈক্ষত।
তাবত্তু অষ্টরাত্রাণি সর্ব্বদেবৈঃ সুপূজিতা।
নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ।
ততস্তু শ্রবণেনাথ দশম্যাং চণ্ডিকাং শুভাম্।
বিসৃজ্য চক্রে শান্ত্যর্থং বলিনীরাজনং হরিঃ।
ইতিবৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
পুরাকল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথৈব তু।
প্রবর্ত্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ।"

ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণের উক্তি সকল সম্বন্ধে সর্ব্বাংশে নিশ্চিত প্রামাণ্য না থাকায় গ্রাহ্য নহে—বিশেষতঃ কালিকাপুরাণের সহিতও বিরোধ হয়। ইহাকে কল্পান্তর বিষয় বলা চলে না, ইত্যাদি।

আমরা এই সকল মতের আলোচনা করিব না, ইহা পাঠকগণ দেখিয়া উহার বিচার করুন, তিলককার তাঁহার এই সকল কথা যথেষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন।

চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে যদি বনবাস হইত, তাহা হইলে কোন বিরোধ ঘটিত না। পরন্তু পুষ্যা নক্ষত্র অষ্টম্যাদি তিথিত্রয়ে হয় বলিয়াই সেই মতে কয়েক দিন কম হইয়া যায়। কিন্তু রামের জন্ম চৈত্র শুক্লা নবমীতে হইলেও বৈশাখে হইয়াছিল, সুতরাং তৎপূর্ব্ব বর্ষে মলমাস হইয়াছিল, সুতরাং সেই হিসাবে রামের বনবাসের বর্ষেও মলমাস থাকার কথা, তাহা হইলে সেই বৎসর হয় ত পঞ্চমীতে পুষ্যা নক্ষত্র থাকিতেও পারে, তাহা হইলে গোবিন্দরাজের কি কতক বা তীর্থের লেখা ঠিকও হইতে পারে।

অকালে বোধন ও দুর্গাপূজা যাহা কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, উহা দেবতারা করিয়াছিলেন, এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উহা অনুষ্ঠিত। সুতরাং বৈবস্বত মন্বন্তরের কবি উহা না লেখায় কোন বিরোধ দেখা যায় না। মন্বন্তর-ভেদে ঐ ঘটনার তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ বাল্মীকিতে অনুক্ত অধ্যাত্মরামায়ণে বা পদ্মপুরাণে উক্ত যে সকল কথা অবিরোধী, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে, যথা—লক্ষ্মণের দ্বাদশবর্ষ অনাহার প্রভৃতি। চিত্রকূটে রাম লক্ষ্মণকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা থাকিলেও তৎপরে দ্বাদশবর্ষ বুঝিতে হইবে। বানর-ভল্লুকাদির সম্বন্ধে বাল্মীকির প্রদত্ত বর্ণনা পাঠে সন্দেহ হয়, তাহারা অশিক্ষিত মানব কিম্বা পশুই ছিল। কিষ্কিন্ধ্যায় রাজোচিত যানবাহন, অলঙ্কার, প্রাসাদ, উদ্যান, সকলই ছিল। অথচ তাহাদের লেজ লোম নখ দংষ্ট্রায়ুধও বর্ণিত হইয়াছে। রামকৃত বালীবধ অন্যায় বলিয়া ঘোষিত হইলে, ভ্রাতৃজায়া অপহরণ প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ততার জন্য তিনি শাসন করিয়াছেন বলিয়া রাম নিজ দোষ ক্ষালন করিলেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ যথেষ্ট। উত্তরে কবি বলিয়াছেন, ইহারা কামরূপী কামবল, সুতরাং আমাদিগের ইহার উপর সন্দেহের অবকাশ নাই, যাহা সত্য, তাহা অতি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত হইলেও 'সত্য'।

বাল্মীকি যে চরিত্র সকল অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাদের বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না, গ্রন্থপাঠেই পরিস্ফুট হয়। রামায়ণের নায়ক রাম, সীতা নায়িকা, প্রতিনায়ক রাবণ। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গাররস প্রধান, অন্যরস অঙ্গ। দশরথ—সরল উদার স্নেহপ্রবণ প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দুর্ব্বলতা ছিল, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রৈণ ছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া পুত্রস্নেহও তাঁহার কম ছিল না। তিনি ৬ দিনও পুত্রবিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, পুত্রশোকেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কৌশল্যা জ্যেষ্ঠা মহিষী—তিনি কৈকেয়ীর সৌভাগ্যে ঈর্ষাসম্পন্না ছিলেন এবং তাঁহাকে ভয় করিতেন, ইনি সপত্নীপুত্র বলিয়া কাহাকেও কম স্নেহ করেন নাই। সীতাকেও খুব ভালবাসিতেন। সুমিত্রা স্বামিসৌভাগ্যহীনা হইলেও কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়েরই স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়া ছিলেন, তাঁহার উক্ত একটি শ্লোক হইতে তাঁহার হৃদয় বুঝা যায়। শ্লোকটি এই—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্॥"

এইরূপ সংক্ষেপবাক্যে জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের ভক্তি উদ্রেক করিবার উপদেশ বিরল।

কৈকেয়ী—স্বামীর আদরিণী সুন্দরী স্ত্রী, গর্ব্বিতা, একগুঁয়ে, নীচসংসর্গে ইহার যে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা সমূলদেশে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, ভরতের অনাসক্তি ও রাজ্যোপেক্ষার পর মত পরিবর্ত্তিত হয়। কৈকেয়ীর বিবাহ-কালে দশরথ প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তানকেই রাজ্য দিবেন, পরে রাম জ্যেষ্ঠ গুণাভিরাম প্রজারঞ্জক এবং পুর ও জনপদবাসীর একান্ত প্রিয় বলিয়া দশরথ ভরতের অনুপস্থিতিতে একদিনের আয়োজনে রামকে যৌবরাজ্য দিতে অগ্রসর হইয়া কৈকেয়ী দ্বারা প্রতিহত হয়েন, এই প্রতিশ্রুতির কথা রাম ভরতকে বলিয়াছেন। সে হিসাবে কৈকেয়ী খুব অপরাধিনী না হইলেও পতি গুরু মন্ত্রী প্রজাগণের যখন ইহা অনভিপ্রেত, তখন সে কার্য্য পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল, বিশেষতঃ ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে উহা একরূপ মানাইত, রামের বনবাস প্রার্থনা নিতান্তই দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক।

ভরত—আদর্শ ভ্রাতা, তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র ত্যাগশীল মনস্বী উদার অভিজাতস্বভাব ভ্রাতা জগতে দেখা যায় না। যখন বিভীষণ রামের আশ্রয়প্রার্থী হয়, তখন সুগ্রীব প্রতিবাদ করিলে রাম সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন যে—

"ন সর্ব্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ॥"

ইহা দ্বারাই ভরতের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে।

ভরত এক জন উৎকৃষ্ট যোদ্ধাও ছিলেন, তিনি গান্ধার-বিষয়ে তক্ষ ও পুষ্কলের রাজ্য স্থাপন করেন ও লক্ষ্মণ-পুত্রের জন্যও রাজ্যস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ—ভ্রাতার জন্য সর্ব্বত্যাগী, অমন ভাবে ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর সেবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বেদেও অসামান্য বীর ছিলেন, এমন কি, ইন্দ্রজিৎকে বধ করায় মুনিগণ রামাপেক্ষায় লক্ষ্মণেরই অধিক প্রশংসা করিয়াছেন, সেই ভ্রাতাকেও রাম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সরযূতীরে দেহত্যাগ করেন।

শত্রুঘ্ন—ইঁনিও বীর এবং ভ্রাতৃভক্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, ইঁহার বীরত্ব, মান্ধাতাবিজেতা লবণ-বধে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁনিও মধুরা ও বিদিশা নামে দুইটি বিখ্যাত রাজধানীর স্থাপয়িতা।

রামচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণকে আমরা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি, রাম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, বা অংশাবতার যাহাই হউন, তিনি ঈশ্বর, তাঁহার নামোচ্চারণে জীব নিষ্পাপ হয়। তাঁহার ঈশ্বরত্ব না ধরিয়া কেবল মনুষ্য-চরিত্র বিচার করিলেও তিনি আদর্শ মহামানব। তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত, সত্যপরায়ণ, ভ্রাতৃস্নেহসম্পন্ন, প্রজারঞ্জক রাজা কিম্বা তাঁহার ন্যায় বীর যোদ্ধা, ধার্ম্মিক নৃপতি একমাত্র তিনিই। তিনি পত্নীকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, যাহা আলঙ্কারিকগণ দৃষ্টান্ত বিধায় বলিয়াছেন, 'যথা শ্রীরাম-সীতয়োঃ' কিন্তু তিনিই কর্ত্তব্যানুরোধে সেই সতী সাধ্বী প্রিয়তমা পত্নীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

রাম-চরিত্রে তাড়কা-বধ—বালী-বধ—শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদ ও সীতা-নির্ব্বাসন, এই কয়েকটি ব্যাপার সাধারণের অভিমত নহে। তাড়কা-বধ গুরু বিশ্বামিত্রের অনুরোধে করিলেও উহা স্ত্রীহত্যা। প্রচ্ছন্নভাবে বালী-বধ নিজের কাপুরুষতাদ্যোতক। শূর্পণখা রূপমুগ্ধা নিশাচরী, তাহাকে দূর করিয়া দিলেই হইত, নাসাকর্ণচ্ছেদ করাইয়া দেওয়া রামের ন্যায় একজন আর্য্য নরপতির যশস্কর কার্য্য নহে। সীতা যাহার জন্য এত লাঞ্ছনা দুঃখ সহিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষুদ্র ইতর জনের প্রদত্ত অপবাদে নির্ব্বিচারে নির্ব্বাসিত করা আমাদের হৃদয়ে ভাল বলিয়া বোধ হয় না, প্রজারঞ্জনের পরাকাষ্ঠা দেখান হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইয়াছে। লঙ্কায় অগ্নিশুদ্ধি করা সত্ত্বেও নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে এরূপ কার্য্য তাঁহার ন্যায় আদর্শ বিচারক কিরূপে করিলেন?

সীতা—শিক্ষিতা সতী পতিব্রতা পুণ্যশ্লোকা আদর্শ-চরিত্রা—রমণী। রাজার কন্যা, রাজার স্ত্রী হইয়া এত কষ্ট-দুঃখ লাভ করিয়াও অবিকৃতচিত্ত থাকা অল্পেরই সম্ভব। প্রলোভন-তাড়না-তর্জ্জন ভর্ৎসনা-বিভীষিকাদর্শনাদিতেও অচল অটলভাব এমন আর দেখা যায় না। তাঁহার পতিভক্তি মাত্র নহে, পতির প্রতি ভালবাসা তাঁহার পাতাল প্রবেশ-কালীন উক্তি হইতে জানা যায়।

সীতার চরিত্র অতিমধুর। তিনি যে রামকে প্রথমে রাক্ষসবধে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যেমন সুসঙ্গত—তেমনই ধর্ম্মানুমোদিত, রামচন্দ্রও সে কথা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সীতা-চরিত্রে একটি স্থান আমাদের ভাল বোধ হয় না। যখন মারীচ রামের স্বর অনুকরণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের নাম করিয়া চীৎকার করে, তখন লক্ষ্মণকে রামসাহায্যার্থ গমনের জন্য প্রেরণাকালে লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি সকল অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছিল। সীতার মুখে দেবচরিত্র লক্ষ্মণের ন্যায় দেবরের প্রতি ঐরূপ কটূক্তি অত্যন্ত অশোভন বলিয়াই বোধ হয়।

রাবণ বীর বা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বর্ণিত হইলেও সে পরদারাবমর্ষী ও অদীর্ঘদর্শী ছিল। শত্রুকে উপেক্ষা ও নিজের উপর অত্যধিক আস্থাস্থাপনের জন্যই তাহার পতন।

কুম্ভকর্ণ নীতিজ্ঞ, বীর ও ভ্রাতৃভক্ত ছিল; তাহার বল-বিক্রম অনন্যসাধারণ ছিল।

বিভীষণ ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তিনি ভ্রাতৃ-ভক্তিমান নহেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে যে কটূক্তি করিয়াছে, তাহার ন্যায়সঙ্গত উত্তর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ইন্দ্রজিৎ রামের তাড়কাবধ উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিয়াছে; কিন্তু শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের উল্লেখ সে বা রাবণ করে নাই। বোধ হয়, উহা বলিতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া থাকিবে।

রাম-চরিত্রের সহিত অসম্বদ্ধ বলিয়া অনেক চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। তাহারা মূকভাবেই কাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি।

আমরা এই স্থানেই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

কাশীধাম
ভীম একাদশী
১৩৪২ সাল

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন
কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত

সূচী-পত্র

বালকাণ্ড

অযোধ্যাকাণ্ড

সর্গ		পৃষ্ঠা

সর্গ		পৃষ্ঠা

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দরকাণ্ড

সর্গ		পৃষ্ঠা

যুদ্ধকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

চিত্র-সূচী

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বাল্মীকি-রামায়ণ

বালকাণ্ড

প্রথম সর্গ

তপস্যানিরত বাল্মীকি,[১-২] তপোনিষ্ঠ বেদাধ্যয়নশীল বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে[৩] জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন?—কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠান করেন? কোন্ ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং কোন্ ব্যক্তি সন্ধি-বিগ্রহাদি সকল কার্য্যেই সমর্থ ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তি ধৈর্য্যশীল, কোন্ ব্যক্তি অতিশয় কান্তিমান্—অর্থাৎ সকল লোকের নয়ন ও মনের দর্শনাকাঙ্ক্ষা যে সৌন্দর্য্য জন্মায়, সেইরূপ সৌন্দর্য্যশালী, কোন্ ব্যক্তি রোষ ও পরশ্রীকাতরতাকে পরাজয় করিয়াছেন? দেবগণও যুদ্ধে কাহাকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন? মহর্ষে! ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, বর্ত্তমানে এরূপ গুণসম্পন্ন লোক কে আছেন, তাহা আপনি জানেন বলিয়াই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ১-৫

ত্রিলোকদর্শী নারদ বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে 'শ্রবণ কর' এই বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে মুনে! তুমি যে সকল গুণের কথা বলিলে, সে সকল গুণ সাধারণ মনুষ্যে অতিশয় দুর্লভ; কিন্তু এরূপ হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত গুণবান্ ব্যক্তি এখন কে আছেন, স্মরণ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্ববিশ্রুত ইক্ষ্বাকু-বংশে[৪] রাম নামে এক প্রসিদ্ধ নরপতি আছেন; তিনি মহাবলবান্, সুদর্শন, ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয় ও নির্ব্বিকার। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শ্রীমান্ ও শত্রুসংহারকারী, তেমনি দেখিতে মহাবাহু, উন্নতস্কন্ধ ও গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়-ভূষিত। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, ললাট সুন্দর, মাংসলতাপ্রযুক্ত তাঁহার বক্ষ ও স্কন্ধমধ্যগত অস্থি দৃষ্ট হয় না এবং তিনি পরম শক্তিমান্। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আকর্ণবিশ্রান্ত; তিনি শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন, প্রতাপী, শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ ও

১-২। রামকে জানা যায় যাহার দ্বারা কিম্বা রাম প্রতিপাদিত হইয়াছেন যে গ্রন্থে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে রামায়ণ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রচেতা বরুণ হইতে দশম পুরুষ, ইঁহার পিতার নাম প্রচেতা। অধ্যাত্ম-রামায়ণোক্ত চিত্রকূটের বাল্মীকি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, কৃত্তিবাস ভুলক্রমে সেই বাল্মীকিকেই রামায়ণকার বলিয়াছেন। বাল্মীকি নিজেও চিত্রকূটের একজন জরাজীর্ণ বাল্মীকির কথা বলিয়াছেন। তিনি পরে অপরের আশ্রমে গমন করেন।

৩। নরগণের অজ্ঞানখণ্ডনকারী "নারদো নাশয়েতি নৃণামজ্ঞানজং তমঃ।" ইতি নারদীয়-পুরাণ।

৪। ইক্ষ্বাকু রাজা দীর্ঘকাল নারায়ণের তপস্যা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্য ভক্তপক্ষপাতী বিষ্ণু তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর তপস্যা-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক মতের কথা গোবিন্দরাজ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন।

নাতিহ্রস্ব।[৫] তিনি প্রজাহিতরত, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক, যশস্বী, জ্ঞানী ও শুচি। তিনি প্রজাপতিতুল্য ও শত্রুহন্তা; তিনি জীবলোকের ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। —তিনি স্বধর্ম্মরক্ষক, স্বজনপালক, বেদবেদাঙ্গমর্ম্মজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, প্রতিভাশালী, স্মৃতিসম্পন্ন, সর্ব্বপ্রিয়, সাধু ও সদাশয়। নদীগণ যেরূপ সমুদ্রে মিলিত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না—সংমিশ্রিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ সতত তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাতেই লীন হয়েন। তিনি শত্রুমিত্রের প্রতি সমদর্শী ও সর্ব্বদা প্রিয়দর্শন। ৬-১৬

তিনি কৌশল্যা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বলিতে কি, তিনি গাম্ভীর্য্যে সাগর, ধৈর্য্যে হিমাচল, বীর্য্যে বিষ্ণুসদৃশ, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশ—মৃত্যু ও বহ্নিতুল্য কিম্বা সংহারকর্ত্তা কালাগ্নি নামক রুদ্রসদৃশ, ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, দানশক্তিতে কুবেরতুল্য ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সদৃশ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মহারাজ দশরথ[৬] সত্যবিক্রম এতাদৃশ গুণশালী প্রজাহিতৈষী প্রিয়তম রামচন্দ্রকে প্রজাগণের প্রিয় কার্য্যের জন্য প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এ দিকে রাজমহিষী কৈকেয়ী অভিষেক-সামগ্রী-সংগ্রহ-দর্শনে দশরথের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মপাশবদ্ধ নৃপতি সত্য-বাক্যানুরোধে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করেন। ১৭-২৩

রামচন্দ্র পিতৃবাক্য ও কৈকেয়ীর প্রিয়-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পিতার আদেশ ও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত অরণ্য-যাত্রা করেন। রামের অতিশয় প্রিয় ভ্রাতা বিনীত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও রামচন্দ্রকে অরণ্য-গমনে উদ্যত দেখিয়া সৌভ্রাত্র প্রদর্শন করত—অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার কিরূপ করা উচিত, সেই আদর্শ জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়া স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্না ললনাললামভূতা জানকীও দেবমায়ার[৭] ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুসরণ করেন, সেইরূপ সীতাও রামের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। সে সময়ে পুরবাসিগণ এবং রাজা দশরথও রামের সমভিব্যাহারে কিছু দূর গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম শৃঙ্গবেরপুরে প্রিয়তম মিত্র নিষাদাধিপতি গুহের সহিত মিলিত হইয়া, গঙ্গাতীরে সারথি সুমন্ত্রকে রথ লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। সেখান হইতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অগাধসলিলা স্রোতস্বতী সকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হন এবং তাঁহার আদেশে চিত্রকূট নামক স্থানে এক পর্ণশালা রচনা করিয়া তথায় দেবতা ও গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২৪-৩২

রামচন্দ্র চিত্রকূটে গমন করিলে পর, রাজা দশরথ অনির্ব্বচনীয় পুত্র-শোকে কাতর হইয়া, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ দশরথের দেহান্তে ভরতকে সিংহাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেও মহাবলপরাক্রান্ত ভরত কোনওক্রমে রাজ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই; প্রত্যুত রামচন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য বনগমন করেন। তিনি বিনীতবেশে সত্যবিক্রম রামচন্দ্রের নিকটে

৫। জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে সব লক্ষণ বলা হইয়াছে, এই স্থানে এই সকল বিশেষণ দ্বারা তাহাই কথিত হইয়াছে। এই সকল লক্ষণ থাকিলে সে পৃথিবী-পতি হয়, এই কথাই জ্যোতিষে আছে। নাতি-দীর্ঘ নাতি-হ্রস্ব সম্বন্ধে আছে "র্নবত্যঙ্গুলোচ্ছ্রায়ঃ সার্ব্বভৌমো ভবেন্নপঃ।"

৬। দশদিকে যাঁহার রথ অপ্রতিহত, তিনি দশরথ।

৭। দেবমায়া শব্দে অমৃতমন্থনের পর অসুরগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য বিষ্ণু যে মোহিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকে বলা হইয়াছে, অথবা বিষ্ণুর আশ্রয়শক্তিকে বুঝাইয়াছে, অথবা বিষ্ণুভার্য্যা লক্ষ্মীর অবতার বুঝাইতেছে। উত্তরকাণ্ডেও আছে—"ঋতে মায়াং বিশালাক্ষীং তব পূর্ব্বপরিগ্রহাম্।"

উপস্থিত হইয়া ধীরভাবে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আর্য্য! আপনি জ্যেষ্ঠ,অতএব পৈতৃক রাজ্যভার আপনি গ্রহণ করুন। মহাযশস্বী উদারগুণসম্পন্ন প্রফুল্লবদন রামচন্দ্র পিতৃনিদেশ নিবন্ধন রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহাবল রাম রাজ্য-পালনার্থ ভরতকে ন্যাসস্বরূপ আপনার পাদুকাদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন কৈকেয়ীনন্দন রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া হতাশ-মনে রামের চরণ বন্দন করিলেন। তিনি রামের প্রত্যাগমনকালপ্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধ রামচন্দ্র, কি জানি পাছে পুরবাসিগণ এখানে পুনরায় আগমন করে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মপলাশলোচন রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াই বিরাধ নামক রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন; তদনন্তর তিনি শরভঙ্গ ঋষিকে দর্শন করেন। ক্রমে সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি এই স্থানে অগস্ত্যের আদেশে ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়গ গ্রহণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। ৩৩-৪৩

যে সময়ে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থগণের সহিত অবস্থিতি করেন, সেই সময় কতিপয় তপোধন * তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন; রামচন্দ্রও সেই সময়ে ঋষিদিগের নিকটে রণক্ষেত্রে রাক্ষসদিগকে সংহার করিব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। দণ্ডকারণ্য-বাস-সময়ে তিনি জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী রাবণভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন৮। শূর্পণখার উত্তেজনায় জনস্থাননিবাসী রাক্ষস সকল যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়; রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও সানুচর দূষণকে নিপাতিত করেন। এইরূপে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতিকালে তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের বধ-সাধন করেন। তদনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ স্বজ্ঞাতি-বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে (রামকৃত ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য) সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তখন মারীচ—হে রাবণ! মহাবলশালী রামের সহিত বিরোধ করা তোমার পক্ষে মঙ্গল নহে বলিয়া, বারংবার নিষেধ করিলেও রাবণ মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া তদ্বাক্যে কর্ণপাত করিল না, প্রত্যুত মারীচের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। পরে দুর্বৃত্ত মায়াবী মারীচ দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে সুদূরে অপসারিত করিয়া জটায়ুকে সংহার ও সীতাকে হরণ করিয়াছিল। ৪৪-৫৩

অনন্তর রামচন্দ্র, জটায়ুকে নিহত দর্শন করিয়া এবং সীতা অপহৃতা হইয়াছেন শুনিয়া শোকসন্তপ্ত-ব্যাকুলহৃদয়ে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে বৃদ্ধ পক্ষিবরের দাহকার্য্য সমাধা করিয়া শোকাকুলচিত্তে বনমধ্যে সীতার অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। ঐ রাক্ষস দেখিতে বিকটাকার, নাম কবন্ধ। মহাবাহু রামচন্দ্র তাহার বধসাধন করিয়া দাহকার্য্য সমাধা করিলে, সে স্বর্গে গমন করিল; গমনসময়ে সেই গন্ধর্ব্বরূপী কবন্ধ রামকে বলিল, হে রাঘব! আপনি পরিব্রাজিকা সকলধর্ম্মজ্ঞা শবরীর নিকট গমন করুন। শক্রসূদন রাম কবন্ধের কথানুসারে শবরী

* আমাদের অবলম্বিত মূল গ্রন্থে "ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাং" এই পাঠ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এদেশের ২।১ খানি পুস্তকে এই পাঠ দৃষ্ট হয়। পুনা হইতে যে হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয় সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ও পশ্চিমাঞ্চলের ২।৩ খানি গ্রন্থেও এ পাঠ নাই, সুতরাং ইহার অনুবাদ পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

৮। লক্ষ্মণো দক্ষিণো বাহু রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা লক্ষ্মণ নাসাকর্ণ ছেদন করিলেও, রাম ছেদন করিয়াছেন এতাদৃশ উক্তি সম্ভব হইতে পারে, অথবা ছেদন করা যে এই অর্থ মূলে বিজ্ঞাপিতা আছে উহার উক্ত দুই অর্থই হইতে পারে।

শ্রমণী—পরিব্রাজিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন। শবরী রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া উচিতবিধানে তাঁহার অর্চনা করিল। তদনন্তর তিনি পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের সহিত মিলিত হইলেন। হনুমানের কথানুসারে রাম সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং তাঁহার সমক্ষে সমস্ত আত্মকাহিনী বর্ণন করিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত—বিশেষ করিয়া সীতার বৃত্তান্ত জানাইলেন; বানররাজ সুগ্রীবও রামমুখে সীতা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অগ্নিসমীপে রামের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র কপিরাজ বালীর সহিত কি জন্য শত্রুতা ঘটিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, সুগ্রীব বন্ধুত্ব নিবন্ধন বিষণ্ণমনে আপনার দুঃখকাহিনী রামের নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও বালীর বিনাশ-সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বানররাজ সুগ্রীব, রামের নিকটে বীর্য্যবান বালীর কথা বলিতে লাগিলেন; তখন রামচন্দ্র বালীর সমকক্ষ হইবেন কি না, এই চিন্তায় কপিবরের অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া উঠিল। বালীর বীর্য্যবত্তা বিষয়ে রামের বিশ্বাস সমুৎপাদনের জন্য তিনি দৈত্য দুন্দুভির মহাপর্ব্বতাকার কলেবর দেখাইয়া দিলেন। দুন্দুভির অস্থিদর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া রাম পাদাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে তাহাকে দশ যোজন * দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তদনন্তর একমাত্র শরাঘাতে সপ্ততাল, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে আপনার বীর্য্যবত্তার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিলেন। তৎকালে কপিবর সম্যক্‌প্রকারে বিশ্বাসযুক্ত ও সংপ্রীত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কিষ্কিন্ধ্যাতে গমন করিলেন। ৫৪ ৬৭

তদনন্তর সুবর্ণবৎ পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালী, সেই ঘোর নাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া অনুজের সহিত যুদ্ধার্থ সংমিলিত হইলেন। এ দিকে রামচন্দ্র সুগ্রীবের অনুরোধে একমাত্র শরক্ষেপে বালীর বধসাধন করিলেন এবং সেই রাজ্যে সুগ্রীবকে রাজা করিলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব, বানরসৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে সীতান্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর পক্ষিবর সম্পাতির বচনক্রমে অমিতপরাক্রম হনুমান,শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণ-সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া রাবণের রক্ষিত লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক অশোকবনমধ্যে রামধ্যানপরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে রামসংবাদ নিবেদন ও অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাশ্বাসিত করিয়া অশোকবনের তোরণদ্বার মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর বীর হনুমান্ পঞ্চ সেনাপতি, সপ্ত মন্ত্রিপুত্র ও রাবণাত্মজ বীর অক্ষকে নিপাতিত করিয়া আপনি শেষে বন্ধন স্বীকার করিলেন। † পরে পিতামহ ব্রহ্মার বরে বন্ধনমুক্ত হইবেন জানিয়া, রাবণকে দেখিবার জন্য বাহক রাক্ষসদিগকে ক্ষমা করিলেন। তদনন্তর অশোকবন ভিন্ন সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামকে এই সংবাদ দিবার উদ্দেশে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। অমিতবলশালী হনুমান্ মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 'আমি সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি,' এই কথা নিবেদন করিলেন। রাম তদ্বাক্যে সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সমুদ্র-তীরে গমন করিয়া সূর্য্যতুল্য প্রখর শর দ্বারা সমুদ্রকে সংক্ষোভিত করিয়া ফেলিলেন। সরিৎপতি রামশরে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু বন্ধন করিলেন। ৬১-৮০

---

* শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়-প্রকাশিত মূল রামায়ণে "দশ যোজনং" এই পাঠ দৃষ্ট হয়, আমাদের গ্রন্থে "শত যোজনং" পাঠ আছে।

† মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইবার বর্ণনা মূলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাল্মীকি ও ব্যাধ

৫ পৃঃ

রামচন্দ্র সেই সেতুর সাহায্যে লঙ্কাপুরে সমুপস্থিত হইয়া রণে রাবণের প্রাণ সংহার করিলেন এবং সীতার উদ্ধারসাধন করিয়া অতিশয় লজ্জিত অর্থাৎ পরগৃহস্থিতা সীতাকে কিরূপে গ্রহণ করিব, এইরূপ ভাবিয়া অতিশয় কুণ্ঠিত হইলেন। * তখন তিনি সর্ব্ব-জন-সমক্ষে সীতার প্রতি অতিশয় কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন; সতী-শিরোমণি সীতা পতির তাদৃশ পরুষবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া বহ্নি (লক্ষ্মণানীত)-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর সীতাপতি বহ্নি-বাক্যে সীতাকে শুদ্ধচারিণী জানিয়া সেই পতিব্রতাকে গ্রহণ করেন। এই মহৎকার্য্যে সমস্ত ত্রিলোক সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্ব্বদেবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রামচন্দ্রও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র লঙ্কাপুরের রাজত্ব বিভীষণকে সম্প্রদান করিয়া কৃতকৃত্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি দেবগণের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, রণশায়ী বানরদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। সত্যপরাক্রম রাম ক্রমে ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া ভরতকে সংবাদ দিবার জন্য হনুমান্‌কে পাঠাইলেন। তদনন্তর সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণের সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া গত বৃত্তান্ত সকল বলিতে বলিতে নন্দিগ্রামে উপনীত হইলেন। যথোক্তরূপে পিতৃ-আদেশ পালন করিয়া নিষ্পাপ রাম ভ্রাতৃগণের সঙ্গে জটাভার পরিত্যাগ করিলেন। পরে রামচন্দ্র সীতার সহিত অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮১-৮৯

তপোধন! রামচন্দ্র পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। লোক সকল তাঁহার রাজ্যকালে হৃষ্ট, পুষ্ট ও ধার্ম্মিক হইবে, দেশ নিরাময় ও দুর্ভিক্ষ-ভয় বর্জ্জিত হইবে[১]। পিতা কখনও পুত্রের মৃত্যু দর্শন করিবে না, স্ত্রীগণ সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্যে অগ্নিভয় বা জলনিমজ্জনের আশঙ্কা থাকিবে না। তদীয় শাসনকালে দস্যু ও তস্কর-ভয় বিদূরিত হইবে, নগর ও দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। অধিক কি, সকলেই সত্যযুগের ন্যায় রামরাজ্যে সুখে কাল কাটাইবে। সেই রামচন্দ্র অনেক ব্যয়ে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গাভী ও অগণ্য ধন বিতরণ পূর্ব্বক শতগুণ রাজবংশ স্থাপন করিবেন। তিনি দ্বিজাতিগণকে আপনাপন ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন; এইরূপে তিনি এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত হইবেন। যিনি এই পবিত্র পাপঘ্ন বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইবেন। যে ব্যক্তি আয়ুষ্কর এই রামায়ণ পাঠ করিবেন, তিনি পুত্র, পৌত্র ও স্বগণ সহিত পরকালে সুখভাগী হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি বাক্‌পটুতা লাভ করিবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্যলাভ করিবেন, বৈশ্য বাণিজ্যে লাভবান্ হইবেন ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন। ৯০-১০০

দ্বিতীয় সর্গ

ধর্ম্মাত্মা বাগ্মিপ্রবর সশিষ্য বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। বাল্মীকি নারদকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার

* রাক্ষসগৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান জন্য লোকাপবাদভয়ে লজ্জার আবির্ভাব, মূলগ্রন্থে তাঁহার লজ্জিতের কারণোল্লেখ নাই।

১। রাবণবধের পর রাম রাজা হইলে দেবর্ষি নারদের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, নারদ, অতীত ঘটনা সকল বলিয়া উত্তরকাণ্ডের কথা ভবিষ্যোক্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কৃত্তিবাস যে রাম না হইতে রামায়ণ নির্ম্মাণের কথা লিখিয়াছেন, ঐ কথা বাল্মীকি নিজে স্বীকার করেন না। পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডে রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচনার কথা আছে।

পূজাসৎকারগ্রহণান্তে দেবলোকে গমন করিলেন। দেবর্ষি দেবলোকে গমন করিলে পর বাল্মীকি, আশ্রমে মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত করিয়া জাহ্নবীর অদূরবর্ত্তিনী স্রোতস্বিনী তমসার তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি তমসাতীরে গমন করিয়া নদীর অবতরণ-স্থান কর্দ্দমবিহীন দেখিয়া পার্শ্বস্থ শিষ্যকে এই কথা বলিলেন,—হে বৎস ভরদ্বাজ! এই অবতরণস্থান কর্দমশূন্য ও কি প্রকার রমণীয়। দেখ, ইহার জল সজ্জন মানবের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল। তুমি এই স্থানে কলস রাখ এবং আমাকে বল্কল দাও, আমি অদ্য এই তমসার জলেই অবগাহন করিব। মহাত্মা বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণ ভরদ্বাজ তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। জিতেন্দ্রিয় বাল্মীকি শিষ্যের নিকট হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া তীরস্থিত নিবিড় অরণ্য দর্শন করিতে করিতে এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতে লাগিলেন।[১] সেই বনের নিকটে এক ক্রৌঞ্চমিথুন সুস্বরে গান করিয়া বিচরণ করিতেছিল, সেই সময়ে অকারণ বৈরপরায়ণ এক পাপাশয় নিষাদ—ব্যাধ আসিয়া মহর্ষির সমক্ষেই ঐ ক্রৌঞ্চযুগল হইতে পুরুষ ক্রৌঞ্চকে নাশ করিল। ধরণীলুণ্ঠিত রক্তাক্ত-কলেবর হত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া ক্রৌঞ্চের ভার্য্যা অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। কামোন্মত্ত তাম্রবর্ণশীর্ষ সহচরের সঙ্গে আর সহবাস ঘটিবে না বলিয়াই, তাহার এতদূর সকরুণ ক্রন্দন করিবার কারণ। সহবাসসমুৎসুক বিহঙ্গকে ব্যাধের হস্তে নিহত দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি বাল্মীকির দয়া হইয়াছিল। তখন ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বভাবসুলভ করুণাপূর্ণ-হৃদয় ঋষি কহিতে লাগিলেন, এই কার্য্য অতিশয় অধর্ম্মজনক। রে নিষাদ! তুই যখন এই ক্রৌঞ্চ-মিথুন হইতে কামমুগ্ধ ক্রৌঞ্চকে বিনষ্ট করিলি, তখন তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না।[২] । ১-১৫

বাল্মীকি ব্যাধের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া, আমি পক্ষীর শোকে আকুল চিত্তে কি কার্য্য করিলাম, বারংবার এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া শিষ্যকে এই কথা

১। বাল্মীকি জিতেন্দ্রিয় হইলেও, বিস্তৃত বনশোভাদর্শনে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, ইহা দৈবঘটনা।

২। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্। এই শ্লোকটি অমর কবি বাল্মীকির মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, ইহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই জন্য প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকটির বহুপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল। রামকৃত রাবণবধ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়া রামের প্রতি আশীর্ব্বাদাত্মক এই শ্লোক—এই অর্থ রামায়ণতিলককার বলেন, সেই অর্থে শ্লোক শব্দের যথোরূপ অর্থ—

মা নিষাদ! (মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর নিবাস) হে রাম! তুমি রাবণ মন্দোদরীরূপ ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামমোহিত রাবণকে বধ করিয়াছ, অতএব তুমি অনন্তকাল যাবৎ অখণ্ড ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, যশ প্রভৃতি লাভ কর।

কতককার বলেন—নিষাদ (নি অর্থাৎ নিতরাং ত্রৈলোক্য-পীড়ক) রাবণ! তুমি রাজ্যক্ষয়-বনবাসাদি দুঃখে কৃশ সীতারাম-রূপ মিথুন হইতে একটিকে সীতাকে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক পীড়া দিয়াছ, এই কারণে তুমি লঙ্কায় পুত্রপৌত্রাদি সহ অধিক দিন সুখভোগ করিতে পারিবে না।

কোন কোন টীকাকার বলেন যে, নারদমুখে স্বীয় গুণবর্ণন শ্রবণ করিয়া বাল্মীকি তাঁহার করুণরসাত্মক চরিত্র বর্ণনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন মহর্ষির হৃদয় করুণাপূর্ণ কি না জানিবার জন্য এবং মহর্ষি করুণ রসপূর্ণ কাব্য প্রণয়নে সমর্থ কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বয়ংই নিষাদরূপ ধারণ করিয়া মহর্ষির সম্মুখে ক্রৌঞ্চ-মিথুনরূপে স্ত্রী-সম্ভোগপরায়ণ কোন রাক্ষসকে সংহার করেন, মহর্ষি তদ্দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া অধর্ম্মবোধে শাপ প্রদান করিলেন যে, নিষাদ! তুমি কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুন-মধ্যে একটিকে বধ করিয়া যার পর-নাই অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, এই জন্য ইহলোকে অধিককাল পত্নীসহ সহবাসে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না; অল্পকালমধ্যেই পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। বাল্মীকি রামকে যে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে তাহা বর্ণিত আছে, যথা—গুপ্তচরমুখে সীতাপবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! আমি সীতা পরিত্যাগের গূঢ় কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ভৃগু, পরে বাল্মীকি আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য অদ্য আমি এই সীতাকে পরিত্যাগ করিতেছি। এ বিষয়ে অপর কোন ব্যক্তি কারণ নহে।

বলিলেন, হে বৎস! আমার মুখ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইল, উহা সমানাক্ষর চরণচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ। এই বাক্য শোকসহকারে যখন কণ্ঠ হইতে সমুচ্চারিত হইয়াছে, তখন ইহা শ্লোক নামে প্রথিত হউক। শিষ্য গুরুবাক্যের অনুমোদন করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর মহামুনি বাল্মীকি যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রাধিকারী বিনীত শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া তৎপশ্চাৎ আশ্রমে উপনীত হইলেন। ধর্ম্মবিৎ বাল্মীকি শিষ্যের সহিত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া উপবেশনান্তে নানা প্রকার কথোপকথনের পর ধ্যানে মনঃসংযোগ করিলেন। ১৬-২২

এমন সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখিবার জন্য সেখানে সমাগত হইলেন। অনন্তর বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শনমাত্রে অতিশয় বিস্মিত নিস্তব্ধ হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার যথা-বিধি অর্চ্চনা করিয়া তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ পিতামহ দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষির প্রতি কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি আসনে উপবেশন করিয়া পুনরায় ক্রৌঞ্চ-বধ-ব্যাপার স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! বৈরতাচরণপরায়ণ সেই ব্যাধ কি পাপকার্য্যই না করিয়াছে। সে অকারণে তাদৃশ সুকণ্ঠ ক্রৌঞ্চকে বিনষ্ট করিয়াছে। তিনি পুন-রায় ক্রৌঞ্চীর জন্য শোকপরবশ হইয়া ব্রহ্মার নিকটেই সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন। ২৩-২৯

তখন প্রজাপতি সহাস্যবদনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহামুনে! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য সমুদ্গত হইয়াছে, তাহা শ্লোকরূপে খ্যাতি লাভ করিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখে এইরূপ বাক্যের আবির্ভাব হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্ম্মাত্মা গুণবান্ বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত চরিত্র বর্ণন কর। নারদের মুখে রামসম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ, তদনুসারে ধর্ম্মপরায়ণ উদারচরিত্র রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষস-দিগের সর্ব্বজনবিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি প্রকাশ কর। যে সকল বিষয় লোকে অবিদিত, তুমি তাহা বিদিত হইতে পারিবে, অধিক কি, তুমি যে কাব্য রচনা করিবে, উহাতে তোমার কোন বাক্য মিথ্যা হইবে না। তুমি রমণীয় পবিত্র রামায়ণ শ্লোকাকারে প্রকাশিত কর; জানিও, জীবলোকে যত দিন গিরিনদী বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার প্রণীত রামকথা ধরাধামে প্রচারিত থাকিবে; যত কাল রামকথা জীবলোকে প্রচারিত থাকিবে, তত কাল তুমি অমরলোকে বাস করিবে। ৩০-৩৭

এই কথা বলিয়াই ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন, তদ্দর্শনে সশিষ্য বাল্মীকি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহার সকল শিষ্যগণ বারংবার এই শ্লোকটি গান করিতে লাগিলেন; এবং ঐ শিষ্যগণ অতিশয় প্রীত হইয়া বলিয়াছিল—সমাক্ষরপাদচতুষ্টয়-যুক্ত যে পদাবলী বাল্মীকি শোকপরায়ণ হইয়া গান করিয়াছেন, তাহা শ্লোক নামে প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সমগ্র রামায়ণ এইরূপ শ্লোকে রচনা করিবার ইচ্ছা সেই মহাত্মা মহর্ষির হইয়াছে। উদারদৃষ্টি অসীম কীর্ত্তিমান্ বাল্মীকি, সুন্দর ছন্দ, উৎকৃষ্ট অর্থ ও সুশো-ভনপদসমন্বিত সমাক্ষরপূর্ণ বহুশ্লোকাকারে শ্রীরামচন্দ্রের যশস্কর এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে সকলে সন্ধি, সমাস প্রভৃতি ও প্রত্যয়যোগসম্পন্ন, দোষবিহীন, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, প্রসাদগুণযুক্ত ঋষিপ্রোক্ত শ্রীরামচরিত ও রাবণ-বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ৩৮-৪৩

তৃতীয় সর্গ

মহামুনি বাল্মীকি নারদের নিকটে ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতজনক যে রামচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনর্ব্বার তাহা বিস্পষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। মননশীল বাল্মীকি পূর্ব্বাগ্র কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে যোগপ্রভাবে রামাদির চরিত্র অতি যত্ন সহকারে দেখিয়াছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং প্রজা, ভার্য্যা ও অমাত্য প্রভৃতির সহিত রাজা দশরথের হাস্য-পরিহাস, কথাবার্ত্তা ও নানাবিধ চেষ্টা প্রভৃতি যাহা ঘটিয়াছিল, যোগবলে বাল্মীকি সেই সকল যথাযথরূপে দেখিতে পাইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে পর্য্যটন করিয়া যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তখন তাহা তিনি যোগবলে করস্থিত আমলকফলের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি সেই সকল ঘটনাবলী যোগবলে যথার্থরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বলোকাভিরাম রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিতে উদ্যত হইলেন। নারদ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষসাধক, সমুদ্রের ন্যায় রত্নপূর্ণ, সকল লোকের শ্রুতিসুখকর রামচরিত্র সেই ভগবান্ বাল্মীকি মুনি রচনা করিয়াছিলেন। ১-৯

মহামুনি এই গ্রন্থে রামের জন্মবিবরণ, শক্তির পরিচয়, লোকানুরাগ, সর্ব্বজনপ্রিয়তা, ক্ষমা, সাম্য, সত্যনিষ্ঠা এবং মহামুনি উগ্রতপা বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার সময় যে অপূর্ব্ব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ও হরকোদণ্ডভঙ্গের পর জানকীর বিবাহ সমস্তই বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে পরশুরামের সহিত বিবাদ ও শ্রীরামের গুণব্যাখ্যা, রামের রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি, রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক ও পরলোক-গমন, প্রজাপুঞ্জের ক্ষোভ, প্রজাগণের বিদায়-প্রদান, নিষাদাধিপতি-সংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন, গঙ্গানদী সন্তরণ, ভরদ্বাজ দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট দর্শন, তথায় কুটীর নির্ম্মাণ ও অবস্থান, ভরতের আগমন, রামের প্রতি ভরতের অনুরোধ, রামের পিতৃতর্পণ, পাদুকার অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে অবস্থিতি, শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যযাত্রা, বিরাধ-রাক্ষস-বধ, শরভঙ্গ সন্দর্শন, সুতীক্ষ্ণ-সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্রাবস্থিতি, সীতাশরীরে অঙ্গরাগ প্রদান সমস্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন।[১] ।১০-১৮

অনন্তর শ্রীরামের অগস্ত্য সন্দর্শন, তাঁহার নিকট হইতে শরগ্রহণ, শূর্পণখা-সংবাদ ও তাহার নাসিকা-কর্ণচ্ছেদন, খর-ত্রিশিরা-সংহার, রাবণের সীতা-হরণোদ্যোগ, মারীচের প্রাণ-সংহার, সীতা-হরণ, রামের বিলাপ, জটায়ুর মরণ, কবন্ধ-দর্শন ও শবরী-দর্শন, ফলমূলভোজন, পম্পাতীরে প্রলাপ, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন, তাঁহার সহিত সখ্য-সংস্থাপন, বালি-সুগ্রীবসংগ্রাম, বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভি-ষেক, তারার বিলাপ, রামসুগ্রীবসংকেত, বর্ষা-নিশায় অবস্থান, শ্রীরামের ক্রোধ, বানরসৈন্য সংগ্রহ, দূত প্রেরণ, ভূগোলকথন। রামের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, স্বয়ম্প্রভার বিল[২] দর্শন, প্রায়োপবেশন, সম্পাতি সন্দর্শন, পর্ব্বতারোহণ, সাগর-লঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যানুসারে মৈনাক-দর্শন, রাক্ষসী-তর্জ্জন, ছায়াগ্রহ দর্শন, সিংহিকাসংহার, লঙ্কাদর্শন, নিশা-সময়ে লঙ্কা-প্রবেশ, একাকী কর্ত্তব্যচিন্তন, রাবণের মদ্যপানস্থানে হনুমানের গমন, অন্তঃপুরদর্শন,

---

১। যদিও দণ্ডকারণ্যপ্রবেশমুখে সর্ব্বপ্রথমেই অনসূয়া-সংবাদ বর্ণিত আছে, তাহা হইলেও এখানে ক্রমভঙ্গ দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য— সংক্ষেপে রামায়ণ বলাই তাৎপর্য্য, ক্রমাংশে নয়; ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন টীকাকারগণের মত।

২। যে গর্ত্তমধ্যে হেমানাম্নী অপ্সরার সখী স্বয়ং বাস করিত। ঐ গর্ত্তমধ্যে নানাবিধ প্রাসাদ উদ্যান প্রভৃতি ময়দানব-নির্ম্মিত ছিল।

রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পুষ্পকরথ সন্দর্শন, অশোকবনগমন, সীতাসন্দর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতা সহিত কথোপকথন, রাক্ষসী-তর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন দর্শন, সীতার মণি প্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসীগণের পলায়ন, সৈন্য-বিনাশ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহসময়ে হনুমানের উৎকট গর্জ্জন, পুনর্ব্বার সমুদ্র লঙ্ঘন, মধুহরণ, রামকে আশ্বাস দান, মণিপ্রদান, সমুদ্র-সমাগম, নল-হস্তে সেতুবন্ধন, সমুদ্রপরপারে গমন, রাত্রি-কালে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণ-সমাগম, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণের প্রাণ-সংহার, মেঘনাদের নিধন, রাবণ-বধ, শ্রীরামের সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক-দর্শন, অযোধ্যাযাত্রা, ভরদ্বাজ-সমাগম, ভরতসমীপে হনুমানকে প্রেরণ, ভরতসমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, স্বদেশ-রঞ্জন, সীতানির্ব্বাসন ইত্যাদি রামচরিত এবং অন্যান্য অপ্রচারিত ভবিষ্য বিষয় মহামুনি বাল্মীকি স্বপ্রণীত এই রমণীয় মহাকাব্যে বিবৃত করিয়াছেন। ১৯-৩৯

চতুর্থ সর্গ

ভগবান্ বাল্মীকি, রামচন্দ্র রাজ্যলাভ করিলে বিচিত্র-পদ-পূর্ণ ও অর্থ-যুক্ত নিখিল রামচরিত-সম্বন্ধীয় এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্য চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সন্নিবদ্ধ; পাঁচ শত সর্গে উহা বিভক্ত, ছয় কাণ্ড এবং পরবর্ত্তী উত্তর, এই সাত কাণ্ডে সংরচিত।[1] ভবিষ্যৎ উত্তরকাণ্ড সহিত এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিরূপে প্রচারিত হইবে, মহর্ষি এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে মুনি-বালকবেশধারী কুশীলব আসিয়া মহর্ষি বাল্মীকির পাদগ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিলে, মহর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ, যশস্বী, সুকণ্ঠ রাজপুত্র ভ্রাতৃদ্বয় কুশীলবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা যেরূপ মেধাবী, সেইরূপ সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়নে মার্জ্জিতবুদ্ধি। করুণানিলয় মুনি তাঁহা-দিগের শক্তি দেখিয়া বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণের সুবিধার জন্য রাবণ-বধ নামক সীতাচরিত-সম্বন্ধীয় স্বপ্রণীত সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ দুই ভ্রাতা দেখিতে যেরূপ সুন্দর, তাঁহাদের সেইরূপ কলকণ্ঠও ছিল; বলিতে কি, তন্ত্রীলয়মিশ্রিত সঙ্গীত-তত্ত্বেও তাঁহাদের বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। অধিক কি বলিব, তাঁহাদের সুস্বর ও সুলক্ষণ দেখিলে যেন রামের প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হইত। ১-১১

সেই অনিন্দ্যসুন্দর রাজপুত্র ভ্রাতৃদ্বয় অত্যুৎকৃষ্ট রামায়ণ গ্রন্থ মুখস্থ করিলেন; তাঁহারা শিক্ষা-নৈপুণ্যে পাঠসময়ে এবং সম্মোহন সঙ্গীত-ঝঙ্কারে ঋষি, দ্বিজাতি এবং সাধুদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন সেই দুই ভ্রাতা কোনও সময়ে ঋষিদিগের

১। বর্ত্তমান সময়ে রামায়ণে বালকাণ্ডে ৭৭ সর্গ ২২২৬ শ্লোক। অযোধ্যাকাণ্ডে ১১৯ সর্গ ৪৪১৫ শ্লোক। অরণ্যকাণ্ডে ৭৫ সর্গ ২৭৩২ শ্লোক, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৬৭ সর্গ ২৬২০ শ্লোক, সমুদয় কাণ্ডে ৬৮ সর্গ ৩০০৬ শ্লোক, যুদ্ধকাণ্ড ১৩১ সর্গ ৫৯৯০ শ্লোক, উত্তরকাণ্ডে ১১০ সর্গ ৩২৩৪ শ্লোক। সকল মিলাইয়া ৬৪৭ সর্গ ও ২৪২৫২ শ্লোক দেখা যায়। গায়ত্রীর ন্যায় রামায়ণ পবিত্র ও আদৃত হইবে, এই জন্য গায়ত্রীর অক্ষর সম সংখ্যায় মহর্ষি শ্লোক-সহস্র প্রণয়ন করেন। প্রতি সহস্রান্তে গায়ত্রীর ১টি করিয়া অক্ষর আছে। বালকাণ্ডে ১ম শ্লোক এবং ত্রিংশ সর্গে স তেন পরমাস্ত্রেণ এবং ৬৩ সর্গে বিশ্বামিত্রো মহাতেজা এইরূপে ৩ অক্ষর অযোধ্যাকাণ্ডে ১৪ সর্গে চতুরশ্বো রথঃ ৪৪ সর্গে বর্ত্ততে চোত্তমাং বৃত্তিম। ৭১ সর্গে দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশৎ ৯৯ সর্গে উটজে রামমাসীনং। অরণ্য ১২শ সর্গে তে বয়ং বনমত্যুগ্রং। ৪৭শ সর্গে মম ভর্ত্তা তদা। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ৪র্থ সর্গে ততঃ পরম-সংহৃষ্টো হনুমান্ প্লবগর্ষভঃ। ৩১শ সর্গে নরেন্দ্রসূনুনরদেবপুত্রং। কাণ্ডসমাপ্তিতে ১১ সহস্র শ্লোক পূর্ণ হয়। সুন্দরকাণ্ডে ২৭ সর্গে ততস্তস্য নগস্যাগ্রে, ৪৬ সর্গে নাবমান্তো ভবদ্ভিস্ত হরিধীর-পরাক্রমঃ। সুন্দরকাণ্ডসমাপ্তিতে ১৪শ সহস্র পূর্ণ হইয়াছে। যুদ্ধকাণ্ডে ২৮ সর্গে রক্ষোগণপরিক্ষিপ্তো রাজা হ্যেষ বিভীষণঃ, ৫০ সর্গে প্রদর্শনঞ্চ বুদ্ধিশ্চ, কুম্ভকর্ণং হতং দৃষ্ট্বা ইহার পূর্ব্বে ১৭ হাজার শ্লোক নির্ম্মিত হইয়াছে। ৮০ সর্গের শেষে ১৮ হাজার পূর্ণ, ১১২ সর্গে মরণান্তানি বৈরাণি যুদ্ধকাণ্ডসমাপ্তিতে ২০ হাজার সম্পূর্ণ। উত্তরকাণ্ডে ২২ সর্গে ততঃ প্রাচোদয়ৎ। ৩০ সর্গ সমাপ্তিতে ২২ হাজার পূর্ণ, ৭৬ সর্গে ব্রাহ্মণস্য চ ধর্ম্মেণ ৭ গ্রন্থসমাপ্তিতে ২৪ হাজার পূর্ণ হয়। এই সংখ্যা এবং গায়ত্রীর অক্ষর নির্দ্দেশ গোবিন্দরাজ করিয়াছেন।

নিকটে সভামধ্যে এই কাব্য গান করিতে লাগিলেন। ঐ গান শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবৎসল মুনিগণ পরম প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাষ্পপর্য্যাকুলনয়নে কুশীলবকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ১২-১৬

তন্মধ্যে কেহ কেহ গায়কদিগের প্রশংসা, কেহ কেহ বা গীতের মাধুর্য্য, কেহ বা গীতরচনার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আহা! গীতের কি মাধুর্য্য, শ্লোক সকলই বা কিরূপ মনোহারী হইয়াছে, বহুকাল হইল, রামের এই সব কার্য্য সম্পন্ন হইলেও আজ যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় মনে হইতেছে। এইরূপে কুশীলবের প্রশংসা প্রচারিত হইতে থাকিল; সকলেই ইঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুশ ও লব ভাবে তন্ময় হইয়া শ্রোতৃগণের অত্যন্ত আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক মধুর উচ্চকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। অধিক কি, ইঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়া কোনও মুনি একটি কলস প্রদান করিলেন। ১৭-২০

কেহ বা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বল্কল প্রদান করিলেন; অপরে কৃষ্ণাজিন ও যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। কোনও মুনি কমণ্ডলু, কেহ মৌঞ্জী-মেখলা, কেহ আসন, কেহ বা কৌপীন প্রদান করিলেন। এইরূপে কেহ কাষায়রঞ্জিত বস্ত্র, কেহ চীরবস্ত্র, কেহ জটাবন্ধনার্থ রজ্জু, কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহার্থে রজ্জু, কেহ যজ্ঞপাত্র, কেহ কাষ্ঠভার, কেহ কেহ উডুম্বররচিত পীঠ[২] প্রদান করিলেন। যাঁহারা দ্রব্যাদি দিতে পারিলেন না, তাঁহারাও কেহ স্বস্তি, কেহ বা দীর্ঘজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ২১-২৫

এইরূপে সত্যবাদী ঋষিগণ কুশীলবকে বর প্রদান করিলেন এবং সকলে একবাক্যে বাল্মীকির অনুপম কবিত্বের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, বাল্মীকির এই মহাকাব্য অমরকীর্ত্তি, অতি চমৎকার; ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে। তখন তাঁহারা গায়কদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎসদ্বয়! তোমরা সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণ, তোমরা যে গীত গাহিয়াছ, ইহা আয়ুস্কর, জ্ঞান ও আনন্দের পুষ্টি-জনক ও সুখোদ্দীপক। এইরূপে দুই ভ্রাতা চতুর্দ্দিকে সুখ্যাতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একদা উভয় ভ্রাতা অযোধ্যার রাজপথে গান গাইয়া বেড়াইতে-ছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার ভবনে আনয়ন করিলেন। তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিয়া তিনি হেমময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ নিকটে উপবেশন করিলেন। রামচন্দ্র, তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে বিনীত ও রূপবান্ দেখিয়া লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে কহিলেন, তোমরা দেবদ্যুতি এই দুই ভ্রাতার নিকট হইতে অপূর্ব্ব আখ্যান শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি গায়কদ্বয়কে গান গাইবার আদেশ করিলেন। তখন তাঁহারা দুই ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে রাগরাগিণী সহিত বীণার ন্যায় মধুর অথচ শ্রুতমাত্রে যাহার অর্থ-বোধ হয়, এইরূপ সরল ও মধুর কাব্য শ্রোতৃবর্গের শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া গান করিয়াছিলেন। তখন নৃপতি রামচন্দ্র অনুজদিগকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! এই গায়কদ্বয় মুনিবেশ ধারণ করিলেও দেখিতেছি, ইহাদের গাত্রে রাজচিহ্ন শোভা পাইতেছে। ইহারা সুগায়ক, উপাখ্যানও মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, এবং আমারই যশস্কর, অতএব তোমরা স্থিরমনে এতদ্বিষয় শ্রবণ কর। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে ইহা বলিয়া গায়কদ্বয়কে পুনরায় গাইতে বলিলেন, তদনুসারে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা সুন্দর মার্গ নামক[৩] সংস্কৃত গীত গাইতে লাগিলেন; সেই বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি রাজন্য-চূড়ামণি রামচন্দ্র ধীরে ধীরে সিংহাসন হইতে অবতরণ

২। যজ্ঞডুমুর-কাঠের পীঁড়ি।

৩। গীত দুই প্রকার;—মার্গ ও দেশী। প্রাকৃতভাষায় রচিত গানের নাম দেশী এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত গানের নাম মার্গ।

পূর্ব্বক সভামধ্যে (সাধারণ শ্রোতৃগণের মধ্যে) উপবিষ্ট হইয়া গান শ্রবণে একান্ত আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন। ২৬-৩৭।

পঞ্চম সর্গ[১]

প্রজাপতি বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া জয়শালী যে সকল ভূপতি নিখিল রাজন্যগণের দুর্ল্ভ এই সাগরবেষ্টিত সপ্তদ্বীপা বসুমতী এক-চ্ছত্রে শাসন করিয়া আসিয়াছেন, যে বংশে প্রখ্যাত-কীর্ত্তি সগর নামে রাজা ছিলেন, যাঁহার কোন স্থানে গমনকালে ষষ্টিসহস্র সন্তান অনুগমন করিত, যিনি পুত্রগণ দ্বারা সাগর খনন করাইয়াছিলেন, শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই নৃপতিদিগের বংশে সুবৃহৎ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে—যাহা রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা ধর্ম্মকামার্থদায়িকা এই আখ্যায়িকা আদ্যোপান্ত গান করিব, অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনারা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। সরযূ-তীরে প্রচুর ধনধান্যপূর্ণ আনন্দ-কোলাহলময় কোশল নামে একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ আছে। লোকবিশ্রুত অযোধ্যা উহার রাজধানী; মানবেন্দ্র বৈবস্বত মনু উহার প্রতিষ্ঠাতা। ঐ নগরী দীর্ঘে দ্বাদশ যোজন ও প্রস্থে তিন যোজন। উহা দেখিতে রমণীয়; রাজপথ সকল সুশোভিত, বিক্ষিপ্ত কুসুমসমূহে পরিশোভিত ও জলসেকে সতত পরিষিক্ত। সেই পুরীমধ্যে আবাস রচনা করিয়া রাষ্ট্রবিবর্দ্ধন প্রতাপশালী রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় বাস করিতেন। ১-৯

ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক কপাট, তোরণ ও বিপণিপূর্ণ, কোনও স্থানে যন্ত্রসমূহের অবস্থিতি, কোথাও বা অস্ত্ররাজি বিরাজমান, কোন স্থান বা শিল্পিগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পুরীমধ্যে সূত ও মাগধ[২] সকলের অবস্থান, ঐ নগরী দেখিতে শ্রীমতী ও অতুল শোভা-ময়ী, উন্নত সৌধশিখরে ধ্বজা-সকল সমীরণসহযোগে উড্ডীন; প্রাকার-রক্ষার জন্য লৌহময় শত শত শতঘ্নী যন্ত্র[৩] সংস্থাপিত। ইতস্ততঃ বধূজনের নাট্য-শালা বিরাজিত, এবং ইহার চতুর্দ্দিকে পুরীসকল বিরাজিত[৪]। উদ্যান-সকল আম্রবন ও পুষ্পবাটিকা-সকল কুসুমভারে সমাচ্ছন্ন। ঐ নগরী বিশাল প্রাকার, অর্থাৎ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ঐ প্রাকারের চতুর্দ্দিকে দুর্গম গভীর পরিখা রহিয়াছে। সেই জন্য আক্রমণ করা দূরের কথা, শত্রুগণের এই পুরীতে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য ছিল। উহার কোনও স্থান অশ্ব, হস্তী, খর, উষ্ট্র ও গোগণে পরিব্যাপ্ত। কোনও স্থানে সামন্ত নৃপতিবৃন্দ বলিহস্তে[৫] দণ্ডায়মান, কোন স্থান বা নানা দেশীয় বণিক্‌গণ দ্বারা সুসজ্জীভূত। উহা রত্ন-নির্ম্মিত পর্ব্বত সদৃশ প্রাসাদ-সকলের দ্বারা উপশোভিত এবং স্ত্রীগণের ক্রীড়া-গৃহ দ্বারা পরিপূর্ণ, যেন ইন্দ্রের

১। প্রথম চারি সর্গ রামায়ণ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিলেও এই মহাকাব্যের কিছু যায় আসে না, তবে জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, বাল্মীকি তাঁহার প্রশংসাসূচক কথাগুলি ও লবকুশের পরিচয় (যাহা শেষ পর্য্যন্ত গোপন ছিল) তাহা স্বীয় কাব্য-গ্রন্থের প্রথমে কেন নিবদ্ধ করিলেন? এবং রামচন্দ্র কুশলবের পরিচয় প্রথমে জানিতে পারিলে রামায়ণগান তাঁহার সভায় সম্ভবই বা কিরূপে হয়? উত্তরে এই বলা যায় যে, বাল্মীকির কোন শিষ্য এই সকল কথা পরে যোজনা করিয়াছেন। যেমন যাজ্ঞ-বল্ক্য-সংহিতার প্রথমে শ্লোকগুলি তাঁহার শিষ্য দ্বারা নিবদ্ধ হইবার কথা মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন। এই কথাগুলি প্রাচীন টীকাকার গোবিন্দরাজ বলিয়াছেন।

২। সূত, রাজাদিগের স্তুতিপাঠক, নামান্তর বন্দী, সূত বন্দী, সূত মাগধ প্রভৃতি পৃথু রাজার সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিল, অপর সূত পদে সারথি বুঝায়, ক্ষত্রিয় জাতি পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে উৎপন্ন। মাগধ—রাজাদিগের নিদ্রা হইতে জাগরণকারক। মাগধগণ বাগ্মী এবং রাজপ্রবোধক বলিয়া অভিধানে কথিত হইয়াছেন।

৩। প্রাচীরের উপরে স্থিত পাষাণাদি নিক্ষেপের জন্য লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্রের নাম শতঘ্নী, উহার পরিমাণ ৪ প্রাদেশ অর্থাৎ প্রায় দুই হাত।

৪। 'সাকেতপশ্চিমদ্বারি বৃন্দাবনমদূরতঃ' অযোধ্যার পশ্চিম দ্বারে বৃন্দাবন, পূর্ব্বদ্বারে বারাণসী, দক্ষিণে কৌশাম্বী, উত্তরে নেপাল।

৫। বলি শব্দে কর—খাজনা বুঝায়। ভাগধেয়: করো বলিঃ ইত্যমরঃ।

অমরাবতী পুরী। গৃহ সকল সুবর্ণ-জলে চিত্রিত থাকাতে সুবর্ণপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ পুরীর নির্ম্মাণ-কৌশল—পাশাখেলার যে শারিফলক বা ছক বলে, উহার ন্যায়। মধ্যস্থলে রাজবাড়ী, চতুর্দ্দিকে রাজপথ, তৎপার্শ্বে পুরবাসিগণের গৃহ। সেই পুরী সুন্দরী রমণীগণে যুক্ত, সর্ব্বপ্রকার রত্নে পরিব্যাপ্ত, সপ্ততল উচ্চ গৃহ-সকলে সুশোভিত। সেই পুরীর অধিবাসিগণের গৃহ-সকল ঘন-সন্নিবিস্ট, দোষ-রহিত এবং সমভূমিতে অবস্থিত ছিল, অধিকন্তু প্রত্যেকের গৃহ-সকল ধান্য ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ। সেই স্থানের জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু। তপস্যালব্ধ স্বর্গীয় বিমানের ন্যায় ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরী।—যে পুরীর গৃহ-বহির্ভাগ সুন্দররূপে সন্নিবেশিত, যাহা শ্রেষ্ঠ মানবগণে সমাবৃত। যে সকল বীর সহায়-হীন, পিতৃ-পুত্ররহিত ব্যক্তিগণকে কখনও বাণবিদ্ধ করেন না, পলায়িত ব্যক্তিকে ও শব্দমাত্রানুসারে কাহাকেও বাণবিদ্ধ করেন না, যে বীরগণ শীঘ্র-হস্ত এবং সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহগণকে নিশিত শস্ত্র দ্বারা বাহুবলে নিহত করেন, সেইরূপ সহস্র সহস্র বীর দ্বারা যে পুরী সুরক্ষিতা, যে পুরী সাগ্নিক গুণবান্ সষড়ঙ্গ বেদজ্ঞ সত্যপরায়ণ বহুপ্রদ মহর্ষি সদৃশ মুখ্য ঋষিগণে পরিবৃত, তাহাতে মহারাজ দশরথ বাস করিতেন। ১০-২৩

ষষ্ঠ সর্গ

সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যাপুরীতে বেদ-বেদাঙ্গবিৎ, দূরদর্শী, বীর, বিদ্বদ্‌বৃন্দের সংগ্রহকর্ত্তা, মহাতেজস্বী, পুরবাসী ও জনপদ-বাসী জনগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র, ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে অতিরথ, দশরথ নামে যজ্ঞশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, মহর্ষি সদৃশ, ত্রিলোক-বিশ্রুত রাজর্ষি ছিলেন। তিনি বলবান্, নিঃসপত্ন, মিত্রযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি ধনধান্যসঞ্চয়ে দেবরাজ ও কুবের তুল্য ছিলেন। বৈবস্বত মনু যেরূপ জগৎ পালন করিতেন, তিনিও সেইরূপ জগতের পালক ছিলেন। সেই সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ ত্রিবর্গসাধনের নিমিত্তই সেই অযোধ্যাপুরী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পুরী পালন করেন, সেইরূপ প্রতিপালন করিতেন। সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে সমুদায় লোকই বাসসুখে প্রীত ছিল। সকলেই ধার্ম্মিক, বহুজ্ঞ, স্ব স্ব সম্পত্তিতে পরিতুস্ট থাকিত। তাহারা লুব্ধ ছিল না এবং সত্যপরায়ণ ছিল, কোন কুটুম্বী[1] গৃহস্থই অল্পসঞ্চয়ী ছিল না। যে গৃহস্থের গো, অশ্ব, ধনধান্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ছিল না, যাহার ঐহিক পারত্রিক কামনা সিদ্ধ হয় নাই, সেইরূপ গৃহস্থ ঐ নগরীতে ছিল না। কামপরায়ণ, স্বজনপীড়ক, নৃশংস, মুর্খ বা নাস্তিক মানব সেই পুরীতে কদাচ দেখা যাইত না। সকল নরনারীই ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় ছিল, এবং সকলেই মহর্ষিদিগের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব ছিল। সকলেই কুণ্ডল, কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত, সকলেই মৃস্ট[2] ভোজ্য ভোজন করিত, পরিচ্ছন্ন থাকিত, এবং শরীরে চন্দনাদি বিলেপন করিত। অঙ্গদ, নিষ্ক[3] ও করাভরণ সকলে ব্যবহার করিত। সকলেরই অন্তঃকরণ উচ্ছৃঙ্খলতা-বিহীন ছিল। সকলেই সাগ্নিক ও যজ্ঞদীক্ষিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কেহ নীচ, সদাচারহীন বা বর্ণসঙ্কর ছিল না। ব্রাহ্মণগণ জিতেন্দ্রিয়, আত্মকর্ম্মরত, দানাধ্যয়নপরায়ণ ও প্রতিগ্রহবিষয়ে সংযতচিত্ত ছিলেন অর্থাৎ অসৎপ্রতি-গ্রহ করিতেন না। কেহই নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, সামান্য

১। মাতা পিতা দুই পুত্র ও পুত্রবধূ কন্যা পত্নী অতিথি ও নিজে এই দশসংখ্য ব্যক্তিকে কুটুম্বী বলে। বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে, মাতা পিতা স্নুষে পুত্রৌ পুত্রী পত্ন্যতিথিঃ স্বয়ম। দশ সংখ্যঃ কুটুম্বীতি।

২। মৃষ্ট শব্দে বলিবৈশ্বদেবপ্রযুক্ত বিশুদ্ধ অন্ন বুঝিতে হইবে।

৩। নিষ্ক—বক্ষের ভূষণ। অষ্টোত্তরশত সুবর্ণখণ্ড দ্বারা গ্রথিত মাল্যের নাম। দীনার মুদ্রাকেও নিষ্ক বলে।

শিক্ষিত, অসূয়াপরবশ ও ব্রতাদি-কার্য্যবিহীন ছিলেন না। সকলেই ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতেন, কেহই দরিদ্র, ক্ষিপ্ত বা ব্যথিত ছিল না। নর বা নারী কেহই রূপলাবণ্য-বিহীন বা কুশ্রী ছিল না, রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে কাহারও মনের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই দেবতা ও অতিথির অর্চ্চনা-পরায়ণ ছিলেন, অধিক কি, সকলেই কৃতজ্ঞ, উদার ও বীরাগ্রগণ্য ছিলেন। সকলেই দীর্ঘজীবী এবং ধর্ম্ম ও সত্যাবলম্বী ছিলেন, কাহাকেও অকাল-মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হয় নাই; পুত্র, পৌত্র ও কলত্র লইয়া সকলে সুখে কালযাপন করিত। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত; এইরূপে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সেবায় নিযুক্ত থাকিত। যেরূপ প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর হস্তে পূর্ব্বে এই রাজধানী সংরক্ষিত হইয়াছিল, ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথও তাঁহার ন্যায় ইহার শাসন করিয়াছিলেন। সিংহ দ্বারা পর্ব্বতের গুহা যেরূপ পূর্ণ হয়, সেইরূপ এই রাজধানী অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অসহিষ্ণু, সরলস্বভাব, ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। সেই পুরী, কাম্বোজ-বাহ্লীক-বনায়ু ও সিন্ধুদেশজাত উৎকৃষ্ট অশ্বে পরিপূর্ণ থাকিত; এইরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বতজাত, হিমালয়োৎপন্ন, পর্ব্বত সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গে অযোধ্যা সুরক্ষিত থাকিত। ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামনবংশপ্রসূত ভদ্রমন্দ, ভদ্রমৃগ ও মৃগভদ্র নামক সঙ্কর হস্তীতে ঐ পুরী সমাচ্ছন্ন থাকিত। সকল মাতঙ্গ মদোন্মত্ত এবং পর্ব্বত সদৃশ; কেহ এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। যদিও বিস্তারে উহা তিন যোজন মাত্র, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে[৪] কেহ যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না। তারাপতি যেরূপ তারকাদিগকে শাসন করেন, তাহার ন্যায় শত্রুবিমর্দ্দন ইন্দ্রতুল্য নৃপতি দশরথ সুদৃঢ় তোরণ-বিশিষ্ট অর্গলযুক্ত দিব্যগৃহশোভিত লোকাকীর্ণ মঙ্গলালয় অযোধ্যাপুরী শাসন করিতেন। ১-২৯ *

সপ্তম সর্গ

ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি মহাত্মা দশরথের কার্য্যাকার্য্য-বিচারজ্ঞ ও পরাভিপ্রায়-বিজ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয় ও হিতকারী আট জন অমাত্য ছিলেন। ইঁহারা সকলেই শুচি এবং রাজকার্য্যে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আটটি সেই যশস্বী বীর রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের প্রতিনিয়ত রাজকার্য্যানুরক্ত পবিত্রস্বভাব অমাত্য ছিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব সেই রাজার প্রধান ঋত্বিক্ ছিলেন; এইরূপ অন্যান্য ঋষিগণ মন্ত্রিত্ব করিতেন। সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রিপদ অধিকার করিয়াছিলেন। নৃপতির পুরুষানুক্রমিক মন্ত্রিগণ ঐ সকল ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজকার্য্যের সাহায্য করিতেন; ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বিনীত, লজ্জাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। ইঁহারা দেখিতে সুশ্রী, শাস্ত্রনিপুণ, বিপুলবিক্রম, কীর্ত্তিমান্, সর্ব্বকার্য্যে সাবধান এবং রাজাজ্ঞাপ্রতিপালক। ইঁহাদের তেজ, ক্ষমা ও যশ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সকলেই কথা বলিবার পূর্ব্বে হাস্য করিতেন, ক্রোধ অর্থলোভ অথবা অন্য কোন দুরভিসন্ধির বাধ্য হইয়া ইঁহারা মিথ্যা কথা কহিতেন না। তাঁহাদের মিত্র বা শত্রু বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞাত ছিল না। স্বপক্ষে বা শত্রুপক্ষে যে যে কার্য্য করিতেছে, করিয়াছে, করিবে, চরমুখে সে সকল জানিতে পারিতেন। ইঁহারা ব্যবহারকার্য্যে নিপুণ,

---

৪। গুপ্তহরি হইতে বিষহরি পর্য্যন্ত ভূভাগমধ্যে।

* এদেশপ্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থে এই কবিতাটি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নৃপতি কর্ত্তৃক ইঁহারা সৌহার্দ্দ বিষয়ে সুপরীক্ষিত। পুত্রগণও দোষী হইলে ইঁহারা তাহাদের প্রতি যথোপযুক্ত দণ্ডবিধানের ত্রুটি করেন না। রাজ্যের কোষ-বৃদ্ধি ও সৈন্যসংগ্রহে ইঁহারা বিলক্ষণ যত্নবান্। নিরপরাধ শত্রুর প্রতি হিংসা করা ইঁহাদের স্বভাব নহে। ইঁহারা সকলেই সমুৎসাহী, বীর, রাজনীতিশাস্ত্রের অনুসরণকারী ও বিষয়বাসী সাধুগণের নিয়ত রক্ষাকর্ত্তা। এই সকল মন্ত্রিগণ দোষীর অপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাকে দণ্ড প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি-হিংসার পরিচয় না দিয়া রাজকোষ পূরণ করিতেন। নির্ম্মলবুদ্ধি একমতাবলম্বী মন্ত্রীদিগের বিচারকালে স্বরাষ্ট্রে বা পররাষ্ট্রে কেহ মিথ্যাবাদী, অসৎস্বভাব ও পরনারীপরায়ণ ছিল না। অধিক কি, রাজ্যমধ্যে কেহ দুর্বৃত্ত বা অসৎপ্রকৃতির লোক ছিল না। সুতরাং সর্ব্বত্র শান্তিস্রোত প্রবাহিত ছিল, রাজমন্ত্রিগণ সর্ব্বদা পবিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিত থাকিতেন। তাঁহারা নৃপতির হিতসাধনার্থ নিয়ত নীতিচক্ষু বিস্তার করিয়া জাগ্রত থাকিতেন। তাঁহারা গুরুজনের গুণভাগ গ্রহণ করিতেন, আপনার বিক্রমপ্রভাবে বিখ্যাত ছিলেন, ভিন্ন দেশের ঘটনাবলী ইঁহাদের নিকটে সুবিদিত ছিল, অধিকন্তু ইঁহারা বুদ্ধিমান্ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত ছিলেন। ইঁহারা নানা গুণে সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণহীন ছিলেন না; ইঁহারা সন্ধিবিগ্রহনিপুণ এবং প্রকৃত সৌহৃদ্যের আস্পদ ছিলেন। ইঁহাদের গূঢ় মন্ত্রণাশক্তি যেরূপ প্রবল ছিল, তদনুরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধিও ছিল; ইঁহারা নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সতত প্রিয়বাদী। এইরূপে রাজা দশরথ ঈদৃশ গুণবান্ অমাত্য-সংবেষ্টিত হইয়া বসুন্ধরা শাসন করিতেছিলেন। তিনি দূতমুখে পরতত্ত্ব অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক অধর্ম্মকে দূরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি তিন লোকে উদার বলিয়া বিখ্যাত; সেই দশরথ রাজা এই পৃথিবীকে শাসন করিতেন। দেবপতি যে প্রকার দেবলোক শাসন করেন, তাঁহার ন্যায় তিনিও জগতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তিনি অধিক বলবান্ বা তুল্যাবস্থ শত্রুর মুখ দেখিতে পান নাই, তাঁহার মিত্রগণ যেরূপ প্রবল ছিল, অধীন নৃপতিগণও সেইরূপ তাঁহার নিকটে নত থাকিত, বলিতে কি, তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক ছিল। তিনি কিরণমালামণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় অন্যের হিতকারী, অনুরাগী, সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রি-পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। ১-২৫। *

অষ্টম সর্গ

এবম্বিধ প্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা ধার্ম্মিক রাজা দশরথ পুত্রকামনায় তপস্যা করিলেও তাঁহার বংশধর কুমারের উৎপত্তি ঘটে নাই। এক সময়ে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি মনে মনে অবধারণ করেন, পুত্রকামনায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেন করি না? পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থির করিয়া পর্য্যাপ্তবুদ্ধি মন্ত্রীদিগের সহিত যজ্ঞ করা উচিত, এই নিশ্চয় করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, হে সুমন্ত্র! তুমি গুরু ও পুরোহিতদিগকে আমার নিকটে শীঘ্র আনয়ন কর। তদনন্তর ত্বরিতগামী সুমন্ত্র গুরু-পুরোহিতগণের নিকটে গমন করিয়া বেদপরায়ণ গুরু ও পুরোহিতদিগকে রাজার অগ্রে উপস্থিত করিলেন। তখন সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে বিধিমতে পূজা করিয়া ধর্ম্মাত্মা

---

* আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থ ও অপরাপর ২।১ গ্রন্থে এই সর্গে ২৫টি কবিতামাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ দেশপ্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্গে ২৪টি কবিতার সংখ্যা দেখা যায়, ফল' কথা, কোনও গ্রন্থে পরিবর্জ্জন বা স্খলন দোষ লক্ষিত হয় না, তবে কবিতার সংখ্যার বিপর্য্যয় মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজা ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, আমি পুত্রের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। আমার অন্তঃকরণে সুখের লেশমাত্রও নাই, অতএব পুত্র-কামনায় অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে আমার বাসনা। আমি শাস্ত্রমত কার্য্য সমাধা করিতে চাই, এক্ষণে কিরূপে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, আপনারা তাহার উপায় অবধারণ করুন। ১-৯

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ রাজার মুখনির্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুমোদন পূর্ব্বক সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহারা পরম প্রীতমনে দশরথকে কহিলেন, এতদুপলক্ষে যজ্ঞের সামগ্রী সকল সমাহৃত হউক, যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিউন। সরযূর উত্তরতীর যজ্ঞভূমির জন্য কল্পিত হউক, হে পার্থিব! নিশ্চয়ই আপনি মনোমত পুত্রগণকে লাভ করিবেন। যখন আপনার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়াছে, তখন অবশ্যই শুভ ফল ঘটিবে। ব্রাহ্মণগণের মুখে এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর তিনি হর্ষোৎফুল্লনয়নে অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—তোমরা গুরুদেবের আদেশে প্রয়োজনীয় যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ কর। সুযোগ্য রক্ষিবর্গ দ্বারা রক্ষিত, উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত এক যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন কর, সরযূতীরে যজ্ঞভূমি নির্দ্দিষ্ট হউক। বিধি-বিধানানুসারে যজ্ঞ-বিঘ্ন নিবারণের জন্য শান্তিকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হউক। এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ সকল রাজাই করিতে সমর্থ হইতেন, যদি এই যজ্ঞে পদে পদে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, বিশেষতঃ যজ্ঞতন্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মরাক্ষসগণ[১] সতত যজ্ঞের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকে। বিধিবিহীন যজ্ঞ করিলে যজ্ঞকর্ত্তাকে বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব তোমরা যাহাতে বিধি অনুসারে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ যত্ন কর, তোমরা এই যজ্ঞানুষ্ঠান সাধন করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। 'যে আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া মন্ত্রিগণ রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। মহীপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর বিপ্রমণ্ডলী তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে স্বকীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। নৃপতি তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া সচিবদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মন্ত্রিগণ! ঋত্বিক্‌গণ যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, যজ্ঞের উদ্দেশে তদনুরূপ আয়োজন কর, এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর সেই নরেন্দ্র, হৃদয়ানন্দদায়িনী মহিষীদিগকে কহিলেন, আমি পুত্রকামনায় যজ্ঞে দীক্ষিত হইতেছি, অতএব তোমরাও এই দীক্ষাকার্য্যে স্থিরনিশ্চয় হও। বসন্তকালে পদ্মিনীর যেরূপ শোভা হয়, তখন মহীপতির মুখ হইতে নিঃসৃত মধুর বাক্যে সেই রাজ-পত্নীগণের বদনকমলও তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ১০-২৫।

১। যজ্ঞাদিতে মন্ত্র ও ক্রিয়ালোপ দ্বারা যজ্ঞে বৃত ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে এবং যাহারা অযাজ্যযাজন ও অপ্রতিগ্রাহ্যের নিকট প্রতিগ্রহ করে অথচ প্রায়শ্চিত্ত করে না, উহারাই রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরাক্ষস নামে অভিহিত হয়।

নবম সর্গ

রাজা দশরথকে যজ্ঞে কৃতনিশ্চয় জানিয়া মন্ত্রী ও সারথি সুমন্ত্র তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিলেন, মহারাজ! আমি এ সম্বন্ধে পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ইতিহাস আমি শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্বকালে সনৎকুমার ঋষিদিগের নিকটে আপনার পুত্রোৎপত্তিসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহারই এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পিতৃ-প্রযত্নে বনে বর্দ্ধিত হইয়া বনচারিরূপে কালাতিপাত

করিবেন। নিয়ত পিতার অনুবর্ত্তী থাকায় তাঁহার অন্য জ্ঞান থাকিবে না। সেই মহাত্মা মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য[১] করিবেন। এই কথা দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন এবং ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। সতত অগ্নির পরিচর্য্যা ও পিতৃসেবায় ঋষ্যশৃঙ্গের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবে। এই সময়ে অঙ্গদেশে মহাবলশালী রোমপাদ নামে এক রাজা প্রাদুর্ভূত হইবেন। এই নৃপতির দোষে রাজ্য-মধ্যে সর্ব্ব-লোক-ভয়ঙ্করী মহতী অনাবৃষ্টি উপস্থিতা হইবে। ১-৯।[২]

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন নৃপতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিদ্বান্ বৃদ্ধ বিপ্রদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক বলিবেন, আপনারা লোকাচার ও শ্রুতিবিহিত কার্য্য অবগত আছেন, অতএব অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়ম পালনের আদেশ করুন। নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিলে, সেই সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা কহিবেন, হে মহীপাল! আপনি বিভাণ্ডক-পুত্রকে সর্ব্বোপায়ে সমানয়ন করুন। বেদপারগ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া বিধিপূর্ব্বক সৎকার করিয়া তাঁহার হস্তে আপনার কন্যারত্ন শান্তাকে বিধি-বিধানানুসারে সম্প্রদান করুন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি চিন্তা-ব্যাকুল হইবেন। কি উপায়ে সেই বীর্য্যবান্ ঋষিকে এই স্থানে আনা যায়, তাঁহার এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিবে। তদনন্তর মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে সমাদর পূর্ব্বক সেখানে যাইবার আদেশ করিবেন। তাঁহারা ব্যথিত ও লজ্জা-বনতমস্তকে 'আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখীন হইতে পারিতেছি না,' এই বলিয়া নৃপতিকে অনুনয়-বিনয় করিবেন। অনন্তর তাঁহারা উপায় অবধারণ করিয়া কহিবেন, হে অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার এখানে আনয়ন করিব, আমরা যে উপায় স্থির করিলাম, জানিবেন, ইহাতে কোনও দোষ স্পর্শিবে না। তদনন্তর অঙ্গাধিপ সুন্দরী বেশ্যা-দিগের সাহায্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেশে আনয়ন করিয়াছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ইন্দ্র বর্ষণ করেন, রাজাও ঋষিপুত্রের সহিত শান্তার বিবাহ দিয়াছেন। এক্ষণে আপনার জামাতা[৩] ঋষ্যশৃঙ্গ আপনার পুত্রকামনা পূর্ণ করিবেন। সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে তাহা বলিলাম। রাজা দশরথ সুমন্ত্র-মন্ত্রণায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে সূত! যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করা হইয়াছিল, সেই কথা তুমি বল। ১০-২১ *

দশম সর্গ

রাজা দশরথ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সুমন্ত্র কহিলেন, যেরূপে রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনিয়াছিলেন, আমি তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। রাজা লোমপাদের কথানুসারে তদীয় কুলপুরোহিত ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য আমরা একটি অব্যর্থ উপায় ঠিক্ করিয়াছি। সেই মুনীন্দ্র বেদাধ্যয়নসম্পন্ন এবং নিত্যবনচর, তিনি কখনই স্ত্রীসহবাসসুখ অবগত নহেন। আমরা যাহাতে চিত্তের উন্মাদকর লোভনীয় পদার্থ

১। যিনি ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী মেখলা ও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করেন, তিনি মুখ্য ব্রহ্মচারী এবং যিনি বিবাহ করিয়া ঋতুকাল-মাত্র স্ত্রীসঙ্গ করেন, তিনিই গৌণ।

২। রাজা রোমপাদ ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিয়াছিলেন, এই রাজধর্ম্ম অতিক্রম করার জন্য তাঁহারই রাজ্যের সর্ব্বত্র অনাবৃষ্টি হইয়াছিল।

৩। দশরথ নিজের ঔরস-কন্যা শান্তাকে নিজ মিত্র রোমপাদকে দত্তক পুত্রী দিয়াছিলেন। এই জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথেরও জামাতা।

* এ সংখ্যার কবিতাটি এদেশপ্রচলিত গ্রন্থমধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না, বোধ হয়, এদেশীয় অনেকানেক গ্রন্থে লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ ইহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে।

দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া এখানে আনয়ন করিতে পারি, আপনি সত্বর তাহার আয়োজন করুন। পরমাসুন্দরী বারনারীগণ রমণীয় বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া সেখানে গমন করুক, তাহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিতে পারিবে। নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতের প্রতি এই কার্য্য-ভার সমর্পণ করিলেন ! পুরোহিত এই কার্য্য তাঁহার অযোগ্য মনে করিয়া মন্ত্রিগণের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। মন্ত্রিগণ তৎপ্রতিপালনে সম্মত হইয়া সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনাগণ অমাত্যগণের আদেশে বন-প্রবেশ করিল, এবং সেই মহর্ষির আশ্রমের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যত্নবতী হইল। ঐ ঋষিকুমার অতিশয় ধীরস্বভাব ও পিতৃবৎসল ছিলেন। তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কোনও স্থানে গমন করিতেন না। জন্মাবধি স্ত্রী, পুরুষ বা নাগরিক অন্য কোনও প্রকার জন্তু তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। এক দিন যেখানে বারবনিতাগণ অবস্থিতি করিতেছেন, বিভাণ্ডক-পুত্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া সেই সুন্দরী রমণীগণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সুন্দরী বারবনিতাগণ মুক্তকণ্ঠে গান গাইতে লাগিল ; তখন তাহারা সকলে ঋষিপুত্রের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্ ! আপনি কে ? আপনার কার্য্য কি? ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। একাকী এই বিজন বনে পরিভ্রমণ করিবার তাৎপর্য্যই বা কি ? তাহা আমাদিগকে বলুন। তখন ঋষিকুমার অদৃষ্টপূর্ব্বা সেই পরমসুন্দরী অঙ্গনাদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে সমুৎসুক হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি বিভাণ্ডক মুনির ঔরসপুত্র,[১] নাম ঋষ্যশৃঙ্গ, তপশ্চর্য্যাই যে আমার কার্য্য, তাহা লোক-প্রসিদ্ধ। হে শুভদর্শনগণ ! নিকটেই আমাদিগের আশ্রম, চল, সেখানে আমি তোমাদের সকলেরই যথাবিধি পূজা করিব। ঋষিকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারনারীদের আশ্রমে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তাহারা তাঁহার আশ্রমে গমন করিল। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র 'এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই ফল-মূল,' ইত্যাদি উপচার প্রদান করিয়া ঋষিনন্দন অতিথি-সৎকার করিলেন। পরমহৃষ্ট বারবধূগণ সকলেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিভাণ্ডক-ভয়ে তথা হইতে শীঘ্র প্রতিগমনে মনঃস্থির করিল। তাহারা গমনসময়ে 'হে দ্বিজ ! আপনিও আমাদের সুমিষ্ট ফল গ্রহণ করুন এবং অবিলম্বে ভক্ষণ করুন। জানিবেন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে' এই কথা বলিল। তদনন্তর তাহারা সকলে হর্ষনির্ভরমানসে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার সুস্বাদু মোদকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। সেই সমস্ত ভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া ঋষিকুমারের মনে হইল, এরূপ সুন্দর সুমিষ্ট ফল, বনবাসীদিগের কখনও উদরস্থ হয় নাই। ১-২১

তদনন্তর মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া বার-নারীরা কোনও প্রকার ব্রতের ব্যপদেশে ঋষিকুমারের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা চলিয়া যাইলে ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্ন-মনা হইয়া তাহাদের বিরহ-দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বদিন যেখানে ঐ সকল মনোজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, পরদিন তথায় উপস্থিত হইলেন। মনোমুগ্ধকারিণী রমণীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং ঋষিকুমারের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কহিল, হে সৌম্য ! এই আমাদের আশ্রমে আগমন করুন ! আমাদের

১। পূর্ব্বকালে কোন সরোবরে বিহারপরায়ণা উর্ব্বশীকে স্নানার্থী বিভাণ্ডক ঋষি দর্শন করেন, এবং উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া জলে পতিত হয়। সেই সময়ে কোন পিপাসার্ত্তা মৃগী ঐ বীর্য্যসহ জল পান করিয়া গর্ভবতী হয়। তাহার গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। ঋষ্য শব্দে মৃগ বুঝায়, মৃগের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ঋষ্যশৃঙ্গ নাম হইয়াছে। ইহাই এ সম্বন্ধে পৌরাণিক উপন্যাস।

আশ্রমে নানাপ্রকার বিচিত্র ফল-মূল আছে, ভোজন-ব্যাপার বিশেষরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। তাহাদের হৃদয়ানন্দদায়িনী কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তাহারা তাঁহাকে লইয়া নগরযাত্রা করিল। এইরূপে সেই ঋষিকুমার লোমপাদরাজ্যে উপনীত হইবামাত্র জীব-লোককে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া দেবরাজ অবিরলধারায় বর্ষণ করিতে থাকিলেন। রাজা বৃষ্টির সহিত ঋষি-কুমারের আবির্ভাব দেখিয়া সবিনয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তখন তাঁহাকে যথাবিধি অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন এবং ললনাগণের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া পরিশেষে তিনি কুপিত হন, এজন্য তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগি-লেন। অনন্তর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রসন্নচিত্তে শান্তানাম্নী কন্যাকে যথাবিধি সমর্পণ করিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।[২] হে নৃপতে! এইরূপে মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ সর্ব্বকামপূর্ণ হইয়া সহ-ধর্ম্মিণী শান্তার সহিত সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২২-৩৩

২। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে, বারবনিতার দেহ স্পর্শ ও তৎপৃষ্ট ফলভক্ষণ করায় ঋষ্যশৃঙ্গের তপোহানি হওয়ায় তাঁহার অঙ্গরাজ্যে গমনমাত্র বৃষ্টি কিরূপে হইল? ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী-পুরুষজ্ঞান না থাকায় তপস্যার হানি হয় নাই। অল্পদোষ যাহা হইয়াছিল, তাহা তপস্যা দ্বারাই দগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ বলা যুক্তি-যুক্ত হয় না। কারণ, যিনি নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা নিখিল বেদশাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন, শাস্ত্রত স্ত্রীর স্বরূপ তাঁহার অবশ্যই জানা ছিল, নতুবা ব্রহ্মচর্য্যের বিজ্ঞান ও সম্ভব হইতে পারে না। বনে বনচরীগণকেও দেখিয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ হইলে তিনি অতবড় অনুগ্রহ করিতে পারিতেন না। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, ঋষ্যশৃঙ্গ নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন দ্বারা দোষ স্পর্শ হয় নাই এবং প্রারব্ধ-বশে ক্ষত্রিয়কন্যার পাণিগ্রহণ, গণিকাস্পর্শ, অঙ্গরাজের রাজ্যে গমনাদি জানিয়াই তিনি করিয়াছিলেন। গণিকাগণ পাছে ভয় পায় বলিয়াই তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

একাদশ সর্গ

হে রাজেন্দ্র! দেবপ্রবর ধীমান্ সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট হইতে সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশে সত্যবাদী শ্রীমান্ দশরথ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। অঙ্গরাজের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মিবে। দশরথের শান্তা নাম্নী এক কন্যা অঙ্গরাজকে প্রদত্ত হইবে। অঙ্গরাজের পুত্র লোমপাদ নামে বিখ্যাত রাজার নিকটে এক সময় অযোধ্যাধিপতি মহাযশস্বী রাজা দশরথ যাইয়া বলিবেন, মহাশয়! আমি নিঃসন্তান, অতএব আপনার জামাতা শান্তাপতি ঋষ্যশৃঙ্গ যদি আপনার আদেশে আমার বংশরক্ষার জন্য যজ্ঞ করেন, তবে আমার কুলোচ্ছেদ হয় না। সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গরাজ মনে মনে চিন্তা করত স্ত্রীপুত্রসমন্বিত ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিবেন। যশোলিপ্সু রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রপ্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা স্বর্গলাভকামনায় যজ্ঞে বরণ করিবেন। রাজা বিপ্রশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে পুত্রেষ্টির পূর্ণ ফল লাভ করিবেন। তাহাতেই ত্রিলোকবিখ্যাত অমিততেজা বংশধর পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইবেন। দেবপ্রধান সনৎকুমার পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ঋষিদিগের সাক্ষাতে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি এক্ষণে সবল-বাহনে সংবেষ্টিত হইয়া পরম সমাদরে সেই মহর্ষিকে আনয়ন করুন। সুমন্ত্রের বচন শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং সুমন্ত্রের উক্তি বশিষ্ঠদেবকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরচারিগণের সহিত অঙ্গরাজ্যে সস্ত্রীক গমন করিলেন। ১-১৪

যাইতে যাইতে বন ও নদী-সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যেখানে সেই মুনিপুঙ্গব

অবস্থিতি করেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তখন অঙ্গপতি লোমপাদ, রাজা দশরথকে সমাগত দর্শন করিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার যোগ্য পূজা করিলেন এবং ঋষিপুত্র ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট রাজা দশরথের সহিত স্বীয় বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধের[১] কথা বলিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ পরিচয় পাইয়া তাঁহার সমুচিত সম্মাননা করিলেন। তিনি এইরূপে সৎকৃত হইয়া অঙ্গরাজের সহিত সাত আট দিন অতিবাহিত করিয়া সেই বন্ধুবরকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি কোনও মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যম করিয়াছি, সেই জন্য এখানে আসিয়াছি, জামাতার সহিত শান্তাকে আমার ওখানে পাঠাইতে হইবে। সুহৃদের অভিপ্রায় বুঝিয়া অঙ্গরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ভার্য্যার সহিত জামাতাকে বন্ধুর ভবনে যাইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি আপনার পত্নীর সহিত অযোধ্যায় গমন করুন। ঋষিকুমারও শ্রুতমাত্রে তদ্বিষয়ে কোনও আপত্তি করিলেন না। ১৫-২১

অনন্তর লোমপাদের কথাক্রমে ঋষিপ্রধান ঋষ্যশৃঙ্গ, সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাযাত্রা করিলেন; যাইবার কালে উভয় সুহৃদে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্নেহভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের আনন্দের সীমা রহিল না; তদনন্তর অঙ্গরাজের নিকটে বিদায় লইয়া দশরথ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রেই শীঘ্রগামী দূতগণকে অযোধ্যায় পৌরজনের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, শীঘ্র অযোধ্যা নগরকে সুসজ্জিত কর, এবং রাজপথসকল সিক্ত ও পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত ও ধূপগন্ধামোদিত কর। পৌরগণ রাজার শুভাগমন জানিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং নৃপতির আদেশানুযায়ী সমস্ত কার্য্যের আয়োজন করিল। তদনন্তর নরপতি অলঙ্কৃতা রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সে সময়ে সকলে শঙ্খ ও দুন্দুভিনাদে সসম্ভ্রমে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠের প্রত্যুদ্গমন করিল এবং তাঁহাকে পাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সুররাজ বামনদেবকে স্বর্গে লইয়া গেলে যেরূপ হইয়াছিল, ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্রেরও ঋষিপুত্র সমভিব্যাহারে সেইরূপ হইল। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে শাস্ত্রানুসারে পূজা করিয়া ও অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিয়াছিলেন। অনন্তর সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। নৃপনন্দিনী বিশাললোচনা শান্তা পতির সহিত উপস্থিত দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা ও স্ত্রীবর্গের প্রযত্নে সবিশেষ সমাদৃতা শান্তা পতিসহ পরমসুখে তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ২২-৩১

দ্বাদশ সর্গ

তদনন্তর বহুদিন অতীত ও রমণীয় বসন্তকাল সমাগত হইলে নৃপতি দশরথের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইল। তার পর রাজা দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া কুলরক্ষা ও সন্তানকামনায় তাঁহাকে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞকার্য্যে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার যজ্ঞের নিমিত্ত যাবতীয় যজ্ঞীয় সামগ্রী আহরণ করুন, অশ্ব উন্মুক্ত করুন এবং সরযূ নদীর উত্তর-তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হউক; তদনন্তর নৃপতি সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, সুমন্ত্র, তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি,

---

১। দশরথ শান্তার জনকপিতা, এই সম্বন্ধবিষয়ক কথা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিয়াছিলেন। কোন কোন পুস্তকে আছে—"এই রাজা দশরথ নিঃসন্তান আমাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া পুত্রতুল্যা এই শান্তাকে দিয়াছিলেন। সেই এই রাজা দশরথ আমার ন্যায় আপনার শ্বশুর বলিয়া জানিবেন।"

কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র ত্বরিত-পদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে ধার্ম্মিক রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মানুগত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি পুত্রকামনায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি, বলিতে কি, কিছুতেই আমার সুখশান্তি নাই। আমি এক্ষণে পুত্রকামনায় অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে চাই। আমার বিশ্বাস, এই ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারিবে। নৃপতির উক্তি শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তদ্বাক্যে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ১-১০

তৎপরে তাঁহারা বিভাণ্ডকাত্মজকে পুরোগামী করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন, যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মোচিত হউক, সরযূর উত্তর-তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত হউক। যখন ঈদৃক্ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তখন সম্যক্‌প্রকারে এ সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, আপনার বিপুলবিক্রম চারিটি পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে। তদনন্তর নৃপতি ব্রাহ্মণগণের মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে অমাত্যগণ! তোমরা এই গুরুদেবগণের আদেশক্রমে সত্বর যজ্ঞদ্রব্যসকল আহরণ কর, সুনিপুণ পুরুষগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত হউক। সরযূর উত্তরভাগে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত কর, এবং নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসমাপ্তির জন্য শান্তিকার্য্য সকল যথাবিধি প্রবর্ত্তিত হউক। দেখ, সকল রাজারই এই যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ইহা সাধারণের আয়ত্তের বিষয় নহে; বিশেষতঃ এ কার্য্যে নানা বিঘ্ন-বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মরাক্ষসগণ সতত যজ্ঞ-বিঘ্নের উদ্দেশে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকে। জানিও, বিধি অতিক্রম করিয়া যজ্ঞ করিলে অনুষ্ঠানকর্ত্তা বিনষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক পূর্ণ হয়, তোমরা তৎপক্ষে সচেষ্ট হও; তোমরা কৃতী বলিয়াই তোমাদিগকে এরূপ বলিলাম। মন্ত্রিগণ রাজবাক্যে "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া তৎপ্রতিপালনপরায়ণ হইলেন। তদনন্তর বিপ্রবর্গ রাজা দশরথের স্তুতিবাদ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনাপন আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে অমাত্যদিগকে বিদায় দিয়া মহামতি নৃপতি স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।[১] ১-২১

ত্রয়োদশ সর্গ

দেখিতে দেখিতে বৎসরান্তে বসন্তের পুনরাবির্ভাব ঘটিল; নৃপতি দশরথও পুত্রকামনায় সংকল্পিত যজ্ঞানুষ্ঠানে মনঃসংযোগ করিলেন। তখন মহীপতি বশিষ্ঠদেবকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিনয়বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি শাস্ত্রানুসারে আমার যজ্ঞকার্য্য সমাপন করুন। প্রার্থনা, যাহাতে যজ্ঞের কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহার উপায় অবধারণ করুন। আপনি আমার হিতকারী বন্ধু ও পরম গুরু, সুতরাং উপস্থিত কার্য্যে আপনাকেই যাবতীয় ভার গ্রহণ করিতে হইবে। রাজার কথায় বশিষ্ঠদেব বলিলেন, আপনার যেরূপ প্রার্থনা, আমি অবশ্যই তাহা পূরণ করিব। তদনন্তর তিনি যজ্ঞকার্য্যকুশল, সুধার্ম্মিক, প্রাচীন স্থপতি, কর্ম্মান্তিক[১] শিল্পকর, ভৃত্য, খনক, নট, নর্ত্তক ও শাস্ত্রজ্ঞ পবিত্রস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা ভূপতির আদেশে যজ্ঞকার্য্যে

১। এই সর্গটির প্রায় সকলগুলি শ্লোকই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় পুস্তকে এই সর্গ দুইটি মিশাইয়া একই সর্গ আছে, তাহাতে পুনরুক্তি নাই।

১। যে ভৃত্য কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে, তাহাকে কর্ম্মান্তিক বলে।

নিযুক্ত হও। সত্বর অসংখ্য ইষ্টক আনয়ন কর, রাজাদিগের বাসোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ দ্রব্যে উহা সুসজ্জীভূত কর। ব্রাহ্মণদিগের জন্য নানা প্রকার অন্নপানসমন্বিত অসংখ্য আলয় প্রস্তুত কর। পুরবাসী জনগণের জন্য এবং নানাদেশাগত নৃপতিগণের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ কর। অশ্বশালা, হস্তিশালা, শয়নগৃহ ও বৈদেশিক যোদ্ধৃ-গণের নিমিত্ত বর্ষাতপনিবারণক্ষম আবাস সকল নির্ম্মাণ কর। আবাস-স্থানগুলি বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যে ও বিবিধ উপকরণে পূর্ণ রাখ; এ যজ্ঞে অপরাপর লোক বিস্তর উপস্থিত হইবে, তাহাদের জন্য সুশোভন গৃহসকল সংরক্ষিত কর, অশ্রদ্ধায় কাহাকে অন্নাদি দান না করিয়া সমাদরে দানপাত্রদিগকে দান করিবে। এরূপ সমদৃষ্টিতে কার্য্য করিবে, যেন সকলেই সমুচিত সমাদর পাইয়াছি মনে করে। কাম-ক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবমাননা করিও না। যে সকল লোক ও শিল্পী যজ্ঞকার্য্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগেরও যথাক্রমে বিশেষরূপে সৎকার করিবে। কারণ, যাহারা ধন ও ভোজন দ্বারা সুপূজিত হয়, সেই সকল সুসন্তুষ্ট সেবকদিগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোনও রূপ ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকে না; অতএব তোমরা সকলে প্রীতিযুক্তচিত্তে আমার এই আদেশ প্রতিপালন কর। ১-১৭

বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিলে তাহারা বশিষ্ঠ-দেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, আমরা আপনার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি। জানিবেন, কোনও কার্য্যে ত্রুটি প্রকাশ পায় নাই। সম্প্রতি আর যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তৎসাধনেও পরাঙ্মুখ নহি। কোনও কার্য্য অঙ্গহীন হইবে না। তদনন্তর সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বশিষ্ঠদেব কহিলেন, দেখ সূত! ভূমণ্ডলে যে সমস্ত ধার্ম্মিক নৃপতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বসতি করেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মানসহকারে এই কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর। সকল দেশের মানবগণকে আদর করিয়া আনিবে। বিশেষ করিয়া বলি, মিথিলাধিপতি মহামতি সত্যবাদী জনকরাজাকে তুমি গিয়া স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিও; জানিও, তিনি আমাদের প্রাচীন সুহৃৎ, সেই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন। তৎপরে বিশুদ্ধ-স্বভাব প্রিয়বাদী দেবোপম কাশীরাজকে তুমি স্বয়ং যাইয়া আনয়ন করিও। মহারাজের শ্বশুর পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়-রাজকে আনয়ন করিও। তৎপরে নৃপতির পরমমিত্র মহাধনুর্দ্ধারী অঙ্গাধিপ লোমপাদকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করিও। পরে কোশলরাজ ভানুমান্‌কে ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীর উদারপ্রকৃতি মগধরাজকে সম্মান পূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিবে। পরে পূর্ব্বদেশীয়, সিন্ধুসৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য রাজগণকে নৃপতির নিদেশক্রমে সেখানে যাইয়া নিমন্ত্রণ করিও। অধিক কি বলিব, এই ভূমণ্ডলে যে সকল আত্মীয় নৃপতি আছেন, তুমি তাঁহা-দিগকে অনুচর ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সত্বর আনয়ন কর। নৃপের আদেশে ইঁহাদিগের নিকটে দূত প্রেরণ কর। ১৮-২৯

বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র অতিশীঘ্র নৃপতিগণের আনয়নের জন্য উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিলেন। মুনিবরের বচনক্রমে আপনিও অবিলম্বে ঘনিষ্ঠ নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ জন্য যাত্রা করি-লেন। কর্ম্মান্তিক ভৃত্যগণ বশিষ্ঠের নিকটে আসিয়া যজ্ঞের জন্য যাহা যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিল। তদনন্তর বিপ্রবর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ঘৃণা বা অবহেলাক্রমে কাহাকে কিছু দান করিও না। জানিও, অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহাতে দাতা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর দুই

এক দিনের মধ্যেই নৃপতি দশরথকে উপহার দিবার উদ্দেশে অগণ্য রত্নভার লইয়া নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ উপস্থিত হইলেন। তখন বশিষ্ঠদেব প্রফুল্লমনে নরদেবকে এই কথা বলিলেন, হে রাজন্! আপনার শাসনক্রমে সকল নিমন্ত্রিত নৃপতিই উপস্থিত হইয়াছেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহাদের সমুচিত সম্মান করিয়াছি। ভৃত্যগণ প্রয়োজনীয় যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য আপনি যজ্ঞস্থলে গমন করুন। হে রাজেন্দ্র! যজ্ঞস্থল, সকল অভীষ্ট দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে; দেখিলে বোধ হইবে, যেন কল্পনা দ্বারা ইহা রচনা করা হইয়াছে; স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। অনন্তর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যে রাজা শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রগামী করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; নৃপতিও মহিষীদিগের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ৩০-৪২

চতুর্দ্দশ সর্গ

অনন্তর সম্বৎসরকাল পূর্ণ হইলে এবং সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যাগত হইলে,[১] সরযুর উত্তরতীরভাগে যজ্ঞারম্ভ হইল। মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রসর করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। বেদপাঠক ব্রতীরা যথাবিধি ও যথাকাল অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে প্রবর্গ্য[২] নামক কার্য্য সমাপন করিয়া এবং শাস্ত্রমত উপসদ নামক কর্ম্ম করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রাদিষ্ট কার্য্যসকল করিয়াছিলেন। তদনন্তর দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া, প্রমুদিতমনে প্রাতঃসবনাদি[৩] কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রথমেই ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপনিবর্ত্তক আহুতি প্রদান করিয়া সোমলতা প্রস্তর দ্বারা কুটিয়া রস নির্গত করিয়াছিলেন। পরে মধ্যন্দিন-সবনাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। ক্রমে নৃপতির তৃতীয় সবনকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে প্রাতঃসবনাদির ন্যায় সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং হোতৃগণ মধুর সামগান ও মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে হবির্ভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋষিগণ শিক্ষাস্বরসম্বলিত বেদোক্ত মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে আহ্বান করিলেন, দেবগণ তাঁহাদের শিক্ষাসংযুক্ত বেদমন্ত্রাদি দ্বারা আহূত হইয়া আপনাপন যজ্ঞাংশ গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যে অন্যায়াহ্বান বা অজ্ঞানপ্রযুক্ত কোন কার্য্যপরিত্যাগ ঘটে নাই, মন্ত্রপূত হইয়া কার্য্য হওয়াতে সকলই মঙ্গলময় হইয়াছিল। ১-১০

কোন ব্রাহ্মণই যজ্ঞকার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, বিশেষতঃ কোন দিনই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের ক্লান্তি বা ক্ষুধাবোধ হয় নাই, প্রত্যুত ইঁহাদের সেবার্থ শত শত লোক নিযুক্ত ছিল। যজ্ঞভূমিতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তপস্বী ও সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি প্রত্যহই ভোজন পাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী ও শিশুগণ পর্য্যন্ত ইচ্ছামত আহার পাইতে লাগিল, নিরন্তর জনসমূহ ভোজন করিলেও ভোক্তৃবর্গের আহার্য্য দ্রব্যের উৎকর্ষ নিবন্ধন পর্য্যাপ্তবুদ্ধি

১। অশ্বমেধের অশ্ব যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। উহার রক্ষক রাজপুত্রগণ ও অন্যান্য রক্ষিবর্গ সর্ব্বদা অশ্বরক্ষা করিবেন; কিন্তু উহার স্বচ্ছন্দ গতির ব্যাঘাত ঘটাইবেন না। ঐ অশ্ব প্রত্যাগমন করিলে প্রথমে রথকারগৃহে ঐ অশ্ব আবদ্ধ করিয়া—অশ্বের চতুষ্পাদ ঋত্বিক্‌গণ পূজা করিবেন, পরে একাদশ মাসের পর উহাকে আনিয়া অশ্বত্থবৃক্ষে বন্ধন করিবেন। এই সময়ে যজ্ঞশালাদি যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ফাল্গুনামাবস্যায় ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া প্রতিপদ হইতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া থাকেন।

২। প্রবর্গ্য ও উপসদ অশ্বমেধযজ্ঞাদি কর্ম্মবিশেষ ও ইষ্টিবিশেষ।

৩। প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নসবন ও তৃতীয়সবন ইহা সোমপ্রয়োগের অঙ্গ অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের মধ্যে সোমরসপানের অঙ্গকার্য্য, ইহা স্নানরূপ।

লক্ষিত হয় নাই। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পরিবেষ্টৃবর্গ বারম্বার সেইরূপ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল। দিন দিন পর্ব্বততুল্য স্তূপাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল। নানা-দেশীয় নর-নারীগণ এই যজ্ঞে আসিয়া প্রচুর পরিমাণে অন্নপান পাইতে লাগিল। ভোজনাবসরে ব্রাহ্মণগণ দিব্য সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়া 'আমরা তৃপ্ত হইলাম, হে রাজন্! আপনার জয় হউক' এইরূপ বাক্য নিরন্তর বলিয়াছিলেন এবং এইরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত শব্দ রাজা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুবেশ-ধারী পরিবেষ্টাগণ ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল; অপরাপর ব্যক্তিগণ মণিময় উজ্জ্বল কুণ্ডলাদি ধারণ করিয়া পরিবেষ্টাদিগের সাহায্য করিতে লাগিল। সুবক্তা ধীর ব্রাহ্মণগণ এক একটি কার্য্যসমাপ্তির পর অপর কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে জিগীষাপরবশ হইয়া নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন। ১১-১৯

প্রতিদিন যজ্ঞকর্ম্মকুশল ব্রাহ্মণেরাও শাস্ত্রানুযায়ী সাঙ্কেতিক শব্দানুসারে প্রেরিত হইয়া সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। ফল কথা, যে ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ বেদা-ধ্যয়ন না করিয়াছেন, যিনি ব্রতপরায়ণ ও শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, যাঁহার শাস্ত্রবিচারপটুতা নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ রাজার যজ্ঞে ব্রতী বা সদস্য হইতে পারেন নাই। আরব্ধ যজ্ঞে যূপস্থাপনকালে বিল্বময় ছয়টি, খদির-নির্ম্মিত ছয়টি, পলাশের ছয়টি, শ্লেষ্মাতকের একটি ও দেব-দারুময় দুইটি যূপ স্থাপিত হইয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞ যজ্ঞনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা উহা প্রস্তুত হইয়াছিল, যজ্ঞ-ভূমির শোভার জন্য যূপ সকল কাঞ্চনে অলঙ্কৃত হইল। একবিংশতি অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি যূপ সেই পরিমাণবস্ত্রাচ্ছাদিত সুবর্ণে ভূষিত হইয়া বিধি অনুসারে বিন্যস্ত হইল। ঐ সকল অষ্টকোণ-বিশিষ্ট, মসৃণ, শিল্পিগণ কর্ত্তৃক সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত যূপ বিধিপূর্ব্বক বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প-বস্ত্র দ্বারা সংপূজিত হইয়া দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষিদিগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ২০-২৭

এই যজ্ঞে যে পরিমাণ ইষ্টকের প্রয়োজন, তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, শিল্পনিপুণ যাজ্ঞিকগণ ঐ ইষ্টকে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। শিল্পকর্ম্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ সেই কুণ্ডমধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। রাজসিংহ দশরথের যজ্ঞে, চয়ননিষ্পন্ন বহ্নি স্বর্ণপক্ষ গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে দেবগণের উদ্দেশে নানাবিধ উরগ, বিহগ, তুরঙ্গম ও জলচর প্রভৃতি জন্তু সকল পূর্ব্ববর্ণিত যূপসকলে নিবদ্ধ হইয়াছিল। শাস্ত্রোক্ত বৈধ পশুহিংসার কাল উপস্থিত হইলে ঋত্বিক্‌গণ উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও মহারাজের এক অশ্বরত্ন নিবদ্ধ ছিল। প্রধানা মহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া প্রসন্নমনে তিন খড়্গ-প্রহারে তাহাকে ছেদন করিলেন। তদনন্তর তিনি তথায় ধর্ম্মপ্রাপ্তির উদ্দেশে পক্ষবিশিষ্ট অশ্বের সহিত এক রাত্রিকাল কাটাইলেন। হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতৃগণ, রাজমহিষী ও পরিবৃক্তি সহিত বাবাতাকে[৪] অশ্বসঙ্গে যোজনা করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠকার্য্যবিৎ সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ পক্ষবিশিষ্ট অশ্বের বপা[৫] লইয়া শাস্ত্রানুসারে উহা পাক করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে আত্মপাপক্ষালনের জন্য যথাবিধি বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষোল জন ঋত্বিক্ তুরঙ্গমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত বহ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। অন্য যজ্ঞে পাকুড়শাখায় হবি স্থাপিত করিয়া আহুতি দিতে হয়, কিন্তু এ যজ্ঞে

---

৪ ক্ষত্রিয় রাজার বৈশ্যা স্ত্রী বাবাতা ও শূদ্রা স্ত্রীই পরিবৃক্তি বলিয়া পরিচিত।

৫। বপার অপর নাম চন্দ্র। ইহা একপ্রকার মেদ। যদিও "নাশ্বস্য বপা বিদ্যতে" এই শ্রৌতসূত্রানুসারে অশ্বের বপা নাই, তথাপি বপাস্থানীয় 'তেজনী' নামক মেদ বুঝিতে হইবে

বেতসকটে আহুতি দিবার নিয়ম। তদনুসারে ঋত্বিক্‌গণ বেতসকটে আহুতি দিতে লাগিলেন। ২৮-৩৯

অশ্বমেধ-যজ্ঞের যে তিন দিবস সবন-ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণের অনুমোদিত। পূর্ব্বোক্ত দিনত্রয়ের মধ্যে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উক্‌থ ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইল, তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অতিরাত্র, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম, শাস্ত্রানুযায়ী এই সকল মহাযজ্ঞকার্য্য চলিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু যেরূপ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় এই যজ্ঞে কুলবর্দ্ধন নৃপতি দশরথ হোতাকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্, উদ্‌গাতাকে উত্তরদিক্ দক্ষিণাস্বরূপে দান করিলেন। এইরূপে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া সেই পুরুষর্ষভ নৃপতি ঋত্বিক্‌দিগকে পৃথিবী দান করিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন এইরূপে দানকার্য্য সমাপন করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন; তখন ঋত্বিক্‌গণ সেই নিষ্পাপ নরপতিকে বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি একাকী এই সমস্ত ভূমণ্ডল রক্ষা করিবার উপযুক্ত, আমাদের পৃথিবী গ্রহণের প্রয়োজন নাই; কারণ, পৃথিবী আমাদের দ্বারা পালিত হইবার নহে। হে নৃপ! আমরা বেদাধ্যয়নে সতত নিযুক্ত, অতএব আমাদিগকে কিঞ্চিৎ নিষ্ক্রয়-মূল্য প্রদান করুন। আপনি অভিপ্রায় করিলে আমাদিগকে মণিরত্ন, সুবর্ণ বা গোধনাদি যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিতে পারেন। জানিবেন, ভূমিতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা নৃপতিকে এইরূপ কথা কহিলে তিনি তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও উহার চতুর্গুণ রৌপ্য প্রদান করিলেন। ঋত্বিক্‌গণ এই সমস্ত বস্তু ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ এবং ধীমান্ বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৪০-৫১

তদনন্তর ঋষিদ্বয় বিভাগ করিয়া দিলে সেই দ্বিজোত্তমগণ ন্যায়ানুসারে আপনাদের ভাগ গ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নৃপতিকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণালাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তদনন্তর মহীপাল দশরথ উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে আপনার হস্তালঙ্কার প্রদান করিলেন। দ্বিজগণ এইরূপ প্রার্থনাধিক অর্থলাভে পরিতুষ্ট হইলে দ্বিজবৎসল মহীপাল প্রফুল্লমনে তাঁহাদিগের চরণে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণগণও প্রণাম-পরায়ণ নৃপতিকে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে পাপহারী স্বর্গপ্রদ অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া পরমপ্রীতমনে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, হে সুব্রত! যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়, আপনি সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গও "তথাস্তু" বলিয়া বলিলেন, হে রাজন্! আপনার চারিটি বংশধর প্রাদুর্ভূত হইবে। নৃপেন্দ্র তাঁহার মুখে এরূপ মধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন ও সেই প্রসিদ্ধ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন, আমার বংশরক্ষা যেন হয়। ৫২-৬০

পঞ্চদশ সর্গ

তদনন্তর মেধাবী বেদজ্ঞ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিলেন ও কহিলেন, * হে রাজন্! আমি আপনার পুত্র-প্রাপ্তির জন্য অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রের সাহায্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রতী হইব। এই বলিয়া তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞারম্ভ করিয়া অথর্ব্ববেদবিধানানুসারে হোম করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যজ্ঞস্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ

---

* অপরাপর গ্রন্থে "রাজা দশরথ পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে মুনে! যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়, আপনি তদুপায় নির্দ্দেশ করুন", এই অনুবাদ ও তাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থে উক্ত কবিতাটি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ   ২৫ পৃষ্ঠা

ও মহর্ষিগণ আপনাপন যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য সমুপস্থিত হইলেন। এই যজ্ঞকার্য্য সমারব্ধ হইলে দেবগণ একত্রিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার বরপ্রভাবে উদ্ধত হইয়া বলবান্ রাবণ আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে, আপনাকে অধিক কি বলিব, আমরা তাহাকে শাসন করিতে সমর্থ নহি। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দান করিয়াছেন, সে আমাদের অবধ্য হইবে। আপনার এই উক্তি নিবন্ধনই আমরা সেই অত্যাচারীর সকল অত্যাচার সহ্য করিতেছি। দুর্ম্মতি সেই রক্ষঃপতি ত্রিলোক উদ্বেজিত করিতেছে এবং সৌভাগ্যশালীর প্রতি ঘোরতর ঘৃণা করিতেছে। তাহার স্পর্দ্ধার কথা কি বলিব, সে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাভব করিতে বাসনা করিয়া থাকে। সে এইরূপে মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুরদিগকে তাড়না করিতেছে। অন্য কথা কি বলিব, মার্ত্তণ্ডদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান করেন না ও বায়ু ইহার নিকটে প্রবাহিত হয়েন না। ঊর্ম্মিমালাসমাকুল সমুদ্রও ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করেন। ১-১০

আপনাকে অধিক কি বলিব, আমরা বিকটমূর্ত্তি সেই নিশাচরের ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি, তাই আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি তাহার বধোপায় অবধারণ করুন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক অমরদিগকে কহিলেন, আমি সেই দুর্বৃত্তের বধোপায় স্থির করিয়াছি। সে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইব বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল, আমিও তদ্বাক্যে তথাস্তু বলিয়াছি। অবজ্ঞা করিয়া বরগ্রহণকালে সে মানুষের নাম করে নাই, সুতরাং নরের হস্তে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রজাপতির মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ কমলাপতি সেখানে সমুপস্থিত হইলেন, তাঁহার অঙ্গদ্যুতি অপরূপ, করে শঙ্খ, চক্র ও গদা, পীতবসন পরিধান। সেই উপেন্দ্র খগেন্দ্র-বাহনে সমুপস্থিত, জলদোপরি দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, তিনিও সেইরূপ সুশোভিত হইলেন; দেহে তপ্তকাঞ্চন-কেয়ূর পরিহিত, দর্শনমাত্রে সুরগণ তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আগমন করিয়াই ব্রহ্মার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইলেন, দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে বিভো! লোক-সমূহের মঙ্গলের জন্য আমরা আপনাকে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিব। রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি। তিনি বদান্য, ধর্ম্মজ্ঞ ও মহর্ষিতুল্য তেজস্বী। হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্য তাঁহার তিন স্ত্রীর গর্ভে আপনি প্রাদুর্ভূত হউন। ১১-২০

আপনি অংশক্রমে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করুন এবং মানুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, হে বিষ্ণো! দেবগণের অবধ্য, লোককণ্টক, বরলব্ধ বলে ও বাহুবলে দৃপ্ত রাবণকে সমরে বিনাশ করুন। সেই মূর্খ রাবণ বীর্য্য-মদে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিদিগকে নিরতিশয় পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নন্দন-কাননে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারাও রৌদ্ররূপী সেই মূঢ়মতির হস্তে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিনাশ জন্য আমরা সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। কারণ, আপনিই আমাদের পরম গতি। আপনি দেবশত্রু সেই রাবণের বিনাশার্থ সংসারে মনুষ্যমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হউন। ভগবান্ বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিলে তিনি শরণাপন্ন সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন। ২১-২৭

হে সুরগণ! তোমরা শঙ্কা করিও না, তোমাদের মঙ্গল হইবে, জগতের কল্যাণার্থ আমি পুত্র, পৌত্র, অমাত্য, বন্ধু ও জ্ঞাতির সহিত অজেয় দুষ্প্রধর্ষ এবং দেবতা ও ঋষিদিগের ভয়দায়ক সেই রাবণকে সমরস্থলে বিনাশ করিব। আমি মনুষ্যলোকে

অবতীর্ণ হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিব। ভগবান্ নারায়ণ দেবগণকে এইরূপে বর প্রদান করিয়া ভূ-লোকে আপনার জন্ম-স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-লোচন বিষ্ণু আপনাকে চতুর্ধা[১] বিভক্ত করিয়া দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তদ্বাক্যে প্রীত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন; কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সেই বরলাভদৃপ্ত সুরেন্দ্রশত্রু লোককণ্টক রাবণকে সমূলে সংহার করুন, প্রার্থনা করি, আপনি সত্বর সেই রৌদ্ররূপী রাবণকে সংহার-পূর্ব্বক নিশ্চিন্তভাবে সুরেন্দ্রশাসিত পবিত্র দেবলোকে পুনর্ব্বার আগমন করুন। ২৮-৩৪

ষোড়শ সর্গ

তদনন্তর ভগবান্ নারায়ণ[১] রাবণ-বিনাশোপায় স্বয়ং পরিজ্ঞাত থাকিলেও বিনয়বচনে সুরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি যে উপায় গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবকণ্টক সেই রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিব, তোমরা তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন অমরগণ সেই অব্যয় বিষ্ণুকে কহিলেন, আপনাকে এক্ষণে মানুষী তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক সেই দুর্ব্বৃত্ত দশাননকে সংহার করিতে হইবে। হে অরিন্দম! সেই নিশাচর পূর্ব্বকালে এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র তপস্যা করিয়াছিল, যাহাতে লোককর্ত্তা সর্ব্বাগ্রজাত প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রতি এই বরদান করিয়াছিলেন যে, তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণী হইতে ভীত হইতে হইবে না, সে মনুষ্যদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে লক্ষ্য করে নাই; এইরূপে পিতামহ-বরে সেই নিশাচর দৃপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সে ত্রিলোককে উৎসন্ন এবং নারীদিগকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিতেছে। হে পরন্তপ! মনুষ্যের হস্তে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ১-৭

ভগবান্ দেবগণের মুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। যে সময়ে অপুত্রক রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার পুত্র-রূপে প্রাদুর্ভূত হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করিয়া, দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর যজ্ঞ-দীক্ষিত দশরথের যজ্ঞাগ্নি হইতে মহাবীর্য্যশালী, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাম্বরধারী, রক্তমুখ, দুন্দুভির ন্যায় শব্দশালী, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত পুরুষ সহসা সমুত্থিত হইলেন। উঁহার শরীর সিংহসদৃশ রোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত, কেশ সুচিক্কণ। তিনি শুভ-লক্ষণলাঞ্ছিত ও দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত; তাঁহার শরীর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত, বিক্রম দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূলের তুল্য। ইঁহার আকৃতি প্রচণ্ড-রশ্মি সূর্য্যের ন্যায়, তেজ দীপ্তানলসদৃশ; তাঁহার দুই হস্তে প্রিয়পত্নীর ন্যায় ধৃত তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত রজতপাত্রে আচ্ছাদিত দিব্য পায়সপূর্ণ পাত্র, সেই দিব্যপুরুষ বিপুল বাহুযুগল দ্বারা সেই বিচিত্র মায়াময় পাত্র গ্রহণ করিয়া দৃপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় মন্থরগমনে রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,

---

১। মূলে 'কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধং' এইরূপ আছে—উহার অর্থ নিজেকে চতুর্ম্মূর্ত্তি করিয়া, এইরূপ হইবে। এখানে জিজ্ঞাস্য, রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেই চলিত, তবে চারি মূর্ত্তিতে বিষ্ণু কেন অবতীর্ণ হইলেন? উত্তরে বলা যায়, দশরথের পুণ্যবলে এবং সত্যসঙ্কল্প ঋষ্যশৃঙ্গ ও অন্যান্য যাজ্ঞিকগণের যে উক্তি 'মহারাজ! আপনার চারিটি পুত্র হইবে' ঐ বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভগবান্ চতুর্ম্মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অথবা বিষ্ণু-সহস্র-নামে যে চতুর্ব্ব্যূহ নাম আছে, যাহা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—সেই চারি মূর্ত্তি, বাসুদেব রাম, সঙ্কর্ষণ লক্ষ্মণ, ভরত প্রদ্যুম্ন এবং শত্রুঘ্ন অনিরুদ্ধ।

১। নরাণাং সমূহ ইত্যর্থে নারং, নারং অয়নং যস্য কিম্বা নারাণাময়নং নারায়ণঃ, এইরূপ পদ হইয়াছে। সর্ব্বজীবে যিনি বাস করেন, কিম্বা জলে যাঁহার অবস্থান, কিম্বা সর্ব্বজীবের একমাত্র অবলম্বন, এই সকল অর্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি হইতে লাভ করা যায়।

হে নৃপ! অভ্যাগত আমাকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। তদনন্তর নৃপতি তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার ত নিরাপদে আগমন ঘটিয়াছে? যাহা হউক, আদেশ করুন, আমাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে? ৮-১৭

তদনন্তর সেই পুরুষ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে নৃপতে! আপনি দেবতাগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! এই বস্তু দেবনির্ম্মিত, বংশদায়ক ও আরোগ্যবর্দ্ধক, অতএব, আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং আপনার অনুরূপ মহিষীদিগকে 'তোমরা ভোজন কর' বলিয়া প্রদান করুন। তাঁহাদের গর্ভে আপনি পুত্র সকল লাভ করিবেন। আপনি যে উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতেছেন, ইহা হইতে তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন। তখন নৃপতি "তথাস্তু" বলিয়া সেই দেবান্নপরিপূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতিপূর্ণমনে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ দিব্য পুরুষকে মস্তকাবনত করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অর্থ লাভ করিলে অকিঞ্চনের যেরূপ আনন্দোদয় হয়, পায়সপ্রাপ্তিতে দশরথের চিত্তও তদনুরূপ হইল। তখন সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিব্য পুরুষ স্বকার্য্য সাধন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে অন্তর্হিত হইলেন। ১৮-২৪

শরৎকালীন পূর্ণ শারদ-শশীর শোভা যেরূপ হয়, পায়স-প্রাপ্তিতে দশরথের পুরবাসিনী রমণীদিগের মুখমণ্ডলও সেইরূপ শোভাসম্পন্ন হইল। সেই অবনীনাথ দশরথ, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কৌশল্যাকে বলিলেন, হে প্রিয়ে! তুমি নিজের পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর, বলিয়া নরপতি ঐ পায়সের অর্দ্ধাংশ কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন। অবশিষ্টার্দ্ধের অর্দ্ধ (মূল পায়সের চতুর্থাংশ) সুমিত্রাকে পুত্রার্থ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট যে অর্দ্ধ অর্থাৎ মূল পায়সের চতুর্থাংশ ছিল, তাহার অর্দ্ধ (এক-অষ্টমাংশ) কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন, চিন্তা করিয়া রাজা অবশিষ্টার্দ্ধ (একাষ্টমাংশ) পুনর্ব্বার পুত্রলাভের জন্য সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন।[২] এইরূপে নৃপতি সেই প্রাজাপত্য পায়স সহধর্ম্মিণীদিগের প্রত্যেককেই পৃথক্ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্রভামিনীগণ সেই দিব্য পায়স প্রাপ্ত হইয়া সকলে প্রমুদিত-মনে আপনাদিগকে বহুসৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর রাজমহিষীগণ রাজপ্রদত্ত সেই উত্তম পায়স ভোজন করিয়া হুতাশন ও আদিত্যতুল্য তেজঃসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনন্তর রাজা দশরথ পত্নীদিগের সসত্ত্বাবস্থা দেখিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং সুরেন্দ্রসিদ্ধগণ-সংপূজিত হরির ন্যায় অতিশয় নিরুদ্বেগ ও সন্তুষ্ট হইলেন। ২৫-৩১

২। এই পায়সবিভাগ-সম্বন্ধীয় ৩টি শ্লোকের বহুতর অর্থ টীকাকারগণ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম মত রাম অর্দ্ধাংশ, লক্ষ্মণ চতুর্থাংশ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকে অষ্টমাংশ করিয়া।

২য় মতে পায়সের অর্দ্ধ কৌশল্যাকে এবং অর্দ্ধ কৈকেয়ীকে রাজা প্রদান করেন। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী স্বীয় স্বীয় অংশ হইতে একচতুর্থাংশ করিয়া সুমিত্রাকে দান করেন। কারণ, সুমিত্রা উভয়েরই প্রিয়পাত্রী ছিলেন, এই মতে আট অংশের তিন অংশ কৌশল্যা, তিন অংশ কৈকেয়ী ও দুই অংশ সুমিত্রা লাভ করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় মতই কালিদাস গ্রহণ করিয়াছেন, যথা:—

"স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোবিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্।
অর্চ্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়-বংশজা।
অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ।
তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্ন্যৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ।
চরোরর্দ্ধার্দ্ধভাগাভ্যাং তামযোজয়তামুভে।
সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি।"

সর্ব্বপ্রাচীন টীকাকার কতকেরও এই অভিপ্রায়। গোবিন্দরাজ ১ম মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্ত্তী গ্রন্থবিরোধ এইরূপে পরিহৃত হইয়াছে। যথা—ভরতঃ—সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ, ইহার অর্থ সাক্ষাৎ বিষ্ণু রামের চতুর্ভাগ অর্থাৎ পূর্ণের অষ্টমাংশ অথবা চতুর্ভাগের চতুর্থভাগ অর্থাৎ অষ্টমাংশ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ, লক্ষ্মণ চতুর্থাংশ, ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকে অষ্টমাংশ।

সপ্তদশ সর্গ

ভগবান্ নারায়ণ, রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভূ দেব-সমূহকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যসন্ধ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী সহায়-সকল সৃজন কর। এই সকল সহায়কগণ মায়াবী, শূর, গমনে বায়ুতুল্য, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, পরাক্রান্ত, অন্যের অবধ্য ও বিবিধ উপায়জ্ঞ, সেইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ও অমৃতভোজীর ন্যায় অমর হইবে। যাহা হউক, তোমরা সম্প্রতি গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, পন্নগী ও বানরীদেহে নিজ নিজ তুল্যবল-শালী বানর সকল সৃষ্টি কর। আমি পূর্ব্বকালে ঋক্ষপ্রধান জাম্বুবান্কে সৃষ্টি করিয়াছি, মদীয় জৃম্ভণ-সময়ে ঐ ঋক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মার এরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তদ্বাক্যে সম্মত হইলেন এবং কপিরূপধারী পুত্র সকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, চারণ সকলেই বনচারী বীর পুত্রগণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজ তুল্য পরাক্রমশালী বানররাজ বালীকে, সূর্য্যদেব সুগ্রীবকে সৃজন করিয়াছিলেন। ১-১০

বৃহস্পতি সর্ব্ববানরমধ্যে বুদ্ধিমান্ তারকে, কুবের গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে এবং হুতাশন শ্রীমান্ অগ্নিতুল্য তেজস্বী নীলকে সৃষ্টি করেন; বলিতে কি, তেজ, যশ, এবং বীর্য্যপ্রভাবে নীল পিতা অগ্নিকেও পরাস্ত করিয়াছিল। রূপসম্পদ্যুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই পুত্রকে, বরুণ সুষেণকে, পর্জ্জন্য শরভকে উৎপাদন করেন, বায়ুর ঔরসপুত্র[১] শ্রীমান্ হনুমান্ নামক বানর; ঐ বীরের দেহ বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য, ইঁহার গতি গরুড়ের ন্যায়, ইনি সকল বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও বলবান্। এইরূপে রাবণ-বিনাশের জন্য অসংখ্য বানর-সকলের সৃষ্টি হইল। ১১-১৭

তাহারা সকলেই অমিতবলশালী, কামরূপী, মাতঙ্গ ও পর্ব্বততুল্য দেহধারী। এইরূপে ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুল সকল ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইল; যে দেবতার যেমন রূপ, যেমন বেশভূষা ও যাদৃক্ পরাক্রম, তদনু-রূপ সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সন্তানোৎপত্তি হইল; যাহারা গোলাঙ্গুল হইতে সমুদ্ভূত হইল, তাহাদের বিক্রম অন্যের অপেক্ষা অধিক। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সকলেই প্রহৃষ্টমনে অনেকানেক বানর-সন্তান সমুৎপাদন করিলেন। এই সকল কপিগণ বৃহৎ-কলেবর; অপ্সর, বিদ্যাধর ও নাগকন্যা প্রভৃতির গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা দর্পে ও বলে সিংহ অথবা শার্দ্দূলতুল্য; শিলা ও পর্ব্বত লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই দশন-প্রহারে অভ্যস্ত, সর্ব্বাস্ত্রপটু; ইহাদের ঘোরনাদে শৈলেন্দ্র-সকল চালিত ও প্রকাণ্ড পাদপসকল চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে। বেগে ইহারা সমুদ্র ও নদীসকলকে সংক্ষোভিত এবং পদনিক্ষেপে ধরাকে বিদারিত ও সমুদ্রসকলকে আপ্লাবিত করে। ১৮-২৭

অধিক কি, ইহারা নভোমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া জলদজালকে আয়ত্ত করে; এইরূপ বনে বিচরণশীল মদমত্ত মাতঙ্গগণকে ধরিয়া আনে, এবং নিজকৃত সিংহনাদে শব্দায়মান বিহঙ্গগণকে পাতিত করে। এইরূপে কামরূপী লক্ষ লক্ষ যূথপতি বানর সৃষ্ট হইল, তাহারা প্রধান যূথপতিগণের যূথপতি হইয়াছিল, এবং শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ বানর বীরগণকে সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা-দের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিল, কতকগুলি পর্ব্বতের প্রস্থদেশ, কতকগুলি অপরাপর

১। বায়ুর পুত্র হনুমান্, কেশরীর ক্ষেত্রে জাত, সুতরাং সে ঔরস পুত্র কিরূপে হয়? কারণ, শাস্ত্রে আছে, বিবাহিত পত্নীতে নিজে যে পুত্র উৎপাদন করা যায়, উহার নাম ঔরস। ইহার উত্তর এই যে, পতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার ক্ষেত্রে যে পুত্র উৎপাদন করা যায়, তাহার নাম ক্ষেত্রজ; তদ্ভিন্ন ঔরস বলিতে হইবে। এই জন্যই বিভাণ্ডকের ঔরস-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বলা হইয়াছে।

গিরি ও কানন-সকল আশ্রয় করিয়া থাকিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বানর সূর্য্যনন্দন সুগ্রীবের ও কতকগুলি ইন্দ্রাত্মজ বালীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকল যূথপতি বানরগণই দুই ভাইকে আশ্রয় করিল, অপরেরা নল, নীল ও হনুমানের অধীনতায় আবদ্ধ হইল। এইরূপে অমিতবলশালী যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেই সকল বানর সিংহ, ব্যাঘ্র ও উরগদিগকে অর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। মহাবল বালী নিজ ভুজ-বীর্য্যে ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।[২] এইরূপে নানা স্থানে অবস্থিত সেই সকল বীর্য্যবান্ বানরগণে পর্ব্বত, বন ও সাগর সহিত পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের আকৃতি মেঘমালা ও অচল-শৃঙ্গসন্নিভ, সুতরাং অতিশয় ভীষণ। রামের সাহায্যার্থে প্রাদুর্ভূত সেই সকল বানর-ঋক্ষাদি দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইল। ২৮-৩৭

অষ্টাদশ সর্গ

মহাত্মা দশরথের যজ্ঞসমাপ্তি ঘটিলে দেবগণ আপনাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভূপতিও দীক্ষাবিধি শেষ করিয়া মহিষীগণ সমভিব্যাহারে বল, বাহন ও ভৃত্যবর্গকে লইয়া পুরী-প্রবেশের আয়োজন করিলেন। এ দিকে বিদেশীয় নৃপতিগণ যথোচিত সম্মানিত হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদন পূর্ব্বক সন্তুষ্টমনে স্বদেশযাত্রা করিলেন। শ্রীসম্পন্ন সেই সকল নৃপতিদিগের গমন-কালে তাঁহাদের সৈন্যগণ প্রহৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট বেশে গমন করিতে লাগিল। রাজগণ নিজ নিজ দেশে গমন করিলে পর রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে লইয়া পুর-প্রবেশ করিলেন। তখন ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার সহিত সংপূজিত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন, দশরথ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অনুচরদিগের সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি এইরূপে উপস্থিত সমস্ত লোকদিগকে বিদায় দিয়া সিদ্ধকাম হইয়া পুত্রোৎপত্তি চিন্তা করিতে করিতে সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ১-৭

তদনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পর ছয়টি ঋতু অতীত হইল, ঠিক দ্বাদশ মাসে চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি প্রভৃতি পঞ্চ গ্রহের মেষাদি পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার ও বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে কৌশল্যা দিব্যলক্ষণযুক্ত সর্ব্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন।[১] তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ-সম্ভূত, লোহিতনেত্র এবং রক্তোষ্ঠ; তাঁহার স্বর

২। এই সর্গে আছে, কুবের-পুত্র গন্ধমাদন, বরুণ-পুত্র সুষেণ, পর্জ্জন্য-পুত্র শরভ। যুদ্ধকাণ্ডে শার্দ্দূল নামক রাক্ষস রাবণের নিকট বানরগণের যে পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে আছে, সুষেণ ধর্ম্মপুত্র, যমের পঞ্চপুত্র—গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, এই বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই বলা যায়—বাল্মীকির উক্তিরূপে এই সর্গবর্ণিত বৃত্তান্তই সত্য; কারণ, তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবে না। ব্রহ্মাও এই বরই দিয়াছেন। শার্দ্দূল বানরগণ দ্বারা প্রহৃত—উদ্বেজিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার বাক্য মিথ্যা বলিতে হইবে। আর একটি কথা এই যে, ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যাগের উপক্রম করিলে দেবগণসহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকে রাবণবধার্থ অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন, তিনি স্বীকার করিয়া দশরথের পুত্রত্ব গ্রহণ করিলে ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ বানর ঋক্ষ গোলাঙ্গুল প্রভৃতি রামসহায়ার্থ সৃষ্টি করেন, অথচ অনেকে রামের বহু-পূর্ব্বকালীন বলিয়া এই রামায়ণেই কথিত হইয়াছেন, যেমন মৈন্দ দ্বিবিদ—সমুদ্র-মন্থনকালীন, এবং ক্রোধন দেবাসুর-যুদ্ধ-কালীন। বালী ও সুগ্রীব বহু প্রাচীন; কারণ, বালী রাবণকে জয় করিয়াছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-কৃত রাবণ-বিজয়ের সহিত উহার উল্লেখ আছে এবং রাবণের শ্বশুর মন্দোদরীর পিতা ময়দানবের পুত্র দুন্দুভিকে বালী বধ করিয়াছিল ইত্যাদি। এখানে ইহার উত্তরে বলা যায়, জাম্ববান্ হনুমান্ মৈন্দ দ্বিবিদ ও ক্রোধনের ন্যায় বালী, সুগ্রীবও রামের বহুপূর্ব্বেই অন্য অন্য কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে বানর-সৃষ্টির বর্ণনকালে ইহাদের কথাও বলা হইয়াছে অথবা বালী ও সুগ্রীব রামসমবয়স্ক বলিলেও কোন বিরোধ নাই। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-কৃত রাবণ-বিজয়ের কথার পর রাম সমানকালীন। বালীকৃত রাবণ-বিজয়-কথাই রাম-প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্য রামকে বলিয়াছেন।

১। মূলে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ, এইমাত্র উল্লেখ আছে, সেই পাঁচটি—রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি,

দুন্দুভির ন্যায়। দেবমাতা অদিতি যেরূপ দেবগণের শ্রেষ্ঠ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পাইয়া শোভিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় পুত্র-রত্ন-প্রাপ্তিতে কৌশল্যা শোভিত হইলেন। তদনন্তর কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর চতুর্থাংশ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র ভরত জন্ম-গ্রহণ করিলেন।[২] পরে বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ-সম্বলিত বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রাগর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন।[৩] নির্ম্মলবুদ্ধি ভরত মীন লগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে পৃথগ্‌ভাবে রাজা দশরথের পুত্রচতুষ্টয়ের জন্ম হইল; ইঁহারা সকলেই গুণবান্‌, রূপবান্‌ এবং পূর্ব্ব ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। সে সময়ে গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল ও অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে থাকিল। অযোধ্যানগরীতে উৎসবস্রোত প্রবাহিত হইল; পথ-ঘাট নট ও নর্ত্তকে সমাকীর্ণ ও সর্ব্বত্র লোকারণ্য হইয়া উঠিল। গায়ক ও বাদকগণ গীত-বাদ্য করিতে লাগিল। নৃপতি এতদুপলক্ষে সূত, মাগধ ও বন্দিদিগকে যথেষ্ট অর্থ দান করিলেন, ব্রাহ্মণদিগকেও ধন ও অসংখ্য গাভী দান করিলেন। ৮-২০

এইরূপে একাদশ দিবস অতীত হইলে অবনীনাথ পুত্রদিগের নামকরণ করাইলেন; মহাত্মা জ্যেষ্ঠের নাম রাম ও কৈকয়ীপুত্রের নাম ভরত রাখিলেন। সুমিত্রা-সুতের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম লক্ষ্মণ ও অপরের শত্রুঘ্ন নাম রক্ষিত হইল; পরমপ্রীতমনে বশিষ্ঠদেব নামকরণ করিলেন। নৃপতি এতদুপলক্ষে পৌর, জান-পদ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দিব্যরত্ন সকল প্রদান করিলেন। এইরূপে পুত্রদিগের জাতকর্ম্ম ও নামকরণক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল; ইহার মধ্যে রামচন্দ্র অভ্যুদয়পতাকার ন্যায় নিজ কুলপ্রকাশক ও পিতার সবিশেষ স্নেহাস্পদ হইলেন। বলিতে কি, স্বয়ম্ভু যেরূপ সকল প্রাণীর প্রিয়, রামও তদনুরূপ হইলেন; সকল ভ্রাতাই শূর, বেদবিৎ ও সর্ব্বোপকারী। সকলেই জ্ঞানসম্পন্ন ও নানা গুণের আধার ছিলেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্রই সত্যপরাক্রম। চন্দ্র যেরূপ নির্ম্মল ও সকলের প্রিয়, ইনিও তদনুরূপ; হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার ধনুর্ব্বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শিতা, পিতৃশুশ্রূষাও তদনুরূপ ছিল; লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণও বাল্যাবধি রামের অনুরক্ত। তিনি চিরকালই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞাবহ, নিজ শরীর অপেক্ষা রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তর ছিলেন। অধিক কি, তিনি রামের বহিশ্চর অপর প্রাণের ন্যায় অনুমিত হইতেন, সেই পুরুষপ্রবর রাম ব্যতিরেকে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না; মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাইতে পাইলে, তিনি রাম ব্যতিরেকে খাইতেন না, যৎকালে অশ্বারোহণে রামচন্দ্র মৃগয়ায় যাইতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতেন।

শুক্র ও শনি, কারণ, চন্দ্র কর্কটে উচ্চ হয় না, বুধও মেষে উচ্চ হয় না। এতদনুসারে জন্মকুণ্ডলী এইরূপ——
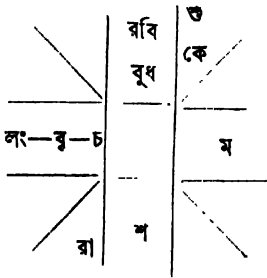
চৈত্র শুক্লা নবমীতে রামের জন্ম হইলেও উহা সৌর বৈশাখ মাস ছিল। সম্ভবতঃ ৮ই বৈশাখ বেলা ১২টার সময় জন্ম হইয়াছিল।

২। চতুর্থাংশ শব্দের অর্থ সাক্ষাদবতীর্ণ রামের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সমষ্টির অষ্টমাংশ, ভরত পাঞ্চজন্য শঙ্খের অবতার।

৩। বিষ্ণুর এই শব্দেও রামকে বুঝিতে হইবে, এবং অর্দ্ধ শব্দও ভাগ মাত্র বোধক, নতুবা পায়স বিভাগে যে অংশ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়।

৪। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ এই নক্ষত্র দুইটি প্রত্যেকে দুইটি দুইটি তারকা মিলিত চারিটি—শ্রুতিতে আছে। চত্বার একমভিকর্ণদেবাঃ প্রোষ্ঠপদা সঃ ইত্যাদি। ঐ চারিটি তারকা—উজ্জ্বল, তাদৃশ উজ্জ্বল ও সেই সংখ্যাগত সাদৃশ্য লইয়াই এখানে উপমিত করা হইয়াছে।

লক্ষ্মণের ন্যায় শত্রুঘ্নও ভরতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিলেন। দেবগণ দ্বারা ব্রহ্মা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, রাজা দশরথ সেইরূপ পুত্রচতুষ্টয়লাভে অতিশয় প্রীত হইলেন। যখন কুমারেরা জ্ঞান, গুণ, লজ্জা, কীর্ত্তি ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন হইলেন, তখন রাজা দশরথ লোকপতি ব্রহ্মার ন্যায় আনন্দিত হইলেন। সেই মানবশ্রেষ্ঠ পুত্রচতুষ্টয় যখন বেদাধ্যয়নরত ও পিতৃশুশ্রূষাপরায়ণ হইলেন এবং ধনুর্ব্বেদে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময়ে রাজা দশরথ তাঁহাদের দারপরিগ্রহ-বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নৃপতির ন্যায় তদীয় মন্ত্রী, মিত্রবর্গ ও পুরোহিতও তাঁহার চিন্তায় যোগদান করিলেন।২১-৩৮

এই অবসরে মহাতেজা মুনিবর বিশ্বামিত্র সমাগত হইলেন। তিনি রাজ-দর্শন-প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, আমি কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র, তোমরা সত্বর নৃপতিকে আমার উপস্থিতি-বার্ত্তা জানাও। তাহারা তদ্বাক্য শ্রবণে রাজ-ভবনোদ্দেশে ধাবিত হইল। দ্বারপালগণ সসম্ভ্রমে রাজভবনে গমন করিয়া নৃপতির নিকটে ঋষির আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপন করিল। ভূপতি সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রে পুরোহিত সমভিব্যাহারে ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার প্রত্যুদ্গমন করেন, তাহার ন্যায় বিশ্বামিত্রের নিকটে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, সেই ঋষিসত্তম আপনার দীপ্তিতে আপনি প্রদীপ্ত এবং উৎকট কঠোর নিয়মাবলম্বী; দেখিবামাত্র প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মুনিবর শাস্ত্রবিহিত নৃপ-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া রাজাকে তদীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, অবনীনাথ! আপনার সামন্ত নৃপতি ও রিপুদল ত বশীভূত আছে? দৈব ও মানুষ কার্য্য ত সুখে সম্পাদিত হইতেছে? এই কথা বলিয়া বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিদিগের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর সকলে হৃষ্টমনে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিয়া যথোচিত সংপূজিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। ৩৯-৪৯

পরে প্রজানাথ প্রসন্নমনে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া বলিলেন, ভবদীয় সমাগম অমৃতপ্রাপ্তির ন্যায়, নির্জ্জল প্রদেশে জল-বর্ষণের ন্যায়, অপুত্রের অনুরূপ ভার্য্যাগর্ভে পুত্রোদ্ভবের ন্যায়, হৃত বস্তুর পুনরুদ্ধারের ন্যায়,মহোৎসবে হর্ষের ন্যায়, হে মহামুনে! আপনার অতর্কিতভাবে শুভাগমনকেও সেইরূপ মনে করি। এক্ষণে আদেশ করুন, আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? হে মানদ! আপনি প্রকৃত সেবা-শুশ্রূষার পাত্র। ব্রহ্মন্! আমার ভাগ্যে এখানে আপনার পদার্পণ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল মনে হইতেছে। হে বিপ্রেন্দ্র! অদ্য আমার পক্ষে রজনী সুপ্রভাত! কারণ, আপনার ন্যায় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। আপনি পূর্ব্বে রাজর্ষি ছিলেন, তপস্যা-প্রভাবে এক্ষণে মহর্ষি হইয়াছেন, সুতরাং সর্ব্বতো-ভাবে আমার পূজ্য; বলিতে কি, আপনার আগমনে আমার দেহের পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হে প্রভো! আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া আমি শুভ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে এখানে আগমন ঘটিয়াছে, তাহা প্রকাশ করুন, এই আমার প্রার্থনা। বলিতে কি, এই অনুগৃহীত ব্যক্তি আপনার আদেশপালনে নিতান্ত সমুৎসুক, অতএব হে সুব্রত! এরূপ ব্যক্তির প্রতি সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি নিঃসংশয়ে আপনার কার্য্য করিব। আপনি আমার দেবতা, আপনি যে এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমার অতিশয় অভ্যুদয় ও ধর্ম্ম-সঞ্চয় ঘটিয়াছে। প্রথিতগুণরাশি যশস্বী বিশ্বামিত্র দশরথের মুখে এরূপ শ্রুতিসুখকর হৃদয়হারক বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৫০-৫৯

ঊনবিংশ সর্গ

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপতি দশরথের বিচিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত-শরীরে তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ উক্তি আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবে না, বিশেষতঃ, যখন পরম-জ্ঞানী বশিষ্ঠদেব আপনার গুরু, তখন এরূপ শিষ্টাচার আপনারই শোভা পাইবার কথা। হে মহারাজ! আমি যে কার্য্যের কথা বলিব, আপনাকে 'আমি তাহা করিব' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং তৎসাধনে সত্যপ্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি সম্প্রতি এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি, কামরূপী দুইটা রাক্ষস উহার সমাপ্তি না হইতে হইতেই বিঘ্ন ঘটাইতেছে। তাহাদের নাম সুবাহু এবং মারীচ। তাহারা যেমন বীর্য্যবান্, তেমনই শিক্ষিতাস্ত্র। দুঃখের কথা কি বলিব, আমি যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইলেই উহারা আমার যজ্ঞবেদির উপর মাংসখণ্ড প্রক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপে বহুবার আমার নিয়ম ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিঘ্ন করিলে আমি বৃথা পরিশ্রমে ভগ্নোৎসাহ হইয়া সে স্থান হইতে এখানে চলিয়া আসিয়াছি। হে পার্থিব! এ কার্য্যে ক্রোধ প্রকাশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, যজ্ঞ-সাধন-কালে কাহাকেও শাপ দিতে নাই, সেই নিমিত্ত, হে মহারাজ! আপনি কাকপক্ষধারী বীরবর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া স্বকীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে আমার যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি ইঁহার বহুবিধ শ্রেয়ঃসাধন[1] করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১-১০

বিশেষতঃ যাহাতে রামের নাম ত্রিলোক-বিখ্যাত হয়, আমি তদনুষ্ঠান করিব; আপনি জানিবেন, রামচন্দ্রের সম্মুখে কদাচ সেই নিশাচরদ্বয় দাঁড়াইতে পারিবে না। আমি জানি, রাম ব্যতিরেকে সে দুষ্টাত্মাদের বধসাধন করা অন্যের সাধ্য নহে। রামশরে তাহারা নিশ্চয়ই কালসদনে গমন করিবে। হে রাজশার্দ্দূল! তাহারা কোনও অংশে রামের সমকক্ষ নহে। যাহা হউক, আপনি পুত্রস্নেহে অধীর হইয়া উহার গমনে বাধা দিবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতেছি, সেই দুই রাক্ষসকে আপনি নিহত হইয়াছে বলিয়াই জানিয়া রাখুন, আমি মহাত্মা রামচন্দ্রের অদ্ভুত বিক্রমের বিষয় অবগত আছি, এবং বশিষ্ঠাদি অন্যান্য তাপসগণও রামের শক্তি বিলক্ষণ অবগত আছেন।[2] হে রাজেন্দ্র! যদি ইহসংসারে ধর্ম্ম ও অক্ষয় যশোলাভ আপনার কামনীয় হয়, তবে রামচন্দ্রকে আমার কার্য্যে প্রদান করুন। হে কাকুৎস্থ! যদি বশিষ্ঠাদি মন্ত্রিগণ আমার প্রার্থনার অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমার অভিলষিত রামকে আমার সঙ্গে অবিলম্বে প্রেরণ করুন। আমি বলিতেছি, এই রামচন্দ্র যাহাতে যজ্ঞের দশরাত্রির অধিক আমার এখানে অতিবাহিত না করেন, আমি তাহার প্রতিভূ রহিলাম। হে নৃপতে! যাহাতে আমার যজ্ঞকাল উত্তীর্ণ না হয়, আপনি তাহার প্রতি-বিধান করুন, আপনার মঙ্গল হইবে, অকারণ শোক করিবেন না। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এই প্রকার ধর্ম্মানুগত

১। আমার পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত, তপস্যালব্ধ, আবিষ্কৃত নিখিল অস্ত্রদান, বিবাহাদি কার্য্য দ্বারা মঙ্গলসাধন করিব, কিম্বা রামের মুখ পাণ্ডুতাদি-নিবর্ত্তক বহু ও প্রচুর পরমার্থস্বরূপ শ্রেয়—আত্মস্বরূপ বশিষ্ঠ দ্বারা দান করাইব। সনৎকুমারের, ভৃগুর ও নৃসিংহাবতারের অনেক ব্রাহ্মণের অভিশাপে রামের জ্ঞান তিরোহিত ছিল। ঐ জ্ঞানের প্রাদুর্ভাবরূপ শ্রেয়ঃ। রাম শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব হইলেও সাধারণ লোকের তত্ত্ববোধনই রামাববোধনের ফল।

২। বিশ্বামিত্র নিষ্কপটেই দশরথকে বলিয়াছেন যে, তুমি পুত্রস্নেহে অন্ধ বলিয়া রামকে না চিনিতে পারিলেও আমি তাঁহাকে বহু গুরূপাসনালব্ধ জ্ঞানবলে কিম্বা যোগবলে জানিতে পারিয়াছি; এবং তোমার কুলগুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তপোবলে রামকে জানেন। রাম সাধারণ মনুষ্য নহেন, তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, ত্রিলোককণ্টক দশস্কন্ধ-নিধনের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ, ইহা আমরা জানি।

বাক্যোচ্চারণ করিয়া মৌনাবলম্বী হইলেন। রাজশার্দ্দূল দশরথ, মহাত্মা বিশ্বামিত্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকাকুল ও মোহপ্রাপ্ত হইলেন; তদনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভয়ভীত হইয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নরপতি এইরূপে বিশ্বামিত্র-মুখে অতিশয় হৃদয় ও মনোবিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়াই অতিশয় ব্যথিত এবং আসনচ্যুত হইলেন। ১-২৩

বিংশ সর্গ

মহীপতি দশরথ বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তদনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া এই কথা বলিলেন, হে রাজর্ষে! এক্ষণে আমার রামের ঊনষোড়শ বর্ষ[1] বয়ঃক্রম দাঁড়াইয়াছে, রাক্ষসের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে, এইরূপ যোগ্যতা দেখি না। আমি এই অক্ষৌহিণী[2] সেনার অধিপতি, ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমি রাক্ষসদিগের সহিত সংগ্রাম করিব। এই সকল অস্ত্র-বিদ্যা-নিপুণ মহাবলবান্ বীর সকল আমার ভৃত্য, ইহারা রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ সুপটু, অতএব রামকে লইয়া যাইবেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি ততক্ষণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব। আমি উপস্থিত হইলে নির্ব্বিঘ্নে আপনার যজ্ঞরক্ষা হইবে, অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমার রাম বালক, বিশেষ অকৃতবিদ্য,[3] অন্যের বলাবল জ্ঞাত নহেন; ইনি অদ্যাপি অস্ত্রচালনায় পটু হন নাই, এবং যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী নহেন। বিশেষতঃ, রাম রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে সমযোগ্য নহেন, যে হেতু রাক্ষসেরা কূটযুদ্ধনিপুণ, বলিতে কি, রাম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারিব না। হে মুনিবর! আমার জীবনস্বরূপ রামকে আপনি লইয়া যাইবেন না। হে সুব্রত! যদি রামচন্দ্রকে আপনি লইয়া যাইতে চান, তাহা হইলে চতুরঙ্গবল-সমেত আমাকে সঙ্গে লউন। হে কৌশিক! এক্ষণে আমার ষষ্টিসহস্র বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি অনেক কষ্টে রামকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব রামকে লইয়া যাইবেন না। পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে রামের প্রতি আমার অতিশয় প্রীতি বর্ত্তমান। বিশেষতঃ

১। রাম ও সীতার বয়স সম্বন্ধে নানাদেশীয় পুস্তকে নানারূপ পাঠ এবং অতি প্রাচীন কতক প্রভৃতি টীকাকারগণও বয়স-বিরোধের নানারূপ পরিহার করিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডে মারীচোক্তিতে বিবাহ ঊনদ্বাদশ বর্ষে বলা হইয়াছে। এখানে ঊনষোড়পবর্ষ, কৌশল্যা বনগমনকালে 'দশসপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব' সতের বৎসর বলিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডে ভিক্ষুরূপী রাবণকে সীতা বনগমনকালীন বয়স রামের পঁচিশ ও নিজের আঠার বলিয়াছেন। ইহার মীমাংসা কতক প্রভৃতি টীকাকারগণ এইরূপ করেন,—মারীচ প্রাণভয়ে ভীত এবং রাবণের ভীতি উৎপাদনের নিমিত্ত ঊনষোড়শ স্থলে ঊনদ্বাদশ বলিয়াছে। কৌশল্যার বাক্য উপনয়নের পর সতের বৎসর। সীতার উক্তিতে পঁচিশ—যাহা সাতাইশ হওয়া উচিত, উহা সামান্য প্রভেদ বলিয়া গণ্য নহে। গোবিন্দরাজ ঊনষোড়শ অর্থ ঊনদ্বাদশ করেন, তন্মতে কোন স্থানেই কষ্টকল্পনা নাই। আমরা কাশীরাজের লাইব্রেরীতে একখানি পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুস্তকে যে পাঠ দেখিতে পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে কোন কষ্টকল্পনা ও ব্যাখ্যাবিশেষের আবশ্যকতা নাই। দশরথের ও মারীচের উভয়েরই—'ঊনষোড়শ বর্ষোঽয়ং' আছে। কৌশল্যার উক্তিতে 'সপ্তবিংশতিরদ্যেহ তব জাতস্য রাঘবঃ।' সীতার উক্তিতে 'মম ভর্ত্তা তদা ব্রহ্মন্ বয়সা সপ্তবিংশকঃ' আছে। সীতার বয়স সর্ব্বত্রই ১২ বৎসর। শ্বশুরগৃহবাসের পর বনগমনকালে আঠার বৎসর আছে; সুতরাং বিবাহকালে সীতার ছয় বৎসর বয়স ছিল। প্রাচীন টীকাকার গোবিন্দরাজও বলিয়াছেন, বিবাহকালে সীতার বয়স ছয় বৎসর।

২। অক্ষৌহিণী—এক রথ, এক হস্তী, পাঁচ জন পদাতিক, তিন অশ্ব ইহাতে এক 'পত্তি' হয়। তিন পত্তিতে এক 'সেনামুখ' হয়, তিন সেনামুখে এক 'গুল্ম' হয়। তিন গুল্মে এক 'গণ', তিন গণে এক 'বাহিনী'। তিন বাহিনীতে এক 'পৃতনা', তিন পৃতনায় এক 'চমূ', তিন চমূতে এক 'অনীকিনী' হয়। দশ অনীকিনীতে এক 'অক্ষৌহিণী' হইয়া থাকে।

৩। ঊনষোড়শ বর্ষ অর্থাৎ পনেরো বৎসর কয়েক মাস বলিয়াই রামকে বালক বলা হইয়াছে, এবং স্নেহাতিশয্য নিবন্ধন তাঁহাকে অকৃতবিদ্য বলিয়াছেন। অকৃতবিদ্য শব্দে সম্পূর্ণ ধনুর্ব্বেদে তিনি এখনও পরিপক্ক নহেন, ইহাই অভিপ্রায়।

পুত্রদিগের মধ্যে রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও প্রধান, অতএব তাঁহাকে লইয়া যাইবেন না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, রাক্ষসেরা কে? তাহারা কাহার পুত্র? হে মুনিবর! তাহাদের আকার-প্রকার ও শক্তিই বা কিরূপ? রামচন্দ্র কিরূপেই বা সেই রাক্ষসদিগের প্রতীকার করিবেন? হে ব্রহ্মন্! আমি বা আমার সেনাগণ কিরূপে সেই মায়াযোধীদিগের সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইব, এই সকল বৃত্তান্ত আমার নিকটে বলুন। সেই সকল দুষ্টাশয়দিগের নিকটে কিরূপে স্থিতি করিতে হইবে? আমি জানি, তাহারা বিপুল বলবান্। ১-১৫

রাজার উক্তি শ্রবণ করিয়া মুনিবর কহিতে লাগিলেন, পৌলস্ত্য-বংশোদ্ভব রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে, সে ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া সতত ত্রৈলোক্যের পীড়া প্রদান করে। বিপুলবলশালী নিশাচরগণ সতত তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। হে মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, সে বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বিশ্রবা মুনির পুত্র; অবজ্ঞা করিয়া সেই নিশাচর নিজে আমাদের যজ্ঞ ধ্বংস করিবে না। যজ্ঞ-ধ্বংসের জন্য সুবাহু ও মারীচ নামক দুই জন রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিবে। বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তখন নৃপবর মুনিবরকে কহিলেন, আমি সেই দুর্ব্বৃত্ত দশাননের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিব না। আপনি এক্ষণে আমার রামের প্রতি প্রসন্ন হউন, জানিবেন, আপনি এই হতভাগ্যের দেবতা ও গুরু। যখন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগগণ প্রভৃতি রাবণের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না, তখন মনুষ্যের কথা আর কি বলিব? সেই রাবণ রণক্ষেত্রে বীর্য্যবান্-দিগেরও বীর্য্যক্ষয় করিয়া থাকে, অতএব তাহার বা তাহার সৈন্যের সহিত সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে আমার সাহস হয় না। আপনি স্বয়ং সসৈন্যেই হউন বা আমার পুত্রগণকে সঙ্গে লউন, কখনই তাহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিবেন না। হে ব্রহ্মন্! আমার পুত্র রামচন্দ্র বালক, মারীচ-সুবাহুর সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে কখনই পাঠাইতে পারিব না। আমি জানি, উক্ত রাক্ষসদ্বয় আপনার যজ্ঞ-ব্যাঘাতক, উহারা সুন্দ উপসুন্দের পুত্র,[৫] বলবান্ ও সুশিক্ষিত যোদ্ধা, অতএব উহাদের সম্মুখে রামকে পাঠাইতে পারিব না। আপনার অভিপ্রায় হইলে আমি বন্ধু-বান্ধব-বেষ্টিত হইয়া রাক্ষসদিগের একতরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, অন্যথা সসুহৃদ্‌গণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। রাজা দশরথের এরূপ কাতর বাক্য শ্রবণে আশাভঙ্গ জানিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র হুত হুতাশন যেরূপ প্রদীপ্ত হয়, তাহার ন্যায় ক্রোধবশে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১৬-২৮

একবিংশ সর্গ

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, নৃপতি দশরথের এইরূপ স্নেহপর্য্যাকুল বাক্য শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি আমার নিকটে প্রথমে প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন, জানিবেন, রঘুবংশীয়দিগের পক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অযুক্ত এবং ইহাতে রঘুবংশ ধ্বংস হইবে। যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বংশধ্বংসই আপনার বাসনা হয়, তাহা হইলে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া সবান্ধবে সুখে কালাতিপাত করুন। বিশ্বামিত্রের এইরূপ ক্রোধ-প্রাবল্য ঘটিলে সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সুরগণ পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। সকল সংসারকে সন্তপ্ত দেখিয়া সে সময়ে ধীর বশিষ্ঠ ঋষি, রাজা দশরথকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মিয়াছেন, আপনি শ্রীমান্ ও ধীমান্, আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। ত্রিলোকে আপনি

৫। মারীচ সুন্দপুত্র, সুবাহু উপসুন্দপুত্র, মাতা যক্ষিণী, অগস্ত্যশাপে ইহারা রাক্ষস হইয়াছিল।

ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বিখ্যাত, অতএব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মানুবর্ত্তী হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি তাহা পালন না করেন, জানিবেন, আপনার ইষ্টাপূর্ত্ত[1] বিনষ্ট হইবে, অতএব রামকে পাঠাইয়া দিউন। অগ্নি যেমন অমৃতের রক্ষক, সেইরূপ রামচন্দ্র কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্র হউন না, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইলে রাক্ষসেরা উঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। এই বিশ্বামিত্র মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, বিদ্বান্ এবং তপস্যার আশ্রয়স্থান। ইনি ত্রিলোকমধ্যে এক জন অস্ত্রবেত্তা, পৃথিবীর কোনও লোক ইঁহাকে চেনে না এবং কখনও চিনিতে পারিবে না। ১-১১

দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও উরগগণ পর্য্যন্ত ইঁহাকে জানিতে পারেন নাই। এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র যখন রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে মহাদেব, কৃশাশ্বপ্রজাপতির পুত্রত্বপ্রাপ্ত অস্ত্রসকল এই কৌশিক বিশ্বামিত্রকে দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ভসম্ভূত। অনেকরূপ বরলাভ করিয়া অসুরসংহার জন্য জয়া পঞ্চাশৎ ও সুপ্রভা পঞ্চাশৎ অস্ত্র প্রসব করেন। এই সকল অস্ত্র দুর্দ্ধর্ষ এবং বলসম্পন্ন, তাহারা সংহার নামে খ্যাত। এই মহর্ষি সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্র বিদিত আছেন, ইনি অপূর্ব্ব দিব্যাস্ত্র সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই অস্ত্রপ্রভাবে এবং তপোবলে ঋষিশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক মহাত্মা বিশ্বামিত্রের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই অবিদিত নাই। ইনি এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন, মহাতেজা ও মহাযশস্বী, অতএব ইঁহার সহিত রামকে পাঠাইতে মনে কোনও সন্দেহ করিবেন না। ইনি স্বয়ংই সেই নিশাচরদিগকে সংহার করিতে পারেন, কেবল রামের উপকারের জন্য আপনার নিকটে উঁহাকে প্রার্থনা করিতেছেন। বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিলে নরদেব দশরথ প্রসন্নমনা হইলেন, তখন তিনি কুশিকনন্দনের সহিত রঘুনন্দনকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন। ১২-২২

দ্বাবিংশ সর্গ

বশিষ্ঠদেব এই কথা কহিলে, রাজা দশরথ অনুজ লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন। তখন রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যা রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন; পুরোহিত বশিষ্ঠদেবও মঙ্গলমন্ত্রে রামকে অভিমন্ত্রিত করিলেন। সে সময় স্বয়ং দশরথ পুত্রের শির আঘ্রাণ করিয়া পরম প্রীতমনে কুশিকপুত্র-হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনুবর্ত্তী দেখিয়া ধূলি-সম্বন্ধশূন্য সমীরণ মৃদুভাবে বহন করিতে লাগিল। রামের গমন-সময়ে মহতী পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; অযোধ্যা শঙ্খশব্দময় হইয়া উঠিল। অগ্রে বিশ্বামিত্র, তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী ও ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্র এবং তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। তূণীরধারী ধনুষ্পাণি ভ্রাতৃদ্বয় ত্রিশীর্ষ সর্পের ন্যায় বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতে লাগিল।[1] অশ্বিনীকুমারেরা ব্রহ্মার অনুগমন করিলে যেরূপ শোভা হয়, তৎকালে তাঁহাদের শোভাও সেইরূপ হইল। তাঁহারা দ্যুতিমান্ খড়্গ, দিব্য ধনু ও বিচিত্র অঙ্গুলিত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিলেন। কুমারদ্বয়ের শরীর অতিশয় সুশোভন, তাঁহারা পরস্পরে অনিন্দিত শোভা ধারণ করিয়া

১। অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যাগ সকলকে ইষ্ট, এবং বাপী-কূপ-তড়াগ-নির্ম্মাণ প্রভৃতিকে পূর্ত্ত বলে।

বাপী-কূপ-তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠা সেতুবন্ধনম্।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

১। প্রত্যেকের দুইটি করিয়া তূণীর থাকায় ত্রিশীর্ষ সর্প সদৃশ বলা হইয়াছে। ধনু হস্তে ছিল, এই তূণীর, খড়্গ, চর্ম্ম, ধনু সকলই বৈষ্ণব গরুড় ভ্রাতৃদ্বয়কে সর্ব্বজনের অলক্ষ্যে আসিয়া দিয়া গিয়াছিল। সাধারণ অস্ত্রে তাড়কা-বধ ও মারীচকে সমুদ্রে পাতন সম্ভব হইত না। গরুড়ের অস্ত্র প্রদানের কথা পদ্মপুরাণে আছে। যথা—

পক্ষী তার্ক্ষ্যঃ সমাগম্য ত্রীণি চাস্ত্রাণি কার্ম্মুকম্।
সর্ব্বভূতৈরদৃশ্যঃ সন্ দত্ত্বা তাভ্যাং পুনর্যযৌ॥

যাইতে লাগিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন স্কন্দ ও বিশাখদেব অচিন্ত্যপ্রভাব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র সার্দ্ধ-যোজন[২] (ছয় ক্রোশ) পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তটে উপস্থিত হইয়া 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কালবিলম্ব করিও না, এই নদীর জলে আচমন কর। তুমি আমার নিকট হইতে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র গ্রহণ কর,ইহা গ্রহণ করিলে তোমার শ্রান্তিবোধ, জ্বর বা রূপের কিছু-মাত্র বিপর্য্যয় হইবে না। নিদ্রাভিভূত বা কার্য্যান্তরে ব্যগ্র থাকা নিবন্ধন অসাবধান থাকিলেও রাক্ষসেরা তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পৃথিবী কেন, ত্রিলোকমধ্যেও তোমার মত কেহ বীর্য্যবান্ দৃষ্ট হইবে না। অধিক কি, কি সৌভাগ্য, কি দাক্ষিণ্য, কি জ্ঞান, কি বুদ্ধিনিশ্চয়-বিষয়ক উক্তি-প্রত্যুক্তিতে কেহই কোনও বিষয়ে তোমার ন্যায় হইতে পারিবে না। আমার বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যাকে লাভ করিতে পারিলে কেহই তোমার তুল্য হইতে পারিবে না। জানিও, এই দুইটি বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি। হে নরোত্তম! বলা ও অতিবলা বিদ্যা পাঠ করিলে তোমার ক্ষুৎ-পিপাসা বিদূরিত হইবে। তেজঃসমন্বিত এই দুইটি বিদ্যা পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা, জানিও, বিধিপূর্ব্বক এই দুইটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তোমার যশঃপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। হে কাকুৎস্থ! তুমি প্রকৃতই ঐ বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র, তোমাতে নানাগুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তপস্যা-প্রভাবে ঐ দুইটি বিদ্যা আমার আয়ত্ত হইয়াছে, ইহা কালে বহু রূপ ধারণ করিয়া থাকে। তদনন্তর রামচন্দ্র প্রসন্নবদনে আচমন করিলেন এবং মহর্ষির নিকট হইতে ঐ দুই বিদ্যা লাভ করিলেন। ভীমবিক্রম রামচন্দ্র এইরূপে বিদ্যা লাভ করিয়া, শরৎকালীন দিবাকর যেরূপ প্রখর হয়, তাহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব সকল উপদেশ করিয়া পরে সরযূর তীরে তাঁহারা তিন জনে সুখে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। যদিচ অনুজের সহিত রামচন্দ্র তৃণশয্যাশায়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু মুনিবরের মনোরম কথালাপে তাঁহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় নাই; সুতরাং সে শর্ব্বরী সুখে প্রভাত হইল। ১-২৪

২। চার হাতে এক ধনু, ২ হাজার ধনুতে এক ক্রোশ, ৪ ক্রোশে এক যোজন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যাশায়ী রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে রামচন্দ্র! কৌশল্যা তোমার ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া সুপুত্রা হইয়াছেন, অতএব তোমার ন্যায় সুপুত্রের এই সময়ে নিদ্রা অনুচিত। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত, অতএব গাত্রোত্থান করিয়া শৌচক্রিয়া ও আহ্নিকাদি দেবকার্য্য সমাধা কর। রাম-লক্ষ্মণ, মহর্ষির সেই উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া শয্যাপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নানান্তে অর্ঘ্যাদি প্রদান করত জপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রামলক্ষ্মণ আহ্নিকাদি সম্পন্ন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-মনে গমনের জন্য উদ্যোগ করিলেন। তদনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গার সহিত সরযূ সংমিলিত হইয়াছেন। ঐ শুভ সঙ্গমস্থলে একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন, যেখানে ঋষিগণ, অনেক সহস্র বৎসরাবধি তপশ্চর্য্যা

১। দশরথ অপেক্ষা কৌশল্যার অধিক গৌরব মনে করিয়াই মহর্ষি এ কথা বলিয়াছেন, কারণ, দশরথ রামের প্রতি কেবল পুত্রস্নেহ-পরায়ণ ছিলেন, বিশ্বামিত্রের উক্তির দ্বারাও রামকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন নাই, পরে বশিষ্ঠের প্রেরণায় দিয়াছিলেন। একমাত্রপুত্রা কৌশল্যা কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়াই পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। মূলে 'কৌশল্যা-সুপ্রজা রাম' এইরূপ পাঠ আছে। ইহার অর্থ এইরূপ হয়—হে কৌশল্যার সুপুত্র!

করিতেছেন। সেই পুণ্য আশ্রম দর্শন করিয়া পরম-প্রীত রাম ও লক্ষ্মণ মহাত্মা বিশ্বমিত্র ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এ আশ্রম কাহার? কোন্ ব্যক্তি এখানে বাস করিয়া থাকেন? আমাদের জানিতে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। বিশ্বামিত্র এই কথা শ্রবণমাত্র ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, হে রামচন্দ্র! যাঁহার এই আশ্রম ছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যাঁহাকে কাম বলিয়া জানে, সেই কন্দর্প এখানে মূর্ত্তিমান্ ছিলেন, এই আশ্রমই তাঁহার। এক সময়ে এই আশ্রমে শিব ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন; সমাধিভঙ্গের পর পার্ব্বতীকে পরিণয় করিয়া দেবগণের সহিত বিলাসস্থলে গমন করেন, সেই সময়ে নির্ব্বুদ্ধি অনঙ্গ তদীয় চিত্ত-বিকৃতি উৎপাদন করেন। রুদ্রদেব এই কারণে কোপ করিয়া হুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতেই অনঙ্গের অঙ্গ স্খলিত ও ভস্মসাৎ হইয়া যায়। শিবের ক্রোধাগ্নি হইতে কাম-শরীর বিনষ্ট হয়। হে রাঘব! তদবধি কাম অনঙ্গ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ দগ্ধ হইয়া পতিত হইয়াছিল, তাহা অঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই আশ্রমস্থিত ধর্ম্মপর মুনিগণ পুরুষপরম্পরাক্রমে মহেশ্বরের শিষ্য, তাঁহারা নিষ্পাপ। হে শুভদর্শন! অদ্য আমরা এই পবিত্র নদীদ্বয়ের সঙ্গমক্ষেত্রে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব। অতএব আমরা পবিত্রভাবে এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি, এখানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয় বোধ হইতেছে, এখানে থাকিলে সুখে নিশাতিবাহিত করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সেখানে স্নান, জপ ও অগ্নিতে হোম-বিধি সম্পন্ন করিলেন; আশ্রমস্থ ঋষিগণ দিব্যজ্ঞানবলে তাঁহাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম জানিতে পারিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং নিকটস্থ হইয়া অগ্রে বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি অতিথিসৎকারসামগ্রী প্রদান করিলেন। তৎপরে মুনিগণ রামলক্ষ্মণের সমুচিত আতিথ্যবিধান করিলেন, তাঁহারাও কুশলাদি জিজ্ঞাসারূপ সৎকার লাভ করিয়া নানা কথাবার্ত্তায় বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন, সেই সকল ঋষিগণ যথাযোগ্য সন্ধ্যোপাসনা করিলেন, পরে সেই ঋষিগণ কর্ত্তৃক আশ্রমে নীত হইয়া বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তাঁহারা এইরূপে সেই কামাশ্রমে মনের সুখে বাস করিলেন; ঋষিদিগের সহিত মনোহর কথা-প্রসঙ্গে তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিলেন। ১-২২

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা দুই ভ্রাতা কৃতাহ্নিক বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নদীর তীর-দেশে উপস্থিত হইলেন। এই অবসরে আশ্রমস্থিত মুনিগণ একখানি নৌকা আনয়ন করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আপনি রাজপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া এই নৌকাতে আরোহণ করুন; কালবিলম্ব করিবেন না, নিরাপদে যাত্রা করুন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া এবং সেই ঋষিদিগকে সম্মানিত করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তরণীযোগে সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। নৌকা যখন নদীর মধ্যভাগে উপস্থিত হইল, তখন উভয় তোয়রাশির পরস্পর সংঘট্টজনিত তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে থাকিল। মহাতেজা রামচন্দ্র অনুজের সহিত এ শব্দের কারণ কি ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মুনে! জলরাশি ভেদ করিয়া তুমুল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, ইহা কি? মুনিবর রামের কৌতূহলসহকারে এরূপ জিজ্ঞাসায় কহিলেন, যাহা বলিয়াছ, ইহা ঠিক্। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি, কৈলাস পর্ব্বতে মন হইতে একটি দিব্য সরোবর সৃষ্টি করেন। উহার নাম মানস-সরোবর। তাহা হইতে যে নদী অযোধ্যার অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, ব্রহ্মার নির্ম্মিত মানসসরোবর হইতে

ঐ নদীর আরম্ভ বলিয়া উহার নাম সরযূ।[১] সেই সরযুর এই শব্দ, এই স্থানে সরযূ গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছেন। ১-১০

ঐ দেখ, এই উভয় নদীর জল কেমন আন্দোলিত হইয়াছে। যাহা হউক, নিয়তচিত্তে উহাদিগের প্রতি প্রণাম কর। অনন্তর দক্ষিণ তীরভূমি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন; গমনকালে জন-সঞ্চারশূন্য এক ভীষণ অরণ্য দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, এই অরণ্য কি দুর্গম! দেখিতেছি, ইহা ঝিল্লীরবে সমাকুল। ভয়াবহ শ্বাপদ জন্তুর বিকটরব এবং পক্ষিগণে ইহার নানা স্থান পরিব্যাপ্ত ও তাহাদের ঘোর নিনাদে নিনাদিত। ইতস্ততঃ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রধাবিত; ধব, অশ্বকর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক, বদরী প্রভৃতি পাদপসমূহে ইহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত; হে মুনে! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ বন কাহার অধিকৃত? ১১-১৫

তখন মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে বৎস! যাহার এই নিবিড় বন, তাহার পরিচয় শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! পূর্ব্বকালে দেবরচিত সুখসমৃদ্ধ মলদ ও করূষ নামক দুইটি জনপদ ছিল। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর নিহত হইলে ক্ষুধার্ত্ত ও মলদিগ্ধ ইন্দ্রশরীরে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিয়াছিল। ইন্দ্রের মলিন ভাব দর্শনে দেবতা, ঋষিগণ ও তপোধন কশ্যপ গঙ্গাজলপূর্ণ কলস দ্বারা তাঁহার স্নানকার্য্য সমাধা করেন। তাঁহারা এই ভূমিতে ইন্দ্রের মল ও ক্ষুধা অর্থাৎ (করূষ) দূরীভূত হয় দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হন। যে সময়ে ইন্দ্র নির্ম্মল ও ক্ষুধাহীন অতএব পবিত্র হইলেন, সেই সময়ে প্রসন্নচিত্ত হইয়া ইন্দ্র এই স্থানের প্রতি উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলেন।—আমার অঙ্গের মলধারণ করিয়া এই দুইটি জনপদ মলদ ও করূষ নামে সুসমৃদ্ধ নগর হইয়া লোকে বিখ্যাত হইবে। তখন দেবগণ এই দেশের সম্মান দর্শন করিয়া দেবেন্দ্রবাক্যে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। হে নৃপকুমার! এই মলদ ও করূষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অতিশয় সমৃদ্ধাবস্থায় ছিল। ১৬-২৫

কিছুকাল গত হইলে কামরূপিণী এক যক্ষপত্নী ইহা অধিকার করে। ইহার নাম তাড়কা। তাড়কা সুন্দের ভার্য্যা, সে সহস্র মাতঙ্গের বল ধারণ করে। মারীচ ইহারই পুত্র, এই মারীচ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত; এই মারীচের বাহুযুগল বর্ত্তুলাকার, শিরঃ প্রশস্ত, মুখমণ্ডল ও শরীর অতিশয় বৃহৎ। এই ভৈরব নিশাচর নিয়ত প্রজা-পুঞ্জের পীড়ন করিয়া থাকে, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত দুইটি জনপদ বিনষ্ট হইয়াছে। দুষ্টচারিণী তাড়কা হইতেই মলদ ও করূষ জনপদ হতশ্রী হইয়াছে। সেই তাড়কা সম্প্রতি অর্দ্ধ-যোজনেরও অধিক পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগকে এই তাড়কারণ্য দিয়া গমন করিতে হইবে, অতএব তুমি নিজ ভুজবলপ্রভাবে এই দুষ্টচারিণীর প্রাণ সংহার কর। তুমি আমার নিয়োগে এই স্থানকে পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক কর; এক্ষণে তাড়কাভয়ে কেহই এ স্থানে আসিতে সাহসী হয় না। বিকটাকৃতি ঐ নিশাচরী এই বনের উচ্ছেদসাধন করিতেছে। হে রামচন্দ্র! যে কারণে এই বন ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, তোমার নিকটে তাহা বলিলাম। জানিও, অদ্যাপি নিশাচরী এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। ২৬-৩২

১। সরযূ অযোধ্যার পশ্চিম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক দিয়া পূর্ব্বভাগে আসিয়া অঙ্গদেশে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছেন। সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্রে শিবের আশ্রম, যাহা পরে কামাশ্রম নামে খ্যাত হয়। সরযুর জল উন্নত স্থান হইতে পতিত হওয়ায় শব্দ উৎপন্ন হয়। সরোবর হইতে প্রবৃত্ত—আরম্ভ বলিয়া নদীর নাম সরযূ।

পঞ্চবিংশ সর্গ

সেই অমিতপ্রভাব বিশ্বামিত্র-মুখে এরূপ উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কহিলেন, হে মুনীশ্বর! আমি শুনিয়াছি, যক্ষজাতির বলবীর্য্য অতি অল্প, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, অবলা সেই নিশাচরী কিরূপে সহস্র মাতঙ্গের বল ধারণ করিয়াছে? রামের উক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে মধুরবাক্যে আনন্দিত করিয়া বলিলেন, হে রাম! যে কারণে তাড়কা অতিশয় বলশালিনী, উহা শ্রবণ কর। এই অবলা তাড়কা বরদানপ্রসুত প্রভূত বল ধারণ করে। পূর্ব্বকালে সুকেতু নামে এক মহাবীর্য্যবান্ পবিত্রাচারসম্পন্ন যক্ষ ছিল, সে অনপত্যতানিবন্ধন দুষ্কর তপস্যা করে। তপস্যায় প্রীত হইয়া প্রজাপতি তাহাকে তাড়কা-নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। পিতামহ ঐ কন্যাকে সহস্র হস্তীর বল প্রদান করেন, পাছে লোকের পীড়ন ঘটে, এই কারণে সুকেতুকে পুত্রসন্তান দিতে ব্রহ্মার অভিলাষ হয় নাই। ক্রমে কন্যার কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনাবস্থা ঘটিলে সেই লাবণ্যময়ী ললনার সহিত জম্ভ-সুত সুন্দের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিছুকাল গত হইলে, ঐ যক্ষীর গর্ভে মারীচের জন্ম হয়। শাপ নিবন্ধন মারীচকে রাক্ষসযোনি গ্রহণ করিতে হয়। কোনও কারণে মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে সুন্দের প্রাণসংহার ঘটিলে, তাড়কা অবিলম্বে স্বীয় পুত্র মারীচের সহিত মুনিবরের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হয়। সেই তাড়কা রোষকষায়িত-নেত্রে তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক মুনিকে আক্রমণ করে, তখন মারীচকে 'তুই রাক্ষস-যোনি ধারণ কর্' অগস্ত্য এই অভিসম্পাত প্রদান করেন। ঋষিবর অগস্ত্য পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়কাকেও বলিলেন, তুই বিকটমুখে বিকৃতভাবে যখন নরশোণিত-পানে অগ্রসর হইয়াছিস্, তখন তোকে এই সুন্দর রূপ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যভক্ষণনিরতা রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। সেই নিশাচরী ঋষির শাপে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অগস্ত্যের তপস্যাস্থান উৎসন্ন করিয়াছে। ১-১৪

হে রাঘব! সেই নিশাচরী ঘোরতর অনিষ্ট-সঙ্ঘটন করিতেছে, অতএব গো-ব্রাহ্মণ-হিতের জন্য তুমি সেই বিপুলবিক্রমা তাড়কার প্রাণ সংহার কর। হে রঘুনন্দন! তোমা ব্যতিরেকে এই ত্রিলোকমধ্যে কোনও পুরুষই সেই রাক্ষসীর বিনাশসাধনে সমর্থ হইবে না। হে নরোত্তম! স্ত্রী-বধ-বিষয়ে তুমি কোনও চিন্তা করিও না, চাতুর্ব্বর্ণ্যের হিতের জন্য রাজপুত্রের ইহা করা কর্ত্তব্য। নৃশংস বা অনৃশংস, পাপজনক কি পুণ্যজনক, প্রজাপালনের জন্য সকল প্রকার কার্য্য করাই রাজার কর্ত্তব্য। যাহারা প্রজা-পালন-কার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদের ইহা সনাতন ধর্ম্ম। অতএব, তুমি অধর্ম্মাচারিণী নিশাচরীকে নিপাতিত কর। ইহার শরীরে ধর্ম্মের লেশও নাই। আমি শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে মন্থরা নামে বিরোচনসুতা পৃথিবীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, দেবরাজ তাহার বধসাধন করেন;[১] এবং পুরাকালে মহর্ষি শুক্রের জননী অসুরকার্য্যানুরোধে দেবেন্দ্রের বিনাশ-বাসনা করিলে ভগবান্ নারায়ণই তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।[২] হে রাঘব! এইরূপ দেবগণ ও অন্যান্য অনেক ধার্ম্মিক নৃপতিগণ অধর্ম্মাচারিণী রমণীগণের বধ-সাধন করিয়াছেন; অতএব ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিয়োগে ঐ নিশাচরাঙ্গনার প্রাণসংহার কর। ১৫-২২।

১। এই ইতিহাসটি কোন পুরাণে দেখা যায় না।

২। এই ইতিহাসটি পদ্মপুরাণে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও আছে যে, শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিতে গমন করিলে দেবপীড়িত দৈত্যগণ শুক্রমাতার শরণাগত হয়, এবং তাহাদের প্রেরণায় দেবগণবিনাশে উদ্যুক্তা ভৃগুপত্নীকে ইন্দ্রপ্রার্থনায় বিষ্ণু বধ করিয়াছিলেন।

ষড়্বিংশ সর্গ

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে দৃঢ়ব্রত রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, পিতার আদেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব-নিবন্ধন আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিলেন, আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত। অযোধ্যার গুরুজন-সমক্ষে মহাত্মা পিতা দশরথ কর্ত্তৃক আপনার আজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছি। তাঁহার বাক্য আমি কখনও অবহেলা করিব না। পিতার বাক্যানুসারে ব্রহ্মবাদী ঋষি আপনার নিয়োগে গোব্রাহ্মণ ও দেশের কল্যাণের নিমিত্ত অমিতপ্রভাব আপনার ন্যায় ঋষির বাক্যপালনে উদ্যত হইয়াছি। শত্রুদমনকারী রাম এই কথা বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ধনুর জ্যাশব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই বিকট নিনাদে বনবাসী সমস্ত জন্তু চকিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, শব্দমাত্রে নিশাচরীও কুপিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তদনন্তর কোপভরে যেখান হইতে শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে, উহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে আগমন করিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র বিকটাকার বিকৃতমুখ রাক্ষসীদেহ দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যক্ষীর ভৈরব বপু দর্শন কর; বাস্তবিক এ মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। তুমি দেখ, দূর হইতেই ঐ মায়াবিনীর নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া উহাকে অপসারিত করি। ১-১১

এই নিশাচরী স্ত্রীজাতি, সুতরাং ইহাকে হত্যা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; ইহার বীর্য্য ও গতিশক্তি রোধ করাই আমার ইচ্ছা। রামচন্দ্র এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই নিশাচরী ক্রোধসংমূর্চ্ছিত হইয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে রামের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পূর্ব্বক তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশে "স্বস্তি" বলিয়া জয়বিষয়ক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন তাড়কা অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক ধূলি-পটল উড্ডীন করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে বিমোহিত করিল। তদনন্তর মায়া-বলে শিলাবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি দ্বারা শিলাবৃষ্টি নিবারণ করিলেন এবং নিক্ষিপ্ত শরনিকর দ্বারা নিকটে আগতপ্রায় তাড়কার বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর রাক্ষসী ছিন্নবাহু হইয়াও রামের সাক্ষাতে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সৌমিত্রি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাসা-কর্ণচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১] ১২-১৮

কামরূপিণী নিশাচরী বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইল, এবং রাক্ষসী মায়া গ্রহণ পূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণকে মোহিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর অনবরত শিলাবর্ষণ পূর্ব্বক ভৈরবভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গাধিপুত্র দশরথপুত্রকে কহিলেন, এই দুষ্টচারিণী নিশাচরপ্রতি স্ত্রীবোধে ঘৃণা করিও না। যজ্ঞদ্বেষিণী এই নিশাচরী ক্রমশঃ আত্মমায়া বিবৰ্দ্ধিত করিবে, অতএব সন্ধ্যাসময় না আসিতে আসিতে তুমি উহাকে নিপাতিত কর। জানিও, সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা অতিশয় দুর্জ্জেয় হইয়া থাকে। এই কথা বলিলে রাঘব পাষাণবর্ষিণী নিশাচরীকে শব্দভেদী শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী গুপ্তভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগভরে গর্জ্জন করিতে করিতে বালক লক্ষ্মণের নিকটে বজ্রবেগে উপস্থিত হইল। রাম দর্শনমাত্রে শরপ্রহারে রাক্ষসীর হৃদয় বিদ্ধ করিলে সে পতিত ও মৃত হইল। ভীমাকৃতি নিশাচরীকে নিহত দেখিয়া সুরগণ ও সুরপতি সাধুবাদ দ্বারা রামকে অভিনন্দিত করিলেন। সে সময়ে

১। লক্ষ্মণের এই প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারে শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন করার কথা দেখা যায়। বঙ্গদেশীয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-প্রদেশীয় পুস্তকে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নাসা-কর্ণচ্ছেদনের কথা নাই।

৯০ পৃষ্ঠা

অতিশয় প্রসন্ন ইন্দ্র এবং হৃষ্ট সকল দেবগণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, হে বিশ্বামিত্র! তোমার মঙ্গল হউক। সকল দেবগণ এই কার্য্যে সন্তুষ্ট। তুমি এক্ষণে রামের প্রতি সবিশেষ স্নেহভাব প্রদর্শন কর; প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্রদিগকে রাম-হস্তে সমর্পণ কর; কারণ, রাঘবই প্রকৃত দানপাত্র, এবং তোমার শুশ্রূষাপরায়ণ। এই রাজকুমার দেবতাগণের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এই কথা বলিয়া সুরগণ সন্তুষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে সংবর্দ্ধনা করিয়া দেব-লোকে গমন করিলেন। ১২-৩২

এ দিকে সন্ধ্যাসময় সমাগত; তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তারকা-বধ নিবন্ধন অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরামের শিরঃ আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! আমরা অদ্যকার রাত্রি এখানে অতিবাহিত করিব। প্রভাত হইলেই আমরা আশ্রম-পদে গমন করিব। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রবাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিলেন। ঐ দিনাবধি ঐ অরণ্য নিরুপদ্রব হইয়া উঠিল। অধিক কি বলিব, তখন সেই বন চৈত্ররথ বনের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিল। এইরূপে রামচন্দ্র তাড়কাকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশংসা গ্রহণ পূর্ব্বক মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্রের সহিত সে রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হইলেন। ৩৩-৩৬

সপ্তবিংশ সর্গ

রজনী প্রভাত হইলে মহাযশা বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মধুরস্বরে রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন, হে রাজপুত্র! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে সকল অস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সকল অস্ত্রের কথা কি বলিব, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ পর্য্যন্ত তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে ইহার প্রভাবে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে। যাহা হউক, আমি তোমাকে দিব্য অস্ত্র সকল ও দণ্ড-চক্রাদি প্রদান করিব। হে বীর! দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, বজ্র, শিবের শূল, ব্রহ্মশির, ঈষীকাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরা নাম্নী দুই গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির, ক্রৌঞ্চ, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী, এই সকল অস্ত্র রাক্ষসদিগের সংহারের জন্য প্রদান করিব; তদনন্তর বৈদ্যাধরাস্ত্র, নন্দননামা অসিরত্ন, গন্ধর্ব্ব অস্ত্র, মোহনাস্ত্র, প্রস্বাপন, প্রশমন, সৌম্যবর্ষণ, শোষণ, মাদনাস্ত্র, মানব নামক গন্ধর্ব্বাস্ত্র, মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র, তামসাস্ত্র, সৌমনাস্ত্র, সম্বর্ত্ত, দুর্দ্ধর্ষ মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, শক্রুতেজোহারী সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র, এই সকল কামরূপী অস্ত্র, তুমি শীঘ্র আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। ১-২১

তদনন্তর এই কথা বলিয়া মুনিবর পূর্ব্বমুখে অবস্থান পূর্ব্বক প্রসন্নমনে রামচন্দ্রকে মন্ত্রময়[১] অস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। যে সকল দুর্লভ অস্ত্র দেবগণও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তিনি রামকরে তত্তাবৎ সমর্পণ করিলেন। অস্ত্র-দান-সময়ে বিশ্বামিত্র ধ্যানাবলম্বী হইলে অস্ত্রসমূহ রামের অগ্রে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রফুল্লমনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, হে পরমোদার রাম-চন্দ্র! আমরা এক্ষণে সকলেই আপনার অনুগত কিঙ্কর। আমাদের প্রতি কি আদেশ হয়, বলুন?

১। মূলে মন্ত্রগ্রামং এই কথা আছে। ঐ স্থানের মন্ত্রগ্রামপদে মন্ত্রময় অস্ত্রসকল, এই অর্থই টীকাকারগণমধ্যে কেহ কেহ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলাতিবলা বিদ্যা দানকালে বিশ্বামিত্র রামকে বলিয়াছিলেন, রাম, তুমি মন্ত্রসমূহ গ্রহণ কর। কিন্তু তখন মাত্র বলাতিবলা বিদ্যাই দান করিয়াছেন, এক্ষণে তাড়কাবধে সুসন্তুষ্ট হইয়া এই মন্ত্রময় অস্ত্র দান করেন, ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন টীকাকার কতকের অভিপ্রায়। বাস্তবিক-পক্ষে বলাতিবলা বিদ্যা মন্ত্রসমূহাত্মক, সুতরাং সেখানে মন্ত্রগ্রাম কথায় কোন দোষই হয় না।

আপনি যাহা যাহা ইচ্ছা করিবেন, আমরা তাহাই করিব। তাহারা এই কথা কহিলে রামচন্দ্র সুপ্রসন্নচিত্তে 'তোমরা আমার' বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া এবং কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই স্মরণমাত্র আমার নিকট উপস্থিত হইবে।[২] রাম অস্ত্রগণকে ইহা বলিয়া প্রীতমনে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক গমনের উপক্রম করিলেন। ২২-২৮

অষ্টাবিংশ সর্গ

তদনন্তর রামচন্দ্র পবিত্রভাবে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্টমনে যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া অমরগণেরও দুরাধর্ষ হইয়াছি, কিন্তু অস্ত্র-সকলের উপসংহার জানি না, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ অস্ত্রসকলের উপসংহার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তখন ধৈর্য্যশীল সুব্রত বিশ্বামিত্র, রামকে সংহার-মন্ত্রসকল প্রদান করিয়া কহিলেন, সত্যবান্, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতীহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, ইন্দুনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্যপ্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচি, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, ধৃতিমান্, পিত্র্য, রুচির, সৌমনস, বিধূত, কামরূপ, মহাকচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, প্রস্থান ও বরুণ, হে রামচন্দ্র! এই কৃশাশ্ব-পুত্র অস্ত্রসকল দীপ্তিশীল ও কামরূপী, তুমি উহাদিগকে গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, বলিতে গেলে, তুমিই প্রকৃত দানের পাত্র। রঘুপতি 'তথাস্তু' বলিয়া তত্তাবৎ গ্রহণ করিলেন; ঐ সকল অস্ত্র সুখপ্রদ ও মূর্ত্তিমান্, দেখিতে অধিকাংশই অঙ্গারতুল্য, কতকগুলি ধূমোপম, কেহ কেহ চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ। ১-১১

তখন অস্ত্রগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামচন্দ্রকে মধুরবাক্যে কহিল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার অগ্রে উপস্থিত, আমাদের প্রতি কি আজ্ঞা হয়, বলুন? শ্রীরাম কহিলেন, এক্ষণে তোমরা গমন কর, কার্য্যকালে স্মরণ করিলে উপস্থিত হইয়া আমার সাহায্য করিও। তখন তাহারা রামের আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল। এ দিকে রামচন্দ্র অস্ত্র-প্রয়োগ ও সংহার-বিষয় অবগত হইয়া গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, হে মুনে! পর্ব্বতের অনতিদূরে মেঘমালার ন্যায় যে পাদপদল দৃষ্ট হইতেছে, উহা কি? দেখিতেছি, স্থানটি অতিশয় মনোরম, উহার চতুর্দ্দিক্ মৃগগণে সমাকীর্ণ ও পক্ষি রব-সমাচ্ছন্ন, আমরা যদিও ভয়াবহ নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়াছি, কিন্তু এ স্থানটি যেন সুখ ও শান্তিকর বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ভগবন্! এ আশ্রম কাহার? আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্থলে পাপাত্মা নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞহিংসা করিয়া থাকে, সে স্থান কোথায়? আমাকে যেখানে আপনার যজ্ঞরক্ষণ ও নিশাচরদিগের বধসাধন করিতে হইবে, তাহা আর কত দূর? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সকল বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা হইতেছে। ১২-২২

ঊনত্রিংশ সর্গ

অমিততেজা রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদুত্তরে বলিলেন, এই স্থানে সর্ব্ব-দেববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু বহু সহস্র বৎসর ও বহু যুগ ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই আশ্রমটি মহাত্মা বামনের পুণ্যাশ্রম, ইহা তপশ্চর্য্যার উপযুক্ত স্থান

২। এই শ্লোক প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিরাটপর্ব্বে ৪৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের বহু স্থানেই রামায়ণের শ্লোক অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়।

ইহা সিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত, মহাতপা বামনদেব এই আশ্রমেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।[১] যে সময়ে বিষ্ণু তপস্যায় রত হন, সে সময়ে ত্রিলোকমধ্যে বিশ্রুত বিরোচননন্দন বলি, নিজবীর্য্য-প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজয় করিয়া, আপনার রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। অনন্তর এক সময়ে বলি একটি মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন,[২] সে সময়ে সুরগণ অগ্নিকে অগ্রে লইয়া এই আশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, বিরোচন-পুত্র বলি একটি যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন; আপনাকে উহা সমাপ্ত না হইতে হইতে একটি দেবকার্য্য সাধন করিতে হইবে। বলির যজ্ঞে নানাদেশীয় যাচকগণ উপস্থিত হইতেছে; যজ্ঞকর্ত্তাও যাহার যেরূপ প্রার্থনা, তাহাকে তাহার অনুরূপ প্রদান করিতেছেন। আপনি এক্ষণে সুরকার্য্যসম্পাদনের জন্য মায়াবলে বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরমকল্যাণ-সাধন করুন। হে রামচন্দ্র, এই সময় জ্বলদগ্নিতুল্য কশ্যপ, দেবী অদিতির সহিত বর্ষসহস্রব্যাপী ব্রত সমাধা করিয়া বরদাতা মধুসূদনকে স্তব করিতে থাকেন। বলিতে থাকেন, হে প্রভো! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি ও জ্ঞানস্বরূপ, আমি তপঃপ্রভাবে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে প্রভো! আপনার শরীরে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি; আপনি অনাদি, আনন্দময় ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ১-১৩

তখন ভগবান্ হরি প্রীত হইয়া নিষ্পাপ কশ্যপকে কহিলেন, হে মুনে! তোমার অভিলাষ কি, বল? তুমি বরদানের যোগ্য পাত্র, তোমার মঙ্গল হউক। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া মরীচিনন্দন কশ্যপ কহিলেন, অদিতি, আমি ও দেবগণ সকলেরই এই প্রার্থনা যে, হে বরদ! আপনি প্রীত হইয়া বরদান করুন। আমাদের প্রার্থনা, আপনি পুত্ররূপে অদিতিগর্ভে প্রাদুর্ভূত হন। হে দানব-দলন! আপনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ উপেন্দ্ররূপে শোকাচ্ছন্ন সুরগণের সাহায্য করুন। আপনার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে; হে দেবেশ! আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এ স্থান হইতে উত্থিত হউন। অনন্তর বিষ্ণু অদিতি-গর্ভে বামনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলির নিকটে উপনীত হইলেন। সর্ব্বলোকহিতকামী বিষ্ণু, বলির নিকটে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিয়া নিমেষে ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। তিনি বলপ্রভাবে বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনর্ব্বার ত্রৈলোক্যাধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে বামনদেব শ্রমবিনাশন এই আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন, এক্ষণে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া আমি এখানে বাস করিতেছি।১৪-২২

এইখানে যজ্ঞদ্বেষ্টা নিশাচরগণ আসিয়া থাকে, এখানে থাকিয়াই তোমাকে সেই দুর্বৃত্তদিগকে দলন করিতে হইবে। হে রাম! আমরা অদ্যই সিদ্ধাশ্রমে গমন করিব, এই আশ্রমে আমার যেরূপ, তোমারও তদনুরূপ অধিকার। ঋষি এই কথা বলিয়া রামলক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সেই আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক শোভা দেখিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত

১। বামনাবতার হইবার পূর্ব্বেই বদরিকাশ্রমের ন্যায় এই স্থানে বিষ্ণু তপস্যা করিয়া লোকে তপস্যার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করায় ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম।

২। যাহারা দেবতার শত্রু, যজ্ঞবিঘ্ন করাই যাহাদের কার্য্য, সেই বলি যজ্ঞ করিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, যজ্ঞে দেবতাদিগকেই আবাহন করিয়া যজ্ঞভাগে পুষ্ট করিতে হয়। এই রামায়ণেই উত্তরকাণ্ডে ২৫ সর্গে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত শুনিয়া রাবণ শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াছিল—

ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।
পূজিতাঃ শত্রবো যস্মাদ্দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥

সুতরাং মন্ত্রাত্মক দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ, ইহা ঋষির অভিপ্রেত নহে—এককালে বহুলোকে যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ যুগপৎ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞে গমন করেন। সুতরাং দেবতার শরীর থাকায়ও কোন বিরোধ নাই। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যে শুক্রের প্ররোচনায় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিল, এখানেও তিনিই পুরোহিত; এবং প্রতিনিয়ত কর্ম্মের ফলদানে দেবগণ বাধ্য এবং বলি বিষ্ণুভক্ত, সে যজ্ঞপুরুষের সন্তোষার্থই যজ্ঞ করিয়াছিল, বলির নিগ্রহে বিষ্ণুর করুণার অভাব হয় নাই; কারণ, তিনি নিজেই তার দ্বারপালরূপে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে বহু সম্মানিত করিয়াছেন, এ সৌভাগ্য দেবসমাজের হয় নাই।

নীহার-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তখন তাঁহার শোভা হইয়াছিল।[৩] সিদ্ধাশ্রমবাসী তপস্বিগণ দেখিবামাত্র ঋষির সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া রামলক্ষ্মণেরও অতিথিজনোচিত সম্মাননা করিলেন। রঘুনন্দন রামলক্ষ্মণ সেখানে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিকে কহিলেন, আপনি অদ্যই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন, আপনার মঙ্গল হইবে; এই সিদ্ধাশ্রম সিদ্ধ এবং আপনার বাক্য সত্য হউক। রঘুনন্দনের বচনে কুশিকনন্দন সেই দিনই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রাজকুমারদ্বয় সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা ও জপ সমাপনান্তে যেথানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র হোম সমাধা করিয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, সেখানে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ২৩-৩২

ত্রিংশ সর্গ

অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাজকুমারদ্বয় কালোচিত বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! যে সময়ে যজ্ঞরক্ষার নিমিত্ত মারীচ ও সুবাহুর গতিরোধ করিতে হইবে, আমরা সেই সময় শুনিতে ইচ্ছা করি। বলুন, যেন সময় অতিক্রান্ত না হয়। কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে সমুদ্যত দেখিয়া আশ্রমবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অদ্য প্রভৃতি ছয় দিন তোমাদিগকে যজ্ঞকার্য্যের রক্ষাকর্ত্তা হইতে হইবে; এখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র দীক্ষিত হইয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিবেন। যশস্বী রাম-লক্ষ্মণ তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করত সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষষ্ঠ দিন সমাগত হইলে রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন, এখন সতর্কভাবে সর্ব্বদা সজ্জীভূত থাক। তিনি যুদ্ধার্থে এরূপে প্রস্তুত থাকিতে বলিলে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণ যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া সমিধ্, কুশ, কাশ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র ঋত্বিক্‌গণের সহিত যজ্ঞ-কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১-৯

যে সময় যথাশাস্ত্র মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞ আরম্ভ হইল, সেই সময়ে আকাশপথে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।[১] বর্ষাকালীন মেঘমালা যেরূপ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া তুমুল বৃষ্টিপাত ও বারংবার বজ্র-নির্ঘোষ করিতে থাকে, নিশাচরগণও সেইরূপ নানা মায়া প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবিত হইল। মারীচ, সুবাহু এবং তাহাদের অনুচরগণ ভীষণাকারে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞস্থলে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। বেদিতে রক্ত-বৃষ্টি নিপতিত দেখিয়া রাম ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, নিশাচরগণ আগমন করিতেছে; তখন লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! চাহিয়া দেখ, পিশিতাশনগণ সমুপস্থিত; বায়ু যেরূপ বনরাজিকে প্রকম্পিত করে, তাহার ন্যায় আমি ইহাদিগকে মানবাস্ত্রে অপসারিত করিতে চাই, ঈদৃশ হতভাগ্যগণকে প্রাণে বিনষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নহে।[২] এই কথা বলিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ

৩। পূর্ব্বদ্বয় দুইটি উজ্জ্বল তারকা, ইহার সহিত রাম-লক্ষ্মণের এবং হিমমুক্ত চন্দ্রের সহিত বিশ্বামিত্রের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে।

১। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঋষিরা রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ করিলে কিরূপে রাক্ষসগণ যজ্ঞস্থলে আগমন করিত? উত্তর—নিশ্চয়ই যজ্ঞের বেদিতে তাহারা আসিতে পারিত না, কিন্তু দূর হইতে আকাশে মেঘের ন্যায় অবস্থান করিয়া রুধিরবর্ষণ করিত, ঐ অমেধ্য দ্রব্যস্পর্শে যজ্ঞ নষ্ট হইত।

২। রাক্ষসগণকে মানবাস্ত্র প্রয়োগে বিতাড়িত করিতেছি, এই কথা বলিয়া রাম মাত্র মারীচের বক্ষেই ঐ অস্ত্র মারিলেন কেন? উত্তর—পূর্ব্বশ্লোকে রাক্ষস শব্দমাত্র মারীচকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। (গোবিন্দরাজ) আমদের মনে হয়, একমাত্র মারীচ ভিন্ন সকলেরই প্রাণ সংহার করিতে হইবে বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অপসারক মানবাস্ত্র প্রয়োগ করা হয় নাই।

হইয়া মারীচবক্ষে মানবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।[৩] মারীচ সেই অস্ত্রে আহত হইয়া সম্পূর্ণ শত যোজন-দূরবর্ত্তী মহাসাগরগর্ভে নিপতিত হইল। ১০-১৮

তখন মারীচকে চেতনাহীন বিঘূর্ণ্যমান, অস্ত্র-নিপীড়িত ও যুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! চেয়ে দেখ, আমার এই মানবাস্ত্র মারীচকে মোহিত করিয়াছে বটে, কিন্তু উহাকে প্রাণবিযুক্ত করে নাই। যাহা হউক, আমি অতঃপর এতদবশিষ্ট দুষ্টাচার পাপাত্মা রাক্ষসদিগকে প্রাণে বিনষ্ট করিব। তিনি এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে আপনার লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক করে মহান্ আগ্নেয় অস্ত্র ধারণ করিলেন। ঐ অস্ত্র সুবাহুর বক্ষে বিদ্ধ হইয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিল; এইরূপে অপরাপর রাক্ষসগণ বায়ব্যাস্ত্রে নিহত হইল। অসুর-দলন করিয়া সুরনাথ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র ঋষিগণ-সমীপে সেইরূপ সংপূজিত হইলেন। তখন ঋষিদের আনন্দের সীমা রহিল না। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, তৎপ্রদেশ নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে বলিলেন, হে কমললোচন! আমি কৃতার্থ হইলাম, তুমি গুরুবাক্য সফল করিলে, এই আশ্রম তোমার প্রভাবে প্রকৃত সিদ্ধাশ্রম হইল। এইরূপে রামগুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য গমন করিলেন। ১৯-২৬।

একত্রিংশ সর্গ[১]

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ এইরূপে রাক্ষস বিনাশ করিয়া প্রমোদিতমনে সেখানে নিশাতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, তাঁহারা আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া মহর্ষিগণ ও বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন করিলেন। প্রজ্বলিত বহ্নিতুল্য প্রদীপ্ত বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া মধুরভাষী ভ্রাতৃদ্বয় মধুর বাক্যে বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার দুই কিঙ্কর উপস্থিত, এক্ষণে আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।[২] তাঁহারা এইরূপ বলিলে,সকল ঋষিগণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কহিলেন। ১-৫

মিথিলাধিপতি জনক এক অদ্ভুত যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, আমরা তদ্দর্শনে সেখানে যাইব। হে রামচন্দ্র! তুমিও আমাদের সহিত সেই স্থানে যাইবে এবং সেখানে জনক রাজার অদ্ভুত ধনু-রত্ন সন্দর্শন করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে দেবগণ অমিতবলযুক্ত পরম উজ্জ্বল সেই প্রসিদ্ধ হরধনু সভামধ্যে যজ্ঞরক্ষার্থ জনক রাজাকে প্রদান করেন। মনুষ্যের কথা কি বলিব, উহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ পর্য্যন্ত জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয়েন না। ইহার শক্তির পরিমাণ জানিবার জন্য অনেকানেক পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ ও রাজপুত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই উহাতে গুণারোপণ করিতে পারেন নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই ধনু মিথিলাধিপতির ভবনে আছে, তুমি সেই শ্রেষ্ঠ ধনু এবং জনকরাজের মহৎ যজ্ঞ দেখিতে পাইবে। জনকরাজ ঐ দিব্য ধনু দেবতাদিগের নিকট হইতে যজ্ঞফলস্বরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৩] এখন উহা

৩। মূল সংস্কৃতে এই শ্লোকের আদ্যাক্ষর গায়ত্রীর দ্বিতীয় অক্ষররূপে এখানে গৃহীত হইয়াছে।

১। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে প্রসন্ন হইয়া ও দেবগণের প্রার্থনায় পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত ও নিজ তপস্তালব্ধ সকল অস্ত্র রামকে দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে জন্য সিদ্ধাশ্রমে রামকে আনয়ন করা, উহা সুসিদ্ধ হওয়ায় হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া রামের বিপুল যশোরাশি বিস্তার এবং সীতা-পরিণয়ার্থ মিথিলায় গমন এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

২। ভগবান্ যখনই ভক্তের প্রতি করুণা করেন, তখন তিনি নিজেই ভৃত্যের ন্যায় ভক্তের কাছে উপনীত হইয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, ভক্তকে ডাকিয়া নিজের কাছে নিয়া অনুগ্রহ করেন না, তাই রাম বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন, কিঙ্কর উপস্থিত, কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।

৩। মৈথিলরাজ নিজ যজ্ঞপ্রীত সকল দেবগণের নিকট যজ্ঞফল-স্বরূপ ঐ ধনুঃ প্রার্থনা করেন। প্রীত শিবাদি দেবগণ ঐ ধনু জনককে দান করেন, সেই ধনুই জনকগৃহে আছে। পদ্মপুরাণে আছে—"চাপং শম্ভোঃ প্রসাদজং" এবং কূর্ম্মপুরাণে আছে—

প্রীতশ্চ ভগবানীশস্ত্রিশূলী নীললোহিতঃ।
প্রদদৌ শত্রুনাশার্থং জনকায়াদ্ভুতং ধনুঃ॥

এই সকল কথা সুসঙ্গত হইল।

নৃপতিভবনে স্থাপিত থাকিয়া যজ্ঞের দেবতার ন্যায় গন্ধ, ধূপ ও অগুরু দ্বারা সংপূজিত হইতেছে। ৬-১৩

এই কথা বলিয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন, যাইবার সময় বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিলেন, বনদেবীগণ! আমি এক্ষণে সিদ্ধকাম হইয়া রাম-লক্ষ্মণ ও ঋষিদিগের সমভিব্যাহারে গঙ্গার উত্তরতীরে হিমালয়ে চলিলাম, তোমাদের মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। তখন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্যক শকটে অগ্নিহোত্র দ্রব্য লইয়া তদনুগমন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগপক্ষিগণও তাঁহার অনুগমন করিল। সেই ঋষিগণ অনুগামী মৃগপক্ষিগণকে গমনে নিষেধ করিলে তাহারা নিবৃত্ত হইল। ১৪-১৯

দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ দিনমণি অস্তগত হইলেন, মহর্ষিগণ দূরপথ গমন করিয়া শোণ নদীর তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত দেখিয়া হোমকার্য্য সমাধা করিলেন, তদনন্তর বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ সকলকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষির সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই ঋষিপ্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমৃদ্ধ-বন-শোভিত এ স্থানের নাম কি? আমি এই স্থানের সম্যক্ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। মহাতপা বিশ্বামিত্র রামবাক্যে সেই স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন। ২০-২৪

দ্বাত্রিংশ সর্গ

পূর্ব্বকালে মহাতপা সত্যসঙ্কল্প সজ্জনপ্রতিপালক ব্রহ্মার পুত্র, কুশ নামে এক জন ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি বৈদর্ভী নাম্নী মহিষীর গর্ভে আত্মসদৃশ পুত্রচতুষ্টয় উৎপাদন করেন। ইঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু। এক সময়ে তিনি ক্ষত্রধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে সত্যবাদী উৎসাহী ও দীপ্তিমান্ পুত্রদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজাপালন কর, সমগ্র ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে। তদনন্তর কুশের বাক্যানুসারে, লোকশ্রেষ্ঠ চারি জনে নগরসকল স্থাপিত করিলেন। কুশাম্ব কৌশাম্বী নগরী, কুশনাভ মহোদয়, অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্য ও বসু গিরিব্রজ নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই গিরিব্রজ নামক স্থান, পঞ্চ শৈলমধ্যে যাহা বিরাজিত ও শোণা নদী, বসুর আধিপত্যের নিদর্শন। শোণা নদীর অপর নাম মাগধী, ইহা পঞ্চ-শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই নদী মগধ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র-সকল বহু শস্যের জন্মস্থান। ১-১০

হে রাঘব! রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে অনুত্তম শত কন্যা উৎপাদিত করেন। ক্রমে তাহারা যৌবনশালিনী ও গুণবতী হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় উদ্যানমধ্যে বিহারে প্রবৃত্ত হয়। একদা তাহারা নৃত্যগীতবাদ্যাদিতে উল্লাসিত হইয়াছে, এমন সময়ে সমীরণ জলদাবৃত তারাবলীর ন্যায় তাহাদিগের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিলেন, ললনাগণ! আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা সকলে আমার ভার্য্যা হও, এবং এই মনুষ্যভাব পরিত্যাগ কর, দীর্ঘায়ু লাভ করিবে।[১] বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সংসর্গে অক্ষয় যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অমরপত্নীরূপে অবস্থিতি করিতে থাক। অপ্রতিহতকর্ম্মা বায়ুর

১। আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলে, মানবী হইয়াও দেবপত্নী হইতে পারিবে। যদি বল, দেবতার সহিত মানুষীর সম্বন্ধ অনুচিত, তদুত্তরে মানুষভাব ত্যাগ ক'রে অর্থাৎ আমাকে অঙ্গীকার করিবার সঙ্গেই বিলক্ষণশক্তির আবির্ভাব হইয়া মানুষভাব পরিত্যক্ত ও দিব্য প্রভাব লাভ হইবে, উহার ফলস্বরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিবে।

বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই শত কন্যা হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল। ১১-১৮

হে সমীরণ! আপনি সকল জীবের অন্তরে অবস্থিতি করেন, আমরা আপনার প্রভাবও সম্যক্ অবগত আছি, অতএব বিবাহ-প্রার্থনা জানাইয়া আমাদিগকে অবমানিত করিলেন কেন? হে প্রভঞ্জন! আমরা কুশনাভ নৃপতির কন্যা, মনে করিলে আপনাকে স্থান-চ্যুত করিতে পারি, কিন্তু তপস্যাক্ষয় হইবে বলিয়া তাহাতে সমর্থ হইতেছি না। আমরা সত্যবাদী পিতাকে অবমানিত করিয়া স্বয়ম্বরা হইব, আমাদের ভাগ্যে এরূপ সময় যেন না ঘটে। পিতা আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদের স্বামী হইবেন। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পবন কুপিত হইলেন এবং তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবেশ-পূর্ব্বক মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন। কন্যাগণ এই প্রকারে কুব্জভাবাপন্ন হইয়া আপনাদের ভবনে প্রবেশ করিল এবং সলজ্জভাবে সজললোচনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। দুহিতাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া নৃপতি কুশনাভ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এ অবস্থার কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছে; কে তোমাদিগকে কুব্জ করিয়া দিয়াছে? তোমাদের এরূপ দীনভাবাপন্ন হইবার কারণ কি? কুশনাভ এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কারণ জানিবার জন্য অবহিত হইলেন। ১৯-২৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

কন্যাগণ পিতার এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া তদীয় চরণবন্দন-পূর্ব্বক কহিল, পিতঃ! সর্ব্বব্যাপী বায়ু কুপথাবলম্বন-পূর্ব্বক আমাদিগকে অবমানিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ধর্ম্মের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। আমরা তাহার দুরভিপ্রায় জানিতে পারিলে কহিয়াছিলাম, আমাদের পিতা বর্ত্তমান, আমরা তাঁহার অধীন, তোমার অভিপ্রায় পিতৃদেবের গোচর কর, তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। সেই পাপাশয় আমাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই, প্রত্যুত আমাদিগকে বিকৃতাঙ্গ করিয়াছে। তেজস্বী নৃপতি কন্যাদিগের মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বায়ুর প্রতি একমতাবলম্বী হইয়া যে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে আমার কুলগৌরব রক্ষা পাইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই পক্ষে ক্ষমাই ভূষণ, ক্ষমা অতিশয় প্রশংসার বিষয়, বিশেষতঃ দেবগণের প্রতি বাসনাত্যাগ অতিশয় দুষ্কর কার্য্য। তোমরা স্বেচ্ছাচারিণী না হইয়া বায়ুর প্রতি যে ক্ষমাভাব দেখাইয়াছ, তাহা সবিশেষ প্রশংসার বিষয়; বাস্তবিক ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য ও ক্ষমাই যজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ক্ষমাই যশ এবং ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমার উপর এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কন্যাদিগকে এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্র-বিক্রম নৃপতি, দেশ, কাল ও শাস্ত্রানুসারে অনুরূপ পাত্রের সহিত তাহাদের বিবাহের জন্য মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ১-১০

এই সময়ে চূলীনামক ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মযোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। সোমদা নাম্নী ঊর্ম্মিলা-কন্যা তাঁহার উপাসনা করিতে থাকে। সে প্রণত ও সেবা-পরায়ণ হইলে ঋষি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। হে রঘুনন্দন! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর, ব্রহ্মচারী কহিলেন, হে সোমদে! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব বল। গন্ধর্ব্বকন্যা ঋষির প্রসন্নভাব দর্শনে তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিল, আপনি মহাতপা, ব্রহ্ম-শ্রী-সম্পন্ন ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, আপনার অনুকম্পায় স্বাধ্যায়-সম্পন্ন এক পুত্র পাইতে আমার আকিঞ্চন। আমি অদ্যাবধি কাহাকেও পতিত্বে বরণ করি নাই। আমি তপোমহিমায় আপনার শরণাগত; অতএব যাহাতে

আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়,[১] সে পক্ষে কৃপাপ্রকাশ করুন। ১১-১৭

ব্রহ্মর্ষি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদত্ত নামক এক মানস পুত্র প্রদান করিলেন। অমরেন্দ্র যেরূপ অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্য নগর স্থাপিত করেন। নৃপতি কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তের সহিত কন্যাশতের সম্প্রদান অবধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া প্রসন্নমনে তাঁহার হস্তে কন্যাশত সম্প্রদান করিলেন। দেবপতির ন্যায় ব্রহ্মদত্ত যথাবিধি কন্যাগুলির পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার করস্পর্শে কন্যাগুলির কুব্জভাব বিদূরিত হইল, তখন তাহারা পরম সুন্দরীর রূপ ধারণ করিল। মহীপতি কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ুর হস্ত হইতে উন্মুক্ত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। নৃপতি উদ্বাহকার্য্য সমাপনান্তে ব্রহ্মদত্তকে পরিবারদিগের সহিত কাম্পিল্য নগরে পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার সময় উপাধ্যায়গণও অনুবর্ত্তী হইলেন। তখন সোমদা, পুত্র ব্রহ্মদত্তের[২] অনুরূপ পত্নী লাভ হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বধূগণের অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক বারংবার কুশনাভের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১৮-২৬

১। আমি এ পর্য্যন্ত যেমন বিবাহিতা হই নাই, অতঃপরও বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করি না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে থাকিব, ইহাই সোমদার অভিপ্রায়, ব্রহ্মচারিণীর পুত্রলাভ কিরূপে হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সোমদা বলিয়াছে, আমি কিঙ্করী, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় উপায় দ্বারা পুত্র দান করুন, অর্থাৎ সনকাদি যেমন ব্রহ্মার মানসপুত্র, সেইরূপ মানসপুত্র দান করুন, ইহাই সোমদার অভিপ্রায়।

২। হরিবংশে ২০শাধ্যায়ে কাম্পিল্যরাজ এক ব্রহ্মদত্তের কথা আছে। তিনি ভীষ্মের পিতামহ প্রতীপরাজার সমসাময়িক, তিনি শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে অনুহরাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যোগবলে যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মদত্ত হইতে হরিবংশোক্ত ব্রহ্মদত্ত ভিন্ন ব্যক্তি।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

হে রাঘব! ব্রহ্মদত্তের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে অপুত্রক মহারাজ কুশনাভ পুত্রলাভার্থ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তখন উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মার পুত্র কুশ কুশনাভকে কহিলেন, গাধি নামে তোমার এক ধার্ম্মিক পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে, বাস্তবিক, তাহা হইতে ইহলোকে তোমার স্থায়ী কীর্ত্তিলাভ ঘটিবে। তিনি কুশনাভকে এই কথা বলিয়া আকাশপথ-সমাশ্রয়-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পর, নৃপতি কুশনাভের পরম ধার্ম্মিক গাধি নামক এক পুত্র প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনিই আমার পিতা, হে রঘুনন্দন! আমি কুশবংশসম্ভূত বলিয়া কৌশিক নামে পরিচিত। সত্যবতী নাম্নী আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, মহর্ষি ঋচীকের সহিত তাঁহার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। আমার ভগিনী পতির অনুগামিনী হইয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন, তিনি এক্ষণে নদীরূপ ধারণ করিয়াছেন। আমার ভগিনী লোকের হিতের জন্য নদীরূপে অবস্থিত; ঐ নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র; হিমগিরি হইতে উহার উৎপত্তি। হে রঘুনন্দন! আমি ভগিনীর প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত হিমাচল-পার্শ্বে অবস্থান করি। কৌশিকী সত্যবতী, অতি-পুণ্যবতী, সত্য ও ধর্ম্মে সবিশেষ অনুরক্তা, তিনি প্রকৃতপতিব্রতা শ্রেষ্ঠা নদী হইয়াছেন। আমি কেবল যজ্ঞ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রভাবে সিদ্ধ হইলাম। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকটে আমার উৎপত্তি ও নিজ-বংশ-পরিচয় প্রদান করিলাম, তুমি আমাকে যে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহাও বলিয়াছি। ১-১৩

হে কাকুৎস্থ! কথাপ্রসঙ্গে অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, অতএব নিদ্রিত হও; পথ-পর্য্যটনে

আমাদের বিঘ্ন যেন না হয়। দেখ, এ সময়ে তরুগণ নিস্পন্দ, মৃগপক্ষিগণ নিলীন, এমন কি, ঘোর নৈশ অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধপ্রহর অবসানপ্রায়, গগনমণ্ডল চক্ষুর ন্যায় নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ, ক্রমশঃ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিতে দিক্‌সকল প্রভাসিত। এ দিকে শীতাংশু স্বকীয় অংশু-বিতরণে লোকের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া তিমির সংহার পূর্ব্বক উদিত হইতেছেন। মাংসভুক্ যক্ষরাক্ষস এবং অন্যান্য নিশাচর জন্তু সকল বিচরণ করিতেছে। ১৪-১৮

মহামুনি এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন; অন্যান্য ঋষিগণ সাধুবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন। তাঁহারা তখন কহিলেন, কুশিক-বংশ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই প্রকৃত মহাত্মা ও ব্রহ্মতুল্য। বিশেষতঃ আপনি এ বংশে এক জন প্রকৃত মহাযশা ও ব্রহ্মস্বরূপ; আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলের ঔজ্জ্বল্যবিধানে ত্রুটি করেন নাই। ঋষিদিগের মুখে এরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে করিতে অস্তগত অংশুমানের ন্যায় বিশ্বামিত্রের নিদ্রাসঞ্চার হইল। তখন লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক মহর্ষির স্তুতিবাদ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। ১৯-২৩

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, ঋষিদিগের সহিত শোণ-নদীর তীরপ্রদেশে নিশা অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে রামকে কহিলেন, হে রাম! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত, অতএব শয্যা পরিত্যাগ কর এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি ঋষিবাক্যে পূর্ব্বাহ্লিক কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে, তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, এই শোণ অগাধ-স্বচ্ছ-সলিল-সম্পন্ন ও পুলিনবিমণ্ডিত, অতএব কোন্ পথ দিয়া আমরা গমন করিব? তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, মুনিগণ যে পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পথই দেখাইয়া দিতেছি। এইরূপে তাঁহারা দিবসার্দ্ধ পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন; সম্মুখে মুনিজনসেবিত পবিত্র গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, জাহ্নবীসলিল অতিশয় নির্ম্মল, উহাতে হংস-সারসগণ ক্রীড়া করিতেছে; দর্শনমাত্রে সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে গঙ্গাতীরে অবস্থান পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান ও পিতৃতর্পণ সমাধা করিলেন। তদনন্তর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া অমৃত-তুল্য হুতাবশিষ্ট ঘৃত প্রাশন পূর্ব্বক প্রসন্নান্তঃকরণে বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কিরূপে ত্রৈলোক্য আক্রমণ পূর্ব্বক সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন, সেই কথা আমাকে বলুন।১-১১

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামপ্রশ্নানুসারে তাঁহাকে গঙ্গার উৎপত্তি ও তাঁহার বৃদ্ধির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাম! ধাতুর আকর হিমালয় নামে এক মহাপর্ব্বত আছেন। তাঁহার দুইটি অলোকসামান্য রূপবতী কন্যা আছেন। মেনা ইঁহাদের উভয়ের জননী, ইনি সুমেরুর কন্যা এবং হিমালয়ের প্রিয়পত্নী। হে রাঘব! মেনার উভয় কন্যার মধ্যে গঙ্গা জ্যেষ্ঠা ও উমা কনিষ্ঠা। দেবগণ আত্ম-কার্য্য-সিদ্ধির জন্য জ্যেষ্ঠা গঙ্গাকে হিমাচলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও লোকপাবনী গঙ্গাকে ত্রৈলোক্যবাসীর হিতের নিমিত্ত সুরগণের হস্তে সম্প্রদান করেন। ত্রিলোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবগণ, গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করেন।[১] অপর কন্যা

১। তারকাসুরের ভয়ে ভীত ত্রিলোককে রক্ষা করিতে পারে, এইরূপ পুত্রের প্রাপ্তির জন্য দেবগণ গঙ্গাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মশাপে গঙ্গা জলরূপতা লাভ করেন, ইহা আদি বামন-পুরাণের কথা। এই স্থলে আদি বামনপুরাণের কথানুসারেই প্রায় সকল কথা বর্ণিত

দুষ্কর ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। হিমালয় ত্রিলোকপূজিতা যোগশালিনী দুহিতাকে যোগীশ্বর শান্তমূর্ত্তি শিবের করে সম্প্রদান করেন। হে রাঘব! তোমার নিকটে শৈলরাজপুত্রী জাহ্নবী ও উমার পরিচয় দিলাম। হে রামচন্দ্র! যেরূপে ত্রিপথগামিনী কলুষনাশিনী সুরনদী গঙ্গা প্রথমে আকাশে, পরে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। ১২-২২

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

মুনিবর এই কথা বলিলে, রামলক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি ধর্ম্মযুক্ত উত্তম কথাই বলিয়াছেন, শৈলরাজসুতা গঙ্গার বিষয় আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য গঙ্গার দিব্য ও মানুষ সম্ভব ঘটিয়াছিল? সেই লোকপাবনী কি কারণেই বা ত্রিলোকে প্রবাহিতা হইয়াছেন? কি কর্ম্ম করিয়া গঙ্গার ত্রিপথগামিনী নাম হয় এবং তাঁহার কার্য্যই বা কি? মহর্ষিকে এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঋষিদিগের সমক্ষে গঙ্গার আমূলবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ নীলকণ্ঠ উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া, দেবী পার্ব্বতীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে বিহার-ব্যাপারে শতবর্ষ অতীত হইল, কিন্তু তাঁহার পুত্রোৎপাদন ঘটিল না। তখন সকল দেবতাগণ একত্র হইয়া পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি শিবশিবানী-সংযোগে সন্তান উৎপত্তি হয়, কে সেই তেজ সহ্য করিবে? তদনন্তর তাঁহারা শিবের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন। ১-৮

হে দেবদেব মহাদেব! আপনি লোকহিতে রত, দেবগণ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন, অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। হে সুরোত্তম! এই ত্রিলোক-মণ্ডল আপনার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেবী শঙ্করীর সহিত তপশ্চর্য্যা করুন। আপনি ত্রিলোকের হিতের জন্য আত্ম-শরীরে ঐ তেজ রক্ষা করুন। এইরূপ করিলেই সকল লোক রক্ষা পাইবে। আপনি সর্ব্বলোক বিনাশ করিবেন না।[১] দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবাদিদেব তথাস্তু বলিয়া তদ্বাক্যে উত্তর করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে অমরগণ! আমি আমার স্বীয় প্রভাবে উমার সহিত তেজ ধারণ করিব; পৃথিবী শান্তি প্রাপ্ত হউন। কিন্তু যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে, কে উহা ধারণ করিবে? তখন দেবগণ কহিলেন, আপনার যে তেজ ক্ষুভিত হইয়াছে, পৃথিবী তাহা ধারণ করিবেন। অনন্তর বৃষভধ্বজ তেজ উন্মোচন করিলেন, দেখিতে দেখিতে

হইয়াছে। সেই আখ্যায়িকা এইরূপ—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুটিলা নামে হিমালয়কন্যা ছিলেন। দেবগণ শিববীর্য্য ধারণের জন্য ঐ কন্যা হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া লাভ করেন। পরে ব্রহ্মলোকে উহাকে লইয়া গিয়া ব্রহ্মার নিকটে অর্পণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, এই কন্যা শিববীর্য্য ধারণে অসমর্থা। কন্যা বলিল, আমি অবশ্য ধারণ করিতে পারিব। তখন ব্রহ্মার বাক্য অবহেলা করার অপরাধে তিনি উহাকে জলরূপা হও বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তখন ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে জলরূপে কুটিলা অবস্থান করেন, সেই জলমধ্যে অগ্নি শিববীর্য্য নিক্ষেপ করেন।

বামনাবতারে বিষ্ণুপদ বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিলে কুটিলা বিষ্ণুপাদ-সংলগ্ন হইয়া তৎপ্রান্তদেশ হইতে পতিত হয়েন এবং বিষ্ণুপদী নাম লাভ করেন। এই জল ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে রাখিয়াছিলেন।

শঙ্কর-সংহিতায় আছে—গৌরী বিবাহের পর শিবের নেত্রদ্বয় হস্ত দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে আচ্ছাদন করিলে ভগবান্ শিব, ললাট হইতে তৃতীয় বহ্নিনেত্র প্রকাশিত করেন, তদ্দর্শনে ভীতা গৌরীর হস্ত ঘর্ম্মজলে পরিপ্লুত হয় এবং সেই জল ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলুতে ধারণ করেন।

১। এস্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে, রুদ্রদেব তেজ ধারণ করিলে তাহাতে লোকরক্ষা কিরূপে হইবে? উত্তর শ্রুতিতে আছে, "যদেতৎ পুরুষে রেতো ভবতি তদাদিত্যস্য রূপং" অতএব রুদ্রের রেতোরূপ তেজই আদিত্যমণ্ডল, উহার নাশে জগতের নাশ এবং তাহার রক্ষায় জগৎ রক্ষিত হয়।

উহা শৈলকাননসহিত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ৯-১৬

তখন সুরগণ হুতাশনকে[২] পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি আমাদের নিয়োগে বায়ুর সহিত ঐ রৌদ্র তেজে প্রবিষ্ট হও। অগ্নি দেবগণের বাক্যানুসারে রৌদ্র তেজে প্রবেশ করিলে সূর্য্যাগ্নিতুল্য ঐ তেজ শ্বেতগিরি ও দিব্য শরবনে পরিণত হইল। উহাতেই কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়। তখন দেবতা ও ঋষিগণ উমা-মহেশ্বরের পূজা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শৈলরাজপুত্রী দেবগণের উদ্দেশে রোষারক্তনেত্রে এই কথা বলিলেন, হে অমরগণ! আমি পুত্রকামনায় স্বামিসহিত সংযুক্ত ছিলাম, তোমরা তাহার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছ; অতএব তোমাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলাম, অদ্য হইতে তোমরা আপনাদের স্ত্রীতে সন্তান উৎপত্তি করিতে পারিবে না, অদ্য হইতে তোমাদের রমণীরা অপুত্রক হইবে। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পৃথিবীর প্রতি এই শাপ দিলেন যে, হে পৃথিব! এখন হইতে তুমি অনেকরূপিণী ও অনেকের ভোগ্যা হইবে। তুমি যখন আমার পুত্র-প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছ, তখন তুমি আমার ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া (অর্থাৎ মদীয় শাপে) পুত্র-প্রীতি প্রাপ্ত হইবে না[৩]। অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি দেবগণকে অতিশয় প্রপীড়িত দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহেশ্বর সেখানে গিয়া হিমাচলের উত্তরভাগে হিমবৎ-প্রভব নামক শিখর-দেশ আশ্রয় করিয়া, মহেশ্বরীর সহিত তপস্যার্থ মনঃসংযোগ করিলেন। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকটে শৈলসুতা উমার কথা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তুমি আমার নিকট হইতে লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গার উৎপত্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১৭-২৭

২। অগ্নি পৃথিবীর অধিপতি বলিয়া দেবগণ অগ্নিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

৩। বরাহরূপী নারায়ণ হইতে উৎপন্ন নরকাসুর কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইবে, সুতরাং পুত্রের আনন্দভোগে বঞ্চিত হইবে।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

পার্ব্বতীর সহিত পশুপতি তপস্যানিরত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ সেনাপতি-প্রাপ্তির অভিলাষে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। হে রামচন্দ্র! তাঁহারা উপস্থিত হইয়াই প্রজাপতি-চরণে প্রণতি পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে দেব! আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার জন্ম ঘটে নাই; তাঁহার পিতা এক্ষণে উমার সহিত তপস্যা করিতেছেন। অতএব লোকের মঙ্গলের জন্য যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। আপনি বিধান-বিৎ এবং আমাদের পরম গতি। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা-প্রদান পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, হে সুরগণ! শৈলসুতা তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবার নহে; তোমাদের স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই নিরপত্য হইবে। এই যে আকাশ-গঙ্গা দেখিতেছ, উঁহার গর্ভে হুতাশনের তেজে দেবসেনাপতির উৎপত্তি ঘটিবে। জ্যেষ্ঠা পর্ব্বতকন্যা, তিনি ঐ পুত্রকে কনিষ্ঠা উমার গর্ভজাত পুত্র বলিয়া মনে করিবেন এবং উমাও তাঁহার প্রতি অনাদর করিবেন না। হে রঘুনন্দন! পিতামহের কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণ কৃতার্থ হইলেন এবং সকলে তাঁহাকে প্রণতি ও পূজা করিলেন। ১-৯

তদনন্তর তাঁহারা কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিয়া অগ্নিকে পুত্রার্থে নিয়োগ করিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে অগ্নে! তুমি দেবগণের অভীপ্সিত এই কার্য্য সাধন কর; শৈলনন্দিনী গঙ্গাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর। বহ্নি দেবতাগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবকার্য্যের জন্য গর্ভধারণ করিতে বলিলেন। জাহ্নবী, অগ্নিবাক্যে দিব্যাঙ্গনার রূপ ধারণ করিলেন, তখন বৈশ্বানর সেই রূপ-সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর অগ্নি, শিবতেজ

গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিলেন, তেজঃপ্রভাবে জাহ্নবীর সকল স্রোতঃ পূর্ণ হইয়া গেল। সে সময়ে সুরধুনী বহ্নিতেজে দগ্ধপ্রায় ও অতি দুঃখিতচিত্তা হইয়া বহ্নিকে কহিলেন, আমি তোমার অত্যুগ্র তেজোধারণে নিতান্ত অশক্তা হইয়াছি। তখন সর্ব্বদেবময় অগ্নি, গঙ্গাকে কহিলেন, তুমি এই হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এই গর্ভ পরিত্যাগ কর। গঙ্গা তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দীপ্তিমান্ তেজ পরিত্যাগ করিলেন; উহা স্রোতোমধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে তপ্ত-কাঞ্চনপ্রভা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ তেজঃ-প্রভাবে নিকটস্থ ও দূরস্থ পার্থিব পদার্থসকল স্বর্ণ ও রৌপ্যরূপে পরিগণিত হইল, উহার তীক্ষ্ণতায় অভ্র ও লৌহের উৎপত্তি হইল।[১] এইরূপে গর্ভমল হইতে সীসকের উৎপত্তি; গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার তেজে পার্ব্বত্য-প্রদেশ সুবর্ণময় হইল। হে রাঘব! জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সুবর্ণ জাতরূপ নামে খ্যাত হইল। যাহা হউক, পাশুপত তেজে একটি পুত্রোৎপত্তি হইল। ১০-২২

ইন্দ্রাদি সুরগণ, ঐ শিশুর স্তন্যপানের জন্য কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণকে নিয়োগ করিলেন। তাঁহারা 'এইটি আমাদিগের পুত্র হইবে' এইরূপ দেবগণের সহিত নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে স্তন্য দিতে লাগিলেন। তখন দেবতাগণ কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবেন। তাঁহারা দেবগণের বচনানু-সারে গর্ভক্লেদমধ্যে পতিত অগ্নিতুল্য দীপ্যমান কুমারের স্নানকার্য্য সমাপন করিলেন। গঙ্গার গর্ভ-বিনিঃসৃত বলিয়া কুমারের স্কন্দ এই নামান্তর হইল। তদনন্তর কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণের স্তনে স্তন্যসঞ্চার হইল। কুমার ছয় মুখে ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তনদুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। এই কার্ত্তিকেয় সুকুমারকলেবর হইলেও স্বকীয় কার্য্য-প্রভাবে দানবদিগকে নির্ম্মূলিত করিয়াছিলেন। অমরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকেই দেব-সেনানী-পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকটে গঙ্গার সবিস্তার বৃত্তান্ত ও কার্ত্তিকেয়ের পবিত্র জন্ম-কথা বর্ণন করিলাম। হে রাঘব! যে মানব কার্ত্তিকেয়ের প্রতি ভক্তি করে, সে আয়ুষ্মান্ হইয়া পুত্রপৌত্রাদি-সমেত স্কন্দের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩-৩২

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে মধুরবচনে কহিলেন, পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরীতে সগর নামে এক ধর্ম্মাত্মা নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজা-কামী হইলেও তাঁহার প্রজা অর্থাৎ পুত্রের উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহার দুই মহিষী ছিল, জ্যেষ্ঠা বিদর্ভ-রাজকন্যা—নাম কেশিনী, ইনি যেরূপ ধর্ম্মিষ্ঠা, সেইরূপ সত্যবাদিনী ছিলেন। দ্বিতীয়া মহিষীর নাম সুমতি, ইনি অরিষ্টনেমিকশ্যপের কন্যা এবং সুপর্ণ গরুড়ের ভগিনী। ভূমিপতি সগর, পত্নীদ্বয়ের সহিত পুত্র-প্রাপ্তির উদ্দেশে হিমালয়ে গমন করিয়া ভৃগু-প্রস্রবণ[১] নামক স্থানে তপস্যা করিতে থাকেন। এইরূপে শত বর্ষ পূর্ণ হইলে মহাত্মা ভৃগু তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন, 'হে রাজন্! তোমার অনেক পুত্রলাভ হইবে, তুমি লোকসমাজে অনুপম কীর্ত্তি লাভ করিবে। হে পুরুষপুঙ্গব! তোমার একটি মহিষী এক পুত্র প্রসব করিবেন, অপরটির গর্ভে ষষ্টিসহস্র সন্তান প্রাদুর্ভূত হইবে'। নরশ্রেষ্ঠ ভৃগু এইরূপ কহিলে তাঁহার প্রসন্নভাব জন্মাইয়া প্রীতিপূর্ণমনে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে রাজ-পত্নীদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার

১। বিশুদ্ধ শৈবতেজঃস্পর্শে স্বর্ণ, গন্ধে রৌপ্য, তীক্ষ্ণতায় লৌহ, অভ্রাদি, মলে সীসক—এইরূপ নানা ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছিল।

১। ভৃগু ঋষি যে প্রস্রবণকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেন, উহার নাম ভৃগু প্রস্রবণ।

উক্তি সত্য হউক, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কাহার গর্ভে একটি পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে ? এবং কে ষষ্টি-সহস্র-সন্তান-প্রসবিনী হইবেন ? ১-১০

মহিষীদিগের এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পরায়ণ ভৃগু কহিলেন, এ বিষয়ে তোমাদের ইচ্ছানুসারেই হইবে। একটি পুত্র বংশধর হইবে, অপর বহু-পুত্র মহারণসম্পন্ন, কীর্ত্তিমান্ ও পরমোৎসাহী হইবে, তোমরা ইহার মধ্যে কে কোন্‌টিকে প্রার্থনা কর ?

হে রঘুনন্দন! মুনির বাক্যানুসারে রাজার নিকট কেশিনী বংশধর পুত্র কামনা করিলেন। সুমতি পরমোৎসাহী কীর্ত্তিমান্ বলবান্ ষষ্টিসহস্র সন্তান প্রার্থনা করিলেন। তখন নৃপতি মুনিবরের চরণে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পর জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী একটি পুত্র প্রসব করিলেন, ইনি অসমঞ্জ নামে খ্যাত। হে নরশ্রেষ্ঠ! সুমতি উপযুক্ত সময়ে তুম্বফলাকৃতি একটা গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন, উহা ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র সন্তান প্রাদুর্ভূত হয়। ধাত্রী উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে রক্ষা করিয়া বৰ্দ্ধিত করিতে লাগিল; কিছুকাল গত হইলে তাহারা যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল। ১১-১৮

অনন্তর দীর্ঘকালের পর সগরের এই ষষ্টিসহস্র সন্তান রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়া উঠিল। সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ পুরবাসী বালকগণকে লইয়া সরযূজলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাদিগকে মগ্নপ্রায় দেখিয়া হাস্য করিতে থাকিত; এইরূপে অসমঞ্জ পাপাচার-পরায়ণ ও সজ্জনদ্রোহী হইয়া উঠিল। পিতা সগর তাহাকে পৌরদিগের অনিষ্টকারক জানিয়া নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। অসমঞ্জের[২] পুত্র মহাতেজা অংশুমান্। ইনি যেমন সর্ব্বলোকের প্রিয়, তেমনই প্রিয়ম্বদ ছিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পর সগর নৃপতির যজ্ঞ করিবার বাসনা হয়, তিনি কৃতসংকল্প হইয়া উপাধ্যায়গণের সহিত মিলিত হইলেন এবং যজ্ঞার্থে আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৯-২৪

২। মূলে অসমঞ্জস্, ও অসমঞ্জ, এই উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় অকারান্ত অসমঞ্জ শব্দ, এবং সকারান্ত অসমঞ্জ শব্দ আছে বুঝিতে হইবে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

রামচন্দ্র, প্রদীপ্ত বহ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া কথাবসানে তাঁহাকে কহিলেন, কিরূপে আমার পূর্ব্বপুরুষ সগররাজ যজ্ঞায়োজন করিয়াছিলেন, সেই কথা আমি সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক। তখন রঘুপতির বাক্যে মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র কৌতূহলপূর্ণ ও প্রসন্নবদন[১] হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে রাম! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বিবরণ বিস্তার-পূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে পুরুষোত্তম! শিবের শ্বশুর হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বত—ইহার মধ্যে কোন নিরোধক পর্ব্বত না থাকায় পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করে।[২] ঐ হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে মহারাজ সগরের যজ্ঞ-কার্য্য হইয়াছিল। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই স্থান যজ্ঞ-কার্য্যের পক্ষে প্রশস্ত। মহারথ মহাবীর অংশুমান্ সগরের আদেশে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন করেন। এই অবসরে অমরেন্দ্র রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ব্বদিনে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করেন। তখন উপাধ্যায়গণ পর্ব্বদিবসে এই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম দ্রুত অপহৃত হইয়াছে, এই কথা নৃপতির নিকটে সত্বর নিবেদন করেন। সে সময়ে সকলেই একবাক্যে 'অশ্বাপহারকের প্রাণ

১। নিজের পূর্ব্বপুরুষগণের কথা শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত রাম প্রশ্ন করিলে, সাধারণ লোকবৎ রামেরও নিজ বংশপ্রীতি দর্শনে বিশ্বামিত্র যেন একটু হাসিয়াছিলেন, মূলে প্রহসন্নিব আছে, টীকাকারগণ "প্রসন্নবদন" 'বিকশিতবদন' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

২। উভয়েই মহাপর্ব্বত এবং অতিশয় উন্নত বলিয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে পারেন। এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে, আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্য হিমালয়োঃ"।

সংহার পূর্ব্বক শীঘ্র অশ্বকে আনয়ন করা হউক, আমাদের সকলের অমঙ্গলের নিমিত্ত যজ্ঞ-কার্য্যে ছিদ্র ঘটিয়াছে' এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ১-১১

উপাধ্যায়দিগের কথাক্রমে নৃপতি সগর ষষ্টিসহস্র সন্তানদিগকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ! মন্ত্র-পূত মহাভাগ ঋষিগণ এই যজ্ঞ করিতেছেন, এই স্থানে রাক্ষসগণের আগমনের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না; অতএব তোমরা যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সকলে সমুদ্রশালিনী বসুন্ধরা ভ্রমণ কর; ক্রমে ক্রমে এক যোজন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কর। আমার আজ্ঞাক্রমে যে কাল পর্য্যন্ত সেই অশ্বাপহর্ত্তার অনুসন্ধান না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই ক্ষৌণী খনন করিতে থাক। আমি যজ্ঞ-দীক্ষিত হইয়া পৌত্র ও উপাধ্যায়গণের সহিত অশ্ব-সন্দর্শন-প্রতীক্ষায় এই স্থানে রহিলাম। ১২-১৬

পিতৃবচন-ক্রমে মহাবলবান্ সেই সকল পুত্রগণ হৃষ্টমনে অশ্বান্বেষণে মহীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যেকে বজ্রবৎ কঠিন ভুজ দ্বারা ক্রমে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত ভূমি খনন করিয়া ফেলিল। তখন বসুন্ধরা অশনিসদৃশ শূল ও নিদারুণ হল দ্বারা বিভিদ্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বধ্যমান নাগ, নিশাচর, অসুর ও অন্যান্য ভূচরদিগের করুণস্বরে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাম! তাহারা রসাতলে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত এইরূপে ধরণী ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র যোজন খনন করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতসঙ্কুল সগর-সন্তানেরা সমগ্র জম্বুদ্বীপ খনন করিয়া চতুর্দ্দিকে অশ্বান্বেষণ করিতে লাগিল। তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগ সকলেই চকিতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষণ্নবদনে কহিলেন, হে ভগবন্! দুরাচার সগর-সন্তানেরা নিখিল ভূমণ্ডল খনন করিতেছে, এইরূপে নানাবিধ জল-জন্তুর, এমন কি, সিদ্ধাদিরও প্রাণসংহার করি-তেছে। 'এই ব্যক্তি যজ্ঞদ্বেষী, ইহা দ্বারা অশ্বাপহরণ ঘটিয়াছে,' এই মনে করিয়া তাহারা সকল প্রাণীরই প্রতিহিংসা করিতেছে। ১৭-২৬

চত্বারিংশ সর্গ

ভগবান্ কমলাসন সুরগণের কথা আকর্ণন ও তদ্বিষয় চিন্তন করিয়া নিখিলপ্রাণিসংহারক-সগর-সন্তানভীত ও বিমোহিত দেবগণকে কহিলেন, এই বসুন্ধরা মাধবের মহিষী, তিনি ইহার একমাত্র অধি-পতি। তিনিই কপিল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতত পৃথি-বীকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার কোপানলে সেই সকল দুর্ব্বৃত্তগণ দগ্ধীভূত হইবে। মেদিনীবিদারণ ও সগর-সন্তানগণের নিধন ইহা দূরদর্শিগণ প্রতি কল্পেই দেখিয়াছেন; সুতরাং তোমাদের কোন শোকের কারণ নাই। পিতামহবাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাগণ প্রফুল্লমনে আপনাপন স্থানে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে পৃথিবী-খনন-কালে সগর-সন্তানদিগের যে কোলা-হল উঠিয়াছিল, সমগ্র ধরা বিদারণ পূর্ব্বক আর সে কোলাহল রহিল না। তখন তাহারা নিরুৎসাহমনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সগরসন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল;—আমরা নিখিল ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়াছি; দেব, দানব, রাক্ষস ও পিশাচাদির প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞীয় অশ্ব বা উহার অপহর্ত্তার অনুসন্ধান পাই নাই; এক্ষণে আমাদিগের প্রতি কি অনুমতি হয়, বিবেচনা করিয়া বলুন। তাহাদের বাক্যে সগর-রাজ রোষাবেশে কহিলেন, তোমরা আমার কথায় পুনর্ব্বার পৃথিবী ভেদ কর; জানিও, তোমাদিগকে

১। বেদে ও স্মৃতিশাস্ত্রে সাগর শব্দ থাকায় ঐ শব্দার্থতত্ত্বজ্ঞগণ এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই জানেন, এবং প্রতিকল্পেই এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং এ বিষয়ে শোক করা অনুচিত।

এবার অশ্বহর্ত্তার অনুসন্ধান লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াই আসিতে হইবে। ১-১১

পিতার আদেশে ষাট হাজার সগর-পুত্রগণ রসাতলে ধাবিত হইল। তাহারা খনন করিতে করিতে পর্ব্বতসন্নিভ বিরূপাক্ষ নামক একটি দিগ্‌গজ দেখিতে পাইল; এই হস্তী সশৈল সকানন ধরণীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যখন পর্ব্বকালে এই গজ ক্লান্ত হইয়া শিরশ্চালন করে, তখনই ভূকম্প হইয়া থাকে। তাহারা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর পূর্ব্ব-দিক্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-দিক্ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল, ঐ দিকেও ঐরূপ দিক্‌হস্তী দেখিতে পাইল। এই হস্তীর নাম মহাপদ্ম, দেখিতে পর্ব্বতা-কার, তাহার মস্তকে ধরার কিয়দংশ, তাহারা দর্শন-মাত্রে অতিশয় বিস্মিত হইল। তদনন্তর তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম-দিক্ ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিমদিকেও পর্ব্বতাকার সৌমন নামক দিগ্‌গজ দেখিতে পাইল। সগর-সন্তানেরা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও নিরাময় জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষৌণী খনন করিতে করিতে উত্তর-দিকে অগ্রসর হইল। ১২-২১

তথায় ভদ্রনামা সুন্দরদেহ এক মহা হস্তীকে ভূভার বহন করিতে দেখিল। তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারা বসুধাতল ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা সকল দিক্ খনন করিয়া শেষে উত্তরপূর্ব্বদিকে ঈশান-কোণে গমন পূর্ব্বক ক্রোধে পৃথিবী ভেদ করিতে লাগিল। তাহারা সেখানে সনাতন বাসুদেবকে কপিলমূর্ত্তিতে বিরাজমান দেখিল। তাঁহার অনতিদূরে যজ্ঞীয় অশ্বকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইয়া, হে রঘুরাজ! তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা তাঁহাকেই যজ্ঞদ্বেষ্টা অবধারণ করিয়া রোষকষায়িতলোচনে হল, খনিত্র, শিলা ও বৃক্ষাদি ধারণ পূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইল। বলিল, রে দুর্ব্বৃত্ত! তুই আমাদের যজ্ঞতুরঙ্গম অপহরণ করিয়াছিস্, জানিস্, আমরা সগরপুত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছি। হে রঘুনন্দন! কপিলরূপী হরি, তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, তার পর অমিতপ্রভাব কপিলদেব সেই ষাট হাজার সগর-সন্তানগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ২২-৩০

একচত্বারিংশ সর্গ

হে রঘুনন্দন! মহীপতি সগর যখন দেখিলেন, বহুদিন অতীত হইলেও পুত্রগণ প্রত্যাগত হইল না, তখন তিনি নিজতেজে দীপ্যমান পৌত্র অংশুমান্‌কে কহিলেন, হে বৎস! তুমি বীর, কৃতবিদ্য এবং পূর্ব্ব-রাজন্যগণের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, অতএব পিতৃব্যদিগের ও অশ্বহর্ত্তার অনুসন্ধান করিয়া আইস। ধরাগর্ভে যে সকল মহাবল জীব আছে, তাহাদের বধসাধনের জন্য ধনুর্ব্বাণ ও অসি গ্রহণ কর। তুমি নমস্যদিগকে নমস্কার ও বিঘ্নকারীদিগকে বিনাশ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর। অধিক কি বলিব, তুমিই আমার যজ্ঞ পূর্ণ করিবার প্রধান সহায়। এই কথা বলিলে, অংশুমান্ ধনু ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে গমন করিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা সগর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অংশুমান্ পথে যাইতে যাইতে ভূগর্ভমধ্যে পিতৃব্যগণের নির্ম্মিত এক পথ দেখিতে পাইলেন। ঐ পথাবলম্বী হইয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, মধ্যে মধ্যে এক একটি দিগ্‌গজ দণ্ডায়মান, দেবদানবগণ উহাদিগকে পূজা করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পিতৃব্যগণের সহিত যজ্ঞীয় অশ্বের কথা জানাইলেন। তাহারা কহিল, হে অসমঞ্জ-নন্দন! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া ঐ অশ্ব সমভিব্যাহারে শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইবে। ঐ কথা সকল দিক্‌হস্তিগণকে ঐরূপ যথারীতিতে জিজ্ঞাসা করা হইল। তাহারাও পূর্ব্ববৎ অংশুমান্ কর্ত্তৃক

জিজ্ঞাসিত হইয়া 'তুমি অশ্বসহ ফিরিয়া আসিবে' এই কথা বলিয়াছিল। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সগরপুত্র পিতৃব্যগণ যেখানে ভস্মরাশিরূপে নিপতিত আছেন, তিনি সেইখানে উপস্থিত হইলেন। ১-১২

অংশুমান্ পিতৃব্যদিগের নিধন-সংবাদ অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল তাঁহাদের উদ্দেশে শোক করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দুঃখশোকাভিভূত হইয়া দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন, ঐ স্থানের নিকটেই যজ্ঞীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। তিনি তখন পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে জলক্রিয়া করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু কোনও স্থানে জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তার পর চতুর্দ্দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া তদীয় পিতৃব্য-মাতুল বায়ুতুল্য বেগবান্ গরুড়কে সেখানে দেখিতে পাইলেন। ১৩-১৬

বিনতানন্দন অসমঞ্জনন্দনকে কহিল, হে পুরুষপুঙ্গব! অনর্থক শোক করিও না, সগর-তনয়গণের ঈদৃশ বিনাশ লোকের হিতসাধনোদ্দেশ্যেই হইয়াছে। মহাবলশালী তোমার পিতৃব্যগণ কপিলের শাপে দগ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহাদের সদ্গতির জন্য লৌকিক সলিলে তর্পণ করা সঙ্গত নহে।[১] হিমাচলের গঙ্গা নামে এক জ্যেষ্ঠা কন্যা আছেন, তুমি সেই পবিত্র জলে পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা, তিনি লোকপাবনী, তাঁহার সলিলে পিতৃগণের তর্পণ কর। যদি লোকপাবনী গঙ্গা ভস্মরাশীভূত তোমার পিতৃব্যগণকে নিজ সলিলে আপ্লাবিত করেন, তবে গঙ্গা-সলিলে আপ্লুত হইয়া সগররাজের ষষ্টিসহস্র সন্তান স্বর্গলোকে গমন করিবেন।[২] হে বীর! তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন কর, এবং পিতামহের যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে চেষ্টিত হও। ১৭-২১

গরুড়ের কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর অংশুমান্ ত্বরিতগমনে অশ্ব সমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত সগররাজ-নিকটে এতদ্‌বৃত্তান্ত ও গরুড়ের কথা সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ সগর, সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর পুরপ্রবেশ করিয়া কিরূপে গঙ্গার ভূতলে আবির্ভাব ঘটিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এ সম্বন্ধে কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, ত্রিংশৎসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ২২-২৬

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

কালধর্ম্মানুসারে[১] মহারাজ সগরের স্বর্গলাভ ঘটিলে প্রজাগণ ধার্ম্মিক অংশুমান্‌কে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। অংশুমান্ দিলীপের হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সুরম্য হিম-গিরি-শিখরে তপস্যা করিয়াছিলেন। তপোবনে অবস্থান করিয়া অংশুমান্ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর নিদারুণ তপস্যা করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহারাজ দিলীপ, পূর্ব্বপুরুষগণের বিনাশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যদিও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কিরূপে গঙ্গাকে আনয়ন

১। সগরপুত্রগণ প্রায়শ্চিত্তবিধিমর্য্যাদা অতিক্রম করায় কপিল-শাপে দগ্ধ হইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, যাহারা চণ্ডালহস্তে, জলে, সর্প দ্বারা, যন্ত্রে, ব্রহ্মশাপে, ও পশু দ্বারা নিহত হয়, তাহাদের সলিল-ক্রিয়া পিণ্ডদান প্রভৃতি করিতে নাই, যথা—

"চণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাদ্বৈদ্যুতাদ্ব্রাহ্মণাদপি।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাম্।
উদকং পিণ্ডদানঞ্চ ন তেভ্যস্তু বিধীয়তে॥

২। এই প্রবন্ধ দ্বারা জানা যায় যে, সগরপুত্রগণ মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধির বিষয় ছিলেন না। পরন্তু যাহারা সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য, তাহারাও গঙ্গাজল স্পর্শে পূত হয়, ইহাই সূচিত হইয়াছে, যাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, মহাপাতকী—এবং ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াবর্জ্জিত, তাহারাও বিনা প্রায়শ্চিত্তে কেবল গঙ্গাজল স্পর্শে সকল ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার যোগ্য হইয়া থাকে, ইহাও সূচিত হইয়াছে।

১। জন্মিবার পর সময়ানুসারে অবশ্য প্রাপ্তব্য ধর্ম্ম অর্থাৎ মরণ।

করিবেন, কিরূপে পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ-ক্রিয়া ঘটিবে, কি উপায়ে তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করিবেন, তিনি সতত এই চিন্তা করিতে থাকেন। এই ধার্ম্মিক নৃপতির ভগীরথ নামে এক পুত্র প্রাদুর্ভূত হয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাজ দিলীপ নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্ব ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ঘটিয়াছিল। তাঁহাকে পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার জীবনের পর্য্যবসান ঘটে। তিনি আপনার সিংহাসনে ভগীরথকে[২] স্থাপিত করিয়া নিজকর্ম্মফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ১-১০

হে রঘুনন্দন! রাজা ভগীরথ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মন্ত্রীদিগের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক গোকর্ণ নামক স্থানে গঙ্গানয়নের জন্য দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক কখনও মাসান্তে আহার করিতেন, কখনও পঞ্চতপা,[৩] কখনও বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিতে থাকেন। তদনন্তর প্রজাপতি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি সুরগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি এক্ষণে আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। ১১-১৬

তখন নৃপতি ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমার তপস্যার কোনও ফল-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সগরসন্তানগণ আমার নিকট হইতে যাহাতে জলগণ্ডূষ প্রাপ্ত হন, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। তাঁহাদের দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে, যদি উহা গঙ্গাজলে সিক্ত হয়, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গলোকে গমন করিতে পারেন। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যেন ইক্ষ্বাকুকুল লুপ্ত না হয়। ব্রহ্মা তদ্বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিলেন, হে ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, অতএব তাঁহার বেগধারণের জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত কর। হে রাজন্! গঙ্গাধর ব্যতিরেকে গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া ত্রিদশগণের সহিত ত্রিদিবে গমন করিলেন। ১৭-২৫

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

দেবদেব প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবলোকে গমন করিলে, ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া এক বৎসরকাল শিবের আরাধনা করিলেন। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সর্ব্বলোকবন্দিত পশুপতি তাঁহাকে কহিলেন, হে নরবর! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, আমি তোমারই জন্য শৈলরাজনন্দিনী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিব। তার পর জ্যেষ্ঠা সর্ব্বলোকনমস্কৃতা নগেন্দ্রনন্দিনী গঙ্গা, প্রশস্ত আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক প্রবলবেগে মঙ্গলময় শিব-শিরে নিপতিত হইলেন। পরমদুর্দ্ধরা গঙ্গা পতন-সময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি প্রবলপ্রবাহে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইব। ধূর্জ্জটী গঙ্গার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অন্তরে কুপিত হইলেন, এবং ত্রিলোচন আপনার জটাজালে তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন সেই পুণ্যসলিলা

২। ভগীরথের জন্ম সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যান কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন। আমরা কোন পুরাণে ঐ ঘটনা দেখিতে পাই নাই, পরন্তু রামায়ণে দিলীপের ঔরসপুত্র ভগীরথ এবং তাঁহাকে তিনিই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসোক্ত রঘুর পিতা দিলীপ এবং ভগীরথ-পিতা দিলীপ ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি।

৩। গ্রীষ্ম ঋতুতে ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্য এবং চারি পার্শ্বে চারিটি বহ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া যাঁহারা তপস্যা করেন, তাঁহাদিগকে 'পঞ্চতপা' বলে।

গঙ্গা পবিত্রতম হিমালয়সদৃশ শিব-মস্তকে পতিতা হইয়া সেই জটাসমূহরূপ গহ্বরমধ্যে তিরোহিতা হইলেন। জাহ্নবী চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে ভূমণ্ডলে গমন করিতে পারিলেন না। তিনি জটামণ্ডলমধ্য হইতে নির্গত হইতে পারিলেন না এবং বহুকাল পর্য্যন্ত জটামধ্যে[1] ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১-৯

ভগীরথ তদ্দর্শনে পুনরায় তপস্যারম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া গঙ্গাধর গঙ্গাকে জটাজাল হইতে নিষ্কাশিত করিয়া বিন্দু-সরোবরের দিকে পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলে সপ্তধারার উৎপত্তি হইয়াছিল। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিনটি প্রবাহ পূর্ব্বদিগ্‌গামী হয়। সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিনটি প্রবাহের পূর্ব্বদিকে গতি হয়। অবশিষ্ট প্রবাহটি মহারাজ ভগীরথের অনুগামী হয়, রাজা দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকেন। গঙ্গা প্রথমে আকাশ হইতে গঙ্গাধরের জটাজুটে, পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার গমন-সময়ে বিকট শব্দ সমুত্থিত হইল, তদীয় জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুদিগকে বক্ষে করিয়া রহিল। সেই পতিত ও পতমান জলধারা দ্বারা পৃথিবী শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। তখন ব্যোমমণ্ডল হইতে বিমানবিহারী দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধাদি সকলে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেবগণ বিমান, হয়, শিবিকারূপ যান ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া গঙ্গাদর্শনে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, সেই গঙ্গাবতরণ বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। ১০-১৯

দিদৃক্ষু দেবগণের সমাগমে ও তাঁহাদের আভরণ-প্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আকাশে কোনরূপ মেঘ ছিল না। ক্রমে ঐ দীপ্তি এতদূর বিস্তৃত হইয়া উঠিল যে, শত সূর্য্যতেজ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চঞ্চলস্বভাব সর্প, শিশুমার ও মৎস্যাদি জন্তুসকল চতুর্দ্দিকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া বিক্ষিপ্ত হইল। তখন পাণ্ডুবর্ণ ফেনাসকল খণ্ডাকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; বোধ হইল যেন, হংসশ্রেণী-সমন্বিত শরন্মেঘে দিঙ্মণ্ডল পরিবেষ্টিত। এই সময়ে জাহ্নবীর বেগ কোনও স্থানে দ্রুত, কোথায় কুটিল, কোথায় বা আয়ত, কোনও স্থানে নত, কোথায় বা উন্নত, স্থান-বিশেষে বা সলিলসংযোগে উহার সলিল অভ্যাহত হইতে লাগিল। কোন স্থানে জলের প্রবাহ উর্দ্ধগামী হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। শঙ্করশিরোভ্রষ্ট সর্ব্বপাপ-প্রণাশন সেই সুরধুনীসলিল ভূমণ্ডলে ভ্রষ্ট হইয়া নির্ম্মলভাবে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ঐ পবিত্র জল গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সকলেই স্পর্শ করিলেন। যাহারা শাপপ্রভাবে ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশে নিপতিত হইয়াছিল, তাহারাও পবিত্র নীরসংস্পর্শে পাপক্ষালন পূর্ব্বক মুক্ত হইল। তখন তাহারা মঙ্গল লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিল; গঙ্গা-দর্শন-মাত্রে সকলে আনন্দিত হইয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক সম্যক্‌প্রকারে নিষ্পাপ হইল। ২০-৩০

রাজর্ষি ভগীরথও দিব্য রথারোহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; সুর, অসুর, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও ঋষিগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে জলচরগণ পর্য্যন্ত প্রীতমনে গঙ্গার অনুগমন করিতে লাগিল। ক্রমে ভগীরথ যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, ভাগীরথীও তৎপথে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা যাইতে যাইতে বিচিত্রকর্ম্মা, যজ্ঞে দীক্ষিত জহ্নুমুনির যজ্ঞক্ষেত্রে সবেগে

১। কোন কোন পুরাণে আছে, ব্রহ্মাই মায়া দ্বারা গঙ্গাজলরূপে ভগীরথ-প্রার্থনায় মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অথচ ব্রহ্মার অহং-মম-ভাব থাকিতে পারে না, এবং শিবেরও ঐরূপ ক্রোধ হওয়া উচিত নহে, পুরাণান্তরে আছে—

পরমাত্মা শিবো হ্যস্তস্মাদত্তা চ জাহ্নবী।
ইতি যঃ সেবতে গঙ্গাং স মোক্ষস্য ভাজনম্॥

ইহা হইলেও এই সকল ঘটনা লীলাকৃত বলিয়া কোন দোষ হয় না। যেমন শিব ও বিষ্ণু উভয়ে উভয়ের উপাস্য উপাসক বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ।

উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই ঋষির যজ্ঞস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। হে রাঘব! গঙ্গার গর্ব্বভাব মনে করিয়া জহ্নু অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। সেই মুনি, ক্ষণমধ্যে জাহ্নবীর তাবৎ জল পান করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তাঁহারা ঋষির স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, সরিদ্বরা গঙ্গা আপনারই কন্যা হইলেন। ৩১-৩৭

তদনন্তর মহাত্মা জহ্নু তুষ্ট হইয়া আপনার কর্ণবিবর হইতে জাহ্নবীকে নিষ্কাশিত করিলেন। তদবধি জাহ্নবী জহ্নুকন্যা নামে খ্যাত। তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইয়া সমুদ্রে সংমিশ্রিত হইলেন।[২] অবশেষে তথা হইতে রসাতলে প্রবেশ করিলেন, রাজা ভগীরথ, পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য সাতিশয় যত্নের সহিত গঙ্গাকে তথায় লইয়া গেলেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া হতচেতন হইলেন। তখন গঙ্গা সেই সকল ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবলোকে গমন করিলেন। ৩৮-৪১

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ[১]

রামচন্দ্র! গঙ্গা-সলিল-সংস্রবে সেই ভস্মরাশি আপ্লুত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগীরথকে কহিলেন, হে রাজর্ষে! তোমা হইতে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ উদ্ধার পাইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের দেবতার ন্যায় দ্যুলোক-প্রাপ্তি ঘটিল। এক্ষণে যত দিন সাগরের জল বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন সগর-সন্তানগণের দেবতাগণের ন্যায় দেবলোকে অবস্থিতি ঘটিবে। অতঃপর এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন, তোমার নাম সংসারে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে এবং তোমার নামে গঙ্গা ভাগীরথী নামে খ্যাত হইবেন। ইঁহার অপর নাম ত্রিপথগা, দিব্যা ও ভাগীরথা,[২] তিন লোকে প্রবাহিত বলিয়াই ইনি ত্রিপথগা নামে কথিত হয়েন। হে রাজন্! তুমি এক্ষণে গঙ্গাজলে পূর্ব্বপুরুষদিগের তর্পণক্রিয়া সমাধা করিয়া প্রতিজ্ঞা[৩] পূর্ণ কর। ১-৭

তোমার পূর্ব্বপুরুষ ধাম্মিকপ্রবর রাজর্ষি সগররাজ ইচ্ছা করিলেও এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাহার পর অমিততেজা অংশুমান্ গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তদনন্তর রাজর্ষি মহর্ষিতুল্য তেজস্বী, আমার ন্যায় তপস্বী তোমার পিতা দিলীপরাজও প্রার্থনা করিয়া সফল হইতে পারেন নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ, তুমি সংসারে নিষ্কলঙ্ক যশোলাভ করিলে। হে অরিন্দম! তুমি অবনীতে গঙ্গাকে অবতারণা করিয়া মহান্ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে। শুচি কিংবা অশুচিকালে গঙ্গাস্নান করিবার কোনও ব্যাঘাত নাই, অতএব তুমি শুচি হইলেও সর্ব্বদা পবিত্র এই গঙ্গাসলিলে স্নান কর এবং দিব্য ফল লাভ কর।[৪] তুমি পিতৃ-পুরুষদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ কর; তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে আমি স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলাম। ৮-১৫

২। রামায়ণেই অন্য স্থানে কথিত হইয়াছে, অগস্ত্য সমুদ্রের সলিল পান করার পর পুনরায় যখন ঐ খাত পূরণ করেন, তাহার পর সমুদ্রের জল ক্ষার হইয়াছিল।

১। এই সর্গের ১ম শ্লোকে "স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গায়ানুগতস্তদা। প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ॥" কয়েকখানি গ্রন্থে এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই কথা পূর্ব্বসর্গান্তে কথিত হইয়াছে, তথাপি উহা সংক্ষেপে থাকায় পুনরায় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনের জন্য এখানে বলিয়াছেন, ইহাই টীকাকারগণের অভিমত।

২। নাম ও নামীর অভেদ, ত্রিপথগা দিব্যা ভাগীরথী গঙ্গা অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন ভেদ নাই। যেমন "রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম মানভঙ্গঃ পিনাকিনঃ" সেইরূপ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকের পথে যিনি গমন করেন, তিনি "ত্রিপথগা"।

৩। গঙ্গাজল-স্পর্শে ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হওয়ায় সলিলদানের যোগ্যতা হইয়াছিল। "গঙ্গাসলিলপ্রদানে সগর-পুত্রগণকে উদ্ধার করিব" এই প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত কর।

৪। সিংহ ও কর্কট রাশিতে ভৌম নদ-নদী সকল রজোযুক্ত বলিয়া অপবিত্র, এবং স্নানপানের অযোগ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন, কিন্তু গঙ্গা দিব্য বলিয়া তাহার জল দোষরহিত, সর্ব্বদাই স্নানপানযোগ্য।

প্রজাপতি এই কথা বলিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। নৃপতি ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি সলিলক্রিয়া সমাধা করিলেন। তিনি উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, এবং পরমসুখে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ নরনাথকে দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, তখন তাহাদের অন্তরে শোক ও দুশ্চিন্তা রহিল না। হে রামচন্দ্র! তোমার নিকটে গঙ্গাসম্বন্ধীয় সবিস্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। দেখ, কথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অপর জাতিকে যশস্কর, আয়ুস্কর ও স্বর্গ-দায়ক এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি পিতৃ ও দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে সকল-পাপমুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং তাহার কীর্ত্তিও সুবিস্তৃত হইয়া থাকে। ১৬-২২

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ[১]

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাম, লক্ষ্মণের সহিত নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভূ-লোকে গঙ্গার পবিত্রতা-সম্পাদক অবতরণ ও তদ্দ্বারা সাগর-পূরণ-কথা আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার এই মধুর কথা সকল চিন্তা করিতে করিতে আমাদের এই রাত্রি একক্ষণের ন্যায় অতীত হইয়া গিয়াছে। অনন্তর রামচন্দ্র প্রভাতকালে সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি কার্য্য সমাধা করিয়া উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! অতিশয় আশ্চর্য্যজনক আখ্যান শুনিয়াছি, পবিত্রতমা রজনী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যসলিলা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পার হইব। পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণের পার হইবার যোগ্য সুখকর আস্তরণযুক্ত এই নৌকা আপনি এখানে আসিয়াছেন জানিয়া আপনাকে পার করিবার নিমিত্ত অতি দ্রুত আসিয়াছে। ১-৭

রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে গঙ্গা পার হইলেন। ক্রমে তাঁহারা উত্তরতীরে উপস্থিত হইয়া, তত্তীরস্থিত ঋষিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া সেখানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক বিশালা নগরীকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর ত্বরিতগমনে স্বর্গসদৃশ মনোহর বিশালা নগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহামনা রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রকে এই নগরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! এই বিশালা-পুরীতে কোন্ রাজবংশ বিরাজমান আছেন, আমি শুনিতে কৌতূহলী হইয়াছি, অতএব আমাকে বলুন। ৮-১২

তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামকে এই পুরীর পুরাতন আখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে রামচন্দ্র! সুরাধিপ শক্রের মুখে আমি এই পুরীর যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে দিতিনন্দন মহাবলবান্ অসুরগণ ও অদিতিপুত্র ধার্ম্মিক সুরগণের এইরূপ বাসনা হয় যে, আমরা কি উপায়ে অজর, অমর ও নীরোগ হইতে পারি। তদনন্তর সেই সুরাসুরগণের বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত পাইতে পারিব। তাঁহারা ইহা স্থির করিয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া অমিততেজঃসম্পন্ন দেবাসুরগণ ক্ষীরোদধি মন্থন করিয়াছিলেন। ১৩-১৮

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেলে বাসুকি নিয়ত গরল উদিগরণ ও দশন দ্বারা শিলা

১। পূর্ব্বোক্ত দশটি সর্গে সর্ব্বদেবাপেক্ষায় গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর তিন সর্গে ইন্দ্রের নীচত্ব বর্ণিত হইবে।

দংশন করিতে লাগিলেন। ঐ শিলাসকল বহ্নি-সদৃশ হালাহলবিষরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিল, শেষে এরূপ হইল যে, উহার তেজে সুরাসুর ও নর-দিগের সহিত বিশ্বসংসার দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তখন সুরগণ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন, এবং "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন এই ভীত শরণাগত দেবগণের প্রার্থনায় দেবদেব মহাদেব সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং সেই সময়ে শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ হরি তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন হরি, ত্রিপুরারিকে কহিলেন, সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যাহা অগ্রে উত্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারই প্রাপ্য, যেহেতু আপনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই আপনি এই স্থানে থাকিয়া এই অগ্রপূজা এই বিষ গ্রহণ করুন। মাধব মহেশকে এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। ১৯-২৬

তখন দেবগণের কাতরভাব দর্শন ও বিষ্ণুর এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া শঙ্কর অমৃতের ন্যায় এই হালাহল বিষ কণ্ঠে ধারণ করিলেন, এবং দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া[২] তাঁহাদের নিকট হইতে যথাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। রাম! তখন সুরগণ পুনর্ব্বার মন্থনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; দেখিতে দেখিতে মন্থান-দণ্ড মন্দরগিরি রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন অমরগণ গন্ধর্ব্বগণের সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনি সকল জীবের গতি—বিশেষতঃ সুরগণের একমাত্র সহায়। অতএব মন্দরাচলকে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। কমলাপতি এই উক্তি শ্রবণ করিয়া কমঠমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন তিনি পৃষ্ঠদেশে মন্দরগিরি গ্রহণ পূর্ব্বক সাগরশায়ী হইলেন এবং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া পর্ব্বতশিখর আক্রমণ করত মন্থন করিতে লাগিলেন। ২৭-৩১

ক্রমে সহস্র বৎসর অতীত হইল, তদনন্তর কমণ্ডলু-হস্তে ধন্বন্তরি ও সুন্দরী অপ্সরাগণ সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইল। মন্থনসময়ে ক্ষীর-সারস্বরূপ রস হইতে উৎপত্তি বলিয়া উহারা অপ্সর নামে পরিচিত। উহাদের সংখ্যা ষাট কোটি, কিন্তু উহাদের পরি-চারিকাদিগের সংখ্যা নাই। সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইলে অপ্সরাদিগকে কেহই গ্রহণ করে নাই বলিয়া উহারা সাধারণ-স্ত্রী বলিয়াই গণ্যা হইল। তদনন্তর বরুণকন্যা সুরারূপিণী বারুণীর উৎপত্তি হইল, উত্থিত হইয়া উহা গ্রহীতাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দিতিপুত্রগণ বারুণীকে গ্রহণ করিল না বটে, কিন্তু সে অদিতির পুত্রদিগের নিকট অনাদৃত হয় নাই। সুরার অপ্রতিগ্রহে দৈত্যগণ অসুর ও প্রতিগ্রহে দেবগণ সুর নামে পরিচিত। ৩২-৩৮

ক্রমে সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ-মণি এবং অবশেষে অমৃতের উৎপত্তি হইল। অমৃত লইয়াই সুরাসুরে বিরোধ। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল, তখন আপনাদের বলক্ষয় দেখিয়া অসুরগণ নিশাচরদিগের সহিত মিলিত হইল। সে সময়ে সর্ব্বলোকবিস্ময়কর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত; যখন অসুর-সৈন্য ক্ষীণ হইয়া উঠে, তখন বিষ্ণু, মায়ার ছলনায় মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃত হরণ করেন। সে সময়ে বিষ্ণুর প্রতিকূলে যে অসুর দণ্ডায়মান হইল, তিনি তাহাকে বৈষ্ণব-চক্রে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দেবগণের হস্তে অগণ্য দানব বিদলিত হইল। অবশেষে পুরন্দর অসুরদিগকে সংহার করিয়া আপনার রাজ্য অধিকার করিলেন, এবং প্রহৃষ্টমনে ঋষি ও চারণ-সমূহপরিপূর্ণ লোক-সকলকে শাসন করিতে লাগিলেন।[৩] ৩৯-৪৫

২। শঙ্কর পূর্ব্বে দেবগণের সাহায্যার্থ অমৃতমন্থনস্থলে উপস্থিত ছিলেন, পরে দেবগণের প্রার্থনায় বিষপান করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

৩। এই সর্গে বঙ্গদেশীয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রদেশীয় হস্তলিখিত পুস্তক সকলে ৩২শটি মাত্র শ্লোক দেখা যায়—কদাচিৎ কোন পুস্তকে ৩৩টি। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার গোবিন্দরাজও এই সর্গে ৩২টি শ্লোকেরই উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু সকল টীকাকারগণই প্রক্ষিপ্ত ১৩টি শ্লোকেরও

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

দৈত্যজননী দিতি পুত্রদিগের বিনাশ-নিবন্ধন শোকার্ত্ত হইয়া মরীচিপুত্র ভর্ত্তা কশ্যপকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার পুত্র সুরগণ, আমার পুত্র অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছে, অতএব তপস্যা করিয়া ইন্দ্রবিনাশকারী পুত্র-প্রাপ্তির ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার গর্ভে শত্রু-বিনাশ-নিপুণ এক পুত্র সমুৎপাদন করুন। মহামুনি কশ্যপ তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি পবিত্রভাবে যত দিন গর্ভচিহ্ন প্রকাশ না পায়, অবস্থান করিতে থাক। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর, পবিত্রভাবে থাকিলে, শত্রু-সংহার-ক্ষম সন্তান লাভ করিতে পারিবে। তিনি এই কথা বলিয়া তাঁহার কলেবর করতলে সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। ১-৭

মহর্ষি প্রস্থান করিলে তদীয় পত্নী দিতি কুশপ্লব নামক স্থানে গমন করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুররাজ ইন্দ্র আসিয়া যথেষ্ট যত্নসহকারে তপস্যানুরক্তা দিতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, ফল, মূল এবং অন্যান্য বস্তু যাহা দিতির অভিপ্রেত হইত, আখণ্ডল তাহা আহরণ করিয়া দিতেন। অন্য কথা কি, তিনি শ্রান্ত হইলে শ্রম দূর করিবার জন্য ব্যজন ও গাত্র-সংবাহনাদি কার্য্য করিতেন। হে রঘুনন্দন! এইরূপে নয় শত নবতি বৎসর অতীত হইলে দিতি দানবারির প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ইন্দ্র! আমার তপস্যার আর দশ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার পর তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। হে পুত্র! তোমাকে জয় করিবার জন্য আমি পুত্র-প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাকে তোমার সহিত সৌভ্রাত্রে আবদ্ধ করিয়া দিব, তাহা হইলে উভয়ের আর বিবাদ থাকিবে না। ভ্রাতৃকৃত ত্রৈলোক্য-বিজয়সুখ[১] একত্রে ভোগ করিতে পারিবে। হে বৎস! তোমার পিতা বর্ষসহস্রান্তে আমার গর্ভে পুত্র প্রাদুর্ভূত হইবে, এরূপ বরদান করিয়াছেন। ৮-১৫

মধ্যাহ্নকাল উপনীত হইলে দিতি এই কথা বলিয়াই শয্যার যে স্থলে শিরোবিন্যাস করিতে হয়, তথায় পদপ্রসারণ করিয়া এবং পদস্থানে মস্তক রাখিয়া বিপরীতভাবে নিদ্রিতা হইলেন। দিতিকে অশুচি (দিনে নিদ্রা যাওয়ায় এবং পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে পাদস্থাপন করায়) দেখিয়া দেবরাজ হাসিয়াছিলেন এবং আনন্দিত হইয়াছিলেন।[২] তিনি তাঁহার শরীর-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভটিকে সপ্তভাগে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা বিদলিত হইয়া যেই গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে লাগিল, অমনি দিতি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তখন দেবরাজ 'মা রুদ মা রুদ' এই কথা বালককে বলিয়াছিলেন। পরিশেষে রোদনপরায়ণ বালককে বাসব বারম্বার বজ্রপ্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। তখন 'উহাকে বধ করিও না' দিতি এরূপ বলিলে মাতৃ-গৌরব-রক্ষার জন্য বাসব গর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,

---

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ৪৫টি শ্লোকেরই বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। বঙ্গদেশীয় বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রদেশীয় পাঠাবলম্বনে সম্পূর্ণ রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। প্রচলিত বঙ্গানুবাদ সকল দাক্ষিণাত্যসম্মত পাঠাবলম্বনে কৃত হইয়াছে। ১৯শ শ্লোক হইতে ৩১শ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত, ইহা ভট্ট বলিয়াছেন, পরন্তু তিনিই বলিয়াছেন যে, বহুলোকে বলেন, এই প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন প্রমাণ নাই।

১। দিতি ইন্দ্রকৃত শুশ্রূষায় পরিতুষ্টা হইয়া সরল বুদ্ধিতে বলিয়াছেন, অতঃপর আর ভ্রাতৃবিরোধ থাকিবে না। উভয়ে মিলিয়া ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে।

২। এই শ্লোক পূর্ব্বশ্লোকেরই বিবৃতি মাত্র, মস্তক ও পাদ-স্থানের বৈপরীত্য দর্শনে, অথবা মধ্যাহ্নকালে নিদ্রিত হইতে দেখিয়া ইন্দ্রের আনন্দ হইয়াছিল। দিবানিদ্রায় ব্রতভঙ্গ হয়, এই দীর্ঘকাল পরে ছিদ্র লাভ করায় ছিদ্রান্বেষণ সফল মনে করিয়া আনন্দে ইন্দ্র হাসিয়াছিলেন।

আপনি অশুচিভাবে বিপরীতশায়িনী ছিলেন, আমি এই ছিদ্র পাইয়া আমার ভাবী শত্রুকে সপ্তভাগে ছেদন করিয়াছি, হে দেবি! এক্ষণে আপনি প্রসন্নমনে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ১৬-২৩

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

ইন্দ্র কর্তৃক গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত হইলে, দিতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া, অজেয় দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনয়নম্রবাক্যে বলিলেন, হে দেবরাজ! তুমি আমারই অশুচিত্ব অপরাধে গর্ভকে সপ্ত খণ্ড করিয়াছ, অতএব এ বিষয়ে তোমার কোনও দোষ নাই। হে দেবরাজ! আমার উপহত গর্ভবিষয়ে তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, উহা তোমার ও আমার যাহাতে প্রিয় হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি। আমি বলিতেছি, ত্বৎকৃত এই সপ্ত খণ্ড সপ্ত বায়ুস্থানের রক্ষাকর্ত্তা হউক। দিব্যরূপী এই পুত্রেরা মারুত নামে খ্যাত হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সপ্তলোকে বিচরণ করিতে থাকুক। উক্ত পুত্রদিগের মধ্যে একটি[১] ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয়টি ইন্দ্রলোকে ও তৃতীয়টি দিব্যবায়ু নামে বিখ্যাত হইয়া বিচরণ করিতে থাকুক। হে সুররাজ! অবশিষ্ট চারিটি একত্রে তোমার শাসনে কাল-সহকারে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিবে। তুমি ইহাদিগকে "মা রুদ" এই কথা বলিয়াছিলে, এই কারণে তোমার কৃত মারুত নামে ইহারা পরিচিত হইবে। তখন পুরন্দর কৃতাঞ্জলি-পুটে এই কথা বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহার অন্যথা হইবে না। আপনার আত্মজেরা দেবরূপী হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে সুখে বিচরণ করিবেন। আপনার মঙ্গল হউক। তপোবনে এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা ত্রিদিবে গমন করিলেন। ১-১০

ইন্দ্র যেখানে তপঃসিদ্ধ দিতির আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থান এই। হে নরোত্তম! অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল। তিনিই এই স্থানে বিশালা নাম্নী এক পুরীর পত্তন করেন। তাঁহার পুত্র হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র। তাঁহার পুত্র ধূম্রাশ্ব, সৃঞ্জয় ধূম্রাশ্বের বংশধর। সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রতাপশালী সহদেব, পরম ধার্ম্মিক কুশাশ্ব সহদেবের বংশধর। ইঁহার পুত্র সোমদত্ত, সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ। তাঁহার পুত্র মহাতেজা সুমতি সম্প্রতি এই পুরী শাসন করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুর অনুগ্রহে এই বিশালার নৃপতিগণ সকলেই ধার্ম্মিক ও দীর্ঘজীবী। যাহা হউক, অদ্য আমরা এখানে নিশা অতিবাহিত করিব, তুমি কল্য প্রাতে এখান হইতে মিথিলা পুরী যাইতে পারিবে। মহাযশা সুমতি, বিশ্বামিত্রের শুভাগমন-সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত সমুচিত সম্মাননা করিয়া তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন, হে মুনে! যখন আমার অধিকারে আপনাদের পদার্পণ ঘটিয়াছে, তখন আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম; বলিতে কি, আপনাদের আগমনে আমি যেরূপ জন্ম সফল মনে করিতেছি, অন্য কিছুতেই সেরূপ ঘটিবার নহে। ১১-২২

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ[১]

পরস্পরের সাক্ষাতের পর কুশলপ্রশ্ন করিয়া সুমতি, মহামতি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, এই দুইটি

১। এই একটি শব্দের অর্থ একগণ—অর্থাৎ পুরাণান্তরে আছে, প্রথমে সাত ভাগে, পরে প্রত্যেক ভাগকে সাত সাত ভাগে ইন্দ্র বিভক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং বায়ু ৪৯ প্রকার, সাত ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগে সাত জন করিয়া ছিলেন। রামায়ণেও রোদনকারীকে পুনরায় বিভিন্ন করার কথা আছে।

১। রামের বীর্য্যবত্তাদি পূর্ব্বে তাড়কা-বধ, মারীচ-তাড়ন, সুবাহু-বধ বৃত্তান্তে বলা হইয়াছে, এই সর্গে তাঁহার ভুবনসুন্দর রূপ ও পরম পাবনত্ব প্রদর্শিত হইবে।

রাজকুমারকে দেবতুল্য পরাক্রান্ত, গজ ও সিংহের ন্যায় গতিবিশিষ্ট ও শার্দ্দূলবৃষভাকার দেখিতেছি। ইঁহাদের চক্ষু পদ্মপলাশবৎ, করে ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ, দেখিতে অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপবান্। আমার বোধ হইতেছে, যেন দেবলোক হইতে দুইটি দেবতা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা কি জন্য পদব্রজে গমন করিতেছেন? দিবাকর ও নিশাকর যেরূপ অন্তরীক্ষকে সুশোভিত করেন, তাহার ন্যায় ইঁহারা এই স্থানকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা একই প্রকার দেখিতেছি। তাঁহার কথাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন দশরথের পুত্রদ্বয়কে অতিথিভাবে সমাগত জানিয়া নৃপতি সুমতি তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিলেন। সুমতির সৎকার লাভ করিয়া তাঁহারা সে রাত্রি সেখানে অবস্থান পূর্ব্বক পরদিন মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। ১-৯

সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র মিথিলাপুরীর অনুপম শোভা-দর্শনে মহর্ষিগণ অতিশয় সাধুবাদ প্রদান করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র তত্রত্য উপবনে নির্জ্জন মনোরম তপস্যার স্থান দেখিয়া মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! এ স্থান আশ্রম-তুল্য দেখিতেছি, কিন্তু এখানে মুনিগণ নাই কেন? ইহা পূর্ব্বে কাহার আশ্রম ছিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। বাগ্মী মহাতেজা বিশ্বামিত্র, রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে রামচন্দ্র! যে মহাত্মার কোপপ্রযুক্ত আশ্রমের এ অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০-১৩

এই স্থানে দেববাঞ্ছিত মহাত্মা গৌতমের আশ্রম ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি এখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। এক দিন সুযোগ পাইয়া সুররাজ ইন্দ্র গৌতম-বেশ ধারণপূর্ব্বক অহল্যাকে এই কথা কহিলেন, হে সুন্দরি! রতিপ্রার্থী জন ঋতুকালের[২] প্রতীক্ষা করে না, অতএব হে সুমধ্যমে! তোমার সঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছা করি। হে রাম! দুর্ব্বুদ্ধি অহল্যা স্বামিবেশধারী শক্রকে জানিতে পারিয়াও তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টমনে শচীপতিকে কহিলেন, আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও। হে দেবরাজ! তুমি আপনাকে এবং আমাকে গৌতমের শাপ হইতে রক্ষা কর। তখন সহাস্যবদনে সুরেন্দ্র কহিলেন, হে নিতম্বিনি! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমি দেবলোকে প্রস্থান করিলাম। এই কথা কহিয়া তিনি মহর্ষির আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ১৪-২২

তিনি যদিও সভয়ে ত্বরিতগমনে গৌতম-ভয়ে প্রস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু আশ্রম-পরিত্যাগকালে ঋষিকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। তেজঃপ্রভাবে দেবদানবের দুরতিক্রমণীয়, তপোবলসম্পন্ন, মহর্ষি গৌতম তীর্থ-জলার্দ্রগাত্রে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় সমিধ-কুশহস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই দেবরাজ ভয়ে ভীত ও বিষণ্ণবদন হইয়া গেলেন। সদাচারপরায়ণ মুনি, অসদাচারী ইন্দ্রকে নিজবেশ ধারণ করিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! তুই যখন আমার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকর্ত্তব্য কার্য্য—আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছিস, অতএব আমার শাপে তোর বৃষণ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। গৌতম ক্রোধভরে এই কথা বলিবা-মাত্র বাসবের বৃষণদ্বয় ভূতলে খসিয়া পড়িল। তদনন্তর অহল্যাকে কহিলেন, রে দুরাচারিণি! তোকে এই আশ্রমে অনেক কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি

২। শাস্ত্রে ঋতুকাল ১৬শ রাত্রি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ষোড়শর্ত্তুনিশা স্ত্রীণাম্" ইতি।

অহল্যার শাপমোচন

করিতে হইবে। রে দুঃশীলে! তুমি নিজকৃত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া অন্যের অদৃশ্যা, বায়ুমাত্রভক্ষ্যা, অতএব নিরাহারে ভস্মশায়িনী হইয়া এই আশ্রমে বাস করিবে।[৩] যখন এই নিবিড় বনে দশরথাত্মজ দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র আগমন করিবেন, তখন তুমি তাঁহার দর্শনে পবিত্র হইবে। দুশ্চরিত্রে! তুমি লোভ-মোহ-শূন্য-হৃদয়ে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়া প্রীতচিত্তে আমার নিকটে পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া আগমন করিতে পারিবে। মহাতপা মহর্ষি গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে এই কথা বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধসংবেশিত রমণীয় হিমালয়-শিখরে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২৩-৩৩

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ

তদনন্তর শক্র বৃষণহীন হইয়া চকিতনেত্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বদিগকে কহিলেন, আমি মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ সমুৎপাদন ও তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদন পূর্ব্বক দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি। সেই মহর্ষি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া আমাকে বৃষণহীন করিয়াছেন, অহল্যাও স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন। এইরূপ অভিসম্পাত প্রদানে মহর্ষির দীর্ঘকালীন তপোবল অপহৃত হইয়াছে। হে দেবগণ! আমি তোমাদের কার্য্য সাধন করিয়াছি, অতএব ঋষিগণ চারণগণ সকলে মিলিয়া আমাকে সফল কর। ইন্দ্রের বাক্যানুসরণ করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ মরুদ্গণ সমভিব্যাহারে পিতৃদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন অগ্নি বলিলেন, ইন্দ্র বৃষণ-বিহীন হইয়াছেন দেখিতেছি; তোমাদের এই মেষ বৃষণবিশিষ্ট, অতএব উহার বৃষণ উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান কর। মেষ বৃষণহীন হইলে তোমাদের সন্তোষ-সাধনের ত্রুটি করিবে না, এখন হইতে যাহারা তোমাদের তুষ্টির জন্য এ প্রকার মেষ দান করিবে, তোমরা তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অক্ষয় ফল দান করিবে। ১-৭

তখন অগ্নির কথা শ্রবণ করিয়া, সমাগত পিতৃদেব-গণ, মেষের বৃষণ লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই সময় হইতেই পিতৃদেবগণ বৃষণহীন মেষভক্ষণ করেন ও বৃষণযুক্ত মেষদানের ফলে তাহাদিগকে যুক্ত করেন। এইরূপে ইন্দ্র, গৌতমের প্রভাবে মেষবৃষণবিশিষ্ট হইয়াছিলেন।[২] হে রাঘব! তুমি অতঃপর পুণ্যকীর্ত্তি মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যার উদ্ধারসাধন কর। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করি-লেন। রামচন্দ্র তথায় গিয়া দেখিলেন, তপস্যার তেজে গৌতম-পত্নীর প্রভা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়াছে। মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবদানবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, বিধাতা প্রযত্নাতিশয়ে এই মায়াময়ী মোহিনী-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখাসদৃশ। কিম্বা হিম-

---

৩। বাল্মীকির বাক্যের সহিত অন্য পুরাণের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অন্য পুরাণে অহল্যার শিলারূপে পরিণত হওয়া ও রামপাদস্পর্শে বিমুক্তির কথা আছে। যথা পদ্মপুরাণে আছে—শাপদগ্ধা পুরা ভর্ত্রা রাম শক্রাপরাধতঃ। অহল্যাখ্যা শিলা জজ্ঞে শতলিঙ্গঃ কৃতঃ স্বরাট্।" এই ঘটনা কল্পান্তরে ঘটিয়াছিল। গৌতমের শাপে দেখা যায়, এই অহল্যাকে বায়ু-মাত্র ভক্ষণ, অতএব ক্ষুধা-পিপাসায় অন্নাদিভক্ষণে অনধিকার, এবং সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্যরূপে ভস্মশয়নে থাকিতে বলিয়াছেন। অহল্যা জ্ঞানকৃত ব্যভিচারে এই তীব্র দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন।

১। অণ্ডকোষ না থাকায় স্ত্রীসম্ভোগ করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রের নষ্ট হইয়াছিল, সেই জন্য দেব-ঋষি-চারণগণের নিকট পুনরায় স্বীয় অণ্ড প্রার্থনা করিলেন।

২। উত্তরকাণ্ডের ৪৫ সর্গে কথিত হইয়াছে, মেঘনাদ-হস্তে ইন্দ্র বন্দী হইবার পর ব্রহ্মা মেঘনাদকে অনেক বর প্রদান করিয়া ইন্দ্রকে উদ্ধার করিয়া বলেন, হে ইন্দ্র! আমার নির্ম্মিত অপূর্ব্ব সুন্দরী অহল্যার রূপে তুমি পূর্ব্ব হইতেই মুগ্ধ ছিলে এবং গৌতমের হস্তে তাহাকে অর্পণ করিবার পর অহল্যা-ধর্ষণের জন্য তুমি যেমন অফল হইয়াছিলে, তেমন আমার অবমাননার জন্য শত্রুহস্তগত হইয়াছ, তোমার কৃত এই কুকর্ম্ম মানবেরাও অনুকরণ করিবে, তুমি তাহার অর্দ্ধ পাপের ভাগী হইবে ইত্যাদি।

বিজড়িত বা মেঘমিশ্রিত চন্দ্রমার লাবণ্য তুল্য অথবা জলমধ্যে প্রদীপ্ত সূর্য্য-প্রভা যে প্রকার শোভা পায়, তাঁহার আকৃতিও তদনুরূপ হইয়াছিল। ৮-১৫

সেই অহল্যা গৌতমবাক্যে রামের দর্শন লাভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিলোকবাসীর দর্শনাযোগ্যা ছিলেন। অহল্যা শাপান্তে সেই রামচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, অমনি তিনি ত্রিলোকেরও দর্শনীয় হইলেন।[৩] তখন রামলক্ষ্মণ হৃষ্টমনে অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন। গৌতম-পত্নীও একাগ্রচিত্তে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা অতিথি-সৎকার করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে অহল্যার পূজা গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতন ও দুন্দুভি-নিনাদ হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মহামহোৎসব উপস্থিত হইল। তখন দেবগণ তপোবল-সম্পন্না পতিপরায়ণা বিশুদ্ধা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাতপা গৌতমও[৪] অহল্যার সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিহিতবিধানে রামচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রও গৌতমের নিকট হইতে যথাবিধি সপর্য্যা গ্রহণ পূর্ব্বক মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। ১৬-২২

৩। ত্রিলোকের অদৃশ্যা অহল্যা রামাদিরও দুর্নিরীক্ষ্যা ছিলেন, শাপাবসানে সকলেই অহল্যাকে দেখিতে পাইয়াছিল। পদ্মপুরাণে আছে, রাম যাইতে যাইতে তাঁহার পাদস্পর্শে একটি বড় প্রস্তর সুন্দরী রমণী হইয়াছিল; রামও তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র রামকে গৌতমের অভিশাপে অহল্যার শিলাত্ব-প্রাপ্তির কথা বলিয়া বলিলেন, তোমার পাদস্পর্শে উহার শাপমুক্তির কথা গৌতম বলিয়াছিলেন। হে রাম! সেই জন্য তোমার পাদস্পর্শে অহল্যা বিশুদ্ধা হইলেন।

৪। মূলে "গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী। রামং সংপূজ্য বিধিবত্তপস্তেপে মহাতপাঃ॥" এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অহল্যার স্থিতিস্থানে গৌতমের অবস্থিতি অসম্ভব; কেন না, তিনি তপস্যার্থ গমন করিয়াছেন, এই কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে টীকাকারের অভিপ্রায়, গৌতম এখানে আসিয়া রামকে পূজা করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশৎ সর্গ

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে কিছু দূর গমন করিয়া মহর্ষি জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাত্মা জনকের যজ্ঞসম্ভারসামগ্রী অতি পরিপাটী। এতদুপলক্ষে বেদজ্ঞানসম্পন্ন নানাদেশীয় অসংখ্য ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছেন। ঋষিদিগের বাসস্থান সকল দৃষ্ট হইতেছে; দেখিতেছি, ঐ সকল স্থান শত শত শকটে পরিপূর্ণ। হে ব্রহ্মন্! আমাদের বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। রাম-বাক্যে বিশ্বামিত্র নির্জ্জন সজল-প্রদেশ বাসের জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন। নৃপতি জনক, বিশ্বামিত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিক্‌গণকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং অর্ঘ্য লইয়া ত্বরিতগমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে পূজা করিলেন। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তাঁহার ও তাঁহার যজ্ঞের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণের প্রতি অনাময় প্রশ্ন করিলেন। পরে তিনি হৃষ্টমনে ঋষিদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন। ১-১০

আপনি অনুযাত্রিক ঋষিদিগের সহিত আসন পরিগ্রহ করুন। জনকের বাক্যে মহর্ষি উপবিষ্ট হইলেন। তখন শতানন্দ, ঋত্বিক্‌গণ, রাজমন্ত্রী এবং রাজা জনক, তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। সে সময়ে রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, অদ্য দেবগণের অনুকম্পায় আমার যজ্ঞায়োজন সফল হইল। যখন এখানে আপনার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, তখন যজ্ঞ-ফল-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে; বলিতে কি, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। হে ব্রহ্মর্ষে! পণ্ডিতগণ দ্বাদশ দিন দীক্ষাকাল অবধারিত করিয়াছেন, হে কৌশিক! আপনি ইহার পরেই যজ্ঞভাগার্থী

দেবতাগণকে দেখিতে পাইবেন। নৃপতি জনক এই কথা কহিয়া প্রহৃষ্টবদনে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন। ১১-১৭

এই দুইটি কুমার দেবতুল্যাবয়ব, ইঁহারা মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গতিশীল, শার্দ্দূল ও বৃষভতুল্য পরাক্রান্ত, ইঁহারা যুবা, দেখিতে অশ্বিনীকুমারসদৃশ। বোধ হয়, ইঁহারা ইচ্ছাক্রমে দেবলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; হে মুনে! ইঁহারা কি জন্য পদব্রজে এখানে আগমন করিয়াছেন? ইঁহাদের করে দিব্য শরাসন, ইঁহারা কাহার পুত্র? চন্দ্র-সূর্য্য যেরূপ গগনমণ্ডল সুশোভিত করেন, তাহার ন্যায় ইঁহারা এই প্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েরই আকৃতি, কার্য্য ও ইঙ্গিতে বিসদৃশভাব দৃষ্ট হয় না; এই কাকপক্ষধারী বীরদ্বয়ের পরিচয় যথার্থরূপে শুনিতে আমার সবিশেষ কৌতূহল হইয়াছে। জনকের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ইঁহারা দশরথের পুত্র। তিনি তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া সিদ্ধাশ্রমে অবস্থান, রাক্ষস-বধ, দুর্গম পথে আগমন, বিশালাদর্শন, অহল্যার উদ্ধার, গৌতম-সম্মিলন, শিবকোদণ্ড দর্শনের জন্য আগমন ইত্যাদি বৃত্তান্ত রাজা জনককে জানাইয়া বিরত হইলেন। ১৮-২৫

একপঞ্চাশৎ সর্গ

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ রামের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্ত ও বিস্মিত হইলেন।[১] তখন শতানন্দ রাজকুমার রামলক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার তপস্বিনী মাতাকে রাজপুত্রের নিকট দেখাইয়াছিলেন ত? আমার জননী যশস্বিনী অহল্যা দেবী দেবতুল্যাকৃতি রামচন্দ্রকে বন্য-ফলপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ত? হে মুনে! আপনি ত রামচন্দ্রের নিকটে দেবরাজ ইন্দ্রের দুর্ব্যবহারবিষয়ক পুরাতন কথা বলিয়াছেন? আমার জননী শাপমুক্ত হইলে পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন কি? মহাত্মা রামচন্দ্র আমার পিতার নিকট হইতে সবিশেষ অর্চ্চিত হইয়াছেন ত? আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি গৌতমের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কি সম্মাননা করিয়াছিলেন? ১-৯

শতানন্দের কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে তপোধন! যাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহার কোনও অংশে ত্রুটি হয় নাই; রেণুকা যেরূপ ভার্গব জমদগ্নির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন,[২] তাহার ন্যায় অহল্যাও গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তখন বিশ্বামিত্র-বাক্যে গৌতমপুত্র রামকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত এখানে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ? তোমার আগমন আমাদের সৌভাগ্যের কারণ! আমি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে বিচিত্র-কর্ম্মা ও অমিতপ্রভাব বলিয়া জানি, ইনিই আমাদের একমাত্র গতি। হে রামচন্দ্র! সংসারে তোমার অপেক্ষা ধন্য আর কেহ নাই; কারণ, উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক। এক্ষণে তুমি আমার নিকট হইতে কৌশিকের তপোবল ও অন্যান্য পরিচয় শ্রবণ কর। ১০-১৬

হে পরন্তপ! এই মহামতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নৃপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ইনি ধার্ম্মিক, কৃতবিদ্য ও প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষী। পূর্ব্বকালে কুশ নামে প্রজাপতির এক পুত্র প্রাদুর্ভূত হন; সুধার্ম্মিক কুশনাভ

১। হৃষ্টচিত্ত হইবার কারণ মূলে উল্লেখ নাই, জননীর শাপ-মুক্তি-শ্রবণই তাঁহার আনন্দিত হইবার কারণ, এ কথা টীকাকারের অভিপ্রায়।

২। রেণুকা পরশুরামের মাতা, তিনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া স্ত্রীগণসহ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের জলবিহার দর্শনে মানসিক ব্যভিচারে দুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ বিশুদ্ধ ছিল। জমদগ্নি পরে ইহা জানিয়া পরশুরাম দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করাইয়াছিলেন, এবং পরে পরশুরাম-প্রার্থনায় রেণুকাকে উজ্জীবিত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। —মহাভারত।

কুশেরই সন্তান। কুশনাভের পুত্র গাধি, মহামুনি বিশ্বামিত্র গাধির বংশধর। ইনি বহুসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এই নৃপতি এক অক্ষৌহিণী-পরিমিত সেনা সঙ্গে লইয়া এই পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইনি যথাক্রমে অনেক রাষ্ট্র, নদী ও পর্ব্বত প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া বশিষ্ঠ-দেবের আশ্রমে উপনীত হন। ইনি ঐখানে গিয়া দেখিলেন, আশ্রম নানা প্রকার লতা, পুষ্প ও পাদপ-সমূহে বিশোভিত; অসংখ্য প্রশান্ত মৃগ তথায় নিয়ত বিচরণ করিতেছে। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বে ঐ স্থান পরিব্যাপ্ত, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণগণ শোভা পাইতেছেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী সিদ্ধ, মহর্ষি, দেবর্ষি-গণ ঐ স্থানে বসতি করিয়া থাকেন। তপশ্চরণসিদ্ধ অগ্নিকল্প ব্রহ্মকল্প মহাত্মগণে পরিপূর্ণ—ঐ স্থানে কত শত শত ঋষিগণ নিরাহারে কিম্বা শীর্ণ পর্ণানিলাহারে জপ-হোমপরায়ণ, কত শত বালখিল্য বৈখানসগণ আশ্রমের চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছেন, বশিষ্ঠের এইরূপ দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় আশ্রম সন্দর্শন করিয়া নৃপতি বিশ্বামিত্র পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ১৭-২৮

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ

মহাবল বিশ্বামিত্র, তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে সন্দ-র্শন করিয়া বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও পরম প্রীত হইলেন। তখন মুনিবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র উপবেশন করিলে তিনি যথা-বিধি ফলমূল প্রদান দ্বারা তাঁহার আতিথ্যবিধান করিলেন। আতিথ্যগ্রহণের পর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-দেবকে অগ্নিহোত্র, শিষ্য এবং আশ্রমস্থ বৃক্ষদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; মুনিও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তাঁহাকে জানাইলেন। তখন মহাতপা বশিষ্ঠ, সুখোপবিষ্ট নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! তোমার মঙ্গল ত? তুমি রাজার কর্ত্তব্যমত ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতেছ ত? তোমার ভৃত্যগণ বেতনাদি গ্রহণে তোমার বাধ্য আছে ত? তোমার বিপক্ষদল দলিত হইয়াছে ত? তোমার বল, কোষ ও বন্ধুবান্ধব সক-লের ত কোনও আপদ্ নাই? তোমার পুত্র-পৌত্রাদি সন্তান-সন্ততির ত কোনও অসুখ নাই? মহাতেজা বিশ্বামিত্র সমস্তই মঙ্গল বলিয়া ঋষিকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। তদনন্তর বহুবিধ কথা-প্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতি-বাহিত করিয়া পরস্পরে প্রীতি ও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এই অবসরে বশিষ্ঠদেব হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মহাবল! আমি তোমার ও তোমার সৈন্যসমূহের আতিথ্যবিধান করিতে চাই; তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। তুমি অতিথিপ্রবর এবং সর্ব্বাংশে পূজ্য, অতএব আমার সদভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান কর। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, আপনার অভিলাষ সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জানিবেন। হে ভগবন্! আপনার আশ্রমে ফল, মূল ও পাদ্যাদি প্রদান—বিশেষতঃ, আপনার সন্দর্শ-নেই আমি পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমার পূজ্য ব্যক্তি, আমাকে যেরূপ সমাদর করিতে হয়, আপনি তাহার ত্রুটি করেন নাই; এক্ষণে আপনাকে নমস্কার; প্রার্থনা, আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিবেন। এরূপ অনুনয় করিলেও মুনিবর বারংবার তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র স্বীকার করিলেন ও বলিলেন, ভগবন্! আপনার যাহা অভিপ্রেত, তাহাই হউক। এই সময়ে বশিষ্ঠদেব বিচিত্রবর্ণে বিভূষিতা, বিধূতপঙ্কা হোমধেনুকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন, হে শবলে! তুমি শীঘ্র আগমন কর ও আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি সসৈন্য রাজার আতিথ্যবিধান করিতে উদ্যত হইয়াছি, তুমি উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান কর। ছয় রসের মধ্যে যাঁহার যেমন অভিরুচি, তুমি তাঁহাকে

সেইরূপ আহার্য্য আমার সন্তোষের নিমিত্ত অর্পণ কর। হে শবলে! তুমি আমার অনুরোধে লেহ্য, পেয় ও অন্নাদি প্রস্তুত করিতে ত্বরান্বিত হও। ১-২৩

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ

অনন্তর বশিষ্ঠের আদেশক্রমে কামধেনু শবলা যাহার যেরূপ বাসনা, তদনুরূপ নানাবিধ দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। সে ইক্ষু, লাজ, মৈরেয় মদ্য, মহামূল্য পানীয়, অনেক প্রকার পিষ্টকাদি খাদ্যদ্রব্য, পর্ব্বত তুল্য উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা, নানাবিধ সুস্বাদু-খাদ্য-পূর্ণ রৌপ্যপাত্র ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিল। তখন বিশ্বামিত্রের সৈন্যসকল সন্তুষ্ট হইয়াছিল। হে রাম! বশিষ্ঠ এইরূপে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। নৃপতি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও অমাত্য-দিগের সহিত ঋষির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি অমাত্য, ভৃত্য ও অনুচরগণের সহিত পরিতৃপ্ত হইয়া ঋষিকে বলিলেন, হে মুনে! আপনার অনু-কম্পায় যেরূপ আতিথ্য সম্ভব, তাহার ত্রুটি হয় নাই, এক্ষণে আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ গোধন প্রদান করিতেছি, আপনি তদ্বিনিময়ে আমাকে শবলা দান করুন; এই ধেনু রত্নবিশেষ জানিবেন, রত্ন-ভোগে রাজারই অধিকার। অতএব আমাকে শবলা দান করুন, ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই অধিকার। ১-১০

তখন বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, শত সহস্র বা কোটি ধেনু দান করিলেও আমি উহা দান করিতে পারি না। অন্য কথা কি, রাশীকৃত রৌপ্য পাইলেও ইহা আমার নিকট হইতে অন্যের হস্তগত হইতে পারে না। এই ধেনু মনস্বি-গণের কীর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, বিশেষতঃ ইহা দ্বারা হব্য, কব্য ও আমার প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। ইহা দ্বারা অগ্নিহোত্র, হোম ও বলিকার্য্য সংসাধিত হয়, অধিক কি, স্বাহা ও বষট্‌কারসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞ ও বিদ্যা সকল ইহারই অধীন। হে রাজন্! এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাতে আমার যেরূপ প্রীতি, এরূপ প্রীতিকর বস্তু আর দেখিতে পাই না। আমি এই সকল কারণে ইহাকে তোমার কার্য্যে প্রদান করিতে পারিতেছি না। তখন বিশ্বামিত্র তদ্বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন, আমি আপনাকে স্বর্ণ-শৃঙ্খলবদ্ধ গ্রৈবেয়কমণ্ডিত সুবর্ণকুম্ভমভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী প্রদান করিতেছি। এতদ্ব্যতীত শ্বেতাশ্ব-যুক্ত অষ্ট শত স্বর্ণ-রথ, এক সহস্র দশটি উৎকৃষ্ট অশ্ব, নানাবর্ণময় কোটি ধেনু প্রদান করিতেছি, আমাকে শবলা দান করুন। যদি এতদ্ব্যতীত রত্ন-রাজি ও হিরণ্যাদি আপনার অভিপ্রেত হয়, আমি তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি। বিশ্বামিত্র এই কথা কহিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ 'হে রাজন্! আমি কখনই শবলা প্রদান করিব না'—এই কথা নৃপতিকে কহিলেন। আরও বলিলেন, এই ধেনুই আমার ধন, ইহাই রত্ন, ইহাই সর্ব্বস্ব, এমন কি, এই ধেনুই আমার জীবন। আমি ইহারই সাহায্যে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ এবং অন্যান্য দৈবক্রিয়া সাধন করিয়া থাকি। এই গোধনই আমার সকল সৎক্রিয়ার মূল, অধিক কি বলিব, আমি কোনও মতে এই কামধেনু শবলাকে দিতে পারিব না। ১১-২৫

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ

যখন বশিষ্ঠদেব কোনও মতে হোম-ধেনু প্রদান করিলেন না, তখন নৃপতি বিশ্বামিত্র উহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলেন, লইয়া যাইবার সময় ধেনুর নয়নজল নিপতিত হইতে লাগিল, সে দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমাকে কি মহর্ষি প্রকৃতই পরিত্যাগ করিলেন? রাজপুরুষেরা আমাকে এরূপ কষ্ট দিয়া লইয়া যাইতেছে কেন? আমি ধার্ম্মিক সেই মহর্ষির এমন কোনও অপকার করি নাই, যে জন্য ভক্ত

জানিয়াও নিরপরাধ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই ধেনু এই প্রকার চিন্তা করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের হস্ত অতিক্রম করিয়া সবেগে মহর্ষির নিকটে গমন করিল এবং তদীয় পাদমূলে নিপতিত হইল। সে সময়ে তাহার নেত্রযুগল অশ্রু-পরিপূর্ণ, সে রোদন করিতে করিতে ঋষিকে এই কথা বলিল, ভগবন্! রাজভৃত্যগণ আপনার নিকট হইতে আমাকে কেন লইয়া যাইতেছে, আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন? ১-৮

তখন ব্রহ্মর্ষি শোকসন্তপ্তা ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলাকে কহিলেন, হে শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, এবং তুমিও আমার কোন অপকার কর নাই; মহাপরাক্রান্ত এই নৃপতি তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। আমার তত্তুল্য বল নাই, বিশেষতঃ তিনি অদ্য আমার অতিথি. রাজা, বলবান্, জাতিতে ক্ষত্রিয়, আবার পৃথিবীর অধিপতি।[১] বিবেচনা করিয়া দেখ, এই রাজার হস্তী, অশ্ব, গজ প্রভৃতি পরিপূর্ণ বিপুল সৈন্য রহিয়াছে, সুতরাং ইনি আমা অপেক্ষা বলবান্। বশিষ্ঠের কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধেনু বিনয়নম্রবচনে ব্রহ্মর্ষিকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বলবান্ নহেন, হে ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা ব্রাহ্মণ যে বলবত্তর, এ কথা চিরদিন প্রথিত আছে। আপনার শক্তি অপ্রমেয়, এবং তেজ দুষ্প্রধর্ষ, বিশ্বামিত্র কখনই আপনার সমকক্ষ হইতে পারেন না। যাহা হউক, আপনি আমাকে বিশ্বামিত্রের দর্প ও তেজ সংহার করিবার জন্য নিয়োগ করুন। তখন কামধেনুবাক্যে মহাযশা বশিষ্ঠ 'পরবলনাশক বল সৃজন কর' বলিয়া তাহাকে আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সুরভি অসংখ্য সৈন্য সৃজন করিতে লাগিল; তাহার হুঙ্কাররবে বহুসংখ্যক পহ্লব জাতি জন্মগ্রহণ করিল। জাতমাত্রেই বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাহারা তদীয় সৈন্য সংহার করিতে লাগিল; তখন রাজর্ষির নেত্রযুগল রক্তজবার মূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি বহুবিধ বাণক্ষেপে তাহাদের প্রাণবধ করিলেন; তাহাদের এ অবস্থা দেখিয়া শবলা পুনর্ব্বার যবনমিশ্রিত শকজাতীয় সৈন্য সৃষ্টি করিল; ইহারা বিলক্ষণ বীর্য্যবান্, ইহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ পট্টিশ ও অসি, ইহারা পীতবর্ণ এবং পীতাম্বরাবৃততনু। প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া ইহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মহাতেজা বিশ্বামিত্র তাহাদিগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতেই যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরগণ একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। ৯-২৩

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ

তখন বশিষ্ঠদেব, সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্র-প্রভাবে আকুলিত ও বিমোহিত দেখিয়া শবলাকে কহিলেন, তুমি যোগবলে পুনর্ব্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। বলিবামাত্র সুরভির হুঙ্কারে আদিত্যসন্নিভ কাম্বোজ সৈন্য সকল জন্ম গ্রহণ করিল; তাহার স্তনস্থান হইতে শস্ত্রধারী বর্ব্বরগণের উৎপত্তি হইল তাহার যোনি হইতে যবন, অপান হইতে শক, এবং রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ, কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিতে লাগিল। তাহারা জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির সহিত সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বশিষ্ঠ-প্রভাবে বলক্ষয় হইতেছে দেখিয়া অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঋষির অভিমুখে অগ্রসর হইল; তিনি হুঙ্কারমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাহাদিগের অশ্ব, রথ ও পদাতিসকল মুহূর্ত্তমধ্যে

১। রাজা বলিয়াই তপোবল দ্বারাও ইহার দণ্ডবিধান করা যায় না। এই কথা রামায়ণে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে—

"দুর্লভস্য চ ধর্ম্মস্য জীবিতস্য শুভস্য চ।
রাজানো বানরশ্রেষ্ঠ। প্রদাতারো ন সংশয়ঃ।
তান্ন হিংস্যান্ন চাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ।
দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে।"

বিশেষ অদ্য ইঁহার আতিথ্য করা হইয়াছে, সুতরাং অবধ্য।

ভস্মীভূত করিলেন। স্বকীয় সৈন্য-সংহার দর্শনে নৃপতি বিশ্বামিত্র সলজ্জভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের মত, ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় ও রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সৈন্যগণ-সহিত সন্তান-গণকে নিহত দেখিয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিরুৎসাহ-মনে নিবেদ[১] প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে তুমি পৃথিবী পালন কর, এই বলিয়া তিনি একটি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক বন-প্রবেশ করিলেন। ১-১১

বিশ্বামিত্র হিমালয়ের পার্শ্বদেশে কিন্নরাদি-সেবিত স্থানে গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনার্থ তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে, দেবদেব বৃষধ্বজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার তপস্যা করিবার কারণ কি? তোমার যাহা অভিপ্রায়, আমার নিকটে সেই বর প্রার্থনা কর। মহাদেব এই কথা কহিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদীয় পাদমূলে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিনাকপাণে! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাঙ্গো-পাঙ্গ মন্ত্রের সহিত রহস্যযুক্ত ধনুর্ব্বেদ আমাকে প্রদান করুন। দেব দানব, মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব-লোকে যে সকল অস্ত্র আছে, আমাতে তাহা প্রতিভাত হউক। আপনার অনুগ্রহে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, এই আমার প্রার্থনা। তদ্বাক্যে তথাস্তু বলিয়া নীলকণ্ঠ অন্তর্হিত হইলেন। দেবাদিদেবের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন পর্ব্বদিনে সমুদ্রের ন্যায় তিনি বীর্য্যপ্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, এইবার বশিষ্ঠদেবের আর নিস্তার নাই। মনে মনে অবধারণ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রজাল উন্মুক্ত করিলেন, তাঁহার অস্ত্রে তপোবন নির্দ্দগ্ধপ্রায় হইল। তখন তদ্দর্শনে আশ্রমবাসী ঋষিগণ সন্ত্রস্তমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের শিষ্যগণ এবং আশ্রমস্থ মৃগপক্ষিগণ পর্য্যন্ত ভয়ভীত হইয়া নানা দিকে প্রধাবিত হইল। এইরূপে ঐ আশ্রম শূন্যপ্রায় হইয়া মুহূর্ত্ত-কাল নীরব বন-প্রদেশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন বশিষ্ঠদেব কহিতে লাগিলেন, তোমরা ভীত হইও না, ভাস্করোদয়ে যেরূপ নীহার-নিপাত ঘটে, তাহার ন্যায় আমি গাধিপুত্রের প্রাণ বিনষ্ট করিব। এই কথা বলিয়া সরোষে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই যখন সুখকর চিরসমৃদ্ধ এই আশ্রমের উচ্ছেদসাধন করিলি, তখন আর তোকে জীবিত থাকিতে হইবে না। এই কথা বলিয়া বিধূম অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া যমদণ্ডসদৃশ ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ত্বরিতগমনে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। ১২-২৮

ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গ

বশিষ্ঠদেব এই কথা কহিলে, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এইরূপ কহিয়া বিশ্বামিত্র আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ অপর কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিয়া সরোষে এই কথা বলিলেন, রে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! এই আমি দাঁড়াইলাম, তোর যত দূর সাধ্য, নিজ শক্তি প্রকাশ কর্; রে গাধিসুত! আমি তোর অস্ত্রের দর্প চূর্ণ করিব। রে ক্ষত্রিয়-অধম! ব্রহ্ম-বলের সহিত ক্ষত্রিয়-বলের তুলনাই হয় না। যাহা হউক, আমার সেই অতুল বল এখনি প্রত্যক্ষ করিবি। এই কথা বলিবার পর জলে জ্বলন্ত অনলের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় ব্রহ্মদণ্ডপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করি-লেন। তখন কৌশিক কুপিত হইয়া বারুণ, ঐন্দ্র, পাশু-পত, ঐশিক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, শোষণ, বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ,

১। সর্ব্বত্র নিষ্ফলতা দর্শনে চিত্তের অবসাদ।

পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনিদ্বয়, দণ্ড, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্যমথন, হয়শিরাস্ত্র, কঙ্কাল, মুষল নামক শক্তিদ্বয়, বৈদ্যাধরাস্ত্র, কালাস্ত্র,ত্রিশূল, কপাল, কঙ্কণ—প্রভৃতি বশিষ্ঠের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ নিজ দণ্ড-প্রভাবে ঐ সকল অস্ত্র সংহার করিলেন। ১-১৩

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া গাধিনন্দন ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। * তখন অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেরই আশঙ্কা জন্মিল ; ত্রৈলোক্যবাসী কম্পিত হইয়া উঠিল। সে সময়ে বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজোময় ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই নিদারু। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে যখন বশিষ্ঠদেব গ্রাস করেন, সেই সময়ে তাঁহার সেই রৌদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রৈলোক্য মোহ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় রোমকূপ হইতে সধূম অগ্নি-জ্বালার ন্যায় স্ফুলিঙ্গ-সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার করধৃত ব্রহ্মদণ্ড বিধূম প্রলয়াগ্নির ন্যায় দ্বিতীয় যমদণ্ডের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে ঋষিগণ বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার অমোঘ ব্রহ্মতেজ নিজ মহিমায় সংবৃত করুন। হে মহাত্মন্! আপনি বিশ্বামিত্রের সমুচিত নিগ্রহ করিলেন, আপনার বল অপরিমেয়, অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। ঋষিদিগের প্রার্থনায় মহাত্মা বশিষ্ঠদেব রোষনিবৃত্ত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিলেন। পরাভূত বিশ্বামিত্রও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ক্ষত্রিয়-বলে ধিক্, ব্রহ্ম-বলই প্রকৃত বল! একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড-প্রভাবে আমার সকল অস্ত্র নিবারিত হইয়াছে। অতএব আমি ব্রাহ্মণের তেজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা দেখিয়া প্রসন্নমনে মহা তপস্যা করিব, যে তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারা যায়। ১৪-২৪

—

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ [১]

তদনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র মহাত্মা বশিষ্ঠের সহিত বৈরতা করিয়া এবং নিজের পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া পরিতপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহিষীর সহিত দক্ষিণদিকে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে তিনি ফলমূলভোজনে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তপস্যা করেন, সেই সময়ে বিশ্বা-মিত্রের হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ—এই চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সহস্র বৎসর অতীত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাজর্ষে! তুমি তপোবলে রাজর্ষি-লোক জয় করিয়াছ, এক্ষণে তপস্যার প্রভাবে তোমাকে রাজর্ষি বলিয়াই বুঝিব। এই কথা বলিয়া পিতামহ দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। লোকপিতামহ স্বর্গে গমন করিলে পর, তাঁহার কথা চিন্তা করিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিয়ৎকাল অধোমুখে রহিলেন। তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমি ঘোরতর তপস্যা করিলাম, দেবগণ ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন! বুঝিলাম, আমি তপস্যায় সিদ্ধকাম হইতে পারি নাই। মনো-মধ্যে এই স্থির করিয়া তিনি পুনর্ব্বার তপস্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১-১০

এই সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী

* সহযোগী ২।১ জন অনুবাদক এই স্থানে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বামিত্রের স্থানে বশিষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু এটুকু মূলের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রমাণ :—"তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।'—বালকাণ্ড। (৫৬।১৪)

১। শিবারাধনায় লব্ধ সকল ক্ষাত্র বলই ধ্বংস হইল, ইহা পূর্ব্ব-সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত অত্যন্ত দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভের জন্ত বিশ্বামিত্রের তপোবল বর্ণন করিবার নিমিত্ত কয়টি সর্গ বলা হইয়াছে।

মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অন্তরে এই অভিপ্রায় হয়,আমি যজ্ঞ-সাধন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া নিজ অভিপ্রায় বলিলেন। বশিষ্ঠদেব তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া সাধ্যাতীত বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, সুতরাং মনোদুঃখে ত্রিশঙ্কু দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি যথা-ক্রমে যেখানে দীর্ঘতপা বশিষ্ঠপুত্রগণ তপস্যা করিতে-ছেন, কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকটে তথায় উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাঁহাদের প্রভা শত-সূর্য্যতুল্য, তাঁহারা ঘোর তপস্যায় নিমগ্নচিত্ত। তিনি অগ্রসর হইয়া গুরুপুত্রদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক লজ্জা-প্রযুক্ত অধোমুখে অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি লোকের শরণ্য হইলেও আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি যজ্ঞ-কামনায় গুরুদেব বশিষ্ঠকে ব্রতী হইতে অনু-রোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অতএব আপনারা আমাকে অনুমতি করুন। আমি আপনাদের প্রসন্নতার জন্য প্রণত আছি এবং মস্তকাবনত করিয়া আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা কৃপা করিয়া আমার যজ্ঞ সিদ্ধ করুন, যাহাতে আমার সশরীরে স্বর্গে গমন ঘটে, আপনাদিগকে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে হইবে। গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সুতরাং আপনারা ব্যতিরেকে আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব, বলুন? ভাবিয়া দেখুন, পুরোহিতই ইক্ষ্বাকুবংশের পরম গতি, গুরুর অভাবে আপনারাই আমার প্রধান দেবতা। ১১-১২

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ

তদনন্তর ত্রিশঙ্কুর বচন শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট ঋষিপুত্রগণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মন্দবুদ্ধে! সত্যবাদী পিতৃদেব তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় লইতে চাও? ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরম গতি, তাঁহারা গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। আমাদের পিতৃদেব যাহা অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা কিরূপে তাহা সাধন করিব? হে নির্ব্বোধ রাজা! তুমি পুনর্ব্বার আপনার পুরীমধ্যে প্রবেশ কর। হে রাজন্! ত্রৈলোক্যের নিখিল যজ্ঞ-কার্য্য করাইতে আমাদের পিতৃদেব সমর্থ। আমরা পুত্র হইয়া কিরূপে পিতার অবমাননা করিব? তাঁহা-দের ক্রোধপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আপনাদের পিতা আমাকে প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন, আপনারাও তাহাই করিলেন। হে তাপসগণ! আপনাদের মঙ্গল হউক, আমি অন্য উপায় অনুসন্ধান করি। ঋষিকুমারেরা সেই দুরভি-প্রায়সূচক[১] ভীষণ বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়া আপনারা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ১-৯

অনন্তর রাত্রিপ্রভাতে ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল-যোনি ধারণ করিলেন, তাঁহার শরীর নীলবর্ণ, কেশ খর্ব্ব এবং পরিধেয় নীলবসন। চিতামাল্যে ও চিতাভস্মে দেহ আবৃত ও লৌহালঙ্কারে তনু বিভূষিত; তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শনে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।[২] অনুগত পৌরগণ তাঁহার এরূপ কদাকার মূর্ত্তিদর্শনে তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। তখন নৃপতি একাকী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া রাজর্ষির অন্তরে করুণা সঞ্চার হইল, তিনি এই কথা

১। পুরোহিত ত্যাগ করিয়া অন্য পুরোহিতগ্রহণ কুলনাশকর বলিয়া মূলে "ঘোরাভিসংহিতম্" এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

২। বিশ্বামিত্র চণ্ডালের সহিত প্রত্যাক্ষভাষণ করিতে পারেন না, শাস্ত্রে উহা নিষিদ্ধ; সুতরাং মূলেও 'চণ্ডালরূপিণং' এই শব্দ আছে, জাতিচণ্ডালের কথনও ঐ ভাবনিবৃত্তি হয়, কর্ম্মচণ্ডালের হয় না, এই কথা এই সর্গে দেখান হইয়াছে।

বলিলেন, হে রাজপুত্র! আমার এখানে তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, বল। হে অযোধ্যাধীশ্বর! তুমি অভিসম্পাতে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়াছ। ১০-১৬

তখন নৃপতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, গুরু বশিষ্ঠদেব এবং তাঁহার শতপুত্র আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হে প্রিয়দর্শন! আমি সশরীরে স্বর্গে যাইবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞের জন্য গুরুদেব ও তাঁহার পুত্রগণকে অনুরোধ করি, কিন্তু তাঁহারা প্রার্থনা পূর্ণ করা দূরে থাকুক, আমাকে ঈদৃশদশাপন্ন করিয়াছেন। আমি একশত যজ্ঞ করিয়াছি, কিন্তু তাহার ফলে বঞ্চিত হইলাম, আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কহি নাই, এখনও কহিতেছি না,এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়াছি। আমি মহাত্মা গুরুজনদিগকে সদাচারে সন্তুষ্ট করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞ করাই আমার বাসনা। হে মুনীশ্বর! ভাগ্যক্রমে, গুরুদেব তাহাতেও অপ্রসন্ন; বুঝিলাম, দৈবই প্রধান, পুরুষকার অকিঞ্চিৎকর; দৈবই সকলকে আয়ত্ত করিয়া রাখে, দৈবই পরম গতি; আপনার নিকটে প্রার্থনা, আপনি এ হতভাগ্য দৈববিড়ম্বিত আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী এই দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি বুঝিয়াছি, অদৃষ্টক্রমে এই শুভকার্য্যে ব্যাঘাত পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই; আপনিই পুরুষকারপ্রভাবে দৈবশক্তি রোধ করিতে প্রকৃত সমর্থ। ১৭-২৪

একোনষষ্টিতম সর্গ

কুশিকনন্দন ত্রিশঙ্কুর বাক্যশ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া[১] চণ্ডালরূপী রাজাকে মধুরবাক্যে কহিলেন, ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন! তোমার এ স্থানে আগমন সমীচীন হইয়াছে। হে বৎস! আমি তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানি; আমি তোমাকে আশ্রয়দান করিলাম, তোমার কোনও ভয় নাই। আমি তোমার যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগকে আমন্ত্রণ করিব, তুমি তাঁহাদিগকে লইয়া অভীষ্ট যজ্ঞ পূর্ণ করিতে পারিবে। যদিও গুরুপুত্রদিগের অভিশাপে তোমার শরীর বিরূপ হইয়াছে, তথাপি তুমি এই শরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার করস্থ বলিয়া মনে করিও। এই কথা বলিয়া পুত্রদিগকে যজ্ঞায়োজনের আদেশ দিলেন। তখন সকল শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা আমার আদেশে সপুত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকল ঋষিদিগকে আনয়ন কর। এতদ্ভিন্ন সশিষ্য ও সসুহৃদ্ ঋত্বিগ্‌গণকে আহ্বান কর। যদি এই আহ্বানে কেহ অনাদর করে, আমাকে তাহা অবিকল জানাইও।১-৯

তখন তদীয় আদেশে শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। নানা দেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৌশিক-শিষ্যগণ সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আপনার নাম শ্রবণেই এই যজ্ঞে আসিতে সম্মত হইলেন, কেবল মহোদয় নামক এক ব্রাহ্মণ ও বশিষ্ঠপুত্রগণ যজ্ঞে আসিতে অনিচ্ছুক; তাঁহারা কোপভরে আমাদিগকে যে কথা বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন। যে যজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ যজ্ঞকর্ত্তা চণ্ডাল, তাহাতে দেবগণ ও ঋষিগণ কিরূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন? ব্রাহ্মণগণই বা কিরূপে সেই যজ্ঞে ভোজন করিবেন এবং বিশ্বামিত্রের সহকারিতায় কিরূপে স্বর্গে গমন করিতে পারিবেন? হে মুনিবর! মহোদয় এবং বশিষ্ঠপুত্রগণ এইরূপ গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন। ১০-১৭

তাঁহাদের ঐরূপ সদর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া

১। বায়ু ও অন্য পুরাণে আছে, সত্যব্রতের পিতার অভিসম্পাত, বশিষ্ঠের শাপ ও তাহার পুত্রগণের শাপ—এই তিনটি শাপ শঙ্কুকীলস্বরূপ হওয়ায় ত্রিশঙ্কু নাম হয়। ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব শুধু সাদৃশ্যমাত্র নহে, সাক্ষাৎ চণ্ডালত্বপ্রাপ্তিই ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি কর্ম্মমূলক, সেই সকল কর্ম্ম না থাকিলে তত্তজ্জাতি থাকে না। (গোবিন্দরাজ টীকাকার)

এই কথা কহিলেন, আমি কঠোর তপস্যা-কার্য্যে লিপ্ত আছি, কখন কোনও অন্যায় কার্য্য করি নাই, যখন তাঁহারা নির্দ্দোষ আমার প্রতি এরূপ ঘৃণার উক্তি করিয়াছেন, তখন তাঁহারা ভস্মীভূত হইবেন। নিশ্চয়ই তাঁহাদের মৃত্যু সমুপস্থিত; তাঁহাদের সাতশত জন্ম পর্য্যন্ত মৃতযন্ত্রহারক, মুষ্টিক[২] নামে খ্যাত নির্দ্দয় হইয়া শব-ভোজনে কাল কাটাইতে হইবে। কুক্কুরমাংস তাঁহাদের খাদ্য হইবে, তাঁহাদিগকে বিকৃতাকার ও বিরূপভাবে সকল লোকে বিচরণ করিতে হইবে। সেই মহোদয় যখন দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমাকে অকারণ ঘৃণা করিয়াছে, তখন তাহাকেও ব্যাধরূপে দূষিতভাবে কাল কাটাইতে হইবে। অধিক কি বলিব, তাহাকে জীবহিংসায় নিযুক্ত হইয়া অনন্তকাল মহাদুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া মহর্ষি মৌনভাব ধারণ করিলেন[৩]। ১৮-২২

ষষ্টিতম সর্গ

তখন বিশ্বামিত্র যোগবলে মহোদয় ও বশিষ্ঠ-পুত্রদিগকে স্বীয়প্রভাবে নিহত জানিতে পারিয়া ঋষিগণ-সমক্ষে কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় এই নৃপতি ত্রিশঙ্কু পরম ধার্ম্মিক ও অতিশয় দাতা, ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছায় আমার শরণাগত হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি সশরীরে দেবলোকে গমন করিতে পারেন, আপনাদিগকে তাহার জন্য আমার সহিত যজ্ঞ করিতে হইবে। তখন বিশ্বামিত্রের কথায় সকল ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মানুগত বাক্যে বলিলেন, এই কুশিকবংশীয় মুনি অতি কোপনস্বভাব, ইনি যাহা বলিলেন, তাহা করা আমাদের কর্ত্তব্য; জানিও, অগ্নিতুল্য এই ঋষি প্রত্যাখ্যাত হইলে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব যাহাতে ইঁহার তেজে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে অবস্থিতি ঘটে, আমরা সেইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তদনন্তর যজ্ঞারম্ভ হইলে, ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঐ যজ্ঞের পুরোহিত (অধ্বর্য্যু) হইয়াছিলেন, মন্ত্রাভিজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ আনুপূর্ব্বিক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের সমস্ত কার্য্যই যথাবিধি কল্পসূত্রানুসারে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। কিছুকাল গত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কেহই উপস্থিত হইলেন না। ১-১১

তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া স্রুক উত্তোলন-পূর্ব্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, হে রাজন্! অদ্য আমার তপোবল অবলোকন কর, আমি তোমাকে মদীয় তেজঃপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইব। নরেশ্বর! সশরীরে স্বর্গগমন যদিও সহজ নহে, তথাচ আমার যৎকিঞ্চিৎ যে তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, হে রাজন্! সেই তপোবলে তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন কর। রাজর্ষিবাক্যে নৃপবর, সকল ঋষিদিগের সাক্ষাতে স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার স্বর্গে গমন ঘটিলে সুররাজ, সুরগণ-সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে নৃপতে! তুমি স্বর্গবাসের যোগ্য নহ, তুমি পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। গুরু বশিষ্ঠদেব তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি অধোমুখে নিপতিত হও। ত্রিদশপতির কথাক্রমে ত্রিশঙ্কু তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইলেন। তিনি পতন-সময়ে বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দ করিতে লাগিলেন; ত্রিশঙ্কুর আর্ত্তশব্দশ্রবণে কৌশিক

২। 'মুষ্টিক'—ডোম বলিয়া যাহারা খ্যাত, ইহারা চণ্ডাল জাতি।

৩। পূর্ব্বোক্ত অভিশাপ বশিষ্ঠপুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, এখানে জিজ্ঞাস্য এই—বশিষ্ঠপুত্রগণ সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বামিত্রের শাপ দিতে প্রবৃত্তি হইল কেন? উত্তর এই যে, বশিষ্ঠনির্য্যাতনকামী বিশ্বামিত্রের ইহাই তপস্যার ফল হইল।

ঋষি তীব্ররোষে পরিপূর্ণ হইলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ,' বলিয়া উঠিলেন। তখন ঋষিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় বিশ্বামিত্র ক্রোধসংমূর্চ্ছিত হইয়া দক্ষিণ-দিক্‌স্থ অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন; এইরূপে ক্রমে অপর নক্ষত্র-সকল সৃষ্টি করিলেন। তিনি এইরূপে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, আমি হয় অপর ইন্দ্র-সৃষ্টি করিব, নয় স্বর্গলোক ইন্দ্রশূন্য হইবে।[১] এই কথা বলিয়া দেবতাগণকে সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। ১২-২৩

তখন সুরাসুর ও ঋষিগণ ব্যাকুলভাবে বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, এই নৃপতি ত্রিশঙ্কু গুরুশাপাভিভূত হইয়াছেন, হে তপোধন, সেজন্য ইঁহার সশরীরে স্বর্গ-গমন করা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে আমি ইচ্ছা করি না। এক্ষণে সশরীরে ত্রিশঙ্কুর চিরকাল স্বর্গস্থিতি ঘটুক, এবং পৃথিব্যাদি এই লোকের যতকাল বিদ্যমানতা থাকিবে, ততকাল আমার সৃষ্ট নক্ষত্রাদি সমস্তই বর্ত্তমান থাকিবে। বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া দেবগণ কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহার অন্যথা হইবে না, তোমার মঙ্গল হউক; এই সকল নক্ষত্র গগনমণ্ডলে জ্যোতিশ্চক্রের গতির বহিঃ-প্রদেশে জাজ্বল্যমান্ থাকুক। অমরের ন্যায় নরনাথ ত্রিশঙ্কু অধোমুখে অবস্থিতি করিতে থাকুন, নক্ষত্রগণ ইঁহার অনুগামী হউক। নৃপতি ত্রিশঙ্কু কৃতার্থ, কীর্ত্তিমান্ ও স্বর্গলোকগামী হউন, এই কথা বলিয়া তাঁহারা বিশ্বামিত্রের প্রতি আনন্দভাব প্রকাশ করিলেন। ঋষিগণমধ্যে সর্বদেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত বিশ্বামিত্র দেবগণের বাক্যে সম্মত হইলেন; তদনন্তর যজ্ঞাবসানে দেবতা ও ঋষিগণ সকলেই যথাস্থানে গমন করিলেন। ২৪-৩৪

একষষ্টিতম সর্গ

হে নরোত্তম! বিশ্বামিত্র সকল ঋষিগণকে নিজ নিজ স্থানে গমন করিতে দেখিয়া সেই সকল নিয়ত সহচর বনবাসীদিগকে কহিলেন, এই দক্ষিণদিকে অবস্থান করিয়া আমাদের মহাবিঘ্ন ঘটিয়াছে, অতএব অন্য দিকে গিয়া তপস্যা করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। সুবিস্তীর্ণ পশ্চিমদিকে সুখদায়ক পুষ্কর-ক্ষেত্রে আমরা সুখে তপস্যা করিতে পারিব; কারণ, সেই তপোবন অত্যন্ত সুখকর স্থান। এই কথা কহিয়া তিনি পুষ্করে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া ফল-মূল-ভোজনে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অযোধ্যাপতি অম্বরীষ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাজার যজ্ঞকালে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলেন, তখন বিপ্রগণ রাজাকে কহিলেন, হে মহারাজ! যে যজ্ঞীয় পশু আনীত হইয়াছিল, আপনার দুর্নীতিপ্রযুক্ত[১] তাহা অপহৃত হইয়াছে; যে রক্ষা-কার্য্যে অশক্ত, সেই রাজা সকল দোষে লিপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। আপাততঃ যে কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞসমাপন না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তদ্বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি নর আনয়ন করুন। ১-৮

উপাধ্যায়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি সহস্র গাভী-বিনিময়ে যজ্ঞপশু অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে নানা দেশ, নানা জনপদ, নানা নগর, নানা বন ও নানা আশ্রম পর্য্যটন করা হইল। অবশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক গিরিশৃঙ্গে ঋচীক মুনিকে সমাসীন দেখিলেন, তিনি কলত্র ও পুত্র সহিত বিরাজমান। রাজর্ষি অম্বরীষ তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত

১। আমার সৃষ্ট স্বর্গলোকের জন্য অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব অথবা আমার সৃষ্ট স্বর্গলোক ইন্দ্রশূন্য হউক, সেই স্থানে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবে। এইরূপ অর্থই মূলের অভিপ্রেত, নতুবা সৃষ্টি কার্য্যের উপক্রমে অন্যার্থ সুসঙ্গত হয় না, গ্রন্থের পূর্ব্বাপর দেখিলে ইহাই বোধ হয়। (গোবিন্দরাজ)

১। দুর্নীতি—রাজার ও রক্ষিবর্গের অনবধানতা।

ব্রহ্মর্ষিকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ঋচীককে এই কথা বলিলেন, যদি যজ্ঞীয় পশু হইবার নিমিত্ত আপনার একটি পুত্রকে আমার নিকট বিক্রয় করেন, তাহা হইলে, হে ভার্গব! আমি কৃতার্থ হই। আমি মূল্যস্বরূপ লক্ষ ধেনুপ্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। আমি যজ্ঞীয় পশুর জন্য সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোনও স্থানে প্রাপ্ত হই নাই। আপনি মূল্য লইয়া আপনার একটি পুত্র প্রদান করুন। ৯-১৫

তদ্বাক্যে মহর্ষি ঋচীক কহিলেন, আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কখনও বিক্রয় করিতে পারিব না। তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী কহিলেন, আমার স্বামী ভার্গব জ্যেষ্ঠ পুত্র-বিক্রয়ে সম্মত নহেন। কনিষ্ঠ শুনক আমার অতিশয় স্নেহাস্পদ, অতএব আমি তাহাকে কখনও বিক্রয় করিতে পারিব না। জ্যেষ্ঠ-পুত্র প্রায়ই পিতার প্রিয়পাত্র হয় এবং কনিষ্ঠ মাতৃ-বৎসল হইয়া থাকে, অতএব, আমি কনিষ্ঠকে রক্ষা করিব। মুনি ও মুনিপত্নী এইরূপ কহিলে ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ কহিলেন, মহারাজ! পিতা ও মাতা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, মধ্যমই বিক্রয়ের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আমাকে লইয়া চলুন। অনন্তর ব্রহ্মবাদী বালকের বাক্যাবসানে নৃপতি অম্বরীষ লক্ষ ধেনু ও কোটি রত্ন প্রদান করিয়া শুনঃশেফকে গ্রহণ করিলেন; মহাতেজা অম্বরীষ প্রহৃষ্টমনে শীঘ্র রথারোহণ করিয়া শিশুটিকে লইয়া দ্রুতগমন করিলেন। ১৫-২৪

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

হে নরশ্রেষ্ঠ! মহারাজ অম্বরীষ শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে পুষ্করক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন। তিনি তথায় বিশ্রাম করিতেছেন, এমত সময়ে ঐ ঋষিকুমার শ্রেষ্ঠ তীর্থ পুষ্করে আসিয়া মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইলেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের মাতুল,[১] ঋষিদিগের সহিত তপস্যা করিতে-ছেন; দেখিবামাত্র পিপাসা ও শ্রমে কাতর হইয়া শুনঃশেফ তাঁহার অঙ্কে নিপতিত হইলেন এবং এই কথা বলিতে লাগিলেন, আমার পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু কেহই নাই, আপনি ধর্ম্মানুসারে আমাকে রক্ষা করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সকলের ত্রাণকর্ত্তা এবং সকলের মঙ্গলবিধাতা। আমার এই প্রার্থনা, রাজা যাহাতে কৃতকার্য্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলাভ করিতে পারি, আপনি তদুপায় নির্দ্দেশ করুন। আমি অনাথ, আপনি প্রহৃষ্টমনে আমাকে রক্ষা করুন। পিতা যেরূপ পুত্রকে পালন করেন, তাহার ন্যায় এই বিপদ্ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। ১-৭

তখন বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন, হে পুত্রগণ! মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতৃগণ যে পরলোকের মঙ্গলের জন্য পুত্র কামনা করেন, তাহার সময় সমুপস্থিত। এই ঋষিকুমার আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই কৃতকর্ম্মা এবং ধার্ম্মিক, এক্ষণে তোমরা রাজা অম্বরীষের যজ্ঞপশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন কর। এরূপ করিলে বালকের প্রাণরক্ষা, অম্বরীষের যজ্ঞ-সাধন, সুরগণের তৃপ্তি ও আমার কথা রক্ষা পায়। পিতৃবাক্যে পুত্রগণ অভিমানে পূর্ণ হইয়া অবলীলাক্রমে কহিতে লাগিল, হে বিভো! নিজপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রাণ-রক্ষায় আপনার প্রয়োজন কি? কুকুরের মাংস-ভোজনের ন্যায় নিজ-পুত্র-বিনিময়ে অন্যের পুত্র রক্ষা করা অকার্য্য বলিয়াই

১। ঋচীক—ইনিই সহস্র শ্যামকর্ণ শ্বেত অশ্ব-বিনিময়ে বিশ্বামিত্র-ভগিনী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রদত্ত চরু হইতেই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল।

আমরা মনে করি।[২] তাহাদের এরূপ সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র রোষকষায়িতনেত্রে কহিলেন, রে পামরগণ! তোরা যখন আমার কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মবিগর্হিত এই রোমহর্ষণকর বাক্য প্রয়োগ করিলি, তখন তোদিগকে বশিষ্ঠপুত্রগণের ন্যায় কুকুরমাংসভোজী হইতে হইবে। এইরূপে বর্ষ সহস্র অতিবাহিত হইবে। মুনিবর পুত্রদিগের প্রতি শাপ প্রদান করিয়া বিপন্ন শুনঃশেফকে কহিলেন, তুমি পবিত্রপাশে আবদ্ধ, রক্তমাল্য-পরিহিত ও বৈষ্ণব-যূপে বদ্ধ হইয়া অগ্নির আরাধনা করিতে থাক। হে মুনিপুত্র! আমি তোমাকে দুইটি দিব্য গাথা শিখাইতেছি, তুমি অম্বরীষ রাজার যজ্ঞস্থানে উহা গান করিও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে। ৮-২০

ঋষিকুমার গাথা দুইটি গ্রহণ করিয়া রাজসিংহ অম্বরীষের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আপনি আমাকে লইয়া যজ্ঞ-সাধনে প্রস্তুত হউন। নৃপতি তদ্বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সত্বর যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তখন সদস্যগণের অনুমতিক্রমে শুনঃশেফকে রক্তাম্বর ধারণ ও কুশরজ্জু দ্বারা যূপে বদ্ধ করিলেন; তখন বালক অনন্যোপায় হইয়া এক মনে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। বাসব বালকের স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দীর্ঘজীবী করিলেন। এইরূপে নরবর নরনাথের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল এবং তিনি শচীপতির প্রসাদে বহু ফল লাভ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র পুষ্করক্ষেত্রে পুনর্ব্বার সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন।[৩]* ২১-২৮

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ব্রতস্নান করিলেন, তখন ব্রহ্মা তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য দেবগণের সহিত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মুনে! তুমি অর্জ্জিত শুভ-কর্ম্মপ্রভাবে ঋষি বলিয়া পরিচিত হইলে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া পিতামহ পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঋষিও পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১-৩

কিছু কাল গত হইলে পর, মেনকা অপ্সরা পুষ্করক্ষেত্রে স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইল। মুনিবর মেঘের ক্রোড়ে বিদ্যুতের ন্যায় পরমরূপসী অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রে ঋষি অনঙ্গের অধীন হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে অপ্সরে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার আশ্রমে অবস্থিতি কর। তুমি কামমোহিত আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। ঋষিবাক্যে মেনকা সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অপ্সরার সহিত সহবাসে দশ বৎসর গত হইল, তখন বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন ঘটিল; কিছুকাল গত হইলে বিশ্বামিত্রের অন্তঃকরণে লজ্জার আবির্ভাব হইল, তিনি তখন চিন্তা করিতে

২। বিশ্বামিত্র-পুত্রগণের এই উক্তি অতি কঠোর; কারণ, ইহা বিশ্বামিত্রকেই কটাক্ষ করা হইয়াছে। কোন এক সময়ে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বিশ্বামিত্র, পত্নী ও পুত্রগণকে নিরুপায় অবস্থায় বনমধ্যে রাখিয়া তপস্যার্থ গমন করেন, সেই সময়ে ত্রিশঙ্কু মৃগাদি মাংস বিশ্বামিত্রের পত্নী ও পুত্রগণের ভোজনের নিমিত্ত রাখিয়া যাইতেন। এ দিকে বিশ্বামিত্র একদিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক চণ্ডাল-পল্লীমধ্যে গমন করিয়া কুকুর-মাংস চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ চণ্ডালবেশী ধর্ম্মের সহিত ইঁহার বহু বাদানুবাদ হয়, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া পুত্রগণের উক্তি এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের প্রতি তীব্র ক্রোধ এবং অভিসম্পাতদান। বিশ্বামিত্রের কুকুরমাংস-চুরির কথা মহাভারতে আছে।

৩। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে এই ঘটনা অম্বরীষের স্থানে হরিশ্চন্দ্র এবং ঋচীকের স্থানে অজীগর্ত্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা হরিশ্চন্দ্রও অপর একটি নরমেধ করিয়াছিলেন, ইহাই সূচিত হয়। উভয়ের নরমেধ-যজ্ঞ করার কারণও ভিন্ন ভিন্ন, অম্বরীষ অশ্বমেধীয় পশুরক্ষায় অযোগ্য হইয়া নরমেধ করেন, হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট প্রতিশ্রুতি পালন না করায় জলোদরে আক্রান্ত হইয়া রোগশান্তির জন্য যজ্ঞ করেন। কেহ কেহ এই দুইটি যজ্ঞকেই এক মনে করিয়া উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে সমাধান করিয়াছেন।

* অবলম্বিত মূল গ্রন্থে অধ্যায়ের শেষে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়, "বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ। পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষশতানি চ॥" কিন্তু এদেশপ্রচলিত ২।১ খানি মূল গ্রন্থে ও অনুবাদের পর অধ্যায়ের প্রথমেই এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, স্থান-ভেদে ওরূপ ব্যবহারভিন্নতা ঘটিয়াছে।

লাগিলেন। তিনি মনে এই অবধারণ করিলেন, সুরগণ হইতেই আমার তপস্যার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, যাহা হউক, দশ বৎসর এক রাত্রির ন্যায় গত হইল। কামমোহিত হওয়াতেই আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে দুঃখিত হইলেন। ৪-১২

তখন মেনকা মহর্ষির অবস্থা দর্শনে কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মুনিবর তাহাকে শান্তবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। অবশেষে তাহাকে বিদায় দিয়া[1] উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কামদমনের জন্য কৌশিকীতীরে কঠিন তপস্যা করিতে লাগিলেন, এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইল। মহর্ষির তপস্যায় দেবগণ ভীত হইলেন, তখন তাঁহারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহিলেন, বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইতে অভিলাষী, অতএব তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করুন। পিতামহ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। হে কৌশিক! আমি তোমাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করিলাম। তখন মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যদি শুভকর্ম্ম-ফলে আমি ব্রহ্মর্ষি হইতে না পারিলাম, তাহা হইলে বুঝিলাম, আমি এক্ষণে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারি নাই। তখন প্রজাপতি কহিলেন, তোমার এখনও ইন্দ্রিয়জয় ঘটে নাই, তুমি চেষ্টা করিলে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ গমন করিলে মহর্ষি ঊর্দ্ধবাহু, অবলম্বনশূন্য ও পঞ্চতপা হইয়া বায়ু-ভোজনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বর্ষায় অনাবৃতস্থানে, শীতে দিবারাত্র জলে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইল। মহর্ষিকে মহাতপে প্রবৃত্ত দেখিয়া দেবগণের—বিশেষতঃ দেবরাজের সন্তাপবৃদ্ধি হইল। তখন তাঁহারা রম্ভাকে কৌশিকের অপকারক এবং আপনাদের উপকারক বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ১৩-২৬

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

হে রম্ভে! বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মুগ্ধ করিয়া তোমাকে সুর-কার্য্য-সাধন করিতে হইবে। বাসবের বাক্যে অপ্সরা লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে সুরপতে! এই ঋষি অতিশয় কোপন-স্বভাব, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। হে দেব! এ কার্য্যে আমার ভয় হইতেছে, আপনি প্রসন্ন হউন! তখন সহস্রলোচন কহিলেন, ভীত হইও না, তোমার মঙ্গল হউক, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। আমি সুশোভন বৃক্ষশোভিত বসন্তকালে কোকিলরূপে কামের অনুচর হইয়া তোমার পার্শ্বে থাকিব। তুমি রমণীয় বেশে নানা-ভাব-ভঙ্গীতে ঐ ঋষির অন্তঃকরণ বিকৃত করিবে। বাসবের বাক্যে সেই সুন্দরী দিব্য রূপ ধারণ করিয়া মুনিবরের মনে কামোৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মুনীন্দ্র কল-কণ্ঠ কোকিলের মধুর কাকলী শুনিতে পাইলেন, শ্রুতমাত্রে প্রহৃষ্টমনে বরবর্ণিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মনোহর সঙ্গীত ও মধুর কূজন শ্রবণে ও রম্ভার দর্শনে মুনির মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, তখন তিনি সুররাজকে এ কার্য্যের মূল বলিয়া অবধারণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রম্ভার প্রতি এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, রে দুর্বৃত্তে! কামক্রোধদমনা-ভিলাষী ঋষিকে যখন মুগ্ধ করিতে আসিয়াছিস্, তখন

১। বিশ্বামিত্রের নিকট বিদায়কালেই মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র এই তপস্যাকালে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই মেনকাকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই, ইহা দ্বারা বিশ্বামিত্রের ক্রোধজয় হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

তোকে দশসহস্রবৎসর শিলা-রূপিণী হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। মহাতেজা কোনও ব্রাহ্মণ আমার ক্রোধে শিলারূপিণী তোকে উদ্ধার করিবেন।[১] মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধবেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অপ্সরাকে এইরূপ শাপগ্রস্ত করিয়া অবশেষে অনুতপ্ত হইলেন। তদীয় নিদারুণ শাপে রম্ভা শৈলময়ী হইল, ঘটনা দেখিয়া ইন্দ্র ও অনঙ্গ মহর্ষির নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপা কৌশিক কাম ও ক্রোধের উদ্দীপনাকে তপস্যার বিঘ্ন জানিয়া অন্তরে অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্রের তপোবল নষ্ট হইলে তপঃসিদ্ধির জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন, মনে এই স্থির করিলেন, আর কাহাকেও শাপ প্রদান বা কোনরূপে কোপপ্রকাশ করিব না এবং কথা কহিব না। অথবা শত শত বৎসর পর্য্যন্ত নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকিব। এক্ষণে আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া দেহ শোষণ করিব। যত দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তি না ঘটে, তত দিন নিশ্বাস রোধ করিয়া কঠোর তপস্যা করিব। এইরূপে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও আমার আকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না, তিনি এই কথা বলিয়া সহস্র বৎসরসাধ্য তপস্যার জন্য দীক্ষিত হইয়া অতুলনীয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ১-২০

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

হে রাম! অনন্তর মহামুনি কৌশিক উত্তর দিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যায় মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি বর্ষসহস্র পর্য্যন্ত মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া অতুলনীয় পরম দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষসহস্র অতীত হইলে তিনি স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, যদিও তিনি নানা প্রকার বিঘ্নে আপতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধোদয় ঘটে নাই। তিনি কৃতনিশ্চয় হইয়া সহস্রবৎসরব্যাপী তপশ্চর্য্যার্থ ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। ১-৪

সহস্রবৎসরের পর তাঁহার ব্রত পূর্ণ হইলে মহাব্রতী বিশ্বামিত্র যখন অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, হে রঘুনন্দন! এমন সময়ে সুরপতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে ঐ সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত অন্ন প্রদান করিলেন। ঐ অন্ন নিঃশেষিত হইলে নিজে অভুক্তাবস্থায় দিনপাত করিলেন। বিপ্রকে কিছুই জানাইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাস রোধ করিয়া মৌনব্রতাবলম্বী হইলেন। এইরূপে সহস্র বর্ষ অতীত হইল, সে সময়ে অগ্নি তদীয় ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঐ অগ্নিতেজে বিশ্বসংসার সন্তাপিত ও আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও রাক্ষসেরা ঐ তেজে নিষ্প্রভ হইয়া লোকপিতামহ প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন। ৫-১০

আমরা অনেক প্রকারে কুশিকনন্দনের ক্রোধ ও লোভ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই, প্রত্যুত তাঁহার তপোবৃদ্ধি হইতেছে। আমরা ইঁহার কোনও প্রকার পাপাচরণ দেখিতে পাইতেছি না, এক্ষণে আপনি যদি ইঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রৈলোক্যের স্থাবর জঙ্গম সকলই নাশ প্রাপ্ত হইবে। দিঙ্মণ্ডল ইঁহার প্রভাবে আকুলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে না। সমুদ্রসকল সংক্ষোভিত ও পর্ব্বতগণ বিশীর্ণ হইতেছে, বসুধা কম্পিত ও সমীরণ শঙ্কিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে উপায় কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; যেরূপ দেখিতেছি,

---

১। যদিও ইন্দ্রের নিয়োগে রম্ভা বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন করিতে আসায় তাহার অপরাধ ছিল না, ইন্দ্রই ঐ কার্য্যের জন্য অপরাধী। এই অপরাধে রম্ভার প্রতি শাপ প্রদান অনুচিত, তথাপি ক্রোধবশতঃ বিশ্বামিত্রের যুক্তাযুক্তরূপ বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় তিনি তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ক্রোধাপগমে বিবেকজ্ঞান যখন আসিল, তখন তিনি তাহাকে অনুগ্রহ করিলেন। কতক বলেন, মহাতেজা ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। এই ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয়, কাম হইতে ক্রোধ দুর্জ্জয়।

লোক সকল নাস্তিক হইবার সম্ভাবনা,[১] ত্রৈলোক্য শঙ্কিত ও নিশ্চেষ্টপ্রায় হইয়াছে। মহর্ষির তেজে সহস্রাংশু নিষ্প্রভ হইয়াছে, অধিক কি বলিব, মহামুনি যেরূপ করিতেছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মহর্ষি কালাগ্নির ন্যায় যে কাল পর্য্যন্ত সৃষ্টি সংহার না করেন, তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য। আপনাকে অধিক কি বলিব, যদি মহর্ষির সুররাজ্য পাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাও তাঁহাকে প্রদান করুন।[২] এই কথা বলিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার তপস্যায় আমরা প্রীত হইয়াছি।[৩] হে কৌশিক! তুমি উক্ত তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে, আমি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলাম। হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথাসুখে অভীষ্ট প্রদেশে গমন কর। তখন মহর্ষি দেবগণের সহিত প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন। ১১-২২

দেবগণ! যদি দয়া করিয়া আপনারা আমাকে ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘ-জীবন দান করিলেন, তাহা হইলে ওঁকার, বষট্‌কার ও সমুদায় বেদ আমাকে বরণ করুক। অর্থাৎ বেদ অধ্যাপনে ও যাজনে আমার অধিকার হউক।[৪] প্রার্থনা, যাহাতে আমার ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয়ের ধনুর্ব্বেদাদিতে অভিজ্ঞ ও বেদচতুষ্টয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবের অনুমোদিত হয়, তৎপক্ষে কৃপা প্রকাশ করুন; যদি আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তবে আপনারা স্বস্থানে গমন করিতে পারেন। অনন্তর দেবতাগণের অনুরোধে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রসন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য স্থাপন ও তাঁহার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মর্ষি হইলে, তাঁহারা এই কথা বলিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।[৫] তখন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া বশিষ্ঠদেবকে পূজা করিলেন। তিনি এইরূপে পূর্ণকাম হইয়া পৃথিবী-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে রামচন্দ্র! এই মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি অতিশয় পরাক্রমী ও ধার্ম্মিক এবং তপস্যার মূর্ত্তিবিশেষ। শতানন্দ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ২৩-৩০

তখন রামলক্ষ্মণসন্নিধানে শতানন্দমুখে সবিশেষ পরিচয় পাইয়া মিথিলাধিপতি প্রাঞ্জলি হইয়া বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, আমি আপনার কৃপায় অদ্য ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি যখন রামলক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, তখন আমি আপনার দর্শনমাত্রে পবিত্র হইয়াছি। বলিতে কি, আপনার সন্দর্শনে আমি নানা গুণের আধার হইলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনার উগ্র তপস্যার বিষয় শ্রবণ করিয়া যে কতদূর বিস্মিত হইয়াছি, বলিবার নহে; রামলক্ষ্মণ ও অন্যান্য সভাস্থ ব্যক্তিগণ আপনার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। অধিক কি বলিব, আপনার তপস্যা ও বল যেরূপ অপ্রমেয়, গুণও তদনুরূপ অসীম। হে বিভো! আপনার আশ্চর্য্য গুণ-কথা শ্রবণে মনের ঔৎসুক্য

১। ব্যাকুলতা নিবন্ধন কেহই কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং নাস্তিকপ্রায় হইয়াছে, অথবা উপযুক্তরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও বিশ্বামিত্র যদি অভিলষিত ফল না পান, তবে কাহারও তপস্যাদিতে আর বিশ্বাস থাকিবে না, সুতরাং নাস্তিক হইবে।

২। অথবা যদি উহার অভীষ্ট প্রদান না করেন, তবে ঐ মুনি দেবরাজ্য লাভ করিতে চাহিবে, সুতরাং উহার অভীপ্সিত বর প্রদান করুন।

৩। এই পর্য্যন্ত দেবগণের উক্তি। অতঃপর ব্রহ্মার উক্তি, মূলে কর্তৃপদগুলি পূর্ব্বে বহুবচনান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পরে একবচনান্ত থাকায় এইরূপ বুঝা যায়।

৪। বিশ্বামিত্র জাতিগত ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া দেবগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিয়া লইলে তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে আদৃত হইতে পারেন।

৫। এই ব্যাপার দ্বারা বিশ্বামিত্রের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য লাভ বুঝা যায়। বশিষ্ঠ স্বীকার করায় সমাজেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। দেবগণ শুধু বর দিয়াই কৃতকার্য্য হয়েন নাই, বিশ্বামিত্রের সমাজ-পরিস্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহারা করিয়াছিলেন।

নিবারিত হয় না, হে মুনিপ্রবর! এক্ষণে রবিমণ্ডল অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন, দৈবক্রিয়াদির সময় সমুপস্থিত। কল্য প্রভাতে আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ ঘটিবে, আপনি সুখে থাকুন, এক্ষণে আমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অনুমতি প্রদান করুন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র জনককে প্রশংসা করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন মিথিলাধিপতি উপাধ্যায় ও স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন। বিশ্বামিত্রও মহাত্মগণ কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া রামলক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আপনাদের আবাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। ৩১-৪০

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর বিমল প্রভাতকালে মহীপতি জনক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রামলক্ষ্মণের সহিত মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। পরে রাজর্ষি জনক শাস্ত্রের বিধানানুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও রামলক্ষ্মণের অর্চ্চনা করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার মঙ্গল হউক, বলুন, আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে; আমি আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর-স্বরূপ উপস্থিত রহিয়াছি। তখন জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মী ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই দুইটি ক্ষত্রিয়কুমার লোকবিশ্রুত রাজা দশরথের বংশধর, তোমার গৃহে যে দিব্যধনু আছে, ইঁহারা সেই ধনু দর্শন করিতে ইচ্ছুক। সেই ধনু তুমি ইঁহাদিগকে দেখাও; ইঁহারা তদ্দর্শনে সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন। তখন জনকরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, যে কারণে এই ধনু আমার নিকটে আছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ দেবরাত নামে খ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে এই ধনু ন্যাসস্বরূপ অর্পিত হয়। পূর্ব্বকালে রুদ্রদেব দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের জন্য অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া সুরগণকে কহিয়াছিলেন, যখন তোমরা যজ্ঞভাগার্থী আমাকে প্রাপ্য যজ্ঞাংশ প্রদান করিলে না, তখন এই শরাসনে তোমাদের শিরশ্ছেদ করিব। ১-১০

তখন দেবগণ দেবাদিদেবের বাক্যে বিমনা হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি রোষভাব পরিত্যাগ করিলেন। পশুপতি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবগণ শিবের নিকট ধনু লাভ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দেন।[১] এই সময়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে আমার হলাগ্রে এক কন্যারত্ন সমুত্থিত হয়, ক্ষেত্রশোধনে হলমুখোত্থিতা বলিয়া ইনিই সীতা নামে পরিচিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকেন।[২] অযোনিসম্ভবা আমার কন্যা আমার গৃহে প্রতিপালিতা হইয়া ও বর্দ্ধিতা হইলে, আমি পণ করিলাম, যিনি হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্যারত্ন দান করিব। এই সংবাদে নানা দেশীয় নৃপতিগণ সীতা-বিবাহ-কামনায় এখানে উপস্থিত হইলেন,[৩] বীর্য্যশুল্কা

১। ন্যাস শব্দ দেবগণের অবস্থানযোগ্য ধনু এই অর্থ করিয়া দেবপূজায়ান ও শত্রুবধার্থ এই ধনু দান করেন, সুতরাং পরের গচ্ছিত দ্রব্য পণরূপে ব্যবহার করার অপরাধ জনকের হয় নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবান্ রাম ঐ ধনু ভঙ্গ করিলে ন্যাসরক্ষা না করার দোষও জনকের হয় নাই। কূর্ম্মপুরাণে ২১ অধ্যায়ে আছে,—ভগবান্ শঙ্কর প্রীত হইয়া শত্রুনাশের জন্য জনককে ধনু দিয়াছিলেন। যথা—

> "প্রীতশ্চ ভগবানীশস্ত্রিশূলী নীললোহিতঃ।
> প্রদদৌ শত্রুনাশার্থং জনকায়াদ্ভুতং ধনুঃ॥"

২। পদ্মপুরাণেও আছে যে,—

> "অথ লোকেশ্বরী লক্ষ্মীর্জনকস্য পুরে স্বতঃ।
> শুভক্ষেত্রে হলোৎখাতে তারে চোত্তরফাল্গুনে।
> অযোনিজা পদ্মকরা বালার্কশত-সন্নিভা।
> সীতামুখে সমুৎপন্না বালভাবেন সুন্দরী।
> সীতামুখোত্থনাৎ সীতা ইত্যস্যা নাম চাকরোৎ।
> ততোঽভূদৌরসী তস্য উর্ম্মিলা নাম কন্যকা॥"

৩। বীর্য্যশুল্কা, বীর্য্যবল, শুল্কপণ যাহার সম্বন্ধে—অর্থাৎ যিনি বাহুবলে ধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যার পাণিগ্রহণে যোগ্য হইবেন, ইহাই আমার পণ।

নির্দ্ধারণ করার জন্য আমি ঐ কন্যারত্ন যে কোনও ব্যক্তিকে দান করিতে পারি নাই। যখন ধনুর শক্তি পরীক্ষার জন্য নানা দেশীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে ঐ শরাসন প্রদর্শন করা হইল, কিন্তু জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক, কেহই উত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই; তখন তাঁহারা এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলে যাহা ঘটিল, হে তপোধন! তাহা শ্রবণ করুন। ১১-২০

তখন ঐ রাজগণ অতিশয় ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আমি কন্যাদান না করায়, তাঁহারা নিজেকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া অবশেষে সকলে মিলিতভাবে এই মিথিলাপুরী অবরোধ করিয়া আমাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। সম্বৎসর পূর্ণ হইতেই আমার সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন—সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল, সুতরাং সে সময়ে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এই সময়ে বলবৃদ্ধির জন্য আমি দেবতাগণকে তপস্যার দ্বারা প্রসন্ন করিয়াছিলাম, তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করেন, তাহাতেই পরাস্ত হইয়া নৃপতিগণ দেশদেশান্তরে গমন করেন। এইরূপে ঐ সকল নির্বীর্য্য, সন্দিগ্ধবীর্য্য পামরেরা অমাত্যগণের সহিত পলায়নপরায়ণ হইলেন। হে মুনিপুঙ্গব! আমি সেই দিব্য ধনু রামলক্ষ্মণকে দেখাইতেছি, যদি রাম এই শরাসনে জ্যা-যোজনা করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দশরথনন্দনকেই অযোনিজা সীতা দান করিব। ২১-২৬

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'রামচন্দ্রকে শিবধনু প্রদর্শন কর' এই কথা জনক রাজাকে বলিলেন। তখন রাজর্ষি জনক গন্ধমাল্য-বিশোভিত সেই বিচিত্র ধনু আনয়নের জন্য মন্ত্রিগণের প্রতি আদেশ করিলেন। জনকের মহাবলপরাক্রান্ত মন্ত্রিগণ রাজার আদেশমাত্র পুরীপ্রবেশ পূর্ব্বক সেই শরাসনের পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। ঐ ধনু অষ্টচক্রের শকটোপরি মঞ্জুষা-মধ্যে রক্ষিত ছিল, উহা পঞ্চসহস্র দীর্ঘকায় বলবান্ বীর পুরুষ কষ্টে-সৃষ্টে লইয়া আসিতে লাগিল। লৌহময়ী মঞ্জুষা-সহিত সেই ধনু আনয়ন করিয়া মন্ত্রিগণ নৃপতিকে কহিলেন, রাজন্! যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে সর্ব্ব-রাজসমাদৃত এই শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মহীপাল জনক রামলক্ষ্মণকে ধনু দেখাইবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই ধনু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সংপূজিত, যৎকালে নানাদেশীয় রাজন্যবর্গ ধনুর সারবত্তা-দর্শনার্থী হইয়া জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক, উত্তোলন করিতে পারেন নাই, সে সময়ে তাঁহারাও ইহার অর্চ্চনা করিয়াছেন। বলিতে কি, মনুষ্যের কথা স্বতন্ত্র, সুর, অসুর, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কেহই ইহাকে উত্তোলন, আকর্ষণ, জ্যারোপণ, সঞ্চালন ও শরযোজন করিতে পারেন নাই। ১-১০

হে মুনীন্দ্র! সেই অদ্ভুত ধনুঃশ্রেষ্ঠ আনীত হইয়াছে, আপনি এই দুই রাজপুত্রকে ইহা প্রদর্শন করুন। তখন বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি এইক্ষণে সেই হরধনু দর্শন কর। মহর্ষির কথাক্রমে রামচন্দ্র ধনুর নিকটে গমন করিলেন এবং মঞ্জুষা সমুদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, এবং বলিলেন, আমি হস্ত দ্বারা এই দিব্য ধনু স্পর্শ করিলাম, এবং এই ধনু উত্তোলন করিতে ও ইহাতে জ্যা-রোপণ করিতে যত্নবান্ হইব। সে সময়ে রাজা জনক ও মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র রামবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ ধারণ

করিলেন[১] এবং সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে শরাসন আকর্ষণ করিলেন। তিনি দেখিতে দেখিতে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া সেই ধনু আকর্ষণ করিতেই সেই ধনুর মধ্যস্থল ভগ্ন হইয়া গেল। এই সময়ে বজ্রনিনাদের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল, গিরি বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেরূপ কম্পিত হয়, তখন পৃথিবী সেইরূপ কম্পিত হইল। এই ভীষণ শব্দে সকল লোকেই মূর্চ্ছিত হইল, কেবল রামলক্ষ্মণ, জনক ও বিশ্বামিত্র স্থিরভাবে রহিলেন। অনন্তর সকলে আশ্বস্ত হইলে, এত দিন জানকী-বিবাহ-জন্য জনক রাজার অন্তরে যে ভয় ছিল, তাহা বিদূরিত হইল, তিনি তখন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন। ১১-২০

হে ভগবন্! দশরথনন্দন রামচন্দ্র যে এতদূর শক্তিসম্পন্ন, তাহা আমি মনেও চিন্তা করি নাই, বাস্তবিক, ইহা অপ্রতর্ক্য ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমার কন্যা সীতা দশরথনন্দন রামকে পতিরূপে লাভ করিয়া জনককুলে কীর্ত্তি বিস্তার করিবে[২]। হে কৌশিক! আমি সীতার বিবাহের জন্য পণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে পণ রক্ষা পাইয়াছে, অতএব প্রাণাধিকা জানকীকে রাম-হস্তে সম্প্রদান করিব। হে ব্রহ্মন্! আপনার আজ্ঞা পাইলেই দূতগণ ত্বরিত-গমনে রথারোহণে অযোধ্যায় গমন করুক। তাহারা অনুনয়বিনয়সহকারে ধনুর্ভঙ্গ নিবন্ধন শ্রীরামের সীতা-প্রাপ্তি-বিষয়ক সংবাদ নৃপতি দশরথকে নিবেদন করুক। বিশ্বামিত্রপ্রভাবে রামলক্ষ্মণ সুরক্ষিত হইয়া নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন, এই কথা জানাইয়া, প্রীতমনে অযোধ্যাধিপকে এখানে আনয়ন করুক। কৌশিকও জনকের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, তখন রাজা জনক মহারাজ দশরথকে যথাযথ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতগণকে পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ২১-২৭

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

জনকের আদেশক্রমে দূতগণ গমন করিল। যাইতে যাইতে তাহাদের বাহনসকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে পথে তিন রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করিল। তাহারা রাজপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া "আমরা মিথিলাপতি-প্রেরিত, রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা করি" এইরূপ দ্বারপালদিগকে জানাইলে, দ্বারপালগণ অবিলম্বে তাহাদিগকে মহারাজের নিকট লইয়া গেল। তখন দূতগণ দেখিল, বৃদ্ধ নৃপতি দশরথ দেবতার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দূতগণ দর্শন-মাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনয়নম্রবাক্যে বলিতে লাগিল, মহারাজ! মিথিলাধিপতি অগ্নিহোত্রী জনক, উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণের সহিত সস্নেহ-বাক্যে আপনাকে বারংবার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর বিশ্বামিত্রের অনুমত্যনুসারে আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন। যিনি হরধনু ভঙ্গ করিবেন, তিনিই সীতার পরিণেতা হইবেন, আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এ জন্য নানা দেশীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়া সেই দিব্য হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন। সর্ব্বজন-সমক্ষে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করি, আপনি এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন, ইহা আমার অভিপ্রায়। হে মহারাজ! আপনি এক্ষণে উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণকে

১। পাদাঙ্গুলীর দ্বারা উত্তোলন করিয়া হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন। পদ্মপুরাণে এই কথাই আছে—"রামোপি তদ্ধনুঃ কোটিং স্পৃষ্ট্বা পাদাঙ্গুলাগ্রতঃ। উন্নতং চাপমারোপ্য বভঞ্জে মোহিতা জনাঃ॥" অত্যন্ত ভারি পদার্থকে পদাঙ্গুলি দ্বারা মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উন্নমিত করা ও মধ্যদেশ ধরিয়া উত্তোলন অত্যন্ত বলের কার্য্য।

২। "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা গুণং, বান্ধবাঃ কুল-মিচ্ছন্তি"—ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ বিবাহোচিত গুণ সকল পূর্ণ হওয়ায় সীতা পার্ব্বতীর ন্যায় পিতৃকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিবে।

পুরোগামী করিয়া রামলক্ষ্মণকে দর্শন করিবার জন্য চলুন। হে রাজেন্দ্র! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে দিউন, উভয় পুত্রেরই দর্শনাদি-জনিত প্রীতি আপনি লাভ করিবেন।[১] বিশ্বামিত্রের আদেশ এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে রাজর্ষি জনক আপনাকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন। ১-১৩

দূতগণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন; তিনি তৎকালে বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিলেন,—প্রাণাধিক রামলক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যত্নাতিশয়ে সুরক্ষিত হইয়া এক্ষণে মিথিলাপুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা জনক রামচন্দ্রের বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যদি জনক রাজার সহিত এ সম্বন্ধস্থাপন আপনাদের অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে, কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, অবিলম্বে সেখানে গমন করাই কর্ত্তব্য। তখন ঋষিগণ ও মন্ত্রিসকল রাজার কথায় সম্মত হইলেন, নৃপতিও প্রফুল্লমনে কল্যই মিথিলা-যাত্রা করিব বলিয়া, মন্ত্রীদিগকে জানাইলেন। জনক-প্রেরিত দূতগণ নিশাকালে প্রমুদিতমনে পরম সমাদরে নৃপতিভবনে অবস্থিতি করিলেন। ১৪-১৯

একোনসপ্ততিতম সর্গ

তদনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, নৃপতি দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, অদ্য ধনাধ্যক্ষগণ নানারত্ন ও প্রচুর ধন লইয়া সুরক্ষিতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে থাকুক। আমার অনুমতিক্রমে চতুরঙ্গিণী সেনা শীঘ্র নির্গত হউক; উৎকৃষ্ট শিবিকা, দোলা, রথাদি সকল আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হউক। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ সুন্দর যানে আমার অগ্রে গমন করুন; আমারও রথ প্রস্তুত হউক। জনক রাজার দূতগণ আমাদিগকে ত্বরান্বিত করিতেছে; অতএব কালবিলম্ব করা অনুচিত। রাজার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা তাঁহার অনুগামী হইল, ঋষিগণও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা চারিদিন পথে অতিবাহিত করিয়া জনকের রাজধানী বিদেহে উপস্থিত হইলেন। দশরথের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জনক অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তদনন্তর প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, নরনাথ! আপনার মঙ্গল ত? আপনি যে এ স্থানে আসিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনি পরম প্রীতি লাভ করুন। বিশেষ শ্লাঘার কথা, মহাতেজা বশিষ্ঠদেব আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। সুরগণ-সংবেষ্টিত সুরপতির ন্যায় ব্রাহ্মণগণ-পরিবেষ্টিত বশিষ্ঠদেবের আগমনে আমার বিঘ্ন-বিপত্তি দূরীভূত হইয়াছে। ভাগ্য-ক্রমে মহাবল-পরাক্রান্ত রঘুবংশীয়গণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ নিবন্ধনে আমার কুল পবিত্রীকৃত হইল। মহারাজ! কল্য প্রভাতে আপনি ঋষিগণের সহিত যজ্ঞসমাপন হইলে উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন। ১-১২

বাগ্মী অযোধ্যাধিপতি দশরথ মিথিলাধিপতির কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ-সমক্ষে বলিলেন, নরনাথ! যাহারা প্রতিগ্রহীতা, তাহারা দাতার অধীন, এইরূপই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব। তখন সত্যবাদী দশরথের যশস্কর ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে জনক-রাজ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর মুনিগণ একত্র অবস্থিতিনিবন্ধন পরস্পর প্রীত হইয়া সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। নৃপতি দশরথও

১। এই স্থলে উভয় পুত্রের উল্লেখ থাকায় জনকের রামের হস্তে সীতা সম্প্রদান করার ন্যায় লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা সম্প্রদান করার ইচ্ছা অন্তর্নিহিত ছিল, ইহা বুঝা যায়।

পুত্রস্নেহনিবন্ধন রামলক্ষ্মণের মুখ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং জনকের সমাদর অনুভব করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রানুভব করিলেন। মহাতেজা জনক শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কন্যা-বিবাহের উপযুক্ত লৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন[১] করিয়া কিয়ৎকালের জন্য শয়ন করিলেন। ১৩-১৮

সপ্ততিতম সর্গ

তদনন্তর প্রাতঃকালে জনকরাজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, আমার ভ্রাতা ধার্ম্মিক কুশধ্বজ পুণ্যাত্মাদিগের আবাসস্থান সাঙ্কাশ্যা নামক পুরীতে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে আনয়ন করিতে হইবে। পুষ্পক বিমানের ন্যায় মনোহর ঐ পুরী স্বর্গতুল্যা। উহার অধিবাসিগণ ইক্ষুমতী নদীর জল পান করে। পুরীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত প্রাকারে যন্ত্রকলকাদি সংগৃহীত আছে। ভ্রাতা কুশধ্বজ আমার যজ্ঞকার্য্যের রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহাকে এক্ষণে আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি এখানে উপস্থিত হইয়া আমার সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করুন। শতানন্দকে[১] এই কথা বলিতে বলিতে কতিপয় কার্য্যকুশল দূত সেখানে উপস্থিত হইল। নৃপতি তাহাদিগকে কুশধ্বজকে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। রাজার আদেশে শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, দেবদূত যেরূপ ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুকে আনয়ন করে, তাহার ন্যায় কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে গিয়াছিল। তাহারা অবিলম্বে কুশধ্বজ-রাজধানীতে উপস্থিত হইল এবং নৃপতিকে জনকের অভিপ্রায় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। সেই কথা শ্রবণমাত্রে কুশধ্বজ রাজার আদেশে ভ্রাতৃভবনে উপনীত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়াই ধর্ম্মাত্মা জনক ও মহর্ষি শতানন্দকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। ১-১০

অনন্তর দিব্যদ্যুতি দুই ভ্রাতা মন্ত্রিপ্রবর সুদামনকে আদেশ করিলেন, হে মন্ত্রিপতে! তুমি মহারাজ দশরথের নিকট গমন কর। তাঁহাকে অবিলম্বে আত্মজ ও অমাত্যগণের সহিত আনয়ন কর। মন্ত্রী আদেশমাত্রে রাজা দশরথের পটমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শনমাত্রে অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে অযোধ্যাধিপতে মহারাজ! মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা দশরথ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া যেখানে জনক অপেক্ষা করিতেছেন, মন্ত্রী, উপাধ্যায় ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন, এবং বাগ্মী দশরথ বিদেহরাজাকে বলিলেন, রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইক্ষ্বাকুকুলের কুলদেবতা, তাহা আপনি বিদিত আছেন। আমার সকল কার্য্যে যাহা বক্তব্য, ইনিই বলিয়া থাকেন, ইনি এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশক্রমে অন্যান্য ঋষিদিগের সহিত আমার কুলপরিচয় বর্ণন করিবেন।[২] নৃপতি এই কথা বলিয়া মৌনভাবাবলম্বন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব পুরোহিত সহিত বিদেহনাথকে কহিলেন। ১১-১৯

যিনি স্বয়ং অব্যক্ত ব্রহ্ম,[৩] তাঁহা হইতে দীর্ঘকাল

১। লৌকিক ক্রিয়া, অঙ্কুরারোপণাদি, অলৌকিক দেবারাধনাদি এই সকল কার্য্যই তিনিই করিয়াছিলেন।

১। শতানন্দ এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেও জনকের তাহার নিকট এই সকল কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, লোকপরম্পরায় দশরথের নিকটও এই সংবাদ পৌঁছিবে, ইহা মনে করিয়া তিনি বলিয়াছেন। সাঙ্কাশ্যাপুরীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত ও পরিখাস্থানীয় ইক্ষুমতী নদী। উহার তীরে আমলকী বৃক্ষ সকল ছিল, ইহা মূলোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়।

২। দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জানিয়া কন্যা দিতে হয়, এই নিয়ম রক্ষার জন্য অতি সুপ্রসিদ্ধ হইলেও ইক্ষ্বাকুকুলের পরিচয় বশিষ্ঠ দ্বারা দশরথ প্রদান করিয়াছিলেন।

৩। প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থকে অব্যক্ত বলা হয়, সেই অব্যক্ত যাঁহার উৎপত্তির কারণ, তিনি ব্রহ্মা। এই অব্যক্ত শব্দের অর্থ—

দ্বিপরার্দ্ধস্থায়ী এবং প্রবাহরূপে নিত্য ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। তাঁহার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্,—এই বিবস্বান্ হইতে মনুর উৎপত্তি। ইঁহারই নাম প্রজাপতি। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইনিই অযোধ্যার আদিম নৃপতি। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি, কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। প্রতাপশালী বাণ বিকুক্ষির পুত্র, বাণের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, তাঁহার পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামক দুই পুত্র। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত, ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই রাজার বিরুদ্ধে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছিল। নৃপতি অসিত, দুর্বৃত্তগণের সহিত সংগ্রামে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মহিষীর সহিত হিমালয়ে গমন ও প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপ প্রবাদ যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি সপত্নীর গর্ভসংহার জন্য ভোজনের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দেন; ঐ পর্ব্বতে ভৃগুনন্দন চ্যবন অবস্থিতি করেন, অসিত-মহিষী কালিন্দী সন্তান-কামনায় তাঁহার উপাসনা করেন। মহর্ষি, মহিষীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তোমার গর্ভে অমিত-বলশালী শ্রীমান্ এক পুত্র বিষের সহিত প্রাদুর্ভূত হইবে, এরূপ আদেশ করেন। তখন মহিষী মহর্ষি চ্যবনচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বিধবাবস্থায় তাঁহার গর্ভে পুত্রের উৎপত্তি হইল। সপত্নী, গর্ভ বিনাশজন্য যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল, পরে গর-বিষের সহিত ঐ সন্তান প্রসূত হইল; সেই জন্য, এই সন্তান সগর নামে খ্যাত হন। সগরের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ, তাঁহার পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপ হেতু রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হন, পরে কল্মষপাদ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শঙ্খন, শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, তাঁহার পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ। নাভাগের পুত্র[৪] অজ, অজের পুত্র দশরথ; এই রামলক্ষ্মণ দশরথের আত্মজ। হে নৃপ! আবহমান বিশুদ্ধ, পরমধার্ম্মিক ইক্ষ্বাকুবংশের[৫] ভূষণস্বরূপ রামলক্ষ্মণের বিবাহের জন্য আপনার কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা করা হইতেছে; অধিক কি বলিব, অনুরূপ পাত্রে

অযোধ্যাকাণ্ডে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, 'আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা', সুতরাং আকাশই অব্যক্ত, আকাশ কি, উহা উত্তরকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,—

সংক্ষিপ্য হি পুরা লোকানমায়য়া স্বয়মেব হি, মহার্ণবে শয়ানোহপ্সু মাং ত্বং পূর্ব্বমজীজনঃ, পদ্মে দিব্যোর্কসঙ্কাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি, প্রাজাপত্যং ত্বয়া কর্ম্ম ময়ি সর্ব্বং নিবেশিতম্।

৪। বাল্মীকির অনেক কাল পরে, কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস প্রকাশ পাইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ—রঘুবংশে দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং, রামায়ণের সহিত কালিদাসের মতভেদ ও অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বাল্মীকিকে ভ্রান্ত বা কালিদাসের উক্তি অলীক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা। আমাদের বিবেচনায় "প্রাধান্যে কীর্ত্তিতঃ পুত্রঃ" এই যে একটি শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, তদনুসারে কালিদাস দিলীপ হইতে পর পর ধারাবাহিক বংশাবলীর পরিচয় না দিয়া রঘুবংশ গ্রন্থের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রধান প্রধান রাজাগুলির নাম-নির্দ্দেশ ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। এ দেশে অদ্যাপি কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কেহ বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান এই কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তখন জন্মদাতা পিতার নামে পরিচয় প্রদান করেন না। অনুসন্ধান করিলে হয় ত তিনি বিষ্ণুর একাদশ পুরুষ অন্তঃশ্রেণীভুক্ত; হয় ত কালিদাসও এই নিয়মে রঘুবংশের পরিচয় দিয়াছেন; অথবা ইহার মধ্যে কোনও দুর্ব্বোধ ঘটনা নিহিত আছে।

কালিদাসের মতের সহিত মহাত্মা কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানের যে বংশাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য আছে সত্য, কিন্তু রাজস্থানের সহিত বাল্মীকি রামায়ণের অনেক অনৈক্য দেখা যায়। রাজস্থানে নাভাগের পরবর্ত্তী চৌদ্দ জন রাজার পর দিলীপের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ ও অজের পুত্র দশরথ। টডের গ্রন্থে দুই জন দিলীপের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও মতান্তরে দুই জন দিলীপের নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে তাহা দেখা যায় না। যাহা হউক, এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

৫। সূর্য্যবংশের নামের যে তালিকা এই স্থানে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মৎস্য পুরাণের সহিত মিলে না। আমি এই তালিকাটি নিয়ে

অনুরূপ কন্যারত্ন সংন্যস্ত করুন, এই আমার অনুরোধ। ২০-৪৫

একসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠদেব এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমাদের বংশপরিচয় এক্ষণে শ্রবণ করুন। হে মুনীন্দ্র! কন্যাদানকালে কুলপরিচয় কীর্ত্তন করা সংকুলজাত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য; সেই জন্য আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমাদের বংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে ত্রিলোকবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক। এই রাজার নামানুসারে এ বংশীয় সকলেই জনক নামে উক্ত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু, ইঁহার পুত্র বীর্য্যবান্ সুকেতু। সুকেতুর পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র প্রতাপশালী মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধৃতি। সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁহার পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত। কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোম। মহারোমের পুত্র স্বর্ণরোমন্, তাঁহার পুত্র হ্রস্বরোমন্। তাঁহার দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠ আমি এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজ। মদীয় পিতৃদেব আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কনিষ্ঠের ভার আমার উপরে অর্পণপূর্ব্বক বনগমন করেন। ১-১৪

আমি পিতৃদেবের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিলে, দেবোপম সহোদরকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজ্যপালন করিতে থাকি। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, সাঙ্কাশ্যার অধিপতি মহাবীর সুধন্বা আসিয়া মিথিলা অবরোধ করেন। তিনি শিব-কোদণ্ড ভঙ্গ ও জানকী লাভ করিবার প্রার্থনা করেন। আমি তাঁহার বলবীর্য্যের পরিচয় বিশেষ অবগত ছিলাম বলিয়া, তাঁহার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হই নাই; সুতরাং, উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইয়া অবশেষে সুধন্বা রণে পশ্চাৎপদ হন। সেই নিদারুণ যুদ্ধকাণ্ডে তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া তদীয় রাজধানীতে ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমি ইঁহার জ্যেষ্ঠ। আমি এক্ষণে আমার দুই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। বীর্য্যশুল্কা দেবকন্যাসদৃশী সীতাকে রামহস্তে, ঊর্ম্মিলাকে

দিলাম; পাঠকগণ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণে যাহা আছে, তাহা এই;—

নারায়ণ	প্রসেনজিৎ	দিলীপ
ব্রহ্মা	যুবনাশ্ব (২)	ভগীরথ
মরীচি	মান্ধাতা	শ্রুত
কশ্যপ	পুরুকুৎস	নাভাগ
বিবস্বান	ত্রসদস্যু (নস্যদ)	অম্বরীষ
বৈবস্বত মনু	সম্ভূতি	সিন্ধুদ্বীপ
ইক্ষ্বাকু	অনরণ্য	অযুতায়ুঃ
বিকুক্ষি (শশাদ)	এদদশ্ব	ঋতুপর্ণ
ককুৎস্থ	হর্য্যশ্ব	সর্ব্বকাম
অনেনা	বসুমত	সুদাস
পৃথু	ত্রিধন্বা	মিত্রসহ (কল্মাষপাদ)
বৃষদশ্ব (বিশ্বগ্ন)(বিপরাশ্ব)	ত্রয্যারুণ	অশ্মক
আর্দ্র (অন্ধ্র)	সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু)	মূলক
যুবনাশ্ব (১)	হরিশ্চন্দ্র	শতরথ
শ্রাবস্ত	রোহিতাশ্ব	ঐলবিল
বৃহদশ্ব	চঞ্চু	কৃতশর্ম্মা (বৃদ্ধশর্ম্মা)
কুবলাশ্ব (ধুন্ধুমার)	বিজয়	বিশ্বসহ
দৃঢ়াশ্ব	রুরুক	খট্বাঙ্গ
প্রমোদ	বৃক (বৃত্তক)	দীর্ঘবাহু
হর্য্যশ্ব	বাহু	রঘু
নিকুম্ভ	সগর	অজ
সংহতাশ্ব	অসমঞ্জ	দশরথ
অকৃতাশ্ব), কৃশাশ্ব)	অংশুমান	রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন

লক্ষ্মণের করে সম্প্রদান করিব। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, এ কার্য্যে অন্যথা ঘটিবে না ; আমি পরম প্রীতমনে উভয় কন্যাই পাত্রস্থ করিব। মহারাজ দশরথ! আপনি পুত্রদ্বয়ের গোদান-কার্য্য[৬] ও পিতৃকৃত্য সম্পাদন করুন, তদনন্তর নান্দীমুখশ্রাদ্ধাদি করুন। অদ্য মঘা নক্ষত্র, অতএব আগামী তৃতীয় দিবসে শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহকার্য্য সমাধা করুন।[৭] এক্ষণে পুত্রদিগের এরূপ শুভ পরিণয়-কার্য্যে দানাদি করা আপনার কর্ত্তব্য। ১৫-২৪

—

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর বশিষ্ঠদেবের অভিপ্রায়ানুসারে মহামুনি বিশ্বামিত্র জনককে কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ বংশ অতিশয় অচিন্ত্য ও অপ্রমেয়, ইহার সহিত অন্য বংশের সাদৃশ্য সম্ভবে না। সীতা ও ঊর্ম্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই বিবাহসম্বন্ধ উপযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের অনুরূপও হইয়াছে। এক্ষণে একটি কথা কহিতে চাই, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তোমার কনিষ্ঠ ধার্ম্মিক কুশধ্বজের দুইটি কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী আছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐ কন্যা দুইটি দশরথের পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। দশরথের চারি পুত্রই রূপযৌবনসম্পন্ন, লোকপাল-তুল্য, ইঁহাদের বিক্রম সুরগণ সদৃশ। হে রাজেন্দ্র! তুমি এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া উভয় বংশকে ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ কর, এ বিষয়ে অন্যমত করিও না। ১-৮

মহারাজ জনক বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুযায়ী কথা বিশ্বামিত্রের মুখে শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা উভয়েই যখন এই অনুরূপ সম্বন্ধে সম্মত আছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহা আর বলিতে হইবে না। অধিক কি বলিব, আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহার অন্যথা হইবে না, ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত কুশধ্বজের দুই কন্যার বিবাহ হইবে। এক দিনেই চারিটি রাজপুত্র চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন। আগামী পরশ্ব দিন উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র, ঐ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগ নামক প্রজাপতি, ঐ দিনই বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত[১]। ৯-১৩

রাজা জনক এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আপনাদের কৃপায় আমার কন্যাদানরূপ ধর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটিল। রাজা দশরথের ন্যায় আমরাও

৬। গোদান—বিবাহপূর্ব্বে এই কার্য্য করিতে হয়। ইহা চূড়াকরণের ন্যায় সংস্কারবিশেষ। এ দেশে এ কার্য্যের পদ্ধতি নাই। "গাবঃ কেশা দীয়ন্তে ক্রটান্তে অনেনেতি" এই বুৎপত্তি অনুসারে অদ্যাপি পশ্চিমদেশে বিবাহের পূর্ব্বে মস্তকমুণ্ডন সংস্কারের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশে বরের কেবল ক্ষৌরকার্য্যের ব্যবহার আছে মাত্র।

৭। অদ্য মঘা নক্ষত্র, তৃতীয় দিবসে—আপনার মিথিলা প্রবেশের তৃতীয় দিনে অথবা যজ্ঞসমাপ্তির তৃতীয় দিবসে, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে, উত্তর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, পরবর্ত্তী উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে এরূপ অর্থ নহে ; কারণ, এই নক্ষত্রের দেবতা অর্য্যমা, পূর্ব্বফল্গুনীর দেবতা ভগ, অথবা যথাশ্রুত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের এইরূপই অর্থ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পূর্ব্বফল্গুনীর অর্য্যমা ও উত্তরফল্গুনীর ভগদেবতা কথিত হইয়াছে।

যদিও সীতার জন্মনক্ষত্র উত্তরফল্গুনী, তথাপি ঐ নক্ষত্রের প্রথমপাদ বাদ দিয়া বিবাহ হইতে পারে। সীতার কন্যারাশি, রামের কর্কটরাশি ; সুতরাং তৃতীয়েকাদশ হওয়ায় যোটক-বিচারে রাজযোটক হইয়াছে। পূর্ব্বফল্গুনী হইলে দ্বাদশ চন্দ্র হইত ; উহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ, রাম ও সীতার প্রাঙ্ নাড়ী অর্থাৎ এক নাড়ী হওয়ায় বেধ হইয়াছে, তজ্জন্য উভয়ের উভয়বিরহে দুঃখভোগ হইয়াছে। রামের বৃহস্পতির দশার শেষে বিবাহ এবং শনির দশার শেষার্দ্ধে বনবাস ঘটিয়াছিল।

১। এক দিনে এক গৃহে এক সময়ে একটি শুভকার্য্য করিবে, এক দিনে বহু শুভকার্য্য করিলে কর্ত্তার নাশ হয়, এইরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্রের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে জনকগৃহে এক দিনে এক বেদিতে চারিটি বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হইল, ভিন্নোদরপ্রসূত ভ্রাতৃদ্বয় বা ভগ্নীদ্বয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও একোদর প্রসূত ভ্রাতৃদ্বয় বা ভগ্নীদ্বয়ের বিবাহ চূড়াদি নিষিদ্ধ থাকায় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের এবং শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবীর কিরূপে বিবাহ হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে "দৈবজ্ঞবিলাসে" যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই বচন কয়েকটি দেওয়া গেল।

> ভ্রাতৃদ্বয়ে স্বসৃযুগে ভ্রাতৃস্বসৃযুগে তথা।
> সমানাশ্চ ক্রিয়াঃ কুর্য্যান্মাতৃভেদে তথৈব চ।
> একস্মিন্ দিবসে ত্বেকলগ্নে ভিন্নাংশকে তয়োঃ।
> একগর্ভোদরবতো বিবাহঃ শুভকৃদ্ভবেৎ॥

সুতরাং এক লগ্নের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিবাহ হইতে পারিল।

আপনাদের শিষ্য, এই রাজসিংহাসন আপনারা অধিকার করুন। যেমন দশরথের রাজধানীতে আপনারা রাজত্ব করেন, সেইরূপ মিথিলাতেও করিতে থাকুন, এরূপ প্রভুত্বকার্য্যে সন্দেহ করিবেন না। ১৪-১৬

বিদেহনাথ এই কথা কহিলে, রাজা দশরথ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে মিথিলাধিপ! আপনারা দুই ভ্রাতাই সর্ব্বগুণান্বিত, ঋষি ও রাজগণ আপনাদিগের নিকটে সতত সম্মানিত হইয়া থাকেন। আপনি সুখে থাকুন, আমি এক্ষণে স্বকীয় শিবিরে গমন করিব। আমাকে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকার্য্য করিতে হইবে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া নরনাথ দশরথ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে সঙ্গে লইয়া সত্বর গমন করিলেন। তিনি আবাসে গমন-পূর্ব্বক যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রভাতকালে গোদানকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। পুত্রবৎসল নৃপতি পুত্রদিগের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে চারি লক্ষ ধেনু দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুতর অর্থ ও রত্নাদি বিতরিত হইল। তখন নৃপতি দশরথ পুত্রদিগের গোদান-সংস্কার সমাধা করিয়া দিলে, তাঁহারা লোকপাল-দিগের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তিনিও তাঁহা-দিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রজাপতির উপমাস্থল হইলেন। ১৭-২৫

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

যে দিন মহারাজ দশরথ পুত্রগণের গোদান-[১] সংস্কার সম্পাদন করেন, সেই দিন মহাবীর যুধাজিৎ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। ইনি কেকয়রাজের পুত্র এবং ভরতের মাতুল। তিনি দশরথকে দর্শন ও তাঁহার অনাময় প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, কেকয়রাজ স্নেহপ্রযুক্ত আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তুমি যাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের মঙ্গল ত? মহারাজ! আমার পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি অযোধ্যায় গমন করিয়া জানিলাম, আপনার পুত্রগণের বিবাহের জন্য পুত্রগণ সহ আপনি মিথিলায় আছেন, এই কথা শুনিয়া অতি শীঘ্র আমি এ স্থানে ভাগিনেয়কে দেখিতে আসিয়াছি। ১-৬

অনন্তর রাজা দশরথ প্রিয়তম অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া সম্মানার্থ যুধাজিৎকে যথোচিত উপহারে পূজা করিলেন। অনন্তর সেই রাত্রি পুত্র ও মহর্ষি-দিগের সহিত অতিবাহিত হইল। তিনি প্রভাত-কালে শয্যা-পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তখন রামচন্দ্র বৈবাহিক মঙ্গলাচার সমাপ্ত হইলে, শুভলগ্নে বিজয়-মুহূর্ত্তে সর্ব্বাভরণ-ভূষিত ভ্রাতৃ-গণের সহিত ঋষিদিগের অনুগামী হইয়া যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বিদেহ-নাথকে কহিলেন, নৃপতে! মহারাজ দশরথ পুত্রদিগকে মঙ্গলসূত্র ধারণ করাইয়া দ্বারদেশে দাতার অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গ্রহীতা একত্র হইলে, সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব তুমি বৈবাহিক কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আগমনের অনুমতি[২] দাও। ৭-১২

বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদেহনাথ কহিলেন, দ্বারদেশে কে দ্বাররক্ষক রহিয়াছে, এবং রাজা এই স্থানে আসিবার নিমিত্ত কাহার আদেশের অপেক্ষা করেন? নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে আবার

১। গোদান নামক সংস্কারবিশেষ সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বাঙ্গ, আশ্বলায়ন কারিকায় আছে, যথা—

গোদানং চৌলবৎ কার্য্যং ষোড়শেঽব্দে তদুচ্যতে।
অগ্ন্যোপবেশনং নাস্তি শ্মশ্রূণাং মুণ্ডনং বপেৎ।
স্নাত্বা চ বাগ্যতস্তিষ্ঠেদহঃশেষং নয়েদথ।
আদিত্যেঽস্তমিতে বাচং বিসৃজেত্তাস্তিকে গুরোঃ।
অহং বয়ং দদামীতি দদ্যাদ্‌গোমিথুনং ততঃ।

এই কার্য্য ক্ষৌরবিশেষ, অদ্যাপি বিবাহদিনে বরের ক্ষৌরকার্য্য বঙ্গদেশে করা হইয়া থাকে।

২। অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা দ্বারদেশেই অপেক্ষা করিব, ইহাই এই কথার ভাবার্থ।

বিচার কি? এই রাজ্য যেমন আমার, সেইরূপ তাঁহার। এক্ষণে আমার কন্যাগণ করে মঙ্গলসূত্র ধারণ করিয়া বেদিমূলে অবস্থিতি করিতেছে। প্রদীপ্ত বহ্নি-শিখার ন্যায় আমিও আপনার অপেক্ষায় বেদিমূলে উপবিষ্ট আছি; অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের সৌজন্য শ্রবণ করিয়া ঋষি ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। তখন বিদেহরাজ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, আপনি ঋষিগণের সহিত রামের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন। বশিষ্ঠদেব জনকবাক্যে সম্মত হইয়া বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রপা সদৃশ শৈত্যগুণবিশিষ্ট যজ্ঞশালামধ্যে যথাবিধি এক বেদি রচনা করিলেন। গন্ধপুষ্পে বেদির চতুর্দ্দিক অলঙ্কৃত হইল। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রকুম্ভ, শঙ্খপাত্র, শরাব, ধূপপাত্র, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি অন্যান্য পাত্রসকলও উহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল। বশিষ্ঠদেব বেদির উপরিভাগে সমপ্রমাণ দর্ভ-সকল মন্ত্রপূত করিয়া আস্তীর্ণ করিলেন। তদনন্তর বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ১৩-২৪

এই সময়ে নানাভরণ-ভূষিতা সীতাকে অগ্নি-সমক্ষে রামের অভিমুখে রক্ষা করা হইল। তখন জনক রামচন্দ্রকে কহিলেন, এই আমার কন্যা জানকী অদ্য হইতে তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি ইঁহার পাণিগ্রহণ কর।[৩] এই পতিব্রতা সীতা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবেন। এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্রপূত পবিত্র জল প্রক্ষেপ করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে দেবদুন্দুভিনিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে সীতাকে সম্প্রদান করিয়া প্রহৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে বৎস! তুমি এখানে আগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার সহিত ঊর্ম্মিলার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করি, তুমি অবিলম্বে ইহার পাণিগ্রহণ কর। তদনন্তর ভরতকে কহিলেন, তুমি মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অবশেষে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, তুমিও শ্রুতকীর্ত্তির পাণি নিজপাণি দ্বারা গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই প্রিয়দর্শন ও ব্রতপরায়ণ। তোমাদিগকে আর কি বলিব, তোমরা পত্নীগণের সহিত যুক্ত হও, যেন কালবিলম্ব না হয়। বিদেহ-নাথের কথায় সকলেই পাণি দ্বারা পত্নীগণের পাণি স্পর্শ করিলেন। ২৫-৩৪

তদনন্তর তাঁহারা চারি জনে বশিষ্ঠের মতানুসারে অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শাস্ত্রমত বিবাহ করিলেন। সে সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, নৃত্য, গীত ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতে থাকিল; অপ্সরাগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব, সকলেই বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। নানাদিকে তূর্য্যধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিল। তখন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি ভ্রাতা তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক

৩। পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসু প্রদৃশ্যতে, সবর্ণা স্ত্রী হইলেই পাণিগ্রহণরূপ সংস্কার হইয়া থাকে।

আমার কন্যা এই বাক্য দ্বারা আভিজাত্য সূচিত হইয়াছে। সহধর্ম্মচারিণী এই বাক্য দ্বারা ভোগার্থ ও ধর্ম্মাচরণার্থ ইহাকে গ্রহণ কর। এই আমার কন্যা সীতা এই বাক্য দ্বারা বহু অর্থই হয়, দেশ-বিদেশে যাঁহার রূপের খ্যাতি, যিনি অযোনিজা বলিয়া সর্ব্বজনমান্য, যাঁহার বিবাহে অতিগুরুতর পণ রক্ষিত ছিল,—ইনিই আমার সেই কন্যা সীতা ইত্যাদি। গন্ধর্ব্বাদি বিবাহ জনকের অভিপ্রেত নহে বলিয়া পরে বলিয়াছেন, পাণিং গৃহ্লীষ পাণিনা।

৪। জনকের জলপ্রদান অনুমোদন মাত্র, উৎসর্গ নহে, জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার অনুমোদন অপেক্ষিত ছিল, মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্ত্তিকে কুশধ্বজই দান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যা জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥"

জ্যেষ্ঠ ভরতকে অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়ায় পরিবেদন দোষ হইল না, কারণ, উহারা ভিন্ন মাতৃজ,—

"পিতৃব্যপুত্রে সাপত্নে পরনারীসুতেষু বা।
বিবাহদানযজ্ঞাদৌ পরিবেদো ন দূষণম্॥"

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

পত্নীগণ সমভিব্যাহারে পিতৃশিবিরে গমন করিলেন। নৃপতি দশরথও সবান্ধবে ঋষিগণসহ পুত্রগণের অনুগমন করিলেন। ৩৫-৪০

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

রাত্রি প্রভাত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদেহনাথ ও অযোধ্যাধিপের নিকট বিদায় লইয়া উত্তরপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর রাজা দশরথ জনকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অযোধ্যা-গমনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে রাজা জনক কন্যা-দিগকে লক্ষ ধেনু, দিব্য কম্বল, ক্ষৌম বস্ত্র ও কোটিসংখ্যক সাধারণ বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার স্ত্রীধনস্বরূপে প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কন্যাকে শত শত দাসদাসী এবং অসংখ্য রৌপ্য, সুবর্ণ, মুক্তা ও প্রবাল প্রদান করিলেন। এইরূপে লৌকিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া রাজা জনক দশরথের অনুরোধে স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাপতিও ঋষিদিগকে অগ্রে লইয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে পুত্রদিগের সহিত রাজ-ধানীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ১-৮

এই সময়ে শূন্য হইতে পক্ষিগণ বিকট রব করিতে লাগিল; ভূমিতলে মৃগগণ দক্ষিণদিক্ দিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ দুর্নিমিত্ত দর্শনে নরদেব, বশিষ্ঠ-দেবকে কহিলেন, পক্ষিগণের উৎকট চীৎকার ও মৃগগণের দক্ষিণদিক্ দিয়া যাইবার কারণ কি? কি জন্য আমার হৃৎকম্প উপস্থিত? কেনই বা আমার অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে? রাজা দশরথের কাতর-বাক্যে গুরুদেব কহিলেন, হে রাজন্! ইহার যে ফল, তাহা শ্রবণ কর। সম্মুখে বিপদ আগত, শূন্যে পক্ষী দিগের চীৎকার দ্বারা ইহা জানা যায়। কিন্তু দক্ষিণ-দিক্ করিয়া মৃগের গতি ঐ অশুভ নাশ করিয়া দেয়। যাহা হউক, অকারণ ক্ষুব্ধ হইও না। উভয়ে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইল। উহার প্রভাবে ধরা বিকম্পিত ও পাদপ সকল শায়িত হইল, দিবাকর অন্ধকারে আবৃত হইল, দিঙ্মণ্ডল লক্ষ্য করিতে পারা গেল না। চতুর্দ্দিক্ ভস্মে আচ্ছন্ন হইল, সৈন্যসমূহ অচেতন হইয়া পড়িল। সে সময়ে বশিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষি ও পুত্রগণ সহিত রাজা দশরথ সচেতন হইয়া রহিলেন। অপর সকলেই বিচেতনপ্রায় হইয়াছিল, সৈন্যগণ সেই ঘোর অন্ধকারে ভস্মাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৯-১৬

ইত্যবসরে ভার্গব পরশুরাম সেখানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইনি ক্ষত্রকুলান্তকারী। আকৃতি কৈলাস-গিরির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, তেজ কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, সাধারণ লোকে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না। তাঁহার কণ্ঠদেশে কুঠার, করে বিচিত্র শরাসন;— ত্রিপুরান্তক শিব বলিয়া ভ্রম হয়। সেই পরশুরামকে রাজা দশরথ দর্শন করিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য সাধারণের দুর্নিরীক্ষ্য ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিগণ পরস্পর বিরলে বলিতে লাগিলেন, এই ভার্গব পিতৃবধ-নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রকুল কি নির্ম্মূল করিবেন? পূর্ব্বে ক্ষত্রকুল সংহার করিয়া ইঁহার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে কি পুনর্ব্বার সেই বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে? এই কথা বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তিনিও ঋষিদত্ত সৎকার গ্রহণ করিয়া দাশরথি রামকে বলিতে লাগিলেন। ১৭-২৪

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

হে রাম! হে দাশরথে! আমি তোমার অসীম বীর্য্য ও হরধনুর্ভঙ্গের কথা সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি যে শিবকোদণ্ড ভঙ্গ করিয়াছ, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ

পরশুরামের দর্প — পৃষ্ঠা

অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমি হরধনুর্ভঙ্গ শ্রবণ করিয়া অপর এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি জামদগ্ন্যের এই ভীষণ শরাসন শরের সহিত আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনার সামর্থ্য প্রকাশ কর। তোমার শক্তির পরিচয় পাইলে, আমি তোমার সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। তাঁহার এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া অযোধ্যাপতি দশরথ বিষণ্ণবদনে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তপস্বী বলিয়া বিখ্যাত, ক্ষত্রিয়ের প্রতি রোষভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার বালক পুত্রগণের প্রতি অভয় প্রদান করুন। স্বাধ্যায়রত ভার্গবকুলে আপনার জন্ম, আপনি শচীপতির সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি ধর্ম্মে মনঃসংযোগ করিয়া মহাত্মা কশ্যপকে পৃথিবীপালন-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বনগামী হইয়া মহেন্দ্রগিরিশিখরে অবস্থিতি করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, আমার সর্ব্বনাশের জন্যই কি আপনার এখানে আগমন হইয়াছে? আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, রামের কোনরূপে বিনাশ ঘটিলে, আমাদের জীবন থাকিবে না। ১-৯

দশরথ এই কথা বলিলে, পরশুরাম তাঁহার বাক্যের কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়াই রামকে বলিতে লাগিলেন—বিশ্বকর্ম্মা যে দুইখানি ধনু নির্ম্মাণ করেন, উভয়ই লোকপূজ্য ও সুদৃঢ়। যে ধনু তুমি ভঙ্গ করিয়াছ, ঐ ধনু ত্রিপুরারিকে ত্রিপুরাসুর সংহার করিবার জন্য সুরগণ প্রদান করিয়াছিলেন। অপর ধনু আমার হস্তে বিদ্যমান, দেবগণ ইহা বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণব ধনু পর-পরাজয়ে সমর্থ ও শিব-ধনুর অনুরূপ। এক সময়ে দেবগণ রুদ্র ও বিষ্ণুর শক্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। প্রজাপতি দেবগণের অভিপ্রায় জানিয়া বিষ্ণুর সহিত রুদ্রের বিরোধ ঘটাইয়া দেন। তাহাতেই তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্রমে উভয়ে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া উঠেন। এই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ভয়াবহ হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই শিবধনু শিথিল হইয়া পড়ে এবং শিবও স্তম্ভিতভাব ধারণ করেন। এই সময়ে দেবগণ ঋষি ও চারণগণে সংবেষ্টিত হইয়া, যেখানে হরিহর দ্বন্দ্বভাবে রহিয়াছেন, সেখানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলেন। তখন শিবধনুকে শিথিল দেখিয়া দেবগণ বিষ্ণুকেই অপেক্ষাকৃত শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া অবধারণ করিলেন। ১০-২০

রুদ্রদেব পরাস্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শিবধনু রাজর্ষি দেবরাতকে প্রদান করিলেন।[১] আমার হস্তে যে বৈষ্ণব শত্রুদমনসমর্থ ধনু দেখিতেছ, ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে ইহা মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করেন, তিনি আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। তপোবলসমন্বিত মদীয় পিতৃদেব ঐ বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে, অধর্ম্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। আমি পিতার এই অসদৃশ মরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া অব্রহ্মণ্য ক্ষত্রকুলকে একুশবার ধ্বংস করিয়াছি। আমি নিখিল পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞাবসানে উহা মহাত্মা কশ্যপকে প্রদান পূর্ব্বক মহেন্দ্রাচলে অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ; সেই জন্য তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে ক্ষাত্রধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া, আমার পিতৃপিতামহ-ক্রমে প্রাপ্ত এই ধনু গ্রহণ কর এবং

১। এই রুদ্র ধনু জনকগৃহে আগমনসম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, যথা—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসান্তে রুদ্র দেবগণকে এই ধনু দিয়াছিলেন এবং দেবগণ দেবরাতকে দিয়াছিলেন। ত্রিপুর-বিজয়ের পর শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কে অধিক বলশালী, এই পরীক্ষায় শিব-ধনু অকৃতকার্য্য হওয়ায় শিবকর্ত্তৃক দেবগণকে দান, অনসূয়া-সমীপে সীতা বলিয়াছেন, ঐ হরধনু বরুণ জনককে দিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার ক্রম ত্রিপুরবধ ও দক্ষযজ্ঞান্তে শিবকর্ত্তৃক দেবগণ হস্তে ধনুর্দান, দেবপ্রতিনিধি বরুণ জনকহস্তে ধনু অর্পণ করেন।

পরশুরামের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, হরিহরের বিরোধ-কালেই হরধনু শিথিল হইয়াছিল, উহা ভঙ্গ করায় তোমার বীর্য্যবত্তা বুঝিতে পারা যায় নাই। যদি এই বৈষ্ণব ধনুতে জ্যারোপণ করিতে পার, তবেই তোমার বলবত্তা সুপরীক্ষিত হইবে।

ইহাতে শরযোজনা কর। যদি তুমি এই ধনুতে জ্যা-রোপণে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। ২১-২৮

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

জামদগ্ন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া দাশরথি রাম পিতার সান্নিধ্যবশতঃ মৃদুবচনে কহিলেন, হে ভার্গব! আপনি পিতৃশত্রু-নির্য্যাতনের উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। আপনি পিতৃহন্তা ক্ষত্রিয়-নির্য্যাতনের জন্য যে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, আমি আপনার ঐ কার্য্যকে সমুচিত বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, আমাকে অক্ষম বলিয়া যে অগৌরব করিলেন, এক্ষণে সেই অক্ষমের পরাক্রমের পরিচয় লউন। তিনি এই কথা বলিয়াই ক্রোধে কম্পান্বিত হইলেন, এবং ভার্গবের হস্ত হইতে সত্বর শরাসন ও শর গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উহাতে গুণযোজনা ও শর-সন্ধান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি ব্রহ্মকুলোৎ-পন্ন, বিশেষতঃ, বিশ্বামিত্রের সম্পর্কে আপনি আমার পূজ্য, সেই কারণে এই প্রাণবিনাশী শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই শর শত্রুর বল ও দর্প চূর্ণ করিতে পারে, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। জিজ্ঞাসা করি, ইহা দ্বারা তপস্যাসঞ্চিত লোক সমুদায়, কি আকাশগতি, কোন্‌টি নষ্ট করিব? এই বৈষ্ণব দিব্যশর নিষ্ফল হইতে পারে না। ১-৮

এই সময়ে দিব্যায়ুধধারী রামকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ একত্রিত হইয়া তথায় মিলিত হইলেন। ক্রমে গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর ও রাক্ষসগণ এই মহদ্ব্যাপার দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল। সকল লোক একত্রীভূত হইলে দিব্য ধনু-র্ধারী রামে সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের তেজ সংক্রমিত হইল! তখন ভার্গব নির্ব্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাশরথির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।[১] তেজোহীন হওয়ায় জড়ীভূত জামদগ্ন্য রাম দাশরথি রামকে মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে পৃথিবী দান করি, তখন তিনি কহিয়াছিলেন, আমার অধিকারে তুমি আর বাস করিতে পারিবে না। আমি তাঁহার কথাক্রমে তদবধি এক রাত্রিও পৃথিবীতে বাস করি না। এক্ষণে প্রার্থনা, তুমি আমার গতিনাশ করিও না, আমি ইহারই সাহায্যে মহেন্দ্রাচলে গমন করিব। আমি তপস্যার দ্বারা যে দিব্য লোক লাভ করিয়াছি, তুমি অবিলম্বে এই শ্রেষ্ঠবাণ-নিক্ষেপে তাহা সংহার কর। হে বীরাগ্রগণ্য! এই বৈষ্ণব ধনু ধারণে প্রতীতি হইতেছে, তুমিই অবিনাশী বিষ্ণু, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। এই সকল দেবগণ সম্মিলিত হইয়া তোমাকেই দর্শন করিতেছেন, তুমি ত্রিলোকেশ, তোমার হস্তে আমার পরাভব লজ্জার বিষয় নহে। হে সুব্রত! তুমি এক্ষণে এই দিব্য শর পরিত্যাগ কর, শরমোক্ষণের সঙ্গেই আমিও মহেন্দ্রাচলে গমন করি। ৯-২০

জামদগ্ন্য রাম এই কথা বলিলে দাশরথি রাম ঐ উত্তম শর নিক্ষেপ করিলেন; সুতরাং পরশু-রামের তপস্যাসঞ্চিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইল। তিনি উহা দর্শন করিয়া সত্বর মহেন্দ্রপর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। সে সময়ে দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল, বিমানবাসী দেবতা ও ঋষিগণ ব্যাপার দর্শনে উদ্যতাস্ত্র রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর জামদগ্ন্যও সংপূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ২১-২৪

১। নৃসিংহপুরাণে বিস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে যে—ততঃ পরশুরামস্ত দেহান্নির্গতা বৈষ্ণবম্। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তেজো রামমুপাগমৎ। এইরূপে পরশুরামের তেজ রামে লীন হওয়ায় তিনি নির্বীর্য্য এবং জড়ীভূত হইয়াছিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

পরশুরাম প্রস্থান করিলে পর দশরথাত্মজ রামচন্দ্র অমর্ষভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিমেয়প্রভাব বরুণকে[১] ঐ ধনু প্রদান করিলেন। তদনন্তর তিনি বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিয়া পিতাকে শঙ্কিত দেখিয়া কহিলেন, ভৃগুরাম প্রস্থান করিয়াছেন, অতএব চতুরঙ্গিণী সেনা আপনার যত্নে সংরক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক। দাশরথি-মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরশুরামের গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নৃপতি দশরথ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার ও তদীয় পুত্রগণের পুনর্জন্ম-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ১-৫

তদনন্তর দশরথ সৈন্যদিগের সহিত অযোধ্যা-গমনে ত্বরান্বিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মনোহর রাজধানী বিচিত্র পতাকায় অলঙ্কৃত ও তূর্য্য-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে। রাজপথ জল-সেকে সিক্ত ও ইতস্ততঃ কুসুমনিকর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; পুরবাসিগণ মাঙ্গল্যদ্রব্য লইয়া দণ্ডায়মান, চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য; উপস্থিত হইবামাত্র পৌর ও বিপ্রগণ নৃপতির প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তিনি পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমগিরিতুল্য শ্বেতকান্তি আপনার বিচিত্র আবাসে গমন করিলেন। তদনন্তর অনিন্দ্য ভোগসুখে তৃপ্ত হইয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত নানা প্রকার আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজমহিষী কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য পুরনারীগণ বধূগণকে প্রাপ্ত হইয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। রাজমহিষীগণ মঙ্গলাচরণ সমাধা করিয়া পট্টদুকূলধারিণী বধূদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন। ৬-১৩

বধূগণ অনুরূপ স্বামি-সহবাসে পরম সুখভোগ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও ভ্রাতৃগণের সহিত কৃতদার ও ধনজনপূর্ণ হইয়া পিতৃসেবায় মনঃসংযোগ করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, নৃপতি ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তোমার মাতুল যুধাজিৎ তোমাকে কেকয়রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব তাঁহার সমভিব্যাহারে তুমি সেখানে গমন কর। কুমার ভরত রাজবাক্যে শত্রুঘ্নসমভিব্যাহারে মাতুল-রাজ্যে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি গমনসময়ে পিতৃচরণ-বন্দনা, মাতৃগণের পূজা ও রামকে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত প্রস্থান করিলেন। ভরত মাতুলভবনে গমন করিলে, রামলক্ষ্মণ পিতৃ-পূজায় অধিকতর তৎপর হইলেন। রাম পিতার আদেশে সমুদয় পৌরকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ১৪-২১

তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যগুণে পৌরদিগের সকল প্রকার প্রিয়কার্য্য সমাহিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রমতে মাতৃগণ ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি যথাবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ দাশরথির এরূপ ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, অধিক কি বলিব, রামের গুণ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও দেশীয় সকল ব্যক্তিই সাতিশয় সুখী হইলেন। রামচন্দ্র সকল ভ্রাতৃ-গণের অপেক্ষা সত্ত্ববান্ ও যশস্বী ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সীতাপতি সীতার সহিত নানাবিধ সুখভোগে দীর্ঘকাল[২] অতিবাহিত করিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ জানকীজীবন, সীতাও

১। দেবগণের সহিত বরুণও কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ ধনু রাম অর্পণ করেন।

২। মূলে বহূন্ ঋতূন্ এইরূপ পাঠ আছে, উহার অর্থ—দ্বাদশ বৎসর।

তদনুরূপ পতিপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের রূপগুণের অনুরূপত্ব হেতু তাঁহাদের প্রীতির সীমা ছিল না, বিশেষতঃ, সীতার প্রতি রাম অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। জানকীনাথ জানকীর মনোগত ভাব ও ও হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপে সুরকন্যার ন্যায় সীতা রামের অভিপ্রায়বেদিনী ছিলেন। বলিতে কি, কমলাপতি কমলাকে পাইয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র মনোমুগ্ধকারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও শোভান্বিত হইলেন।[৩] ২২-২৯

৩। ১২ শত বর্ষ পূর্ব্বে মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে বালকাণ্ডের শেষ সর্গের শেষের দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ শ্লোক দুইটি মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় না, পরন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রদেশীয় ও বঙ্গদেশীয় হস্তলিখিত পুস্তকে ঐ শ্লোক দুইটি আছে, উহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ।
তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ন্ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্।

বালকাণ্ড সম্পূর্ণ

বাল্মীকি-রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার সময় স্নেহাস্পদ নিত্যশত্রু-কামাদিজয়ী ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও দুই ভ্রাতা মাতুল যুধাজিৎ কর্ত্তৃক অপত্যনির্ব্বিশেষে সমাদৃত ও লালিত হইয়াছিলেন, এবং পরমসমাদরে নানাবিধ ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া পরমসুখে বাস করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহারা বৃদ্ধ পিতাকে সতত স্মরণ করিতেন। রাজা দশরথও মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ বিদেশগত কুমারদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বাহু যেরূপ আপনার প্রিয়, তাহার ন্যায় পুত্রচতুষ্টয়ই রাজার প্রিয়, রাজা নিজ শরীর হইতে নির্গত বাহু-চতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি পুত্রকেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তাহারা সকলেই রাজার অতিশয় স্নেহের পাত্র ছিল। সকল পুত্রের মধ্যেও তিনি রামকে অতিশয় ভালবাসিতেন। প্রাণীদিগের মধ্যে যেরূপ স্বয়ম্ভূ, তেমনি গুণ-প্রভাবে রামচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নারায়ণ, কেবল বল-গর্ব্বিত-রাবণের বধকামী দেবগণের অনুরোধে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদিতি যেরূপ সুরপতি ইন্দ্রের দ্বারা শোভিত, সেইরূপ রামজননী রামকে লাভ করিয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন। ১-৮

মহাবীর রামচন্দ্র প্রিয়দর্শন ও অসূয়ারহিত ছিলেন। তাঁহার গুণের উপমা ছিল না; তিনি পিতৃবৎ গুণশালী ছিলেন। তিনি শান্তস্বভাব, মৃদু-বাক্যে সম্ভাষণ করিতেন, কেহ কটূক্তি করিলে পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নিরুত্তর থাকিতেন। কোনও ব্যক্তি একটিমাত্র উপকার করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। যদি অন্যে অসংখ্য অপকার করে, তথাপি তাহা তাঁহার স্মরণের বিষয় হইত না। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশসময়ে সুশীল, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবান্ সজ্জনদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান্, প্রিয়বাদী ও মধুরালাপী; স্বয়ং বীর হইলেও বীরত্বগর্ব্বে উদ্ধত ছিলেন না। তিনি কদাচ মিথ্যা কথা বলিতেন না ও বৃদ্ধদিগের সম্মান করিতেন। তিনি যেরূপ প্রজানুরক্ত ছিলেন, প্রজাগণও সেইরূপ তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ ছিল। তিনি দয়ালু ছিলেন ও দীনগণের দুঃখ দূর করিতেন। তিনি অধর্ম্মের নিগ্রহকর্ত্তা, জিতক্রোধ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ শুচি এবং চরিত্র পবিত্র ছিল। তাঁহার বুদ্ধি কুলধর্ম্ম-রক্ষণে ব্যগ্র ছিল, ক্ষাত্র ধর্ম্ম হইতেই যে স্বর্গলাভ করা যায়, ইহা তিনি জানিতেন এবং পরম প্রীতিসহকারে ক্ষাত্রধর্ম্মকে ভালবাসিতেন। তিনি অমঙ্গল বা অকার্য্যে রত ছিলেন না। ধর্ম্মবিরুদ্ধ গ্রাম্যালাপে

তাঁহার রুচি ছিল না। বাদানুবাদস্থলে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি বাগ্মিপ্রবর, পুরুষের বলাবল নির্ব্বাচনে তাঁহার শক্তি অটল, তিনি দেশকালজ্ঞ, তাঁহার শরীর নীরোগ এবং তরুণ। তিনি অদ্বিতীয় সাধুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের বহিশ্চর প্রাণতুল্য প্রেমাস্পদ ছিলেন। তিনি যথাবিধি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তন করিয়াছেন, সমস্ত অস্ত্রশাস্ত্রে পিতা দশরথ অপেক্ষাও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। তিনি কল্যাণের আকর, সাধু, সর্ব্বকালে দৈন্যরহিত, সরল ও সত্যবাদী। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার আচার্য্য। তিনি ধর্ম্মার্থকামতত্ত্বের মর্ম্মগ্রাহী, স্মৃতিমান্ এবং প্রতিভাশালী। তিনি লৌকিক ক্রিয়াদিতে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বিনীত, তাঁহার আকৃতি সংবৃত, তিনি গুপ্তমন্ত্র ও সহায়বিশিষ্ট। তাঁহার ক্রোধ বা হর্ষ নিষ্ফল হয় নাই। তিনি অর্থ-বিতরণ ও উপার্জ্জন-বিধি বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি গুরুলোকের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কখনও অসদ্বস্তুগ্রহণে তাঁহার বাসনা প্রকাশ পায় নাই। তিনি আলস্যশূন্য, আপনার বা অপরের দোষদর্শনে চক্ষুষ্মান্। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং লোকের অন্তরজ্ঞ; যথাযথ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনে বিলক্ষণ তৎপর। তিনি সজ্জনের সংগ্রহ ও প্রতিপালন এবং দুষ্টজনের শাসনে সুপটু। ভ্রমর যেরূপ পুষ্পমধু আহরণ করে, তাহার ন্যায় তিনি প্রজার নিকট হইতে ধনগ্রহণে সুচতুর। তিনি শাস্ত্রানুযায়ি ব্যয়কার্য্যতত্ত্বজ্ঞ[১] ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদি ও নাটক প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ-ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া অর্থ ও ধর্ম্মের অবিরোধে সুখভোগ করিতেন। পরন্তু তিনি কখনও অলস হয়েন নাই। বিহারকালে যে সকল শিল্পের ক্রীড়ার্থ প্রয়োজন ঘটিত, তিনি তাহা জানিতেন; তিনি হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির শিক্ষাদানে যেরূপ নিপুণ, তাহাদের স্কন্ধারোহণেও তদনুরূপ পটু ছিলেন। তিনি ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী ও অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি পরবলহন্তা এবং চক্রাদিব্যূহনির্ম্মাণে সুনিপুণ। সুরাসুরগণ কুপিত হইলেও যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না; তিনি ক্রোধজয়ী, অসূয়াশূন্য ছিলেন, দৃপ্ত ও মাৎসর্য্যশালী ছিলেন না। তিনি কাহারও অবজ্ঞার পাত্র বা কামের বশ্যতা প্রাপ্ত নহেন; এই সকল গুণযুক্ত বলিয়া তিনি প্রজাবর্গের অতিশয় প্রেমাস্পদ ও ত্রিলোকপূজ্য ছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, বুদ্ধিপ্রভাবে বৃহস্পতিসদৃশ, বীরত্বে সুরপতিতুল্য গণ্য ছিলেন। প্রদীপ্ত সূর্য্য যেরূপ আপনার কিরণপ্রভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায় রাম পিতার প্রীতিপ্রদ প্রজারঞ্জন গুণগ্রামে বিমণ্ডিত হইয়া শোভিত হইলেন। তখন রামের এরূপ দিব্যগুণ ও অতুল পরাক্রম দেখিয়া বসুমতী তাঁহাকে পতিকামনা করিলেন। ৯-৩৪

এই সময় নৃপতি দশরথ রামকে অনুপম গুণনিধান দেখিয়া মনে মনে এই চিন্তা করিলেন,—আমার প্রাচীন দশা উপস্থিত। এ সময় রামকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখিলে, না জানি আমার কত দূর আনন্দ ঘটিবে! আমার এই আশা অন্তরকে আনন্দময় করিতেছে। বলিতে পারি না, আমি কবে রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিব। পয়োবর্ষী পর্জ্জন্য যেরূপ লোকের প্রীতিকর, সেইরূপ রামচন্দ্র লোকের হিতৈষী এবং সর্বভূতে দয়াবান্। বলিতে কি, রামের বল যম ও ইন্দ্রের সদৃশ, তাঁহার বুদ্ধি বৃহস্পতিতুল্য, তাঁহার ধৈর্য্য পর্ব্বতসদৃশ, তিনি আমা অপেক্ষাও গুণশালী। হায়! কবে আমি এই বৃদ্ধদশায় আত্মজ রামকে নিখিল সাম্রাজ্যের অধিপতি দেখিয়া স্বর্গে গমন করিব। মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ এবং নানারূপ গুণগ্রামে

১। ব্যয় করিবার জন্য শাস্ত্রকার যেরূপ প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে ব্যয় করাই উচিত—যথা—পাঁচভাগে ধনবিভাগ করিয়া ব্যয় করিতে হয়। ১ ধর্ম্মের জন্য—২ যশের জন্য, ৩ অর্থের জন্য, ৪ নিজের জন্য, ৫ স্বজনগণের জন্য ধনব্যয় করিবে, অর্থের দ্বারা অর্থ অর্জ্জনই এখানে অভিপ্রেত।

বিভূষিত দেখিয়া, মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে রাজা করিতে মানস করিলেন। ৩৫-৪২

তখন সূক্ষ্মদর্শী নৃপতি, মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, আমার শরীরে জরার সঞ্চার হইতেছে, অন্তরীক্ষে গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিকূলতা, বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণে পূর্ণচন্দ্রানন রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করা আমার অভিপ্রেত; বোধ হয়, ইহা রামের ও প্রজাদিগের অনভিপ্রেত হইবে না। অনন্তর অবনীপতি দশরথ যোগ্যকালে আপনার প্রজাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে রামচন্দ্রের ও প্রজাদিগের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন জন্য রামকে যৌবরাজ্যে রাজা করিতে সমুৎসুক হইলেন। তিনি তখন নানা দেশীয় ও নগরীর প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন। তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমানুসারে বাসভবন ও নানা প্রকার অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ প্রভাসংবেষ্টিত হইয়া শোভিত হন, সে সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণে নৃপতি দশরথেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিপতিকে অতি শীঘ্র অভিষেক সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়াই আনয়ন করা হয় নাই। উদ্দেশ্য, তাঁহারা এ শুভ সংবাদ পরে অবশ্যই জানিতে পারিবেন। পরবল-বিজয়ী মহারাজ দশরথ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে বিদেশীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কোশলরাজের নিকট হইতে আসন গ্রহণ করিয়া তদভিমুখে উপবেশন করিলেন। বিনয়ী নৃপতিগণ এবং জনপদবাসী প্রধান ব্যক্তিগণ সম্মানিত হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে, অমরপতি ইন্দ্র যেরূপ অমরদিগের মধ্যে থাকিয়া শোভিত হন, তাহার ন্যায় রাজা দশরথও শোভা ধারণ করিলেন। * ৪৩-৫১

* আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থ ও পুনাসংগৃহীত পুস্তকে "সমাগতৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য পুস্তকে এবং রামানুজটীকায় "পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।" এই পাঠ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে দেখিতে পাওয়া যায়, টীকাকারও 'পুরালয়ৈঃ' শব্দে রাজসেবার্থ 'সদাযোধ্যাস্থিতৈঃ' এইরূপ বাক্যার্থের অবতারণা করিয়াছেন; সুতরাং, তদভিপ্রায়ে নৃপতিগণ রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য সতত অযোধ্যায় বাস করেন, এইরূপ অর্থ প্রতীত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর, রাজলক্ষণযুক্ত, মধুর স্বরে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া হিতকর, হর্ষজনক ও সর্ব্বজনশ্লাঘ্য বাক্য কহিলেন;—হে পারিষদবর্গ! আপনারা অবগত আছেন যে, মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্রবৎ এই বিশাল সাম্রাজ্য পালন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতির পালিত সাম্রাজ্যকে পরমমঙ্গলযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমিও পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আত্মসুখভোগবিরত হইয়া যথাশক্তি এই রাজ্য পালন করিয়াছি। নিখিল লোকের মঙ্গলকামনায় শ্বেতাতপত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে আমার বয়স বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। আমি জীর্ণ দেহে বিশ্রাম-শান্তিসুখভোগ করি, এই আমার অভিপ্রায়। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে যে ভার দুর্ব্বহ, আমি রাজপ্রভাবানুসারে সেই গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে উপস্থিত দ্বিজাতিদিগের অনুমতি গ্রহণান্তে পুত্রের প্রতি প্রজাপালনভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে বাসনা করি। পরবলঘাতী মদাত্মজ রামচন্দ্র বীর্য্যে পুরন্দর তুল্য এবং সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুষ্যার সহিত চন্দ্রের সংযোগ ঘটিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় ধার্ম্মিকচূড়ামণি রঘুমণিকে প্রাতঃকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। এই লক্ষ্মণাগ্রজ রাজপদের উপযুক্ত[১]। আমার বিশ্বাস, ত্রিলোকমণ্ডল ইঁহাকে

১। মূলে অনুরূপ এই শব্দ আছে। ইহার বহু অর্থ হয় এবং প্রায় সকল অর্থই সুসমৃদ্ধ হইতে পারে। অনুরূপ অনুগুণ, অনুকূল, যোগ্য ইত্যাদি অথবা অনু কর্ম্মানুকূল রূপ যাহার, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সনঃ সমধিভক্তাঙ্গ ইত্যাদি অথবা অনু অনুগতং রূপং যস্য সর্ব্বব্যাপী কিম্বা অনুরূপঃ সর্ব্বশরীরী, ইত্যাদি।

পাইয়া নাথবান্ হইবে। আমি অদ্যই পৃথিবীকে এই পরমমঙ্গলের দ্বারা সংযুক্ত করিব এবং রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্লেশ পরিহার করিব। যদি আমার এই প্রস্তাব তোমাদের অনুকূল হয়, তবে তোমরা ইহা অনুমোদন কর। যদি তোমাদের নিকটে আমার এ প্রস্তাব প্রীতিকর বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে, এতদপেক্ষা যাহা হিতকর, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবে; কারণ, মধ্যস্থ লোকের চিন্তা, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ বিবেচনায় ফলোপধায়িনী হইয়া থাকে। ১-১৬

নীলমেঘ দর্শনে ময়ূর যেরূপ আনন্দিত হয়, তাহার ন্যায় নৃপগণ সন্তুষ্টমনে মহারাজ দশরথের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তখন সভামধ্যে সামন্ত নৃপতিগণের হর্ষধ্বনি উচ্চারিত হইল; সমস্ত লোকদিগের আন্দোলনে অবনী যেন প্রকম্পিত হইল। অনন্তর দ্বিজাতিগণ ও সেনাপতি সকল পৌর ও জানপদগণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতির অভিপ্রায় ও রাজাকে বৃদ্ধ অবগত হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন,—মহারাজ! আপনার বহু সহস্র বর্ষ বয়স হইয়াছে,আপনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আপনি অধুনা রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আমরা মহাবীর রামকে প্রকাণ্ড হস্তীতে আরূঢ় ও তদীয় আনন ছত্রাবৃত দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১৭-২২

তখন নৃপতি তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—তোমরা আমার প্রস্তাবে রামকে যে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত করিতে সম্মত হইয়াছ, তাহাতে আমার মনে একটি সন্দেহ জন্মিয়াছে: অতএব তোমাদের অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ কর। আমি জীবদ্দশায় যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছি, তখন কি কারণে রামকে রাজা করিতে তোমাদের প্রবৃত্তি হয় বল? তখন নৃপগণ পৌর ও জানপদগণের সহিত বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রামচন্দ্রের নানাপ্রকার রাজোচিত সদ্গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আপনার নিকটে সেই অমিতগুণশালী রামের গুণকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রামচন্দ্র দিব্য গুণে ইন্দ্রতুল্য, তিনি সত্যপরাক্রম, তিনি আপনার গুণপ্রভাবে পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণকেও পরাস্ত করিয়াছেন। রামচন্দ্র পুরুষোত্তম, সত্যপরায়ণ ও সত্যস্বরূপ; ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। তিনি প্রজাপালনে চন্দ্রতুল্য, ক্ষমাগুণে ক্ষৌণীসদৃশ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকল্প, এবং বীর্য্যে সাক্ষাৎ শচীপতিসদৃশ। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, অসূয়াশূন্য, ধর্ম্মজ্ঞ, ক্ষমাবান্, সত্যসন্ধ, শান্ত, সান্ত্বনাদাতা, প্রিয়ম্বদ ও কৃতজ্ঞ। তিনি প্রিয়দর্শন, মৃদু, স্থিরচিত্ত, প্রিয়বাদী ও সত্যভাষী। সেই রামচন্দ্র জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে সেবা করিয়া থাকেন। এই সকল গুণপরম্পরায় তদীয় কীর্ত্তি, যশ ও তেজ বর্দ্ধিত হইতেছে। সুরাসুর-মনুষ্য-লোকের সমস্ত অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত, তিনি সমগ্র বিদ্যায় পারদর্শী ও ষড়ঙ্গ বেদে ব্যুৎপন্ন। গন্ধর্ব্ববিদ্যাসঙ্গীতাদিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি; সেই মহামতি উভয়বংশবিশুদ্ধ, অদীনস্বভাব, সাধুব্রত, বহুশ্রুত, ধর্ম্মার্থ-নিপুণ। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি যুদ্ধার্থে লক্ষ্মণের সহিত যখন গ্রাম বা নগরে যাত্রা করেন, জয়লাভ না করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি যখন রথারোহণে বা গজপৃষ্ঠে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন পথিমধ্যে স্বজনের ন্যায় পুরবাসীদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি তাহাদের প্রত্যেকের পুত্র, পরিবার, ভৃত্য, শিষ্য ও অন্তরঙ্গসম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করেন। পিতা যেমন ঔরস পুত্রের নিকট কুশল প্রশ্ন করেন, তদ্রূপ "আপনাদের শিষ্যগণ একাগ্রচিত্তে আপনাদের শুশ্রূষা করে ত?" এইরূপ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সর্ব্বদা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন; বিশেষ করিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করেন। তিনি লোকের উৎসব বা বিপদের সময় সংবাদ লইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অভ্যুদয়ে আনন্দিত ও বিপদে অবসন্ন হয়েন।

তিনি সত্যবাদী, মহাধনুর্দ্ধর, বৃদ্ধসেবী, জিতেন্দ্রিয়; তিনি ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। কথা কহিবার সময় তিনি মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া থাকেন। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় যুক্তিময় বাক্যের বক্তা। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, নেত্রদ্বয় আরক্ত ও আয়ত, দেখিতে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায়। রামচন্দ্র শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে লোকের অতিশয় প্রিয়; তিনি প্রজাপালক। আশ্চর্য্য এই যে—বিষয়লোভ তাঁহাকে কখনও মুগ্ধ করিতে পারে নাই। এই পৃথিবীর কথা কি, ত্রিলোকাধিপত্য-ভার বহনেও ইনি কাতর নহেন। ইঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা ব্যর্থ হইবার নহে। ইনি নিয়মানুসারে বধ্যের বধসাধন ও অবধ্যকে দোষমুক্ত করেন। নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বিরাগভাব না হইয়া অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই রামচন্দ্রের ধর্ম্ম। রামচন্দ্র প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের প্রীতিপ্রদ উদার গুণসংযোগে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, এরূপ গুণনিধি রামচন্দ্রকে পতি পাইবার জন্য বসুমতীও আকিঞ্চন করেন। আপনি ভাগ্যক্রমে মহর্ষি কশ্যপের ন্যায় রামকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রাজপদে অধিরূঢ় হন, ইহাও আমাদের ভাগ্যের কথা। বলিতে কি, সুরাসুর, মানব, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ রামের বল, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন। কি পুরবাসী, কি জনপদ-বাসী, কি আভ্যন্তর, কি বাহ্য, কি রাষ্ট্রমধ্য, কি তদ্বহিঃপ্রদেশ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই সায়ং ও প্রাতঃকালে দেবগণের নিকট যশস্বী রামের উদ্দেশে মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। আপনি এক্ষণে সকলের অভিপ্রায়ানুযায়ী রামরাজ্যাভিষেকে অনুমতি প্রদান করুন। ইন্দীবরশ্যাম রামের রাজ্য-প্রাপ্তি আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয়। হে বরদ! আপনার নিকটে প্রার্থনা, আপনি দেবদেবোপম সর্ব্ব-হিতকারী উদারগুণসম্পন্ন আপনার আত্মজ রামচন্দ্রকে প্রসন্নচিত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। ২৩-৫৫

তৃতীয় সর্গ

অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর, জানপদ ও নৃপতি-গণের বদ্ধাঞ্জলি ও শিষ্টাচার দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে হিতকর প্রিয়বাক্যে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমরা যে আমার জ্যেষ্ঠ প্রিয়পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমার কি আনন্দ ও বিচিত্র প্রতাপের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, বলিতে পারি না। সকলকে এইরূপ বলিয়া বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে কহিলেন, এক্ষণে পুণ্য মধুমাস উপস্থিত, উপবন সকল নানাবিধ কুসুমে অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব আপনারা এ সময়ে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলের আয়োজন করুন। নৃপতির উক্তি শেষ হইলে, সভামধ্যে ঘোর কোলাহল সমুত্থিত হইল। ক্ষণমধ্যে কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, নৃপতি মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, আপনি তৎসংগ্রহের আদেশ করুন। ১-৭

তখন কৃতাঞ্জলি মন্ত্রীদিগের প্রতি বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিলেন, তোমরা সুবর্ণাদি রত্নদ্রব্য, পূজা-সামগ্রী, সর্ব্বৌষধি, শুক্ল-মালা, লাজ, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাবিশিষ্ট বস্ত্র, রথ, সকল প্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গসৈন্য, সুলক্ষণ হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, শ্বেতচ্ছত্র, শতসংখ্যক স্বর্ণকুম্ভ, সুবর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা সংগৃহীত হইয়া মহারাজের অগ্নিহোত্রাগারে প্রাতঃকালে উপস্থাপিত করিবে। অন্তঃপুর এবং নগরের দ্বার সকল চন্দন, মাল্য, সুগন্ধ ও ধূপাদিতে গন্ধযুক্ত কর। যাহাতে শত সহস্র লোকের সবিশেষ তৃপ্তি হইতে পারে, প্রাতঃকালে এরূপ দধি ঘৃত-মিশ্রিত স্তূপাকার অন্নাদি, অপর্য্যাপ্ত

দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিও। সূর্য্যোদয় হইবামাত্র কল্য প্রভাতে স্বস্তিবাচন হইবে; তোমরা এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ কর ও আসন সকল যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত কর। রাজপথে পতাকা সকল স্থাপিত কর, এবং জলসেকে পথ সকল আর্দ্র করিতে থাক। গায়িকা ও গণিকাগণ সুসজ্জিত হইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থিতি করুক। দেবায়তন, এবং চৈত্যস্থানে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্য সামগ্রী সংগৃহীত হউক; সেখানে পূজোপকরণ ও দক্ষিণা দিয়া দেবার্চ্চনা কর। বীরগণ বেশভূষা-বিমণ্ডিত হইয়া কৃপাণ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া রাজ-গৃহাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকুক। রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি এইরূপ কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া বশিষ্ঠ ও বামদেব, আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য রাজার সাক্ষাতে সমাধা করিতে লাগিলেন। সকল সামগ্রী সংগৃহীত ও প্রস্তুতীকৃত হইলে, তাঁহারা প্রীতমনে 'মহারাজ! সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে' এই কথা নৃপতিগোচরে বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আনাইয়া 'তুমি শীঘ্র সেই সুশিক্ষিত রামকে আমার নিকটে লইয়া আইস' এইরূপ আদেশ করিলেন। তখন সুমন্ত্র 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া রাজার আদেশে মহারথ রামকে রথে লইয়া আনয়ন করিলেন। এই সময় রাজা দশরথের সঙ্গে প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণ, আর্য্য ও ম্লেচ্ছ, অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিগণ রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সুরগণ যেরূপ সুররাজের সেবা করেন, সেইরূপ মহারাজ দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। অযোধ্যাধিপতি তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্র তুল্য শোভা পাইতেছিলেন। ইত্যবসরে প্রজানাথ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া লোকে বিখ্যাতপৌরুষ, গন্ধর্ব্বরাজতুল্য, আজানুলম্বিতবাহু, মহাবলশালী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, মত্তমাতঙ্গগামী, আপনার আত্মজকে আসিতে দেখিলেন। নিদাঘতপ্ত জনের পক্ষে মেঘ যেরূপ আনন্দের বস্তু, তিনিও সেইরূপ অসাধারণ রূপ ও উদারতা গুণে লোকের দৃষ্টি ও চিত্তাকর্ষণকারী। নরাধিপ নির্নিমেষনয়নে তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। ইত্যবসরে রাম রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। * সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য পিতৃভক্ত রামচন্দ্র কৈলাসশিখরসদৃশ বিচিত্র প্রাসাদে উঠিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ পিতার নিকটে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং আপনার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।[১] পুত্রকে প্রণত ও কৃতাঞ্জলি দেখিয়া নৃপতি তদীয় অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজের কাছে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ৮-৩৪

তখন নরনাথ, রামকে বসিবার জন্য মণিকাঞ্চনভূষিত এক উৎকৃষ্ট আসন প্রদানের আদেশ করিলেন। পিতৃদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া রামচন্দ্র অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। নির্ম্মল সূর্য্য উদয়কালে নিজ প্রভায় যেমন সুমেরুকে উদ্ভাসিত করেন, তেমনি রামের উপবেশনের পর সেই সভাও তদ্রূপ শোভিত হইল। চন্দ্রোদয়ে গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ শারদীয় আকাশ যেরূপ অলঙ্কৃত হয়, তাহার ন্যায় রাজসভা রামের অধিষ্ঠানে সুশোভিত হইল। লোকে দর্পণে যেরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তুষ্ট হয়, তাহার ন্যায় দশরথ প্রাণাধিক আত্মজকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। মহর্ষি কশ্যপ যেরূপ দেবেন্দ্রের প্রতি আদেশ করেন, তাহার ন্যায় তিনি রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর অনুরূপ পুত্র

* আমাদের অবলম্বিত পুস্তকে "ওজনাত্তদা" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এদেশপ্রচলিত অধিকাংশ পুস্তকে "ভ্রম্ফোত্তমাৎ" এরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১ আমি রামচন্দ্র বর্ম্মা—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, এই বলিয়া নমস্কার করার প্রথা প্রাচীনকালে ছিল, ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত, শূদ্র দাস এইরূপ নিজ নামান্তে প্রয়োগ করিতেন।

জন্মিয়াছ। হে রামচন্দ্র! তুমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সর্ব্বজনপ্রিয় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি নিজের কমনীয় গুণ দ্বারা এই সমস্ত প্রজাবৃন্দকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, অতএব, পুষ্যানক্ষত্রে চন্দ্র গমন করিলে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তোমাকে অধিক বলিতে চাহি না, তুমি স্বভাবতই অতিশয় গুণবান্ বলিয়া সর্ব্বজন কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছ, এরূপ হইলেও স্নেহ-প্রবণতানিবন্ধন আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষ করি;—তুমি যদিও বিনয়ী, তথাপি আরও বিনয় অবলম্বন করিয়া নিত্যকাল ইন্দ্রিয়সংযম কর, কামক্রোধ হইতে যে সমস্ত ব্যসন সমুত্থিত হয়, তুমি তাহা পরিত্যাগ কর; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ[২] বিচার দ্বারা প্রজাপালনে তৎপর হও; অমাত্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজাগণের অনুরঞ্জন কর; অস্ত্রগৃহ, ধনাগার ও ধান্যাগার পূর্ণ রাখিবে; যিনি অভিমত প্রকৃতিবর্গকে অনুরঞ্জন এবং রাজ্যপালন করিতে পারেন, অমৃতলাভে দেবগণ যেরূপ প্রীত হন, তাহার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব হে পুত্র! তুমি এইরূপে আত্মসংযম করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে থাক। রামের হিতকারী ব্যক্তিগণ রাজার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ত্বরিতগমনে রাজমহিষী কৌশল্যাকে এই সংবাদ জানাইলেন। শ্রবণমাত্রে রাজমহিষী তাঁহাদিগকে প্রচুর স্বর্ণ, রত্ন ও ধেনুসকল প্রদানের আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে রামচন্দ্র পিতৃদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া রথারোহণে জনগণ সমভিব্যাহারে নিজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পুরবাসিগণ নৃপতির আদেশ শ্রবণে উঁহাকে ইষ্ট-বস্তু-প্রাপ্তিস্বরূপ মনে করিয়া মহারাজকে প্রশংসা করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং রামের অভিষেক-ব্যাঘাত-নিবারণার্থ প্রফুল্লমনে দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ৩৫-৪৯

চতুর্থ সর্গ

অনন্তর পৌরবর্গ প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আগামী কল্য চন্দ্রের পুষ্যানক্ষত্রসংযোগ হইবে, কল্যই পদ্মপলাশলোচন রামকে অভিষিক্ত করা হইবে, রাম যুবরাজ প্রভু হইবে, ইহা নিশ্চয়যুক্ত রাজা দশরথ নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক 'রামকে পুনর্ব্বার আমার নিকটে আনয়ন কর,' এই কথা বলিলেন। সারথি নৃপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামকে সত্বর আনিবার জন্য তদীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রতিহারী-মুখে সুমন্ত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে রামচন্দ্র শঙ্কিত হইলেন। তখন সত্বর তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কি কারণে আমার এখানে আগমন ঘটিয়াছে, তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সূত, রাজকুমারের কথায় কহিলেন, মহারাজ আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। তখন সুমন্ত্র-বচনে ত্বরান্বিত হইয়া রামচন্দ্র পিতৃচরণদর্শনার্থে পিতৃভবনে গমন করিলেন। নৃপতি রামের উপস্থিতি-সংবাদ অবগত হইয়া রামকে অতিশয় প্রিয়সংবাদ বলিবার অভিপ্রায়ে আত্মগৃহে আনয়ন করিলেন। শ্রীরাম পিতৃভবনে প্রবেশ করিয়া, দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে রামচন্দ্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দীর্ঘজীবী হইয়া যতদূর বিষয়ভোগ করিতে হয়, আমার তাহার ত্রুটি হয় নাই। আমি অন্ন-দান-পূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি। তোমার ন্যায় অনুপম আত্মজ লাভ করিয়াছি, আমি যে

২। পরোক্ষ—চরমুখে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয় যে সব কথা জানা যায়, এবং তন্মূলক বিচার। অপরোক্ষ—নিজে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া নিজের অনুভবসিদ্ধ বিষয়ের বিচার করা—তুমি উভয় প্রকারের বিচারপরায়ণ হও।

দান ও বেদাধ্যয়নাদি করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে। যতদূর সুখভোগ করিতে হয়, তাহার সমস্তই হইয়াছে। আমি দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও আত্মঋণ হইতে মুক্তি পাইয়াছি[১]; এক্ষণে তোমার রাজ্যাভিষেক ব্যতিরেকে আমার অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। এ সময়ে তোমাকে যাহা বলিতেছি, তৎপালনে সচেষ্ট হও। হে পুত্র! অদ্য প্রজাবর্গ তোমাকে রাজ-সিংহাসনে বসাইতে কামনা করিতেছে; অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। হে বৎস! অদ্য আমি বড় অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। দিবসে উল্কাপাত ও ঘোররবে বজ্রপতন ঘটিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা বলিতেছেন, সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিনটি বিরুদ্ধ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন। এরূপ দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে, হয় রাজা ভীষণ বিপদাক্রান্ত হয়েন কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ১-১৯

হে রাঘব! যে পর্য্যন্ত আমার চিত্ত বিমুগ্ধ না হয়, অর্থাৎ তোমাকে অভিষিক্ত করিবার পক্ষে বিমুখ না হয়, তাহারই মধ্যে নিজেকে অভিষিক্ত কর, মানুষের মন বড়ই চঞ্চল। অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্র গমন করিয়াছেন, কল্য পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিবেন, দৈবজ্ঞ-গণ পুষ্যা-চন্দ্র যোগই অভিষেকের পক্ষে প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব পুষ্যাযোগে অভিষিক্ত হও। মন আমাকে তোমার অভিষেকের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রেরণা করিতেছে। হে শত্রুতাপন! কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অদ্য প্রদোষসময় হইতে তুমি বধূর সহিত নিয়মানুসারে উপবাসী থাকিয়া কুশ-শয়নে শয়ন করিয়া থাকিও। অদ্য সাবধান হইয়া তোমাকে তোমার সুহৃদ্গণ রক্ষা করুক; কারণ, এরূপ কার্য্যে কোনও বিঘ্ন-বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে ভরত মাতুলালয়ে আছেন; সুতরাং এ সময়ে অভিষেককার্য্য সাধিত হয়, ইহাই আমার বাসনা[৩]। তোমার ভ্রাতা প্রকৃতই তোমার হিতা-কাঙ্ক্ষী ও সজ্জন; আমি তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাধীন ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানি। কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলে, মনুষ্যের চিত্ত বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তিরাও সময়ে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠেন; অতএব হে বৎস! এক্ষণে তুমি গাত্রোত্থান করিয়া স্বকীয় ভবনে গমন কর। জানিও, তোমাকে কল্যই রাজ-সিংহাসনে বসিতে হইবে। তদনন্তর দাশ-রথি পিতৃচরণে বিদায় লইয়া, রাজ্যাভিষেকসংবাদ সীতাকে জানাইবার জন্য প্রথমে নিজ-ভবনে গমন করিলেন। সেখানে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। * ২০-২৯।

দেখিলেন, রাজমহিষী কৌশল্যা পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বন করিয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনার উদ্দেশে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ সেখানে সমুপস্থিত, দেবী সীতাও কৌশল্যার নিকটে সাবধানে সমুপবিষ্টা ছিলেন। যে সময়ে রাম পুরীপ্রবেশ করিলেন, সে সময়ে রামজননী মুদিতনেত্রে পরমেশ্বরের

১। শ্রুতিতে ঋণত্রয়ের কথা আছে, জন্মিবামাত্র দ্বিজ তিনটি ঋণযুক্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন হইতে ঋষিঋণ, যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। বেদে প্রধান বলিয়া ঋণত্রয়ের উল্লেখ গৌণ। অপর দুইটি ঋণও আছে, যথা—ব্রাহ্মণঋণ ও আত্মঋণ, সেইজন্য দশরথ পঞ্চঋণের উল্লেখ করিয়াছেন।

২। দশরথের এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য—হে রাম! তোমার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা আমার নিকট তাহাদের জন্যও রাজ্য প্রার্থনা করিয়া আমার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারে, সুতরাং আমার এই বুদ্ধি থাকিতে থাকিতে তুমি অভিষিক্ত হও। আর একটু পরেই দশরথ বলিলেন, ভরত প্রবাসে আছে, ইহাই তোমার অভিষেকের উপযুক্ত সময়

৩। কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ে, কেকয়রাজের নিকট দশরথ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি রাজ্য দিবেন, সেই কথা মনে করিয়া দশরথ বলিতেছেন, ভরত এখন প্রবাসে আছে, এই অবসরে তুমি অভিষিক্ত হও, এই বৃত্তান্ত ১০৭ সর্গে আছে—রাম ভরতকে বলিতেছেন, হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে তোমার মাতাকে বিবাহ করিবার সময়ে আমাদের পিতা তোমার মাতামহের নিকট এই রাজ্য শুল্করূপে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

* মূলে "প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে। তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ" এই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সীতাকে অভিষেক-সংবাদ-প্রদানার্থ রামের গমন এবং তাঁহার সহিত অদর্শন নিবন্ধন কৌশল্যাপুরে প্রবেশ, এটি টীকাকারের অভিপ্রায়-সঙ্গত বিবেচনায় মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিলাম।

আরাধনায় প্রবৃত্তা। সুমিত্রা, সীতা, লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন। তিনি পুত্রের রাজ্যাভিষেক শ্রবণে পুরাণপুরুষ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতেছেন। তখন রামচন্দ্র নিকটে অগ্রসর হইয়া জননীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং শুভ সংবাদ প্রদানে তাঁহার সন্তোষ-বর্দ্ধন করিয়া বলিলেন, জননি! পিতৃদেব আমাকে প্রজাপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, আমাকে কল্যই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। পিতা আজ্ঞা করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে আমাকে সীতার সহিত উপবাসী থাকিতে হইবে, কারণ, উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে আমার ও জানকীর জন্য যে সকল মঙ্গলকার্য্য বিহিত, আপনি অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান করুন। ৩০-৩৭

তখন রামজননী রামমুখে চির-কামনার সকল কথা শুনিয়া হর্ষজড়িত বাক্যে কহিলেন, হে বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার শত্রু নির্ম্মূল হউক, তুমি রাজশ্রী লাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগের আনন্দবর্দ্ধন কর। তুমি শুভ নক্ষত্রে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যে হেতু, তুমি নিজগুণে তোমার পিতৃদেবকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি এত দিন যে পদ্মপলাশলোচন হরির প্রসন্নতার প্রার্থিনী হইয়া ব্রতাদি-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা সফল হইল; কারণ, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজশ্রী তোমাতে সংক্রমিত হইল। জননী এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি, বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, তোমাকেও আমার সহিত রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। হে বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য-ভোগ আমার প্রয়োজনাধীন নহে, বাস্তবিক, ইহা তোমারই নিমিত্ত; অতএব তুমি ইচ্ছামত ভোগ করতে থাক। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই বলিয়া জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার চরণে অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণান্তে জানকীর সহিত আপনার ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৩৮-৪৫

পঞ্চম সর্গ

এ দিকে নৃপতি দশরথ, "আগামী কল্য তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে," রামকে এই কথা বলিয়া, গুরু বশিষ্ঠদেবকে আনাইয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি রামের মঙ্গল ও রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য সীতার সহিত তাঁহাকে উপবাস করিতে বলিয়া আসুন।" বেদবিৎ বশিষ্ঠদেব রাজাকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য রথে আরোহণ করিয়া মন্ত্রাভিজ্ঞ রামকে উপবাস করাইবার জন্য রামভবনে গমন করিলেন। তিনি নিমেষমধ্যে রামচন্দ্রের ভবনে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, অভ্র-খণ্ডের ন্যায় তদীয় নিকেতন পাণ্ডুবর্ণ। তিনি রথারোহণে তিনটি প্রবেশদ্বার উত্তীর্ণ হইলেন। রামচন্দ্র যথাযোগ্য সমাদর করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার রথের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কর-ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন। তখন মহর্ষি রামচন্দ্রকে বিনীত দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তদীয় আনন্দ বর্দ্ধন করত কহিলেন। ১-৮

হে রাঘব! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তোমাকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায়; অতএব অদ্য তুমি সীতার সহিত উপবাসী থাকিও। নহুষ যেমন যযাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তোমার পিতাও সেইরূপ তোমাকে কল্য রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এই কথা বলিয়া সংযত-ব্রত মহর্ষি সীতার সহিত সীতাপতির উপবাসসংকল্প করাইলেন। তদনন্তর গুরুদেব যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়া নরদেবপুত্রের নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। এ দিকে কমললোচন রামচন্দ্র

কিছুকাল বান্ধবদিগের সহিত নানা-কথা-প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া তাঁহাদেরই কথাক্রমে বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নর-নারীগণ আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রফুল্লকমলবিশিষ্ট মত্ত বিহঙ্গ-শোভিত সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজভবন-তুল্য রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজপথ লোকারণ্য। রাজপথে অসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। এমনই জনতা যে, পথ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। নিয়ত লোকের সংঘর্ষ ও হর্ষাতিশয্যে রাজপথ সমুদ্র-কলরবের ন্যায় তুমুল শব্দে পরিপূর্ণ। ঐ দিবসই অযোধ্যার সকল পথ পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত, নগরীর তোরণ সকল বিচিত্র মাল্যে অলঙ্কৃত, প্রায় সমস্ত গৃহই ধ্বজদণ্ডে বিশোভিত হইয়াছিল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উৎসবে উন্মত্ত এবং অভিষেক দর্শনের নিমিত্ত সূর্য্যো দয়ের অপেক্ষায় অবস্থিত ছিল। অধিক কি, প্রকৃতি-পুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির নিদানভূত হর্ষবিবর্দ্ধন এই মহোৎসবের জন্য সকলেই সমুৎসুক হইল। ৯-২০

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এই প্রকার জনস্রোত দেখিতে দেখিতে ঐ জনতাকে এক একটি দলে ব্যূহিত করিয়াই যেন মৃদুগমনে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ রাজমন্দির হিমগিরির শিখরতুল্য। বৃহস্পতি যেরূপ সুরপতির নিকটে বিরাজমান থাকেন, তাহার ন্যায় তিনি নরেন্দ্রের সন্নিধানে শোভা পাইতে লাগিলেন। মুনিবর উপস্থিত হইবামাত্র নৃপবর সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অভিমত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে জানিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। তখন সভাস্থ সকলেই আপন আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া, পুরোহিতের সম্মাননা করিলেন। তদনন্তর নরনাথ গুরুর আদেশক্রমে কেশরী যেরূপ গিরিগুহাকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় সভামণ্ডপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারাপতি যেরূপ তারকা-বেষ্টিত নভঃপ্রদেশকে সুশোভিত করে, তাহার ন্যায় নৃপতি দশরথ প্রমদাপরিপূর্ণ অমরাবতীতুল্য অন্তঃপুরকে যার-পর-নাই শোভিত করিলেন। ২১-২৬

ষষ্ঠ সর্গ

পুরোহিত প্রস্থান করিলে পর, রামচন্দ্র কৃতস্নান হইয়া বিশালনয়না জানকীর সহিত একাগ্রচিত্তে নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেবদেব ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র ধারণ পূর্ব্বক সেই মহাদেবতার উদ্দেশে প্রদীপ্তানলে আহুতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর হোমশেষ ভক্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণ-সন্নিধানে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, ধ্যানপরায়ণ ও মৌন হইয়া কুশশয্যায় সীতার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং অধীনস্থ লোকদিগের দ্বারা গৃহের সাজসজ্জা সম্যক্‌রূপে করাইয়াছিলেন। এই সময়ে সুত, মাগধ ও বন্দিগণের মুখে মধুর মঙ্গল-গীত শ্রবণ করিতে করিতে প্রাতঃ-সন্ধ্যোপাসনা করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রণত হইয়া, মধুসূদনকে স্তবস্তুতি করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন করিলেন। তাঁহাদের পবিত্র পুণ্যাহশব্দ তূর্য্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সীতাপতি সীতার সহিত উপবাসী আছেন, এই সংবাদে সকল লোকই সন্তুষ্ট হইল। ১-৯

তদনন্তর পৌরগণ রামাভিষেক শ্রবণ করিয়া ও রাত্রি প্রভাত হইয়াছে জানিয়া, পুরী সুশোভিত করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘবৎ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, অট্টালিকা, চৈত্য, পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণি, সুসমৃদ্ধ লোকালয়, সভা ও অত্যুন্নত বৃক্ষে পতাকা সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। নট, নর্ত্তক ও গায়ক-দিগের সঙ্গীতালাপে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলের মুখে রামরাজ্যাভিষেক-কথা ঘোষিত হইতে

থাকিল। চত্বর ও গৃহমধ্যেও এই প্রকার ঘোষণা। ক্রীড়া-কালে বালকেরাও ইহার জল্পনায় ব্যস্ত, সকলেই একভাবে উন্মত্তপ্রায়। পুরবাসিগণ পথ সকল পুষ্পোহারবিক্ষেপে ও ধূপগন্ধে সুগন্ধিত করিতে লাগিল। অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইতে যদি রাত্রি হয়, এই আশঙ্কায় পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত করিল। ১০-১৮

এইরূপে পুরবাসিগণ রামের রাজ্যাভিষেককামী হইয়া নগরকে সজ্জিত করিতে লাগিল। সকলেই সভা ও চত্বরে সম্মিলিত হইয়া, মহারাজ দশরথের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল—আহা! মহারাজ প্রকৃত মহাত্মা ও ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ। ইনি আপনার বৃদ্ধদশা জানিয়া রামকে রাজ্যভার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। লোকতত্ত্বজ্ঞ রামচন্দ্র আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রাজা হইবেন, ইহাতেই আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি। রাজকুমার রাম বিদ্বান্ ও শান্তপ্রকৃতি, ইনি যেরূপ ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল, আমাদের প্রতিও সেইরূপ পক্ষপাতী। বৃদ্ধ মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা রামকে রাজা হইতে দেখিব। পৌরগণ পরস্পর এইরূপ কহিতেছে, এরূপ সময়ে রামাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে দিগ্‌দিগন্ত হইতে নানা জনপদের লোক সকল উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পর্ব্বকালীন সমুদ্র-গর্জ্জন যেরূপ হয়, নানা দেশীয় অভ্যাগত লোকের কলরবে সে সময়ে সেইরূপ কোলাহলময় হইল। তখন অমরপুরী সদৃশ সেই রাজপুরী অভ্যাগত লোকদিগের সমাগমে আচ্ছন্ন হইয়া জলজন্তুবিক্ষোভিত মহাসমুদ্রের শোভা ধারণ করিল। ১৯-২৮

সপ্তম সর্গ

অজ্ঞাতকুলশীলগৃহা মন্থরা রাজমহিষী কৈকেয়ীর চির-প্রতিপালিতা পিতৃগৃহানীতা দাসী।[১] সে ইচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্য শ্বেত প্রাসাদে আরোহণ করিল। সে দেখিল, রাজপথ সকল চন্দনজলে সিক্ত ও উৎপলদলে বিশোভিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে উন্নত ধ্বজ ও পতাকা সকল বিন্যস্ত; কোন স্থানে নিম্নোচ্চ পথ ও কোথায় বা গতায়াতের সুবিধার জন্য সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে। স্নাত দ্বিজগণ মাল্য ও মোদকহস্তে দণ্ডায়মান; দেবগৃহ সকল পরিষ্কৃত; সর্ব্বস্থলই বাদ্যনিনাদিত। সকলেই উৎসবে উন্মত্ত; বেদগানে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন; অন্য কথা দূরে থাকুক, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণ আনন্দে অধীর। পৌরগণ উল্লাসে ভাসমান। মন্থরা এরূপ কাণ্ড দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। ১-৬

সে পট্টবস্ত্রপরিধানা, হর্ষোৎফুল্লনয়না, এক ধাত্রীকে নিকটে দণ্ডায়মানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি কারণে রামজননী কৌশল্যা আনন্দ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া অকাতরে ধনদান করিতেছেন? কি জন্যই বা লোকের অন্তরে এতদূর উল্লাসভাব ঘটিয়াছে? নৃপতিই বা অদ্য এমন কি কার্য্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষাতিশয্যে যেন বিদীর্ণ হইয়া কহিল, মহারাজ কল্য পুষ্যানক্ষত্রে শান্তস্বভাব, জিতক্রোধ, ঈর্ষ্যাদিরহিত রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। ৭-১১

পাপীয়সী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইল। পাপদর্শিনী মন্থরা ক্রোধে দগ্ধ হইয়া শয়ানা কৈকেয়ীর নিকটে গিয়া কহিল—মূঢ়ে! আর শয়ন করিয়া থাকিও না; এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, তোমার ঘোর

১। পদ্মপুরাণে আছে—দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কোন এক জন অপ্সরাকে মন্থরা করিয়া কেকয়রাজের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। সেই মন্থরাকেই কেকয়রাজ নিজ কন্যার সহিত পাঠাইয়াছিলেন। এই কুব্জা মন্থরার কোথায় জন্ম হইয়াছিল, ইহা কেহ জানিত না।

সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তুমি কি জানিতেছ না যে, প্রবল দুঃখসমূহ তোমাকে পীড়িত করিতেছে? মহারাজ তোমাকে দেখিতে পারেন না; তবে কেন তুমি সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়া থাক? দেখিতেছি, তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মকালে রবিকিরণতপ্ত নদীস্রোতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। অসাধুদর্শিনী মন্থরা সক্রোধে এরূপ রূঢ় বাক্য কহিলে, কৈকেয়ী অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। ১২-১৬

তদনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ানুচরি! তোমার কি কোনও অশুভ ঘটিয়াছে? আজ তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ ও অতিশয় দুঃখিত দেখিবার কারণ কি? সুচতুরা মন্থরা কৈকেয়ীর মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বাহ্যাকারে অধিকতর বিষণ্ণভাব দেখাইয়া—রাজ্য পরহস্তগত হইতেছে ইত্যাদি বলিয়া কৈকেয়ীকে বিষাদ প্রাপ্ত করাইয়া এবং রামের প্রতি বিদ্বেষভাব সমুৎপাদনের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ক্রোধভরে কহিল, হে দেবি! চিরকালের জন্য তোমার ঘোর সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। মহারাজ রামকে রাজ্যভার প্রদান করিতেছেন। আমি তোমার হিতৈষিণী, অকস্মাৎ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া যুগপৎ দুঃখ, শোক ও ভয়ে আক্রান্ত হইয়াছি, আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধপ্রায়। বলিতে কি, তোমার বিপদ্ হইলে আমারও বিপদ্ ঘটিবে; তোমার সুখ-দুঃখে আমার সুখদুঃখ। তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ এবং রাজার মহিষী। কেন রাজধর্ম্মের ক্রূরতা বুঝিতে পার না? ১৭-২৩

তোমার স্বামী মুখে ধর্ম্ম-কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ শঠ। তাঁহার মুখে মিষ্টতা, কিন্তু হৃদয় নিদারুণ। তুমি তাঁহাকে শুদ্ধস্বভাব জান বলিয়া তোমার এই বিপদ। তোমার স্বামী কতকগুলি মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া তোমায় তুষ্ট করেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা অদ্য পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্টাত্মা নরপতি ভরতকে মাতুলভবনে পাঠাইয়া দিয়াছেন; এক্ষণে এই নিষ্কণ্টক রাজত্ব কল্য প্রাতঃকালে রামকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। হে বালে! পতিব্যপদেশে সর্পের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। শত্রুকে বা সর্পকে উপেক্ষা করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দশরথ-হস্তে তোমার ও তোমার পুত্রের সেই দশা ঘটিল। তুমি পাপাত্মা সেই নৃপতির বৃথা সান্ত্বনায় মুগ্ধ হইয়াছ। রামকে রাজা করিয়া সপরিবারে তোমার বধসাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। হে মুগ্ধস্বভাবে! এখনও সময় আছে; অতএব যাহাতে আপনি রক্ষা পাও, পুত্রের উপায় হয় এবং আমিও বাঁচি, এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ২৪-৩০

সুন্দরী কৈকেয়ী প্রিয় পরিচারিকার কথায় শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি রামের অভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে পারিতোষিক-স্বরূপ দিব্যালঙ্কার প্রদান করিলেন এবং তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে মন্থরে! তুমি অদ্য আমাকে কি সুখের সংবাদ শুনাইলে! বর্ত্তমানে আমার নিকটে এমন কোনও দ্রব্য দেখি না, যাহা প্রদান করিলে এই সংবাদের অনুরূপ হইতে পারে। আমি গর্ভজাত পুত্র ভরত ও কৌশল্যানন্দন রামকে ভিন্ন জানি না, অতএব মহারাজ যখন রামকে রাজা করিতেছেন, ইহাতে আমার বিশেষ সন্তোষ। বলিতে কি, রামরাজ্যাভিষেক-সংবাদ অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ বাক্য আর কিছুই নাই; যাহা হউক, প্রীতিদানযোগ্যপাত্রি! মন্থরে! যদি এই পারিতোষিক অপেক্ষা তোমার অন্য কিছু প্রার্থনীয় থাকে, বল, এখনই তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি। ৩১-৩৬

কৈকেয়ী ও মন্থরা [১০৮ পৃষ্ঠা

অষ্টম সর্গ

তদনন্তর মন্থরা কুপিত ও দুঃখিত হইয়া কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল—মূঢ়ে! তুমি কি কারণে অযুক্ত স্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ? তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, ইহার পর তুমি কি শোকসমুদ্রে নিপতিত হইবে? হে দেবি! আমি তোমার দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে এই বলিয়া হাস্য করিতেছি যে, যাহা শোকের কারণ, তুমি তাহাতেই হর্ষ প্রকাশ করিতেছ? কালস্বরূপ সপত্নী-সন্তানের শ্রীবৃদ্ধিতে কোন্ বুদ্ধিমতী স্ত্রী আনন্দিত হইয়া থাকে? এ বিষয়ে তোমার যে দুর্ব্বুদ্ধি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেই আমার দুঃখ। রাজ্য সকল ভ্রাতার সাধারণ সম্পত্তি, এই কারণে ভরত হইতে রামের ভয় হইবার সম্ভাবনা; আমি তাহাতেই ভীত হইয়াছি; কারণ, ভীত ব্যক্তিই ভয়ের আস্পদ হয়। মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অনুগত, সুতরাং তাঁহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই; লক্ষ্মণ যেরূপ, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত, সুতরাং তাহা হইতেও রামের ভয় হইতে পারে না। উৎপত্তিক্রমানুসারে ভরতেরই রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব, কনিষ্ঠ বলিয়া এরূপ আশঙ্কা লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্নে নাই। রামচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা, ক্ষত্রকার্য্যে পটু; সুতরাং তাঁহা হইতে যে তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, আমার নিয়তই এই চিন্তা বলবতী। বলিতে হইলে, কৌশল্যাই প্রকৃত ভাগ্যবতী, তাহা না হইলে, তাঁহার পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে কেন? রামের রাজ্যপ্রাপ্তি ও শত্রুবিনাশ ঘটিলে, তোমাকে কৌশল্যার দাসী হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিতি করিতে হইবে। তখন অগত্যা আমা-দিগকেও তোমার ন্যায় দাসী হইয়া থাকিতে হইবে; এইরূপে তোমার পুত্রকেও রামের ভৃত্য হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। রামবনিতা সীতা সখীদিগের সহিত আনন্দিত হইবেন,[১] তোমার বধূগণ ভরতের খর্ব্বভাব দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে। ১-১২

তখন মন্থরাকে রামের প্রতি এরূপ অতিশয় অপ্রীতিভাবাপন্ন দেখিয়া কৈকেয়ী রামগুণ বর্ণন-পূর্ব্বক বলিলেন, রামচন্দ্র ধার্ম্মিক, গুণবান্, সত্যবাদী ও শুচি, বিশেষতঃ তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র; অতএব যৌব-রাজ্য তাঁহারই হওয়া উচিত। দীর্ঘায়ু রাম ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন। হে কুব্জে! তুমি রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে দুঃখিত হইতেছ কেন? নিশ্চয়ই শতবর্ষ পরে ভরতের পৈতৃক রাজ্য-প্রাপ্তির অধিকার। হে মন্থরে! তুমি এরূপ উৎসব-সময়ে দগ্ধ হইতেছ কেন? তোমার পরিতাপেরই বা কারণ কি? আমি যেমন ভরতের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তদ্রূপ বা তাহা হইতে রামের অধিকতর হিতৈষিণী। বিশেষতঃ রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর সম্মান করিয়া থাকেন। যদি রামের রাজ্যাভিষেক হয়, উহা ভরতেরই হইবে; কারণ, তিনি যেরূপ আপনাকে দেখেন, ভ্রাতৃদিগকেও তত্তুল্য দেখিয়া থাকেন। ১৩-১৯

মন্থরা কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয়

---

* দশরথ রামকে বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যের চিত্ত চঞ্চল", সেই বিষয় এই সর্গে দেখান হইয়াছে যে, সাধুচিত্ত ব্যক্তিরও দুর্জ্জন-সংসর্গে চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

১। মূলে 'হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ' এইরূপ আছে। টীকাকারগণ সর্ব্বজনসম্মত রামের একপত্নীব্রত লক্ষ্য করিয়া এ স্থানে সীতা ও তৎসহচরীগণকেই রামস্ত্রী পদের অর্থ করিয়াছেন। সুন্দরকাণ্ডে সীতার উক্তিতে আছে, পিতৃ-আদেশ পালন করিয়া তুমি হৃষ্ট স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া আছ। যুদ্ধকাণ্ডে আছে ভুক্তৈঃ পরমনারীণাং, উত্তরকাণ্ডে আছে কুমারীঃ স্ত্রীগণোচিত এই সব বিরোধি প্রমাণ থাকিলেও যখন হিরণ্ময়ী সীতাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন এবং উত্তর-কাণ্ডেই আছে—ন সীতায়াঃ পরং ভার্য্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ। যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং কাঞ্চনী জানকী ভবেৎ। • হেমাদ্রিতেও পত্নীর অসন্নিধানে কার্য্য করিতে হইলে তাহার প্রতিনিধি কুশময়ী প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তির বিধান আছে। সুতরাং উক্ত স্থলসমূহে প্রথমে পরিচারিকা অর্থে সুন্দর ও যুদ্ধকাণ্ডে, সীতার সম্ভাবনামাত্র উত্তরকাণ্ডে পরিকল্পিত শ্রী ভূতি প্রভৃতিকে স্ত্রীগণ বলা হইয়াছে।

দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কথা বলিল, কৈকেয়ি! তুমি শোকদুঃখময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনর্থকে অর্থ করিয়া দেখিতেছ। সুতরাং নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছেন, ইহার পর তাঁহার পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং এইরূপে ভরতকে রাজবংশভ্রষ্ট হইতে হইবে। হে ভামিনি! রাজার সকল পুত্রে রাজপদ প্রাপ্ত হন না, বাস্তবিক, তাহা প্রাপ্ত হইলে, মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এই কারণে হয় জ্যেষ্ঠ, না হয় গুণবান্ কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পিত হইয়া থাকে। হে পুত্র-বৎসলে! এইরূপ ব্যবস্থা নিবন্ধন বলিতেছি, তোমার পুত্র ভরতকে সকল সুখভোগ ও রাজবংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় কাল কাটাইতে হইবে। আমি তোমার হিতার্থে এতদূর বলিতেছি, আশ্চর্য্য, তুমি তাহা কোনও রূপেই বুঝিতেছ না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে আমায় পুরস্কার দিতে উদ্যত হইয়াছ। নিশ্চয়ই রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া তোমার পুত্র ভরতকে হয় নির্ব্বাসিত, অথবা প্রাণে বিনষ্ট করিবে। তুমি বালক ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ, নিকটে থাকিলে অবশ্যই মহারাজের স্নেহদৃষ্টি পড়িত। বিবেচনা করিয়া দেখ, তৃণগুল্মাদি একস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নও মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নের সহিত ভরতেরও তদ্রূপ ভাব। শুনিতে পাওয়া যায়, বনজীবিগণ এক সময়ে একটি বৃক্ষকে ছেদন করিতে চেষ্টিত হইয়া, কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। রামলক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরের রক্ষক। অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ইঁহাদের সৌভ্রাত্র লোকবিখ্যাত। এই কারণে রাম হইতে লক্ষ্মণের অনিষ্ট হইবে না; কিন্তু রাম ভরতকে বধ করিবেই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব, এক্ষণে মাতুল-ভবন হইতে ভরতের বনপ্রবেশ আমাদের নিকটে শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে তোমার হিতকর তোমার প্রতিপক্ষগণেরও মঙ্গল হইবে; যদিই বা (পিতার অনুমতিরূপ) ধর্ম্মানুসারে ভরতের ভাগ্যে পৈতৃক রাজ্যাধিকার ঘটে, তাহাতে যে আমাদের মঙ্গল ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অরণ্যে সিংহের আক্রমণ হইতে হস্তীকে রক্ষার ন্যায় তুমি ভরতকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি স্বামি-সোহাগে দৃপ্ত হইয়া কৌশল্যার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়াছ; এক্ষণে তিনিই বা তাহার প্রতিশোধ না দিবেন কেন? হে কৈকেয়ি! যদি রামচন্দ্র শৈল-সাগরসম্বলিত বসুন্ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্রের সহিত তোমাকে যে দাস্যভাবে দিন কাটাইতে হইবে, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত। রাম যে সময় রাজা হইবেন, জানিও, ভরতের সর্ব্বনাশ; অতএব ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও রামের নির্ব্বাসনোপায় চিন্তা কর। ৩০-৩৯ *

নবম সর্গ

মন্থরা এইরূপ বলিলে কৈকেয়ী ক্রোধে জ্বলিত হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্থরাকে কহিলেন, আমি অদ্যই রামকে রাজপুরী হইতে বনে নির্ব্বাসিত ও ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহাতে ভরতের রাজ্যাভিষেক ঘটে এবং রামের

---

* এ দেশপ্রচলিত অনুবাদিত রামায়ণে ২।১ জন মহাত্মা, পর-সর্গের ১ম ২য় ৩য় কবিতাটির অনুবাদ এই সর্গে সংযোজিত করিয়া সর্গ শেষ করিয়াছেন। যখন কয়েকখানি মূলগ্রন্থে পর-সর্গে একই পাঠ দেখিলাম, তখন অগত্যা আমাদিগকে মূলের সহিত অনুবাদের সামঞ্জস্য রাখিতে বাধ্য হইতে হইল। প্রমাণস্বরূপ মূল এ স্থলে প্রদর্শিত হইল;—

"এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥ (১)
অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়ে ॥ (২)
ইদং ত্বিদানীং সংপশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥ (৩)

রাজ্যপ্রাপ্তি না হয়, কি উপায়ে কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তুমি তাহা বিবেচনা কর। পাপদর্শিনী মন্থরা এই কথা শ্রবণ করিয়া রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত দিবার জন্য এই কথা বলিল, হে কৈকেয়ি! তুমি আমার শক্তি দর্শন কর। যেরূপে তোমার পুত্র রাজ্যলাভ করিবে, আমি তদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর;—তুমি আমার নিকটে যে কথা বারংবার বলিয়াছ, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? তাহা কি আমার মুখে শুনিবার জন্য গোপন করিতেছ? যদি এরূপ হয়, তবে আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ কর এবং এ পক্ষে যাহা বিহিত, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। মন্থরা-মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, রাজমহিষী বিস্তীর্ণ শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া এই কথা কহিলেন, হে মন্থরে! যাহাতে ভরতের রাজ্যলাভ হইবে, রামের হইবে না, এরূপ কি উপায় আছে, আমাকে বল।১-৯

তখন পাপমতি মন্থরা রামরাজ্যের ব্যাঘাত দিবার জন্য কৈকেয়ীকে কহিল, পূর্ব্বকালে দেবাসুরে সংগ্রাম ঘটিলে, দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিবার জন্য অন্যান্য রাজর্ষিগণের সহিত তোমার স্বামী মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকারণ্য নামক স্থানে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে, তিমি-ধ্বজ উহার অধিপতি। এই অসুর অতিশয় মায়াবী ও বলবান্, ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত সুরেন্দ্রের সংগ্রাম ঘটে। এই যুদ্ধে সৈন্যগণ কাতর হইয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত থাকিলে, রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে নিহত করিত। এই সময়ে রাক্ষস-দিগের বিরুদ্ধে মহারাজ তুমুল সংগ্রাম করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়েন। তুমি মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, তাঁহাকে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। তিনি তোমার ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু 'যখন ইচ্ছা হইবে গ্রহণ করিব' বলিয়া তুমি তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত কর। নৃপতিও তথাস্তু বলিয়া তোমার বাক্যে সম্মতি প্রদর্শন করেন। আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিতাম না, তোমার নিকট হইতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার এ কথা বিস্মৃত হই নাই। তুমি এক্ষণে মহারাজকে বলপূর্ব্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে নিবৃত্ত কর। সম্প্রতি মহারাজের নিকট হইতে দুইটি বর প্রার্থনা কর; এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অন্য বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস তোমার প্রার্থনীয়। ১০-২০

রাম চতুর্দ্দশবর্ষকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইলে, প্রজাবর্গের চিত্ত ও ভালবাসা আয়ত্ত করিয়া ভরত রাজ্যে অটল হইতে পারিবে। হে অশ্বপতি-নন্দিনি! তুমি এক্ষণে মলিন বসন পরিধান-পূর্ব্বক ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া, ক্রোধভরে ভূমি-শায়িনী হইয়া অবস্থিতি কর। মহারাজ উপস্থিত হইলে, ভূমিশায়িনী তুমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত বা সম্ভাষণ করিও না, কেবল রোদনপরায়ণা হইবে। তুমি যে মহারাজের প্রাণবল্লভা, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই; আমি জানি, তোমার জন্য তিনি অনলে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমার ক্রোধোৎপাদন করিতে বা তোমাকে ক্রুদ্ধ দেখিলে, তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবেন না; অধিক কি, তোমার প্রীতির নিমিত্ত তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। হে অলসম্ভাবে! নৃপতি তোমার কথা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হে সুন্দরি! এক্ষণে তুমি আপনার সৌভাগ্যবল বুঝিয়া দেখ। মহারাজ তোমাকে মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও বিবিধ রত্নরাজি প্রদান করিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি কোন দ্রব্যের প্রতিই লক্ষ্য করিও না। মহারাজ দশরথ দেবাসুরযুদ্ধসময়ে তোমাকে যে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে, দেখিও, রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তির কথা ভুলিও না। যে সময় নরনাথ

তোমাকে উঠাইয়া বরদানে উদ্যত হইবেন, তুমি তখন তাঁহাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া, তাঁহার নিকটে এই দুইটি বর প্রার্থনা করিও। এক বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, অপর বর মহারাজ! ভরতকে রাজা করুন। চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য রাম বনে নির্ব্বাসিত হইলে, ভরতের রাজ্য নিষ্কণ্টক, দৃঢ়মূল, ও চিরস্থায়ী হইবে। হে ভামিনি! তোমার পুত্র ভরতের সকল প্রকার ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। এইরূপে তুমি রামের বনপ্রব্রাজনরূপ বর প্রার্থনা কর, তাহাতেই রাম বনবাসী হইলে প্রজাবর্গের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিবে, এবং ভরতও শত্রুশূন্য হইয়া রাজা হইতে পারিবে। যে সময়ে বনবাস হইতে রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, সে সময়ে ভরত সুহৃদ্‌গণ ও স্বাধীন সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া লোকের অন্তরে ও বাহিরে প্রভুশক্তি সমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। অতএব তুমি এক্ষণে সাহস সমাশ্রয়-পূর্ব্বক মহারাজকে রামের রাজ্যাভিষেক-বাসনা হইতে বিনিবৃত্ত কর। আমি বলিতেছি, তোমার ইষ্টসিদ্ধির ইহাই প্রকৃত সময়। ২১-৩৫

তখন কৈকেয়ী মন্থরা-বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন, তাহার কথিত পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং বাল-বৎসা বড়বার ন্যায় অসৎপথে পদচারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন।[১] অত্যন্ত বিস্মিতা—অত্যন্ত অনর্থ-দর্শিনী কৈকেয়ী মন্থরাকে বলিলেন, হে হিতোপ-দেশিনি! আমি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার এত বুদ্ধি জানিতে পারি নাই। আমি বলিতেছি, পৃথিবীতে যত কুব্জা নারী আছে, বুদ্ধিপ্রভাবে তুমি তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি আমার চিরকাল যাবৎ সকল বিষয়ে হিতৈষিণী, এবং নিত্য উদ্যুক্তা। বলিতে কি, আমি এতক্ষণ মহারাজের দুরভিসন্ধির মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই;[২] যাহা হউক, জানিলাম, সংসারে পাপীয়সী বক্রাকৃতি অনেক কুব্জা আছে সত্য; কিন্তু তুমিই বায়ুবিদলিত পদ্মিনীর ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন। তোমার বক্ষোদেশ উভয় দিকে সন্নত এবং স্কন্ধ হইতে সমুন্নত। অধোদেশে সুন্দর নাভিবিশিষ্ট উদর, বোধ হয়, বক্ষের উন্নতি দৃষ্টে লজ্জায় কৃশভাবাপন্ন জঘন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পয়োধর কঠিন। তোমার মুখ বিমল সুধাকরের ন্যায়, জঘন রশনাদামবিশোভিত। তোমার জঙ্ঘা ও চরণদ্বয় সুদীর্ঘ। তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া গমন কর, তখন রাজহংসীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে; তোমার হৃদয়ে শম্বরাসুরের অনন্ত মায়া ও অন্য সহস্রমায়া সন্নিবিষ্ট আছে। তোমার বক্ষোপরি রথচক্রপিণ্ডিকার ন্যায় যে মাংসপিণ্ড আছে, উহা ক্ষত্রবিদ্যা, বুদ্ধি ও মায়ার একাধিপত্য-স্থান। আমি বলিতেছি, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও রামের নির্ব্বাসন ঘটিলে, আমি তোমার ঐ মাংসপিণ্ড চন্দনে লিপ্ত ও সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া দিব। তোমার মুখ স্বর্ণময় বিচিত্র-তিলকে সুশোভিত করিব; তুমি মনোহর বস্ত্র ও দিব্য অলঙ্কার পরিধান করিয়া দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে। তখন তোমার মুখ-মণ্ডল চন্দ্রকে লজ্জা প্রদান করিবে; বলিতে কি, তখন ইহার উপমা মিলিবে না। এখন তুমি যেমন আমার সর্ব্বদা পদপরিচর্চ্চায় নিযুক্ত আছ, তখন অন্যান্য কুব্জাগণ সেইরূপ তোমার পদানত হইয়া অবস্থিতি করিবে। ৩৬-৫২

১। বালবৎসা বড়বা যেমন কশা দ্বারা আহত হইলেও নিজের পুত্রের জন্য উৎপথে গমন করে, সেইরূপ কৈকেয়ী রাজার অধীনা হইলেও নিজপুত্র ভরতের জন্য রাজধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২। রাজার দুরভিসন্ধি রামের রাজ্যাভিষেক এবং পাছে ভরত কোন বিরুদ্ধতা করে, এই ভয়ে ভরতকে মাতামহগৃহে পাঠান, এই রাজার অভিপ্রায় কৈকেয়ী পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই।

বঙ্গদেশীয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রদেশীয় বহু পুস্তকে দেখা যায়, যথা—কৈকেয়ী শাপদোষে মোহিতা ছিলেন বলিয়া মন্থরার বাক্যে তিনি কোন দোষ দেখিতে পান নাই। বাল্যকালে কৈকেয়ী পিতৃগৃহে এক জন বিরূপ ব্রাহ্মণকে অসূয়া করিতেন, তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ কৈকেয়ীকে অভিশাপ দিয়াছিল যে, তুমি রূপমদে মত্তা হইয়া যেহেতুক ব্রাহ্মণকে অসূয়া করিয়াছ, সেই জন্য সাধারণ লোক তোমাকে এইরূপ অসূয়া' করিবে, এই শাপ জন্য কৈকেয়ী মন্থরার বশীভূত হইয়াছিলেন।

মন্থরা এইরূপে প্রশংসিত হইয়া বেদিমধ্যস্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্র-শয্যাশায়িনী কৈকেয়ীকে এই কথা কহিল ;—হে কল্যাণি ! জল নির্গত হইয়া গেলে আর আলিবন্ধনের প্রয়োজন কি ? অতএব গাত্রো-খান করিয়া আপনার কল্যাণসাধনে যত্নবতী হও এবং ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইয়া মহারাজকে ক্রোধ-শক্তির পরিচয় দাও। অনন্তর মন্থরাবাক্যে প্রোৎ-সাহিত হইয়া রাজমহিষী কৈকেয়ী তাহার সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার অঙ্গে যে সকল মহামূল্য আভরণ ও মুক্তামাল্য ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কুব্জার কথানুসারে ভূমিশায়িনী হইয়া তাহাকে কহিলেন,—হে প্রিয় পরি-চারিকে ! হয় এই ক্রোধাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক ঘটাইব। আমার সুবর্ণ, রত্ন বা ভোগ্যবস্তুতে প্রয়ো-জন নাই, যদি রামের রাজ্যাভিষেক ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অনন্তর কুব্জা ভরতের হিত ও রামের অহিতকর বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, যদি রামের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে পুত্রের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে ; অতএব হে কল্যাণি ! যাহাতে ভরত রাজা হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যবাণে বারংবার বিদ্ধ হইয়া হৃদয়ে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক তাহাকে কোপভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি এই ক্রোধাগারে শরীরপাত করিলে, তুমি এই সংবাদ হয় মহারাজকে জানাইবে, নয় ত দেখিবে, দীর্ঘকালের জন্য রামনির্ব্বাসন ও ভরতের রাজ্যলাভ ঘটিবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যদি রামের বনবাস না ঘটে, তাহা হইলে আমার শয্যা, মাল্য, চন্দন, অঞ্জন, পান, ভোজন, এমন কি, জীবনেও প্রয়োজন নাই। তিনি এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূমিশায়িনী হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর শোভা ধারণ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল ক্রোধান্ধকারে আবৃত, তাঁহার শরীর অলঙ্কারশূন্য হইল। তারকাবিহীন আকাশ যেরূপ তামসী নিশায় শোভিত হয়, তখন রাজ্ঞীরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ৫৩-৬৬

দশম সর্গ

অনন্তর পাপীয়সী মন্থরা বিপরীত বুঝাইয়া দিলে দেবী কৈকেয়ী বিষলিপ্ত বাণবিদ্ধ কিন্নরীর[১] ন্যায় ভূমিশায়িনী হইলেন। তিনি মনে মনে ইতিকর্ত্তব্য অব-ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার মন্থরাকে সমুদায়ই কহিলেন। তদনন্তর মন্থরার কথা স্মরণ-পূর্ব্বক তিনি নাগিনীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি আত্ম-সুখকর পথ অন্বেষণের জন্য মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। এ দিকে মন্থরা প্রিয়সহচরী রাজমহিষীর অধ্যবসায় দর্শনে কার্য্যসিদ্ধি হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ সাতিশয় প্রীত হইল। এই সময়ে রাজ-মহিষী রুষ্ট হইয়া ভূতল আশ্রয় করিলেন ; বিচিত্র মাল্য এবং দিব্যালঙ্কার সকল ছড়াইয়া ফেলিলেন। তাহাতে বসুধায় তারকাবেষ্টিত নভোমণ্ডলের ন্যায় তাহার শোভা প্রকাশ পাইল। কৈকেয়ী মলিন বসনে ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। সম্মুখের উভয় বেণী খুলিয়া, একবেণী দৃঢ়রূপে বন্ধন করায়, তাঁহাকে গতপ্রাণা কিন্নরীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ১-৯

এ দিকে নৃপতি, রামের অভিষেকার্থ সমস্ত আয়োজন করিয়া সভাস্থ লোকদিগের সম্মতি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বোধ করি, রাজ্যাভি-ষেক-সংবাদ প্রেয়সী অবগত নহেন, অতএব তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করি ; এই কথা মনে করিয়া তিনি কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র যেমন রাহু ও শুভ্রমেঘযুক্ত আকাশে প্রবেশ করেন, তাঁহার গমনও সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি

১। কাম ও রূপপ্রধান পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

পুরপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার কোনও স্থান শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হংসাদি পক্ষিগণে সমাচ্ছন্ন; স্থানে স্থানে কুব্জ ও বামনাকার স্ত্রীগণ শোভা পাইতেছে। কোনও স্থান বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্যনির্ঘোষপূর্ণ, কোনও স্থানে লতাগৃহ সুশোভিত, কোথাও বা চম্পক ও অশোক প্রভৃতি কুসুমবৃক্ষ সুশোভিত। কোনও স্থানে বৃক্ষসকল নানাপ্রকার ফলভরে অবনত রহিয়াছে; কোথায় বা গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় বেদী সংরচিত। স্থানে স্থানে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও মহামূল্য আভরণ সকল সংগৃহীত। নৃপতি দেবোপম সেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু শয়নতলে প্রাণবল্লভাকে দেখিতে পাইলেন না। সে সময়ে নৃপতি কামশরে অতিশয় আবিদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রেয়সীর অদর্শনে অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। বিশেষ চিন্তার কথা, পূর্ব্বে রাজমহিষী এই সময়ে কোনও স্থানে থাকিতেন না, নৃপতিও কখন এরূপ শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ মহিষীর ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী যে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিতেছেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; সুতরাং রাজমহিষীকে দেখিতে না পাইয়া এক জন প্রতিহারীকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দ্বাররক্ষিণী ভীতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল— ১০-২০

মহারাজ! দেবী ক্রোধভরে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বাররক্ষিণীর বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। বিলোলনয়ন, ব্যাকুলচিত্ত রাজা আরও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।[২] তার পর সেখানে উপস্থিত হইয়া দুঃখে অতিশয় পরিতপ্ত রাজা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে রাজপত্নীর নিতান্ত অযোগ্য ভূমিতলে শায়িতা দর্শন করিলেন। তখন বৃদ্ধ নিষ্পাপ রাজা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে ছিন্নলতিকার ন্যায়, ভূলুণ্ঠিত কিন্নরীর ন্যায়, স্বর্গচ্যুত অপ্সরার ন্যায়, জালবদ্ধ মৃগীর ন্যায়, ব্যাধ কর্ত্তৃক বিষলিপ্ত-বাণবিদ্ধ হস্তিনীর ন্যায় পাপসঙ্কল্পা কৈকেয়ীকে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন।* ২১-২৬

তখন কামুক নৃপতি অরণ্যে মহাহস্তী যেমন দুঃখিতা করেণুকে শুঁড়ের দ্বারা স্পর্শ করে, সেইরূপ মহিষীর গাত্র স্নেহপ্রযুক্ত মার্জ্জন-পূর্ব্বক অতি সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন,—তোমার ক্রোধোদয়ের কারণ কি, আমি তাহা বিন্দু-বিসর্গ অবগত নহি। হে দেবি! কে তোমায় অপমানিত বা তিরস্কৃত করিয়াছেন বল? তুমি ভূমিশায়িনী থাকিয়া আমাকে এতদূর কষ্ট দিতেছ কেন? আমি তোমাকে এত ভালবাসি, তথাপি তোমার ধরাশয্যার কারণই বা কি? হে প্রাণবল্লভে! তুমি ভূতোপহতচিত্তার ন্যায় এরূপ শোচনীয় দশায় রহিয়াছ কেন? ভাল, যদি কুগ্রহের পীড়নে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অধিকারে অনেক সুযোগ্য চিকিৎসক আছেন। তোমার পীড়া কি জানিতে পারিলে, আমার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সুচিকিৎসাতে তোমায় রোগমুক্ত করিবেন। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কাহার উপকার বা অপকার করা তোমার অভিপ্রেত? তুমি রোদন করিও না, অনর্থক আপনার শরীরে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? কোন্ অবধ্যের বধসাধন এবং কোন্ বধ্যের মুক্তিদান তোমার বাঞ্ছনীয় বল? তুমি কোন্ অকিঞ্চনকে ঐশ্বর্য্যশালী এবং কোন্ ধনবানকে নিরন্ন করিতে চাও? জানিও, আমি এবং আমার সমস্ত অধিকৃত ব্যক্তি তোমারই বশতাপন্ন; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতে আমার সাহস হয় না। যদি

২। কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই রাজা বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, তিনি ক্রোধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আরও বিষণ্ণ হইলেন। অভিলষিত প্রিয়তমা দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, কি জন্য কৈকেয়ীর ক্রোধ হইল? ইহা বুঝিতে না পারায় চিত্তের ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল।

* "মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরিমমর্দ্ধতাম্।" আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থে ও পশ্চিমদেশীয় অধিকাংশ পুস্তকে এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু এ দেশ-প্রচলিত গ্রন্থমাত্রে "স্নেহাৎ পরমদুঃখিতঃ।" এই পাঠবৈষম্য দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় শেষ পাঠই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত।

নিজের জীবন প্রদান করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহাতেও আমি অপ্রস্তুত নহি; নিজের সৌভাগ্যবল তুমি জানিয়াও আমার প্রতি কোন শঙ্কা করা তোমার উচিত হয় না। যাহা হউক, তোমার অভিপ্রায় কি বল? আমি নিজের সুকৃতি স্মরণ-পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, তোমার বাসনা পূর্ণ করিব, পৃথিবীর যতদূর পর্য্যন্ত সৌরকর প্রচারিত হয়, সে সকলে আমার অধিকার। আমার অধীনে দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল প্রভৃতি অবস্থিতি করে। সেখানে ধন, ধান্য ও পশ্বাদি যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্ত আমার অধিকার; হে সুন্দরি! এ সকলের মধ্যে তোমার যাহা অভিপ্রেত, আমার নিকটে বল। তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, গাত্রোত্থান কর; আমার দিব্য, তোমার ভয়ের কারণ কি, জানাও। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে নীহার বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় আমি তোমার মনঃক্ষোভ নিবারণ করিব। মহারাজ এই কথা বলিলে, রাজমহিষী সমাশ্বস্ত হইয়া স্বামীকে অধিকতর ব্যথিত করিবার জন্য তাঁহাকে নিদারুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। * ২৭-৪১

একাদশ সর্গ

অনন্তর কৈকেয়ী কামশরপীড়িত নৃপতিকে এইরূপ দারুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন;—হে দেব! কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি তিরস্কৃত বা অবমানিত হই নাই; আমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা যদি সিদ্ধ করিতে চান, তবে অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হউন, পশ্চাৎ অনুরূপ প্রার্থনা জানাইব। তখন নরনাথ ভূমিতল হইতে প্রেয়সীর মস্তক নিজক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন;—হে সৌভাগ্য-বিমোহিতে! এই জগতে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয় নাই, এ কথা তুমি কি জান না? আমি সেই শত্রুর অজেয়, জীবনাধিক প্রিয়তম পুত্র রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার যাহা অভি-প্রায় প্রকাশ কর। যাহাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে প্রাণ থাকে না, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে, নিঃসন্দেহে তাহা করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রগণের অপেক্ষা যে রামকে অতিশয় ভালবাসি, তাহার দিব্য, তুমি যা বলিবে, আমি তাই করিব। হে ভদ্রে! আমার হৃদয় তোমার অধীন; অতএব হে কৈকেয়ি! এই সকল দেখিয়া যাহা ভাল বোধ কর, তাহা কর। বলিতে কি, তুমি আমার ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিয়া মনের অভিপ্রায় গোপন করিও না; আমি নিজের ধর্ম্মের শপথ করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে, তাহা প্রদান করিব। ১-১০

কৈকেয়ী—রাম-নির্ব্বাসন ও ভরত-রাজ্যাভিষেক করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া পুত্র-পক্ষপাত প্রযুক্ত হর্ষাতিশয্যে মহারাজের কথায় আপনার ইষ্ট-সিদ্ধি বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে শত্রুতেও যে কথা বলিতে পারে না, সেইরূপ দুঃখপ্রদ বাক্য বলিয়া-ছিলেন, নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়াই আগত-মৃত্যুর ন্যায় অতিভীষণ বাক্য বলিয়াছিলেন। হে মহারাজ! আপনি যেরূপ ভাবে আমাকে বর দিবেন বলিয়া শপথ করিতেছেন, তাহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবগণ শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমণ্ডল, রাত্রি, দিন, গ্রহগণ এবং গন্ধর্ব্বাদি সমেত এই পৃথিবী, গৃহস্থিত দেবতা এবং অন্যান্য জীবগণ সকলে এই প্রতিজ্ঞার কথা অবগত হউন। মহারাজ দশরথ সত্যসন্ধ ও ধার্ম্মিক, তিনি আমাকে বরদানে উদ্যত হইয়াছেন, দেবতাগণ ইহা শ্রবণ করুন। রাজমহিষী কৈকেয়ী এই প্রকারে অগ্রে রাজাকে

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদকগণ এই সর্গের শেষ কবিতার অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়া, পর-সর্গের প্রথমে তাহা সংযোজিত করিয়াছেন; অসঙ্গত বিবেচনায় আমরা সে রীতি পরিত্যাগ করিলাম। প্রমাণস্বরূপ কবিতাটি এ স্থলে প্রদর্শিত হইল;—"তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্। পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্ত্তারমুপচক্রমে॥"

স্তবস্তুতি ও প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া, তদনন্তর কহিলেন,— ১১-১৭

হে রাজন্! স্মরণ করিয়া দেখুন, যে সময়ে দেবাসুর-যুদ্ধে শম্বরাসুর আপনাকে প্রাণে নিহত না করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলে, সে সময় আপনি আমারই যত্নে ও শুশ্রূষায় স্বাস্থ্যলাভ করেন; তৎকালে আপনি আমাকে দুইটি বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। হে দেব! ঐ বরদ্বয় আপনার নিকট গচ্ছিত ছিল, এক্ষণে হে পৃথিবীপতে! সেই গচ্ছিত বর দুইটি প্রার্থনা করিতেছি। যদি ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই বর এক্ষণে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আপনার সাক্ষাতে এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব। হরিণ যেরূপ আত্মবিনাশ জন্য পাশবদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় নৃপতি রাজমহিষীর সৌন্দর্য্যে বশীভূত হইয়া নিজে মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইলেন।[১] তখন কৈকেয়ী কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাকে যে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত আছেন, আমি সে কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভরতকে অভিষিক্ত করা হউক। দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে প্রস্থিত হউন। তিনি জটা-বল্কলধারী তপস্বীর ন্যায় বেশ পরিধান করুন। অদ্যই আমার প্রিয়পুত্র ভরতের নিষ্কণ্টক রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটুক। আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি অদ্য তাহাই প্রার্থনা করিলাম; অধিক কি বলিব, অদ্যই রামকে বনগামী দেখিতে চাই। হে মহারাজ! আপনি সত্যরক্ষণে যত্নবান্ হউন, আপনি আপনার কুল, শীল ও জন্মপরিচয় রক্ষা করুন। তপস্বিগণও বলিয়া থাকেন যে, সত্যবচন পরলোকেও হিতসাধন করিয়া থাকে। ১৮-২৯

১। কৈকেয়ী বাক্য-মাত্র দ্বারা রাজাকে বশীভূত করিয়াছিল, ব্যাধ যেমন মৃগের অনুকরণে শব্দ করিয়া হরিণকে জালবদ্ধ করে, সেইরূপ রাজাও নিজের মৃত্যুর জন্য কৈকেয়ীর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার নিকট সে যাহা চাহিবে, তাহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ সর্গ

তদনন্তর মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়াছিলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।[১] আমি কি দিবসে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার মোহ ঘটিল? অথবা জন্মান্তরে অনুভূত পদার্থের স্মরণ হইল? কিংবা মনের কোন রোগ জন্য এরূপ বিকার হইয়াছে? বা মনের কোনও প্রকার বিকৃতি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন; তদনন্তর যেই চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, অমনি কৈকেয়ীর নিদারুণ কথা স্মরণ হইল। ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগের ন্যায় তিনি ব্যথিত হইয়া, ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মন্ত্রবলে মণ্ডলমধ্যে (সর্পের রোজাকর্ত্তৃক প্রদত্ত গণ্ডীমধ্যে) অবরুদ্ধ তীব্র বিষধর সর্পের ন্যায় কৈকেয়ীর নিকট সত্যপাশে অবরুদ্ধ রাজা (হায় ধিক্) এই কথা বলিয়া শোকে চেতনাহীন হইয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক ক্ষণের পর দুঃখিত রাজা চৈতন্য-লাভ করিয়া ক্রোধে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন এই কথা বলিলেন, রে নৃশংসে! রঘুকুলধ্বংসকারিণি! দুশ্চরিত্রে! * পাপিষ্ঠে! রামচন্দ্র তোর কি অনিষ্ট করিয়াছেন এবং আমা হইতেই বা কি অপকার ঘটিয়াছে? বিশেষতঃ যে রাম মাতৃবৎ তোর সেবাকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রতি এরূপ অনর্থ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? আমি না জানিয়া তীক্ষ্ণবিষা সর্পিণীর ন্যায় নিজের প্রাণবিনাশের জন্য তোকে গৃহে স্থান দিয়াছি। সংসারের

১। বজ্রপাততুল্য নিদারুণ কৈকেয়ীবাক্য শ্রবণ করিয়া, ঐ বাক্য সত্য কি মিথ্যা, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়াছিলেন, যুক্তির দ্বারা ঐরূপ বাক্যের কোনরূপ সম্ভাবনা না দেখিলেও কি জাতীয় ভ্রম, কেন হইল, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে ভ্রম কি না, ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য কি কি কারণে ভ্রম হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

* আমাদের অবলম্বিত মূল গ্রন্থে "নির্দহন্নিব তেজসা" এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভিন্ন গ্রন্থে "নির্দহন্নিব চক্ষুষা" এরূপ পাঠান্তরও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম পাঠ, টীকাকারের অভিপ্রেত।

সকল লোক একবাক্যে যখন রামের গুণকীর্ত্তন করে, আমি কোন্ অপরাধে সেই প্রিয় পুত্রকে বিসর্জ্জন দিব? ১-১০

কৌশল্যা, সুমিত্রা বা রাজলক্ষ্মীকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণপ্রিয় রামকে কোনরূপে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি যখনই রামের মুখকমল নিরীক্ষণ করি, আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না; আবার যখন তাঁহাকে না দেখিতে পাই, তখন আমার জ্ঞান থাকে না। বরং সূর্য্য বিনা সংসার থাকিতে পারে, জল বিনা শস্যের অবস্থিতি হইতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতিরেকে আমার দেহে প্রাণ থাকিতে পারে না। রে পাপনিশ্চয়ে! যখন এই কার্য্য করিলে তোমার বৈধব্য সুনিশ্চিত, সুতরাং এই রামনির্ব্বাসনরূপ নিশ্চয় পরিত্যাগ কর। তোমার প্রীতির জন্য আমি তোমার পদদ্বয় মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।[২] রে পাপীয়সি! তুমি কি জন্য এইরূপ দারুণ মন্ত্রণা করিয়াছ? আমি ভরতকে ভালবাসি কি না, তুমি সময়ে সময়ে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কিম্বা ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে যদি প্রার্থনা কর, তবে তাহা হউক, রাম-নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিও না। আর সর্ব্বদা আমার নিকট তুমি যে বলিতে, রামচন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ধার্ম্মিক, বোধ হয়, এ কেবল আমার মন ভুলাইবার জন্য বলা হইত। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে রামরাজ্যাভিষেকে তোমার কষ্ট হইত না, এবং আমাকেও দুঃখিত করিতে না। বুঝিলাম, ভূতগ্রস্ত হইয়া তুমি এরূপ করিতেছ। তোমার যে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা জানিলাম। হে দেবি! হে নীতিজ্ঞে! ইক্ষ্বাকুকুলে দারুণ দুর্নীতি ঘটিল, যে নীতিবহির্ভূত কার্য্যে তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে।[৩] হে বিশালনয়নে! পূর্ব্বে কখনও তুমি অন্যায় বা আমার অপ্রিয় কার্য্য কর নাই, সেই জন্য তোমার এইরূপ নীতিবিগর্হিত কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। হে সুন্দরি! মহাত্মা ভরতের সহিত রামচন্দ্রের কোনও ভিন্নভাব নাই, এই কথা তুমি আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। অতএব সেই ধর্ম্মাত্মা রামের চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যবাস কিরূপে প্রার্থনা করিতেছ? হে দারুণে! অত্যন্ত সুকুমার ধার্ম্মিক রামের সেই ভীষণ অরণ্যে বাস করা তোমার কিরূপে অভিপ্রেত হইল? হে সুন্দরি! রাম সর্ব্বদা তোমার সেবা করিয়া থাকে, অতএব তাহার নির্ব্বাসন কিরূপে তোমার প্রার্থনীয় হইতে পারে? বিশেষতঃ, ভরতের অপেক্ষা রাম তোমার সেবাশুশ্রূষা অধিক করিয়া থাকে; রাম অপেক্ষা তোমার প্রতি ভরতের ভক্তি যে অধিক, ইহা ত দেখিতে পাই নাই। ১১-২৫

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, রাম ব্যতিরেকে কে তোমার অধিকতর সেবা, আজ্ঞাপালন ও বাধ্য-বাধকতা করিয়া থাকেন? আমার বহুসংখ্যক স্ত্রী ও উপজীবিসকল আছে, কিন্তু কাহারও মুখে রামের অপযশ শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি শুদ্ধান্তঃ-করণে প্রিয়ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রাজ্যবাসী সকলকে বাধ্য করিয়া থাকেন। আমার প্রাণপুত্র রাম সত্যগুণে লোক সকলকে, দানপ্রভাবে দ্বিজাতি-গণকে, সেবাশুশ্রূষায় গুরুদিগকে এবং ধনুর্বিদ্যায় শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকেন। সত্য, দান, তপস্যা, মিত্রতা, পবিত্রতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি সদ্গুণ রামের আভরণ। হে দেবি! তুমি সরলস্বভাবসম্পন্ন দেবচরিত্র মহর্ষিতুল্য রামকে বনবাস-ক্লেশ দিতে চাহিতেছ কেন? প্রিয়কথা বলাই যাঁহার অভ্যাস, আমি তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কিরূপে এই নিদারুণ অপ্রিয় কথা বলিব, বল? যে রামচন্দ্রে

২। স্ত্রীর পাদগ্রহণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইলেও কামশাস্ত্রের মর্য্যাদানুসারে কৈকেয়ীর প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত দশরথ ঐ কথা বলিয়াছেন।

৩। ইক্ষ্বাকুবংশে চিরকাল জ্যেষ্ঠই রাজা হইতেন, তাহাতে ব্যাঘাত হইল, এবং এ যাবৎ কৈকেয়ী সৎপ্রকৃতিই ছিলেন, তাঁহার এই বুদ্ধিবৈপরীত্য কুলের অনর্থের জন্য।

সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতা, ধার্ম্মিকতা ও অহিংসা প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণ বিরাজিত, তদ্ব্যতিরেকে আমার কি গতি হইবে, বল? হে কৈকেয়ি! আমার প্রাচীন দশা উপস্থিত, অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী, আমি এক্ষণে দীনভাবে তোমার নিকটে বিলাপ করিতেছি; অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। সাগর-বেষ্টিত পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তোমাকে তাহা দান করিতেছি, তুমি আমাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিও না। হে কৈকেয়ি! আমি করযোড়ে বলিতেছি, আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি রামকে রক্ষা কর, দেখিও নির্দ্দোষ রামকে বনে পাঠাইয়া যেন আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে না হয়। এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে মহারাজ দশরথ অচেতন হইলেন, ক্রমে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল; তিনি এই দুঃখ-সমুদ্র হইতে পার হইবার নিমিত্ত বারংবার জানাইতে লাগিলেন, ক্রূরা কৈকেয়ী নৃপতির এরূপ অবস্থা দেখিয়াও তাঁহাকে নির্দ্দয়বাক্যে বলিলেন,—২৬-৩৮

হে রাজন্! তুমি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি এক্ষণে তজ্জন্য কাতর হও, তাহা হইলে পৃথিবীতে তোমাকে কে ধার্ম্মিক বলিবে? যখন রাজর্ষিগণ তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া এই বরদানের কথা বলিবেন, তখন তাঁহাদের কথায় কি উত্তর দিবে? যাহার অনুগ্রহে[৪] আমার জীবনধারণ, যে আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা প্রদান করি নাই, ইহাই কি বলিবে? হে নরাধিপ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন অন্যরূপ বলিতেছ, তখন তোমা হইতেই এই বংশের কলঙ্ক-ঘোষণা রটিবে। দেখ, মহারাজ! শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া শ্যেন ও কপোতবিবাদে শ্যেনপক্ষীকে নিজ গাত্রমাংস দান করিয়াছিলেন, রাজা অলর্ক আপনার নেত্রোৎপাটন-পূর্ব্বক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্য গতি লাভ করিয়াছিলেন। মহাসাগর দেবগণের নিকট প্রতিশ্রুতি করায় কখনও তীরভূমি অতিক্রম করে না; অতএব, তুমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া কদাচ মিথ্যার বশবর্ত্তী হইও না।[৫] হে দুর্ম্মতে! আমি বুঝিয়াছি, তুমি ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক কৌশল্যার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তুমি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা আমাকে দিতেই হইবে। যদি তুমি রামকে রাজ্য প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে বিষপান করিয়া আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি কৌশল্যাকে এক দিনের জন্যও রাজ-মাতা বলিয়া সাধারণে তাহার নিকট অঞ্জলিবদ্ধ হইতেছে, ইহা দেখিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হে নৃপতে! আমি প্রাণতুল্য ভরতের দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমি সুখী হইব না। কৈকেয়ী এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন,

---

৪। কোন কোন পুথিতে প্রসাদে এই স্থানে 'প্রযত্নে' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ—যাহার প্রযত্নে অর্থাৎ শম্বরযুদ্ধে মৃতপ্রায় আমি যাহার সেবা ও শুশ্রূষায় বাঁচিয়াছি, এই অর্থ।

৫। এই স্থলের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এইরূপ—শৈব্যরাজার উদারতা পরীক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি শ্যেন ও কপোত হইয়া ভক্ষ্যভক্ষকভাবে রাজার নিকট আসিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে কপোত রাজার নিকট প্রাণার্থী হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। রাজা তাহাকে অভয় দিলেন। পরক্ষণেই শ্যেনপক্ষী আসিয়া 'কপোত আমার দেবদত্ত আহার, সুতরাং উহাকে আপনি পরিত্যাগ করুন' এই কথা বলিল। তখন রাজা বলিলেন, শরণার্থীকে আমি ত্যাগ করিব না। তুমি উহার পরিবর্ত্তে অন্য মাংস প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিব। তখন শ্যেন, রাজার গাত্রমাংস চাহিলে তিনি অম্লানবদনে গাত্রমাংস দান করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অলর্ক বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণকে তাহার প্রার্থিত দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে অন্ধ ব্রাহ্মণ, রাজার চক্ষুদুইটি নিজের চক্ষুস্থানে দিয়া দিতে বলিলে রাজা প্রার্থীকে নিজের চক্ষু দুইটি দিয়াছিলেন। সমুদ্র যখন তীরভূমি ভাঙ্গিয়া সংসার নষ্ট করিতেছিলেন, সেই সময় দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলকামনায় সমুদ্রের নিকট বেলাভূমি যাহাতে তিনি আক্রমণ না করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করেন। সমুদ্রও দেবগণপ্রার্থনায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর কখনও তীরভূমি অতিক্রম করিবেন না এবং অদ্যাপি তাহা পালন করিতেছেন।

তিনি তৎকালে নৃপতির কাতরতায় কর্ণপাত করিলেন না। ৩৯-৫০

তদনন্তর মহারাজ দশরথ কৈকেয়ী-মুখে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল তাঁহাকে কোনও কথা বলিলেন না ; কেবল অপ্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর প্রতি ক্রোধে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি প্রাণপ্রিয়া কৈকেয়ীর মুখে বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন নরদেব দেবীর অভিপ্রায় ও তাঁহার নিদারুণ শপথের কথা স্মরণ করিয়া, "হা রামচন্দ্র!"এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে বিকৃতমনা উন্মত্তের ন্যায়, বিকারপ্রাপ্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ সর্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন দীনবাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, তোমাকে অনর্থকর এই বিষয়টি কে অর্থকর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে? ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এরূপ বলিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? আমি বাল্যকাল হইতে তোমার স্বভাব ও ব্যবহারের বিষয় জানি; কিন্তু এক্ষণে তদ্বিপরীত দেখিতেছি কেন? রাম হইতে তোমার ভয়ের সম্ভাবনা কি,—যে জন্য তুমি রামের বনবাস ও ভরতকে রাজা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ? রে নৃশংসে! রে কুকর্ম্মকারিণি কৈকেয়ি! যদি প্রজালোকের, ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য্য তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তুমি এ পাপ বাসনা হইতে নিবৃত্ত হও। রামের সম্বন্ধে মিথ্যা ভয় করিও না। আমি বা রামচন্দ্র আমরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, এরূপ কার্য্য তোমারও বাঞ্ছনীয় হইয়াছে? জানিস্, রামকে অতিক্রম করিয়া ভরত কখনও রাজা হইবে না। আমি রামের অপেক্ষাও ভরতকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানি, সে যে রামকে অতিক্রম করিয়া রাজা হইবে, আমার এরূপ বোধ হয় না। 'তুমি বনে গমন কর,' এই কথা রামকে কিরূপে বলিব? যখন রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় রামের মুখ ম্লান হইয়া উঠিবে, তাহা কিরূপে আমি দর্শন করিব? আমি যে সুহৃদ্‌গণের সহিত এইমাত্র রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত ঠিক্ করিয়া আসিয়াছি। পরাজিত সেনার ন্যায় তাঁহাদের নিকটে এখন কিরূপে ঐ কথার অন্যথা জানাইব? নানাদেশীয় নৃপতিগণ এ কথা জানিলে আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, ইক্ষ্বাকু-বংশধর অতিশয় বালক। ইনি এত দিন কিরূপে রাজ্যপালন করিলেন? ৫১-৬৪

আমার বিশেষ ভাবনার বিষয়, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধগণ আসিয়া, রাম কোথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব? কৈকেয়ীর অনুরোধে রামকে বনবাস দিয়াছি, এই সত্য কথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। রামকে বনবাসী করিলে, কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এবং আমিই বা এরূপ অনিষ্টকর কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব? সেই রাজমহিষী সেবাকার্য্যে পরিচারিকার ন্যায়, ক্রীড়াকালে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভার্য্যার ন্যায়, শুভকামনায় ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ-প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত। যিনি প্রিয়বাদিনী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী, হে দেবি! তোমারই জন্য আমি সম্মানাস্পদা সেই কৌশল্যার প্রতি সমুচিত সমাদর করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে যে তোমার প্রতি অধিকতর সদ্ব্যবহার করিয়াছি, এখন তাহার অনুরূপ ফললাভ ঘটিল! পীড়িতের পক্ষে কুপথ্য অন্নব্যঞ্জনাদি যেরূপ পীড়াদায়ক, রামনির্ব্বাসনও আমার পক্ষে সেইরূপ। রামবনবাসবার্ত্তা শুনিতে পাইলে রাজ্ঞী সুমিত্রাও আমাকে বিশ্বাস করিবে না। বধূ জানকী, রামনির্ব্বাসন ও আমার মৃত্যু এই দুইটি অশুভ সংবাদ সত্বর শুনিতে পাইবেন এবং আমার জন্য শোক করিয়া হয় ত সেই সুকুমারী সীতা হিমাচলে কিন্নর-বর্জ্জিত কিন্নরীর ন্যায় নিশ্চয়ই

প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আমি যখন রামের বন-গমন এবং জানকীর পরিবেদন দেখিতে পাইব, তখনই আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। তুমি তৎকালে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত এই রাজ্য পালন করিবে। লোক বিষযুক্ত সুন্দর মদিরা পান করিয়া পরে শরীর-বিকার উপস্থিত হইলে যেমন উহাকে বিষ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার ন্যায় আমি এত কাল সতী মনে করিয়া তোমার সহিত সহবাস করিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমিই ব্যবহারে ঘোর অসতী। তুমি এত কাল বৃথা সান্ত্বনা-বাক্যে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ, ব্যাধ যেরূপ সঙ্গীত-শক্তিতে মৃগের মন আকর্ষণ-পূর্ব্বক সংহার করে, তুমিও আমাকে সেইরূপ করিয়াছ। বলিতে কি, এখন হইতে আর্য্যগণ আমাকে অনার্য্য এবং পুত্র-বিক্রয়ী বলিয়া নিন্দা করিবেন ;—পথিমধ্যে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে লোকে যেরূপ করে, আমার ভাগ্যে এক্ষণে সেইরূপ ঘটিবে। ৬৫-৭৮

হায়, কি কষ্ট ! কি দুঃখ ! আমি বরদানে প্রতি-শ্রুত হইয়া এরূপ নিদারুণ কথা শুনিলাম! বুঝি-লাম, জন্মান্তরীয় অশুভ ফলের ন্যায় আমি এই মহদ্দুঃখ লাভ করিলাম। রে পাপীয়সি! আমি এত কাল তোমাকে পালন করিয়া, অজ্ঞানী যেরূপ গলদেশে উদ্বন্ধন-রজ্জু ধারণ করে, তাহার ন্যায় আমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। বালক যেরূপ নির্জ্জনে কালসর্পের অঙ্গস্পর্শ করে, তাহার ন্যায় মোহপ্রযুক্ত আমি তোমাকে মৃত্যুরূপিণী বলিয়া জানি নাই। সকল মনুষ্যই এখন তোমাতে অনুরক্ত আমাকে নিন্দা করিবে ; আমি এমন দুরাত্মা যে, আমি জীবিত থাকি-তেই রাম পিতৃহীন হইলেন, অর্থাৎ পিতার কর্ত্তব্য পুত্রকে রক্ষা করা,আমার দ্বারা তাহা হইল না। এখন হইতে লোকে আমাকে রাজা দশরথ অতিশয় মূর্খ এবং ঘোরতর কামপরায়ণ যে, স্ত্রীর অনুরোধে অকারণে প্রিয়পুত্রকে বনবাসী করিলেন, এইরূপ নিন্দা করিতে থাকিবে। রাম বাল্যাবধি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যা ও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন শীর্ণ-শরীর হইয়াছেন। তাঁহাকে সুখভোগের সময় পুনর্ব্বার বনবাসক্লেশ ভোগ করিতে হইবে! আমি জানি, "বৎস ! বনে গমন কর," এ কথা বলিলে রাম দ্বিতীয়বার প্রতিবাদসূচক বাক্য বলিতে সমর্থ হইবেন না ; পরন্তু তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিতে স্বীকৃত হইবেন। যদি তিনি আমার কথার প্রতিকূলাচরণ করেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে মঙ্গল বলিয়া জানি ; কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। রামের বনপ্রস্থান ঘটিলে, সকলের নিকটে ধিক্কৃত এবং ক্ষমার অযোগ্য হইয়া আমার জীবনান্ত ঘটিবে। মনুজপুঙ্গব রামের বনবাস এবং আমার মরণ ঘটিলে, তুমি আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগের কি কি বিপদ ঘটাইবে, জানি না। যদি দেবী কৌশল্যা রাম এবং আমাকে না পান, যদি সুমিত্রা, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন রাম ও আমাকে হারান, তাহা হইলে, পতিব্রতা নারীদ্বয় অসহ্য শোকে আমারই অনুগমন করিবেন। হে কৈকেয়ি! তুমি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও আমাকে রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত নরকে নিপাতিত করিয়া সুখভোগিনী হও। ৭৯-৯০

যখন আমার সহিত রামচন্দ্র চলিয়া যাইবেন, তখন এই আকুল ইক্ষ্বাকুকুল তুমি পালন করিবে, তখন ইহার গুণ-গৌরব বর্দ্ধিত ও নিরাকুল ভাব প্রকা-শিত হইবে। যদি রামের বনবাস ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, দেহাবসানে সে যেন আমার অগ্নি-সংস্কার প্রভৃতি প্রেতকার্য্য না করে। আমার প্রাণ-প্রয়াণ এবং রামের বনগমন ঘটিলে, তুমি বিধবা হইয়া স্বপুত্র ভরতের সহিত এই রাজ্য পালন করিবে। রে কৈকেয়ি! তোমাকে না জানিয়া আমি গৃহে স্থান দিয়াছি, সেই জন্য সংসারে আমার অতুল অকীর্ত্তি ও লোক-সমাজে অবজ্ঞা প্রচারিত হইবে। অধিক কি বলিব, আমাকে ঘোর পাতকী বলিয়া সকলে অযশ করিতে থাকিবে। যে রামচন্দ্র রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি পদব্রজে

কিরূপে মহারণ্যে পরিভ্রমণ করিবেন? যাঁহার আহারকালে কুণ্ডলধারী পাচকেরা 'আমি অগ্রে প্রস্তুত করিব' বলিয়া ত্বরা করিয়া থাকে, তিনি কিরূপে কটু, তিক্ত ও কষায় ফল-মূল-ভোজনে দিনপাত করিবেন? মহামূল্য পরিচ্ছদে যাঁহার দেহ সুশোভিত হইত, যিনি সকল প্রকার সুখভোগে রত ছিলেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে কাষায় বসনে দেহাবরণ করিবেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি, এরূপ নিদারুণ উপদেশ কে তোমাকে শিক্ষা দিল? বুঝিলাম, স্ত্রীজাতি অতিশয় শঠ ও স্বার্থপরায়ণ, তাহাদিগকে ধিক্! যাহা হউক, আমি স্ত্রীজাতিকে এরূপ বলিতেছি না, কেবল ভরত-প্রসূতি তোমাকেই আমি এইরূপ বলিলাম। ৯১-১০০

রে অনর্থদায়িকে! রে স্বার্থপরে! বিধাতা আমাকে অনুতাপিত করিবার জন্যই কি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? জিজ্ঞাসা করি, আমি বা হিতকারী রাম আমরা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি? আমি তোমাকে বলিতেছি, রামের বনগমন দর্শন করিয়া পিতা পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন, পতিব্রতা স্ত্রী পতি-ত্যাগিনী হইবেন; এইরূপে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। যখন আমি কমনীয় বেশে কমললোচন রাম আমার নিকটে আসিতেছেন শুনিতে পাই, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না; বোধ হয়, যেন বৃদ্ধ হইয়াও তদ্দর্শনে আমার পুনর্ব্বার যৌবনসঞ্চার হইল। বরং সূর্য্য ব্যতিরেকে সংসারের সজীবতা ঘটে, বরং বজ্রধর ইন্দ্রের বর্ষণের অভাবে সংসারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতিরেকে যে জীবলোকের জীবন থাকিবে না, এ কথা স্থির-সিদ্ধান্ত। রে রাজপুত্রি! তুমিই আমার প্রাণঘাতিনী বিষম শত্রু, তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীকে ক্রোড়ে স্থান দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে গৃহে স্থান দিয়া মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও আমায় জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রের সহিত রাজ্যপালন কর এবং বন্ধুবান্ধব, পুর ও রাষ্ট্র সমস্তই উচ্ছন্ন করিয়া, আমার বিপক্ষদলকে উল্লসিত করিতে থাক। তুমি যখন পতি-পত্নীর সম্বন্ধ লোপ করিয়া, এরূপ নিষ্ঠুর কথা প্রয়োগ করিলে, তখন তোমার দশন সহস্রভাগে চূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল না কেন, বলিতে পারি না। আমার রাম তোমাকে কখনও অপ্রিয় বাক্য বলেন নাই এবং অপ্রিয় কথা বলিতেও তিনি জানেন না; বিশেষতঃ, তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ও প্রিয়বাদী, তুমি কি দোষে অনায়াসে সেই রামকে বনবাসী করিতেছ? রে কেকয়কুলকলঙ্কিনি!* তুমি দুঃখভোগই কর বা অগ্নি-প্রবেশ কর, সহস্রবার ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হও বা অন্যরূপে আত্মহত্যা কর, আমি কিছুতেই আমার অহিতকর, তোমার কামনা, পূর্ণ করিব না। তুমি শাণিত ক্ষুরের ন্যায় ভীষণ, অনর্থক প্রিয়বাক্যে লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার কার্য্য, তোমার স্বভাব দূষিত, তুমি কুল-ঘাতিনী, তুমি আমার প্রাণ ও হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়াছ; অতএব তোমার মৃত্যুই আমার প্রার্থনীয়। আমার যখন জীবনে সন্দেহ, তখন সুখের সম্ভাবনা কি? বাস্তবিক, আত্মবান্‌দিগের আত্মজ ব্যতিরেকে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? দেবি! আমার অনিষ্ট করিও না, তোমার পায়ে ধরি, প্রসন্ন হও। রাজ-মহিষী কৈকেয়ীর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, নৃপতি দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিয়া, তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিবার জন্য পতিত হইলেন। আতুর ব্যক্তি যেরূপ কোনও বস্তু লইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া সিদ্ধকাম না হইলে, অর্দ্ধপথে মূর্চ্ছিত হয়, তাঁহার অবস্থাও তখন সেইরূপ হইল।† ১০১-১১২

---

* "কেকয়রাজপাংশলে" এই পাঠ অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ২।১ খানি গ্রন্থে "কেকয়রাজপাংশুলে" এরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

† মূলে "যথাতুরস্তথা" এই পাঠোল্লেখ আছে। হস্তপ্রসারণে অকৃতকার্য্য হইয়া অর্দ্ধপথে মূর্চ্ছিত হওয়া টীকাকারের অভিপ্রায়-সঙ্গত বিবেচনায় টীকাকারের অভিপ্রায় অনুবাদে সংযোজিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সর্গ

পুণ্যক্ষয়ে যযাতি রাজা[১] যেরূপ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় নৃপতি দশরথ রাজার পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য, ভূতলে শয়নও অনুচিত হইলেও স্ত্রীকে প্রণাম করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সত্যপাশবদ্ধ মহারাজ দশরথকে বংশের অনর্থকারিণী অপূর্ণ-মনোরথা, লোকাপবাদভয়রহিতা কৈকেয়ী রাম হইতে ভরতের অমঙ্গল ঘটিবে, এই ভয়েই ভীত হইয়া পুনর্ব্বার সম্বোধিত করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! তুমি সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক; অতএব আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তৎ-প্রদানে কাতর হইতেছ কেন? তখন মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল থাকিয়া ভূপতি দশরথ পুনর্ব্বার ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,—রে অনার্য্যে! রে শত্রুরূপিণি! আমি মৃত ও রামচন্দ্র বনপ্রস্থিত হইলে,তুমি কৃতকার্য্য ও সুখী হও। আমার দেহাবসানে স্বর্গবাস ঘটিলে, সুরগণ যখন রামের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমাকে তাঁহাদিগের নিকট অবশ্যই বলিতে হইবে যে, রামকে বনে দিয়াছি। এইরূপ উত্তর দিবার পর দেবতারা যাহা বলিবেন, তাহা কিরূপে হৃদয়ে ধারণ করিব? "কৈকেয়ীর প্রিয়কামনায় রামকে বনে পাঠাইয়াছি" এই কথা বলিলে, তাঁহারা এ সত্য কথায় আস্থা করিবেন না। আমি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলাম, বহুকষ্টে রামের ন্যায় পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব সেই মহাতেজা রামচন্দ্রকে কিরূপে পরিত্যাগ করি, বল? তিনি বীর, কৃতবিদ্য, জিতক্রোধ, ক্ষমাশীল ও সৎস্বভাব, কিরূপে সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিব? আমি কোন্ প্রাণে ইন্দীবরশ্যাম, আজানুলম্বিতবাহু, মহাবলশালী, প্রিয়-দর্শন রামকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব? যিনি চিরকাল সুখভোগ করিতেছেন, দুঃখ পদার্থ কি, যিনি জানেন না, তাঁহার এ দশা কিরূপে দর্শন করিব? যদি তাঁহাকে কষ্ট না দিয়া আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও আমি সুখী হই। রে ক্রূরে! রে পাপ-কারিণি কৈকেয়ি! সত্যসন্ধ প্রিয়তম রামের এরূপ অনিষ্ট করিতেছ কেন? বাস্তবিক, তোমার কথায় রামকে বনবাসী করিলে, আমার ঘোর অকীর্ত্তি প্রচারিত হইবে। ১-১৩

যখন অবনীনাথ উদ্‌ভ্রান্ত-মনে এরূপ বিলাপ করেন, সেই সময়ে দিনমণি অস্তাচল-শিখরাবলম্বী হইলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী উপস্থিত। সেই শর্ব্বরী শশাঙ্কশোভিতা হইলেও দুঃখিত নৃপতিকে আনন্দিত করিতে পারিল না। তখন প্রজানাথ বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নভোমণ্ডলে সংন্যস্ত রহিল। অনেক ক্ষণের পর 'হে নক্ষত্রশোভিতে নিশে! আমি তোমার প্রভাত প্রার্থনা করি না,' এই কথা বলিলেন। 'হে ভদ্রে! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, অথবা, সত্বর তুমি গমন কর, যাহার জন্য আমার এ দশা, সেই নির্দ্দয়া নৃশংসা কৈকেয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা করি না।' নৃপতি এইরূপ কহিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার প্রেয়সীর প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, হে দেবি! আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতিশয় দীন, সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনুগত ও অধীন, বিশেষতঃ রাজা; অতএব আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশ কর। আমি বিস্তর ক্লেশে তোমাকে কটূক্তি করিয়াছি। হে সুন্দরি! তোমাকে সরল-হৃদয় বলিয়া জানি, তুমি প্রসন্ন হও; ভাল, না হয় রামচন্দ্র তোমার প্রসাদলভ্য রাজ্য লাভ করুন। এরূপ করিলে তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি বিঘোষিত এবং

১। যযাতিরাজা স্বর্গে গমন করিলে কিছু দিন স্বর্গবাসের পর ইন্দ্র যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি এমন কি পুণ্য করিয়াছেন—যাহার ফলে স্বর্গের অত্যুচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যযাতি তদুত্তরে নিজকৃত পুণ্যের কথা বলায় তাঁহার পুণ্যক্ষয় হয় এবং তিনি স্বর্গচ্যুত হয়েন। এই কথা মৎস্যপুরাণ ও মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে।

আমার, রামের, বশিষ্ঠাদি গুরুলোকের এবং ভরতের প্রীতিভাব প্রকাশিত হইবে। রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সজলনেত্র হইলেন; তাঁহার নেত্রযুগল আরক্তবর্ণ হইল; কিন্তু নির্দ্দয়া কৈকেয়ী কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন নৃপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষুব্ধভাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সময় জানিয়া যদিও বৈতালিকগণ স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের সময় উহা অসহ্য বোধ হওয়াতে নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। ১৪-২৬

চতুর্দ্দশ সর্গ

পাপীয়সী কৈকেয়ী পুত্রশোকাতুর নৃপতিকে মূর্চ্ছিত, ভূপতিত ও বিচেষ্টমান দেখিয়াও এই কথা বলিলেন,—হে মহারাজ! তুমি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, যেন ভয়ানক পাপানুষ্ঠান করিয়াছ! এক্ষণে দীনভাবে শয়ন করিয়া আছ কেন? সত্যপ্রতিপালন-রূপ কার্য্যে তৎপর হও। ধার্ম্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বরদানে তোমাকে সমুৎসাহিত করিতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, নৃপতি শৈব্য সত্যের কারণে পক্ষীকে গাত্রমাংস প্রদান করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তেজস্বী নৃপ অলর্ক যাচিত হইয়া বেদজ্ঞ এক ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু উৎপাটন-পূর্ব্বক প্রসন্ন-মনে দান করিয়াছিলেন। অন্য কথা কি, মহাসমুদ্র সত্যানুরোধে পর্ব্বসময়ে সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না। সত্যই একমাত্র ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সত্যই অক্ষয় বেদ, সত্যপ্রভাবে পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর; অতএব আমাকে যে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা প্রদান কর। হে মহারাজ! তুমি ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য এবং আমার প্রেরণায় রামকে বনে নির্ব্বাসিত কর, আমি তিনবার তোমাকে এ কথা বলিতেছি।[1] যদি আমার কথা রক্ষা না পায়, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কৈকেয়ী এরূপ বলিলে রাজা দশরথ ইন্দ্র-প্রেরিত বামনের নিকটে বলী যেরূপ বদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই পাশমুক্ত হইতে পারে নাই, মহারাজ দশরথও সেই-রূপ কৈকেয়ীর নিকটে সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহার হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল; সে সময় তিনি যুগ-চক্রের মধ্যস্থিত ধূর্য্যের ন্যায় অস্থির হইলেন।[2] দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নযুগল বিকল হইয়া উঠিল; তিনি অতি কষ্টে ধৈর্য্যসহকারে মনোবেগ নিবৃত্ত করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন। ১-১৩

আমি যে অগ্নি-সমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত তোমার গর্ভজাত পুত্র ভরতকে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছে, এ সময় সূর্য্যোদয় দেখিলেই গুরুজনেরা আসিয়া রামের অভিষেকের জন্য আমাকে ত্বরান্বিত করিবেন। রামরাজ্যাভিষেকার্থে যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, যদি তুমি এ কার্য্যে বাধা দান কর, তাহা হইলে ইহা দ্বারাই রামচন্দ্র আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবেন। * হে অমঙ্গলময়ি! যদি রামের রাজ্যাভিষেক তোমার অভিপ্রেত না হয়,

---

১। ইহার তাৎপর্য্য—আমি তিনবার বলিতেছি, সুতরাং বরগ্রহণ হইতে আমাকে কোনমতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

২। যুগচক্র পদে গোযানের যানবাহী ষাঁড়ের উভয় পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠ—বাঁশ, উহার মধ্যে আবদ্ধ ষাঁড় নিজের ইচ্ছামত এদিকে ওদিকে যাইতে পারে না। ধূর্য্য—ভারবাহী অনড্বান—ষাঁড়।

* মূলে "রামাভিষেক-সম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়া॥"

এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহার অনুবাদে 'তুই এ কার্য্যে বাধা দিস্' এরূপ অর্থ প্রতীতি হয় না। সঙ্গত বিবেচনায় পশ্চিমদেশীয় বিজ্ঞ টীকাকারের অভিপ্রায় এ স্থলে সংযোজিত করা গেল।

তাহা হইলে তোমার সহিত তোমার পুত্র ভরত যেন আমার সলিলক্রিয়া না করে। যে আমি রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে উৎফুল্ল-বদনকমল জনসমূহকে দেখিয়াছি, এক্ষণে ঐ কার্য্যের ব্যাঘাতে নিরানন্দ, উৎসাহহীন, অধোবদন সেই সকল লোককে পুনরায় কিরূপে দর্শন করিব?[৩] এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রতারকাশোভিতা শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তদনন্তর পাপচারিণী কৈকেয়ী ক্রোধসংমূর্চ্ছিত হইয়া নৃপতিকে পরুষ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি এক্ষণে বিষবৎ ও শূলাদি রোগ-সদৃশ মর্ম্মভেদী কি কথাই বলিতেছ! যাহা হউক, তুমি রামকে এখনই এখানে আনয়ন কর। আমার পুত্র ভরতকে রাজসিংহাসনে স্থাপন এবং রামকে বিবাসন করিয়া, আমাকে নিষ্কণ্টক করত সুখী হও। তখন ভূপতি দশরথ কশাহত অশ্বের ন্যায় মর্ম্মাহত হইয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন,—আমি সত্যপাশে আবদ্ধ, আমার চেতনা লুপ্তপ্রায়; এক্ষণে আমি জ্যেষ্ঠ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি।[৪] ১৪-২৪

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্য উদিত হইল; ক্রমে শুভ ক্ষণ, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। এরূপ সময়ে বশিষ্ঠদেব অভিষেক-দ্রব্যসমভিব্যাহারে সশিষ্যে রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুরীর সমস্ত পথ সলিলসেকে সিক্ত ও বিচিত্র পতাকাশ্রেণীতে সমলঙ্কৃত; আপণশ্রেণী পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, লোক সকল উৎসবে উন্মত্ত। নগরীর সমস্ত লোক রামাভিষেক-দর্শনে লালায়িত! চতুর্দ্দিক্ চন্দন, অগুরু ও ধূপ-সমাকীর্ণ। গুরুদেব ইন্দ্রপুরীপ্রতিম সেই পুরী পরিত্যাগ করিয়া ধ্বজপতাকা-বিশোভিত রাজান্তঃপুরের সন্নিহিত হইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই পৌর ও জানপদগণে পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনতা ভেদ করিয়া মহারাজের নিকটে যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে নৃপতির প্রিয়মন্ত্রী সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, 'আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি,' মহারাজকে এই সম্বাদ দাও। তুমি রাজার নিকটে বল যে, রামের অভিষেকের জন্য স্বর্ণকুম্ভে গঙ্গাজল পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত ঔডুম্বর পীঠ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সুন্দরী অষ্ট কন্যা, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়সংযুক্ত রথ, নিস্ত্রিংশ, দিব্য ধনু, নরযান, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত ব্যজন, স্বর্ণ-ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলশোভী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, চতুর্দ্দন্ত সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষ, অগ্নি, সকল প্রকার বাদ্য, সুন্দরী বারাঙ্গনা, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, গাভী ও পুণ্য মৃগপক্ষী সকল সংগৃহীত হইয়াছে। দেশীয় ও জানপদীয় প্রধান প্রধান প্রিয়ম্বদ লোক সকল প্রীত হইয়া রাজন্যগণের সহিত সমুপস্থিত হইয়াছেন। ২৫-৪১

হে সুমন্ত্র! যাহাতে পুষ্যানক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক ঘটে, তুমি সে পক্ষে প্রমুদিত-মনে মহারাজকে ত্বরান্বিত কর। সূতপুত্র গুরুর মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়া রাজার স্তবকীর্ত্তন পূর্ব্বক অবনীনাথের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজার অনুমতিতে সুমন্ত্রের অন্তঃপুর-প্রবেশের বাধা ছিল না, সুতরাং তদীয় গমনসময়ে দৌবারিকগণ তাঁহার গতিশক্তি রোধ করিতে পারে নাই। এই সময় মহারাজের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সুত তাহার কিছুই জানিতেন না; সুতরাং সে সময়ে অগ্রসর হইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে নৃপতে! ভাস্করোদয়ে যেরূপ সমুদ্র সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া স্নানার্থী জনগণকে আনন্দিত

৩। এইরূপ দর্শন করা অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল এবং সর্ব্বতোভাবে আমার মরিতেই হইবে। ঐরূপ জীবন ধারণ করা কোনমতেই সম্ভব নহে।

৪। ইহা দ্বারা দশরথ কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরদানে সম্মতি দিলেন বলিয়াই বোধ হয়, অথবা রামকে আমিও দেখিতে ইচ্ছা করি, সে আসিয়া যাহা উচিত, তাহাই করিবে।

করেন, সেইরূপ আপনিও প্রীতচিত্তে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। সুর-সারথি মাতলি এই সূর্য্যোদয়-কালে সুররাজকে প্রবোধিত করিয়া থাকেন, অদ্য আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। ষড়ঙ্গ বেদ এবং মীমাংসাদি বিদ্যা যেরূপ ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চন্দ্র-সূর্য্য যেরূপ উদয় দ্বারা জনগণের প্রবোধন করিয়া থাকেন, অদ্য আমিও আপনাকে সেইরূপ প্রবোধিত করিতেছি। হে মহারাজ! সুমেরু পর্ব্বত হইতে যেরূপ দিবাকরের উদয় ঘটিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ রামরাজ্যাভিষেক-মহোৎসবে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত-শরীরে গাত্রোত্থান করুন। রামের অভিষেকার্থ যাহা যাহা প্রয়োজন, সকলই সংগৃহীত হইয়াছে। পৌর-জানপদগণ এবং বণিগ্‌বর্গ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতেছে। অন্যের কথা কি, বশিষ্ঠদেবও ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব সত্বর সমুচিত আদেশ করুন। রক্ষকহীন পশু, নায়কবিহীন সৈন্য, চন্দ্রশূন্য রাত্রি এবং বৃষশূন্য গাভীর যেরূপ অবস্থা, সেইরূপ আপনার অভাবে রাজ্যের এই প্রকার শ্রী দাঁড়াইয়াছে। ৪২-৫৫

সুমন্ত্রমুখে সান্ত্বনাপূর্ণ এরূপ অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারাজ পুনর্ব্বার শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন নিরানন্দমনে রক্তিমলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, —সুমন্ত্র! তুমি স্তুতিবাক্য দ্বারা আরও আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছ। সারথি নৃপতির করুণ স্বর শ্রবণ ও তাঁহার দীনভাব দর্শন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী মহারাজকে বিষণ্ণ ও বাক্যস্ফুরণে অশক্ত দেখিয়া সুমন্ত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুমন্ত্র! মহারাজ রামরাজ্যাভিষেকোৎসবে আনন্দাতিশয়ে সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত হন নাই, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছেন। এক্ষণে তুমি যশস্বী রামচন্দ্রকে এখানে আনয়ন কর, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিও না। সুমন্ত্র তদ্বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন, রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে কিরূপে যাইতে পারি? তখন নৃপতি 'আমি প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব তাঁহাকে লইয়া আইস,' এই বলিলেন। আজ্ঞামাত্রে রামের ইষ্টসিদ্ধি বিবেচনায় তিনি তথা হইতে নির্গত হইলেন। এই সময়ে দেবী কৈকেয়ীও রামকে আনিবার জন্য তাঁহাকে ত্বরান্বিত করিলেন। কৈকেয়ীর ব্যস্ত-ভাব-দর্শনে সুমন্ত্রের মনে হইল, বুঝি রামের অভিষেক দর্শনে কৈকেয়ী ব্যগ্র হইয়াছেন; বোধ হয়, মহারাজ রাত্রিজাগরণ-ক্লেশে আর বহির্গত হইবেন না। তিনি এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী হ্রদের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াই দেখিলেন, নৃপতির দ্বারদেশ উপস্থিত নানাদেশীয় মহাজন, পৌর ও জানপদে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। * ৫৬-৬৭

পঞ্চদশ সর্গ

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রিবর্গ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, বণিগ্‌বর্গ ও রাজপুরোহিতগণ রামরাজ্যাভিষেককার্য্যে প্রীতিভরে রজনী প্রভাত হইবামাত্র সকলেই সম্মিলিত হইয়া রাজদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা বিমল সূর্য্য উদিত হইলে, এবং পুষ্যানক্ষত্র আগত হইলে রামচন্দ্রের জন্মস্থ কর্কট লগ্নের[১] আবির্ভাব

---

* অনুবাদিত এ দেশীয় রামায়ণে চতুর্দ্দশ সর্গের ৬৭ শ্লোকটি—
"ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো মহীপতের্দ্বারগতান্বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাজনান্ উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্যাধিষ্ঠিতান্ ॥"
একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

১। চৈত্রমাসে কর্কটলগ্নোদয় অপরাহ্ণে হইয়া থাকে, সুতরাং সূর্য্যোদয়কালে সে লগ্নের সম্ভব হইতে পারে না, এখানে লগ্ন শব্দের অর্থ পুনর্বসুর শেষ পাদ হইতে কর্কট রাশি আরম্ভ হয়, সুতরাং পুষ্যানক্ষত্র হইয়াছে রামের জন্মরাশি—কর্কট এক্ষণে হইয়াছে, সুতরাং আস্ত চন্দ্র শুদ্ধ হইয়াছে, এই অভিপ্রায় বোধ হয়।

দেখিয়া, তাঁহার অভিষেকোপলক্ষে যাবতীয় আয়োজন করিয়া আনিয়াছিলেন। হেমময় জলকুম্ভ, অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্তরণ-বিশিষ্ট রথ, গঙ্গা-যমুনার পবিত্র জল, অপরাপর পবিত্র নদী, হ্রদ, কূপ ও প্রাগ্বাহ, ঊর্দ্ধবাহ, তির্য্যগ্বাহ, জলবাহিনী নদী,[২] সরোবরের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, দর্ভ, কুশ, পুষ্প, আটটি সুন্দরী কন্যা, মত্ত হস্তী, বটপল্লবাচ্ছাদিত জলপূর্ণ রজত ও কাঞ্চনময় ঘট, পদ্মদল, সুধাধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডলাকৃতি শ্বেত ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত ঘোটক, বাদ্য ও বন্দী প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অভিষেকসময়ে প্রয়োজনীয়, তাঁহারা তত্তাবৎ অভিষেকসামগ্রী রাজাদেশে আনয়ন করিয়া রাজদ্বারে সমবেত হইয়াছিলেন। ১-১৩

সে সময়ে রাজার সাক্ষাৎকার না পাইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, আমাদের উপস্থিতি-সংবাদ কে প্রদান করিবে? এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাকর সমুদিত। রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের সামগ্রী সমস্তই সমাহৃত হইয়াছে। তাঁহারা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সারথি সুমন্ত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমি মহারাজের আদেশে রামকে আনিবার জন্য যাইতেছি। আপনারা রাজা ও রাজকুমারের পূজনীয়, যদি অভিপ্রায় হয়, আমিই না হয় মহারাজকে এই কথা বলিয়া আসি যে, সকলে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন, আপনি প্রবুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন না কেন? অতিবৃদ্ধ সারথি সুমন্ত্র এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার নৃপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া, যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করত, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

মহারাজ! সোম, সূর্য্য, রুদ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনাকে জয়লক্ষ্মী প্রদান করুন। এক্ষণে রজনীর অবসান ঘটিয়াছে, শুভদিন সমুদিত। হে রাজচক্রবর্ত্তিন্! এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন, ব্রাহ্মণ, সৈন্যাধ্যক্ষ ও বণিগ্‌গণ সকলেই দ্বারদেশে সমুপস্থিত, তাঁহারা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব জাগ্রত হউন। ১৪-২৩

তখন মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমি তোমাকে রামকে এখানে আনিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, তুমি কি কারণে আমার আদেশ প্রতিপালন করিলে না? আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি, তুমি আমার আদেশে সত্বর রামকে এখানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ২৪-২৭

সুমন্ত্র বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা-বিশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় সকলেরই মুখে রামাভিষেক-কথা শুনিতে পাইলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই তিনি কৈলাসগিরি-সদৃশ রামচন্দ্রের প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলেও প্রাসাদের কবাট অবরুদ্ধ, তাহার ইতস্ততঃ শত শত বেদি প্রস্তুত। সম্মুখভাগে অসংখ্য কাঞ্চন-প্রতিমা, প্রাসাদের তোরণ সকল প্রবাল ও মণি-মুক্তা-বিজড়িত, দেখিতে শারদীয় মেঘসদৃশ। ঐ তোরণ সকল মধ্যমণি-বিশোভিত স্বর্ণপুষ্পমালার ন্যায় সুসজ্জিত ও মধ্যে মধ্যে মহামূল্য রত্নসমূহে সমলঙ্কৃত। মলয়শিখর যেরূপ সুবাসিত, ঐ স্থানও তদ্রূপ সৌগন্ধময়, স্থানে স্থানে সারস ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণাদি ধাতুময় ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি বিরাজমান; ইহার শিল্পকার্য্য দেখিলে, দর্শকের মনোনয়ন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ঐ প্রাসাদ মহেন্দ্রপুরী

২। পূর্ব্বদিকে যাহাদের প্রবাহ, তাহাদিগকে প্রাগ্বাহ বলে, যেমন গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি, ঊর্দ্ধবাহ নৈমিষারণ্যস্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত, রুদ্রাবর্ত্ত প্রভৃতি সরোবর। কেহ কেহ বলেন, পর্ব্বতাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে স্থানে নদীর জল ঊর্দ্ধে উঠিয়া পতিত হইয়াছে তাহা, অথবা নির্ঝরিণীর জল। তির্য্যগ্‌বাহ দক্ষিণোত্তরপ্রবাহশালিনী, যথা—গণ্ডকী, শোণভদ্রা প্রভৃতি।

সদৃশ, উহার জ্যোতি চন্দ্রসূর্য্যকিরণতুল্য; উহার সর্ব্বত্রই পক্ষিকুলে সমাকুলিত। সুমন্ত্র সুমেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গ সদৃশ উন্নত রামগৃহ দেখিলেন। ঐ পুরীর দ্বারদেশে রামাভিষেক-প্রতীক্ষায় কৃতাঞ্জলিপুটে নানাদেশীয় লোক দণ্ডায়মান। অসংখ্য দাসদাসীতে ঐ প্রাসাদ সমাচ্ছন্ন এবং ইহার সর্ব্বত্র নানাবিধ মহামূল্য রত্নে বিভূষিত ও কুব্জগণে সমাবৃত। তদনন্তর সুমন্ত্র রথ লইয়া জনতাপূর্ণ রাজপথ অলঙ্কৃত ও পৌরগণের অন্তঃকরণ পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৮-৪০

প্রাসাদে উপস্থিত হইবামাত্র সুমন্ত্রের শরীরে রোমাঞ্চের আবির্ভাব হইল। শচীপতির প্রাসাদ যে প্রকার, সেইরূপ রামভবন মৃগ ও ময়ূরে সুশোভিত। অনন্তর সুমন্ত্র কৈলাসাচল তুল্য শোভাসম্পন্ন স্বর্গবৎ রমণীয় কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া রামের অধীনস্থ অসংখ্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি রামান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সারথি সকলেরই মুখে রামাভিষেকের কথা শুনিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রামের বাসভবন সুরম্য ইন্দ্রধামতুল্য এবং মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ; উহা সুমেরুশিখরতুল্য উন্নত এবং স্বকীয় প্রভায় শোভাবিশিষ্ট। উহার দ্বারদেশে অসংখ্য মনুষ্য আপনাদের বাহনাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নানাবিধ উপহার-হস্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত। তদনন্তর সুমন্ত্র মেঘবৎ শ্যামবর্ণ শৈলাকৃতি শত্রুঞ্জয় নামে মনোহর উন্নতকায় হস্তীকে— যে রামকে বহন করিবে, তাহাকে দেখিয়াছিলেন। কোথাও বা রাজকুমারের অমাত্যগণ বিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত রহিয়াছেন, সেই সরথ-কুঞ্জর রাজপুত্রগণকে দেখিলেন। সেই সকলকে অতিক্রম করিয়া রত্নসঙ্কুল সমুদ্রগর্ভে মকর যেরূপ প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সুমন্ত্র অবারিতভাবে সুসমৃদ্ধ, মহাবিমানসদৃশ রামের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪১-৪৮

ষোড়শ সর্গ

তদনন্তর বৃদ্ধ সারথি জনতাপূর্ণ অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া কোলাহলশূন্য রামচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। ঐ স্থান প্রাস-কার্ম্মুকধারী, উজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিশোভিত, অপ্রমত্ত, একাগ্র, যুবক, অনুরক্ত, বিশ্বস্ত বীর পুরুষেরা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। প্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে কুসুম্ভাদি রক্তবসন পরিধান করিয়া বেত্রহস্তে প্রাচীন সু-অলঙ্কৃত স্ত্রীজনাধ্যক্ষ অন্তঃপুররক্ষকগণকে সুমন্ত্র দেখিতে পাইলেন। অকস্মাৎ সুমন্ত্রের শুভাগমন দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে বিনীতভাবে কহিলেন যে,'সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপস্থিত' তোমরা এই সংবাদ রাজকুমারকে নিবেদন কর। তাহারা শ্রুতমাত্রে সস্ত্রীক রামের নিকটে এই বার্ত্তা জানাইল। পিতৃবৎসল রাম পিতৃহিতার্থে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুমন্ত্রকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন করাইলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, উত্তরচ্ছদশোভিত সুবর্ণপর্য্যঙ্কে কুবেরের ন্যায় রামচন্দ্র উপবিষ্ট আছেন। তদীয় কলেবর বরাহ-রুধিরের ন্যায় অতিলোহিতবর্ণ সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত, সৌগন্ধময় রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। তাঁহার পার্শ্বে জানকী চামরহস্তে উপবিষ্ট, দেখিলে বোধ হয়, যেন চিত্রার সহিত চন্দ্রমা সম্মিলিত হইয়াছেন। ১-১০

তখন বন্দিজনোচিত-বিনয়াভিজ্ঞ সুমন্ত্র অতি বিনীতভাবে অনন্যসাধারণ নিজ তেজে সমুদ্ভাসিত, সমুজ্জ্বল আদিত্যের ন্যায় অবস্থিত সেই রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তিনি রামকে সুখশয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—হে কৌশল্যানন্দন! দেবী কৈকেয়ী ও মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আগমন করুন। রাম এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন

পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রেয়সীকে কহিলেন,—দেবি জানকি! আমার জন্য জননী কৈকেয়ী ও পিতৃদেব সম্মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই অভিষেকসম্বন্ধীয় কোনও মন্ত্রণা করিতেছেন। আমার বোধ হয়, হিতৈষিণী জননী কৈকেয়ী মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার জন্য তাঁহাকে ত্বরান্বিত করিতেছেন। সেই জননী আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। বোধ হয়, আমারই উদ্দেশ্যে মহারাজের নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন। মহারাজ ও জননী কৈকেয়ী যে আমার নিকটে সুমন্ত্রকে দূতস্বরূপে পাঠাইয়াছেন, ইহা আমার ভাগ্যের কথা। অন্তঃপুরসভা যেরূপ, দূতও তদনুরূপ হইয়াছেন, অদ্য নিশ্চয়ই পিতা আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। সুন্দরি! তুমি সঙ্গিনীদিগের সহিত কিছুকাল ক্রীড়াকৌতুকে কালাতিপাত কর, আমি যত সত্বর পারি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। স্বামিসোহাগিনী সীতা এই কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় মঙ্গলাচরণোদ্দেশে তাঁহার সহিত দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, প্রজাপতি যেরূপ সুরপতিকে সুররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে মহারাজ্য সম্প্রদান করুন। তোমাকে ব্রতধারী, দীক্ষিত ও মৃগচর্ম্মধারী দেখিয়া যেন তোমার সেবা করিতে পারি।[১] প্রার্থনা করি, এখন হইতে ইন্দ্র তোমার পূর্ব্ব, যম তোমার দক্ষিণ, বরুণ পশ্চিম ও কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। তদনন্তর মঙ্গলাচরণাবসানে সীতাপতি সীতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে বাসভবন হইতে নির্গত হইলেন। ১১-২৫

গিরিগুহাশায়ী কেশরী যেরূপ পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়, বীরকেশরী রামও তদ্রূপ নির্গত হইলেন। দেখিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারদেশে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান। অনন্তর মধ্য-প্রকোষ্ঠে আত্মীয়গণ তদীয় সন্দর্শনবাসনায় উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন; তিনি তাঁহাদিগের সম্মাননা-পূর্ব্বক অগ্নিসদৃশ দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাবৃত, উহার শব্দ মেঘগর্জ্জন সদৃশ, স্থানে স্থানে স্বর্ণমণি সুশোভিত, উহাতে করেণুশিশু সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযোজিত, ঐ রথ দেখিতে ইন্দ্ররথতুল্য, লোকের দৃষ্টি উহার তেজে প্রতিহত। রামচন্দ্র যখন স্বকীয় প্রদীপ্ত তেজে প্রাদুর্ভূত হইয়া বহির্গত হইলেন, তখন তিনি মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিলেন। গমনসময়ে তদীয় অনুজ লক্ষ্মণ করে চামর ধারণ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। অগ্রজকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণ তৎপশ্চাৎ রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। রাজপথে নির্গত হইলে, জনসমূহের তুমুল হলহলা শব্দ হইয়াছিল। রামের পশ্চাৎ পর্ব্বতাকার অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব সকল গমন করিতে লাগিল। চন্দনলিপ্ত অগণ্য বীরগণ খড়্গ ও ধনু ধারণ-পূর্ব্বক রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বাদ্যনিনাদ ও বন্দিগণের শ্রুতিসুখকর স্তুতিগান সমুচ্চারিত হইল। বীরগণের সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইল। রূপলাবণ্যবতী ললনাগণ বিচিত্র বেশভূষায় গৃহের বাতায়ন সমাশ্রয়-পূর্ব্বক রামশিরে পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিল। রামচন্দ্রকে অনুরূপ প্রিয়বচনে ভূতলস্থিত রমণীগণ স্তব করিয়াছিল। তখন স্ত্রী সকল বলিতে লাগিল, অদ্য রাজমহিষী রামকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দে

১। ১৬ শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোক পর্যান্ত ৮টা শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিলককার, রাম সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু বলিয়া রাবণবধার্থ নিজের বনগমনানুকূল ব্যাপাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাম অন্তর্যামিরূপে কৈকেয়ীকে প্রেরণা করায়, রামের রাবণ বধ করা অভিপ্রেত, ইহা বুঝিতে পারিয়াই কৈকেয়ী জগতের কল্যাণার্থ রামকে বনে দিবার জন্য এত আগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং রামকে নিরন্তর ধ্যান করিবার সুযোগ পতিকে দিয়াছিলেন, এই সকল অর্থ—রামের সর্ব্বজ্ঞতা অবিমুক্ততা প্রভৃতি অধ্যাত্ম-রামায়ণের অভিপ্রেত হইলেও বাল্মীকির তাদৃশ কোন অভিপ্রায় ছিল বলিয়া তাঁহার নিজ কৃত কাব্যে দেখা যায় না; পরন্তু তিনি কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা আদর্শ মনুষ্যই জানিতে চাহিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং অধ্যাত্ম-রামায়ণের কথা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

সাঁতার দিতে থাকিবেন। আমাদের বোধ হয়, ললনারত্ন সীতা সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ, জন্মান্তরীণ পুণ্য ব্যতিরেকে ঐরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। সীতা রামের হৃদয়ধন; বলিতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। রোহিণী যেরূপ চন্দ্রের অনুগামিনী, তাহার ন্যায় সীতা সীতাপতির জীবনসর্ব্বস্ব। প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া প্রমদাগণ এরূপ প্রিয়বাক্য বলিতেছেন, রামচন্দ্র যাইতে যাইতে উহা শুনিতে পাইলেন। ২৬-৪২

রামচন্দ্র এই প্রকার সুখকর বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি এক স্থানে বহুসংখ্যক লোকদিগের এরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন,—এই রাজপুত্র রাজপ্রসাদে রাজশ্রী পাইবার জন্য পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন, যখন ইনি রাজা হইবেন, তখন আমাদের সুখের সীমা থাকিবে না। ইনি যে যুগপৎ নিখিল রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন, ইহাই আমাদের পরম লাভ। ইঁহার অধিকারে কখনও কোনও রূপ অনিষ্ট দর্শন করিতে হইবে না। অনন্তর রামচন্দ্র সকলের মুখে এইরূপ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ এবং জয়, জীব ইত্যাকার মঙ্গলশব্দ উচ্চারণকারী সুত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ আকর্ণনপূর্ব্বক কুবেরের ন্যায় পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন। হস্তী, হস্তিনী, রথ, অশ্ব, বিপুল জনতা দ্বারা চতুষ্পথ সকল পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং উভয় পার্শ্বে মহামূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী—এইরূপ রাজপথ রামচন্দ্র দেখিয়াছিলেন। ৪৩-৪৭

সপ্তদশ সর্গ

রামচন্দ্র রথারোহণে রাজপথে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই অগুরুধূপগন্ধে আমোদিত, স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা সুশোভিত। সর্ব্বত্রই লোকাকীর্ণ, মেঘ সদৃশ শুভ্র উন্নত গৃহ দ্বারা উপশোভিত। স্থানে স্থানে পট্টবসনসমূহ মন আকর্ষণ করিতেছে; চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে সকল স্থানই গন্ধময়। মধ্যে মধ্যে মুক্তাস্তবক ও স্ফটিকমণি বিরাজিত। রাজপথের স্থানে স্থানে কুসুমরাশি বিকীর্ণ ও মঙ্গলাচারার্থ নানাবিধ পুষ্প ও নানাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য সকল সংন্যস্ত রহিয়াছে। সুরলোকে সুরপতির ন্যায় রাম দধি, অক্ষত, হবিঃ, লাজাঞ্জলি ও নানাবিধ মাল্যগন্ধ দ্বারা সুশোভিত চত্বর সকল দেখিলেন। এই সময়ে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সেই আশীর্ব্বাদ-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যথাযথভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, রাজকুমার! অদ্য তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদিগকে পালন কর। তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকারে আমরা যেরূপ সুখী ছিলাম, তোমার শাসনেও সেইরূপ সুখী হইতে পারিব। অধিক কি বলিব, যদি তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃভবন হইতে নির্গত হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা ইহ ও পরলোকের সুখ প্রার্থনা করি না। ১-১০

বাস্তবিক অমিততেজা রামচন্দ্রের অভিষেক অপেক্ষা আর আমাদের প্রিয়বস্তু কিছুই নাই। সুহৃদ্গণের মুখে এরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, রাম অবিকৃতান্তঃকরণে গমন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, তথাপি কেহই মন ও চক্ষু তাঁহা হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, যে ব্যক্তি রামকে দর্শন না করে, অথবা রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন না করেন, সে ব্যক্তি স্বজনের নিকটে নিন্দিত হয় এবং আত্মাকে হেয় বোধ করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক রামচন্দ্র চাতুর্ব্বর্ণ্য সকলকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন বলিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। তদনন্তর রাম চতুষ্পথ, চৈত্য, দেবালয় ও আয়তন সকল দক্ষিণ

পার্শ্বে রাখিয়া রাজভবনের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে পাইলেন, রাজপ্রাসাদ মেঘের ন্যায় সুন্দর, গগনস্পর্শী, শুভ্র বিমানতুল্য শোভা পাইতেছে। রমণীয় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ প্রাসাদ রত্নজালবিজড়িত, সাতিশয় শোভাসম্পন্ন ; রাজভবন মহেন্দ্রসদনসদৃশ। রাজকুমার আপনার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে যথাক্রমে তিনটি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রকোষ্ঠগুলি ধনুর্দ্ধারী বীর-পুরুষে সুরক্ষিত, তিনি অনায়াসে তাহা পার হইলেন। তদনন্তর পদব্রজে অপর দুইটি কক্ষ পার হইয়া অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। তিনি পিতৃভবনে প্রবেশ-সময়ে অনুচরদিগকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন ; রাজকুমারকে পিতৃভবনে প্রবিষ্ট দেখিয়া সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তখন মহার্ণব যেরূপ চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, তাহার ন্যায় সকলেই রামের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ১১-২২

অষ্টাদশ সর্গ

অনন্তর রামচন্দ্র, রাজা দশরথকে কৈকেয়ীর সহিত দীনভাবে শুষ্কমুখে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রথমে পিতৃচরণে অভি-বাদন করিয়া, পশ্চাৎ জননী কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। নৃপতি "রাম" এই কথা বলিয়া আর কোনও কথা বলিতে বা রামের প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। মহারাজের অপূর্ব্ব ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া, পদ দ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিলে যেরূপ ভয় হয়, সেইরূপ রামের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। এই সময়ে নৃপতি শোকাচ্ছন্ন হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উর্ম্মিমালা-সঙ্কুল সমুদ্র যেরূপ ক্ষুভিত হয়, রাহুগ্রস্ত শশধরের অবস্থা যেরূপ হয়, ঋষিগণ মিথ্যার বশতাপন্ন হইলে যেরূপ ঘটে, তৎকালে তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। অবনীপতির এই অচিন্তনীয় অবস্থার কারণ কি, এই ভাবিয়া রামের অন্তঃকরণ পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইল। পিতৃবৎসল চতুর রামচন্দ্র, অদ্য আমাকে দেখিয়া মহারাজ হর্ষপ্রকাশ করিতেছেন না কেন? এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্য দিন কুপিত থাকিলেও পিতৃদেব আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইতেন, কিন্তু অদ্য আমাকে দেখিয়া ক্লেশ বোধ করিতেছেন কেন? তিনি শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ ও দীনভাবে অবস্থিত কেন? তখন রামচন্দ্র জননী কৈকেয়ীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন,—। ১-১০

আমি কি অজ্ঞান প্রযুক্ত পিতৃচরণে কোনও অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি সেজন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? যাহা হউক, জননি! আমার দোষ মার্জ্জনার জন্য আপনি ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। পিতৃ-দেব আমার প্রতি চিরপ্রসন্ন থাকিয়া অদ্য কি জন্য বিষণ্ণমনে দীনভাবে রহিয়াছেন? কোনও কথা না বলিবারই বা কারণ কি? শারীরিক বা মানসিক কোনও সন্তাপ কি পিতৃদেবকে ব্যথিত করিয়াছে? আমি জানি, মনুষ্যদেহে সকল সময়ে সুখভোগ সুদুর্লভ। প্রিয়দর্শন কুমার ভরত বা শত্রুঘ্নের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার মাতৃদিগের ত কুশল? আমি পিতৃদেবের অসন্তোষ উদ্ভাবন ও অবাধ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে চাহি না। যাঁহার কৃপায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকূলাচারী হইবে? * জননি! আপনি অভিমানিনী হইয়া পিতার প্রতি কি পরুষবাক্য

---

* এ দেশপ্রচলিত পুস্তকে পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"আয়ুর্যশোবলং বিত্তমাকাঙ্ক্ষিতঃ প্রিয়াণি চ।
পিতৈবারাধনীয়োঽগ্রে দৈবতং হি পিতা মহৎ।।"

প্রয়োগ করিয়াছেন? সেই জন্যই কি তাঁহার এরূপ চিত্তবিকার ঘটিয়াছে? দেবি! আপনি প্রকৃত ঘটনা কি, আমাকে বলুন; এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্ত-বিকার কি জন্য ঘটিয়াছে? ১১-১৮

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী আপনার হিতের জন্য বলিতে লাগিলেন,—হে রামচন্দ্র! নৃপতি কুপিত হন নাই এবং তাঁহার কোনও দুঃখও ঘটে নাই; তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোগত কথা আছে, তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না; তুমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, মহারাজ তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে পারিতেছেন না; যাহা হউক, ইনি আমার নিকটে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইনি প্রথমে আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় এক্ষণে পরিতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হইলে সেতু-বন্ধন যেরূপ নিষ্প্রয়োজন, বর দিতে স্বীকৃত হইয়া, পরে পরিতাপ করাও সেই প্রকার। হে রাম! সত্যই ধর্ম্মের মূল, ইহা সাধুলোকের অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার অনুরোধে আমার উপর কুপিত হইয়া রাজা যেন সত্যভ্রষ্ট না হন, তুমি তাহার প্রতিবিধান কর। ইনি যাহা বলিবেন, শুভাশুভ বিচার না করিয়া, যদি তৎপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে আমি সমস্ত বলিতে পারি। রাজা স্বয়ং তোমাকে কিছু বলিবেন না, আমি ইঁহার কথা তোমাকে যাহা বলিব, যদি তুমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লও, তাহা হইলে আমি সমস্ত বলিব। ১৯-২৬

কৈকেয়ীর মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি তখন রাজসন্নিধানে দেবীকে বলিলেন, দেবি! যদি এমন কোন কথা হয়—যাহার জন্য আমার অঙ্গীকার করা দরকার, তাহা হইলে আমাকে ধিক্! আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না। আমি নৃপতির আদেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারি। অন্য কথা কি, রাজা—বিশেষতঃ পিতার আদেশে তীক্ষ্ণ বিষপান কিম্বা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে আমার আপত্তি নাই। জননি! রাজার অভিপ্রায় কি, আমাকে বলুন, আমি তাহা পালন করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। জানিবেন, রাম কখনও দুইপ্রকার কথা কহিতে জানে না। ২৭-৩০

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বাক্যে বলিলেন,—পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে তোমার পিতা অসুরাস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া-ছিলেন; আমার পরিচর্য্যায় ইঁহার প্রাণরক্ষা ঘটে এবং সেই জন্য আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে আমি মহারাজের নিকটে সেই বর পাইবার প্রার্থনা করিয়াছি। এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে তোমার দণ্ডকারণ্যপ্রবেশ। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি পিতাকে ও তোমাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া-ছেন, তাহা তুমি পালন কর; তুমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে গমন কর। তোমার জন্য যে সমস্ত অভিষেক-সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ভরত রাজা হউন। তুমি জটাবল্কলধারী হইয়া উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও। ভরত কোশল দেশে অবস্থান-পূর্ব্বক হয়হস্তি-রথসঙ্কুল নানারত্নপূর্ণ বসুধার আধিপত্য-সুখ ভোগ করিতে থাকুন। নৃপতি এই কারণে করুণার বশবর্ত্তী ও শোকার্ত্ত হইয়া তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। হে রঘুনন্দন! তুমি তোমার পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সত্যের হস্ত হইতে রক্ষা কর। মহানুভব রাম এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু নৃপতি ভাবী পুত্র-বিয়োগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। ৩১-৪১

একোনবিংশ সর্গ

তখন শত্রুসূদন রামচন্দ্র মরণোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। কৈকেয়ীকে এই বাক্য কহিলেন,—এইরূপই হউক। আমি পিতৃসত্য-পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ করিয়া বন-গামী হইব। কিন্তু আমি ইহা জানিতে চাই, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুসূদন মহারাজ পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন না কেন? দেবি! আপনি রুষ্ট হইবেন না, আমি আপনার সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি জটা-ধারণ-পূর্ব্বক বনগমন করিব, আপনি প্রসন্ন হউন। হিতাকাঙ্ক্ষী, গুরু, পিতা, কৃতজ্ঞ রাজার অনুমতিতে এমন কোন্ প্রিয় কার্য্য আছে, যাহা বিশ্বস্তচিত্তে করিতে না পারি? যাহা হউক, আমার অন্তরে এই মহান্ দুঃখ যে, ভরতের রাজ্যাভিষেকের কথা মহারাজ স্বয়ং আমাকে বলিলেন না। রাজার কথা কি, আপনি বলিলে, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ইষ্ট প্রাণ, এমন কি, সীতাকে পর্য্যন্ত দান করিতে পারি। বিশেষতঃ রাজার আদেশে আপনার হিত-সাধন ও পিতৃ-সত্য-পালনের জন্য কোনও কার্য্যে বিমুখ নহি। যাহা হউক, আপনি এক্ষণে মহা-রাজকে আশ্বাস প্রদান করুন। দেখিতেছি, মদীয় পিতৃদেব অবনতমস্তকে উপবিষ্ট থাকিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছেন; ইঁহাকে লজ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছে। নৃপতির আদেশে দূতগণ অদ্যই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক মাতুলালয় হইতে প্রাণাধিক ভরতকে লইয়া আসুক। আমি নিঃসন্দিগ্ধমনে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য সত্বর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ১-১১

তখন কৈকেয়ী রামের কথায় হৃষ্ট হইয়া তাঁহার বনগমন নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহাকে পিতৃসত্যপালনের জন্য ত্বরা দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, এইরূপই হইবে। ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য দূতগণ শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া গমন করিবে। কিন্তু বনগমনে সমুৎসুক তোমার পক্ষে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং রাম! এই স্থান হইতে তুমি সত্বর বনগমন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা লজ্জিত বলিয়াই নিজে তোমাকে কিছু বলিতেছেন না, উহা কিছুই নহে, তুমি রাজার মনঃক্ষোভ বিদূরিত কর। হে রামচন্দ্র! তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি যতক্ষণ এই পুরী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বন-প্রবিষ্ট না হইতেছ, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নান-ভোজন কিছুই করিবেন না। নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া, 'হা ধিক্! কি কষ্ট!' এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুবর্ণ-পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১২-১৭

তখন রামচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া রাজাকে উত্থাপিত করিয়া কৈকেয়ীর অনুরোধে কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে স্থিরমতি হইলেন। তিনি জননীর এতাদৃক্ নিষ্ঠুর বাক্যে ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—দেবি! আমি অর্থাভিলাষী হইয়া সংসারে বাস করিতে চাহি না। আমাকে ঋষিদিগের ন্যায় সমদর্শী ধার্ম্মিক বলিয়া জানিবেন। যদি প্রাণদানেও পূজনীয় পিতৃদেবের হিতকার্য্য করা যায়, মনে করিবেন, তাহা করাই হইয়াছে। পিতৃ-শুশ্রূষা বা পিতৃবাক্য রক্ষা, ইহার অপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম জগতে আর নাই। পূজনীয় পিতার আদেশ জানিতে না পারিলেও আমি আপনার আজ্ঞায় এখনই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসী হইবার জন্য যাত্রা করিব। হে দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও, যখন এই বিধানের জন্য মহারাজকে বলিয়াছেন, তখন আমার কোন গুণই আপনার গোচর নাই। আমি আপনাকে বলিতেছি, জননী কৌশল্যা ও সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অদ্যই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃসেবা করিতে থাকেন, আপনি সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন; জানিবেন, ইহাই

পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। রামের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, রাজা দশরথের দুঃখ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৮-২৭

তখন রঘুনন্দন অচেতন পিতৃদেব ও অনার্য্যা কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। তদনন্তর উভয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া, অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া, বহিঃপ্রদেশে আসিয়া, অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাইলেন। গমনসময়ে লক্ষ্মণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ভাসমান, তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন।[১] যাইবার সময় রাম অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই আভিষেচনিকদ্রব্যসম্ভারকে প্রদক্ষিণ করিয়া[২] মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত রাজ্য-পরিত্যাগে, চন্দ্রের ক্ষয়দশার ন্যায় তাঁহার কমনীয় কান্তি বিরূপ হইয়া উঠে নাই। যদিও তিনি বসুন্ধরাধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইতেছেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় কেহই সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্রের চিত্তবিকার দেখিতে পায় নাই। তিনি শুভ্র ছত্র, অলঙ্কৃত চামর, আত্মীয় ব্যক্তি, পৌর ও অন্যান্য লোকদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া, মনে মনে দুঃখ-বেগ-বহন[৩] এবং অন্তরে সমস্ত সংগোপন-পূর্ব্বক এই অশিব সংবাদ দিবার জন্য জননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সমাগত সুসজ্জিত জন-সমূহ সত্যবাদী শ্রীমান্ রামের কোনরূপ আকারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। শারদ পূর্ণ শশধর যেমন নিজ নির্ম্মল জগদাহ্লাদপ্রদ তেজ পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাবাহু রাম তাঁহার সহজ সত্ত্বগুণোচিত হর্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি মধুর বাগ্‌জালে সকলকে সম্মানিত করিয়া মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সমগুণাবলম্বী বিপুল-বিক্রম লক্ষ্মণও মনোদুঃখ গোপন-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। সে সময় কৌশল্যা রামের অভিষেকোপলক্ষে নানাপ্রকার উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন, রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বিপদেও ধৈর্য্য ধারণ করিলেন; কিন্তু জননী পাছে আমার বিচ্ছেদে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার মনে এই আতঙ্কের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ২৮-৪০

বিংশ সর্গ

পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া, অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন তাঁহারা এইরূপ বলিতে লাগিলেন, পিতৃনিয়োগ না পাইয়াও যে রাম আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন, যিনি আমাদের একমাত্র গতি, তিনিই আজ বনগামী হইলেন। যিনি জন্মাবধি কৌশল্যাকে যেরূপ জননীজ্ঞান করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদন্যথাচরণ করেন নাই, তিনি অদ্য বনে গমন করিবেন। অন্যের কটু কথায় যিনি কুপিত হন না, যিনি সর্ব্বপ্রকারে ক্রোধকে বর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি প্রিয়বচনে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, তিনি আজ বনে যাইবেন। হায়! রাজা

১। যদিও মূলে লক্ষ্মণ উপস্থিত থাকিয়া এই সকল কথা শুনিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা নাই, কিন্তু নিকটে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন, ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়। প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইল;—"সমীপস্থিতাবগতবৃত্তান্তত্বাৎ।" এবং লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, রাম অভিভূত হয়েন নাই।

২। "দৃষ্টিং তত্র বিচালয়ন্" এই শ্লোকের অর্থ যাহা করা গেল, উহা সকল টীকাকারের অভিমত অর্থ নহে। গোবিন্দরাজ, রামায়ণ-শিরোমণিকার বলেন, চৈত্তা-চতুষ্পথাদির ন্যায় মাঙ্গল্য দ্রব্য দর্শনে উহা প্রদক্ষিণ করিতে হয়, এই শাস্ত্রমর্য্যাদা ধীরোদাত্ত রাম রক্ষা করিয়া এবং তিনি অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টি অবিচলিতভাবে স্থাপন করিয়া গমন করিয়াছিলেন। প্রথমার্থ দৃষ্টি না দিয়াই অর্থাৎ বনে যাইবার জন্যই উহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, অথবা নটের ন্যায় আত্মগোপনের নিমিত্ত সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

৩। মূলে "ধারয়ন্ মনসা দুঃখং" এই দুঃখ শব্দে রামাভিষেক-ব্যাঘাত ও বনবাসজনিত সাধারণ লোকের দুঃখ দেখিতে অসমর্থ হইয়া তাহা গোপন করিয়াছিলেন। অথবা ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত করিয়া মনঃস্থ দুঃখ ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজ্যভ্রংশদুঃখ যাহাতে লোকসমক্ষে অভিব্যক্ত না হয়, সেইরূপ উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন অথবা কৈকেয়ীর লোকাপবাদদুঃখ ধারণ করিয়া এইরূপ অর্থ টীকাকারগণ করিয়াছেন।

দশরথ কি নির্বোধ! তিনি অনায়াসে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিলেন! যিনি সকলের গতি, তাঁহাকেই অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন! এইরূপে রাজমহিষীগণ বিবৎসা ধেনুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পতি নৃপতির নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুরমধ্যে এরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নরনাথ পুত্রশোকাভিভূত হইয়া লজ্জা ও দুঃখে অধোমুখে শয্যামধ্যে বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত রামচন্দ্র, বদ্ধ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত জননীর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। উহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অপরাপর অনেকে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে দেখিবামাত্র নিকটস্থ হইয়া তাঁহার জয়োচ্চারণ করিল।১-১০

তদনন্তর রামচন্দ্র প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিলেন, রাজার প্রিয়পাত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তথায় অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, দ্বাররক্ষাকার্য্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল এবং হৃষ্টমনে তাঁহাকে অগ্রে লইয়া, কৌশল্যাকে তদীয় উপস্থিতিবার্ত্তা প্রদান করিল। পুত্রহিতৈষিণী কৌশল্যা সংযতভাবে রাত্রিযাপন করিয়া সে সময়ে প্রাতঃকালে পুত্রহিতার্থে বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষৌমবসন পরিধান। তিনি মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বক ব্রতপরায়ণ হইয়া হোম করাইতেছিলেন। রাম মাতৃনিকেতনে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেখিলেন, কৌশল্যা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইতেছেন। দৈবকার্য্যের উদ্দেশে দধি, অক্ষত, ঘৃত, মোদক, লাজ, শুক্ল মাল্য, পায়স,, কৃশর[১] সমিধ ও পূর্ণকুম্ভ সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। তিনি কৌশল্যাকে শুক্লাম্বরধারিণী, কৃশাঙ্গী ও দেবতর্পণপরায়ণা দেখিলেন। জননী চিরকামনার ধন নন্দনকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পুত্রের নিকটে গমন করিলেন। ১১-২০

রাম মাতৃচরণে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় শির আঘ্রাণ করিলেন। তখন পুত্রবাৎসল্য নিবন্ধন রাজমহিষী নিজকুমারকে প্রিয়বাক্যে এই কথা বলিলেন,--বৎস! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ু, কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কতদূর সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি অদ্য তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সময়ে কৌশল্যা রামকে উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিয়া, ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন বিনীতস্বভাব রামচন্দ্র করযোড়ে মাতৃগৌরব-রক্ষার্থে অবনত হইয়া দণ্ডকারণ্য-গমনের অনুমতি লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—দেবি! আপনার, সীতার ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ্ উপস্থিত, আপনি তাহার কিছুই জানেন না। আমি যখন এখনই বনগামী হইব, তখন আর এ আসন গ্রহণের প্রয়োজন কি? আমার কুশাসনের সময় সমুপস্থিত। এক্ষণে আমাকে মুনিবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক কন্দ, মূল ও ফল ভোজনে দিনাতিপাত করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনবাসী হইতে হইবে। মহারাজ আমাকে তাপসবেশে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন এবং ভরতকে রাজসিংহাসনে বসাইতেছেন। আমি এই জন্য ফলমূলাহারে নির্জ্জন বনে চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিব। ২১-৩১

কুঠার-কর্ত্তিত শালবৃক্ষের ন্যায় এই কথা শ্রবণমাত্রে দেবী কৌশল্যা স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মত সহসা ভূপতিত হইলেন। রাম তাঁহাকে অচেতনা এবং কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়িনী দেখিয়া, শশব্যস্তে উত্থাপিত করিলেন এবং ভারবাহিনী বড়বা যেরূপ ভারবহনশ্রান্তি অপনোদনের জন্য ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া

১। কৃশর শব্দের অর্থ টীকাকারগণ নানারূপ করিয়াছেন, যথা—তিল মিশ্রিত তণ্ডুল। তিল মুদ্গ তণ্ডুল। তিল ও তণ্ডুল, ইহা পাক করিলে তাহার নাম কৃশর। ফল কথা, 'খিচুড়ী'কে কৃশর শব্দে বুঝায়।

উঠিয়া বসে, সেইরূপ উত্থিতা ধূলিধূসরিতসর্ব্বাঙ্গী কৌশল্যার দেহ রাম নিজ হস্তে মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। রাজমহিষী কখনও দুঃখ ভোগ করেন নাই; তিনি এই নিদারুণ সংবাদে ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ-সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—হে পুত্র! যদি কষ্টের জন্য তোমাকে উদরে না ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে না হয় আমাকে বন্ধ্যাই বলিত; বৎস! বন্ধ্যা নারীর একটিই দুঃখ যে, পুত্রমুখদর্শন ঘটে না; এতদ্ব্যতীত তাহার অপর দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাম! স্বামিসোহাগিনী হওয়া যে সৌভাগ্যের কথা, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; পুত্র জন্মিলে সকল ক্ষোভ দূর হইবে, এই আশায় আমার প্রাণ-ধারণ। হায়! প্রধানা রাজমহিষী হইয়া এক্ষণে আমায় সপত্নীগণের মর্ম্মভেদী কঠোর কথা সকল শুনিতে হইবে! ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে দুঃখের আর কি আছে? আমার শোকদুঃখ যেরূপ, এরূপ আর কাহারও দেখা যায় না। তুমি নিকটে থাকিতে আমার অবস্থা যখন এরূপ শোচনীয়, তখন বনবাসী হইলে, আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে, বলিতে পারি না। বুঝিলাম, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। পতি প্রতিকূল হেতু আমি কত নিগ্রহই ভোগ করি-য়াছি; বলিতে কি, আমি কৈকেয়ীর কিঙ্করীর তুল্য বা তাহাদের অপেক্ষাও হীন আছি। যে ব্যক্তি আমার অনুগত বা আমার সেবায় নিরত, কৈকেয়ী-পুত্রকে আসিতে দেখিলে সে আমার সহিত বাক্যালাপ করে না। বিশেষতঃ কৈকেয়ীর স্বভাব অতি কোপন, আমি এই অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে সেই মুখরা স্ত্রীর মুখদর্শন করিব? হে রাঘব! উপনয়নের পর তোমার বয়স সতর হইয়াছে। এত দিন কেবল দুঃখা-বসান কবে হইবে, এই আশায় আমার দিন কাটিয়া গেল।* অতএব এক্ষণে তোমার রাজ্যনাশ ও বনবাস এই মহৎ দুঃখ আমি দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় সপত্নীদিগের পরাভব আর সহ্য হইবে না। হে বৎস! তোমার মুখচন্দ্র না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমি উপবাস, যোগাভ্যাস এবং নানাপ্রকার কষ্টে তোমাকে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছি, এক্ষণে সে সমুদায়ই বৃথা হইল। নিশ্চয়ই আমার হৃদয় কঠিন, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। নূতন জলে নদীকূলের অবস্থা যে প্রকার হয়, আমার দশাও তাহাই হইয়াছে।

---

* এ স্থলে পাঠকগণের মনে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, বালকাণ্ডে রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন যে, "উনষোড়শ বর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।" অর্থাৎ রামের বয়স উনষোড়শ বৎসর। তাহার পর বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রামের গমন, তাড়কানিধন, অহল্যা-সমুদ্ধার, রামের বিবাহ। এই সকল ঘটনার দীর্ঘকাল পরে রাজ্যাভিষেক-সময়ে তাঁহার বনবাস; সুতরাং এ সময়ে তাঁহার বয়োবৃদ্ধিরই কথা। বাস্তবিক, এই জন্যই ৪৫ সংখ্যক কবিতায় "দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব!" এইরূপ বর্ণনা আছে। টীকাকার "জাতস্য" শব্দে "উপনয়-নাখ্যদ্বিতীয়জন্মনেতি শেষঃ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; তদনুসারে প্রণিধান করিলে মূলের সহিত টীকাকারের অসামঞ্জস্য সংলক্ষিত হয় না। প্রত্যুত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে জানা যায় যে, রামের উপনয়ন গর্ভৈকাদশ বর্ষে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য-বচন,—"মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ। অত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজন্মানঃ।" "উপনয়ে তু গর্ভৈকাদশেষু রাজন্য-মিতি সূত্রব্যাখ্যানে গর্ভৈকাদশেষিতি বহুবচনেন গর্ভনবম গর্ভদশম-গর্ভৈকাদশানি বর্ষাণি গৃহীতানি।" যদিও শাস্ত্রে গর্ভ-একাদশে ক্ষত্রিয়োপনয়নের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বহু-বচন-ব্যঞ্জক অর্থাৎ, গর্ভ-নবম হইতে আরম্ভ হইয়া একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের মুখ্য কল্পনা। রামের গর্ভাষ্টমে উপনয়ন হইয়াছে, সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে দ্বাদশ এবং পরে দ্বাদশ বর্ষান্তে পঞ্চবিংশ বয়সে তাঁহার বনগমন। অন্যত্র সীতার উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, "মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।" সুতরাং 'জাতস্য' শব্দের অর্থ দুইবার জন্ম,—অর্থাৎ উপনয়নের পর। তদনুসারে কৌশল্যার উক্তিতে উপনয়নের পর, সপ্তদশ বর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে এবং ইহাতেই রামের বয়স চতুর্বিংশ উত্তীর্ণ বুঝা যাইতেছে। রামচন্দ্রের বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরা-বসানে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যে দশরথ ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন, তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণ;—"তত্র দ্বাদশবর্ষাণি রাঘবঃ সহ সীতয়া। রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নারায়ণ ইব শ্রিয়া।" এই সম্বন্ধে পুস্তক-ভেদে অন্যরূপ পাঠ থাকায় যেরূপ সুসঙ্গত অর্থ হয়, তাহা আদিকাণ্ডে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণ-তিলককার প্রমাণিত করিয়া রামের গর্ভৈকাদশবর্ষে অর্থাৎ দশমে উপনয়ন, তদনন্তর ১৭ বৎসর অতীত হইয়াছে অর্থাৎ এই সময় ২৭ বৎসর অথবা দশ দশ সপ্ত চ বর্ষাণি ইত্যর্থে দশ সপ্ত চ বর্ষাণি মূলে লিখিত হইয়াছে। কোন ৫০০ শত বর্ষের প্রাচীন পুস্তকে দেখিলাম, সপ্তবিংশতিরস্তেহ তব জাতস্য রাঘব এই পাঠ আছে; এবং সীতোক্তিতে 'মম ভর্ত্তা তদা ব্রহ্মন্ বয়সা সপ্তবিংশকঃ' এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠে কোন কষ্টকল্পনা বা অসঙ্গতি নাই।

বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যু বা যমালয়ে স্থান নাই ; যদি তাহা না হইবে, তবে সিংহ যেরূপ সবলে সজল-নয়না মৃগীকে লইয়া যায়, তাহার ন্যায় যম আমাকে লইয়া যাইতেছে না কেন ? নিশ্চয়ই আমার হৃদয় লৌহময়, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে তোমার মুখে নিদারুণ কথা শুনিয়া ভূপতিত হইলেও তাহা বিদীর্ণ হয় নাই কেন ? এই দুঃখে যখন দেহপতন ঘটে নাই, তখন বুঝিলাম, মরণ অকাল-সঙ্ঘটনীয় নহে। হায় ! আমি বুঝিলাম, পুত্রের উদ্দেশে আমি তপ, জপ, দান ও সংযমাদি যাহা করিয়াছি, আমার ভাগ্যে ঊষরক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় তৎসমুদায়ই নিষ্ফল। যদি অসময়ে মৃত্যু ঘটিতে পারিত, তাহা হইলে বিবৎসা গাভীর ন্যায় তোমাকে হারাইয়া যমালয়ে যাইতাম। অথবা চন্দ্র-বদন তোমা ব্যতিরেকে আমার অমন জীবন ধারণের প্রয়োজন কি ? গাভী যেরূপ বৎসের অনুগামিনী,তাহার ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যাহারে বনগামিনী হইব। রামজননী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে আবদ্ধ দেখিয়া এবং উত্তরকালে সপত্নী-পরাভব-দুঃখ-পরম্পরা পর্য্যা-লোচনা করিয়া, শোকাচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ৩২-৫৫

একবিংশ সর্গ

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ বিলাপকারিণী রামজননী কৌশল্যাকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন,—জননি ! রঘুবীর রামচন্দ্র স্ত্রী-কিঙ্কর পিতার কথানু-সারে উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া যে বন-গামী হইবেন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। পিতার বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটিয়াছে ; তিনি বৃদ্ধ, বিষয়ী, কামার্ত্ত ও স্ত্রী-বাধ্য ; সুতরাং স্ত্রীলোকের কথায় তিনি কি না বলিতে পারেন ? আমি রামচন্দ্রের এরূপ কোনও অপরাধ বা গুরুতর দোষ[১] দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহাকে রাজ্য-শ্রী বিসর্জ্জন দিয়া বনগামী হইতে হয়। অন্য কথা দূরে থাকুক, অপরাধী শত্রুর মধ্যে পরোক্ষেও ইঁহার দোষোদঘাটন করিতে সাহসী হয়, এরূপ লোক আমার লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ যিনি দেবপ্রতিম, সরলস্বভাব, শিক্ষিত ও রিপুবৎসল, অকারণে ধর্ম্মের মুখাপেক্ষী হইয়া কোন্ ব্যক্তি এরূপ গুণনিধি পুত্রকে পরিত্যাগ করে ? মহারাজের পুন-র্ব্বার বাল্যাবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তিনি বিবেচনাশূন্য হইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন্ পুত্র পূর্ব্ব-তন নৃপতিগণের চরিত্র স্মরণ করিয়া তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিবে ? হে রাঘব ! আপনার বনবাস-সংবাদ প্রচারিত না হইতে আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত সাম্রাজ্য করস্থ করুন। আমি কৃতান্তের ন্যায় ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, কোন্ ব্যক্তি আপনার অভিষেকে বাধা দিতে পারিবে ? যদি কেহ প্রতিকূলতাচরণ করে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ শরক্ষেপে আমি এই অযোধ্যাপুরী নির্ম্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ বা তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি তাহাদিগের সকলকে সংহার করিব। আপনি জানি-বেন, মৃদু লোকেই পরাভূত হইয়া থাকে। যদিই বা পিতা কৈকেয়ীর পক্ষপাতী হইয়া, তাঁহার উৎসাহে আমাদের বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বন্ধন করিব অথবা বিনাশ করিব।[২] যদি গুরুলোকে কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য, গর্ব্বিত ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাসন করা অসঙ্গত নহে। হে পুরুষোত্তম ! মহারাজ কোন্ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠত্ব হেতু আপনার প্রাপ্য রাজ্যাধিকার

১। মদীয় পূর্ব্বপুরুষ অসমঞ্জ প্রজাবধাদি দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া-ছিলেন, রামচন্দ্রে তদ্রূপ দোষভাব নাই।

২। এই রামাবতার ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে হইয়াছিল, তখন কিঞ্চিদধিক একপাদ অধর্ম্ম প্রবেশ করায় তদনুসারেই লক্ষ্মণের এইরূপ উক্তি সম্ভব হইয়াছে ; এবং পরোপদেশ লাভ করিয়া কৈকেয়ীর ঐরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল,এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের ছল গ্রহণ করিয়া বালিবধে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, এই মত তিলক নামক টীকাকারের।

কৈকেয়ীকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার ও আমার সহিত বিরোধ ঘটাইয়া, ভরতকে রাজ্য প্রদান করা কাহার সাধ্য? হে দেবি! আমি যথার্থই প্রাণের সহিত রামের প্রতি অনুরক্ত, আমি সত্য, শরাসন ও ইষ্ট বস্তুর উল্লেখ-পূর্ব্বক আপনার নিকটে শপথ করিতেছি, যদি রাম প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি জানিবেন, আমিও পূর্ব্বেই ঐ পথাবলম্বন করিয়াছি। যেরূপ তিমি-রারির আবির্ভাবে তিমির-বিনাশ ঘটে, তাহার ন্যায় আমি আপনার দুঃখ দূর করিব। হে দেবি! আপনি এবং রামচন্দ্র আমার প্রভাব অবলোকন করুন। যিনি বৃদ্ধবয়সে বালক, যিনি কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত, সেই বৃদ্ধ পিতাকে এখনই বিনষ্ট করিব। ১-১৯

তখন কৌশল্যা লক্ষ্মণের মুখে এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া, শোকাকুলিতচিত্তে সজলনয়নে রামকে কহিলেন,—বৎস! তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাহা বলিলেন, শুনিলে? যদি ইহাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তন্মতাবলম্বী হও। তুমি সপত্নীর অধর্ম্মজনক কথায় শোকাকুলা আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মই যদি তুমি আচরণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা কর।[৩] তাহাতেই তোমার ধর্ম্মসঞ্চয় ঘটিবে। হে পুত্র! মহাত্মা কাশ্যপ গৃহে অবস্থিতি করিয়া মাতৃশুশ্রূষাপ্রভাবে প্রাজাপত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৪] মহারাজ যেরূপ তোমার পূজ্য, আমিও সেইরূপ গৌরবাস্পদ; আমি তোমাকে বনে পাঠাইবার অনুমতি দিতেছি না; তোমাকে বলিতেছি, তুমি বনবাসী হইও না।[৫] তোমার বিয়োগে আমার সুখভোগ বা জীবনধারণে প্রয়োজন কি? অধিক কি বলিব, তোমার সমভিব্যাহারে তৃণভোজন করিয়া জীবন ধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে বৎস! তুমি একান্তই যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন কর, তাহা হইলে আমি প্রায়োপবেশনে শরীরপাত করিব। জানিবে, তাহা হইলে, সমুদ্রের যেরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্ম-হত্যা সদৃশ পাপ হইয়াছিল,[৬] তোমাকেও সেইরূপ মাতৃ-মৃত্যু-জন্য চিরনিরয়গামী হইতে হইবে। ২০-২৮

তখন ধার্ম্মিক রামচন্দ্র দীনভাবে রোরুদ্যমানা বিলাপকারিণী কৌশল্যাকে ধর্ম্মানুগত বাক্যে কহিলেন, —দেবি! পিতৃবাক্য অবহেলা করিতে আমার সামর্থ্য নাই; আমি আপনার চরণ ধরিয়া বলিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে অবশ্যই বনগামী হইতে হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বনবাসী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহর্ষি কণ্ডু গোহত্যা অধর্ম্ম-জনক কার্য্য জানিয়াও পিতার আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন[৭]। পূর্ব্বকালে সগরবংশজাত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পিতা সগরের অনুমতিক্রমে পৃথিবী খনন-পূর্ব্বক অবশেষে বিনষ্ট হইয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র বীর্য্যবান্ পরশুরাম পিতৃ-নিয়োগ-নিবন্ধন কুঠার দ্বারা তপোবনস্থায়িনী জননী রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছেন। এই সমস্ত দেবোপম

৩। রামের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য কৌশল্যা লক্ষ্মণের বাক্যে অল্প সমর্থন করিয়া এবং রাজার অভিপ্রেত ভরতকে রাজ্যদান হইলে তুমি তাহা করিয়াও এই স্থানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, কৈকেয়ীর অভিপ্রেত চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস স্বীকার করিও না, এই অভিপ্রায়েই কৌশল্যা এই কথা বলিয়াছেন।

৪। এই আখ্যায়িকা কোন পুরাণে দেখা যায় না, সম্ভবত আদি-কাণ্ডে বর্ণিত ইন্দ্রকৃত দিতির পরিচর্য্যা লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়া থাকিবে। অথবা ইন্দ্র পূর্ব্বজন্মে মাতৃশুশ্রূষার বলে পরজন্মে দেবরাজ হইয়াছিলেন।

৫। পিতুর্দশগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া কৌশল্যার উক্তি।

৬। পিপ্পলাদ নামে এক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সমুদ্র, বিশেষ অপকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পিপ্পলাদ কৃত্যা উৎপাদন করিয়া সমুদ্রকে ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপের যেরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ দুঃখ দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ একটি গাথা পাওয়া যায়, যথা—"পিপ্পলাদ-সমুৎপন্নে কৃত্যে লোকভয়ঙ্করি। পাষাণস্তে ময়া দত্তঃ আহারার্থং প্রকল্পিতম্।" অথবা সমুদ্রই কখন মাতৃদুঃখজনক কোন অধর্ম্মাচরণ দ্বারা ব্রহ্মহত্যারূপ পাপভোগ্য নরক ভোগ করিয়াছিলেন।

৭। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা কণ্ডু গোমাতৃবধও পিতৃ-আদেশে করিয়াছেন, আমি কেবল মাকে দুঃখ দিতেছি। সুতরাং ইহা অকিঞ্চিৎকর। পিতৃবাক্য পালন না করিলে মহা অধর্ম্ম হইয়া থাকে।

মহাপুরুষেরা এবং অন্যান্য অপর ব্যক্তিগণ পিতৃ-নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন; অতএব যাহাতে পিতৃ-হিত সাধিত হয়, আমি অক্ষুণ্ণমনে তাহা সম্পাদন করিব। দেখুন, কেবল আমি একাই যে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেছি, এরূপ নহে, যে সকল মহাত্মাদের নাম নির্দ্দেশ করিলাম, তাঁহারা পর্য্যন্ত এ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই, আমি সে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছি না; বাস্তবিক পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রেত ও অবলম্বিত পথেই আমি গমন করিতেছি[৮]। অতএব, পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতৃবাক্য অন্যথা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আপনি এরূপ কার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন না; পিতৃবাক্য রক্ষা করিয়া কাহারও ধর্ম্মহানি ঘটে নাই। মহাবীর রামচন্দ্র জননী কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে কহিলেন। ২৯-৩৮

লক্ষ্মণ! তুমি যে আমার প্রতি সবিশেষ ভক্তিমান্, তাহা আমার অবিদিত নাই। তোমার বল, বীর্য্য ও দুর্দ্ধর্ষ তেজও আমি বিধিমতে অবগত আছি। হে শুভলক্ষণ! আমার জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায়ের মর্ম্ম অবগত না হইয়া আমার বনবাস জন্য অতিশয় কাতর হইয়াছেন। দেখ, লোকে ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে এবং ইহাতেই সত্যের আবির্ভাব; আমার প্রতি পিতৃদেব যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত। হে বীর! যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু, পিতা, মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা পালন না করে, তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি সেই কারণে পিতৃনির্দ্দেশ অতিক্রম করিতে পারিতেছি না; বিশেষতঃ, পিতৃবচন ও জননী কৈকেয়ীর আদেশ আমার সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। আমি এই কারণে তোমাকে বলিতেছি, তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর; যে ধর্ম্ম অতি কঠোর, তাহা গ্রহণ করিও না, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, আমার বুদ্ধির অনুসরণ কর[৯]। লক্ষ্মণাগ্রজ, সৌহার্দ্দনিবন্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার অবনতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন,—দেবি! আমার প্রতি অনুমতি করুন, আমি বনগমন করি; আমার দিব্য, আপনি কদাচ আমার এই মঙ্গলকার্য্যে অমঙ্গল ঘটাইবেন না। আমি পূর্ব্বকালে রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়াও পুনরায় স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পিতৃসত্য-পালন-পূর্ব্বক অরণ্য হইতে পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিব। জননি! আপনি আমার জন্য শোক করিবেন না, মনের ক্ষোভ মনোমধ্যে রক্ষা করুন; আমি আপনার নিকটে সত্য-স্বরূপে বলিতেছি, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব। আপনি, আমি, জানকী, সুমিত্রা ও সৌমিত্রি, পিতা যাহা বলিবেন, তাহা পালন করা এই কয় জনের পক্ষে কর্ত্তব্য; ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। জননি! আপনি মনোদুঃখ দূর করুন, আমার অভিষেক-ব্যাপারে নিরস্ত থাকিয়া, আমার বনবাসকৃত এই ধর্ম্মবুদ্ধির অনুবর্ত্তিনী হউন। রামচন্দ্র অকাতরে বিনম্রবাক্যে ধৈর্য্যযুক্ত যুক্তিসঙ্গত এইরূপ কথা কহিলে, কৌশল্যা মূর্চ্ছিতের ন্যায় যেন চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ৩৯-৫১

হে পুত্র! আমি তোমাকে যত্ন ও স্নেহাতিশয়ে লালন-পালন করিয়াছি, অতএব মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু; আমি তোমার বনগমন অনুমোদন করি না, এক্ষণে কিরূপে এই দুঃখভাগিনী

৮। ইহাকে অভিনব ধর্ম্ম বা সাহসকৃত অধর্ম্ম বলা যায় না, পিতার নিয়োগ ব্যতীত এইরূপ করিলে উহাকে সাহস বলা যাইত, পিতুঃ শতগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে। ইহা শুশ্রূষা মাত্রের জন্য, বাক্য-প্রতিপালনবিষয়ে নহে; কারণ, মাতাও পিতার নিয়ন্ত্রণাধীন।

৯। লক্ষ্মণ কেবল নীতির অনুসরণরূপ লোকায়তিকের মত স্থাপন করিলে, রামচন্দ্র ঐ মত নিরাস করিয়া ধর্ম্মমত স্থাপন করেন; ইহাই তাৎপর্য্য। মহাভারতেও ক্ষাত্রধর্ম্মের নিন্দা আছে, যথা—“ক্ষত্রধর্ম্মো মহারৌদ্রঃ শঠকৃত্যা ইতি স্মৃতঃ।”

জননীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিবে? বৎস! তোমাকে বনবাসী করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার ফল কি? আত্মীয় অন্তরঙ্গেই বা প্রয়োজন কি? দেব-পূজা বা তত্ত্ব-জ্ঞান-চর্চ্চাতেই বা কি হইবে? যদি সকল সম্পর্কশূন্য হইয়া, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে পাইতে পারি, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল। তখন অন্ধকার-প্রবিষ্ট মহাগজ যেরূপ উল্কাদণ্ড স্পর্শে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র জননীর সকরুণ বাক্যে অরণ্যগমনরূপ কার্য্যে আরও দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, জননী সম্মুখে অচেতন-বৎ, ভ্রাতা লক্ষ্মণও কাতর ও সন্তপ্ত; তখন তিনি আপনার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি বিদ্যমান, তাহা আমি জানি, তোমার পরাক্রম অনন্যসাধারণ; আশ্চর্য্য, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আরও কাতর করিতেছ। এই জীবলোক, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলোৎপত্তিকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হৃদয়-বিহারিণী অনুগামিনী পুত্রবতী ভার্য্যার ন্যায় একান্ত প্রার্থনীয়। যাহাতে ধর্ম্মার্থকামের সংস্রব নাই, তদনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে; যাহাতে ধর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা করাই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থপর হইয়া থাকে, তাহাকে লোকে দ্বেষ করে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ধর্ম্ম-বিহীন কাম কোনও রূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে না। দেখ, আমাদের পিতা গুরু, বিশেষতঃ রাজা, আবার বৃদ্ধ; তিনি কাম, ক্রোধ বা হর্ষ হেতু যেরূপ অনুমতি করিবেন, ধর্ম্মজ্ঞানে কোন্ অনিষ্ঠুরস্বভাব মানব তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই নিমিত্ত পিতৃ-দেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধাচরণে আমি সমর্থ নহি। মহারাজ আমাদের পিতা, আমাদের উপর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বর্ত্তমান, বিশেষতঃ, তিনি দেবীর ভর্ত্তা, তিনিই একমাত্র গতি ও ধর্ম্ম। তিনি এক্ষণে ধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবিত এবং পুত্র-পরি-ত্যাগেও প্রস্তুত; সেইরূপ নিজের ধর্ম্মপথে বিদ্যমান থাকিতে, অভিষিক্ত মহিষী হইয়া, আপনি সাধারণ বিধবা রমণীর ন্যায় আমার সহিত বনে গমন করিতে পারেন না। অতএব, যেরূপ সত্যপালন করিয়া মহা-রাজ যযাতি পুনর্ব্বার স্বর্গে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাকে দেবী বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন; ব্রত-কাল পূর্ণ করিয়া যাহাতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। আমি রাজ্য-লাভ-বাসনায় আকৃষ্ট হইয়া পিতৃ-বিয়োগে বনগমনজনিত যশোলাভে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। বিবেচনা করিলে, জীবন ক্ষণধ্বংসী; অতএব এ জীবনে অধর্ম্মানুসারে তুচ্ছ রাজ্যভোগ আমার বাসনার বিষয় নহে। মানবেন্দ্র রামচন্দ্র অক্ষুণ্ণমনে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে অনুজ লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, জননী কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। ৫২-৬৪

দ্বাবিংশ সর্গ

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের বনবাস স্মরণ করিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার অবস্থা লক্ষ্মণের নিকটে অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি সরোষে নাগেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র প্রিয় ভ্রাতাকে সম্মুখীন করিয়া ধৈর্য্য-গুণে আপনার চিত্তসংযম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি ক্রোধ, শোক ও অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান দান করিও না; আমার জন্য যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা দূরীভূত

কর[১]। আমার অভিষেক-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তুমি যেরূপ যত্ন করিয়াছিলে, অভিষেকনিবৃত্তির জন্য সেইরূপ যত্ন কর। আমার অভিষেক-সংবাদে যিনি মনঃক্ষোভ পাইয়াছেন, সেই জননীর যাহাতে আতঙ্ক না ঘটে, তুমি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। হে সৌমিত্রে! মাতা কৈকেয়ীর অন্তরে যে শঙ্কাময় দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছে, মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পিতা-মাতার নিকটে যে সামান্যরূপ অপরাধ করিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না। আমার পিতৃদেব সত্যবাদী, সত্যসন্ধ ও সত্যপরাক্রম, তিনি পরলোকভয়ে ভীত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। আমার অভিষেকব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে, পিতা তাঁহার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া, মনস্তাপ পাইবেন, সেই দুঃখে আমার মর্ম্মপীড়াও বৃদ্ধি পাইবে; এই কারণে উপস্থিত রাজ্যাভিষেক পরিত্যাগ করিয়া বনে যাওয়াই আমার বাসনা। ১-১০

আমি বনগমন করিলে, দেবী কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া স্বপুত্র ভরতকে আনাইয়া নিষ্কণ্টক রাজসিংহাসনে বসাইবেন। আমি জটা-মণ্ডল-মণ্ডিত ও বল্কল-বিভূষিত হইয়া অরণ্যযাত্রা করিলে, তিনি মনের সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। যিনি[২] কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি দিয়াছেন, তিনিই আবার বুদ্ধির অনুরূপ কার্য্য-সাধনে তাঁহাকে স্থির রাখিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে মনঃপীড়া দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে; আমি এখনই বনগমন করিব। ভ্রাতঃ! প্রাপ্ত সুবিশাল রাজ্যের নিবর্ত্তন ও আমার বনবাস, এই দুইটি বিষয়ই দৈবায়ত্ত, তাহার কোন সন্দেহ নাই।[৩] যদি দৈব এ বিষয়ের কারণ না হইবে, তাহা হইলে আমার বনবাসে দেবী কৈকেয়ীর এত অধ্যবসায় কেন হইবে? হে লক্ষ্মণ! তুমি জান, আমি কখনও মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও ভিন্নভাব প্রদর্শন করি না, এবং কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে ভেদদৃষ্টিতে দেখেন না। তিনি যে আমার অভিষেকনিবৃত্তি ও বনবাসের জন্য এরূপ কঠোর কথা মুখে আনিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন আর কাহারও দোষ দিতে পারি না। আমি জানি, দেবী কৈকেয়ী অতি সংস্বভাবা, মহাকুলপ্রসূতা ও গুণশালিনী, তিনি যে সামান্য ক্ষুদ্রহৃদয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামিসমক্ষে এরূপ মর্ম্মভেদী কথা কহিতেছেন, দৈবই তাহার মূল কারণ। যাহা চিন্তার বিষয় নহে, তাহাই দৈব। জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না; এই কারণে আমার প্রতি তাঁহার এরূপ ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কর্ম্মফল ব্যতিরেকে যাহাকে জানিবার কোনও উপায় নাই, সেই দৈবের প্রতিকূলতাচরণে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইতে পারে? ১১-২১।

সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-ক্ষতি, বন্ধন-মুক্তি, এই সকলের মধ্যে যে কিছু দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহাই দৈবকর্ম্ম। অন্য কথা কি, কঠোরব্রতাবলম্বী উগ্রতপা তপস্বিগণও দৈববশতঃ ব্রতাদি পরিত্যাগ

১। পিতাকে বধ করিবার জন্য রোষ, আমার বনবাস জন্য শোক ও অবমাননা ধৈর্য্য দ্বারা সহন করিয়া অর্থাৎ ইহা শত্রুকৃত বা নিজ-দৌর্ব্বল্যকৃত নহে বলিয়া সহ্য করিতে হইবে। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনে যাইতেছি, এই মনে করিয়া বিপুল হর্ষে আমার অভিষেকার্থ সংগৃহীত এই সামান্য অলঙ্কারাদি পরিহার কর। নির্ব্যাজ ধর্ম্মপরিপালনরূপ অলঙ্কারই প্রকৃত ভূষণ।

২। আমার বনগমনব্যাপারে কৈকেয়ীর কোন অপরাধ নাই—কারণ, অন্যের প্রেরণায় তিনি এইরূপ করিয়াছেন। তবে যাঁহার প্রেরণায় করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, আমাদের তাঁহার প্রতি কোন দণ্ড দিবার সামর্থ্য নাই—তাঁহার প্রেরণায় কৈকেয়ী এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও তদ্রূপ স্থিরনিশ্চয়ও হইয়াছেন, সুতরাং কালবিলম্বাদি দ্বারা তাঁহাকে মনঃক্লেশ দেওয়া আমার বিবেকবিরুদ্ধ, তুমিও তাঁহাকে কোনরূপ ক্লেশ দিতে পার না। আমাদ্রই প্রেরণায় তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, এইরূপ গূঢ় অভিপ্রায় শ্লোকের যথার্থ বুঝিতে হইবে।

৩। দৈবশব্দে ইন্দ্রাদি দেবগণের দুঃখনিবর্ত্তক অদৃষ্ট বুঝিতে হইবে; কারণ, প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভগবান রামচন্দ্রের দুরদৃষ্টের সম্ভাবনা হইতে পারে না। দৈবশব্দে কেহ কেহ বলেন, অদৃষ্টকে বুঝায়, আচার্য্যগণ বলেন, ঈশ্বরই দৈব।

৪। পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিবৃত্তি করিব, এ কথাও বলা চলে না; কারণ, দৈব কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমেয়, সেই ফলদর্শনের পর আর তাহার প্রতিকূলতা করিবার মত কিছুই থাকে না; সুতরাং পুরুষকার এ বিষয়ে নিরর্থক। সর্ব্বতোভাবে দৈবই বলবান্, পুরুষকার কাকতালীয়-ন্যায়ে কখন কখন ফলপ্রদ হয়।

করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া থাকেন। আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত রাখিয়া অকস্মাৎ যে কোনও অসংকল্পিত বিষয়ের প্রবর্ত্তনা ঘটে, তাহাই দৈবের কর্ম্ম। লক্ষ্মণ! তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সবিশেষ প্রবুদ্ধ হইতে পারিলে, আমার অভিষেক ও বনবাস সম্বন্ধে তোমাকে তাপিত হইতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার উপদেশে মনের সন্তাপ দূর করিয়া আমার মতের অনুগামী হও এবং আমার অভিষেক-প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক-কার্য্যের জন্য যে সকল সজল কলস স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে তদ্দ্বারা আমার তাপস-ব্রতের স্নানকার্য্য সমাহিত হইবে। অথবা, অভিষেক-সামগ্রীতেই বা প্রয়োজন কি? আমি স্বহস্তে কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, তদ্দ্বারা বনবাস-ব্রত-স্নান সমাপন করিব। ভাই লক্ষ্মণ! রাজ্যাধিকার ঘটিল না বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রাজ্য ও অরণ্য এই উভয়ের মধ্যে বনবাসই ফলদায়ক। হে লক্ষ্মণ! তুমি দৈবপ্রভাব জানিতে পারিলে; অতএব, রাজ্যনাশ ও বনবাস বিষয়ে পিতা বা মাতার দোষ মনে করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।[৫] ২২-৩০

ত্রয়োবিংশ সর্গ

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, অনুজ লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত থাকিয়া অবনতমস্তকে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১]। তিনি ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে ভ্রূকুটি বন্ধন-পূর্ব্বক বিলাভ্যন্তরস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় সক্রোধে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল। হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি হস্তাগ্র বিক্ষেপ ও নানা প্রকার গ্রীবাবক্রাদি ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর বক্র-ভাবে রামের প্রতি কটাক্ষ-বিক্ষেপ-পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আপনি যে বনগমনে সমুদ্যত হইয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আমি বলিতে পারি যে, ধর্ম্মদোষ-প্রসঙ্গ ও লোক-মর্য্যাদার শঙ্কা[২] প্রযুক্ত আপনার অন্তরে বিষম আবেগের আবির্ভাব হইয়াছে; যদি না হইবে, তাহা হইলে আপনার ন্যায় লোক কি কখনও এরূপ কথা বলিতে পারেন? আপনি বীর ও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হইয়া দৈবকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অকিঞ্চিৎকর দৈবের এতদূর প্রশংসা করিতেছেন কেন? হে ধর্ম্মাত্মন্! মহারাজ অতিশয় পাপী এবং কৈকেয়ীও ঘোরতর পাপীয়সী, ইঁহাদের দুরভিসন্ধি কি আপনি অবগত নহেন? আপনি কি জানেন না, সংসারের অনেকে কেবল ধর্ম্মের ভাণ করিয়া চলিয়া থাকেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন, স্বার্থপরতার বাধ্য হইয়া মহারাজ ও কৈকেয়ী আপ-নাকে শঠতা-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে অভিষেকের আয়োজন করিয়া এখনই তাঁহারা এরূপ বিঘ্ন ঘটাইতেন না। যদি

৫। উপদেশের সার ও প্রয়োজন এই শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে, মাতা বা পিতা কাহাকেও এ বিষয়ে দোষী করা চলে না; কারণ, দৈবগ্রস্ত হইয়াই এইরূপ কার্য্য তাঁহারা করিয়াছেন।

এই শ্লোকে কৈকেয়ীকে যবীয়সী অর্থাৎ কনিষ্ঠা মাতা বলা হইয়াছে, অন্যত্র মধ্যমাম্বা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এই তিন জনের মধ্যে কৈকেয়ী কনিষ্ঠা, অন্য মাতৃগণাপেক্ষায় তাঁহাকে মধ্যমা বলা হইয়াছে।

১। পূর্ব্বসর্গে দৈবের প্রাধান্য দেখাইয়া রাজ্যনাশ ও বনবাসে দুঃখ করা অনুচিত এবং ধর্ম্মই সকল মঙ্গলের নিদান, সুতরাং পিতৃবাক্য পালন অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুরুষকারই প্রধান, দৈব দুর্ব্বলের আশ্রয়াগারে। ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অবিরোধে কর্ত্তব্য। এইমত পূর্ব্বে লক্ষ্মণ যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, তাহাই এই সর্গে সবিস্তারে বর্ণন করিবেন।

২। ধর্ম্মদোষপ্রসঙ্গ, পিতৃবাক্য পরিপালন করা রূপ ধর্ম্মের হানি হইতেছে, এবং সেই ধর্ম্ম পালন না করিলে অন্যকে কি করিয়া ধর্ম্মানুসারে পালন করা যায়, এবং আমি পিতৃবাক্য পালন না করিলে অন্যেও পিতৃবাক্য পালন করিবে না, এইরূপে লোকমর্য্যাদা-নাশের আশঙ্কা প্রযুক্ত যে আপনার বনগমনের জন্য উহা সম্ভব দেখা যায়, উহাও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। চার্ব্বাক বলিয়াছেন, "বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবি-কেতি বৃহস্পতিঃ" ইহাই ভ্রম।

বর-দান-প্রস্তাব প্রকৃত হইত, তবে অভিষেক-সমারম্ভের পূর্ব্বেই তাহার সুচনা হইল না কেন? যাহা হউক, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া, কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করা নিতান্ত লোকনিন্দার কথা। ১-১০

হে বীরকুলচূড়ামণে! আমি এই ঘোরতর বীভৎস ব্যাপার কোনও রূপেই সহ্য করিতে পারি না। আপনি যে পিতৃসত্য-পালন-নিবন্ধন ধর্ম্মের মর্ম্মানুধাবনে মুগ্ধ হইয়েছেন এবং যাহার প্রভাবে আপনার বুদ্ধিবিপর্য্যয় দাঁড়াইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মকে অন্তরের সহিত দ্বেষ করি। আমি আপনাকে কর্ম্মক্ষম বলিয়া জানি, কিন্তু আপনি কি কারণে স্ত্রীবাধ্য নৃপতির অধর্ম্মপূর্ণ এই ঘৃণিত বাক্য রক্ষা করিবেন, তাহাই আমার চিন্তার বিষয়। আপনার রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে যে ব্যাঘাত উপস্থিত, বরদানই ইহার ছলনামাত্র; আশ্চর্য্য, আপনি যে ইহা স্বীকার করেন না, তাহাই আমার দুঃখ। আপনি যে ধর্ম্মানুসরণ-পূর্ব্বক বনপ্রস্থানে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা নিতান্ত লোকনিন্দিত। যাঁহাদের অভিপ্রায় দূষিত, সেই মহারাজ ও কৈকেয়ীর কথা রক্ষা করা দূরে থাকুক, মনে করিতেও নাই। প্রকৃত বলিতে গেলে, মহারাজ ও কৈকেয়ী সম্বন্ধানুসারে পিতা-মাতা, কিন্তু ব্যবহারে তাঁহারা দারুণ বৈরী; আমাদের অনিষ্টাচরণ তাঁহাদের নিত্যব্রত। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বাধা জন্মাইলেন, আপনি তাহা দৈবকার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। আপনাকে অনুরোধ করি, এ দুর্ব্বুদ্ধি দূর করুন, আমি এরূপ দৈবের পক্ষপাতী নহি। যে ব্যক্তি পুরুষার্থবর্জ্জিত ও নিতান্ত নিস্তেজ, সেই-ই দৈবকে মানিয়া থাকে। যাঁহারা বীর এবং লোকে যাঁহাদিগকে পুরুষ বলিয়া জানে, তাঁহারা দৈবের মুখাপেক্ষী হয়েন না। যিনি স্বকীয় পুরুষার্থ দ্বারা দৈবকে নিবারিত করিতে পারেন, যদি দৈবাৎ তাঁহার স্বার্থহানি ঘটে, তথাপি তিনি অবসন্ন হয়েন না। হে অগ্রজ! অদ্য লোকে দৈব ও পুরুষের পৌরুষ উভয়কে প্রত্যক্ষ করিবে; যাহা হউক, অদ্য দৈব ও মানুষের বলাবল পরীক্ষিত হইবে। ১১-২০

যাহারা দৈবশক্তিতে আপনার রাজ্যাভিষেক প্রতিহত দেখিয়াছে, অদ্য তাহারাই আমার পৌরুষ-প্রভাবে সেই দৈবকে পরাস্ত হইতে দেখিবে। আমি অদ্য উচ্ছৃঙ্খল মদস্রাবী মত্ত হস্তীর ন্যায় স্বকীয় পরাক্রমে দৈবকে আয়ত্তীভূত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, নিখিল লোকপাল, এমন কি, ত্রিলোকের সমস্ত লোকও আপনার অভিষেকসম্বন্ধে বাধা দিতে পারিবেন না। যাহাদের মন্ত্রণায় আপনার অরণ্যযাত্রা স্থিরীকৃত হইয়াছে, অদ্য আমি তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিব। মহারাজ ও কৈকেয়ী আপনার অনিষ্টাচরণ করিয়া ভরতকে যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে আশান্বিত হইয়াছেন, আজ তাহা নির্ম্মূলিত করিব। যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবে, আমার দুর্দ্ধর্ষ পৌরুষ যেরূপ তাহার দুঃখের কারণ হইবে, দৈববল সেরূপ সুখ প্রদান করিতে পারিবে না। হে আর্য্য! আপনি রাজ্য পালন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে যখন বনগামী হইবেন, তখন আপনার পুত্রেরা প্রজাপালন-পূর্ব্বক রাজ্যকার্য্য করিতে থাকিবে। পুত্রগণ যখন অপত্যবৎ প্রজাপালনপরায়ণ হইবে, তখনই তাহাদের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথানুসারে বনগমনই শ্রেয়স্কর। হে আর্য্য! মহারাজ কামাধীনতা-প্রযুক্ত চপলতা-দোষে প্রতিকূলতাচরণ করিলেও আপনি উপস্থিত রাজ্যাধিকারে নিরস্ত হইবেন না। হে বীর! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, যদি না করি, যেন বীরলোকে আমার গতি না হয়। জানিবেন, তীরভূমি যেমন সাগরের রক্ষক, আমিও আপনার নিকটে তদ্রূপ। ২১-২৮

সম্প্রতি আপনার রাজ্যাভিষেকার্থ যে সকল মাঙ্গল্যদ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আপনি অভিষিক্ত হউন। যদি এ কার্য্যে নৃপগণ কোনও বাধা প্রদান

করেন, আমি একাকী তাহা নিবারণ করিব। জানিবেন, আমার বাহুযুগল শরীরের শোভা-সম্পাদনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ভূষণের জন্য ধনুর্দ্ধারণ নহে। এই অসি কটিদেশে বান্ধিয়া রাখিবার জন্য ধারণ করা হয় নাই এবং এই শরে কাষ্ঠভার অবতারিত হয় না। অন্য কথা কি বলিব, যদি সুরপতি উপস্থিত ব্যাপারে শত্রুতা করিতে সচেষ্ট হন, আমি বিদ্যুদ্বৎ তীক্ষ্ণধার অসির সাহায্যে তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। আমার এই খড়্গ হস্তীর শুণ্ড, অশ্বের উরু এবং পদাতির মস্তক সকল চূর্ণ করিয়া, রণভূমিকে নিতান্ত দুর্দ্দর্শ করিয়া তুলিবে। অদ্য আমার অসি-প্রহারে বিপক্ষগণ শোণিতাক্ত-শরীরে প্রদীপ্ত বহ্নি ও সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভিত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, গোধা-চর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ও দিব্য শরাসন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কোন্ বীরপুরুষ আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে? আমি বহুতর বাণনিক্ষেপে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরাঘাতে অনেককে বিনষ্ট করিয়া, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মস্থান নিরন্তর বিদ্ধ করিয়া ফেলিব। হে প্রভো! অদ্য মহারাজের প্রভুত্ব বিনাশ এবং আপনার প্রভুশক্তি সংস্থাপনার্থে আমার বাহুশক্তি প্রদর্শিত হইবে। অধিক কি বলিব, আমার যে হস্ত চন্দনলেপন, কেয়ূরধারণ, অর্থবিতরণ ও সুহৃদ্গণের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শনের পক্ষে প্রকৃত উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার রাজ্যাভিষেক-ব্যাঘাতকদিগের বিরুদ্ধে অনুরূপ কার্য্যসাধন করিবে। হে প্রভো! আপনি অনুমতি করুন, কাহাকে ধন, প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে? আমি আপনার কিঙ্কর, আমাকে বলুন, যেরূপে এই মেদিনী আপনার হস্তগামিনী হয়, আমি তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হই। রঘুকুল-বিবর্দ্ধন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বারংবার সান্ত্বনা ও তদীয় অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সম্যক্প্রকারে পিতৃসত্যপালনই সৎপথ[৩] বলিয়া অবধারিত করিয়াছি; অতএব তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইব না। ২৯-৪১

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

কৌশল্যা রামচন্দ্রকে পিতৃসত্য-পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ধার্ম্মিকপ্রবর রামকে কহিতে লাগিলেন,—যে রাম মহারাজ দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শৈশবকালাবধি দুঃখ কি পদার্থ, যিনি অবগত নহেন, তিনি কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তিতে[১] দিনপাত করিবেন? যাঁহার ভৃত্য ও পরিচারকেরা উৎকৃষ্ট অন্নভোজন করে, সেই রামচন্দ্র বনে ফলমূলভোজনে কিরূপে দিনপাত করিবেন? রাজার প্রিয়পুত্র গুণনিধি রাম নির্ব্বাসিত হইতেছেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে, এবং বিশ্বাস হইলেও এখন হইতে পুত্রমাত্রেই পিতাকে ভয়ের কারণ বলিয়া কাহার মনে না হইবে? যখন হে রাম! তুমি লোকপ্রিয় হইয়াও বনবাসী হইলে, তখন সুখদুঃখের নিয়ামক দৈবই যে প্রধান, তাহা নিশ্চয়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালীন হুতাশন যেরূপ বৃক্ষলতাদির দাহক, তদ্রূপ তোমার শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উপচীয়মান হইবে; তোমার অদর্শনরূপ বায়ু উহাকে প্রজ্বালিত করিয়া তুলিবে; মনোদুঃখ উহার কাষ্ঠ, নেত্রজল আহুতি এবং চিন্তাসমুত্থিত বাষ্প ধূমরূপে প্রকাশিত হইবে। হে বৎস! ধেনু যেরূপ বৎসের অনুগামিনী হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ

৩। "জীবতো বাক্যকরণাৎ প্রত্যব্দং ভূরিভোজনাৎ। গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা।" এই শাস্ত্রানুসারে পিতৃবাক্য পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১। ক্ষেত্রে পতিত ধান্য-যবাদি, যাহা ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, সেই সকল সংগ্রহ করার নাম উঞ্ছবৃত্তি, এই স্থানে ফল-মূলাদি গ্রহণকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

করিব না; তুমি যেখানে যাইবে, তদনুগমন করিব। ১-৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব শোকসন্তপ্তা জননীর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা জননীকে কহিলেন,—জননী কৈকেয়ী মহারাজকে বঞ্চিত করিয়া অতিশয় তাপিত করিয়াছেন, আমিও এক্ষণে মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে, যদি এ সময়ে আপনি আমার অনুগামিনী হন, তাহা হইলে মহারাজ বাঁচিবেন না। সংসারে যত কিছু নিষ্ঠুরতা আছে, স্বামী পরিত্যাগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস কার্য্য; অতএব আপনি এ হেন নিন্দনীয় কার্য্য মনে চিন্তাও করিবেন না। জগতী-পতির যত কাল জীবদ্দশা, আপনি তত দিন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকুন; জানিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শুভদর্শনা কৌশল্যা রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে 'তাহাই হইবে' এই কথা অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে বলিলেন। তখন জননীকে স্বামিসেবায় সম্মত দেখিয়া, শ্রীরাম পুনর্ব্বার কহিলেন, —জননি! মহারাজ আপনার ভর্ত্তা এবং আমার পরম গুরু,—পিতা; বিশেষতঃ, তিনি সকলের অধিপতি ও প্রভু; অতএব তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, চতুর্দ্দশ বৎসরকাল বনে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক প্রীতমনে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার চরণসেবা করিব। ১০-১৭

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা সজলনয়নে দুঃখিতমনে প্রিয়পুত্র রামকে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! যদি বনগমনে একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে বন্য মৃগীর ন্যায় আমাকে তোমার অনুগামিনী কর; আমি বলিতেছি, তোমাকে বনবাসী করিয়া সপত্নীদিগের সঙ্গে আমি থাকিতে পারিব না।[২] কৌশল্যা রামকে এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলে, রামচন্দ্র পুনর্ব্বার এই কথা কহিলেন,—স্ত্রীলোকের যত দিন জীবদ্দশা, তত দিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; অতএব মহারাজ এই কারণে আপনার ও আমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। মহারাজ বর্ত্তমানে আপনাদিগকে অনাথ মনে করা আমাদিগের উচিত হয় না। আমি জানি, সর্ব্বজনপ্রিয় ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি যে সম্যক্প্রকারে আপনার মনোরঞ্জনে যত্নবান্ ও আজ্ঞাবহ হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে অনুরোধ করি, আমি বনবাসী হইলে, আমার শোকে মহারাজের যাহাতে কষ্টবোধ না হয়, আপনি অপ্রমত্তা হইয়া সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন,—এই নিদারুণ পুত্রশোক যাহাতে তাঁহার বিনাশসাধন না করে। জননি! সমাহিতচিত্তে সেই বৃদ্ধ নৃপতির হিতসাধন করা আপনার কর্ত্তব্য; জানিবেন, যে নারী ব্রত ও উপবাসাদির অধীন হইয়া ভর্ত্তৃসেবায় মনঃসংযোগ না করে, তাহাকে নিরয়গামিনী হইতে হয়; স্বামিশুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের স্বর্গপ্রাপ্তির মূলকারণ। যে স্ত্রী পতি ভিন্ন কোন দেবতাকে নমস্কার করে না এবং কোন দেবতার পূজা করে না, তাহার পক্ষেও স্বামিসেবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও স্বামীর প্রিয়তমা হিতসাধিনী হওয়া উচিত এবং তদ্দ্বারাই সে স্বর্গে গমন করিতে পারে। দেবি! বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপ ধর্ম্ম বিহিত আছে। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ, আপনি পতিশুশ্রূষায় মনোযোগিনী হইয়া আমার মঙ্গলের জন্য অগ্নিকার্য্য, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ব্রতনিষ্ঠা, ব্রাহ্মণদিগের পূজা করুন। আপনি এইরূপে সংযমী হইয়া, পবিত্রভাবে ভর্ত্তৃসেবায় রত থাকিয়া, কিছু দিন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় কালযাপন করুন; জানিবেন, যদি ধার্ম্মিকবর মহারাজ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রত্যাগমন করিলে, ইহার অনুরূপ ফললাভে আপনি বঞ্চিত হইবেন না। ১৮-৩১

২। কৌশল্যা রামের বনগমনে ও নিজের অযোধ্যায় অবস্থানে সম্মতি দিলেও সপত্নীর কথা স্মরণ হওয়ায় বনে রামের অনুগমন প্রার্থনা করিতেছেন।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, দেবী কৌশল্যা পুত্র-শোকে অতিশয় কাতর হইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি তখন রামকে কহিলেন—বৎস! বনগমন তোমার দৃঢ়ব্রত হইয়াছে; তোমাকে নিরস্ত করা আমার সাধ্য নহে; বুঝিলাম, অবশ্যম্ভাবী দৈবশক্তি অতিক্রম করা সুকঠিন; যাহা হউক, হে পুত্র! তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। হে মহাভাগ! তোমার ব্রত সুসিদ্ধ হইয়া তুমি প্রত্যাগমন করিলে, আমি সুখী হইব। বৎস! তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পিতৃ-ঋণমুক্ত দেখিলে, আমি মনের সুখে নিদ্রা যাইব। হে পুত্র! বুঝিলাম, দৈবের গতি অচিন্তনীয়। হে মহাবাহো! আমার বাক্য নষ্ট করিয়া যে দৈব তোমাকে বনবাসী করিল, তাহার শক্তি অচিন্তনীয়। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে বনে গমন কর এবং নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্ধারিত সময়ে পুনর্ব্বার রাজপুরীতে উপস্থিত হও। হায়! আমার ভাগ্যে এ সব সুখের দিন কবে আবির্ভূত হইবে, যে দিন তুমি পুনরাগমন করিয়া মধুর অথচ কোমল বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা করিবে। এই কথা বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামবনগমন সুনিশ্চয় জানিয়া, সাদর[৩] দৃষ্টিতে পরম দর্শনীয় সেই রামমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারই মঙ্গলের জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তখন তাঁহাকে এই কথা কহিলেন। ৩২-৩৮

পঞ্চবিংশ সর্গ

তখন মনস্বিনী কৌশল্যা দুঃখ অপনোদন করিয়া ও সলিলে আচমন করিয়া পবিত্রভাবে রামের উদ্দেশে বহুবিধ মঙ্গলকার্য্য করিতে লাগিলেন। হে রঘূত্তম! তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না; অতএব, তুমি এক্ষণে গমন কর, সাধুদিগের অবলম্বিত পথে অবস্থান করিও। তুমি শীঘ্র প্রতিগমন করিও। তুমি প্রীতমনে নিয়মসহকারে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ, সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি দেব-গৃহে যে সকল দেবতাদিগকে নিয়তকাল প্রণাম করিয়া থাক, তাঁহারা মহর্ষিদিগের সহিত তোমার বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সকল বিচিত্র অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও গুণনিধি তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস! তুমি পিতৃসেবা, মাতৃসেবা ও পিতৃসত্যপালন-নিবন্ধন রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। অধিক কি বলিব, সমিধ, কুশ, পবিত্র বেদি, আয়তন, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, ক্ষুপ,[১] বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহসকল তোমাকে রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, মহর্ষি, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভর্গ, অর্য্যমা, লোকপালগণ, বসন্তাদি ছয় ঋতু, কাল, সম্বৎ-সর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবান্, স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও নারদ তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিঙ্মণ্ডল আমার স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া বন-মধ্যে সতত তোমায় রক্ষা করিতে থাকুন। যখন তুমি মুনিবেশ ধারণ-পূর্ব্বক বনে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, সে সময়ে পর্ব্বতগণ, সমুদ্রসকল, বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, চরাচর, বায়ু, নক্ষত্রমণ্ডল, সমস্ত দেবতাগণ, গ্রহাদি, উভয় সন্ধ্যাকাল, কলা-কাষ্ঠাদি তোমাকে রক্ষা করিবেন। মহাবনে মুনিবেশে বিচরণকালে, দেব ও দৈত্যগণ তোমার সতত সুখ-প্রদ হউন। ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসভুক্ অন্যান্য হিংস্রগণ হইতে যেন তোমার কোন ভয় হয় না। বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশক, সরীসৃপ ও কীটাদি

৩। কৌশল্যা অতিশয় ধর্ম্মস্বভাবা বলিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র দেবতা ও ঋষিগণকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হওয়ায় ভগবৎসঙ্কল্পানুসারেই রামের বনগমন অতিশয় আদরপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

১। এ স্থলে সমিধ প্রভৃতি পদে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। ক্ষুপ শব্দে ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ। কেহ কেহ বলেন, ক্ষুদ্রমূলবৃক্ষবিশেষ। অথবা ক্ষুপ পদ বৃক্ষের বিশেষণ, ক্ষুদ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে দেবতারা বাস করেন, ইহা ঐতিহ্য প্রমাণসিদ্ধ। (গোবিন্দরাজ)

তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ভীষণাকার দংষ্ট্র ও শৃঙ্গধারী হিংস্র জন্তুগণ যেন তোমার প্রতি দ্রোহ না করে। আমি গৃহে বসিয়া সকলকে পূজা করিতে থাকিব; তাহা হইলে নর-মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তুগণ তোমায় হিংসা করিবে না। ১-২০

হে রাম! তোমার পথের বাধা দূরীভূত হউক, তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, তুমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলমূল লাভ করিও, এক্ষণে হে পুত্র, নির্ব্বিঘ্নে বন-প্রস্থান কর। খেচর, পার্থিব জন্তু ও যে সকল দেবতা তোমার প্রতিপক্ষ হইতে পারেন, তাঁহারা তোমার মঙ্গল করুন। হে রামচন্দ্র! তুমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিলে শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের এবং যম, ইঁহারা সংপূজিত হইয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন। হে রঘুনন্দন! তোমার অবগাহনকালে অগ্নি, বায়ু, ধূম ও ঋষিমুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল তোমাকে রক্ষা করিবেন। সর্ব্বলোকপ্রভু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, অন্যান্য ঋষিগণ এবং যাবতীয় দেববৃন্দ তোমাকে রক্ষা করিবেন। যশস্বিনী কৌশল্যা রামের উদ্দেশে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া মাল্য, গন্ধ ও অনুরূপ স্তবস্তুতি দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বহ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক বিপ্রগণ দ্বারা রামের জন্য হোম করাইতে লাগিলেন। এই কার্য্যের জন্য ঘৃত, শ্বেত মাল্য, সমিধ, শ্বেত সর্ষপ সকল সংগৃহীত হইল। উপাধ্যায় যথাবিধি শান্তির উদ্দেশে প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে আহুতি দান করিয়া, হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালদিগকে বলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মধু, দধি, অক্ষত ও ঘৃত প্রদান করিয়া রামের মঙ্গলোদ্দেশে স্বস্তিবাচন সমাহিত হইল। ২১-৩০

এই সময়ে যশস্বিনী রামজননী উপাধ্যায়কে ইচ্ছামত দক্ষিণা প্রদান করিয়া রামকে কহিলেন,—বৃত্রাসুর-বিনাশকালে সর্ব্বদেব-বন্দিত দেবেন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল-প্রাপ্তি হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হউক। পূর্ব্বকালে অমৃতানয়নার্থী গরুড়ের উদ্দেশে গরুড়জননী বিনতা যেরূপ শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শুভফল প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধারকালে বজ্রধারী দেবরাজ দৈত্য-প্রমথনে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী অদিতি তদুদ্দেশে যেরূপ শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই লাভ কর। অমিতপরাক্রম ভগবান্ ত্রিবিক্রম বামনমূর্ত্তিতে এককালে ত্রিলোক আক্রমণ-কালে যে শুভফল লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হও। তোমাকে অধিক কি বলিব, ঋষিগণ, সমুদ্র সকল, দ্বীপসমূহ, বেদ সকল, দিঙ্মণ্ডল ও লোক-বর্গ তোমায় রক্ষা করুন। ৩১-৩৬

এই কথা বলিয়া রামজননী পুত্রের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ বিলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক রামের হস্তে সিদ্ধার্থ, ঔষধি ও শুভকরী বিশল্যকরণী বন্ধন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি দুঃখ-বশবর্ত্তিনী হইয়াও মুখে হৃষ্টভাব দেখাইলেও অন্তরে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। এইরূপে হৃষ্টার ন্যায় অথচ অন্তরস্থ দুঃখে গদগদস্বরে রামকে এই কথা কহিলেন।[২] তিনি বলিবার পূর্ব্বে রামকে আলিঙ্গন করিলেন; তদনন্তর তাঁহার মস্তক নমন ও আঘ্রাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর। তুমি সুস্থশরীরে কার্য্য-সাধন-পূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, মনের সাধে তোমাকে দেখিব, এই আমার বাসনা। বন হইতে

২। এ স্থলে ৩৯ শ্লোকে আমাদের সহযোগী ২।১ জন অনুবাদক "পরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন"—এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু মূলগ্রন্থ বা টীকায় ইহার উল্লেখ নাই; বোধ হয়, অনুবাদক কল্পনা ও ভাষার লালিত্যানুরোধে এইরূপ করিয়াছেন; অথবা পরবর্ত্তী শ্লোকের অনু-বাদ পূর্ব্বে যোজনা করিয়াছেন। পাঠকগণ মিলাইলে বুঝিবেন যে, আমাদের কথা কত দূর সত্য।

> "উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্ত্তিনী।
> বাষ্পমাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া॥
> আনম্য মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষজ্য যশস্বিনী।
> অবদৎ পুত্র! সিদ্ধার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্॥"

অযোধ্যাকাণ্ড। ২৫ অধ্যায়। ৩৯।৪০ শ্লোক।

প্রত্যাগত হইলে, তোমার পূর্ণচন্দ্রানন দেখিয়া আমি সুখী হইব, এই আমার চিরদিনের সাধ। তোমাকে পিতৃসত্যপালন করিয়া কঠোর বনবাসব্রত হইতে উত্তীর্ণ এবং অযোধ্যায় পুনরাগত দর্শন করিব। তুমি বনবাস হইতে নির্ব্বিবাদে প্রত্যাগত হইয়া বধূমাতা জানকীর মনঃক্ষোভ বিদূরিত করিবে, আমি ইহাই দেখিব। তুমি এক্ষণে গমন কর। আমি রুদ্রাদি দেবতাগণ, ভূতগণ ও পন্নগদিগের অর্চ্চনা করিয়াছি, তুমি দীর্ঘকালের জন্য বনবিহারী থাকিলে, তাঁহারা তোমার শুভ সংসাধন করিবেন। কৌশল্যা এই কথা বলিয়া পুত্রের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিয়া, সজললোচনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তদীয় মুখমণ্ডলের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেবী কৌশল্যা এইরূপে রামকে প্রদক্ষিণ করিলে, তিনি বারংবার মাতৃচরণে নিপতিত হইলেন। তদনন্তর মহাযশা রামচন্দ্র আপনার দেহ-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া, সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সীতা-ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।[৩] ৩৭-৪৭

ষড়্বিংশ সর্গ

রামচন্দ্রের স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্য সমাপন হইলে, তিনি জননীর চরণে প্রণাম ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া অরণ্য-যাত্রা করিলেন। তিনি যাইবার সময় জনতাপরিপূর্ণ রাজপথ সুশোভিত করিয়া, আপনার গুণপ্রভাবে সকলের হৃদয় যেন বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। তখন দেবী জানকী রামের বনবাস-বার্ত্তা শ্রবণ করেন নাই; সুতরাং তিনি অদ্য রামচন্দ্র রাজা হইবেন, এই উল্লাসে অধীর হইয়া আছেন। তিনি এই সময়ে রাজধর্ম্মের অনুরূপ অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক প্রসন্নমনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবার্চ্চনা করিয়া, রামের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ সময়ে লোকাভিরাম রাম লজ্জাবনতমুখে হৃষ্টজনসমাকীর্ণ সুশোভিত ভবনে প্রবেশ করিলেন। জানকী প্রিয়তমের একান্তচিন্তিতাবস্থা ও শোকাতিশয্য দর্শনে কম্পিত-কলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। যদিও রাম সীতা-সমক্ষে মনোগত ভাব গোপন করিতে চেষ্টিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু তদীয় আকার ইঙ্গিতে তাহা স্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইল।[১] তখন রামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ, স্বেদার্দ্র ও শোকধারণে অক্ষম দেখিয়া, তাঁহাকে হে প্রভো! এরূপ অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-৮

অদ্য বৃহস্পতিদৈবত পুষ্যা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রমা যুক্ত হইয়াছেন। বিজ্ঞ বিপ্রগণের অভিপ্রায়, অদ্য-কার দিন রাজ্যাভিষেকের পক্ষে প্রশস্ত; অতএব এ সময় এরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ কি? শতশলাকা-রচিত জলফেন-সন্নিভ শ্বেতচ্ছত্রে তোমার কমনীয় মুখমণ্ডল আবৃত না হইবার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করি, শশধর ও মরালতুল্য চামরদ্বয়ে তোমার মুখ-কমল কেন বীজ্যমান হইতেছে না? হে নরর্ষভ! অদ্য সূত, মাগধ ও বন্দী জনে প্রীতমনে তোমার স্তুতিগানে নিরস্ত কেন? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে মধু ও যথাবিধি দধি প্রদান করেন নাই কেন? প্রকৃতিপুঞ্জ এবং পৌর-জানপদগণ বিচিত্র বসন-ভূষণ ধারণ করিয়া

৩। আমার সহযোগী পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সর্গের শেষ শ্লোকটি এককালে পরিত্যাগ করিয়া, পরবর্ত্তী সর্গের প্রথমেই তাহা সংযোজিত করিয়াছেন। এই সর্গের শেষ ও পর-সর্গের শ্লোক দুইটি প্রমাণস্বরূপে এ স্থলে প্রদর্শিত হইল; পাঠক দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

"তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো নিপীড্য মাতুশ্চরণে পুনঃ পুনঃ
জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তয়া শ্রিয়া॥
অভিবাদ্য তু কৌশল্যাং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্ম্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ॥"

অযোধ্যাকাণ্ড ২৫ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক।

১। ভগবান্ রামচন্দ্রের বনবাসে যাইতে বা রাজ্যভার পরিত্যাগ করিতে কোনও ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু সীতা এই দারুণ সংবাদে বড়ই কষ্ট অনুভব করিবে, ইহা ভাবিয়াই রামের দুঃখ হইয়াছিল। রামের চরিত্র বর্ণনার স্থলে বাল্মীকি বলিয়াছেন—"ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।"

কি কারণে তোমার অনুগামী হইতেছেন না? তোমার অগ্রে অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্পরথ বেগগামী অশ্ব-চতুষ্টয়-সংযোজিত হইয়া কি জন্য ধাবিত হইতেছে না? হে বীর! তোমার অগ্রে কৃষ্ণমেঘবর্ণ পর্ব্বতাকৃতি সুদর্শন সুলক্ষণ হস্তীর গমন না হইবারই বা কারণ কি? পরিচারকগণ সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রপীঠ স্কন্ধে লইয়া তোমার অগ্রে যাইতেছে না কেন? যখন অভিষেকের জন্য সমস্তই সংগৃহীত, তখন তোমার ম্লানমুখ হইবার কারণ কি? কি নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ বিদ্যুদ্বিনিন্দিত হাস্যচ্ছটা লক্ষিত হইতেছে না? ৯-১৮

সীতাপতি সাতার মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিকে! পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বনবাসী করিয়াছেন। হে মহাকুল-প্রসূতে! ধর্ম্মচারিণি![২] জানকি! যে কারণে আমার ভাগ্যে এ হেন ঘটনা ঘটিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মহারাজ পূর্ব্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজ অদ্য আমার অভিষেক জন্য সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেও ভাগ্যক্রমে কৈকেয়ী পিতাকে বরসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ সত্যে বদ্ধ হওয়াতে দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরের প্রভাবে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমাকে বনবাসী হইবার আদেশ হইয়াছে। উপস্থিত যৌবরাজ্য ভরতের অধিকার। আমি এক্ষণে অরণ্যযাত্রা করিয়াছি, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার এখানে আগমন। তোমাকে বলি, তুমি ভরতের সমক্ষে কদাচ আমার প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইও না। আমি জানি, যাহারা ধনেশ্বর, তাহারা অন্যের গুণকীর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। আমি এই জন্য তোমাকে নিষেধ করি, ভরতের সাক্ষাতে আমার গুণের উল্লেখ করিও না। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, ভরতের নিকটে আমার গুণকীর্ত্তন করিলে তুমি অনুকূলভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না। মহারাজ তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন, তিনি এক্ষণে নৃপতি, অতএব তাঁহাকে প্রীত রাখা তোমার কর্ত্তব্য। হে মনস্বিনি! আমি পিতৃসত্য-পালনার্থে অদ্যই অরণ্যযাত্রা করিব, তুমি এ জন্য চিন্তিত হইও না। ১৯-২৮

হে কল্যাণি! আমি বনপ্রস্থিত হইলে, তুমি ব্রতোপবাসাবলম্বনে দিনপাত করিও। এখন হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেব-পূজা-সমাধানান্তে জনেশ্বর পিতৃদেবের চরণ-পূজা করিও। আমার জননী কৌশল্যা অতিশয় প্রাচীন; বিশেষতঃ, তিনি সন্তাপনিবন্ধন অতিশয় কৃশ হইয়াছেন; অতএব ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য। আমার মাতৃগণ স্নেহাতিশয় নিবন্ধন অন্ন-পানাদি দ্বারা আমাকে লালনপালন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের বন্দনা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কুমার ভরত-শত্রুঘ্নকে তুমি ভ্রাতা বা পুত্রবৎ দেখিও। হে বৈদেহি! ভরত এই দেশ ও এই বংশের রাজা হইলেন; অতএব তুমি কদাচ তাঁহার অপ্রিয় কামনা করিও না। জানিও, সৌজন্য যত্নাতিশয়ে সেবিত হইলে, নৃপগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন; ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে কুপিত হন। ইঁহারা আপনাদের ঔরস পুত্রকে অহিতাচারী দেখিলে, তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু নিঃসম্বন্ধীয় ব্যক্তি সুযোগ্য হইলে তাহাকে সমাদর করিতে ত্রুটি করেন না। জানকি! আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি রাজা ভরতের আজ্ঞানুগামিনী হইয়া সত্যব্রত ধারণ-পূর্ব্বক এইখানে বাস করিতে থাক। হে প্রিয়ে! আমি অরণ্যে গমন করিব। হে ভামিনি! তুমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিবে। এই স্থানে বাসকালীন কাহারও সম্বন্ধে

২। অতিশয় অপ্রিয় শ্রবণে সীতার অত্যন্ত মোহ না হউক, এই বিবেচনায় সীতার বিবিধ গুণকীর্ত্তনরূপ সম্বোধন করিয়াছেন—মহাকুল-প্রসূতে! ইত্যাদি।

কোন অপ্রিয় কার্য্য যাহাতে না কর, সেইরূপভাবে আমার বাক্য প্রতিপালন করিও। ২৯-৩৮

সপ্তবিংশ সর্গ [১]

প্রিয়বাক্য কথনের যোগ্যা, প্রিয়বাদিনী জনকনন্দিনীকে এইরূপ কথা কহিলে, তিনি প্রণয়-কোপ প্রকাশ-পূর্ব্বক রামকে কহিতে লাগিলেন,—হে নরবর! তুমি আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া এরূপ কথা কহিতেছ। বলিতে কি, তোমার কথায় আমার হাস্য-নিবারণ হইতেছে না।[২] তুমি যে কথা কহিলে, শস্ত্র ও অস্ত্রনিপুণ বীর রাজকুমারের পক্ষে অতিশয় অযোগ্য ও অযশস্কর কথা; এরূপ উক্তি শ্রবণ করাও অসঙ্গত। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইঁহারা সকলেই আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভার্য্যা তদ্বিপরীতা; অর্থাৎ স্ত্রীই কেবল পতির ভাগ্যানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে; এই কারণে আমিও তোমার সহিত বনবাসিনী হইবার জন্য আদিষ্টা হইয়াছি[৩]; সুতরাং তোমার সঙ্গে বনে বাস করিব। পিতা, মাতা, আত্মজ, সখীজন, এমন কি, আত্মাও স্ত্রীলোকের ইহ-পরলোকে গতি বিধান করিতে পারেন না; কিন্তু কেবল সর্ব্বকালে স্বামীই স্ত্রীজনের গতি। যদি তোমাকেই অদ্য বনবাসী হইতে হইল, তাহা হইলে, আমি পদতলে পথের কুশমূল দলন-পূর্ব্বক তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! স্ত্রীলোকের বনগমনে সাহস দেখিয়া যে অসহিষ্ণুতা এবং তোমার কথা শুনিলাম না বলিয়া যে ক্রোধ, উহা পরিত্যাগ করিয়া, পথিক লোক যেরূপ পীতাবশিষ্ট জল লইয়া যায়, তুমিও তদ্রূপ আমাকে নিঃশঙ্কমনে সঙ্গে লইয়া যাও।[৪] আমি তোমার নিকটে এমন দোষের কার্য্য করি নাই, যাহাতে আমাকে গৃহে রাখিয়া তুমি বনবাসী হইবে। ১-৮

প্রাসাদ-শিখর, বিমান বা আকাশগতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ও সর্ব্বাবস্থায় অনুগতা হইয়া স্বামীর চরণচ্ছায়ার আশ্রয় লওয়া আমার কর্ত্তব্য।[৫] আমি পিতা-মাতার নিকটে নানাবস্থায় স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আমাকে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশের আবশ্যকতা নাই। হৃদয়বল্লভ! আমি লোকালয়-বর্জ্জিত নানা-মৃগ-পরিপূর্ণ শার্দ্দূল-সেবিত নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিব। আমি ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা ও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে যেরূপ সুখী ছিলাম, তাহার ন্যায় মনের সুখে তোমার সঙ্গে বনগামিনী হইব। হে বীর! যেখানে মধুগন্ধ বিরাজমান ও যে স্থান নানাবিধ জন্তুর আবাস-ভূমি, সেই অরণ্যে তাপসবৃত্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক নিয়তকাল তোমার সেবা করিব,এই আমার বাসনা। হে রামচন্দ্র! যখন অসংখ্য লোকের ভারগ্রহণে তুমি ক্ষুন্ন নহ, তখন বন-মধ্যে আমাকে সুখে রাখিতে তুমি অসমর্থ হইবে না। নাথ! আমি এই কারণে তোমার সহিত

১। রামায়ণ-কথা-নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের সামান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়া সীতার অনুষ্ঠেয় পাতিব্রত্যধর্ম্মের কথা এই সর্গে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

২। হে রাম! অদ্য তোমার মুখ হইতে "তোমাকে এখানে রাখিয়া বনে যাইব" এই যে বাক্য শ্রবণ করিলাম, উহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে প্রণয়ধারা প্রবাহিত হইতেছে, উহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

৩। ইহার ভাবার্থ এই—তোমাকে বনবাসের আদেশ করায় তোমার কর্ম্মফলের অর্দ্ধাংশভাগিনী আমাকেও তোমার পিতা-মাতা বনে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আমারও গুরুজনের সেই আদেশ উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

৪। যে সব প্রদেশে জল দুর্লভ, সেই সকল প্রদেশে পথিকগণ যেমন কমণ্ডলু প্রভৃতি পাত্র হইতে পীতাবশিষ্ট জল সঞ্চয় করিয়া লইয়া যায়, ফেলিয়া দেয় না, সেইরূপ ভুক্তভোগা এই রমণীও পরিত্যাজ্যা নহে। অথবা পীতাবশিষ্ট পানীয় যেমন লোকে ফেলিয়া দেয়,সেইরূপ ঈর্ষ্যা-ক্রোধ পরিহার করিয়া আমাকে লইয়া চলুন।

৫। মূলে "সর্ব্বাবস্থাগতা" এই পদ আছে, ইহার অর্থ—টীকাকারগণ বহুরূপ করিয়াছেন। সকল অবস্থাপ্রাপ্ত স্বামীরই পাদচ্ছায়া স্ত্রীজাতির সর্ব্বভোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথবা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানরহিতা হইয়াও সকল ভর্তৃধর্ম্মরহিত স্বামীর পাদচ্ছায়া বিশিষ্ট। অথবা নিজে যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, স্বামীর সকলাবস্থার অনুকূলা হইবে। সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভর্তৃসেবাই স্ত্রীজাতির নিত্যকার্য্য।

নিশ্চয়ই বনগমন করিব; হে মহাভাগ! তুমি কোনও রূপে আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি তোমার সহিত ফলমূল-ভোজনে নিত্যকাল অতিবাহিত করিব, উপাদেয় অন্নপানাদির জন্য তোমাকে বিব্রত করিব না। ৯-১৬

বলিতে কি, আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারাবসানে আহার করিব। তোমার সঙ্গে থাকিয়া শৈল, পল্বল ও সরোবর সকল নির্ভীক-মনে দর্শন করিতে আমার অতিশয় বাসনা। অধিক কি বলিব, আমি তোমার সহিত মনের সুখে হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ পুষ্পিত-পদ্মদলশালিনী নলিনী দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তোমার অনুগামিনী হইয়া সেই সকল জলাশয়ে নিত্য অবগাহন-স্নান করিব। হে কমললোচন! তোমার সহিত এরূপে শত বা সহস্র বৎসর বাস করাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসও আমার প্রার্থনীয় নহে। আমি বানর-বারণ-বিশোভিত বনমধ্যে তোমার চরণ সেবা করিয়া তোমার সহিত বনবাস করিতে বাসনা করি; বলিতে কি, এরূপ অবস্থিতি পিতৃভবন-বাস-তুল্য সুখকরী হইবে। নাথ! আমি অনন্যচিত্তা ও ত্বৎপরায়ণা হইয়া কালাতিপাত করিতেছি, যদি এ অবস্থায় তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাও, জানিও, আমি এ প্রাণ রাখিব না; অধিক কি বলিব, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইলে তোমার কিছুই ভারজ্ঞান হইবে না। নরোত্তম রামচন্দ্র ধর্ম্মবৎসলা সীতার এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, প্রত্যুত, বনবাসক্লেশ স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। ১৭-২৪

অষ্টাবিংশ সর্গ

ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণা সীতার এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে মনে মনে বনবাসক্লেশ চিন্তা করিয়া, সীতাকে বনে লইয়া যাইতে নিশ্চয় করিলেন না। তদনন্তর তিনি সজলনয়না সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে বনগমনেচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন, সীতে! তুমি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, তোমাকে বলি, তুমি এখানে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; বলিতে কি, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। হে অবলে! আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করি-তেছি, তোমার তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। বন-বাসে বিস্তর দোষ, উহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সীতে! তুমি বনবাস-বাসনা বিসর্জ্জন দাও, দুর্গম বন কান্তার ও বহুদোষ নামে কথিত হয়। আমি তোমার হিতের জন্য বলিতেছি, বন সর্ব্বদাই দুঃখদায়ক, উহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। সেখানে গিরিগহ্বর-বাসী সিংহের উৎকট গর্জ্জন নিরন্তর শুনিতে পাওয়া যায়; অতএব উহা অতিশয় ক্লেশদায়ক। দুর্দ্দম্য হিংস্র জন্তুগণ সেখানে উন্মত্তভাবে বিচরণ করে, মনুষ্য দেখিলেই তাহারা গ্রাস করিতে উদ্যত হয়; অতএব হে সীতে! বন অতিশয় কষ্টদায়ক। নদী-সকল মকর-কুম্ভীরে পরিপূর্ণ ও পঙ্কিল, এবং অরণ্যপ্রদেশ মত্ত হস্তীতে পূর্ণ; অতএব এই স্থান ঘোর ক্লেশ-দায়ক। ১-৯

অধিকন্তু বনপথ লতাজালে সমাচ্ছন্ন ও কণ্টক-জাল-বিজড়িত। ইহাতে মধ্যে মধ্যে সতত কুক্কুটধ্বনি[1] শ্রুতিগোচর হয়। এখানে পানীয় জলও অতিশয় দুর্লভ। সমস্ত দিবস পর্য্যটনাবসানে রাত্রিকালে

১। মূলে কৃকবাকু শব্দ আছে, উহার অর্থ বন্য কুক্কুট, কেহ কেহ সরট বলেন, লতার পা আকর্ষণ করে, কণ্টকে ক্ষত হয়, অশ্রুতপূর্ব্ব বন্য-কুক্কুটধ্বনিও ভয়াবহ।

বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা রচনা করিয়া ক্লান্ত শরীরে শয়ন ও ভোজনসময়ে স্বয়ং পতিত বৃক্ষদলে ক্ষুধা নিবারণ করিতে হয়; সুতরাং,[২] হে সীতে! ইহা অতিশয় দুঃখদায়ক স্থান। যথাশক্তি উপবাস ও জটাভার বহন করিয়া নিত্যকাল দেব, পিতৃ ও অতিথিগণের অর্চ্চনা করিতে হয়। যাঁহারা বনবাসের ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিতে হয়। সুতরাং অরণ্য অতিশয় দুঃখপ্রদ এবং স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া ঋষিপ্রোক্ত বিধানানুসারে বেদিতে উপহার দিতে হয়। এই জন্যও বন দুঃখপ্রদ। মৈথিলি! তোমাকে অধিক কি বলিব, বনচরদিগের ন্যায় বনবাসী লোককে সেইরূপ সন্তোষমনে কাল কাটাইতে হয়। ইহাও দুঃখের কারণ। ১০-১৭

অরণ্যে বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, রাত্রিতে অন্ধকারও তীব্র হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত মহাভয়সকল সেখানে বর্ত্তমান। সেখানে ক্ষুধার বিলক্ষণ আধিপত্য। হে ভামিনি! সেখানে বহুরূপী সরীসৃপের অভাব নাই; তাহারা পথমধ্যে সদর্পে গমন করিয়া থাকে। তত্রত্য নদীমধ্যে স্রোতোবৎ বক্রগতি সর্পসকল বনপথ অবরোধ করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, সেখানে পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ ও মশক সকল নিয়ত অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে; অতএব ইহার তুল্য কষ্টকর স্থান আর কোথায়? তত্রত্য বৃক্ষ সকল কণ্টকাকীর্ণ, সেখানকার প্রায় সকল স্থানই কুশ ও কাশে সমাচ্ছন্ন। এতদ্ব্যতীত সেখানে শরীরের কষ্ট যথেষ্ট; এই জন্য বলি, বনবাস অতিশয় কষ্টদায়ক। বনে অবস্থিতি করিতে হইলে, ক্রোধ-লোভকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তপস্যায় মন স্থির রাখিতে হয়, ভয়ের কারণ থাকিলেও নির্ভয়ে কাল কাটাইতে হয়। এই জন্য বন অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। আমি এই সকল কারণে তোমাকে নিষেধ করি, বনবাস তোমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই বলিতেছি, বনবাস তোমায় সাজিবে না, এবং উহা অতিশয় কষ্টদায়ক। রামচন্দ্র বন-সম্বন্ধীয় এই প্রকার ক্লেশের কথা বলিলে, সীতা তাহা না শুনিয়া দুঃখিত-মনে কমললোচন রামকে কহিলেন। ১৮-২৬

ঊনত্রিংশ সর্গ

রামের মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, সীতা সজলনয়নে দুঃখিতান্তঃকরণে মৃদু-মন্দ-স্বরে বলিলেন,—আর্য্যপুত্র! তুমি বনবাস সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের কথা বলিলে, তোমার স্নেহাধীন হইয়া আমি সে সকল গুণ বলিয়া মনে করিতেছি। বনে মৃগ, সিংহ, গজ, শার্দ্দূল, শরভ, চমর ও অন্যান্য বনচারী জন্তু আছে। তাহারা তোমাকে পূর্ব্বে দেখে নাই, দেখিবামাত্র সভয়ে পলায়ন করিবে। তোমাকে দেখিলে সকলেই ভয় করে, আমি গুরুজনের অনুমতি লইয়া, তোমার সহিত বনগমন করিব, জানিও, তোমার বিরহে আমি প্রাণধারণ করিতে পারিব না। নাথ! তোমার নিকটে থাকিলে সুরপতি ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে রামচন্দ্র! তুমি আমাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছ[১] যে, পতির অভাবে পতিব্রতা জীবন ধারণ করিতে পারে না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার ভাগ্যে বনবাস নির্দ্দিষ্ট আছে। সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ পুরুষেরা যাহা কহিয়াছেন, তাহার

২। শাস্ত্রে পত্নীর নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইলেও দুঃখাতিশয় অভিব্যক্ত করিবার জন্যই যেন রাম বহুবার পত্নীর নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

১। ভরতের অনুকূলভাবে বাস করার উপদেশস্থলেই বলা হইয়াছে যে, পতিব্রতা পতি ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না। তোমার উপদিষ্ট ভরতের অনুকূলভাবে যেহেতু আমি কোনরূপেই থাকিতে পারিব না।

সময় সমুপস্থিত। আমার ভাগ্যে সেই আদেশের সময় নিকটবর্ত্তী; অতএব আমি তোমার সহিত বনবাসিনী হইব; তুমি ইহার অন্যথাচরণ করিও না। স্বামিন্! আমি তোমার অনুগমন করিব, সেই সময়ও সমুপস্থিত; যাহা হউক, তুমি আমাকে বনগমনে অনুমতি দিয়া, ব্রাহ্মণদিগের বাক্য রক্ষা কর। বনবাসে বিস্তর ক্লেশ, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি জানি, যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তাহাকেই স্ত্রী-সন্নিধানে নিয়ত অনেক ক্লেশভোগ করিতে হয়। আমি পিতৃগৃহে অবস্থিতিসময়ে আমার কন্যাকালে শুনিয়াছি, এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া জননীর নিকটে আমার বনবাসের কথা বলিয়াছিলেন। হে প্রভো! আমি তোমার নিকটে বারংবার বন-গমন-সম্বন্ধে অভিলাষ জানাইয়াছি; অতএব জানিও, বনবাস আমার প্রার্থিত বস্তু। ১-১৪

হে রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষায় রহিয়াছি, বনে তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিলে, আমার প্রীতির সীমা থাকিবে না। হে শুদ্ধাত্মন্! ভর্ত্তাই স্ত্রীলোকের প্রধান দেবতা। যদি আমি প্রেমভাবে তোমার অনুগামিনী হইতে পারি, তাহা হইলে আমার শরীর ও মন পবিত্র হইবে। ইহলোকের কথা স্বতন্ত্র, তোমার পারলৌকিক সমাগমও আমার সুখের কারণ। আমি যশস্বী বিপ্রদিগের মুখে এই শ্রুতি শুনিয়াছি যে, স্ত্রীকে দানধর্ম্ম অনুসারে জলপ্রোক্ষণ-পূর্ব্বক যাহার করে সম্প্রদান করা হয়, সেই স্ত্রী পরলোকে সেই ব্যক্তিরই হইবে। অতএব যে নারী পতিব্রতা ও সুশীলা, তুমি কি জন্য সেই আত্মদয়িতাকে বনগমনে নিরস্ত করিতেছ? আমি তোমার সুখদুঃখভাগিনী, তোমার অনুরক্ত, ভক্ত; অতএব প্রার্থনা, পতিব্রতা নারীকে সঙ্গে করিয়া লও। অধিক কি বলিব, যদি এই দুঃখিনী নারীকে সঙ্গে লইয়া না যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বিষপান কিংবা অগ্নি বা জলপ্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতা বনগমনের জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলেও মহাবাহু রামচন্দ্র কোনও রূপে সম্মত হইলেন না। তখন মৈথিলী রামকে অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন; তাঁহার নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। সে সময়ে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসবাসনা হইতে বিরত করিবার জন্য নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১৫-২৪

ত্রিংশ সর্গ

রামচন্দ্র নানা প্রকারে জানকীকে সান্ত্বনা করিলে, তিনি বনবাস নিমিত্ত স্বামীকে বলিয়াছিলেন। সেই আজন্মস্নেহবর্দ্ধিতা সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া বিশালবক্ষ রামকে প্রণয় ও অভিমান প্রযুক্ত নিন্দা করিয়াছিলেন। হে রাম! আমার পিতা মিথিলাপতি জনকরাজ তোমাকে আকৃতিতে পুরুষ ও ব্যবহারে স্ত্রী বলিয়া জানিতেন কি? বোধ হয়, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতেন না। লোকপ্রবাদ যে, রামের তেজ প্রখর দিবাকর অপেক্ষাও প্রবল, এ কথা এক্ষণে অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে।[1] জিজ্ঞাসা করি, তোমার বিষণ্ণতা বা ভয়ের কারণ কি?[2] কি জন্যই বা অনন্যপরায়ণা পতিব্রতা পত্নীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছ? যেরূপ দ্যুমৎসেন

১। এই শ্লোকটির বহুরূপ অর্থ টীকাকারগণ করিয়াছেন। যদি আমাকে রাখিয়া তুমি বনে গমন কর, তাহা হইলে লোকে যে বলে, রামে যাদৃশ তেজ আছে, উহা প্রখরকর সূর্য্যেও নাই, এই কথা মিথ্যা হইবে। অথবা প্রখরকর দিবাকরের ন্যায় রামে তেজ আছে, এই যে লোকে অজ্ঞান প্রযুক্ত বলে, উহা মিথ্যা। কারণ, রামে তেজ দেখা যায় না, অথবা রামে পরমতেজ আছে, এই কথা অজ্ঞান নিবন্ধন বলে, সুতরাং এই বাক্য মিথ্যা। অথবা রামের স্বরূপ না জানায় লোকে যাহা বলে, তাহা মিথ্যা ইত্যাদি। বাস্তবিকপক্ষে অজ্ঞানতা নিবন্ধন যদি লোকে দিবাকরকুলোদ্ভূত হইলেও সূর্য্যের ন্যায় রামে তেজ নাই, এই মিথ্যা কথা বলে, তবে উহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

২। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ। এই শাস্ত্রানুসারে অবশ্যপালনীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে বিষাদ প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে।

রাজার পুত্র সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রী বনগামিনী হইয়াছিলেন, আমাকে তদনুরূপ বলিয়া জানিও। হে রাঘব! তোমাকে ভিন্ন আমি কুলকলঙ্কিনী নারীর ন্যায় মনে মনে অন্য পুরুষকে কখনও দর্শন করি নাই। অতএব তোমার সহিত আমি গমন করিব। অনন্যপূর্ব্বা কুমারী অবস্থায় তুমি আমাকে বিবাহ করিয়াছ; আমিও বহুদিন যাবৎ তোমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছি; কিন্তু এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে অন্যদীয় হস্তে নিপাতিত করা কি তোমার কর্ত্তব্য? প্রভো! তুমি নিত্য যাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, যাহার জন্যে তোমার রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল না, তুমি না হয়, সেই ভরতের বশবর্ত্তী হইয়া থাক, কিন্তু আমাকে কোনও রূপে তদধীন করিতে পারিবে না। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া বনে যাইতে পারিবে না. তোমার সহিত তপশ্চর্য্যা বা অরণ্য, কিম্বা স্বর্গপ্রাপ্তি, যাহা ঘটিতে হয় ঘটুক। ১-১০

তোমার পশ্চাৎ গমন করিলে, আমার কোন ক্লেশ বোধ হইবে না; প্রত্যুত, বনগমন-পথ বিহার-শয্যা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। বনে কুশ, কাশ, শর ও ইষীক প্রভৃতি যে সকল কণ্টকময় বৃক্ষ আছে, তোমার সহিত গমন করিলে তাহা আমার নিকটে তূলা ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ হইবে। হে রমণ! মহাবাত-সমুদ্ভূত যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমার শরীর সমাচ্ছন্ন করিবে, তখন তাহা আমার নিকটে অত্যুত্তম চন্দন বলিয়া অনুমিত হইবে। আমি যখন তোমার সহিত একত্র শাদ্বলে শয়ন করিয়া থাকিব, তখন পর্য্যঙ্কের চিত্রকম্বল কি তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুখভোগ্য হইবে? তুমি স্বহস্তে আহরণ করিয়া যে সকল ফলমূল ও পত্র, অল্প বা অধিক হউক, আমাকে আনিয়া দিবে, আমার নিকট তাহা অমৃতায়মান ও মধুর বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলিতে কি, আমি সেখানে তোমার সহিত একত্র থাকিলে, আমার পিতা-মাতার জন্য উদ্বিগ্ন হইব না এবং গৃহের কথাও স্মরণ করিব না; সর্ব্বদাই সেখানে বসন্তাদি ঋতুর ফলপুষ্প উপভোগে সুখী হইব। যাহা হউক, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া দূরে থাকিব বলিয়া, তোমাকে দুঃখিত করিব না, আমার জন্য তোমাকেও শোকাভিভূত হইতে হইবে না এবং আমি তোমার দুর্ভরা হইব না। বলিতে কি, যদি তোমার সহিত অবস্থিতি ঘটে, তাহা হইলে তাহাই স্বর্গ এবং তোমার অভাব নরক; তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। অধিক কি বলিব, যদি বনগমনে অদোষদর্শিনী স্থিরনিশ্চয়া আমাকে কোনও রূপে তোমার সঙ্গিনী করিয়া না লও, তাহা হইলে অদ্য বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সেও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষ ভরতের পক্ষে অবস্থিতি করিয়া এ স্থানে থাকিব না। প্রভো! তুমি আমাকে এখানে রাখিয়া বনগমন করিলে, পরেও আমার মরণ যখন সুনিশ্চিত, তখন তোমার সমক্ষেই বনগমনকালে আমি প্রাণত্যাগ করিব। বলিতে কি, চতুর্দ্দশ বৎসর ত দূরের কথা, তোমার অভাবে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। ১১-২১

জানকী এইরূপে শোকসন্তপ্তমনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রাণবল্লভকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি রামচন্দ্রের নিষেধবাক্যে বিষদিগ্ধ শরাহত হস্তিনীর ন্যায় অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। যেরূপ অরণি-কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদ্গিরণ হয়, তাহার ন্যায় তাঁহার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। যেরূপ কমলদল হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, তাহার ন্যায় তদীয় নয়ন হইতে স্ফটিকসদৃশ শুভ্র সন্তাপাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তখন প্রবল শোকাগ্নিতে সীতার পূর্ণশশধরদ্যুতি মুখমণ্ডল জলোদ্ধৃত অরবিন্দের ন্যায় শুষ্কভাব ধারণ করিল। এই সময়ে রামচন্দ্র জানকীকে বিচেতনপ্রায় ও অতিশয় শোকার্ত্ত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সমাশ্বাসিত করিয়া

কহিলেন,—দেবি! তোমাকে কষ্ট দিয়া স্বর্গ-বাসও আমার প্রার্থনীয় নহে; তুমি জানিও, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় আমার কোনও খানে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও তোমার মনোগত ভাব কি, না জানিতে পারিয়া, আমি এতক্ষণ তোমার বাক্যে সম্মত হই নাই। মৈথিলি! তুমি যখন আমার সহিত বনগমন করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছ,[৩] তখন আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ কোনও রূপে দয়াকে বিসর্জ্জন দেন না, তাহার ন্যায় তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পূর্ব্বকালে সদাচার-রত রাজর্ষিগণ স্ত্রী সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন, আমি তাহারই অনুবর্ত্তী হইব। সূর্য্যের অনুগামিনী সুবর্চ্চলার ন্যায় তুমি আমার অনুগমন কর। ২২-৩০

জনকনন্দিনি! পিতৃসত্যপাশে আবদ্ধ বলিয়াই আমাকে বনপ্রস্থান করিতে হইতেছে। সেই জন্য আমি গমন করিব না, ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। জানিও, পিতামাতার বশীভূত হওয়াই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করা আমার অভিপ্রেত নহে। দৈব অদৃশ্য পদার্থ, সাধনায় দৈবসন্তোষ ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু পিতা-মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা; অতএব তাঁহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দৈবের অনুবর্ত্তী হইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। যাঁহার উপাসনায় ধর্ম্মার্থকাম লাভ হইয়া থাকে এবং ত্রিলোকের উপাসনা সিদ্ধ হয়, সংসারে তদপেক্ষা পবিত্র ধর্ম্ম আর কি আছে?[৪] বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পিতৃসেবায় যেরূপ ফললাভ হয়, সত্য, দান, মান ও প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে সেরূপ ফল হয় না। পিতৃলোক প্রীত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ এ সকলের দুর্লভ হয় না। যাঁহারা পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্‌, সেই সকল মহাত্মাদের গন্ধর্ব্ব, দেবতা, ব্রহ্মলোক ও গোলোক পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। সত্যসন্ধ পিতৃদেব আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি প্রাণপণে তাহা পালন করিব; জানিবে, ইহাই আমার মুখ্য ধর্ম্ম। ৩১-৩৮

জানকি! প্রথমে তোমাকে আমার অনুগামিনী করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমার দৃঢ়তাদর্শনে আমি তোমাকে বাধা না দিয়া, আমার অনুবর্ত্তিনী করিতে সম্মত হইয়াছি। হে সুন্দরি! তুমি এক্ষণে বনে গমন করিবার অনুমতি লাভ করিলে; আমার অনুগামিনী হইয়া সহধর্ম্মচারিণী হও। জনক-নন্দিনি! তুমি যে কার্য্যে মানস করিয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও আমার বংশের অনুরূপ। তোমাকে বলি, তুমি এক্ষণে বনগমনের অনুরূপ ক্রিয়া ও দানাদির অনুষ্ঠান কর; জানিও, তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে স্বর্গে বাসও আমার প্রবৃত্তির বিষয় নহে। তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগকে রত্নাদি ও ভক্ষ্যার্থী ভিক্ষুকদিগকে উপযুক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান কর। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সকল কার্য্য কর। মহামূল্য আভরণ, উৎকৃষ্ট যান, সুন্দর বসন এবং ক্রীড়ার্থ মনোহর যে সকল দ্রব্যাদি, যাহা তোমার ও আমার ব্যবহারে লাগিত, তত্তাবৎ ব্রাহ্মণ-দিগকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। তখন সীতা বনগমনে পতির অনুকূল অভিপ্রায় জানিয়া প্রহৃষ্টমনে সমস্ত দ্রব্যাদি দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৯-৪৬

৩। এ স্থলে মূলে "যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্দ্ধং বনবাসায় মৈথিলি!" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকার "সৃষ্টাসি" শব্দে "নিশ্চিতাসি" অথবা "অবতীর্ণাসি" দুই অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য—"বনগমনে স্থিরমতি হইয়াছ, অথবা, বনগমনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।" আমরা যদিও প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু দুই প্রকার অর্থ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করি নাই। ইহা টীকারমত হইলেও দৈবকর্ত্তৃক তুমি বনবাসের জন্য সৃষ্ট হইয়াছ, এই অর্থ সরল সহজলভ্য বলিয়া মনে করি।

৪। মূলে "যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ" এই রূপ আছে, ইহার অর্থ যাহাতে এবং পিতা মাতা আচার্য্য এই তিনের অথবা ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গের অবস্থিতি, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

একত্রিংশ সর্গ

যে সময়ে রামের সহিত সীতার এইরূপ কথোপকথন হয়, লক্ষ্মণ পূর্ব্ব হইতে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া উভয়ের এই প্রকার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন; শ্রবণমাত্রে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল, তিনি অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিলেন। তিনি সে সময়ে ভ্রাতার চরণযুগল দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক যশস্বিনী জনকনন্দিনী ও মহাব্রত অগ্রজ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,[১] যদি মৃগগজাদি-সেবিত বনে গমন করাই আপনাদের সুনিশ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক আমি আপনাদের অগ্রে গমন করিব। যেখানে পতঙ্গ ও মৃগযূথ মধুরস্বরে রব করিয়া থাকে, আপনি সেই সুরম্য প্রদেশে আমার সমভিব্যাহারে বিচরণ করিবেন। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দেবলোক, ঐশ্বর্য্য বা অমরত্ব কোন বস্তুরই প্রার্থী নহি। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র বনগমনে সমুদ্যত, ধীরভাবাপন্ন, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত লক্ষ্মণকে বহুপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে নিষেধ করিলে, লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে আর্য্য! আপনি পূর্ব্বে অভিষেক-ক্রিয়া-নিবৃত্তির সময়েই আমাকে বনগমনে অনুমতি দিয়াছেন, তবে এক্ষণে কেন পুনর্ব্বার আমাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন? হে নিষ্পাপ! যে জন্য আপনি আমাকে বনগমনে নিষেধ করিতেছেন, উহা আমি জানিতে বাসনা করি। তখন মহাতেজা রাম সম্মুখে অবস্থিত অগ্রযায়ী, প্রার্থনা-পরায়ণ, কৃতাঞ্জলি লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১-৯

বৎস! তুমি ধার্ম্মিক, ধীর, সৎপথাবলম্বী ও আমার প্রাণতুল্য প্রিয়; তুমি আমার বশ্য ও সখা। হে সৌমিত্রে! তুমি অদ্য যদি আমার সহিত বনগামী হও, তাহা হইলে যশস্বিনী জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রতিপালন-ভার কে লইবে? পর্জ্জন্য যেরূপ পৃথিবীর পক্ষপাতী হয়, তাহার ন্যায় মহাতেজা মহীপতি কামকিঙ্কর হইয়া, কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন; সুতরাং জননীদের কামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে? কেকয়রাজনন্দিনী এই রাজ্য হস্তগত করিলে, দুঃখী সপত্নীগণের সম্বন্ধে সাধু ব্যবহার করিবেন না। ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিলে, তিনি জননীর বশবর্ত্তী হইয়া মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণ করিবেন না। হে অনুজ! তোমাকে এই জন্য বলি, তুমি স্বয়ং বা রাজার অনুকম্পায় যেরূপে হউক, এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, মাতৃদিগকে ভরণপোষণ কর। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এরূপ কার্য্য করিলে, আমার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি প্রদর্শিত হইবে; জানিও, গুরুলোকের সেবা-শুশ্রূষা করিলে, তাহাতে সবিশেষ ধর্ম্মসঞ্চয় ঘটিয়া থাকে। হে বৎস! তুমি আমার জন্য আমার জননীর লালনপালন-ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করি এবং আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বনগমন করি, তাহা হইলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিবে না। ১০-১৭

বাক্যকোবিদ রামচন্দ্র এইরূপ মধুর বাক্য কহিলে, লক্ষ্মণ বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—আর্য্য! ভরত আপনার প্রতাপে প্রকম্পিত হইয়া, প্রযতভাবে যে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদি ভরত এই রাজ্য হস্তগত করিয়া মন্দপথে পরিচালিত হন, যদি গর্ব্বের বশীভূত হইয়া দুরভিসন্ধিক্রমে মাতৃগণের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি নীচাশয় সেই ক্রূরের প্রাণ সংহার করিব; অন্য কথা কি, ত্রিলোকমণ্ডল একত্রিত হইয়া তাঁহার পক্ষে

১। ভ্রাতৃবিচ্ছেদকাতর লক্ষ্মণ শরণাগতবৎসল রামকে স্বীয় বনগমনানুমতির জন্য অনুরোধ করিতে উদ্যত হইয়াও পাছে তিনি অস্বীকৃত হয়েন, এই ভয়ে, সীতার নিকটও তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—সীতা রামকে বলিয়া লক্ষ্মণের গমন অনুমোদন করাইতে পারিবেন, ইহাই মুখ্য উপায়, এই মনে করিয়া তাঁহার সীতার নিকট প্রার্থনা।

দণ্ডায়মান হইলেও আমি সকলকেই সংহার করিতে ক্রটি করিব না। যিনি অনুগত উপজীবীদিগকে সহস্র সহস্র গ্রাম দান করিয়াছেন, সেই জননী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র লোককে অনায়াসে ভরণপোষণ করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় আর্য্যা কৌশল্যা নিজের জন্য ও মাতা সুমিত্রার উদরান্ন আহরণের কারণে যে বিব্রত হইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব প্রার্থনা, আপনি আমাকে আপনার অনুগমনে অনুমতি দান করুন; জানিবেন, ইহাতে অধর্ম্মের আশঙ্কা নাই, বরং ইহাতে আপনার ইষ্টসিদ্ধি হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব।[২] হে আর্য্য! আমি খনিত্র, পিটক ও গুণ সহিত শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক আপনার অগ্রে পথপ্রদর্শক হইয়া গমন করিব।[৩] আমি আপনার জন্য প্রতিদিন তপস্বীদিগের আহারোপযোগী বন্য ফল-মূল আনিয়া দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশিখরে বিহার করিতে থাকিবেন। জানিবেন, আপনার জাগ্রৎ বা নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়ে আপনার সকল কার্য্যই সাধন করিব। ১৮-২৭

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এরূপ সানুনয় বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে! তুমি আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগের অনুমতি লইয়া, আমার সহিত অরণ্যযাত্রা কর। মহাত্মা বরুণ, রাজর্ষি জনকের যজ্ঞে রৌদ্রাকার যে সকল ধনু, অভেদ্য কবচ, দিব্য তূণ, অক্ষয় অস্ত্র এবং সূর্য্যপ্রভাসদৃশ সুবর্ণলাঞ্ছিত খড়্গ দান করিয়াছিলেন, ঐ সকল অস্ত্রাদি যৌতুকস্বরূপ আমাদের অধিকৃত হইয়াছে, আমি আচার্য্যের অর্চ্চনা করিয়া, তৎসমুদায় তাঁহার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে তুমি ঐগুলি গ্রহণ করিয়া সত্বর আগমন কর।[৪] ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ রামের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বনগমনে স্থিরনিশ্চয় হইলেন এবং সত্বর স্বজনগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কুলগুরুর গৃহে গমন-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া রামসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দিব্য-মাল্য-শোভিত ঐ সকল অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিলেন। রামচন্দ্র তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অভীপ্সিত সময়ে আগমন করিয়াছ। এক্ষণে আমার যে সমস্ত ধনরত্নাদি আছে, তোমার সমভিব্যাহারে তাহা ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে বিতরণ করিব। আমার নিকটে গুরুভক্তিপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগকে এবং অনুজীবীদিগকে অর্থদান করা কর্ত্তব্য। তুমি এক্ষণে দ্বিজবর বশিষ্ঠপুত্র আর্য্য সুযজ্ঞকে আমার এখানে আনয়ন কর, আমরা তাঁহাকে এবং অন্যান্য শিষ্ট দ্বিজাতিগণকে সমুচিত অর্চ্চনা করিয়া অরণ্যযাত্রা করিব। ২৮-৩৭

দ্বাত্রিংশ সর্গ

তদনন্তর ভ্রাতা রামচন্দ্রের হিতকর আদেশে অনুজ লক্ষ্মণ সত্বর সুযজ্ঞের আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, ঋষিপ্রবর অগ্নিহোত্র-গৃহে সমাসীন আছেন; দর্শনমাত্রে তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আর্য্য রামচন্দ্র উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিবেন, আপনি সত্বর তাঁহার ভবনে আগমন করুন। অনন্তর ঋষিবর যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া লক্ষ্মণ

২। আপনার ফলমূলাহরণ কার্য্য, আমার জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তিত্ব এই উভয় কার্য্য উভয়ের হিত সম্পাদিত হইবে। পরন্তু ইহাতে কোন বৈধর্ম্ম্য নাই, অর্থাৎ সেব্য-সেবক ধর্ম্মরাহিত্য নাই। তুমি চিরকালই সেব্য এবং আমি চিরকালই সেবক, ইহা স্বাভাবিক।

৩। খনিত্র মূলাদি খনন করিয়া উঠাইবার নিমিত্ত কুদ্দাল অর্থাৎ যাহাকে কোদালি বলে। পিটকা বাঁশের নির্ম্মিত ফলাদি আহরণের পেটিকা, কণ্ডোল অর্থাৎ ডালাবিশেষ।

৪। বালকাণ্ডে বরুণের ধনুঃ প্রভৃতি দানের কথা উক্ত না হইলেও এই স্থানের উক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বরুণ দিয়াছিলেন। এইরূপ সুন্দরাকাণ্ডে—সীতা মণিরত্নদানকালে বলিয়াছেন যে, শ্বশুর আমাকে দিয়াছিলেন, এইরূপ কোথাও অকথিত কোথায়ও বা কথিত বিষয়ের অনুবাদ করা শাস্ত্রের রীতি আছে। এ স্থলে আচার্য্য অর্থে বশিষ্ঠদেব, তিনি ভিন্ন ইক্ষ্বাকুকুলের অন্য গুরু নাই।

সমভিব্যাহারে রমণীয় রামপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। প্রদীপ্ত বহ্নিতুল্য ঋষিকুমারকে দর্শন করিয়া, সীতার সহিত সীতাপতি গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রময় মৌক্তিক-হার, কেয়ূর, বলয় ও বিবিধ রত্ন প্রদানে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, সীতার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে কহিলেন,—হে সৌম্য! তুমি গিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে এই হার ও কণ্ঠমাল্য প্রদান কর। আমার অরণ্যবাস-সহচরী সীতা এই রশনা, বিচিত্র অঙ্গদ ও উৎকৃষ্ট কেয়ূর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট আস্তরণ-বিশিষ্ট নানারত্নময় পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন, তুমি এ সমস্ত গ্রহণ কর।[১] হে দ্বিজবর! আমি মাতুলের নিকট হইতে যে শত্রুঞ্জয় নামক হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিষ্ক-সহস্র দক্ষিণা দিয়া তোমাকে দান করিলাম, গ্রহণ কর। ১-১০

ঋষিকুমার সুযজ্ঞ সমস্ত ধনরত্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টমনে তাঁহাদের তিন জনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি যেরূপ সুরপতিকে বলিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র প্রিয়ম্বদ লক্ষ্মণকে কহিলেন,[২] বৎস! তুমি মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্র[৩] নামক উত্তম ব্রাহ্মণদ্বয়কে আহ্বান করিয়া লইয়া আইস। বৃষ্টি হইতে যেরূপ ধান্যের উৎপত্তি, তাহার ন্যায় তুমি রত্নাদি প্রদানে ইঁহাদিগকে সুখী কর। হে মহাবাহো! তুমি ইঁহাদিগকে সহস্র গাভী, সুবর্ণ, রজত ও মণিমুক্তাদি প্রদান-পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত কর। যে ব্রাহ্মণ জননী কৌশল্যার নিত্যাশীর্ব্বাদক, তুমি সেই তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া কৌশেয় বসন, যান ও পরিচারিকাদি প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদের সচিব ও সারথি, তিনি বৃদ্ধ দশায় উপনীত; অতএব তাঁহাকে মহামূল্য বসন, অর্থ ও রত্নাদি প্রদানে তৃপ্ত কর। আমার নিকটে কঠশাখাধ্যায়ী যে সকল দণ্ডধারী মনুষ্য আছেন, তুমি তাঁহাদিগকে দশ শত ধেনু ও নানাপ্রকার যজ্ঞীয় পশু প্রদান কর। তাঁহাদিগকে দান করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই, তাঁহারা নিত্যকাল বেদাধ্যায়ী; সুতরাং অন্য কার্য্যে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তাঁহারা যদিও অলস-স্বভাব, কিন্তু সুস্বাদু ভোজনে তাঁহাদের বিলক্ষণ স্পৃহা আছে। তুমি উক্ত শিষ্টসম্মত মহাত্মগণকে রত্নভার-বাহী অশীতি উষ্ট্র, ধান্যবাহী সহস্র বলীবর্দ্দ, চনক, মুদ্গবাহী দুই শত হস্তী ও দধি-দুগ্ধের জন্য বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ধেনু দান কর। জননীর নিকটে যে সকল ব্রহ্মচারী নিয়ত উপস্থিত হয়েন, তাঁহাদের বিবাহার্থ তুমি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিষ্ক এবং জননীর মনস্তুষ্টির অনুরূপ দক্ষিণা প্রদান কর। ১১-২১

তদনন্তর পুরুষপুঙ্গব লক্ষ্মণ রামবাক্যানুসারে সেই সমস্ত ধনরত্নাদি ধনাধিপের ন্যায় ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। এই সময়ে উপজীবী ভৃত্যগণ রামের বনগমনের আয়োজন দেখিয়া রোদন করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে জীবিকার অনুরূপ অর্থ প্রদান করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র তাহাদিগকে কহিলেন, আমরা যত দিন পর্য্যন্ত অরণ্য হইতে নিবৃত্ত না হই, তাবৎকাল তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে থাক। রাজকুমার রাম এই প্রকার আদেশ দিয়া ধনাধ্যক্ষের প্রতি ধন আনয়নের জন্য অনুমতি করিলেন। আদেশ-মাত্রে পরিচারকগণ প্রধাবিত হইল; ক্ষণমধ্যে তথায় স্তূপাকার ধন সজ্জিত হইল। রাম অনুজের সহিত ঐ ধনরাশি দীনদুঃখী আবালবৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রকেই অকাতরে বিতরণ করিলেন। এই সময়ে সেই প্রদেশে ত্রিজটনামে উঞ্ছবৃত্তি এক ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করিতেন।

১। অঙ্গদ—অনন্ত, কুণ্ডল—মাকরী, কেয়ূর—বাজু, বলয়—বালা, রশনা—কাঞ্চী—কটিদেশে ধার্য্য চন্দ্রহার, সূর্য্যহার প্রভৃতি।

২। এই দৃষ্টান্তটি নিযোজ্য-নিযোজকরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। গোবিন্দরাজ অগস্ত্য—এই পাঠ মূলে উল্লেখ করিয়া—অগস্ত্যপুত্র ও কৌশিক পদে বিশ্বামিত্রপুত্র এই অর্থ করিয়াছেন, তৎকালে অগস্ত্য বা বিশ্বামিত্রের অযোধ্যায় উপস্থিতির কথা সম্ভব হয় না। অথবা তন্নামক অন্য ব্রাহ্মণ কিম্বা তদ্গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ উত্তম উভয় ব্রাহ্মণদের এই উল্লেখ আছে, ঋষি বলিয়া উল্লেখ নাই।

তাঁহার মূর্ত্তি পিঙ্গলবর্ণ, গর্গ-গোত্রে তাঁহার উদ্ভব। তিনি ফাল, কুদ্দাল ও লাঙ্গল সাহায্যে বনস্থলী খনন করিয়া দিনপাত করিতেন। তাঁহার ভার্য্যা পূর্ণ-যুবতী, কিন্তু দারিদ্র্যদুঃখে নিতান্ত শীর্ণ-কলেবর। রামের ধনবিতরণ-সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া স্বামীকে বলিলেন, স্ত্রীজাতির স্বামীই দেবতা, তুমি ফাল ও কুদ্দালাদি পরিত্যাগ করিয়া, আমি যাহা বলি, তাহাতে কর্ণপাত কর। তুমি এই সময় রাজকুমার রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে অবশ্যই কিঞ্চিৎ অর্থ তোমার আয়ত্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, পত্নীর কথাক্রমে ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্ব্বশরীর সমাচ্ছাদন-পূর্ব্বক রাম-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২২-৩২

তাঁহার তেজ ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায়, তিনি যথাক্রমে পঞ্চ কক্ষ পার হইয়া গেলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করিল না। তদনন্তর দ্বিজবর ত্রিজট রাম-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—রাজকুমার! আমি অতিশয় দরিদ্র, আমার সন্তান-সন্ততি অনেক, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে কৃষিকার্য্যে দিনপাত করিতে হয়; অতএব প্রার্থনা, আমার প্রতি আপনি কৃপা-কটাক্ষপাত করুন। রামচন্দ্র তদ্বাক্যে হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন। ৩৩-৩৫

দ্বিজবর! আমার অসংখ্য গাভী আছে, তাহার এক সহস্রও বিতরিত হয় নাই। এক্ষণে তুমি যে পর্য্যন্ত এই দণ্ড ক্ষেপণ করিতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত যত ধেনু থাকিবে, আমি তাহার সমুদায়ই তোমাকে দান করিব। শ্রবণমাত্রে দ্বিজবর কটিদেশে শাটীবেষ্টন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে তাহা ক্ষেপণ করিলেন; নিক্ষিপ্ত দণ্ড দেখিতে দেখিতে সরযূর পর-পারে বহুবৃষভব্যাপ্ত গোষ্ঠে গিয়া নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র সরযূর অপর পার পর্য্যন্ত যে সকল গাভী সঞ্জীভূত ছিল, ত্রিজটাশ্রমে প্রেরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিলেন,—দ্বিজবর! তুমি কিছু মনে করিও না, আমি পরিহাস করিয়াছিলাম মাত্র; অনুরোধ, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তোমার দূরদেশ পর্য্যন্ত দণ্ডক্ষেপণের শক্তি আছে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য আমি তোমাকে এরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যদি এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনা থাকে, বল। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি এ বিষয়ে সঙ্কোচ করিও না; আমি যে কিছু ধন-সম্পত্তির অধিকারী, যদি ভবাদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে তাহা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে আমার যশের সীমা থাকিবে না। তখন দ্বিজবর ত্রিজট প্রমুদিতান্তঃকরণে অসংখ্য ধেনু গ্রহণ করিয়া বল, যশ, প্রীতি ও সুখবৃদ্ধির জন্য রামকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিলেন। ত্রিজট গমন করিলে পর প্রবলপৌরুষ রামচন্দ্র আপনার ধর্ম্মবলার্জ্জিত অর্থাদি ব্রাহ্মণ, সুহৃজ্জন, পরিচারক ও ভিক্ষুকদিগকে যথাযথ সমাদরে দান করিলেন। তাঁহার দানের কথা কি বলিব,—কি ব্রাহ্মণ, কি সুহৃদ, কি ভৃত্য, কি ভিক্ষুক সকলেই অনুরূপ অর্থ ও সমাদর পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিল। ৩৬-৪৫

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

অনন্তর রামলক্ষ্মণ সমস্ত ধন-সম্পত্তি বিতরণ করিয়া, সীতা সমভিব্যাহারে পিতৃদেব-চরণদর্শনার্থে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দেবী সীতা স্বহস্তে যে সকল অস্ত্র মাল্যচন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দুইটি পরিচারিকা তত্তাবৎ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। সে সময়ে সমস্ত

৫। ত্রিজট ব্রাহ্মণ বনে থাকিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, দৈবক্রমে সেই সময়ে তিনি তখন অযোধ্যা নগরে উপস্থিত ছিলেন।

লোক প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও বিমান-শিখরে[১] আরোহণ-পূর্ব্বক দীন-নয়নে নিরুৎসাহ-মনে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। রাজপথ অতিক্রম করিয়া যাওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল; এই কারণে জনস্রোত প্রাসাদ-শিখরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন রামচন্দ্রকে অনুজ লক্ষ্মণ ও প্রাণাধিকা জানকীর সহিত পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া, শোকাবিভূত হইয়া, সকলে এইরূপ বলিতে লাগিল,—যে রামচন্দ্রের গমনসময়ে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, অদ্য অনুজ লক্ষ্মণ দেবী জানকীর সহিত তাঁহারই অনুগমন করিতেছেন। যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের রসজ্ঞ ও বিলাসের আকরস্থান, আজ তিনি ধর্ম্ম-গৌরবে বাধ্য হইয়া, পিতৃবাক্যের অন্যথা-চরণ করিতে পারিলেন না। যে সীতাকে অন্তরীক্ষের প্রাণিগণ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই, আজ তাঁহাকে রাজ-পথ-চারী ব্যক্তিগণও অনায়াসে দেখিতেছে। যে জানকী অঙ্গরাগ ও রক্তচন্দনে লিপ্তা থাকিতেন, তাঁহাকেই গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার জলধারা ও দুরন্ত শীতের কোপ সহ্য করিয়া বিবর্ণ হইতে হইবে। বুঝিলাম, মহারাজ নিশ্চয়ই পিশাচোপহত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এরূপ প্রিয় পুত্রকে বনবাসী করিতে পারিতেন না। আশ্চর্য্য, যে রামের চরিত্র সম্বন্ধে সকলে একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়া থাকে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, নির্গুণ পুত্রের প্রতিও কেহ এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না। রামচন্দ্রে অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রবিজ্ঞতা, সুশীলতা, দম ও শান্তি এই ছয়টি গুণ জাজ্বল্যমান। প্রবল নিদাঘতাপে সরোবর শুষ্কসলিল হইলে, যেরূপ তাহাতে জলজন্তুর অবস্থিতি অসম্ভব, সেইরূপ রামবিবাসনও প্রজালোকের পক্ষে সাতিশয় পীড়াজনক হইবে। জগৎপতি রামচন্দ্রের এরূপ অবস্থাতে সকলেই উৎপীড়িত। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে যেরূপ ফলপুষ্পাদির অনিষ্ট-সঙ্ঘটন হয়, রামের অভাবে প্রজাগণের অবস্থাও তাহাই হইবে। ধার্ম্মিকচূড়ামণি মহাত্মা রামচন্দ্র সকল মনুষ্যের মূল, অপরাপর লোক সকল ইঁহার ফল, পুষ্প ও শাখামাত্র। ১-১৫

অতএব লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, আমরা সপত্নীক বন্ধুবান্ধবের সহিত সকলে রাম যেখানে যাইবেন, সেইখানে গমন করিব। আমাদের উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহাদির প্রয়োজন নাই, আমরা ধার্ম্মিক রামের সমদুঃখসুখী হইয়া তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইব। অতঃপর আমাদের যে সকল অর্থাদি ভূগর্ভে নিহিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইবে, ধেনু-ধান্যাদি অপহৃত হইবে, গৃহ-দেবতাগণ গৃহ পরিত্যাগ করিবেন, গৃহের সর্ব্বত্রই ধূলিধূসরিত ও অপরিচ্ছন্ন হইবে, মূষিক সকল চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত ও নানা স্থানে বিল সকল প্রাদুর্ভূত হইবে। জলের সম্পর্ক থাকিবে না, রন্ধন ধূমনিরস্ত থাকিবে, যাগ, যজ্ঞ ও ক্রিয়াদি সমেত মন্ত্রপ্রভাব বিলুপ্ত হইবে। অকালে গৃহ ভগ্ন ও নানা উৎপাত প্রকাশিত হইবে। আমরা এই পুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইলে, কৈকেয়ী আমাদের পরিত্যক্ত গৃহসকল লাভ করুন। রামচন্দ্র যে বনে গমন করিবেন, তাহা নগর হউক এবং আমাদিগের পরিত্যক্ত নগর বনরূপে পরিণত হউক। সর্পগণ আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া বাসস্থান বিল, মৃগপক্ষিগণ গিরিশিখর এবং মাতঙ্গ ও মৃগেন্দ্র সকল বনভূমি পরিত্যাগ করুক। আমরা যে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব, উহারা তাহা অধিকার করুক; এখন অবধি যেখানে তৃণ, মাংস ও ফলপ্রাপ্তির সুবিধা, উহারা তাহা পরিত্যাগ করুক। আমরা এক্ষণে মনের সুখে রামের সঙ্গে বনে বাস করিব। কৈকেয়ী পুত্র ও আপনার আত্মীয়দিগের সহিত এই পুরী পালন করিতে থাকুন। যদিও রামচন্দ্র এই প্রকার নানা কথা অনেকের মুখে শুনিলেন, তথাপি কোনরূপে

১। প্রাসাদ শব্দে দেবালয় ও রাজাদের গৃহ বুঝায়, হর্ম্ম্য শব্দে ধনী নাগরিকগণের বাস-গৃহ, বিমান শব্দে সপ্ততল বাড়ী বা দেবালয়কে বুঝায়।

তাঁহার মনের বিকৃতি ঘটিল না। তিনি ক্রমে ক্রমে মত্ত মাতঙ্গবৎ মন্দগমনে কৈলাসাচল সদৃশ পিতৃভবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ভবনের দ্বারদেশে বিনীত বীর পুরুষেরা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। রাম তাহা অতিক্রম করিয়া, অদূরে দীনভাবাপন্ন সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র পিতৃনিদেশ-পালনে সজ্জীভূত হইয়া প্রসন্ন-মনে পিতৃচরণ দর্শন করিবার আশায় দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তত্রত্য ব্যক্তিগণ সকলেই সুদুঃখিত। ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে স্থিরনিশ্চয় হইয়া পিতৃচরণে বিদায় লইবার আশায় দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সুমন্ত্রকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া "আমার উপস্থিতি-সংবাদ পিতৃদেবকে বিজ্ঞাপিত কর"—তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১৬-৩০

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

অনন্তর কমললোচন, দূর্ব্বাদলশ্যাম, নিরুপম রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি গিয়া আমার উপস্থিতি-সংবাদ পিতার নিকট প্রদান কর। সুমন্ত্র রামের কথায় সত্বর গমন করিলেন; দেখিলেন, মহারাজ শোকে সমাচ্ছন্ন, তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, জলহীন তড়াগের ন্যায়। মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র নৃপতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে বিলাপকারী মহারাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। অগ্রে জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা বৃদ্ধরাজাকে প্রোৎসাহিত করিয়া, দুঃখিত রাজা কি বলিবেন, এই ভয়ে বিকল মন্দ মন্দ উচ্চারিত বাক্যে বলিলেন, মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনার পুত্র রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান ও অনুজীবিগণকে অর্থ বিতরণ করিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। সত্যপরাক্রম রাম সুহৃদ্ ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার চরণদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। সূর্য্যদেব যেরূপ সৌরকিরণে সুশোভিত থাকেন, তাহার ন্যায় তিনি বিবিধ রাজগুণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। ইনি সত্বর মহারণ্যে প্রবেশ করিবেন। হে পৃথিবীপতে! তাঁহাকে আপনি অবলোকন করুন। ১-৮

তখন সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, আকাশতুল্য সুনির্ম্মল, সত্যবাদী নৃপতি দশরথ তাঁহাকে কহিলেন,—হে সুমন্ত্র! এই ভবনে আমার যে সকল পত্নী আছেন, তুমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আমার এখানে আনয়ন কর। আমরা মিলিত হইয়া প্রাণাধিক রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব। রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজপত্নীদিগকে "নৃপতি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব সত্বর আগমন করুন"—এই কথা বলিলেন। সুমন্ত্রমুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, সেই সকল রাজপত্নী স্বামীর আদেশে সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ব্রতধারিণী রোদন-নিবন্ধন তাম্রলোচনা সেই তিন শত পঞ্চাশৎ রাজপত্নী কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, মহারাজ রামকে আনয়ন করিবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ করিলেন। আদেশমাত্রে সুত সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে লইয়া সত্বর নৃপতি-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রমদাপরিবেষ্টিত নৃপতি দূর হইতে পুত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া, দুঃখিতচিত্তে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সেই রাজা, রামকে দেখিয়া বেগে অভিধাবিত হইলেন, রামচন্দ্রের নিকট পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ লক্ষ্মণ ও ধার্ম্মিক রামচন্দ্র, শোকাচ্ছন্ন মূর্চ্ছাপন্ন নৃপতিকে ভূমি হইতে শশব্যস্তে উত্থাপিত করিলেন। তখন অলঙ্কার-ঝঙ্কার সহিত প্রমদাগণের আর্ত্তনাদ রাজপুরী

ভেদ করিয়া ফেলিল, সকলেই 'হা রাম' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ সজললোচনে মূর্চ্ছিত নৃপতিকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সীতার সহিত পর্য্যঙ্কে স্থাপিত করিলেন। ৯-২০

ক্ষণকাল পরে নৃপতির চৈতন্যাবস্থা ঘটিলে, বাষ্প-শোকাচ্ছন্ন রাজাকে রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আমি দণ্ডকারণ্যে প্রস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাদের সকলেরই অধীশ্বর, আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি শুভদৃষ্টিতে আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। আমি যদিও নানাবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন-পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতাকে আমার অনুগমন বিষয়ে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতেও ইঁহারা আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। আপনি ইঁহাদের গমনে অনুমতি প্রদান করুন। প্রজাপতি যেরূপ আত্মজদিগকে তপস্যার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমাদের এই তিন জনকে বনে যাইতে অনুমতি দিউন। অকারণ শোকের অধীন হইবেন না। তখন মহীপাল বনবাস-সমুদ্যত পুত্রকে আদেশাপেক্ষী দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাঘব! আমি কৈকেয়ীর বরপ্রসঙ্গে মুগ্ধ হইয়াছি; অতএব আমাকে নিগ্রহ-পূর্ব্বক তুমি এই অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হও। ধর্ম্মধুরন্ধর রামচন্দ্র পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—২১-২৭

মহারাজ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে থাকুন, আমি অরণ্যযাত্রা করি; রাজ্যভোগে আমার স্পৃহা নাই। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া, প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শ্রীচরণে প্রণাম করিব।[১] এই সময়ে কৈকেয়ী রাম-বাক্যের অনুমোদনের জন্য অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া রাজাকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে সজলনয়নে দীনবচনে রামকে কহিলেন,—২৮-৩০

হে তাত! পরলোক ও ইহলোকের মঙ্গল-কামনায় তুমি নিরাপদে গমন কর, তোমার গমন-পথ ভয়শূন্য হউক। তুমি নির্দ্ধারিত সময়ের পর নিরাপদে প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যসন্ধ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি, তোমাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নহে। অনুরোধ, অদ্য রজনী এখানে অতি-বাহিত কর। তোমাকে এক দিন দেখিতে পাইলেও আমার সুখের সীমা থাকে না। তুমি অদ্য তোমার জননী ও আমাকে দেখা দিয়া, আমার সহিত ভক্ষ্য-ভোজ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক কল্য প্রভাতে অরণ্যযাত্রা করিও। হে বৎস! তুমি অতি দুষ্কর ধর্ম্মকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ; বলিতে কি, আমার পরলোকহিতের জন্য বনবাস স্বীকার করিয়াছ। রাঘব! আমি সত্যের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, না, এরূপ কার্য্য আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিসদৃশ গূঢ়া-ভিপ্রায়শালিনী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক স্বাধীনতা হইতে বিচলিত হইয়াছি। আমি এই কুলচরিত্রনাশিনী কৈকেয়ীর নিকট যে বঞ্চনা লাভ করিয়াছি, তুমি উহা হইতে নিস্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম! পুত্রদিগের মধ্যে তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতৃসত্যপালনার্থ যত্নবান্ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। ৩১-৩৮

অনন্তর সানুজ রামচন্দ্র শোকার্ত্ত নৃপতির এরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, দীনভাবে পিতৃদেব দশরথকে কহিলেন,—পিতঃ, আমি অদ্য যেরূপ রাজ-ভোগ পাইতে পারিব, কল্য তাহা কে দিবে? এই

১। রামচন্দ্রের এই বাক্য কিরূপে সম্ভব হইবে—প্রতিজ্ঞান্তে দশরথের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পাদগ্রহণ অসম্ভব। টীকাকারগণ বলেন, মাতাপিতার অভেদ বলিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, সীতা-বিশুদ্ধির পর রাম যে দশরথের পাদগ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়াছিলেন, উহাই এখানের অভিপ্রেত। পাদ শব্দে স্থান বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ রাজোচিত স্থান গ্রহণ করিব।

জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর পুরী-পরিত্যাগই আমার প্রার্থনার বিষয়।[২] ৩১-৪০

আপনি এক্ষণে আমার পরিত্যক্ত ধনধান্য-পরিপূর্ণ লোকসঙ্কুল বিবিধ রাজ্যবেষ্টিত বসুমতীর ভার কুমার ভরতকে প্রদান করুন। নরদেব! আমি অদ্য বনগমনে যে স্থিরমতি হইয়াছি, তাহা কোনও ক্রমে বিচলিত হইবে না। হে বরদ! আপনি দেবী কৈকেয়ীকে যে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা পালন-পূর্ব্বক সংসারে সত্যবাদী নামে পরিচিত হউন। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত আপনার আদেশ পালন-পূর্ব্বক বনচরদিগের সহিত বনে বাস করিব। ভরতের হস্তে পৃথিবীপালনভার সমর্পণ করিতে কোনও সংশয় করিবেন না। হে নরবর! আমি নিজের বা আত্মীয়জনের সুখের জন্য রাজ্যসুখ-ভোগে লালায়িত নহি; বলিতে কি, আপনার নিদেশ-পালনে যেরূপ সুখভোগের সম্ভব, এরূপ পদার্থ চক্ষে ঠেকে না। আপনি রোদন করিবেন না, দুঃখকে দূরে নিক্ষেপ করুন; জানিবেন, সরিৎপতি কখনও আত্ম-সীমা অতিক্রম করেন না। বলিতে কি, রাজ্য, ভোগ্য-বস্তু, মেদিনী, স্বর্গভোগ বা জীবনধারণও আমার কাম্য নহে। হে পুরুষবর! আপনাকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ-পূর্ব্বক আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার বাক্য লঙ্ঘন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং তাহাও আমার অসাধ্য। এজন্য ক্ষণমাত্র এই পুরীতে বাস করিতে পারিতেছি না; প্রার্থনা, আমার জন্য আপনি অধীর হইবেন না। দেবী কৈকেয়ী যেই আমার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি অমনি যাইব বলিয়াছি; অতএব সেই সত্য এক্ষণে পালন করা কর্ত্তব্য। ৪১-৫০

হে দেব! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি যেখানে প্রশান্ত মৃগগণ বিচরণ করে, যে স্থান নানা-বিধ পক্ষিগণের কলধ্বনিতে নিনাদিত, সেই বনে বাস করিব। হে তাত! পিতা দেবগণেরও দেবতা, এরূপ কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; পিতা দেবতা বলিয়াই তদ্বাক্য-পালনে আমার প্রয়াস। যখন চতুর্দ্দশ বৎ-সর গত হইলে, আমি পুনরায় প্রত্যাগমন করিব, তখন সে জন্য দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি? হে পুরুষ-প্রবর! আপনি জানেন, আমারই জন্য সকলে শোকা-চ্ছন্ন, সকলেই নেত্রজলে পরিপ্লুত; অতএব শোকে অধীর না হইয়া, ইঁহাদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে পুর ও রাষ্ট্র সহিত এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকে ইহা দান করুন; আমি আপনার আদেশে দীর্ঘকাল সুখভোগ করিবার জন্য বনগমন করিব। ভরত নিরাপদে আগ-মন করিয়া, শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরসঙ্কুল আমার পরিত্যক্ত এই পৃথিবী পালন করিতে থাকুন; আপনি কৈকেয়ীর নিকটে যাহা প্রতিশ্রুত আছেন, তাহা সফল হউক। হে পার্থিব! উপাদেয় ভোগ্য বস্তুতে আমার রুচি নাই, প্রীতি-বিধায়ক কোনও বস্তুরই স্পৃহা করি না; কেবল সজ্জনানুমোদিত আপনার আদেশই আমার প্রার্থনীয় ও শিরোধার্য্য। আপনাকে বারংবার বলিতেছি, আপনি আমার জন্য ক্ষুব্ধ হইবেন না। অধিক কি বলিব, আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিয়া, বিস্তৃত রাজ্য, অতুলনীয় ভোগসম্পত্তি ও প্রাণাধিকা জানকীকেও আমি প্রার্থনা করি না; কেবল আপনার ব্রত সত্য হয়, এই আমার প্রার্থনা। আমি পাদপশোভিত বনে প্রবেশ-পূর্ব্বক গিরি, নদী ও সরোবর সন্দর্শন ও তত্রত্য ফলমূলাদি ভোজন করিয়া সুখী হইব; আপনি নিরাপদে অবস্থিতি করিতে থাকুন। রামচন্দ্র এইরূপ কথা কহিলে, রাজা দশরথ মনের দুঃখে ও প্রবল শোকে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন; তাঁহার

[২] অথবা অদ্য বনগমন করিলে, সত্যপ্রতিজ্ঞত্বাদি যে সকল গুণ লাভ করিতে পারিব, সেই সকল গুণ কল্য গমন করিলে কে প্রদান করিবে?

সর্ব্বশরীর স্পন্দহীন হইল। তখন কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য রাজমহিষীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকাগণ "হায় কৈকেয়ি! কি করিলে!" এই-রূপে হাহাকার করিয়া উঠিল; সুমন্ত্রও নেত্রজলে পরিপ্লুত হইয়া অচেতন হইলেন। ৫১-৬১

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

তদনন্তর সুমন্ত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; তিনি দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিলেন, তিনি সহসা বারম্বার মস্তক কম্পিত করিলেন। তিনি দুই হস্তে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম হইল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি অতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। তিনি মহারাজের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দুঃখিতমনে বাক্যবাণ প্রয়োগ-পূর্ব্বক কৈকেয়ীর হৃদয় প্রকম্পিত ও মর্ম্মাহত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেবি! চরাচর মহীমণ্ডলের অধিপতি মহারাজ দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ইঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, তখন তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই; জানিলাম, তুমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী:[1] যে মহারাজ দশরথ ইন্দ্রতুল্য অজেয়, অচলের ন্যায় নিশ্চল, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তুমি নিজ-কর্ম্মদোষে ইঁহাকে ক্ষুভিত করিলে! আমি তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি মহীপতি পতির অবমাননা করিও না; জানিও, স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করা স্ত্রীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, নৃপতির অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠক্রমে ইক্ষ্বাকু-কুলে যে রাজ্যাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। ভাল, রাজা হইতে হয়, ভরত হউন, পৃথিবী পালন করুন; কিন্তু রাম যেখানে গমন করিবেন, আমরা সেইখানেই যাইব। ১-১০

তুমি যে নীচকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছ, তাহাতে তোমার রাজ্যে কিরূপে ব্রাহ্মণগণ বাস করিবেন? নিশ্চয়ই বলিতেছি, রাম যে পথে গমন করিবেন, আমাদের সকলেরই সেই পথ অবলম্বনীয়। হে দেবি! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও ব্রাহ্মণগণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইলে, তোমার রাজ্য লইয়া কি সুখভোগ ঘটিবে? তুমি সেইরূপ মর্য্যাদা-শূন্য অতিশয় জঘন্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, যাহাতে কোন ব্রাহ্মণই এই রাজ্যে বাস করিবেন না। আমি ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, তোমার ঈদৃশ আচরণে এখনও মেদিনী সদ্য বিদীর্ণ হইতেছেন না। তুমি যখন রামবনবাসে সমুদ্যত হইয়াছ, তখন ব্রহ্মর্ষিগণ অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর ধিক্কারে তোমাকে ভস্মীভূত করিতেছেন না কেন? যাহা হউক, মহারাজ যে তোমার মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন, ইহার পরিণাম যে কি শোচনীয়, তাহা বলিতে পারি না। * আশ্চর্য্য, কুঠারাঘাতে আম্রবৃক্ষ কর্ত্তিত করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিম্বের সেবা করিয়া থাকে? নিম্বমূলে জল-সিঞ্চনে কি মধুরত্ব ঘটিয়া থাকে?[2] তোমার মাতার আভিজাত্য যে প্রকার, তোমারও সেইরূপ বলিয়া মনে করি। নিম্ববৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণ হয় না, লোকে যে এ কথা বলিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। তোমার জননী পাপকার্য্যে আসক্ত ছিলেন, যে জন্য এ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—পূর্ব্বকালে মহাতপা কোনও মহর্ষি তোমার পিতাকে একটি বরদান করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রভাবে তোমার পিতা ব্যক্তাব্যক্ত সকল প্রকার স্বরের অর্থগ্রহণ করিতে পারিতেন; সেই জন্য তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি

১। রাম বনগমনের পর—প্রিয়তম পুত্রবিরহে শোকস্তব্ধ হইয়া মহারাজ নিশ্চয় মরিবেন, সুতরাং তুমি পতিঘাতিনী, এবং রাম-নির্ব্বাসন ও রাজার মরণহেতুক তুমি কুলঘাতিনী—ইহাই অভিপ্রায়।

* তোমার মতানুসরণ করিয়া, মহারাজের পরিণাম কষ্টকর হইবে; এ কথা মূলে উল্লেখ নাই, টীকাকার কহেন।

২। বরদানচ্ছলে রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া কৈকেয়ীর চিত্তানুসরণ করা নরপতির অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে।

জন্তুদিগের উচ্চারিত স্বরের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। এক সময়ে তোমার পিতা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে সুবর্ণকান্তি জৃম্ভপক্ষী ডাকিতেছিল, নৃপতি ঐ স্বরের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া হাসিতে থাকেন। ১১-২০

তোমার জননী তোমার পিতাকে হাস্য করিতে দেখিয়া অতিশয় রোষপরবশ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, রাজন্! তোমার হাস্য করিবার কারণ কি? যদি আমার নিকটে না বল, এখনই আত্মঘাতিনী হইব। কেকয়রাজ বলিলেন, যদি হাসিবার কারণ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে এখনই আমার মৃত্যু ঘটিবে। তোমার মাতা তোমার পিতাকে পুনরায় কহিলেন, তুমি বাঁচিয়া থাক বা তোমার মৃত্যু হউক, হাসিবার কারণ জানিতে পারিলে আর কখনও আমাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিবে না। প্রেয়সীর এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে নৃপতি সেই বরদাতা ঋষির নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন বরদ সেই তপোধন কহিলেন, মহীপতে! তোমার পত্নী আত্মঘাতিনী হউন আর নাই হউন, তুমি এই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিও না। ঋষি হৃষ্টচিত্তে এই কথা কহিলে তোমার পিতা তোমার মাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও তোমার মাতার ন্যায় মহারাজকে গর্হিত পথে পরিচালিত করিতেছ। হে পাপদর্শিনি! মোহপ্রযুক্ত মহারাজকে তুমি অসৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছ। 'পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোকেরা মাতৃস্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকে', এই যে প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে নিষেধ করি, তুমি জননীর ন্যায় হইও না; মহারাজ যাহা বলেন, তাহাতে আপত্তি করিও না। অধিক কি বলিব, মহারাজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে বলি, পাপের প্রবর্ত্তনায় প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বলোকপালক ইন্দ্রের ন্যায় নরেন্দ্রকে পাপপথে পরিচালিত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ২১-৩০

দেবি! রাজীবলোচন শ্রীমন্মহারাজ লীলাচ্ছলে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে।[৩] বিশেষতঃ রামচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বদান্য, কর্ম্মকুশল, স্বধর্ম্মরক্ষক ও সর্ব্বজীবপ্রতিপালক; অতএব তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর। দেবি! জানিবে, যদি রামচন্দ্র পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হন, তাহা হইলে লোকসমাজে তোমার ঘোর অপযশ প্রচারিত হইবে। এক্ষণে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করুন, তুমি মনঃক্ষোভ দূর কর; জানিও, রাম ব্যতিরেকে অন্য কেহই তোমার প্রিয় হইতে পারিবেন না। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাবীর মহারাজ দশরথ পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিবেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভামধ্যে এই প্রকার তীক্ষ্ণ ও শান্ত বচন প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার অন্তরে দয়া প্রকাশ পাইল না; অধিক কি, সে সময়ে তাঁহার মুখবর্ণের বিকৃতিও সংলক্ষিত হয় নাই। ৩১-৩৭

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞাপ্রভাবে প্রপীড়িত হইয়া সজল-নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুমন্ত্রকে কহিলেন,[১] সূত! তুমি রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার জন্য চতুরঙ্গ-বল-সমন্বিত সৈন্যদিগকে সুসজ্জীভূত কর। ইঁহাদের সঙ্গে যে সকল গণিকারা পরচিত্তাকর্ষণ ও বচন-রচনায় বিশেষ পণ্ডিতা, তাহারা গমন

৩। মহারাজ যে বরদ্বয় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবে না। তোমার এই প্রার্থিত বরদ্বয় প্রত্যাহার করিলে যথেষ্ট ভূষণাভরণ সম্মান প্রভৃতি তোমাকে তিনি প্রদান করিবেন।

১৷ এইরূপ ভাবে সুমন্ত্র রাজার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা, এই কথা বলিলে রাজা ঐ প্রতিজ্ঞা যে সত্য, ইহা জানেন বলিয়াই বনেতেও যাহাতে রামের সুখে বাস হয়, সেই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন।

করুক; ধনেশ্বর বণিক্‌গণ পণ্য-সম্যভিব্যাহারে গমন করুক। যাহারা রামের আশ্রয়ে পালিত ও যে সকল মল্ল বীর্য্য-পরীক্ষার জন্য রামের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া রামের সমভিব্যাহারী করিয়া দেও। সর্ব্বোত্তম অস্ত্র-শস্ত্র ও শকট সকল সঙ্গে গমন করুক; অধিক কি বলিব, অরণ্যপথবেত্তা ব্যাধ ও নগরের লোক-মাত্রেই রামের অনুবর্ত্তী হউক। ইহারা বনে বাস করিয়া মৃগাদি বধ, বন্যমধু পান ও নদ-নদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইবে। আমার ধন-ধান্যাদি যে কিছু কোষাগারে আছে, তৎসমভিব্যাহারে পরিচারকগণ বনগমন করুক। প্রাণাধিক রাম বনে গমন করিয়া পবিত্র স্থানে ঋষিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞকার্য্য সমাধা করত পরম সুখে বাস করিতে থাকুন। পুরীমধ্যে যে কিছু ভোগদ্রব্য আছে, সকলই রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; অবশেষে ভরত আসিয়া অযোধ্যার রাজপাট গ্রহণ করিবেন। ১-৯

মহারাজ দশরথ এই কথা কহিলে, কৈকেয়ীর অন্তরে আতঙ্কের আবির্ভাব হইল, তাঁহার মুখ শুষ্ক ও স্বর রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বিষণ্ণ ও সন্ত্রস্ত হইয়া নৃপতিকে কহিলেন, মহারাজ! যদি এই পুরী হইতে সমস্ত ধনসম্পত্তি নিষ্কাশিত হয়, তাহা হইলে পীতসার সুরার ন্যায় নিষ্ফল রাজত্বে ভরতের প্রয়োজন কি?[২] যখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ দশরথ রোষ-কষায়িত-লোচনে তাঁহাকে কহিলেন,—অনার্য্যে! তুই আমাকে ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিস্, তাই কর্; তবে আবার আমাকে মর্ম্মাহত করিতেছিস্ কেন? তুই ত রামবনবাস প্রার্থনাকালে এ কথার উল্লেখ করিস্ নাই? দশরথের এই প্রকার সামর্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৈকেয়ী অতিশয় কুপিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজাকে সদর্পে এই কথা বলিলেন,—মহারাজ! তোমার বংশে সগররাজ জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ রামকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া বনবাসী কর। কৈকেয়ী এই কথা কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। সভাস্থ জনগণ অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। সে সময়ে কোপনস্বভাবা কৈকেয়ী রাজার ধিক্কার বা সাধারণের লজ্জিতভাব অণুমাত্র গণনা করিলেন না। ১০-১৭

এই সময়ে প্রধানরাজপুরুষ সিদ্ধার্থ নামে এক জন বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন,—দেবি! অসমঞ্জ অতিশয় দুর্বৃত্ত ও লোকদ্রোহী ছিল। সেই দুর্ম্মতি খেলা করিতে করিতে অন্যান্য শিশুদিগকে ধরিয়া লইয়া, সরযূতে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক আমোদ করিত। তাহার কাণ্ড দেখিয়া প্রজালোক অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল এবং রাজার নিকটে আসিয়া তাহার অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিল। তাহারা বলিল, মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে, না আমা-দিগকে রাজ্যে রাখিতে ইচ্ছা করেন? তখন নৃপতি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের এরূপ আতঙ্কের কারণ কি? তাহারা কহিল, মহারাজ! আপনার পুত্র অসমঞ্জ আমাদের শিশুদের সঙ্গে পথে খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূ-জলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাকে। তখন প্রজাবৎসল নরনাথ তাহাদের প্রতি অত্যাচার জানিতে পারিয়া, তাহাদের হিতের জন্য ঘোর অহিতকারী আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজার আদেশে সেই পাপাশয় ভার্য্যার সহিত সপরিচ্ছদে যানারোহণ-পূর্ব্বক যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত

২। মূলে 'পীতমণ্ড' বলা হইয়াছে, মণ্ড শব্দে দধির সারাংশও বুঝায়, নবনীত উদ্ধৃত হইলে সেই মথিত দধির ন্যায় রাজ্যের সারদ্রব্য চলিয়া গেলে নিঃসার রাজ্য ভরত গ্রহণ করিবে না। ইহাই কৈকেয়ীর বলিবার তাৎপর্য্য।

হইল। এইরূপে সেই পাপমতি নিজকর্ম্মদোষে ফাল ও পিটক[৩] লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন করত পর্য্যটন করিতে লাগিল। ১৮-২৫

দেবি! সুধার্ম্মিক মহারাজ সগর এই কারণে পুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামের ত এরূপ কোনও অপরাধ দেখা যায় না,—যাহাতে তিনি নির্ব্বাসিত হইতে পারেন। আমাদের কেহই কখনও রামের কোনও দোষ দেখে নাই; বলিতে কি, চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় রামে পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। দেবি! তুমি যদি রামচন্দ্রের কোন দোষ দর্শন করিয়া থাক, তবে তাহা অদ্য সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করা যায়। আমরা জানি, যিনি সজ্জন ও শিষ্ট, অকারণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্মবিরোধ-নিবন্ধন দেবরাজের মাহাত্ম্যও খর্ব্ব হইয়া পড়ে। দেবি! এই জন্য বলিতেছি, রামের শ্রী নষ্ট করিও না; যদি একান্তই রামকে বনবাসী কর, তাহা হইলে তোমার লোকনিন্দার সীমা থাকিবে না। সিদ্ধার্থের উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারাজ দশরথ ক্ষীণস্বরে শোকাকুলবচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—রে পাপীয়সি! বুঝিলাম, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের অনুকূল বাক্য তোর প্রীতিকর হইল না। তুই তোর নিজের এবং আমার হিত কি, তাহা জানিস্ না; সাধুপথে পদচারণা করা তোর বাসনা নহে; এইরূপ নীচ নিন্দনীয় কার্য্যই তোর পক্ষে উচিত কার্য্য। যাহা হউক, আমি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, রামের অনুগামী হইব; তুই তোর পুত্র ভরতের সহিত চিরকালের জন্য এই রাজ্য ভোগ করিতে থাক্। ২৬-৩৩

৩। ফাল—কন্দমূলাদি উত্তোলনার্থ অস্ত্রবিশেষ (কোদালি); পিটক—আহৃত ফলমূলাদি রাখিবার মঞ্জুষা।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

তখন রামচন্দ্র রাজা দশরথের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনয়-নম্র-বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! আমি যখন ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বন্যফল ভোজনে জীবন ধারণ করিতে চলিলাম, তখন আমার সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত যাইবার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে হস্তী দান করিয়া থাকেন, তাঁহার যদি হস্তীর মধ্য-বন্ধন রজ্জুর প্রতি লোভ থাকে, তবে তাঁহার হস্তী দানের ফল কি? আমি জননী কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য সমস্তই ভরতকে দান করিতেছি, এক্ষণে আমার জন্য চীরবস্ত্র ও খনিত্রাদি প্রদান করিতে অনুমতি করুন। এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনগামী হইব। তখন রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্লজ্জা কৈকেয়ী তাঁহাকে চীরবসন আনিয়া দিলেন এবং সভামধ্যে সকলের সাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন, ইহা পরিধান কর। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র কৈকেয়ী-প্রদত্ত চীরখণ্ড পরিধান করিয়া, আপনার পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রামের এবম্বিধ অনুষ্ঠান দেখিয়া অনুজ লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে মুনি-বেশ ধারণ করিলেন। ১-৮

অনন্তর কৌশেয়বসনা সীতা চীর গ্রহণ করিয়া, বাগুরা দর্শনে হরিণীর মনে যেরূপ আতঙ্কের উদ্রেক হয়, তাহার ন্যায় অতিশয় শঙ্কিতা হইলেন। শুভ-লক্ষণা সীতা, কৈকেয়ীর নিকট চীরবসন গ্রহণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, তখন স্বামীর এরূপ অবস্থা চিন্তা করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ দুঃখে অস্থির হইয়া উঠিল। অনবরত তাঁহার নেত্রযুগল হইতে শোকাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; সে সময়ে ধর্ম্মদর্শিনী বর-বর্ণিনী জনকনন্দিনী গন্ধর্ব্বরাজতুল্য প্রিয় পতিকে এ কথা বলিলেন,—জীবনসর্ব্বস্ব! বনবাসী তপস্বিগণ কিরূপে চীরবন্ধনে শরীর আবদ্ধ করিয়া রাখেন? এই কথা বলিয়া চীরপরিধানে অনভিজ্ঞা সীতা

বারংবার মোহপ্রাপ্ত হইলেন। যদিও চীর-পরিধানের জন্য তাহার একখণ্ড কণ্ঠদেশে ও অপর খণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা ব্যবহার করিতে জানেন না বলিয়া, তিনি লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। রামচন্দ্র সীতার অবস্থা দর্শনে ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পরিধেয় কৌশেয়বসনের উপরিভাগে চীরবন্ধন করিয়া দিলেন। রামকে স্বহস্তে সীতার চীরবন্ধন করিতে দেখিয়া, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাতরভাবে মহাতেজা রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! মনস্বিনী জনকনন্দিনী তোমার ন্যায় বনবাসের জন্য আদিষ্টা হয়েন নাই। তুমি পিতৃসত্য-পালনে বনগমনের জন্য সমুদ্যত হইয়াছ; একান্ত যাইতে হয়, তুমিই যাও। আমাদের কথা, তুমি যত দিন না প্রত্যাবৃত্ত হইবে, আমরা সীতার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিব। হে রামচন্দ্র! তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনগমন কর; কিন্তু কল্যাণী সীতা তপস্বীর ন্যায় বনবাস করিতে পারিবে না। হে কমললোচন! তোমাকে আমরা ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া জানি, আমাদের কথায় তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হইতে ও অযোধ্যায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর না। কিন্তু তোমার নিকটে প্রার্থনা, সীতা এখানে অবস্থিতি করুন। ৯-১৯

অনন্তর পুররমণীদিগের এরূপ প্রার্থনা অবগত হইলেও রামচন্দ্র সমান-ব্রতচারিণী সীতাকে চীরবন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিলেন না। তখন কুলগুরু বশিষ্ঠদেব সীতার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সজলনয়নে তাঁহাকে চীরধারণ করিতে নিবারণ করিয়া, কৈকেয়ীকে কহিলেন,—রে মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারিণি! রে কুলকলঙ্কিনি দুর্ম্মতে! তুমি মহারাজকে প্রতারিত করিয়াও মর্য্যাদা পালন করিতেছ না। রে দুঃশীলে! দেবী জানকীকে কখনই বনগামিনী করা হইবে না, ইনি গৃহে থাকিয়া রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্য্যা গৃহস্থদিগের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; অতএব সীতা রামের অর্দ্ধাঙ্গরূপে রাজ্য-পালন করিবেন।[১] যদি জনকনন্দিনী রামের অনুগামিনী হন, তাহা হইলে, নগরের অন্যান্য লোকের সহিত আমরা সকলেই রাম যেখানে যাইবেন, সেই স্থানে গমন করিব। কেবল আমরা বলিয়া নহে, অন্তঃপুর-রক্ষক[২] এবং উপজীবিগণ আপনাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া সকলেই এই রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সপত্নীক রামের অনুগামী হইবে। ২০-২৬

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, রামের বনগমন ঘটিলে, ভরত-শত্রুঘ্ন চীরবসন পরিধান করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবে। তখন এই পুরী শূন্য ও জঙ্গলে পরিণত হইবে। তুমি সে সময়ে প্রজাদিগের অহিতকারিণী হইয়া বৃক্ষ সকলের সহিত এই নির্জ্জন পুরী একাকী শাসন করিও। জানিও, যেখানে রামের রাজত্ব নাই, তাহা রাজ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; যেখানে রামের অবস্থিতি, সেই বনও রাজ্য বলিয়া গণ্য। তোমাকে অধিক কি বলিব, যখন মহারাজ অনুরোধে বাধ্য হইয়া এই রাজ্য দান করিতেছেন, তখন ভরত কখনই ইহা শাসন করিবেন না। আমি বলিতে পারি, দশরথের ঔরসজাত হইলে,[৩] ভরত কখনও তোমার সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিবেন না। আমি জানি, ভরত পিতৃবংশ-পরিচয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। যদি তুমি পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হও, তথাপি তোমার পুত্র তদন্যথাচরণ করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি পুত্রের হিতকামনায় যে রাজ্যপ্রাপ্তির প্রার্থনা

১। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রী কিরূপে রাজ্যের অধিকারিণী হইবে? ইহার উত্তর এই যে, গৃহস্থদিগের সকলেরই আত্মা স্ত্রী, শ্রুতি বলিয়াছেন, "অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নী" ইহা দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের মিলিত শরীর সূচিত হয়, ইহার আদর্শমূর্ত্তি 'অর্দ্ধ-নারীশ্বর', এই জন্যই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত ভালবাসা হইয়া থাকে।

২। মূলে অন্তপাল শব্দ আছে, উহার অর্থ শুদ্ধান্তরক্ষক যেমন হয়, তেমন রাষ্ট্রান্তপালক দণ্ডনায়ককেও বুঝায়।

৩। সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠদেবের এই উক্তি বিচারস্থলে যেমন বলে, 'বেদ যদি প্রমাণ হয়' সেইরূপ। অথবা ইহাও কৈকেয়ীর প্রতি অপর ধিক্কারপ্রদান।

করিয়াছ, ইহাতে তুমি পুত্রেরই অনিষ্টাচরণ করিলে। আমি জানি, রামের প্রতি অনুরাগী নয়, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। কৈকেয়ি! তুমি অদ্যই দেখিতে পাইবে, পশু, পক্ষী ও মৃগাদি জন্তু সকল রামের অনুগমন করিতেছে; অন্য কথা কি, বৃক্ষ সকল পর্য্যন্ত রামের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। হে দেবি! তুমি এক্ষণে চীরবসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার বধূমাতা জানকীকে উৎকৃষ্ট আভরণ সকল প্রদান কর। জানিও, সীতাশরীরে চীরবসন শোভা পাইবার নহে; অতএব এরূপ বসন প্রদানে নিবৃত্ত হও। হে কেকয়রাজ-পুত্রি! তুমি কেবলমাত্র রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, সুতরাং সীতা স্বামিসেবার্থ বেশবিন্যাস-পরায়ণা হইয়া তদনুগামিনী হইয়া বনে বাস করুন। আমি বলি, সীতার সম্বন্ধে যখন তুমি বর প্রার্থনা কর নাই, তখন তিনি উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাদিগের সহিত নানা বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, রামের অনুবর্ত্তিনী হউন। যদিও অমিতপ্রভাব অগ্নিকল্প বিপ্রবর বশিষ্ঠ জানকীর চীরধারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন, কিন্তু তাপসীভাবে রামের অনুগামিনী হইতে সীতার বাসনা বলিয়া, তিনি কোনও রূপে চীরধারণ-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। ২৭-৩৭

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

সনাথা সীতা চীরবস্ত্র-ধারিণী হইয়া অনাথার ন্যায় বনগমনোদ্যত হইলে সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল।[১] তাহাদের নিন্দাবাক্যে মহীপতি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মপ্রাপ্তি, যশোলাভ ও আত্মজীবনে নিরুত্তমতা জন্মিল। সে সময়ে তাঁহার নাসিকা হইতে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রকাশ পাইতে লাগিল; তিনি অবশেষে কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! চীরবসন ধারণ করিয়া সীতা বনে গমন করিতে পারেন না। কারণ, সীতা সুকুমারী, বিশেষতঃ বালিকা; আবার ইনি কখনও সুখ ভিন্ন দুঃখ পদার্থ কি, তাহা অবগত নহেন, এই কারণে বনবাসের অযোগ্যা বলিয়া, গুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আশ্চর্য্য, রাজনন্দিনী সীতা কখনও কাহারও কোনও অপকার করেন নাই, ইঁহাকে বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীরগ্রহণ করিতে হইল! আহা! কিরূপে চীরগ্রহণ করিয়া বিন্যাস করিতে হয়, জানিতে না পারিয়া, ইনি বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বধূমাতা সীতা চীরবসন পরিত্যাগ করুন। তিনি মনের সুখে নানাপ্রকার রত্নাদি লইয়া, স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হউন। আমি জানি, ইঁহাকেও রামের ন্যায় বনগামিনী হইতে হইবে, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। বলিতে কি, আমি মুমূর্ষু হইয়াই রামের বনবাস সম্বন্ধে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে, কিন্তু পুষ্পোদ্গম হইলে বংশবৃক্ষ যেরূপ নষ্ট হয়, তাহার ন্যায় তোমাকে জানিতে না পারিয়া এরূপ প্রবৃত্তি আমার বিনাশের কারণ হইবে। স্বীকার করি, না হয় রাম তোমার অপকার করিয়াছেন; কিন্তু পাপীয়সি! বল দেখি, মৃগনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী বৈদেহী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? ১-৮

তুমি রামের বনবাস-প্রার্থনায় যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট; ইহার উপর এই সকল ঘোরতর মহাপাতকের অনুষ্ঠানের কি ফল আছে বল? দেবি! তুমি রামাভিষেক-বাসনায় আমার নিকটে আসিয়াছিলে, আমার বিশ্বাস, তুমি তৎপরিবর্ত্তে রামকে যে বনবাসী করিবার আদেশ করিয়াছিলে, আমি পূর্ব্বে না জানিতে পারিয়া, অগত্যা তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে

১। কৈকেয়ীর বরের অন্তর্গত না হইলেও এইরূপ অন্যায় ব্যবহার রাজার সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া সকলেই রাজাকে ধিক্কার প্রদান করিয়াছিল।

দেখিতেছি, তোমার ঘোর দুরাশা উপস্থিত, কি আশ্চর্য্য, নিরপরাধা জনকনন্দিনীকে পর্য্যন্ত চীরধারিণী করিতে ইচ্ছা করিয়াছ! যাহা হউক, এ অপরাধে তোমাকে নরকগামিনী হইতে হইবে।* সীতাসম্বন্ধে এইরূপ কথা কহিলে, রামচন্দ্র অবনতভাবে অবস্থিত নৃপতি দশরথকে কহিলেন,—হে ধর্ম্মব্রত পিতৃদেব! আমার জননী যশস্বিনী কৌশল্যা অতিশয় প্রাচীনা হইয়াছেন; ইনি আমার বনপ্রস্থান জানিয়া, আপনার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছেন না, তাহাতে ইঁহার উদার স্বভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হে বরদ! ইনি শোক-দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা অবগত নহেন। আমি বনগামী হইলে আমার জন্য ইনি শোকসমুদ্রে মগ্ন হইবেন; অতএব প্রার্থনা, সময়ে আপনি ইঁহার সমুচিত সম্মাননার ত্রুটি করিবেন না। হে ইন্দ্রকল্প নৃপতে! আমাকে চক্ষের অন্তরালে রাখা জননীর অভিপ্রেত নহে। আপনার নিকটে প্রার্থনা, আমি বনবাসী হইলে, আমার বিয়োগে যেন ইঁহার প্রাণত্যাগ না ঘটে। ৯-১৫

একোনচত্বারিংশ সর্গ

মহারাজ দশরথ রামমুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ ও সাক্ষাতে তাঁহাকে মুনিবেশধারী দর্শন করিয়া ভার্য্যাদিগের সহিত অচৈতন্য হইলেন। সে সময়ে তাঁহার দুঃখাবেগ এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রামের প্রতি তিনি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। যদিই বা কষ্টে-সৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না, তিনি দুঃখিতমনে রাম-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন;—আমার বোধ হয়, পূর্ব্বে আমি অনেক গাভীকে বৎসহীন করিয়াছি, আমি জীবহিংসার ত্রুটি করি নাই, সেই জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমার সম্মুখে দীপ্তাগ্নিতুল্য রামচন্দ্র মুনিবেশ ধারণ করিলেন, যখন স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াও আমার মৃত্যু হইল না, তখন বুঝিলাম, সময় না হইলে জীবের মৃত্যু হইবার নহে; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, কৈকেয়ীর যন্ত্রণা আমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত। আমি এক্ষণে বুঝিলাম, স্বার্থসাধিনী একাকিনী কৈকেয়ী হইতে সাধারণের এতদূর কষ্ট-সঙ্ঘটন হইল। নৃপতি এই কথা বলিলে, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরদরিত ধারা নিপতিত হইল। রাজা "রাম" এই শব্দ একবারমাত্র উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল মনোমধ্যে শোকাবেগ সংবরণ-পূর্ব্বক সজলনয়নে দীনবচনে সুমন্ত্রকে কহিলেন,—১-৯

সুমন্ত্র! রাজবাহনের উপযুক্ত সুন্দর রথে অশ্ব সকল সংযোজিত করিয়া লইয়া আইস এবং তাহাতে আরোহণ করাইয়া রামচন্দ্রকে জনপদের বহিঃপ্রদেশে রাখিয়া আইস। আমার মনে হয়, পিতা-মাতা একজন সাধু সন্তানকে অনায়াসে নির্ব্বাসন করিলেন, গুণবান্‌দিগের গুণের ইহাই উৎকৃষ্ট পরিচয়। রাজার আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র দ্রুতপদে গমন-পূর্ব্বক সুন্দর অশ্বসংযোজিত রথ প্রস্তুত ও সজ্জিত করিয়া রাজকুমারের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে তৎসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন নরনাথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান-পূর্ব্বক আদেশ দিলেন, তুমি সত্বর বর্ষ গণনা করিয়া জানকীর জন্য উৎকৃষ্ট বসন ও আভরণ আনয়ন কর। নৃপতির আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র ধনাধ্যক্ষ কোষাগারে গমন-পূর্ব্বক আদেশানুযায়ী যাবতীয় সামগ্রী গ্রহণ করিয়া সত্বর সীতাহস্তে তত্তাবৎ প্রদান করিলেন। অযোনিজা জানকী সেই সকল উৎকৃষ্ট বিভূষণ ধারণ করিয়া

---

* কোনও কোনও গ্রন্থে এই অধিক পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।
"ইতীব রাজা বিলপন্মহাত্মা শোকস্য নান্তং স দদর্শ কিঞ্চিৎ।
ভৃশাতুরত্বাচ্চ পপাত ভূমৌ তেনৈব পুত্রব্যসনেন মগ্নঃ॥"

সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সমুদিত সৌরকরের শোভায় নভোমণ্ডল যেরূপ সুশোভিত হয়, তাহার ন্যায় জানকীর অলঙ্কার-প্রভার সহিত কমনীয় কান্তি সেই গৃহকে সাতিশয় শোভিত করিল। এই সময়ে দেবী কৌশল্যা ক্ষুদ্রাচারহীনা পুত্রবধূ সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন,—১০-১৯

অসতী রমণীগণ স্ব স্ব স্বামিগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইলেও বিপন্ন স্বামীকে গণনাই করে না অর্থাৎ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। বাস্তবিক, অসতী স্ত্রীদিগের স্বভাব এই প্রকার যে, উহারা স্বামীর সম্পদ-কালে সুখভোগ করে বটে, কিন্তু বিপদবস্থা ঘটিলে, তাহারা স্বামীর নানা প্রকার দোষ কীর্ত্তন করে; ইহা ত সামান্য কথা, তাহারা পতিকে পরিত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, অসত্য-কথন তাহাদের প্রকৃতিগত কার্য্য। তাহারা দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনে ক্রটি করে না। তাহাদের অন্তঃকরণ পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং অল্প কারণেই স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে। বংশমর্য্যাদা, কৃতোপকার, বিদ্যা, আভরণাদি প্রদান, অগ্নিসাক্ষিক পাণিগ্রহণ ইহার কোনটিই স্ত্রীগণের হৃদয় বশীভূত করিতে পারে না, যেহেতুক উহাদের হৃদয় অস্থির,[১] কিন্তু যাঁহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ, সত্যবাক্য কথনে যাঁহারা অভ্যস্ত, গুরূপদেশে যাঁহারা আগ্রহচিত্ত, কুলমর্য্যাদা-রক্ষণে যাঁহারা ব্যগ্র, সেই সকল পতিব্রতা রমণীগণের নিকট একমাত্র পতিই সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হয়েন। এক্ষণে তোমাকে বলিতেছি যে, আমার পুত্র রাম বনবাসী হইতেছেন, অতএব এ সময়ে ইনি ধনী বা নির্ধন হউন, তুমি দেবতুল্য স্বামীকে কদাচ অনাদর করিও না। ২০-২৫

তখন জানকী কৌশল্যার ধর্ম্মার্থ-বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তদগ্রে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিলেন, আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি আমাকে অসতীদিগের সহিত সমান ভাবিবেন না। আমি বলিতেছি, যেরূপ চন্দ্ররশ্মি চন্দ্র হইতে পৃথক্ হইতে পারে না, আমিও সেইরূপ ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন নহি। যেরূপ তন্ত্রীবিহীন বীণা বাজে না, চক্রহীন রথের অবস্থিতি হইতে পারে না, সেইরূপ শতপুত্রের জননী হইলেও স্বামিহীন স্ত্রীলোকের সুখ হইবার নহে। পিতা, মাতা ও পুত্রে পরিমিত বস্তু দান করিতে পারে, কিন্তু স্বামী যাহা দান করেন, তাহা জগতে অপরিমেয়; সুতরাং তাঁহাকে কে না সম্মান করিবে? হে আর্য্যে! স্বামিসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আমি সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিব, কখনও তাঁহাকে অসম্মান করিব না; আমি জানি, পতিই আমার দেবতা। সীতামুখে এরূপ মনোহারিণী কথা শ্রবণ করিয়া, কৌশল্যা হর্ষ-বিষাদ-সম্ভূত অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ২৬-৩২

তখন ধর্ম্মাত্মা রাম মাতৃগণমধ্যস্থা সর্ব্বজনপূজ্যা কৌশল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—জননি! তুমি আমার জন্য শোকার্ত্ত হইয়া ক্রূরভাবে (পুত্রের নির্ব্বাসনের কারণ মনে করিয়া) পিতৃদেবকে দেখিও না, অল্পদিনের মধ্যেই আমার বনবাসকাল শেষ হইয়া যাইবে। মা! তুমি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই দেখিতে পাইবে, আমি জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সুহৃদগণপরিবৃত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি জননীকে এইরূপ নির্ণীতার্থ কথা বলিয়া সার্দ্ধত্রিশত মাতৃগণকে

১। 'কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা' এই প্রখ্যাত নিয়মানুসারে মানুষের কর্ত্তব্য পশ্চাতে রাখিয়া লোকগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যেহেতুক উহারা অব্যবস্থিতচিত্ত। অসতী স্ত্রীদিগের স্বামীর উচ্চকুলাদি সন্তোষের কারণ হয় না। কিন্তু কেবল ধনই সন্তোষের কারণ। এই সকল বাক্যে সীতার প্রতি উপদেশচ্ছলে কৈকেয়ীর নিন্দা করা হইয়াছে।

সেইরূপ আর্ত্ত দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মার্থপূর্ণ বিনীত বাক্যে এই কথা কহিলেন,—মাতৃগণ! একত্র অবস্থিতি নিবন্ধন ভ্রমক্রমে বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যদি আমি কখনও রূঢ় ব্যবহার বা রূঢ় কথা প্রয়োগ করিয়া থাকি, আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। রামের মুখে এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজপত্নীগণ অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চ-পত্নীদিগের বিলাপধ্বনি যে প্রকার হয়, রাজপত্নী-দিগের আর্ত্তনাদও সেই প্রকার উৎকটভাবে উচ্চারিত হইল। আশ্চর্য্য এই যে, এক সময়ে যে গৃহ মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি মেঘের ন্যায় বাদ্য-নিনাদে নিনাদিত হইত, এক্ষণে তাহা রাজমহিলাগণের সকরুণ আর্ত্তনাদ ও পরিতাপরবে সমাকুল হইয়া উঠিল। ৩৩-৪১

চত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ দীনভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে পিতৃদেব দশরথচরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মজ্ঞ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শোকাকুলিত-চিত্তে জননীর চরণে অভিবাদন করিলেন। লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যাচরণে প্রণাম করিয়া, পশ্চাৎ সুমিত্রাকে প্রণাম করিলেন। রোদনপরায়ণা পুত্রহিতৈষিণী সুমিত্রা সৌমিত্রির শির আঘ্রাণ-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, কিন্তু আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। বৎস! তুমি যদিও সুহৃজ্জনের প্রতি অনুরক্ত, তথাপি, যখন তোমার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন, তখন সতর্কভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। হে অনঘ! রামচন্দ্রের দুঃসময় বা সুসময় যাহা ঘটুক না, জানিও, রাম তোমার একমাত্র গতি। তোমাকে অধিক কি বলিব, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়া ইহলোকের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্য এ বংশের পুরাতন রীতি, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ-করণ, ইত্যাদি এ সকল কার্য্য এ বংশেরই উপযুক্ত। * হে তাত! তুমি এক্ষণে রামকে পিতা দশরথ, জানকীকে তোমার জননী এবং তোমাদের বাসস্থান অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও।[২] সুমিত্রা লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ কহিলেন, বৎস! বিলম্ব করিও না, স্বচ্ছন্দমনে রামের অনুগামী হও।১-৯

তখন বিনয়জ্ঞ সুমন্ত্র, মাতলি যেরূপ ইন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করে, তাহার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়-বাক্যে রামকে কহিলেন,—হে মহাযশা রাজকুমার! রথ প্রস্তুত, এক্ষণে তাহাতে আরোহণ করুন। আপনি যেখানে বলিবেন, আমি আপনাকে সেইখানে লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী আপনাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিয়াছেন, অতএব অদ্য হইতে সেই চতুর্দ্দশ বৎসরের আরম্ভ করিতে হইতেছে। তখন জনকনন্দিনী হৃষ্টমনে দিব্যাভরণে ভূষিতা হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যসদৃশ সেই রথে আরোহণ করিলেন। তদীয় শ্বশুর মহারাজ দশরথ বনবাসের সঙ্খ্যানুসারে তাঁহাকে অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া-ছিলেন, সেই সকল বস্ত্রাভরণ রথের উপর রাখিয়া

---

* পশ্চিমদেশীয় পুস্তকে "জ্যেষ্ঠভ্রাতানুবৃত্তিশ্চ রাজবংশস্য লক্ষণং" এই পাঠ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

২। এই শ্লোকের গোবিন্দরাজ অন্যরূপও অর্থ করেন যথা,—দশঃ পক্ষী গরুড়ঃ রথো যস্য ইত্যর্থে—রামকে দশরথ অর্থাৎ গরুড়বাহন বিষ্ণু বলিয়া জানিবে। জনকনন্দিনীকে স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়া জানিবে। অযোধ্যা অপরাজিতা বলিয়া অটবী অরণ্যকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া জানিবে। অথবা রামও দশরথ, আমিও সীতা, অযোধ্যাও অরণ্য পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাদের গুণ দোষ দর্শন কর, দেখিবে, দশরথ অপেক্ষা রামানুবর্ত্তন আমাপেক্ষায় সীতার—অযোধ্যাপেক্ষায় অরণ্যের অনুবর্ত্তনেই গুণাধিক্য পরিলক্ষিত হইবে। অথবা দশরথকে মৃত বলিয়া জানিও, আমাকে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া পিতৃগেহগতা বলিয়া জানিও, অযোধ্যাও নির্জ্জন হইবে। সুতরাং ইহাকে অরণ্য বলিয়া জানিও।

রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা, অস্ত্র, বর্ম্ম ও চর্ম্মপরিবৃত পেটকাদি রথমধ্যে রক্ষা করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। চামীকর-বিভূষিত প্রদীপ্ত বহ্নিতুল্য সেই রথ অপূর্ব্ব গতিতে গমন করিতে লাগিল। বায়ুবেগ-গামী মনোমত অশ্বে কশাঘাতমাত্রে ঘর্ঘররবে রথের গতি হইল। যখন মহারণ্যাভিমুখে রথগতি অবধারিত হয়, তখন নগরবাসিগণ, সৈন্যগণ ও জনসমূহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ১০-১৮

চতুর্দ্দিকেই আর্ত্তনাদ, মাতঙ্গগণ কোপভরে অনবরত আস্ফালন করিতে লাগিল, সর্ব্বত্রই ভয়াবহ কোলাহল। নগরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে অতিশয় কাতর হইল, যেরূপ নিদাঘ-তাপ-তাপিত লোক জল দর্শনে তদভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহার ন্যায় রামচন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অসংখ্য লোক রথে লম্বমান হইয়া, সজলনয়নে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব-দেশ হইতে তারস্বরে বলিতে লাগিল,—হে সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া মৃদুভাবে গমন করিতে থাক; রামের মুখচন্দ্র দেখিব, অতঃপর আমরা বহুদিন এ মুখ আর দেখিতে পাইব না। আমাদের বিবেচনায় নিশ্চয়ই রামজননীর হৃদয় লৌহময়, যদি তাহা না হইবে, তবে কুমার-তুল্য রাজকুমারকে বনবাস দিয়া, তাহা বিদীর্ণ হইল না কেন? আহা! ধর্ম্ম-পরায়ণা সীতাদেবী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সূর্য্যপ্রভা যেরূপ সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। আহা! হে লক্ষ্মণ! তুমি যখন দেবতুল্য সত্যবাদী জ্যেষ্ঠকে পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিয়াছ, তখন তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। লক্ষ্মণ! তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি যে রামের অনুগমনে স্থিরমতি হইয়াছ, তোমার এ বুদ্ধি প্রশংসায় যোগ্য; তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, বাস্তবিক ইহাতে তোমার উন্নতি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিবে। তাহারা এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে অভিষিক্ত হইল এবং সকলেই অনুরাগ নিবন্ধন রামের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। ১৯-২৭

এ দিকে মহারাজ দীনচেতা দশরথ, কাতর স্ত্রী-গণের সমভিব্যাহারে 'প্রিয় পুত্রকে দেখিব' এই বলিয়া গৃহ হইতে পদব্রজে ধাবমান হইলেন। হস্তীকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ দেখিয়া হস্তিনীগণের মধ্যে যেরূপ আর্ত্তশব্দ উত্থিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই রামচন্দ্রের বন-নির্গমনকালে রাজা পিতা দশরথ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া-ছিলেন,—যেমন পূর্ণ শশধর রাহু কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া ম্লান হয়েন, সেইরূপ। অচিন্ত্যাত্মা দাশরথি সত্বর রথ-চালনের জন্য সুমন্ত্রকে 'শীঘ্র রথ চালনা কর' এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুমন্ত্রের সঙ্কট অবস্থা; এক দিকে 'সত্বর রথ চালনা কর' রামের অনুমতি, অন্য দিকে 'রথবেগ নিবৃত্ত কর', লোকদিগের এইরূপ অনুরোধ; সুতরাং এককালে উভয় কার্য্য সম্পাদন করা সুমন্ত্রের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। রামের গমন-সময়ে রথচক্র-পেষণে মহীমণ্ডল যে ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে পৌরগণের নয়ন-জলে তাহা নিবা-রিত হইল। রামের বন-প্রয়াণ-সময়ে সেই পুরী রোদন শব্দে ও অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, সকলেই হাহাকার রবে আর্ত্তনাদ করিয়া অচেতন হইল। এইরূপে সকলেরই অতিশয় পীড়া ঘটিয়াছিল। পুরনারীগণের নয়ন হইতে নিরন্তর শোকাশ্রু নিপতিত হইতে থাকিল। মীনসংক্ষোভ-চালিত পঙ্কজ দ্বারা সলিলের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহাদের নয়ন-জলও সেইরূপে প্রতীয়মান হইল। বৃদ্ধ মহারাজ নগরীর সমস্ত লোকের তুল্যা-বস্থা ও রামের প্রতি তদ্গতভাব দর্শনে ছিন্নমূল পাদ-পের ন্যায় দুঃখভারে নিপতিত হইলেন। ২৮-৩৬

তদনন্তর রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে যে সকল লোক ছিল, মহারাজের এ অবস্থায় তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নৃপতিকে নারীদিগের সহিত দুঃখিত ও বিসন্ন দেখিয়া, কতকগুলি লোক হা রাম! কেহ কেহ বা

হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর দাশরথি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ-পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার জনকজননী পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন; তাঁহারা শোকাচ্ছন্ন ও বিষাদগ্রস্ত। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেরূপ তাহার মাতাকে দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় তিনি সত্য-পাশে আবদ্ধ বলিয়া, তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট দেখিতে পারিলেন না। যানে গমনাগমন করা যাঁহাদের অভ্যাস, যাঁহারা সুখ ভিন্ন দুঃখ পদার্থের মর্ম্মাবগত নহেন, তাঁহারা অদ্য পদব্রজে গমন করিতেছেন দেখিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সত্বর রথচালনা করিতে অনুমতি করিলেন। অঙ্কুশ-পীড়িত মত্ত মাতঙ্গের অবস্থা যেরূপ হয়, পিতা-মাতার অবস্থা দর্শনে রামের অবস্থাও সেইরূপ হইল। তখন কৌশল্যা, বৎসকে বন্ধন করিয়া রাখিলে, গাভী যেরূপ গোষ্ঠাভিমুখে গমন করে, তাহার ন্যায় তিনি সস্নেহে রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা প্রবাহিত। তিনি হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! এই কথা বলিয়া শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক রথের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। রাম একবারমাত্র চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার জননী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্দেশে রোদন করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। ৩৭-৪৫

তখন সুমন্ত্রকে মহারাজ রথবেগ নিবৃত্ত করিতে ও রামচন্দ্র সত্বর রথচালন করিতে আদেশ করিলে, তিনি যুদ্ধার্থী উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময় রামচন্দ্র কহিলেন, সুমন্ত্র! যদি নৃপতি তোমাকে তিরস্কার করেন, তুমি 'আপনার আদেশ শুনিতে পাই নাই,' এই কথা বলিতে পারিবে; কিন্তু আমার কথা না শুনিলে, বিলম্ব হেতু আমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে। দুঃখের ধারাবাহিকতা অসহ্য। সুমন্ত্র রামবাক্যে, অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় দিয়া, অধিকতর বেগে রথচালনা করিলেন। তখন রাজপরিবার ও অপরাপর ব্যক্তিগণ রামকে মনে মনে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি ধাবমান রহিল। এই সময়ে মহারাজের অমাত্যেরা বলিতে লাগিলেন, প্রভো! যাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে হয়, তৎসমভিব্যাহারে বহুদূর গমন করিতে নাই। মহারাজ দশরথ অমাত্যদিগের মুখে এরূপ ব্যবস্থা শ্রবণ করিয়া, ভার্য্যাদিগের সমভিব্যাহারে রামানুগমনে বিরত হইলেন। তিনি কিয়ৎ-কালের জন্য ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিষণ্ণবদনে রামের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ৪৬-৫১

একচত্বারিংশ সর্গ

কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলে, অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনীদিগের তুমুল আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তাঁহারা একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির একমাত্র গতি, সেই রামচন্দ্র এখন কোথায় চলিলেন? মিথ্যা দোষারোপেও যিনি ক্রুদ্ধ হন না, যিনি ক্রোধপদার্থকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সকল প্রকারে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, যাঁহার সুখ-দুঃখে সমান জ্ঞান, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি গর্ভধারিণী জননী কৌশল্যার ন্যায় আমাদিগকে দেখিয়া থাকেন, সেই মহাত্মা কোথায় গেলেন? যিনি জগতের পরিত্রাতা, তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত মহারাজের নিয়োগে এক্ষণে কোথায় চলিলেন? হায়! নিশ্চয়ই রাজা দশরথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, যদি তাহা না হইবেন, তাহা হইলে সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থানস্বরূপ ধর্ম্মব্রত সত্যসন্ধ রামকে বনবাসী করিলেন কেন? এই বলিয়া, সকল মহিষী বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত-মনে রোদন ও উচ্চৈঃস্বরে শোক করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে অবস্থিতি ও সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, অবনীনাথ অতিশয় দুঃখিত

হইলেন; তাঁহার অন্তরে পুত্রশোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১-৮

সে সময়ে রামবিরহে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইল না, দিনমণি দিবসেই অন্তর্ধান হইলেন, হস্তী সকল আপনাপন গ্রাস পরিত্যাগ করিল, গাভীগণ বৎসদিগকে স্তন্যদানে বিরত হইল। যে সকল জননী প্রথমে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, তাঁহারা ঐ সন্তানকে অভিনন্দন করিলেন না। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ চন্দ্রের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।[১] নক্ষত্রগণ নিস্তেজ ও গ্রহগণ নিষ্প্রভ হইয়াছিল এবং বিশাখা[২] নক্ষত্র ধূমের সহিত প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘমালা বায়ুবেগে আকাশে উত্থিত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নগর প্রকম্পিত হইতে থাকিল। দিঙ্মণ্ডল আকুলিত ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, গ্রহ কিম্বা নক্ষত্রের স্ফূর্ত্তি রহিল না। নগরবাসী ব্যক্তি সহসা দৈন্যভাব ধারণ করিল, আহার-বিহারে কাহারও রুচি রহিল না। সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইয়া সতত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং রাজা দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। যাহারা রাজপথে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কেহই সুখের মুখ দেখিতে পাইল না; বলিতে কি, বিশ্বসংসার ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ। এ সময় বায়ু অনুকূলভাবে প্রবাহিত হইতেছে না, শশীর সৌম্যদর্শনত্ব নাই, সূর্য্যের প্রখর তেজ অনুভূত হইতেছে না। অধিক কি বলিব, এ সময় পুত্র পিতা-মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্ত্রীলোক স্বামীর অপেক্ষা না রাখিয়া, রাম-চিন্তায় একান্ত তৎপর হইয়াছিল। যাঁহারা রামের অন্তরঙ্গ ও সুহৃৎ, তাঁহারা দুঃখভারে সমাচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হইয়া, অন্য ভোগ দূরে থাকুক, নিদ্রালাভও করিতে পারিলেন না।[৩] তখন সেই অযোধ্যাপুরী, বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রে সশৈল এই পৃথিবী যেরূপ কম্পিত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় রামবিরহে প্রকম্পিত হইল; অন্য কথা কি বলিব, ভয়শোক-সমাকুল সেই পুরী হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধৃগণের আর্ত্তনাদে অধীর হইয়া উঠিল। ৯-২০

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

রামচন্দ্র রথারোহণ-পূর্ব্বক গমন করিলে, যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্ট হইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহারাজ দশরথ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি যতক্ষণ আপনার ধার্ম্মিক প্রিয়পুত্রকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ ভূতলে অবস্থিত রাজা যেন বর্দ্ধিত-দেহ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ রামকে দেখিবার নিমিত্ত উন্নত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন রামচন্দ্র দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, এমন কি, যখন অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলি-সমূহও অদৃশ্য হইল, তখন বিষণ্ণ ও অধীর রাজা ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইয়া, তদীয় দক্ষিণ বাহু গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন; সুমধ্যমা কৈকেয়ী রাজার বামপার্শ্বে থাকিয়া চলিতে

১। ত্রিশঙ্কু গ্রহ না হইলেও ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বলিয়া এ স্থলে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, "পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং ভরতাগ্রজঃ" এই কথা যুদ্ধকাণ্ডাবসানে কথিত হওয়ায় পঞ্চমীতেই পুষ্যাযোগ উপস্থিত হওয়ায় অভিষেক সূচিত হইয়াছিল এবং সেই পঞ্চমীতেই রামের বনগমন, সেই সময়ে চন্দ্র কর্কটে ছিলেন। সেই স্থানে বুধের গমন কোনরূপেই সম্ভব হয় না; কারণ, বুধ রবির অতি নিকটেই থাকেন, একটি রাশির অধিক দূরে কখনই থাকেন না। অথচ ঐ সময় রবি মীনে ছিলেন। এখানে প্রাপ্তি, মকররাশিতে অবস্থান নহে, কচিৎ প্রাপ্তি, কচিদ্দৃষ্টি, এই অর্থ করিলে দোষ হয় না। বক্রগতি দ্বারাও অতদূরে গমন কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা বুঝা যায় না। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন, রাত্রিকালে ঐ সকল গ্রহ বক্রগতি অনুসারে চন্দ্রে গমন করিয়াছিলেন।

২। এই মূলোক্ত 'বিশাখা' শব্দের কেহ কেহ 'বিমার্গগামী' এই অর্থ করিয়াছেন। কেহ বলেন, বিশাখানক্ষত্র কোশল দেশের নক্ষত্র, উহা ধূমযুক্ত হওয়ায় রাজার ভাবী বিপদ সূচিত হইয়াছে।

৩। সুহৃদ্ শব্দে—যাঁহারা রামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, এইরূপ বন্ধুগণ বুঝিতে হইবে। তবে তাঁহারা রামের অনুগমন অথবা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন না কেন? উত্তর—মূঢ়চেতসঃ, অর্থাৎ তৎ-কালোচিত কর্ত্তব্যবুদ্ধিহীন হইয়াছিলেন। জ্ঞানভ্রংশের কারণ—শোক-রূপ পর্ব্বতভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব শয্যা হইতে উঠিতেও পারেন নাই।

লাগিলেন। নীতিশাস্ত্রবিৎ বিনয়ান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ কৈকেয়ীকে বামপার্শ্বস্থায়িনী দেখিয়া, কাতর-বচনে কহিলেন,—রে পাপীয়সি কৈকেয়ি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না, আমি তোকে পত্নী বা বান্ধবীভাবে দেখিতে চাই না। অধিক কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি তোর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি; আমি তোকে স্বার্থপর ও ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া ত্যাগ করিলাম। আমি অগ্নি প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তোর যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহ বা পরলোকে তাহা সমস্ত আমি পরিত্যাগ করিলাম। যদি অক্ষয় রাজ্যলাভ করিয়া, ভরতের সন্তোষসাধন হয়, তাহা হইলে আমার দেহান্তে সে আমার উদ্দেশে ঔর্দ্ধদৈহিক যে সকল কার্য্য সমাধা করিবে, তাহা যেন আমার নিকটে উপস্থিত না হয়।[1] অনন্তর শোকবিহ্বলা দেবী কৌশল্যা ধূল্যবলুণ্ঠিত মহারাজ দশরথকে উত্থাপিত করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ১-১০

স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা করিলে বা জ্বলন্ত অঙ্গার-মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়, তখন রামচিন্তায় দশরথের অবস্থাও সেইরূপ হইতে লাগিল। * গমনসময়ে তিনি বারংবার ফিরিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; যতই দেখেন, ততই অবসন্ন হন। সে সময়ে তাঁহার বর্ণ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম এতক্ষণ নগর-প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন মনে করিয়া, তিনি দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন;—যে সকল বাহক আমার রামকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, যদিও পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সেই মহাত্মাকে দেখিতে পাইতেছি না। যিনি চন্দনচর্চ্চিত হইয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলে, সুন্দরী রমণীগণ চামর ব্যজন করিত, অদ্য সেই প্রাণাধিক এক স্থানে বৃক্ষ-মূলের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক কাষ্ঠ বা পাষাণে শির বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবেন। যেরূপ গিরিপ্রস্রবণ-নিকট হইতে মাতঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় দীন রাম ধূলিধূসরিতদেহে নিরন্তর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিবেন। বনচারী পুরুষেরা এক্ষণে দীর্ঘবাহু লোকনাথ রামকে অনাথের ন্যায় তরু-তল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে দেখিবেন। মহা-রাজ জনকের প্রিয়কন্যা জানকী নিরন্তর সুখভোগেই অভ্যস্ত, আজ তিনি কণ্টকাক্রমণে ক্লান্ত হইয়া বনে গমন করিবেন। আমি জানি, জানকী বনবাস-ক্লেশের বিষয় কিছুই জানেন না, হিংস্র জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভৈরব রব শ্রবণ করিলে, তাঁহার অন্তরে আতঙ্কের আবির্ভাব ঘটিবে। ১১-২০

যাহা হউক, কৈকেয়ি! তোর কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্যপালন করিতে থাক্; আমি কিন্তু রাম-বিরহে ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিব না। মহীপতি দশরথ জনসমূহ-সংবেষ্টিত হইয়া, এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় দুঃখময় পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।[2] দেখিলেন, পুরীর গৃহাবলী সম্যক্‌প্রকারে শূন্য, পণ্য-স্থাপন-বেদি

১। এই শ্লোকটি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন. উহাতে কিছু পাঠবৈষম্য লক্ষিত হয়, অথচ অর্থের কোন বৈষম্য নাই। শুদ্ধিতত্ত্বে—

"ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্রাজ্যং প্রাপ্যেদমুত্তমম্।
প্রেতার্থং যৎ স মে দদ্যান্ন মাং তৎ সমুপাগমৎ॥"

বোম্বে মুদ্রিত পুস্তকে আছে—

"ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্রাজ্যং প্রাপ্যেদমব্যয়ম্।
যন্মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্দত্তমাগমৎ॥"

* আমাদের অবলম্বিত পুস্তকে ১১শ শ্লোকে "অদ্বতপাত ধর্ম্মাত্মা পুত্রং সংচিন্ত্য রাঘবম্।"" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "অদ্বতপ্যত ধর্ম্মাত্মা পুত্রং সংচিন্ত্য তাপসম্" এই পাঠবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় "তাপসম্" এই পাঠই সুসঙ্গত।

২। রামের অনুগমনের পর পুরপ্রবেশকালে অপস্নাত—অরিষ্ট ইত্যাদি অমঙ্গলবাচী শব্দ মূলে কেন নিবদ্ধ হইল? উত্তর—দশরথ তখনই মনে করিয়াছিলেন, আমি এই ধিক্‌কৃত জীবন ধারণ করিব না, এবং আর রাজত্বও করিব না। এই জন্যই কৈকেয়ীকে বিধবা বলিয়াছেন। এবং পরক্ষণেই সীতা ও রামের অনিষ্ট আশঙ্কাও করিয়াছেন, সেই জন্যই অমঙ্গলসূচক শব্দ প্রয়োগ। অথবা সর্ব্বমঙ্গলময় রাম পুরত্যাগ করায়, পুরবাসীরা মৃতপ্রায়ই ছিল, উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই সকলের অমঙ্গলাশঙ্কা বিদ্যমান। সুতরাং তাদৃশ শব্দ ব্যবহার দোষের নহে।

সমুদায় সংবৃত, তত্রত্য লোক সকল ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও দুঃখিত, রাজপথে জনতাস্রোত রুদ্ধ। নৃপ, নগরীর এরূপ অবস্থা দর্শনে রামচিন্তায় কাতর হইয়া, সূর্য্য যেরূপ জলদজালে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ন্যায় স্বীয় রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। বিহঙ্গরাজ গরুড় সর্প সকল উদ্ধৃত করিয়া সংহার করিলে, মহাহ্রদের অবস্থা যেরূপ হয়, রামলক্ষ্মণ ও সীতাবিরহে ঐ গৃহের অবস্থাও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অবনীপতি দশরথ গদ্গদবাক্যে ক্ষীণ-কণ্ঠে মৃদুভাবে দ্বারপ্রদর্শক-দিগকে কহিলেন,—যেখানে রামজননী কৌশল্যা অবস্থিতি করিতেছেন, তোমরা আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, অন্যত্র অবস্থিতি করিয়া, আমার হৃদয়ের শান্তি ঘটিবে না। রাজার আদেশে দ্বারপ্রদর্শকগণ মহারাজকে কৌশল্যার বাসগৃহে লইয়া গেল। ২১-২৮

রাজা কৌশল্যার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইল না। তাঁহার নিকটে পুত্রদ্বয় ও পুত্র-বধূ-বিহীন ঐ ভবন শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ ভবনের এরূপ শ্রী-দর্শনে দুই বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, হে বৎস রামচন্দ্র! তোমরা কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইলে? আহা! যে সকল লোক তাবৎকাল জীবিত থাকিবে এবং বন হইতে যখন রাম পুনরায় প্রত্যাগত হইবেন, তখন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী ও নরোত্তম। অনন্তর কালরাত্রির ন্যায় রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, তিনি রাত্রি দুই প্রহরের সময় কৌশল্যাকে বলিলেন,—রাজমহিষি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, অতএব তুমি হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর; আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গমন করিয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।[৩] তখন দেবী কৌশল্যা তাঁহার নিকটে উপবেশন-পূর্ব্বক মহারাজকে শয্যায় শয়ন করাইয়া, তাঁহাকে রামচিন্তায় সমাকুল দেখিয়া, অতিশয় কাতর হইলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৯-৩৫

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা দেবী কৌশল্যা শয্যাশায়ী শোকাচ্ছন্ন নরপতিকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন,—মহারাজ! কুটিলস্বভাবা কৈকেয়ী রামচন্দ্রের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মোকমুক্তা সর্পিণীর ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিবে। সেই পাপীয়সী রামকে বনবাসী করিয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। গৃহে দুষ্ট সর্পের অবস্থিতি ঘটিলে যেরূপ ভয়ের কারণ হয়, তাহার ন্যায় সে আমাকে অতিশয় ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি গৃহে থাকিয়া রাম, নগরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিত, অথবা যদি রাম কৈকেয়ীর পরিচারক-মধ্যে গণ্য হইত, তাহাও বরং আমার শ্রেয়ঃ ছিল। যাজ্ঞিক লোক যেরূপ পর্ব্বদিনে রাক্ষসদিগের যজ্ঞাংশ নিক্ষেপ করে, তাহার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে কৈকেয়ী রামকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। গজরাজগতি ধনুর্দ্ধারী মহাবীর সেই রামচন্দ্র এতক্ষণে অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত বনপ্রবেশ করিয়াছে। আহা! তাহারা বনের ক্লেশ অবগত নহে! কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। বল দেখি, এখন তাহাদের কি দুর্দ্দশা দাঁড়াইবে? তাহাদের সঙ্গে ধনরত্নাদি কিছুই নাই; বিশেষতঃ তাহাদের তরুণ বয়স, তুমি প্রকৃত ভোগের সময়েই তাহাদিগকে বন-বাসী করিলে; বলিতে পারি না, এখন ফলমূল

৩। চক্ষুরিন্দ্রিয় রামরূপ সমুদ্রে পতিত হওয়ায় তাহার পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। তুমি যে এখানে আছ, তাহা স্পর্শ দ্বারা আমাকে জানাও। তোমারই গর্ভে যখন রামের উৎপত্তি, তখন তোমার স্পর্শে হয় ত রামস্পর্শের সাদৃশ্য থাকিতে পারে। তাহা হইলে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারিব। দশরথ এইরূপ মনে করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

ভোজনে তাহারা কিরূপে কাল কাটাইবে ? আমাদের অদৃষ্টে কি এমন দিনের আবির্ভাব ঘটিবে যে, বৎস রামকে অনুজ ও ভার্য্যার সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোকতাপ বিসর্জ্জন দিব ? আহা ! কোন্ দিন অযোধ্যাবাসিগণ রামের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধ্বজপতাকায় এই নগরী সুশোভিত করিবে ? ১-১০

কবে নর-শার্দ্দূল দুই সহোদরের আগমন-সংবাদ অবগত হইয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় এই পুরী আনন্দিত হইবে ? বৃষভ যেরূপ গাভীকে অগ্রে লইয়া গমন করে, তাহার ন্যায় সীতাপতি সীতাকে অগ্রে লইয়া রথারোহণে কবে অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিবেন ? কোন্ দিনে অরিন্দম রামলক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, রাজপথস্থিত অসংখ্য লোক উঁহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিবে ? কোন্ দিনে দেখিতে পাইব, আমার দুইটি পুত্ররত্ন কর্ণে কুণ্ডল, করে ধনু ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক সশিখর শৈলের ন্যায় আগমন করিতেছে ? কবে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগের ফল-পুষ্প গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রীতমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে ? জলধারা যেরূপ সকলকে সন্তুষ্ট করে, তাহার ন্যায় কবে পরিণতবুদ্ধিবয়সে অমরোপম রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইবে ? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ক্ষুদ্রাচারা আমি স্তনপান-সমুৎসুক শিশুদিগের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছি। মহারাজ ! সিংহ যেমন গাভীর বৎস অপহরণ করে, তাহার ন্যায় তুমি পুত্রবৎসলা আমাকে বিবৎসা করিয়াছ। আমার বোধ হয়, মাতৃস্তনচ্ছেদন-পাতক-নিবন্ধন কৈকেয়ী বলপূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছে। * মহারাজ ! আমি এক পুত্রের জননী ; কিন্তু আমার এই পুত্রে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান ও নানাগুণের সমাবেশ আছে, অতএব এ হেন পুত্ররত্নকে বিসর্জ্জন দিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। বলিতে কি, যদি আমি প্রিয়পুত্র রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমার জীবনধারণ নিষ্প্রয়োজন। অধিক কি বলিব, যেরূপ নিদাঘ-সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় পুত্রশোকাগ্নি আমাকে অতিশয় সন্তাপিত করিতেছে। ১-২১

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা প্রমদোত্তমা কৌশল্যাকে এই-রূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, ধর্ম্মানুমোদিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্যে ! আপনার পুত্র রাম পুরুষোত্তম,[১] তিনি প্রকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন ; অতএব তাঁহার উদ্দেশে দীনভাবে রোদন এবং এরূপ পরিতাপ করিতেছেন কেন ? হে আর্য্যে ! আপনার পুত্র রাম সত্যসন্ধ, পিতার সত্যপালনার্থে রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছেন। লোকান্তরে যাহার শাশ্বত ফললাভ হয়, সেইরূপ সজ্জনাচরিত ধর্ম্মে রাম অবস্থিত, তখন তাঁহার উদ্দেশে শোক করা কোন-মতেই কর্ত্তব্য নহে। যখন দয়াবান্ অনুজ লক্ষ্মণ তাঁহাকে পিতৃতুল্য শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার কষ্টের বিষয় কি আছে, বলুন ? নিত্যসুখ-ভোগরতা জানকী বনবাস-দুঃখ জানিয়াও যখন রামের অনুগামিনী হইয়াছেন, তখন তাঁহার দুঃখের সম্ভাবনা কি ? দেবি ! আপনার যে পুত্র ধার্ম্মিক সত্যব্রতপরায়ণ রাম, ত্রিলোকে তাঁহার কীর্ত্তিরূপ পতাকা উড্ডীন

---

* সহযোগী ২।১জন অনুবাদক এ স্থলে মূলের তাৎপর্য্যকে বিকৃতাকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষা পায় নাই। তাঁহারা অনুবাদে লিখিয়াছেন—"বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বলপূর্ব্বক বিবৎসা করিল।" কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব্বচরণে "নাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা" এই যে পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, সহযোগিগণ এ অংশটুকু একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১। পুরুষোত্তম পদের দ্বারা রামের ঈশ্বরত্ব সূচিত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বব্যাপকত্ব নিবন্ধন তিনি এখানেও আছেন, তাঁহার জন্য বিলাপ নিষ্প্রয়োজন। রামের ঈশ্বরত্ব ইহার পর পর প্রায় প্রতি শ্লোকেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্রমা প্রভৃতি বনে রামের সেবা করিবেন, এই উক্তি দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে।

করিয়াছেন, তাঁহার কি অপ্রাপ্য আছে? প্রখরকর দিবাকর রামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, তাঁহার প্রতি আপনার শক্তি প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন না, ইহা আমার বিশ্বাস। সর্ব্বকালসুখকর সুখস্পর্শ সমীরণ বনরাজি হইতে নিঃসৃত হইয়া নাতিশীতোষ্ণভাবে তাঁহার সেবা করিতে থাকিবে। রজনীনাথ চন্দ্র রামকে শায়িত দেখিলে, রাত্রিকালে পিতার ন্যায় স্নিগ্ধকর কিরণ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আনন্দিত করিবেন। ১-১০

যিনি সংগ্রামস্থলে অসুররাজ সম্বর-পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন, সেই বীরকুলচূড়ামণি রঘুমণি স্বভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া, নির্ভয়ে স্বীয় গৃহের ন্যায় অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।[২] যাঁহার শরাঘাতে শত্রু সকল রণস্থলে শয়ন করিয়া থাকে, সকলকে শাসন করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা মাত্র। দেবি! আমি রামের যে প্রকার শরীর-সৌন্দর্য্য, যাদৃক্ শৌর্য্য ও যে প্রকার কল্যাণভাব দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি সত্বর বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। বলিতে কি, রামচন্দ্র সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ্, কীর্ত্তির কীর্ত্তি এবং ক্ষমার ক্ষমা। তিনি দেবতার দেবতা এবং ভূতগণের মহাভূত। হে দেবি! তিনি নগরে বা বনে থাকুন, কেহ তাঁহার দোষ দেখিতে পাইবে না। আমার বিশ্বাস, রাম পৃথিবী, জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। অযোধ্যার যাবতীয় লোক রামকে বনপ্রস্থান করিতে দেখিয়া সতত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, সকলেই শোকাবেগে সমাচ্ছন্ন। যিনি অন্যের অপরাজিত হইয়াও জটাবল্কল ধারণ-পূর্ব্বক বনগমন করিলে জানকীর ন্যায় রাজলক্ষ্মী তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহার জন্য ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ অসি, শর ও অন্যান্য অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক যাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার আর অভাব কি? ১১-২০

দেবি! আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আপনি পুনর্ব্বার রামকে বনবাস হইতে প্রত্যাগত দেখিবেন। আপনাকে বলি, আপনি শোক-মোহ দূরে নিক্ষেপ করুন। হে অনিন্দিতে! আপনি সমুদিত শশধরের ন্যায় আপনার পুত্র রামচন্দ্রকে সত্বর আপনার চরণে অভিবাদন করিতেছেন, দেখিতে পাইবেন। আপনি নিশ্চয়ই রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। দেবি! আপনি শোক করিবেন না। কোনও রূপে রামের অমঙ্গল হইতে পারিবে না; আপনি সভার্য্য সানুজ রামকে সত্বর দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্য্য, আপনি কোথায় অযোধ্যাবাসী লোকদিগকে সান্ত্বনা করিবেন, না আপনি নিজেই শোকাকুল হইলেন। যাহা হউক, অকারণে শোক প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। দেবি! রাম যখন আপনার পুত্র, তখন আপনার শোকের সম্ভাবনা কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সংসারে রামের ন্যায় সাধু পুরুষ দৃষ্ট হয় না। যখন দেখিবেন, রাম বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, তখন মেঘমালার ন্যায় আপনার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গলিত হইতে থাকিবে। অধিক কি বলিব, আপনার পুত্র রাম সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া মৃদু অথচ

২। ব্রহ্মপদে বিশ্বামিত্র, তিনিও অপর সৃষ্টিকর্ত্তা, তিমিধ্বজ সম্বর-পুত্র সুবাহু, এই দুইটি শ্লোকের অর্থ লইয়া বড়ই বিরোধ দেখায়। সম্বরের পুত্র সুবাহু বলিয়া রামায়ণে নাই, পরন্তু উপসুন্দপুত্র বলিয়া উক্ত আছে। অথবা রাম পিতৃ-শত্রু সম্বরপুত্র সুবাহুকে দণ্ডকারণ্যে গিয়া বধ করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন প্রীত হইয়া ব্রহ্মা রামকে দিব্যাস্ত্র দান করেন। তীর্থ—এই অর্থ—কোন প্রমাণ উত্থাপন না করিয়াই করিয়াছেন বলিয়া তিলককার ইহাকে দূষিত করিয়াছেন, গোবিন্দরাজও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ-শিরোমণি কবি বলেন, সুবাহুর পিতার অপর নাম সম্বর থাকিতে পারে, এবং বিশ্বামিত্র তপোবলে সুবাহু রামের হস্তে মরিবে ইহা জানিয়া পূর্ব্বেই তাড়কাবধানন্তর রামকে অস্ত্র দিয়াছিলেন। যাহা হউক, রামায়ণে যে সকল কথা আছে, তাহার সহিত সুমিত্রার উক্তি মিলে না; সুতরাং একটু কষ্টকল্পনা করিয়া অর্থ করিতেই হইবে।

পীন কর দ্বারা আপনার চরণ-পূজা করিবেন। সে সময়ে আপনার আনন্দাশ্রু, মেঘ যেরূপ পর্ব্বতকে সিক্ত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে। অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধবাক্যে কৌশল্যাকে সমাশ্বাসিত করিয়া মৌনভাবাবলম্বন করিলেন। তখন লক্ষ্মণজননীর এরূপ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া, রামজননী কৌশল্যার শোক-দুঃখ শরৎ-কালীন নির্জ্জল নীরদের ন্যায় লীন হইয়া গেল। ২১-৩১

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

পুরবাসিগণ রামকে অতিশয় স্নেহ করিত বলিয়া, তাহারা সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামের পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। যদিও নৃপতি দশরথ সুহৃদ্ধর্ম্মানুসারে রামের অনুগমনে নিবারিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই তদনুগমনে নিবৃত্ত হইল না। গুণবান্ রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাসী যাবতীয় লোকের প্রিয় ছিলেন। উঁহারা যদিও রামকে গমনে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পিতৃসত্যপালনার্থে অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি গমনসময়ে স্বকীয় পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে সস্নেহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতিমান্ ও আমাকে যেরূপ সম্মান দিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিকতর প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিবে। কৈকেয়ীনন্দন ভরত অতিশয় সুশীল, তিনি অবশ্যই তোমাদের হিতকর ও প্রিয়কর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানবলে বৃদ্ধত্ব পাইয়াছেন, তাঁহার বলবীর্য্য অপ্রমেয় হইলেও তিনি অতিশয় গুণশালী; অধিক কি বলিব, তিনি তোমাদের পালনকর্ত্তা রাজা হইবার উপযুক্ত; সুতরাং তিনি তোমাদের ভয় দূর করিবেন। সেই যুবরাজ, রাজপদের উপযুক্ত পাত্র, রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ভরতের আমা অপেক্ষা তাহা যথেষ্ট আছে; অতএব তাঁহার শাসনে বাধ্য হওয়া সম্যক্-প্রকারে তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি বনপ্রস্থান করিলে, যাহাতে মহারাজ পরিতপ্ত না হয়েন, আমার প্রিয়কামী তোমাদের সেইরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ১-১০

যেমন যেমন দাশরথি পিতৃবাক্যপালনরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতেছিলেন, তেমন তেমন প্রজাগণ "রাম রাজা হন" মনে মনে এইরূপ কামনা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণের সহিত লক্ষ্মণাগ্রজ, বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ পুরবাসী-দিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কতিপয় জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা আপনাদের বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শিরঃকম্পন করিতে করিতে রামের রথের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা দূরগমনে অসমর্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বেগগামী দিব্যজাতীয় অশ্বগণ! তোমরা গমনে নিবৃত্ত হও; অনুরোধ, আর যাইও না। তোমাদের প্রভু রামের হিতসাধন করা তোমাদের কর্ত্তব্য। সকল প্রাণীরই কর্ণ আছে, বিশেষতঃ অশ্বগণ অতিশয় শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন, আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, আর গমন করিও না। আমরা জানি, তোমাদের ভর্ত্তা রামের অন্তঃকরণ অতিশয় সরল ও নির্ম্মল; বিশেষতঃ ইনি দৃঢ়ব্রত ও বীরধর্ম্মাবলম্বী; অতএব তোমরা ইঁহাকে পুরাভ্যন্তরে লইয়া আইস; কদাচ বাহিরে লইয়া যাইও না। বৃদ্ধগণের এরূপ সকরুণ উক্তি শ্রবণ ও তাঁহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া রামচন্দ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য মৃদুগমনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।[১] তিনি

১। ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রগমন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যাবৃত্ত বা অবস্থিত হইলেন না। রাম গমন করিলে ব্রাহ্মণগণের ক্লেশ হয়, প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমাশ্বাস দিলে ব্রতভঙ্গ হয়, এই বুদ্ধিতে পদব্রজে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন, যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণদিগকে পদব্রজে আগমন করিতে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া, রথবেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তখন দ্বিজগণ প্রার্থনাপূরণে সন্দিহান হইয়া, রামকে গমন করিতে দেখিয়া, সন্তপ্তমনে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন,—১১-২০

রাজপুত্র! তুমি ব্রাহ্মণের প্রিয় বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তোমার অনুগামী হইতেছেন, অগ্নি তাঁহাদের স্কন্ধাধিরূঢ় হইয়া তোমারই অনুবর্ত্তী হইতেছেন। জলাপগমে মেঘের ন্যায় শুভ্র, বাজপেয়-যজ্ঞ-লব্ধ ছত্র সকল তোমারই সঙ্গে চলিয়াছে। তোমার সঙ্গে ছত্র নাই, রৌদ্রের উত্তাপে কষ্ট হইলে, আমরা বাজপেয়-যজ্ঞ-লব্ধ স্বীয় ছত্র দ্বারা তোমায় ছায়া সম্পাদন করিব। আমাদের যে বুদ্ধি সতত বেদমন্ত্রানুসারে চালিত হইয়া থাকে, হে বৎস! তাহা তোমার নিমিত্ত বনবাসার্থে নিয়োগ করিলাম। যে বেদ আমাদের পরম ধন, তাহা নিয়ত হৃদয়ে রহিয়াছে, যদি আমরা তোমার অনুগমন করি, তাহা হইলে, আমাদের সহধর্ম্মিণীগণ সতীধর্ম্মে রক্ষিত হইয়া, অনায়াসে গৃহধর্ম্ম করিতে পারিবেন। বলিতে কি, যখন আমরা তোমার অনুবর্ত্তী হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তখন অরণ্যগমনে আর সন্দেহ কি? যদি তুমি আমাদের কথায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না কর, তাহা হইলে, তুমি কিরূপে ধর্ম্মপথে প্রস্থিত হইবে বল? আমরা অধিক বলিতে চাহি না, আমরা হংসসদৃশ শুক্লকেশশোভিত শিরঃ ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করি, তুমি বনগামী হইও না। আরও দেখ, যে সকল ব্রাহ্মণ তোমার অনুবর্ত্তী হইতেছেন, ইঁহাদের অনেকেই বিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, যদি তুমি বনগমনে নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে, ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না।[২] আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, সংসারের সকল প্রকার জীব তোমাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারা তোমার বনগমনে বাধা দিতেছে; এক্ষণে তুমি নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের প্রতি সস্নেহদৃষ্টি প্রদর্শন কর। চাহিয়া দেখ, অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীর মূলদেশ ভূগর্ভ-সন্নিবিষ্ট বলিয়া, তাহাদের বেগ খর্ব্ব হইলেও, তাহারা তোমার অনুবর্ত্তী হইতে অসমর্থ হইয়া, বায়ুবেগশব্দে যেন তোমার বনপ্রবেশ নিষেধ করিতেছে। দেখ দেখ, পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া, আপনাদের আহারব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া, সর্ব্বভূতে দয়াপরতন্ত্র তোমার বনগমন-নিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে রাম দেখিলেন, যেন তমসা-নদী তাঁহাদের প্রতি কৃপাপ্রদান করিয়া তাঁহার বনগমনে নিষেধ করিতেছেন। এই সময় সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বদিগকে রথ হইতে উন্মোচন করিয়া দিলে, তাহারা ভূলুণ্ঠিত হইলে, তদনন্তর তিনি স্নানকার্য্যাবসানে তাহাদের আহারার্থে তৃণাদি প্রদান করিলেন। ২১-৩৩

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

তদনন্তর রামচন্দ্র মনোহর তমসাতীরে উপবেশন করিয়া সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! অদ্য বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত; অতএব তুমি অযোধ্যাপুরী স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। বৎস! তুমি চাহিয়া দেখ, মৃগপক্ষিগণ আপনাপন আবাসে আগমন-পূর্ব্বক এই শূন্য কাননে কলরব করিতেছে; বোধ হইতেছে যেন, আমাদের অবস্থা দেখিয়া তাহারা রোদনে প্রবৃত্ত হইতেছে। অদ্য পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরীর স্ত্রী-পুরুষ সকল ব্যক্তিই আমাদের জন্য শোক করিবে। পিতা, তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত আমাদের এই কয় জনের ব্যবহারে তাহারা সকলেই অতিশয় বশীভূত

২। ইহার ভাবার্থ এই যে, ইহা হইলে ঐ সকল যজ্ঞের বিঘ্ন তোমা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইবে।

আছে। আমি পিতৃদেব ও জননীর জন্য অতিশয় অনুশোচনা করি, আমার বোধ হয়, নিশ্চয়ই আমাদের জন্য দিবারাত্র রোদন করিয়া তাঁহারা অন্ধ হইবেন। নিশ্চয়ই ধার্ম্মিক ভরত আমার পিতামাতাকে ধর্ম্মানুগত বাক্যে সমাশ্বাসিত করিবেন। আমি বারম্বার ভরতের অক্রূরভাব চিন্তা করিয়া, হে লক্ষ্মণ! পিতামাতার জন্য অনুশোচনা করি না। বৎস লক্ষ্মণ! তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া ভালই করিয়াছ; নতুবা সীতাসংরক্ষণের জন্য বিব্রত হইয়া আমাকে অন্যদীয় সাহায্য লইতে হইত। হে সৌমিত্রে! যদিও বনে বিবিধ বন্য ফলের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু অদ্য জলপানে নিশাবসান করিব, এই আমার বাসনা। ১-১০

তিনি সৌমিত্রির প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া সুমন্ত্রকে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান করিতে বলিলেন। অনন্তর দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, সুমন্ত্র অশ্বদিগকে প্রচুর তৃণভোজন করাইলেন। তদনন্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া, নিশার আবির্ভাব জানিয়া, লক্ষ্মণের সহিত রামের শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। তমসাতীরে বৃক্ষদলাবৃত শয্যা সংরচনা দেখিয়া, রামচন্দ্র ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে শ্রান্ত, শায়িত ও সুপ্ত দেখিয়া, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন-পূর্ব্বক রামগুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামগুণকীর্ত্তন করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত হইল। রামচন্দ্র গোষ্ঠবহুল তমসাকূলে প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত নিশাতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, —হে লক্ষ্মণ! প্রজাগণ গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে, তাহারা এক্ষণে বৃক্ষমূলে নিদ্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ইহারা প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু ইহারা এক্ষণে আমাকে ফিরাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে না। যাবৎকাল ইহারা নিদ্রিত থাকে, তাবৎকালমধ্যে রথারোহণে নির্ভয়ে প্রস্থান করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহারা আমাদের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতী, তাহাতে নিদ্রোত্থিত হইলে, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে; বাস্তবিক আমাদের অভিপ্রায় জানিলে, ইহারা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূতও হইবে না। ভবিষ্যতে যাহাতে প্রজাগণ বৃক্ষমূলে শয়ন না করে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে রক্ষা করাই রাজকুমারদিগের কর্ত্তব্য; কিন্তু নিজকৃত দুঃখে তাহাদিগকে নিপাতিত করা কোনমতেই উচিত নহে। ১১-২৩

তখন লক্ষ্মণ সাক্ষাৎধর্ম্মতুল্য রামকে কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ! আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, আমারও উহা ভাল বোধ হইতেছে; অতএব আপনি শীঘ্র রথারোহণ করুন। তদনন্তর রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি শীঘ্র রথযোজনা কর, আমি এখান হইতে অরণ্যযাত্রা করিব। আদেশমাত্রে সারথি ত্বরান্বিত হইয়া, উত্তম অশ্বে রথযোজনা করিয়া, রামের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইলেন,—হে মহাবাহো! আপনার জন্য রথ সজ্জিত হইয়াছে; অতএব আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ত্বরায় ইহাতে আরোহণ করুন। রাম সপরিচ্ছদে স্যন্দনে আরোহণ করিয়া আবর্ত্তপূর্ণা শীঘ্রগামিনী তমসানদী উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তিনি তমসা পার হইয়া ভয়দর্শীদিগেরও[১] অভয়প্রদ নিষ্কণ্টক রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি প্রকৃতিবর্গের ভ্রম উৎপাদনের জন্য সারথিকে

১। অরণ্যে যে সকল হিংস্রজন্তু বাস করে এবং মানবগণকে সর্ব্বদা উদ্বেজিত করে, তাহারাও রাজমার্গে আগমন করে না বলিয়াই অভয়প্রদ।

কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি একাকী আমাদের রথ উত্তরাভিমুখে লইয়া যাও।[২] তুমি মুহূর্ত্তকাল ত্বরান্বিত হইয়া গমন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হও। পৌরগণ যাহাতে আমাকে জানিতে না পারে, সাবধানে এরূপ কার্য্য কর। সারথি রামের আদেশে সেইমত কার্য্য করিলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া, রামকে এই সংবাদ জানাইলেন। তদনন্তর রঘুবংশ-বর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সেই রথে আরোহণ করিলে, সারথি সুমন্ত্র যে পথ দিয়া তপোবনে যাইতে হয়, সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। এইরূপে মহারথ রামচন্দ্র অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যাইবার সময় প্রয়াণমাঙ্গল্যের অনুরোধে একবারমাত্র উত্তরাস্যে রথের গতি ঘটাইয়াছিলেন। ২৪-৩৪

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

রাত্রি প্রভাত হইলে, পৌরগণ রাম-বিরহে শোকাচ্ছন্ন বলিয়া নিশ্চেষ্ট ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইল। তাহাদের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল নিপতিত হইতে থাকিল। তাহারা সে সময়ে দুঃখিতান্তঃকরণে যদিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু রামের রথধূলি পর্য্যন্ত আর তাহাদের লক্ষ্য হইল না। তাহাদের মুখমণ্ডল বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল, তখন তাহারা রামের উদ্দেশে কাতরবাক্যে কহিতে লাগিল, আমাদের নিদ্রাকে ধিক্! আমরা ইহারই মায়ায় জ্ঞানশূন্য হইয়া বিশালবক্ষ মহাবাহু সেই রামকে দেখিতে পাইলাম না।[১] হায়! তিনি কিরূপে এই সমস্ত অনুরক্ত লোকদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, তাপসবেশে বনবাসী হইলেন? যিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে পালন করিতেন, সেই রঘুশ্রেষ্ঠ কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন? আজ আমাদের হয় মৃত্যু, না হয় মহা-প্রস্থান ঘটিবে। বাস্তবিক, রামবিরহে আমাদের জীবন-ধারণের প্রয়োজন কি? অথবা আমরা এখানে প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিতেছি, ইহাতে চিতা সংরচিত করিয়া, প্রজ্বালন-পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিব। আমরা অযোধ্যায় উপনীত হইলে, লোকে যখন রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে, কোন্ প্রাণে উত্তর দিব যে, আমরা প্রিয়বাদী রামকে বনবাস দিয়া আসিয়াছি? অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতাগণ আমাদের সঙ্গে রামকে দেখিতে না পাইয়া, নিশ্চয়ই নিরানন্দ ও কাতর হইবে। আমাদের এই মহাদুঃখ যে, আমরা রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে নগরপ্রবেশ করিব? তাহারা হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক দুঃখিতমনে হতবৎসা গাভীর ন্যায় এইরূপ এবং নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। ১-১২

তদনন্তর রথগমনপথ লক্ষ্য করিয়া যদিও তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিল, কিন্তু যাইতে যাইতে আর তাহারা পথ দেখিতে পাইল না, সুতরাং অতিশয় বিষণ্ণ হইল। তখন উপায়াভাবে রথচিহ্নানুসারে সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইল। "এ কি ব্যাপার! আমরা এখন কি করিব? দৈবই আমাদের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে।" সকলে এই কথা বলিতে লাগিল। তদনন্তর ক্লান্তমনে নিরুৎসাহে পরিতাপ করিতে করিতে যে পথে অযোধ্যা হইতে তমসাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, সেই পথেই সকলে অযোধ্যায় গমন করিল। তাহারা

২। রাম পরদুঃখাসহিষ্ণু। তিনি কেবল পৌরগণের ভ্রান্তি উৎপাদনের নিমিত্ত সুমন্ত্রকে রথ লইয়া উত্তরাভিমুখে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। ইহাতে বাস্তবিক রাম পরম করুণারই প্রকাশ করিয়াছেন। পৌরগণ বনে গিয়া কষ্ট পায়, ইহা তাঁহার ন্যায় সহৃদয়ের অভিপ্রেত নহে। আপাততঃ তাহাদের রামবিরহে দুঃখ হইলেও পরে তাহাদের কষ্টের লাঘব হইবে। ক্লুপ্তচিকিৎসাকালে প্রথম অস্ত্রোপচারে দুঃখ হইলেও পরিণামে যেমন তাহা সুখপ্রদ, ইহাও তদ্রূপ। সুমন্ত্রকে একাকী রথ লইয়া অযোধ্যাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ফিরিতে বলিলেন, নিজে রথে রহিলেন না। ইহার তাৎপর্য্য—রাম রথে থাকিলে তাঁহার বনগমন-ব্রতভঙ্গ হইবে, এই জন্য।

১। মার্কণ্ডেয়পুরাণে নিদ্রাকে বৈষ্ণবী মায়া বলা হইয়াছে, প্রজা-বর্গ বৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, নতুবা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুমন্ত্র ব্যতীত একটি মানবও জাগরিত হইল না কেন? বৈষ্ণবী মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন থাকায় জীবের তত্ত্বদর্শন ঘটে না।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তত্রত্য সকলেই রামবিরহে দীনভাবাপন্ন, শোকাচ্ছন্ন ও নয়নজলে অভিষিক্ত। পতগরাজ হ্রদ হইতে সর্পোত্তোলন করিলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, রামরহিত অযোধ্যাও সেইরূপ শোভাহীন হইয়াছে। চন্দ্রহীন আকাশ এবং জলহীন সমুদ্রের অবস্থা যে প্রকার, সেই প্রকার রামবিরহে অযোধ্যা নিরানন্দ ও হতশ্রী হইয়াছে। তৎকালে সকলেই দুঃখে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত; সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপারেও আত্মপর বিচারে পটু ছিল না। যদিও পৌরগণ রামবিরহে অতিকষ্টে তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কোন্ গৃহ নিজের বা কোন্‌টি পরের, তাহা তাহাদের বোধ হইল না।১৩-১৯

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

পৌরগণ যদিও অতিকষ্টে নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, তাহারা অতিশয় শোকাচ্ছন্ন, সকলেই ম্রিয়মাণ ও বিমনায়মান। রামের অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত, তাহাদের প্রাণবায়ু উদ্গত-প্রায়, সুখশান্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পুরবাসিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুত্রকলত্র ও স্বজনবেষ্টিত হইয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের শারীরিক বা মানসিক আমোদ আহ্লাদ লোপ পাইয়া গেল। বণিকেরা পণ্যদ্রব্য প্রসারিত করিল না, পণ্যদ্রব্য সকলের ত্যাজ্য হইল, গৃহস্থগণ রন্ধনকার্য্যে বিরত হইল। নষ্টবস্তুর উদ্ধার বা বিপুল ধনাগমে কাহারও আনন্দ হইল না; অধিক কি, জননী প্রথমজাত পুত্রপ্রাপ্তিতেও নিরানন্দ হইল। পুরবাসিনীগণ স্বামীদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া রোদন করিতে করিতে, তাহারা অঙ্কুশ-প্রহারে হস্তীর ন্যায় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল,—যাহারা রামমুখ দেখিতে পাইল না, তাহাদের গৃহ, স্ত্রী, ধন, পুত্র ও সুখে প্রয়োজন কি? বলিতে গেলে, লক্ষ্মণ ও জানকী প্রকৃত সৎ ও সতী বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য; কারণ, তাঁহারা রামের সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। যে পথে রাম গমন করিবেন, সেই পথের নদী, সরোবর, নলিনী-সকল ধন্য হইবে। কারণ, রাম তাহাতে অবগাহন করিয়া গমন করিবেন। রম্য বৃক্ষরাজি-সুশোভিত কানন, জনবহুল নদী সকল এবং সশৃঙ্গ পর্ব্বত সকল রামচন্দ্রকে অতিশয় শোভিত করিবে। ১-১০

কাননে বা পর্ব্বতে যেখানে রাম গমন করিবেন, তাহারা রামকে প্রিয় অতিথিজ্ঞানে অর্চ্চনা করিতে ত্রুটি করিবে না। তিনি যেখানে যাইবেন, দেখিবেন, তত্রত্য বৃক্ষগণ বিচিত্র কুসুমে সুশোভিত, বহুমঞ্জরী-পরিপূর্ণ এবং তদুপরি অলিকুল সমাকুল। রামকে উপস্থিত হইতে দেখিলে, পর্ব্বতের বৃক্ষসকল অকালে ফলপুষ্প প্রসব করিবে। তত্রত্য পর্ব্বতগণ বিবিধ নির্ঝর সকল প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিমল সলিল প্রদানে রামকে সুখী করিবে। বৃক্ষগণ পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিতি করিয়া, রামের আরাম উৎপাদন করিবে; অধিক কি, যেখানে রামের অবস্থিতি, সেখানে ভয় বা পরাভবের সম্ভাবনা নাই। দশরথাত্মজ সেই মহাবাহু রামচন্দ্র এখনও অনেক দূর গমন করেন নাই; অতএব এক্ষণে আমরা রামের অনুবর্ত্তী হইব। অধিক কি বলিব, আমরা সেই মহাত্মার পাদ-চ্ছায়ায় সুখোপবিষ্ট হইতে অভিলাষ করি। তিনিই সকলের নাথ এবং পরম গতি। আমরা সীতার চরণ-সেবা করিব, তোমরা রামসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। পৌর-নারীগণ দুঃখিত-মনে স্বামীদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিল। তাহারা আরও বলিতে লাগিল, বনবাসী রাঘব তোমাদের এবং সীতা আমাদের, যোগক্ষেম[১]

১। বনে কিরূপে আমাদের নির্ব্বাহ হইবে, ইহা ভাবিবার আবশ্যক নাই, কারণ, রাম ও সীতা তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট যে ফল প্রদান করিবেন, উহাই আমাদের 'যোগ' অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপণ, এবং ক্ষেম পূর্ব্বলব্ধ সেবাধিকার পালন তাঁহারা করিবেন।

বিধান করিবেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, যেখানে অসুখ, যেখানে উৎকণ্ঠা, যেখানে উদাসভাব, সে গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন কি? ১১-২০

যদি কৈকেয়ীরাজ্য অধর্ম্মযুক্ত ও নাথহীন হয়, তাহা হইলে ধন ও পুত্ত্রাদির কথা দূরে থাকুক, আমাদের জীবনধারণেই বা প্রয়োজন কি? ঐশ্বর্য্যানুরোধে যে স্ত্রী অনায়াসে পতি-পুত্রধনে বিসর্জ্জন দিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে ত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কৈকেয়ী যত দিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণ থাকিতে তাহার শাসনে এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা কৈকেয়ী মানবেন্দ্র মহারাজের প্রিয়-পুত্রকে বনবাসী করিয়াছে, সেই দুষ্টাচারিণী অধর্ম্মাচারিণী কৈকেয়ীর শাসনাধীনে থাকিয়া, কে সুখ-ভোগের প্রত্যাশা করে? এখন হইতে এই রাজ্যে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, রাজ্যশাসনসম্বন্ধে কাহারও কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইবে না, যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হইবে; বুঝিলাম, কৈকেয়ী হইতে সকলই নষ্ট হইবে। রাম যখন বনবাসী হইয়াছেন, তখন আর মহারাজ জীবিত থাকিবেন না; মহারাজের মৃত্যুতে সকলই ছিন্নভিন্ন ও নিঃশেষ হইবে। এখন হইতে আমরা স্ত্রীপুরুষে সম্মিলিত হইয়া শিলায় বিষখণ্ড পেষণ-পূর্ব্বক উহা পান করিব, অথবা, রাম যেখানে গমন করিয়াছেন, হয় সেইখানে কিম্বা যেখানে কৈকেয়ীর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই দূরদেশে গমন করিব। বুঝিলাম, অকারণে সীতা-লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে পশুঘাতক-সন্নিধানে বধ্য পশুর ন্যায় ভরতের নিকটে আমরা সন্নিবদ্ধ হইলাম। বলিতে কি, রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, তিনি শ্যামবর্ণ, অরিন্দম ও পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত এবং জত্রু-দ্বয় গূঢ়াকারে রচিত। তিনি মধুরালাপী, সত্যবাদী, বলবান্, প্রিয়দর্শন এবং চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন। সেই মহাবিক্রম, মহারথ অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তৎস্থান সকল সুশোভিত করিবেন। এইরূপে মৃত্যু-ভয়ে জীব যেরূপ কাতর হয়, তাহার ন্যায় নগর-রমণীগণ দুঃখসন্তপ্তমনে রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিল। ২১-৩২

এ দিকে দিবাকর, পুরনারীদিগের দুঃখ দেখিয়া, যেন অদৃশ্য হইলেন ও রজনী সমাগত হইল। এই সময়ে নগরমধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত রহিল না, শাস্ত্রালাপ ও অধ্যয়নাদি একেবারে বন্ধ হইল, অন্ধকার যেন চতুর্দ্দিক্ গ্রাস করিয়া বসিল। এখন হইতে বণিকগণের পণ্যভারসংগ্রহ নিরস্ত হইল, সকলেই নিরাশ ও নিরাশ্রয়। তারকাবিহীন আকাশের শোভা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় অযোধ্যা দৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম পুরনারীদিগের গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক ছিলেন, আপনাদের পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্ব্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় পুরনারীগণ রামের অভাবে কাতর হইয়া, এইরূপে দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে রামের অভাবে অযোধ্যাপুরী নৃত্য, গীত ও উৎসব-বর্জ্জিত হইল, কাহারও অন্তরে হর্ষবিকাশ রহিল না, দেশমধ্যে পণ্য-ক্রয়বিক্রয় বন্ধ হইল; এইরূপে সেই পুরী ক্ষীণোদক সমুদ্রের ভাব ধারণ করিল। ৩৩-৩৭

একোনপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর রামচন্দ্র পিতৃসত্য স্মরণ-পূর্ব্বক সেই নিশাবসানে বহুদূর গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি প্রভাত হইল, তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে উত্তর-কোশল-দেশের দক্ষিণ সীমায় প্রবিষ্ট হইলেন। উহার প্রান্ত-ভাগে কর্ষিত ক্ষেত্র সকল, গ্রামসমূহ ও পুষ্পিত কানন সকল সন্দর্শন করিয়া যাইতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার রথ অতিশয় বেগে যাইতেছিল; কিন্তু বিবিধ দৃশ্য নয়নগোচর হওয়াতে, রথবেগ তাঁহার অনুভূত হয় নাই। তিনি যাইতে যাইতে গ্রাম্য লোকদিগের মুখে

এই কথা শুনিতে পাইলেন যে, কামের বশীভূত রাজা দশরথকে ধিক্! হায়! পাপীয়সী, নিষ্ঠুরহৃদয়া, তীক্ষ্ণস্বভাবা, ত্যক্তমর্য্যাদা কৈকেয়ী আজ কি কঠোর কার্য্য করিয়াছেন! তিনি ধর্ম্মসীমা অতিক্রম করিয়া, মহারাজের এরূপ গুণনিধান, দয়ানিধান, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে বনবাসী করিলেন! রাজা দশরথ সন্তানের প্রতি অতিশয় নিঃস্নেহ, যদি তাহা না হইবেন, তবে প্রজারঞ্জক প্রিয়পুত্র রামকে বনবাসী করিবেন কেন? কোশলেশ্বর রাম গ্রাম্য প্রজাগণের এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, কোশল দেশের শেষ সীমায় উপনীত হইলেন। ১-৮

তদনন্তর পুণ্যসলিলা বেদশ্রুতি-নাম্নী নদী পার হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণের পর স্নিগ্ধসলিলবাহিনী সাগরগামিনী গোমতীকে প্রবাহিত হইতে দেখিলেন। ঐ নদীর তীরদেশে গো সকল সঞ্চরণ করিতেছিল। রামচন্দ্র শীঘ্রগামী অশ্বে গোমতী পার হইয়া ময়ূর-হংসরবশালিনী স্যন্দিকা-নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা মনু ইক্ষ্বাকুকে যে জনপদ-পরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীমান্ রামচন্দ্র বার বার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি দেশে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পিতামাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া, কবে আবার সরযূ-তটস্থিত কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিব? যদিও মৃগয়া-ব্যাপার আমার নিতান্ত প্রীতিপ্রদ নহে, কিন্তু রাজর্ষিগণের অভিপ্রেত বলিয়া, ইহাকে নিষিদ্ধ বলিতে পারি না।[১] রামচন্দ্র সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যরূপ মধুরালাপ-পূর্ব্বক গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ৯-১৬

পঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর রাম গমনসময়ে বিশাল সুরম্য অযোধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে রাজধানি! তুমি রঘুবংশীয়দিগের চির-প্রতিপালিত। আমি তোমার নিকটে বিদায় প্রার্থনা করি, তুমি এবং তোমাতে যে সমস্ত দেবতা বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে আমার প্রতি কৃপা করুন। আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত ও পিতৃসত্য হইতে উন্মুক্ত হইয়া, পিতা-মাতার সহিত একত্র তোমায় দর্শন করিব। তদনন্তর কমললোচন রামচন্দ্র দক্ষিণ বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক সজল-নয়নে জনপদবাসীদিগকে বলিলেন,—হে জনপদবাসিগণ! তোমরা আমার প্রতি যেরূপ সম্মান ও দয়া করিতে হয়, তাহার ত্রুটি কর নাই; অতএব এক্ষণে আর অধিকতর দুঃখভোগ করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব তোমরা প্রতিগমন কর, এবং আমরাও নিজকার্য্যসাধনে প্রস্তুত হই। তদনন্তর জনপদবাসিগণ রামকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক একবার সজলনয়নে দাঁড়াইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ক্রমে রাম খিদ্যমান জনপদবাসিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ক্ষণদামুখে দিবাকর যেরূপ অদৃশ্য হন, তিনি সেইরূপ অদৃশ্য হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, তত্রত্য নানাস্থান ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, সেখানে বিস্তর লোকের বসতি, স্থানে স্থানে চৈত্য, দেবাধিষ্ঠানবৃক্ষ ও যূপসকল শোভাবিস্তার করিতেছে। তত্রত্য উদ্যান সকল আম্রকাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়গুলি বিস্তৃত, নির্ম্মল জলে সুশোভিত, লোকসকল তুষ্ট ও পরিপুষ্ট, স্থানে স্থানে গোকুলের অপূর্ব্ব শোভাবিস্তার। ঐ

১। স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া, মদ্য, কঠোর বাক্য প্রয়োগ, উগ্রদণ্ডবিধান, অর্থের অসদ্ব্যবহার, এই সাতটি দোষ রাজাদের সম্বন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাদের অতিপ্রসক্তিই দোষ। মৃগয়া প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, গজাদি পশু বাণ দ্বারা মৃগয়ায় হত্যা করিবে না, এবং মাংসশ্রাদ্ধাদির জন্য মৃগয়া বিহিত, প্রজোপদ্রবকারী হিংস্র ব্যাঘ্রাদি বধ করাও রাজধর্ম্ম, এই সকল বিবেচনা করিয়াই রাম ঐ কথা সুমন্ত্রকে বলিয়াছেন।

সকল গ্রাম অন্যান্য রাজগণের রাজ্যতুল্য; উহার সর্ব্বত্র বেদধ্বনি-সমাকীর্ণ; পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র রথারোহণে কোশল-সীমা পরিত্যাগ করিলেন। ১-১০

অপর রাজাদিগের স্ফীত, মুদিত রম্যোদ্যানসমাকুল, ভোগ্য রাজ্যমধ্য দিয়া রামচন্দ্র গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সেইখানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার জল শৈবালশূন্য, শীতল ও পবিত্র; ঋষিগণ তীরদেশ অধিকার করিয়া আছেন। ইহার অনতিদূরে শোভাপূর্ণ বহুবিধ আশ্রম সকল সংলক্ষিত হইতেছে। অপ্সরাগণ হৃষ্টমানসে ইহাতে সতত ক্রীড়া করিয়া থাকে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ এখানে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহার নিকটে দেবতাগণের উদ্যান ও ক্রীড়া-পর্ব্বত এবং দেবলোক-প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা মন্দাকিনী নামে পরিচিত। তথায় সুরসেব্য সুবর্ণকমল প্রফুল্ল হইতেছে, গঙ্গার কোনও স্থলে শিলাঘাত-হেতু যেন ভীষণ অট্টহাস হইতেছে, কোথায় বা ফেনবিরাজিত, কোনও স্থানে বেণীর আকারে প্রবাহের গতি হইতেছে, কোনওখানে আবর্ত্ত প্রকাশ পাইতেছে। কোনও স্থানে স্থির অথচ গম্ভীর, কোথায় বা বিলক্ষণ বেগ, কোনও স্থানের প্রবাহশব্দ শ্রুতিসুখকর, কোথাও বা ঐ শব্দ অতি কর্কশ। কোনও স্থানে সুরগণ কেলি করিতেছেন, কোনও স্থান প্রফুল্লকমলে সুশোভিত, কোনও স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি, কোথাও বা সুবিশাল পুলিন বিরাজিত। কোথাও হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচরপক্ষিগণের কলরব, কোনও স্থানে তীরভূমি মালার ন্যায় তরু সকলে সুশোভিত। কোথায় বা কমল, কুমুদ ও কহ্লার সকল মুকুলিত। কোনও স্থানে কমলদল বিকসিত হইয়া আছে এবং তাহার পরাগ সকল প্রবাহের সহিত ভাসিয়া যাইতেছে। এই নদী সর্ব্বপাপবিনাশিনী, ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, বনগজ ও দিগ্গজেরা এই জলে সতত ক্রীড়া করিয়া থাকে। সুরমাতঙ্গগণ এখানে অনবরত গর্জ্জন করে। ইহার তীরদেশ তরু, লতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন, সুতরাং অতিশয় নিবিড়। সর্ব্বপাপবিনাশিনী গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, সাগরের সহিত সংমিলিত হইতেছেন। শিশুমার, নক্র ও ভুজঙ্গ-সকলে যুক্ত, ভগীরথতপস্যায় শঙ্করের জটাজুট হইতে ভ্রষ্ট, ক্রৌঞ্চ-সারস-নাদিত, সমুদ্রমহিষী গঙ্গাকে শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১-২৫

তখন কমললোচন রামচন্দ্র 'ঊর্ম্মিমালাসংবেষ্টিত এই গঙ্গাতীরে অদ্য আমরা বাস করিব', এই কথা সুমন্ত্রকে কহিলেন। তিনি আরও বলিলেন, এই স্থানের অনতিদূরে পল্লবকুসুমশোভিত ইঙ্গুদীবৃক্ষ বিরাজমান, উহাতে বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে; অতএব এই স্থানে বাস করিতে আমার বাসনা। আমি দেখিতেছি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ ও পক্ষিগণ এই নদীর জল পবিত্র জানিয়া, নিয়ত ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। রামের কথাক্রমে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ তদ্বাক্যের অনুমোদন করিলে, রথও অবিলম্বে ইঙ্গুদী বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে রামচন্দ্র ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুমন্ত্র সারথি রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক উত্তম অশ্বসকলকে মোচন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বৃক্ষ-মূলস্থিত রামের নিকটে অবস্থিত রহিলেন। সেই প্রদেশে রামের প্রাণতুল্য প্রিয়সখা, নিষাদজাতীয়, বলবান্ ও "স্থপতি" বলিয়া বিখ্যাত গুহ নামে এক রাজা ছিলেন।[১] পুরুষসিংহ

১। "হীনপ্রেষ্যং হীনসখ্যং হীনাগহনিবেশনম্" এই স্মৃত্যুক্ত বচন দ্বারা হীন জনের সখ্য উপপাতকমধ্যে গণিত হইয়াছে। আদর্শচরিত্র রাম কেন এই জাতীয় সখ্য করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর,—ঐ নিষেধ ব্রাহ্মণপর, ক্ষত্রিয়ের জন্য নহে; কারণ, রাজগণকে আরণ্য বল সংগ্রহ করিতে হয়। ছয়প্রকার বল সংগ্রহ করা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত; সুতরাং দোষ নাই। রামের আত্মতুল্য সখা এই কথা বলায় বুঝা যায়, গুহ রামের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি নিষাদজাতীয় হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। অথবা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেণরাজার দেহমন্থনে যে নিষাদের উৎপত্তি হয়, সে ক্ষত্রিয়জাতীয়, এই জন্যই 'নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' এই শ্রুতি দ্বারা

রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৬-৩৪

নিষাদাধিপতি গুহ দূর হইতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রামের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া গুহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বিনীতভাবে কহিলেন, হে রাম! অযোধ্যার ন্যায় এ রাজ্যও আপনার। অনুমতি করুন, আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে? হে মহাবাহো! ঈদৃশ প্রিয় অতিথিলাভ কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? অনন্তর গুহ পৃথক্ পৃথক্ গুণ-সম্পন্ন নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন অর্ঘ্যাদি শীঘ্র তথায় আনয়ন করাইলেন এবং এই বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনার আগমন শুভ হউক; এই অখিল পৃথিবী আপনারই। আমরা আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদের ভর্ত্তা; আপনি আমাদের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার জন্য এই সকল ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় উপনীত হইয়াছে। মুখ্য মুখ্য শয্যা সকল, এবং আপনার অশ্বগণের খাদ্য সকল আনয়ন করা হইয়াছে। গুহ ঐরূপ বলিলে, রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—২৬-৪০

'আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও হৃষ্ট হইয়াছি; যে হেতু, আপনি পাদচারে এখানে অভিগমন করিয়াছেন ও স্নেহ সন্দর্শন করিয়াছেন। পরে তিনি সুগোল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে গুহ! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; যেহেতু, আপনাকে বান্ধবগণের সহিত নীরোগ দেখিতে পাইলাম। আপনার রাজ্য, মিত্র ও ধন সর্ব্বত্রই কুশল বিরাজ করিতেছে ত? পরন্তু আপনি প্রীতিপূর্ব্বক আমার জন্য যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছেন, আমি সে সমুদায়ই স্বীকার করিতেছি; কিন্তু প্রতিগ্রহ করিতে পারিব না; যে হেতু, আমি এক্ষণে ফলমূলাশী, কুশচীরাজিনধর, বনচারী তাপসব্রতাবলম্বী হইয়াছি বলিয়া জানিবেন। অশ্বগণের খাদ্যেই আমার প্রয়োজন আছে, অপর কিছুতেই নাই। আপনার প্রদত্ত ঐ সকল অশ্বের খাদ্য দ্বারাই আমি পূজিত হইব।[২] এই অশ্বগণ মদীয় পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাদিগের স্বচ্ছন্দ বিধান করিলেই আমার যথেষ্ট সৎকার হইবে। তখন গুহ তত্রত্য ভৃত্যদিগকে 'তোমরা শীঘ্র অশ্বদিগকে খাদ্য ও পেয় প্রদান কর' বলিয়া আদেশ করিলেন। অনন্তর চীরোত্তরবাসা রাম সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, লক্ষ্মণানীত জলমাত্র পান করিয়া, ভার্য্যার সহিত ভূমিতলে শয়ন করিলেন; লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। গুহও সুমন্ত্র-সারথির সহিত এবং অপ্রমত্ত ধনুর্ব্বাণধারী লক্ষ্মণের সহিত কথা কহিতে কহিতে তথায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। চিরদিন দুঃখানভিজ্ঞ, সুখ-সম্বর্দ্ধিত, মহাত্মা, মনস্বী দাশরথি এই প্রকারে শয়ান থাকিলে পর রজনী শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া গেল। ৪১-৫১

নিষাদ স্থপতিগণের যাজনাধিকার সূচিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে হীন প্রকরণে যে নিষাদ উক্ত হইয়াছে, উহা প্রতিলোমজ, সুতরাং কোন বিরোধ নাই।

অথবা নিষাদসখ্যাদি অত্যন্ত অনুচিত নহে, বাস্তবিক ভক্ত হিসাবে সে উত্তম ছিল, "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা বিপ্রা ভাগবতাঃ স্মৃতঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে হ্যভক্তা জনার্দ্দনে।" এইরূপে গুহের সর্ব্বোত্তমতা বুঝিতে হইবে।

২। রাম নিষাদানীত অন্নাদি ক্ষত্রিয়ের অভোজ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান না করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। আমি তাপসব্রতাবলম্বী অপ্রতিগ্রাহী, সুতরাং অন্নাদি গ্রহণে অসমর্থ; ইহাতে বুঝা যায়, যদি তাহার অন্ন ভোজনের অযোগ্য হইত, তবে রাম তাহাই বলিতেন। তিনি তাপসব্রতের উল্লেখ করিতেন না, ইহা দ্বারা গুহের অন্ন ভোজনযোগ্য বলিয়াই সূচিত হইয়াছে, এবং ইহাও বুঝা যায়, গুহ তত্ত্বজ্ঞও ছিল, রামের ব্রতব্যপদেশ এবং গুহের পক্বান্নানয়ন দ্বারা নিষাদ জাতি অভোজ্যান্ন বলিয়া বুঝা যায় না।

একপঞ্চাশ সর্গ

লক্ষ্মণকে ভ্রাতৃরক্ষার্থে অদস্তভাবে জাগরিত দেখিয়া, গুহ শোকসন্তপ্ত হইয়া কহিলেন,—হে তাত! তোমার জন্য এই সুখময়ী শয্যা কল্পিত হইয়াছে। রাজপুত্র! যথাসুখে ইহাতে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা সাধারণ জন, আমরা ক্লেশসহিষ্ণু; পরন্তু, তুমি সুখোচিত। কাকুৎস্থের রক্ষার্থ আমরাই নিশা জাগরণ করিব। পৃথিবীতে রামের ন্যায় প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া এই সত্য বলিলাম। এই রামের প্রসাদেই আমি ইহলোকে সুমহৎ যশঃ, ধর্ম্ম, বিপুল অর্থ এবং পুষ্কল কামের প্রার্থনা করিয়া থাকি। সীতা সহ শয়ান প্রিয়সখা রামকে আমিই জ্ঞাতিগণের সহিত ধনুষ্পাণি হইয়া রক্ষা করিব। আমি এই বনে সদা বিচরণ করিয়া থাকি। এই বনে আমার অবিদিত কিছুই নাই। সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগসহনে আমি সমর্থ; অতএব রক্ষণ-বিষয়ে আমি সর্ব্বথা সমর্থ।১-৭

অনন্তর লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, হে নিষ্পাপ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমা কর্ত্তৃক রাম রক্ষিত হইলে, আমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই। পরন্তু, দাশরথি সীতার সহিত ভূমিতলে শয়ান থাকিতে, আমি কি প্রকারে জীবনধারণোপযোগী অন্যান্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারি? যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদয় দেবাসুরের বীর্য্যসহনে সক্ষম, অবলোকন কর, তিনি এক্ষণে সীতার সহিত তৃণশয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন! রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপঃপ্রভাবে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, তিনিই এই সেই দশরথের একমাত্র উপযুক্ত পুত্র। ইঁহাকে প্রব্রাজিত করিয়া, রাজা দশরথ বহুকাল জীবিত থাকিবেন না; নিশ্চয় পৃথিবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন। হে ভ্রাতঃ! এমন কি, আমার মনে হইতেছে যে, অন্তঃপুরচারিণী কামিনীরা সমস্ত দিবস অতীব চীৎকার করিয়া শ্রান্তা হওয়াতে, অধুনা রাজপুরী উপরতধ্বনি হইয়াছে। রাজা দশরথ, কৌশল্যা দেবী ও আমার মাতা সুমিত্রা, ইঁহারা এই রজনী জীবিত আছেন কি না বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। শত্রুঘ্নের মুখাপেক্ষা করিয়া যদিও আমার মাতার জীবন সম্ভব হইতে পারে, পরন্তু সেই বীরপ্রসবিনী কৌশল্যাদেবী এই পুত্র-নির্ব্বাসনরূপ মহাদুঃখে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। অনুরক্ত প্রজাগণে আকীর্ণা, সুখময়ী, লোকপ্রিয়া, অযোধ্যাপুরী, হায়! রাজার ব্যসনে বিনষ্ট হইবে! ৮-১৬

মহাত্মা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, মহানুভব রাজা দশরথের প্রাণ সকলই বা কি প্রকারে শরীরকে ধারণ করিয়া থাকিবে? রাজা দশরথের মৃত্যু হইলেই কৌশল্যা দেবীর প্রাণবিয়োগ হইবে; অনন্তর আমার মাতাও বিনাশপ্রাপ্তা হইবেন। হায়! ভগ্নমনোরথ হইয়া, রামের হস্তে রাজ্যন্যাস না করিয়াই, আমার পিতাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল![1] পিতার সেই শেষকাল উপস্থিত হইলে, যাঁহারা তাঁহার প্রেতকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। যে অযোধ্যা নগরীতে রমণীয় চত্বর ও মহাপথসমূহ বিরাজমান, যে স্থানে বারবিলাসিনীরা অপূর্ব্ব বেশবিন্যাস-পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিতেছে, যেখানে বহুসংখ্য রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ রহিয়াছে, যে নগরী প্রতিনিয়ত তূর্য্য-নির্ঘোষে নিনাদিত, যে নগরী সর্ব্বকল্যাণসম্পূর্ণা, যেখানকার জনগণ সর্ব্বদাই হৃষ্ট-পুষ্ট, যেখানে আরাম, উদ্যান ও সমাজোৎসব, সেই সর্ব্বকল্যাণসম্পন্না আমার পিতৃরাজধানীতে অতঃপর যাঁহারা সুখী, তাঁহারাই সুখে

১। পর পর অভিলাষ সকল বর্দ্ধিত হইয়াছিল, রাম জন্মিয়াছে, বড় হবে, বিবাহ করিবে, রাজ্যলাভ করিবে, এইরূপ অতি বৃদ্ধ মনোরথ পূর্ণ না হইতেই রাজা দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।

বিচরণ করিবেন। হায়! যদি সুব্রত মহাত্মা দশরথ জীবিত থাকেন এবং যদি আমরা বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি; হায়! যদি আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত কুশলী হইয়া বনবাস-নিবৃত্ত হইলে পর, অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারি! মহাত্মা রাজকুমার লক্ষ্মণ দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় রজনী অতীতা হইল। প্রজাহিতপরায়ণ নরেন্দ্র-কুমার লক্ষ্মণ এইরূপ অবিতথ বাক্য সকল কহিলে, গুহ সমধিক সৌহার্দ্দ-নিবন্ধন অতীব ব্যথিত হইয়া, জ্বরাতুর মাতঙ্গের ন্যায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৭-২৭

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে, পৃথুবক্ষা মহাযশা রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! ভগবতী নিশা অতীতা হইয়াছে, ভাস্করোদয়ের কাল সমুপস্থিত। সুকৃষ্ণ কোকিল এক্ষণে কূজন করিতেছে।[১] অরণ্যমধ্য হইতে ময়ূরগণের নির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে। হে সৌম্য! আইস, আমরা এই শীঘ্রগা সাগরগামিনী জাহ্নবী নদী সত্বর উত্তীর্ণ হই। সুমিত্রা-নন্দন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ রামের বাক্য অবগত হইয়া, গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে তাহা অবগত করাইয়া, ভ্রাতার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিষাদপতি গুহও রামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবনতমস্তকে সেই কার্য্যসম্পাদনে সম্মতি জানাইয়া তৎক্ষণাৎ সচিবগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা শীঘ্র রামচন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষেপণীসংযুক্তা, কর্ণধার-সমন্বিতা, শুভা, দৃঢ়া, সুখে পার করিতে সমর্থ একখানি নৌকা ঘাটে আনয়ন কর। গুহের আদেশ শ্রবণ করিয়া, গুহামাত্যগণ একখানি রুচিরা নৌকা আনয়ন করিয়া, তদ্বিষয় গুহকে নিবেদন করিল। তদনন্তর গুহ প্রাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন, দেব! আপনার নিমিত্ত নৌকা উপস্থিত করা হইয়াছে: পুনরায় কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। হে দেবকুমার-সদৃশ! সাগরগামিনী নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত এই নৌকা; হে সুব্রত পুরুষব্যাঘ্র! শীঘ্র ইহাতে আরোহণ করুন। ১-৯

অনন্তর মহাতেজা রাম গুহকে বলিলেন, আমি কৃতকাম হইয়াছি; এক্ষণে শীঘ্র আমাদের দ্রব্যাদি নৌকার উপরে তুলিয়া দাও। গুহকে এই কথা বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ কবচ ধারণ করিলেন এবং যথা-স্থানে খড়্গ, ধনু ও তূণীর সকল গ্রহণ করিয়া, সীতা সমভিব্যাহারে, যে পথ দিয়া ভাগীরথীর সেই অবতরণ-স্থানে যাওয়া যায়, সেই পথে গমন করিলেন। এই সময়ে সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া, প্রাঞ্জলিভাবে কহিলেন, আমি এক্ষণে কি করিব? রাম সুমন্ত্রকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! শীঘ্র রাজার নিকটে প্রতিগমন কর এবং তথায় অপ্রমত্তভাবে অবস্থান কর। তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট কার্য্য করা হইবে। আমরা রথ ত্যাগ করিয়া, পাদচারে মহাবনে গমন করিব। সেই সুমন্ত্র সারথি এইরূপ প্রতিগমনে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, দুঃখিতচিত্তে ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে বলিলেন,—১০-১৫

যে দৈবপ্রভাবে আপনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় বনে বাস করিতেছেন, ইহলোকে কোন পুরুষই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না।[২] ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বা স্বাধ্যায় পাঠে যে কোন ফলোদয় আছে, ইহা আমার মনে হয় না; অথবা,

---

১। কোকিল কাক দ্বারা পুষ্ট হয়, এস্থানে কোকিল শব্দে কাকই লক্ষিত হইয়াছে, কারণ, প্রভাতকালে কাকের নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ।

২। সাধারণ মানবের ন্যায় আপনার এই বনবাস অযোধ্যার কোন লোকেরই অভিপ্রেত বা স্বীকৃত নহে, আমার ত কোনরূপেই নয়, ইহাই অভিপ্রায়।

মৃদুতা বা সরলতাদিতেও ফল নাই; যে হেতু ভবাদৃশ জনেও এই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর রঘুনন্দন! আপনি ভ্রাতা ও বৈদেহীর সহিত বনে বাস করিয়া পিতৃবাক্য পালন দ্বারা ত্রিলোকজয়ী বিষ্ণুর ন্যায় কীর্ত্তিলাভ করিবেন। পরন্তু, হে রাম! আমরা আপনার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া হতপ্রায় হইলাম। অধুনা আমাদিগকে সেই পাপাচারিণী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখভাগী হইতে হইবে। আত্ম-সম-সুহৃৎ সারথি সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে দূরদেশে গমনোদ্যত দেখিয়া, এইরূপ বাক্য বলিয়া, দুঃখিত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রোদনে ক্ষান্ত হইয়া জলস্পর্শ দ্বারা শুচি হইলে পর রাম তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুগণের দ্বিতীয় বন্ধু আর নয়ন-গোচর হয় না; অতএব রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য আর শোক না করেন, সেইরূপ কর। সেই বৃদ্ধ জগতীপতি একে ত কামভাবে অবসন্ন, তাহাতে আবার শোকোপহতচিত্ত; তজ্জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। সেই মহীপতি কৈকেয়ীর প্রিয় কামনা করিয়া যাহা কিছু আজ্ঞা করিবেন, অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন করিও। নরপতিগণ এই নিমিত্তই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন যে, কোন কার্য্যই ইঁহাদের মনের প্রতিকূল না হয়। ১৬-২৫

অতএব হে সুমন্ত্র! সেই মহারাজের কার্য্যে যাহাতে কোনরূপ ঔদাসীন্য না হয়, যাহাতে তিনি শোকে কাতর না হয়েন, তুমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইবে। হে সুমন্ত্র! তুমি আমার হইয়া, জীবনে যিনি কখনও দুঃখভোগ করেন নাই, সেই বৃদ্ধ রাজা আমার পিতাকে অভিবাদন করিয়া বলিবে, অযোধ্যা হইতে বিচ্যুত হইয়া বনে বাস করিতেছি বলিয়া, আমি বা লক্ষ্মণ কিছুমাত্র দুঃখিত নই। চতুর্দ্দশ বর্ষ নিবৃত্ত হইলে পর আমাকে, লক্ষ্মণকে ও সীতাকে আপনি শীঘ্রই উপস্থিত দেখিতে পাইবেন, সুমন্ত্র! তুমি রাজা দশরথকে ও আমার জননী কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া অন্যান্য দেবীর সহিত কৈকেয়ীকে বারংবার এইরূপ বলিবে। তাঁহাদিগকে আমার আরোগ্য জানাইবে, এবং কৌশল্যাদেবীকে আমার আর্য্যগুণান্বিত লক্ষ্মণের ও সীতাদেবীর প্রণাম জানাইয়া, আমাদিগের সকলের আরোগ্যবার্ত্তা প্রদান করিও। মহারাজকে তুমি এ কথাও বলিও যে, আপনি ভরতকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া রাজপদে স্থাপিত করুন। ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া ও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি আমাদের বিরহ-জনিত সন্তাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তুমি ভরতকেও আমার এই কথা বলিও যে, যেমন রাজা দশরথের প্রতি, তেমনি সমুদয় মাতৃগণের প্রতি নির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিও। কৈকেয়ী যেমন তোমার মাতা, সুমিত্রা, আমার মাতা কৌশল্যা দেবীও বিশেষতঃ তোমার মাতা। তুমি পিতার প্রিয়কার্য্য সাধনমানসে নিয়ত রাজ্য-পরিদর্শন করত, ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারিবে। ২৬-৩৫

সুমন্ত্র-সারথি রাম কর্ত্তৃক এইরূপ প্রতিবোধিত ও নিবর্ত্তমান হইয়া, তাঁহার সেই সকল বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে স্নেহ-সহকারে কহিতে লাগিলেন,—আমি প্রভু-ভৃত্যভাব অতিক্রম করিয়া, স্নেহপ্রযুক্ত প্রগল্ভ হইয়া, আপনাকে যাহা কিছু বলিতেছি, এ আমার ভক্তি, ইহা মনে করিয়া তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাত! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার বিয়োগে পুত্রশোকাতুরা জননীর ন্যায় সেই অযোধ্যাপুরীতে আমি কি প্রকারে গমন করিব? অযোধ্যাবাসী জনগণ এযাবৎ আমার রথকে স-রাম দেখিয়াছে, এক্ষণে রাম-বিহীন আমার রথকে দেখিয়া, তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। মহারথ বীরপুরুষ নিহত হইলে, সারথিকে শূন্যরথ আনিতে দেখিয়া সেনাগণ যেরূপ বিষণ্ণ হয়, রামের রথ শূন্য দেখিয়াও প্রজাগণ সেইরূপ দীন ও কাতর হইয়া পড়িবে। আপনি যদিও এক্ষণে

অযোধ্যা নগরী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি প্রজাগণের মানসাগ্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। প্রজাগণ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই আপনাকে চিন্তা করিতেছে ও তজ্জন্য দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। রামচন্দ্র! আপনার প্রব্রাজনকালে প্রজাগণ যেরূপ শোকাকুলচিত্ত হইয়াছিল, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আপনার প্রবাসন-কালে প্রজাগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, আমাকে শূন্যরথে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া, এক্ষণে তাহারা তাহার শতগুণ আর্ত্তনাদ করিবে। আমি অযোধ্যায় যাইয়া কৌশল্যা দেবীকে কি প্রকারে বলিব যে, 'আমি আপনার পুত্রকে রাখিয়া আসিলাম, আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র শোক করিবেন না'? ৩৬-৪৫

এইরূপ মিথ্যাবাক্যও তাঁহাকে বলিতে পারিব না; অথচ, 'আপনার পুত্রকে বনবাসে রাখিয়া আসিলাম' এই অপ্রিয় সত্যবাক্যই বা কি প্রকারে বলি? আমার নিয়োগাধীন থাকিয়া এই উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল, হয় আপনাকে, না হয় আপনার বন্ধুজনকে প্রতিনিয়ত বহন করিয়াছে; এক্ষণে আপনাদের বাস-বঞ্চিত রথ কি প্রকারে তাহারা বহন করিবে? হে অনঘ! আমি আপনা ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীতে যাইতে পারিব না; অতএব আমাকে আপনার সহিত বনবাসানুগমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন।[৩] যদি আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলেও, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হে রাঘব! আমাকে আপনার অনুগামী করিলে, অরণ্যে তপোবিঘ্নকর আপনার যে সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হইবে, আমি রথ দ্বারাই তৎসমস্ত নিবারিত করিব। আমি আপনার অনুগ্রহে রথচর্য্যার সুখসম্ভোগ করিয়াছি; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে আমার বনবাস-সুখও যেন লাভ হয়। হে রঘুনন্দন! প্রসন্ন হউন; আমাকেও অরণ্যের সহচর করুন। আপনি প্রীত-হৃদয়ে অবস্থান করুন। আমি আপনার সহচর হই। হে বীর! এই অশ্ব সকলও যদি বনবাসে আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারে, তাহা হইলে ইহাদেরও পরমা গতিলাভ হইবে। আমি যদি বনে বাস করিয়া মস্তক দ্বারা আপনার সেবা করিতে পারি, তবে অযোধ্যা বা দেব-লোকেরও বাসনা পরিত্যাগ করি। যেমন পুণ্য-হীন অধার্ম্মিক জন মহেন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি পুণ্যশ্লোক আপনার বিরহেও আমি অযোধ্যা-প্রবেশ করিতে পারিব না। ৪৬-৫৫

রাজন্! আমার মনোরথ এই যে, বনবাস-কাল অতীত হইলে আমি এই রথে করিয়াই আপনাকে অযোধ্যা নগরীতে লইয়া যাই। আপনার সহিত বনবাসে থাকিলে, এই চতুর্দ্দশ বর্ষ আমার পক্ষে ক্ষণ-স্বরূপে গত হইবে; পরন্তু, অন্যথা হইলে ইহার শতগুণ দীর্ঘ বোধ হইবে। ভক্তবৎসল! আপনি আমার প্রভুপুত্র। আপনার পথের পথিক হইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি। আমি আপনার ভক্ত ও ভৃত্য এবং আমি ভৃত্য-কর্ত্তব্যপালনে অবস্থিত আছি; অতএব আমাকে ত্যাগ করা আপনার কোনমতেই উচিত হয় না। সুমন্ত্র দীনভাবে বিবিধ বাক্যে বারংবার এরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, ভৃত্যানুকম্পী রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে ভর্ত্তৃবৎসল! আমার প্রতি তোমার যে পরমা ভক্তি, ইহা আমি অবগত আছি; তথাপি কি কারণে তোমাকে এখান হইতে অযোধ্যাপুরী প্রেরণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী তোমাকে নগরীতে প্রত্যাগত দেখিয়া, রাম বনে গমন করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবেন। তিনি

৩। অপ্রিয় সত্য কিম্বা প্রিয় মিথ্যা বলা যাইবে না, কারণ, শাস্ত্রে আছে, "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্না ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"। সুতরাং কোন উত্তর দিতে পারিব না বলিয়া এবং এই অশ্বগণ আপনাকে ও আপনার বন্ধুগণ ব্যতীত রথ বহন করিবে না বলিয়া আমার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব।

আমার বনবাসে পরিতুষ্ট হইয়া ধার্ম্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আর শঙ্কা করিবেন না। ইহার বিপরীত হইলে তিনি অসন্তুষ্টা হইবেন। আমার পরম ইচ্ছা যে, আমার কনিষ্ঠা মাতা ভরত-রক্ষিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্যসুখ সম্ভোগ করুন। হে সুমন্ত্র! তুমি আমার ও মহারাজের প্রিয়ার্থে অযোধ্যাপুরী গমন কর এবং যে যে বিষয় যাঁহাকে যাঁহাকে বলিতে বলিলাম, অবিকল তাঁহাদিগকে সেইরূপই বলিবে। রাম সুমন্ত্র-সারথিকে এই সকল কথায় বারংবার সান্ত্বনা করিয়া, দীনভাবে গুহকে এই হেতুযুক্ত বাক্য বলিলেন। ৫৬-৬৫

হে গুহ! ইদানীং এই সজন বনে বাস করা আমার উচিত নয়; পরন্তু নির্জ্জন আশ্রমে বাস ও তদুচিত বিধি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। আমি পিতা, সীতা ও লক্ষ্মণের হিতকারী হইয়া তপস্বিজন-ভূষণ নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া ও জটা প্রস্তুত করিয়া, নির্জ্জন বনে গমন করিব; তন্নিমিত্ত আপনি বট-ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া দিন। রামের বাক্যে গুহ ত্বরান্বিত হইয়া বটক্ষীর আহরণ করিয়া দিলেন। রাম সেই বট-ক্ষীর দ্বারা লক্ষ্মণের ও আপনার জটা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। দীর্ঘবাহু নরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে জটিল-রূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় চীরবসনধারী জটামণ্ডলবিভূষিত ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণ, ঋষিদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বৈখানসব্রত অর্থাৎ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, তৎসমুচিত নিয়ম ধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সহায়স্বরূপ গুহকে বলিলেন,—[৪] হে গুহ! তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদবিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও সাবধান থাকিবে; কারণ, রাজ্যরক্ষা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। গুহকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন অবিচলিতচিত্তে শীঘ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি নদীতীরে পৌঁছিয়া, একখানি নৌকা রহিয়াছে দেখিয়া, দ্রুতগামিনী গঙ্গা নদী শীঘ্র পার হইবার মানসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র! তুমি ধীরে ধীরে মনস্বিনী সীতাদেবীকে লইয়া এই নৌকায় আরোহণ কর। ৬৬-৭৫

লক্ষ্মণ ভ্রাতার আদেশে অগ্রে মৈথিলীকে নৌকা-মধ্যে আরোহণ করাইলেন, পশ্চাৎ স্বয়ংও আরোহণ করিলেন। পরে মহাতেজা লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজ রামচন্দ্র স্বয়ংও আরোহণ করিলেন। গুহ তাঁহাদিগকে নৌকায় আরূঢ় দেখিয়া, নিজ অনুচরবর্গকে নৌকা চালাইবার জন্য আদেশ করিলেন। মহাতেজা রামচন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্মহিতার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়োচিত "সুত্রামাণং" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সীতা এবং লক্ষ্মণ যথাবিধি আচমন করিয়া প্রীত-হৃদয়ে ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন। সুমন্ত্রকে ও সসৈন্য গুহকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিয়া, রাম, নৌকায় আরোহণ-পূর্ব্বক নাবিক-দিগকে নৌকা-চালনে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই কর্ণধার-সমন্বিতা নৌকা নাবিকগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, শীঘ্রই গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। অনিন্দিতা বৈদেহী ভাগীরথীর মধ্য-প্রদেশে যাইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে গঙ্গে! ধীমান্ দশরথের পুত্র এই রাম যেন আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতৃনিদেশপালনে সক্ষম হন। যখন বনে তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষকাল থাকিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত প্রত্যাগমন করিবেন, হে শুভদে গঙ্গে! তখন মঙ্গলে মঙ্গলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আমি আমোদ সহকারে আপনাকে পূজা দিব। ৭৬-৮৫

৪। বালকরাই বালখিল্য, সেইরূপ নখযুক্তরাই 'বৈখানস' "বৈখানসো বনে বাসী বানপ্রস্থশ্চ কথ্যতে।" রামের গঙ্গারূপ তীর্থ-প্রাপ্তি, পরে প্রয়াগতীর্থলাভ, তৎপরে পিতৃমরণশ্রবণেও মুণ্ডনের কথা নাই। তিনি কেশশ্মশ্রু ধারণই করিয়াছিলেন দেখা যায়, ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের তীর্থাদিতে মুণ্ডন নিষিদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হয়। রামের বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনের পর পুনর্ব্বার গার্হস্থ্য অবলম্বন করায় আশ্রমাতিক্রম নিবন্ধন অধর্ম্ম হয় নাই; কারণ, উহা চতুর্দ্দশবর্ষ-নিষ্পাদ্য ব্রতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

হে ত্রিপথগে দেবি! আপনি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং ইহলোকেও সমুদ্রের ভার্য্যারূপে পরিদৃশ্যমানা; অতএব হে শোভনে! আমি আপনাকে বার বার নমস্কার করিতেছি ও আপনার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে পুনরাগত হইয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, আমি আপনার প্রীতি-সম্পাদনমানসে ব্রাহ্মণকে সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। হে দেবি! আমি পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, সহস্র সুরা-পূর্ণ কলস ও তন্ডুচিত পলান্ন দ্বারা আপনার পূজা করিব; আপনি এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দেবি! যে সকল দেবতারা আপনার তীরে বাস করেন ও আপনার তীরে যে সকল তীর্থ ও দেবায়তন আছে, আমি তাঁহাদের সকলকেই পূজা করিব। হে অনঘে! পুনর্ব্বার যেন আমার ও লক্ষ্মণের সহিত নিষ্পাপ মহাবাহু রামচন্দ্র বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন। পতিপ্রিয়া সীতাদেবী অনিন্দিতা গঙ্গাকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় নৌকা দক্ষিণ-তীরে পৌঁছিল। শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ রাম গঙ্গার তীর প্রাপ্ত হইয়া, নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৮৬-৯৩

অনন্তর মহাবাহু রাম সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন,—সজন বনেই হউক আর বিজন বনেই হউক, তুমি সীতা-সংরক্ষণ-বিষয়ে সাবধান থাকিও। বিশেষতঃ এই নির্জ্জন বনে মাদৃশজনগণের পক্ষে দার-রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি অগ্রে অগ্রে যাও, সীতা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন। আমি সীতা ও তোমাকে রক্ষা করত তোমাদের পশ্চাদ্গামী হইব; কেন না, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পরস্পরের পরস্পরকে রক্ষা করার সময়। আমরা এতাবৎকাল কোন দুঃখকর কার্য্যে পতিত হই নাই; পরন্তু, অদ্য বৈদেহী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন।[৫] অদ্য ইনি জনমানব-পরিশূন্য, শস্য-ক্ষেত্র উদ্যান প্রভৃতি বিরহিত, গর্ত্ত-সঙ্কুল, উন্নতাবনত বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন। লক্ষ্মণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অগ্রে অগ্রে চলিলেন; মধ্যস্থলে সীতা ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামচন্দ্র গমন করিতে লাগিলেন। রাম গঙ্গার পরপারে গমন করিলেও সুমন্ত্র-সারথি তাঁহাকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; পরন্তু যখন পথের দূরত্ব নিবন্ধন আর দৃষ্টি চলিল না, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া, ব্যথিত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই লোকপাল-প্রতিম প্রভাবশালী মহাত্মা বরদ রামও মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া মহাসমৃদ্ধিশালী প্রমুদিত বৎসপ্রদেশে গমন করিলেন। তাঁহারা দুই জনে তথায় ঋষ্য, পৃষত, বরাহ ও রুরু এই চারিটি মহামৃগ হনন করিয়া, বুভুক্ষিত হইয়া, বাসের জন্য এক বনস্পতির নিকট গমন করিলেন। ৯৪-১০১

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ

গুণাভিরাম রাম সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! জনপদের বহির্গত ও সুমন্ত্ররহিত হইয়া অদ্য আমাদের এই প্রথম রাত্রিযাপন করিতে হইতেছে; তুমি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্য হইতে প্রতি রাত্রি আমাদিগকে অতন্দ্রিতভাবে জাগরিত থাকিতে হইবে এবং উভয়কেই সর্ব্বদা সাবধানে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইতে হইবে। হে সৌমিত্রে! আইস, আমরা এক্ষণে কোন প্রকারে এই রাত্রি অতিবাহিত করি। ভূমিতলে স্বয়মর্জ্জিত তৃণাদি বিস্তীর্ণ করিয়া, শয়ন করিয়া থাকি। মহার্হশয়নোচিত রাম ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া,

---

৫। এখন পর্য্যন্ত কোন দুঃখকর কার্য্য আমাদের পতিত হয় নাই, কিন্তু অতঃপর দুষ্কর কার্য্য আরম্ভ হইবে।

লক্ষ্মণকে এই সমস্ত শুভকথা বলিতে লাগিলেন,—হে লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই অদ্য মহারাজ অতি দুঃখে শয়ন করিয়া আছেন এবং কৈকেয়ী কৃতকামা হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া থাকিবেন। সেই দেবী কৈকেয়ী ভরতকে আগত দেখিয়া, সাম্রাজ্যলাভে পাছে মহারাজ দশরথকে প্রাণ হইতে বিচ্যুত করেন, এই আমার আশঙ্কা হয়।[১] সেই রাজা দশরথ একে বৃদ্ধ, কামাত্মা, কৈকেয়ীর বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়, তাহাতে আবার মৎকর্তৃক বিয়োজিত হইয়াছেন; অতএব তিনি এক্ষণে কি করেন? রাজার এই ব্যসন ও মতিবিভ্রম দেখিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে যে, ইহ-সংসারে ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। হে লক্ষ্মণ! কোন্ অবিদ্বান্ ব্যক্তিই বা প্রমদার বশীভূত হইয়া আমার ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? কেকয়ীসুত ভরতকেই ভার্য্যার সহিত সুখী বলিতে হইবে; যে হেতু, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় এক্ষণে সমগ্র প্রমুদিত কোশলরাজ্য উপভোগ করিবেন। ১-১১

আমি বনবাসী ও রাজা বয়োধর্ম্ম-প্রযুক্ত পরলোকগত হইলে, সেই ভরতই একাকী সমুদয় রাজ্যসুখ লাভ করিবে। অর্থ ও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবলমাত্র কামের অনুবর্ত্তন করেন, তিনি অচিরকালমধ্যেই রাজা দশরথের ন্যায় বিপদ প্রাপ্ত হয়েন। হে সৌম্য! আমার মনে হয় যে, দশরথের বিনাশ হেতু, আমার বনবাসের কারণ ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। হে লক্ষ্মণ! আমার এমন আশঙ্কা হয় যে, কৈকেয়ী এক্ষণে সৌভাগ্যমদে মোহিতা হইয়া, আমার জন্য মাতা সুমিত্রা ও কৌশল্যা দেবীকে ক্লেশপ্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের নিমিত্ত দেবী সুমিত্রা দুঃখে বাস করিবেন; অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি প্রাতঃকালেই অযোধ্যায় গমন কর। আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব এবং তুমি সেই অনাথা কৌশল্যার গতিস্বরূপ হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৈকেয়ী ক্ষুদ্রকর্ম্মা, দ্বেষবশতঃ নিশ্চয়ই অন্যায়ও আচরণ করিতে পারেন, তিনি মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে বিষও দিতে পারেন। সৌমিত্রে! নিশ্চয়ই আমার জননী কৌশল্যা জন্মান্তরে অনেক রমণীকে পুত্র-বিয়োজিত করিয়াছিলেন; নতুবা, এরূপ অভাবিত দুর্ঘটনা কেন উপস্থিত হইবে? হায়! কৌশল্যা দেবী অতি দুঃখে বহুকাল আমাকে লালন-পালন করিয়া, ফললাভসময়ে আমা হইতে বিয়োজিত হইলেন। আমাকেই ধিক্! সৌমিত্রে! আমি যেমন মাতাকে অনন্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছি, কোন ললনাই যেন ঈদৃশ দুঃখদায়ক পুত্র প্রসব না করেন। লক্ষ্মণ! আমা অপেক্ষা মাতার স্নেহবর্দ্ধিত সেই সারিকাও ভাল; যে হেতু, সে সময়ে সময়ে 'শত্রুপদে দংশন কর' ইত্যাদি বাক্যে আমার মাতার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।[২] হে অরিন্দম! আমি সেই অল্পভাগ্যবতী জননীর শোকসময়ে কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না; সুতরাং, আমি পুত্র হওয়ায়, তাঁহার ফল কি? হায়! অল্প ভাগ্যবতী আমার মাতা সেই কৌশল্যাদেবী, আমা-বিরহিত হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্না ও পরম দুঃখার্ত্তা হইয়া এক্ষণে শয়ন করিয়া আছেন। হে লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই অযোধ্যা, এমন কি, সমুদয় পৃথিবীই শর দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি; কিন্তু

১। যে রাম লক্ষ্মণকে বলিবেন যে, মধ্যমাম্বার কথা তুমি বলিও না, ভরতের কথা বল, সেই রাম এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, রাম পুরুষার্থে নিস্পৃহ হইলেও কৈকেয়ীর নিন্দাপ্রধান বাক্য সকল লক্ষ্মণের চিত্তপরীক্ষার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, ইহার পরেই ১৩ শ্লোকে লক্ষ্মণকে রাম বলিয়াছেন, তুমি কল্যই অযোধ্যায় গমন কর। ইহার দ্বারা লক্ষ্মণের বনে আসার পর চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করাই রামের প্রধান উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

২। পালিত পক্ষীও স্নেহপ্রযুক্ত প্রভুর শত্রুদমনে চেষ্টা করে অথচ সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন অথচ সমর্থ হইয়াও আমি মায়ের উপকার করিতে পারিলাম না, বাক্যমাত্রের দ্বারা আশ্বাস দানেও অসমর্থ: সুতরাং আমা হইতে সারিকা শ্রেষ্ঠ। হে শুক! অরি বিড়ালের পাদ দংশন কর, এই উক্তি দ্বারা সংপালকের শত্রুর পাদ দংশন কর, এই অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।

আমার সেই বীরত্ব নিষ্ফল হইতেছে। যে হেতু, হে অনঘ! আমি অধর্ম্ম ও পরকালের ভয় করিয়া থাকি; সেই কারণে আমি রাজ্যে অদ্যই অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না। ১২-২৬

বিজন বনে রাত্রিকালে এইরূপ এবং অন্যান্য বহুবিধ বিলাপ করিয়া, রাম দীনভাবে অশ্রুপূর্ণ-মুখে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শিখাহীন অনল ও বেগরহিত সমুদ্রের ন্যায় রামকে বিলাপে নিবৃত্ত দেখিয়া, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন,—হে অস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ! আপনি অযোধ্যা নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন; সুতরাং চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় অদ্য নিশ্চয়ই অযোধ্যাপুরী নিষ্প্রভ হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে আমাকে ও সীতাদেবীকে বিষাদিত করত এরূপ শোক করিতেছেন, ইহা আপনার পক্ষে উচিত নহে। হে রাঘব! সীতাদেবী ও আমি, আমরা আপনা হইতে বিচ্যুত হইয়া জলোদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিব না। আমি আপনা ব্যতিরেকে কি পিতা, কি শত্রুঘ্ন, কি সুমিত্রা কাহাকেও দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না;[৩] এমন কি, স্বর্গও আপনার বিরহে আমার ভাল বোধ হয় না। অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রাম ও সীতাদেবী অনতিদূরে বটবৃক্ষতলে শয্যা রচিতা হইয়াছে দেখিয়া, তাহাতে শয়ন করিলেন। রাম, লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক পরমাদরে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বাস করেন। সেই বিজনারণ্যে রঘুবংশ-বর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ, গিরিসানুচারী সিংহদ্বয়ের ন্যায়, কোন ভয়-সম্ভ্রমের কারণ দেখিতে পাইলেন না। ২৭-৩৫

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সেই বটবৃক্ষতলে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সুমহৎ বনমধ্য দিয়া, যে প্রদেশে ভাগীরথী গঙ্গায় যমুনা মিলিত হইয়াছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব বিবিধ ভূমিভাগ ও মনোহর দেশ সকল দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যথাসুখে বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান-প্রায় হইলে রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে সৌমিত্রে! প্রয়াগের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ভগবান্ অগ্নির চিহ্ন-স্বরূপ পরম সুন্দর ধূম উত্থিত হইতেছে। বোধ হইতেছে, ভরদ্বাজ মুনি সন্নিহিত আছেন। আর আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছি। কারণ, উভয় নদীর সলিলরাশি পরস্পর সংঘর্ষিত হওয়াতে শব্দ হইতেছে। আরণ্যজীবী ঋষিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়াতে নানাজাতীয় বৃক্ষ সকলও আশ্রমে পতিত দেখা যাইতেছে। অনন্তর দিবাকর পশ্চিম-দিকে লম্বমান হইলে, ধনুর্দ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ গঙ্গাযমুনার সন্ধিস্থলে ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। আশ্রমে উপনীত হইয়া, রাম মৃগ ও পক্ষিগণ ত্রাসিত করত মুহূর্ত্তমধ্যেই মুনির নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর সীতার সহিত মিলিত হইয়া, উভয় ভ্রাতায় মহর্ষির দর্শনবাসনায় সহসা নিকটে না গিয়া,[১] দূরেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ১-১০

পরে অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, মহাভাগ রাম পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহানুভব ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রে আহুতি দিয়া; শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সংশিতব্রত ও একাগ্রচিত্ত, তপোবলে

৩। মূলে তিনবার নিষেধার্থক ন আছে, উহা দ্বারা এই বুঝায় যে, আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি যে, ইচ্ছা করি না, করি না, করি না। তোমাকে ব্যতীত স্বর্গ দেখিতেও ইচ্ছা করি না, গমনের ত কথাই নাই।

১। কার্য্যাধীন কোন শিষ্য বাহিরে আসিলে তদ্দ্বারা নিজের আগমন-সংবাদ জানাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি লাভার্থ রাম অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

লব্ধচক্ষু[২] মহাভাগ ঋষিকে দর্শনমাত্র রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন এবং এই বলিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। আর এই কল্যাণী আমার ভার্য্যা এবং জনকরাজ-দুহিতা। এই অনিন্দিতা বৈদেহী আমার অনুগামিনী হইয়া নির্জ্জন তপোবনে আসিয়াছেন। পিতা আমায় বনে দিয়াছেন; এই জন্য আমার প্রিয় অনুজ ভ্রাতা এই লক্ষ্মণও ব্রত-ধারণ-পূর্ব্বক আমার সঙ্গে বনে আসিয়াছেন। ভগবন্! আমরা এখন পিতার নিয়োগে তপোবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক ফলমূলাশী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব। ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ ধীমান্ রাজপুত্রের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে গো, অর্ঘ্য এবং উদক আনাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বন্যফল-মূলাদি নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিলেন। সেই পরম তপস্বী ভরদ্বাজ মৃগ, পক্ষী ও মুনিগণে পরিবৃত হইয়া, সমাগত রামকে স্বাগতবাক্যে অর্চ্চনা করিলেন। রাম তদ্দত্ত পূজা সকল গ্রহণ করিয়া, উপবেশন করিলে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—১১-২০

হে ককুৎস্থনন্দন! তোমাকে অনেক কালের পর এই আশ্রমে আসিতে দেখিলাম।[৩] তুমি অকারণে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। যাহা হউক, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থিত এই স্থান অতীব নির্জ্জন, পবিত্র ও পরম রমণীয়। তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর। ভরদ্বাজ এই প্রকার কহিলে, সর্ব্বলোকহিতে রত রঘুনন্দন রাম মধুর বাক্যে কহিলেন,— ভগবন্! এই আশ্রম হইতে আমাদের নগরী জনপদ অতি সন্নিহিত। এই আশ্রমে থাকিলে, নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রামবাসী লোকেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সুসাধ্য দেখিয়া, জানকী ও আমার দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিবে; এই কারণে এখানে থাকিতে আমার মন হইতেছে না। অতএব ভগবন্! যেখানে থাকিলে, সুখোচিতা জনকনন্দিনী বৈদেহী সর্ব্বদা মনের সুখে থাকিবেন, আপনি এমন এক নির্জ্জন স্থানে উত্তম আশ্রমপদ নির্দ্দেশ করিয়া দিন।[৪] মহামুনি ভরদ্বাজ রামের এই শুভ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক রাম-চন্দ্রের প্রয়োজনসাধক বাক্য কহিলেন,—তাত! আমার এই আশ্রমের দশ ক্রোশ দূরে যে পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর ও পরম পুণ্যজনক এবং মহর্ষিগণ-সেবিত। গোলাঙ্গূল, বানর ও ঋক্ষ সকল তথায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহা চিত্রকূট নামে বিখ্যাত এবং গন্ধমাদনের সমান আকৃতি-বিশিষ্ট। উহার শৃঙ্গ সকল দর্শনমাত্রেই লোকের মন পাপে বিরত ও সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে। তথায় বহুদিন মৃত মনুষ্যের কপাল তুল্য শুভ্রমস্তক বহুসংখ্যক ঋষি তপোবলে শত বৎসর বিহার করিয়া পরিশেষে স্বর্গে গিয়াছেন।[৫] ঐ স্থান অতিশয় নির্জ্জন। আমার মতে তুমি তথায় সুখে বাস করিতে পারিবে; অথবা, রাম! তুমি বনবাসকাল পর্য্যন্ত আমার সহিত এই আশ্রমেই বাস কর। এইরূপে মহর্ষি ভরদ্বাজ সকল অভিলাষ পূরণ দ্বারা হর্ষোৎপাদন-পূর্ব্বক প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বিশেষরূপে পূজা করিলেন। রাম প্রয়াগক্ষেত্রে

২। লব্ধচক্ষু, তপোবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল, ত্রিজগতের বৃত্তান্তাভিজ্ঞ।

৩। ধ্যানযোগে সর্ব্বদা দর্শন করিলেও চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিয়া ধন্য হইলাম, অথবা পূর্ব্বে, রামাবতারকালীন কথা মনে করিয়া এই উক্তি।

৪। এই স্থানের ২৪।২৫।২৬ শ্লোকের অর্থ—তীর্থ নামক টীকাকার এইরূপ করিয়াছেন, রাবণ-বধের জন্য গোপনে অবতীর্ণ আমাকে প্রকাশ করিবেন না; কারণ, তাহা হইলে আমি বিষ্ণু, জানকী লক্ষ্মী, আমরা সাধারণের দর্শনীয় জানিয়া সকল লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে, অতএব এইরূপ প্রকাশ্যভাবে বাস করিতে আমি ইচ্ছা করি না। ইত্যাদি, এইরূপ অর্থ করিবার মত কোন অভিপ্রায় মূলে দেখা যায় না এবং অক্ষর দ্বারাও পাওয়া যায় না, সুতরাং তাদৃশ অর্থ গ্রাহ্য নহে।

৫। অথবা কপালশিরা নামক ঋষির সহিত তত্রত্য বহু ঋষি তপোবলে স্বর্গে গিয়াছেন। অথবা ধর্ম্মপুত্রের ন্যায় সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। অথবা কপালের ন্যায় শিরোযুক্ত ঋষিরা অর্থাৎ কেশশূন্য-মস্তক ঋষিগণ ইত্যাদি।

মহর্ষি ভরদ্বাজের সহিত সমাগত হইয়া, বিবিধ বিচিত্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলে, ক্রমে পুণ্যা রজনী উপস্থিত হইল। সুখোচিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়াতে, রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে সুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন। ২১-৩৫

রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি জ্বলিততেজা মহর্ষির সমীপবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিলেন,—হে পরমসত্যশীল! ভগবন্! অদ্য আমরা আপনার আশ্রমে রাত্রিবাস করিলাম। এক্ষণে বসতিস্থানে যাইতে আমাদিগকে আজ্ঞা করুন। নিশাবসানে ভরদ্বাজ রামকে কহিলেন, তুমি এখন মধুমূলফলোপেত চিত্রকূটে গমন কর। হে মহাবল রাম! আমার মতে চিত্রকূটই তোমার উপযুক্ত বাসস্থল। তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে, কিন্নর সকল বাস করিতেছে, ময়ূরশব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে এবং প্রধান প্রধান হস্তী সকল বিচরণ করিতেছে। তুমি সেই লোকবিশ্রুত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন কর। ঐ পর্ব্বত পরম পবিত্র, রমণীয় এবং নানাবিধ ফলমূলে শোভিত; তথায় কুঞ্জর সকল ও মৃগসমূহ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে এবং নদী, প্রস্রবণ, প্রস্থ, কন্দর ও নির্ঝর সকল বিরাজ করিতেছে, দেখিতে পাইবে। হে রঘুনন্দন! তথায় সীতার সহিত বিচরণসময়ে তোমার মন আনন্দিত হইবে; যে হেতু, ঐ সকল বনচারী জন্তু আহ্লাদ উৎপাদন করিয়া থাকে। তথায় প্রহৃষ্ট টিট্টিভ ও কোকিল সকল আহ্লাদিত হইয়া শব্দ করিতেছে, শুনিলে পরম প্রীতি জন্মে এবং মৃগ ও হস্তী সকল সর্ব্বদা মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, দেখিলেও মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে পরম সুখ ও শুভসম্পন্ন চিত্রকূটে গমন করিয়া, তুমি তত্রত্য আশ্রয়ে সুখে বাস কর। ৩৬-৪৪

—

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ

শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ তথায় রজনী প্রভাত করিয়া, মহর্ষির চরণ বন্দনা-পূর্ব্বক চিত্রকূট উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, পিতা যেমন ঔরস-পুত্রদিগের স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিলেন। অনন্তর পরমতেজস্বী মহর্ষি সত্যপরাক্রম রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ধরিয়া, স্বয়ং ভাগীরথী পশ্চিমাভিমুখী হইয়া, যাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই কালিন্দী নদীর অনুসরণ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবে।[১] কালিন্দীর স্রোতের প্রতিকূল দিকে গমন করিয়া দেখিবে সর্ব্বদা গমনাগমন দ্বারা উহার অবতরণপ্রদেশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়াছে। তোমরা তথায় ভেলা করিয়া, সূর্য্য-নন্দিনীকে পার হইবে। অনন্তর হরিতবর্ণ পত্র-শোভিত শ্যাম নামক বটবৃক্ষের নিকট গমন করিবে। অন্যান্য বহুসংখ্যক বৃক্ষ উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং সিদ্ধগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন। তথায় গমন করিয়া, সীতা যেন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা হইলে তথায় বাস করিতে পার; নতুবা তাহা পার হইয়া যাইবে। তথা হইতে এক ক্রোশ গমন করিলে, নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে। শল্লকী-বদরীবৃক্ষসমূহে ঐ বন পরিপূর্ণ এবং তথায় যমুনাতীরে অন্যান্য বৃক্ষ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাই চিত্রকূট যাইবার পথ।

১। মূলে নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাং আছে—ইহার অর্থ লইয়া বহু টীকাকার অনেক অর্থ করিয়াছেন। প্রয়াগে উত্তরদিক হইতে গঙ্গা দক্ষিণে আসিয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বমুখে গিয়াছেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে যাইয়া পশ্চান্মুখাশ্রিতা কালিন্দীর অনুসরণ কর বলিলে ইহাই বুঝায়—গঙ্গার প্রচণ্ডবেগাভিহত হইয়া প্রথমে যমুনা পশ্চিমে ফিরিয়া পরে উহার সহিত মিলিয়াছেন, অথবা সঙ্গমের পূর্ব্বভাগকে গঙ্গাই বলে এবং পশ্চিমাংশকে যমুনা বলে, সেই যমুনার অনুসরণ কর, অথবা গঙ্গা পশ্চিমা।

আমি অনেকবার ঐ পথে গমন করিয়াছি। উহা অতি কোমল, দাবদাহের সম্পর্ক উহাতে নাই এবং ঐ পথে যাইবার সময় মনে প্রীতি জন্মিয়া থাকে। মহর্ষি এইরূপ পথের পরিচয় দিয়া নিবৃত্ত হইলেন। রামও তথাস্তু বলিয়া, তাঁহাকে বন্দনা করিয়া অনুগমনে নিবৃত্ত করিলেন। ১-১০

মুনি নিবৃত্ত হইলে পর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভাই! আমরা যথার্থ পুণ্য করিয়াছি; যে হেতু, মহর্ষি আমাদিগকে অনুকম্পা করিতেছেন। মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া, সীতাকে অগ্রে করিয়া তরঙ্গিণী যমুনার তীরে গমন করিলেন। তথায় অবিলম্বে উপনীত হইয়া, কিরূপে সত্বর নদী পার হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কাষ্ঠ সকলের দ্বারা প্রকাণ্ড এক ভেলা প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনজাত শুষ্ক বেণার মূল, বেতস ও জম্বুশাখা সকলে আচ্ছাদন ও আবরণ করত, সীতার জন্য সুখময় আসন নির্ম্মাণ করিলেন। তখন দশরথাত্মজ রাম অচিন্ত্যরূপিণী লক্ষ্মীর ন্যায় প্রিয়তমা সীতাকে তথায় আরোহণ করাইলেন। তাহাতে তিনি ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর রাম ভেলার পার্শ্বভাগে বৈদেহীর বসন-ভূষণ এবং খনিত্র ও পেটক এই সমুদায় দ্রব্য অতি সাবধানে রক্ষা করিলেন। এইরূপে অগ্রে সীতাকে আরোহণ করাইয়া, পরে দশরথাত্মজ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে যত্ন-পূর্ব্বক সেই ভেলা গ্রহণ করিয়া, প্রীতিভরে যমুনা পার হইতে লাগিলেন। নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া, সীতা তাঁহার বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমার পার হইতেছি। আমার স্বামী নির্ব্বিঘ্নে যেন তাঁহার ব্রতপালন করিতে পারেন এবং তিনি ইক্ষ্বাকুপালিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে পর, আমি তোমাকে সহস্র গো, শত সুরাপূর্ণ কলস প্রদান-পূর্ব্বক পূজা করিব। ২১-২০

বরবর্ণিনী জনকনন্দিনী কৃতাঞ্জলি হইয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে যমুনার দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর সকলে ভেলা করিয়া শীঘ্রগামিনী ও তরঙ্গময়ী সূর্য্যতনয়া যমুনা পার হইলেন। এই কালিন্দীতীরে নানাজাতীয় বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা যমুনা পার হইয়া, ভেলা পরিত্যাগ করিলেন। পরে যমুনার তীরবর্ত্তী বন হইতে প্রস্থান করিয়া, তাঁহারা সুশীতল হরিদ্বর্ণ পর্ণশোভিত শ্যাম নামক বটবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন। জানকী তথায় গমন করিয়া, সেই বটবৃক্ষের অভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন, হে বৃক্ষ! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার প্রসাদে আমার স্বামীর যেন ব্রত উদ্‌যাপন হয়। আমরা যেন কৌশল্যা ও যশস্বিনী সুমিত্রাকে পুনরায় দর্শন করিতে পারি। এইরূপে মনস্বিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে শ্যামবটবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর রাম পরম অনুকূলবর্ত্তিনী প্রিয়তমা সীতাকে শ্যামবটের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন। ২১-২৬

হে ভ্রাতঃ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর। হে নরোত্তম! আমি আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। এই জনকনন্দিনী সীতার চিত্তে যে যে দ্রব্যে আনন্দ উপস্থিত হয়, ইনি যে যে পুষ্প ও ফল প্রার্থনা করেন, তুমি ইঁহাকে সেই সেই ফল ও পুষ্প প্রদান করিবে। অনন্তর সীতা যাইতে যাইতে যে সমস্ত অভূতপূর্ব্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পসমন্বিতা লতা দেখিতে পাইলেন, তৎসমস্ত রামকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার বাক্যানুসারে কুসুমস্তবকশোভিত বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনয়ন করিলেন। তৎকালে জনকনন্দিনী সীতা বিচিত্রবালুকাশোভিতা এবং হংস ও সারসসমূহে অভিনাদিতা, বিচিত্র জলশালিনী যমুনা দর্শনে আনন্দলাভ করিলেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতায় এক ক্রোশ গমন করিয়া, যমুনাতীরবর্ত্তী বনে

বহুবিধ বন্যজাতীয় মৃগ বধ করত, বিচরণ করিতে লাগিলেন।[২] তাঁহারা হস্তী ও শাখামৃগসেবিত এবং ময়ূর-নিনাদিত সেই মনোহর বনে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া, সায়াহ্নে নদীতীরবর্ত্তী এক রমণীয় সুসম প্রদেশে যাইয়া বাস করিলেন। ২৭-৩৩

ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গ

রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাম অবসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া কহিলেন,—[১] হে সৌমিত্রে! নানাজাতীয় বন্য বিহঙ্গমগণ কলস্বরে শব্দ করিতেছে, শ্রবণ কর। প্রস্থান করিবার এই উপযুক্ত সময়। অতএব হে আততায়িদর্পহারি! গমন করি চল। রাম লক্ষ্মণকে যথাকালে জাগাইয়া দিলে, তিনি নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ এবং উত্তমরূপে বিশ্রামলাভে পথপর্য্যটন-জনিত পরিশ্রম দূরীভূত হওয়ায় গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে সকলে উঠিয়া, পবিত্র নদী-জলে প্রাতঃকৃত্য-সমাপন-পূর্ব্বক ঋষিগণ-সেবিত চিত্রকূট-পথে গমন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত যাইতে যাইতে কমললোচনা সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—প্রিয়তমে! ঐ দেখ, বসন্তকাল উপস্থিত হওয়াতে সর্ব্বতোভাবে কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, কিংশুকবৃক্ষ সকল যেন জ্বলিতেছে এবং পুষ্প-শোভায় বৃক্ষ যেন মালা পরিধান করিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষ সমুহ ফল ও পুষ্পভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই নির্জ্জন অরণ্যে মনুষ্যের চিহ্ন নাই; সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই ঐ সকল ফল দ্বারা জীবন-যাপন করিতে পারিব। হে লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, প্রতি বৃক্ষেই মধুকর-সঞ্চিত দ্রোণ[২]-প্রমাণ মধুচক্র সকল লম্বিত। ঐ দেখ, দাত্যূহ পক্ষী পরম রমণীয় বন-ভূমিতে শব্দ করিতেছে, তাহা দেখিয়া ময়ূর তাহার অনুকারী হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই পুষ্পসকলে আচ্ছন্ন হওয়াতে, ঐ বনভূমি নিতান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, পক্ষিসমূহে ধ্বনিত, হস্তিযূথ-বিচরিত, সু-উচ্চ চিত্রকূট গিরি শোভা পাইতেছে। হে লক্ষ্মণ! আমরা অতিশয় মনোহর ও বহুসংখ্য বৃক্ষে আবৃত, যার-পর-নাই পবিত্র, চিত্রকূট কাননের সমতল ভূমিতে আনন্দে বিহার করিতে পারিব। ১-১১

অনন্তর পাদচারী রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত মনোরম চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর, নানাজাতীয় পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, বহুবিধ ফলমূলে অলঙ্কৃত এবং অতিমাত্র সুস্বাদু সলিলে পরিপূর্ণ। রাম তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন ভ্রাতঃ! এই পর্ব্বত অতি মনোহর। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সকল শোভিত রহিয়াছে এবং অনেক প্রকার ফল-মূলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এখানে অনায়াসেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। বিশেষতঃ, এই পর্ব্বতে মহাত্মা মুনিগণ বাস করেন; অতএব ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ত। হে ভ্রাতঃ! আমরা এইখানেই বাস করিব। অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলেই বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।[৩]

২। বিচরণ করিয়াছিলেন। মূলে 'চেরতুঃ' এই পাঠ আছে, গোবিন্দরাজ ইহার অর্থে—ভক্ষণ করিয়াছিলেন, এই বলিয়াছেন।

১। অবসুপ্ত শব্দে ঘুমভাঙ্গার পর অল্প নিদ্রা বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশবর্ষ নিদ্রা যান নাই, সেই কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা এই শ্লোক দ্বারা প্রতীত হয়। লক্ষ্মণের অনাহারপ্রবাদও এইরূপ ভিত্তিহীন।

২। দ্রোণ—অর্থে ৩২ সের মধু যে চক্রে থাকে।

৩। প্রাচীনগণ-মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বাল্মীকি প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিলেন, ভরতের আগমনের পর তমসাতীরে গমন করেন, অতএব বালকাণ্ডের কথার সহিত কোন বিরোধ নাই। তিলককার বলেন, রামায়ণকার প্রাচেতস বাল্মীকি হইতে এই বাল্মীকি ভিন্ন, ইহাই সত্য কথা। তিলককারের কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি; কারণ, এই চিত্রকূটের বাল্মীকি কুলপতি এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, তিনি পরে ঐ স্থানেরই নিকটে অত্রির আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, ইহাই ১১৭ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। তমসাতীরের প্রাচেতস বাল্মীকি হইতে ইনি সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন।

ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সীতা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে সৎকার করিলেন; পরে রামকে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া বসিতে বলিলেন। পরে কহিলেন, আমি তোমার আসিবার কারণ অবগত আছি। এক্ষণে এখানে ঋষিগণের সান্নিধ্যেই বাস করিতে প্রবৃত্ত হও। মহাবাহু রামচন্দ্র যথারীতি বাল্মীকির নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে সৌম্য! তুমি ভারবহ ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সকল আনয়ন করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ কর। এই স্থানে বাস করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। রামের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ বিবিধ বৃক্ষ আহরণ-পূর্ব্বক সে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। বাত-বর্ষাদির দ্বারা অভিভবে অযোগ্য, সুদৃঢ় ঐ কুটীর কাষ্ঠনির্ম্মিত কপাটবদ্ধ ও সুদর্শন দেখিয়া রাম একাগ্রচিত্ত শুশ্রূষা-পরায়ণ লক্ষ্মণকে কহিলেন,—১২-২১

হে সৌমিত্রে! আমরা হরিণমাংস আহরণ করিয়া পর্ণশালাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিব। চিরজীবী ব্যক্তিগণের বাস্তুশান্তি করা কর্ত্তব্য।[৪] হে প্রিয়দর্শন! এক্ষণে তুমি সত্বর মৃগ বধ করিয়া আনয়ন কর। স্মরণ করিয়া দেখ, শাস্ত্রে যে নিয়ম লিখিত আছে, তাহা যথারীতি পালন করা কর্ত্তব্য।[৫] মহাবল লক্ষ্মণ ভ্রাতার আজ্ঞায় মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই মৃগমাংস পাক কর, আমরা বাস্তুপূজা করিব। হে সৌম্য! অদ্য ধ্রুব নক্ষত্র সমুপস্থিত, এই মুহূর্ত্ত অতি শুভদায়ক; অতএব এ কার্য্যে সত্বর হও। তখন প্রতাপশালী সৌমিত্রি যজ্ঞীয় কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। উহা অতিশয় তপ্ত ও পরিপক্ক হইয়া শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়াছে। জানিয়া, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আমি এই সর্ব্বকামসাধন কৃষ্ণ-মৃগকে সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহিত পাক করিয়াছি। হে দেব-সদৃশ! আপনি যাগকার্য্যে কুশল; সুতরাং এক্ষণে দেবগণের উদ্দেশে যাগ করুন। তখন সেই অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রবিৎ রাম স্নান করিয়া সংযতচিত্তে সংক্ষেপে যাগ সমাপন-কারণ মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিলেন। তৎকালে সেই অপরিসীম তেজঃসম্পন্ন রামের মনে আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিশ্বদেবগণ উদ্দেশে, বিষ্ণু ও রুদ্রের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া, বাস্তুশান্তির যথাযোগ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে যথাবিধি নদীতে স্নান ও ন্যায়ানুসারে জপ করিয়া, পাপশান্তির নিমিত্ত বিশ্বদেবগণের বিশিষ্টরূপ পূজা করিলেন। পূজা সমাপন হইলে, তিনি আশ্রমের অনুরূপে বলি প্রদান জন্য অষ্টদিগ্‌বর্ত্তী বেদিস্থল বিধান, চৈত্য এবং গণপতির আয়তন ও বিষ্ণুদেবতার আয়তন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিলেন।[৬] পরে রাজীবলোচন রাম উপযুক্ত ফল ও মাংস প্রদান দ্বারা ভূতগণের তৃপ্তি-সাধন-পূর্ব্বক গৃহপ্রবেশে সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে দেবগণ যেমন সুধর্ম্মাসভায় প্রবেশ করেন, তেমতি তাঁহারা সকলে মিলিয়া বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সেই মনোহর কুটীরে বাস করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। পরমরমণীয় চিত্রকূট এবং বিবিধ মৃগ-পক্ষীর আশ্রয় ও সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট মাল্যবতী নদীতীরে বাস করিয়া রাম আহ্লাদিত হইলেন; এমন কি, তাঁহার অযোধ্যা-বিয়োগজন্য দুঃখও দূরীভূত হইল। ২২-৩৫

৪। বাস্তুশান্তি গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, গৃহদেশে বর্ত্তমান ভূত-প্রেতগণের শান্তি কর্ত্তব্য—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে যথা—

"ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুজনক্ষয়ঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং কল্পমেবং বসেন্নরঃ।"

চিরজীবী হইতে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহাদেরই বাস্তুশান্তি করা কর্ত্তব্য।

৫। পশুহিংসার দোষাশঙ্কা নিবারণার্থ শাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে। যজ্ঞের জন্য পশুহিংসা দোষের নহে।

৬। চৈত্য ও আয়তন শব্দে যজ্ঞস্থান বুঝায়, এ স্থলে চৈত্য শব্দে গন্ধর্ব্বাদির কিম্বা গণপতির স্থান, আয়তন শব্দে বিষ্ণুর স্থান বুঝিতে হইবে।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ

এখানে, রাম গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলে, রামগতপ্রাণ গুহ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, সুমন্ত্রের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তিনি স্বপুরে অবস্থান-পূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন, তথায় অতিথিসৎকার লাভ এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত শৃঙ্গবেরপুরস্থ স্বপ্রেরিত চরমুখে অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন।[১] সুমন্ত্র গুহের নিকট বিদায় লইয়া, অশ্ব সকল যোজনা-পূর্ব্বক একান্ত বিষণ্ণ-চিত্তে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন। তিনি অতি অল্প-কালের মধ্যেই সুগন্ধি কানন, সরোবর ও নদী সকল এবং গ্রাম ও নগর-সমূহ দেখিতে দেখিতে সত্বর যাইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যাসময়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যায় সকলেই নিরানন্দ, কোনও দিকে কিছুমাত্র শব্দ নাই। বোধ হয়, সমুদায় নগরী যেন শূন্য, নিরানন্দময় হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত ও অতিমাত্র বিষাদিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অযোধ্যানগরী গজ, অশ্ব, রাজা, প্রজা সকলেরই সহিত বুঝি রাম-শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুমন্ত্র এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতগামী অশ্বগণের সাহায্যে সত্বর নগরদ্বারে সমাগত হইয়া, নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র প্রজাপুঞ্জ 'রাম কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। সুমন্ত্র সকলকেই উত্তর করিলেন, আমি শৃঙ্গবেরপুরে ভাগীরথীতীরে মহাত্মা ও ধার্ম্মিক রামকে অভিবাদন-পূর্ব্বক তথায় রাখিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি। ১-১০

রাম-লক্ষ্মণ গঙ্গাপারে গিয়াছেন বুঝিয়া, লোক সকল বাষ্পপূর্ণ-মুখে 'হায় ধিক্!' এই কথা বলিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 'হা রাম!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহামতি সুমন্ত্র-সারথি যাইতে যাইতে সেই দলে দলে মিলিত লোক সকলের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন,—"আমরা যখন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইলাম। হায়! আমরা দান, যজ্ঞ বা বিবাহসম্বন্ধীয় মহৎ মহৎ কার্য্য সমাধার মধ্যে সেই ধর্ম্মপরায়ণ রামকে আর দেখিতে পাইব না। হায়! প্রজাগণের কিরূপ করা উচিত, কিরূপে তাহাদের প্রিয়কার্য্য হইবে, কিরূপ করিলে তাহারা সুখে থাকিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া সেই মহাত্মা রাম সকলকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেন।" সুমন্ত্র বিপণিমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রামশোকসন্তাপিত বাতায়নস্থা মহিলাদিগের বিবিধ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র রাজপথে মুখ আচ্ছাদন করিয়া, যে স্থানে রাজা দশরথ রহিয়াছেন, সেই গৃহে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন। তিনি শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া, রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া, জনতাপরিপূর্ণ সপ্তদ্বার পার হইলেন। হর্ম্ম্য, প্রাসাদ এবং সপ্ততল গৃহ হইতে স্ত্রীলোকগণ সুমন্ত্রকে রাম বিনা সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ অশ্রুবেগ-পরিপ্লুত আয়ত বিমল নেত্র দ্বারা কি করিব, কি হইবে ভাবিয়া, পরস্পরকে অবনতভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র শুনিতে পাইলেন, রামশোকসন্তপ্তা

১। এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়া সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। গঙ্গাপার হইবার তৃতীয় দিনে ভরদ্বাজাশ্রমে রামের গমন সেই দিনেই জানিয়া সুমন্ত্র অযোধ্যায় গমন করেন। পদ্মপুরাণে আছে, রামের বনগমনের ষষ্ঠ দিনে অর্দ্ধরাত্রে দশরথের মৃত্যু হয়, যথা—

"রামস্য নির্গমাদ্দিনাদ্দিনে ষষ্ঠেঽর্দ্ধরাত্রকে।
হা হা লক্ষ্মণ হা সীতে হা রামেতি মৃতো নৃপঃ॥"

দুই দিনে শৃঙ্গবেরপুরে গমন, উহার দ্বিতীয় দিনে গঙ্গা পার, তদবধি দিনত্রয় সুমন্ত্রের তথায় অবস্থিতি, তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে প্রয়াগ হইতে আগত চার-মুখে রামবৃত্তান্ত জানিয়া সুমন্ত্রের গমন, পথমধ্যে রাত্রি-যাপন, তার পর রামবনগমনের ষষ্ঠ দিনে অপরাহ্ণে সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রবেশ, অর্দ্ধরাত্রে দশরথের মৃত্যু। রামের বননির্গমনের প্রথমরাত্রি তমসাতীরে, দ্বিতীয় রাত্রি শৃঙ্গবেরপুরে ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে, তৃতীয় রাত্রি গঙ্গার দক্ষিণতীরে বনস্পতিমূলে, চতুর্থ রাত্রি ভরদ্বাজাশ্রমে, পঞ্চম রাত্রি যমুনাতীরে, ষষ্ঠ দিনে চিত্রকূটে।

দশরথপত্নীগণ প্রাসাদ হইতে বিলাপধ্বনি করিতেছেন। ১১-২০

তাঁহারা বলিতেছেন,—সুমন্ত্র রামের সহিত নগর হইতে নির্গত হইয়া এক্ষণে রাম বিনা উপস্থিত হওয়াতে, রোদনকারিণী কৌশল্যাদেবীকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন? আমরা বিবেচনা করি, জীবন ধারণ করা যেরূপ সুখসাধ্য নহে, মৃত্যুও সেইরূপ সহজে হয় না। দেখ, প্রিয়তম তনয় রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলেও কৌশল্যা জীবনধারণ করিতেছেন। রাজমহিষীগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত সুমন্ত্র-সারথি শোকাগ্নি দ্বারা দহ্যমান হইয়া রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি একান্ত কাতর-হৃদয়ে অষ্টম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রশোকে নিমগ্ন, অভিভূত ও একান্ত-দীনভাবাপন্ন মহারাজ দশরথকে শুভ্রবর্ণ গৃহে অবস্থিত দর্শন করিলেন। তখন উপবিষ্ট রাজার সম্মুখে যাইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমুদয় অবিকল নিবেদন করিলেন। রাজা নিস্তব্ধভাবে সকলই শুনিলেন। শুনিয়া শোকে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তখন পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তিনি মূর্চ্ছিত ও ভূমিতে পতিত হইলেন। রাজা মূর্চ্ছা গিয়াছেন এবং ভূমে পড়িয়া আছেন দেখিয়া, সমস্ত অন্তঃপুরিকাই দুঃখে অভিভূত হইয়া, বাহু বিস্তার করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৌশল্যা সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া, ভূ-পতিত পতিকে উঠাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, মহাভাগ! এই সুমন্ত্র দুষ্করকর্ম্মকারী রামের দূত-স্বরূপ বনবাস হইতে আপনার নিকট আসিয়াছে। আপনি কি জন্য ইহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? পুত্রকে বনবাসে দিয়া এখন কি জন্য লজ্জিত হইতেছেন? উঠুন, আপনার সত্যপরিপালনরূপ পুণ্য হউক। আপনি শোক করিলে আপনার সহায়স্বরূপ এই পরিজন সকল আপনার শোকে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। হে দেব! যাহাকে ভয় করিয়া সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, সেই কৈকেয়ী ত এখন নিকটে নাই। অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া সারথির সহিত কথাবার্ত্তা বলুন। শোকাতুরা কৌশল্যা বাষ্প-গদ্‌গদবাক্যে মহারাজ দশরথকে এই কথা বলিয়াই ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন এবং তাঁহার পতিকেও তদবস্থ দেখিয়া, অন্যান্য মহিষীগণ সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই রোদনশব্দে তত্রত্য বৃদ্ধ ও যুবা পুরুষ এবং অপরাপর মহিলাগণ রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই অন্তঃপুর রোদনশব্দে পুনর্ব্বার ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ২১-৩৪

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ

অনন্তর মোহ বিগত হইয়া রাজা আশ্বস্ত ও সংজ্ঞালাভ করিলে, তিনি রামের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সারথিকে আহ্বান করিলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দুঃখ-শোক-সমন্বিত, রামের নিমিত্ত অনুশোচনা-পরায়ণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহারাজ যার-পর-নাই সন্তপ্ত হইয়া, নূতন ধৃত হস্তীর ন্যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মনও অসুস্থ কুঞ্জরের ন্যায় চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। সুমন্ত্রের দেহ ধূলায় আচ্ছন্ন, মুখ অশ্রুসলিলে পূর্ণ এবং আকার যার-পর-নাই ব্যাকুলভাবাপন্ন। রাজা অতিশয় কাতর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! সেই নিতান্ত সুখোচিত ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় থাকিবেন এবং ভোজনই বা কি করিবেন? হে সূত! রাম দুঃখের মুখ কখন দেখেন নাই; কিন্তু এখন তেমনি দুঃখে পড়িলেন। তথায় শয়নোচিত শয্যা নাই, অতএব রাজার পুত্র হইয়া কিরূপে অনাথের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিবেন? যিনি গমন করিলে পদাতি, রথ ও হস্তী সকল সঙ্গে সঙ্গে

ধাবমান হয়, সেই রাম আমার কিরূপে বিজন বনে বাস করিবেন ? অজগর ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এবং কৃষ্ণসর্প সকল বনমধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ ও অবস্থান করে। সুকুমার রাম-লক্ষ্মণ সীতার সহিত কিরূপে তথায় বাস করিবেন ? হে সুমন্ত্র ! তাঁহারা রাজার পুত্র হইয়া, তপস্বিনী সুকুমারী জানকীর সহিত কিরূপেই বা রথ হইতে নামিয়া, পদব্রজে গমন করিলেন ? হে সূত ! তুমিই সফলমনোরথ ; কেন না, তুমি সেই রাম-লক্ষ্মণকে মন্দরপ্রবেশকারী অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় বনমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ। হে সুমন্ত্র ! বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিলেন এবং জানকীই বা কি বলিলেন ? হে সূত ! তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নব্যাপার আমাব নিকট কীর্ত্তন কর। সাধুসমাগম দ্বারা যযাতির ন্যায়[১] আমি তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিব। ১-১২

রাজা কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া, সুমন্ত্র বাষ্পগদ্‌গদ স্খলিত বাক্যে নিবেদন করিলেন,—মহারাজ ! ধর্ম্মপালক রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণাম করিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন,—হে সূত ! তুমি আমার নাম উল্লেখ করিয়া অগ্রে বন্দনীয়-চরণ বিদিতাত্মা পিতৃদেবের চরণ-যুগলে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিবে। হে সুমন্ত্র ! তুমি আমার কথামতে সমুদায় অন্তঃপুর-বাসীকেই সবিশেষভাবে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিবে, আমি স্বচ্ছন্দশরীরে বাস করিতেছি। জননী কৌশল্যাকে আমার কুশল ও প্রণাম এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অপ্রমাদ নিবেদন করিয়া বলিবে,—দেবি ! আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক যথাকালে অগ্নিগৃহ-দর্শনাদি করিবেন ; দেববৎ রাজার পদসেবা করিবেন এবং মান[২] অভিমান ত্যাগ করিয়া, সপত্নীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন। রাজা কৈকেয়ীরই অনুগত ; অতএব আপনি কৈকেয়ীকে মান্য করিবেন। আর রাজধর্ম্ম স্মরণ-পূর্ব্বক কুমার ভরতের প্রতি রাজবৎ ব্যবহার করিবেন ; কেন না, জ্যেষ্ঠ না হইলেও রাজা হইতে পারে এবং রাজারা সর্ব্বতোভাবেই পূজনীয়। হে সুমন্ত্র ! তুমি ভরতকে আমার কথানুসারে কুশল জানাইয়া বলিবে, তুমি সকল জননীর প্রতিই ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম না করিয়া ব্যবহার করিবে। তুমি মহাবাহু ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন ভরতকে বলিবে, তুমি এখন যুবরাজ হইয়াছ। অতএব রাজপদে অধিষ্ঠিত মহারাজকে বিশিষ্টরূপে সাহায্যাদি করিও। রাজা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন ; অতএব তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিও না ; তাঁহারই আজ্ঞানুসারে যৌবরাজ্যে সন্তুষ্ট থাকিবে। তিনি আমাকে পুনরায় অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ভরতকে বলিতে বলিলেন, তুমি আজ জননীর ন্যায় সেই পুত্রবৎসলা জননী কৌশল্যার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিও। মহাবাহু, মহাযশা, পদ্মপলাশলোচন রাম আমাকে এই কথা বলিতে বলিতেই অবিরলধারে নেত্রজল বর্ষণ[৩] করিতে লাগিলেন। ১৩-২৫

তখন লক্ষ্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, কোন্ অপরাধে এই রাজপুত্র রাম নির্ব্বাসিত হইলেন ? রাজা কৈকেয়ীর ক্ষুদ্রাদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনা না করিয়া অকার্য্যই করিয়াছেন, যাহার জন্য আমরা আজ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি। কৈকেয়ীর লোভ বশতই হউক, আর বরদানের অনুরোধেই হউক,

---

১। যযাতির পুণ্যক্ষয় হইলে যখন তিনি নিজ পতন অবশ্যম্ভাবী জানিতে পারিলেন, তখন ইন্দ্রের নিকট 'আমাকে সাধুগণের মধ্যে পাতিত করুন' এই প্রার্থনা করিয়া সাধুসঙ্গবলে পুনরায় স্বর্গে গিয়াছিলেন। আমিও পুণ্যহীন হইয়াছি, নতুবা রামের ন্যায় পুত্র-সঙ্গবঞ্চিত হইব কেন ? এক্ষণে সাধুসমাগম তুল্য পুত্রবৃত্তান্ত শ্রবণে জীবন ধারণ করিতে পারিব, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

২। অভিমান—প্রধান মহিষীত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন অহঙ্কার, মান—সৎকুলজাতত্বাভিমান। অথবা, অপর ব্যক্তি অপেক্ষায় আমি বড়, এইরূপ চিত্তবিকার।

৩। ইহার অবক্তব্য বাক্য বলা অনুচিত বোধে রাম কেবল অশ্রুজলই পরিত্যাগ করিলেন, কিছু বলিলেন না। পরে সীতাপহরণের পর সেই সকল কথা বলিয়াছিলেন, কারণ, সুপ্ত, প্রমত্ত ও কুপিত ব্যক্তির বাক্য দ্বারা ভাবপরিজ্ঞান হইয়া থাকে।

যেরূপেই হউক, রামকে বনে দেওয়া অতিমাত্র অন্যায় হইয়াছে।[৪] ঈশ্বর প্রেরণায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বরেচ্ছাজ্ঞানুসারেই যদি ইহা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও রামের নির্ব্বাসনের কোন কারণ দেখিতে পাই না।[৫] অতএব কেবল বুদ্ধিলাঘব হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না ভাবিয়া যে রামকে বনে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই কষ্ট পাইতে হইবে। আমি ত মহারাজে আর পিতৃত্ব দেখিতে পাই না; এখন রামই আমার ভর্ত্তা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পিতা।[৬] সর্ব্বপ্রজ্ঞাভিরাম ধার্ম্মিক রামচন্দ্র সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠায়ী হইয়া, সর্ব্বলোকপ্রিয় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিবাসিত করিয়া, সর্ব্বলোকবিরোধী হইয়া, রাজা কি প্রকারে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, অথবা কিরূপে লোকরঞ্জনে সমর্থ হইবেন? মহারাজ! ভূতের আবেশে মন বিহ্বল হইলে লোকে যেমন সকলই ভুলিয়া যায়, তপস্বিনী জানকীও সেই ভাবে বসিয়া থাকিয়া কেবল নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যশস্বিনী রাজপুত্রী পূর্ব্বে কখন এরূপ বিপদ্ দেখেন নাই। এক্ষণে এই দুঃখ দেখিয়া তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন; আমাকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর আমাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, নিতান্ত শুষ্কমুখে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার সহসা কান্দিয়া উঠিলেন। রাজন্! রাম সেইরূপ অশ্রুপূর্ণ-মুখে কৃতাঞ্জলি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বাহু দ্বারা গৃহীত হইয়া অবস্থিত হওত, যতক্ষণ আমার সহিত কথোপকথন করিলেন, নিরপরাধা সীতাদেবীও ততক্ষণ সেইভাবে রোদন করত আপনার রথের ও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ২৬-৩৭

একোনষষ্টিতম সর্গ

মহারাজ! আমি তথা হইতে ফিরিলাম বটে, কিন্তু রাম বনে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া আমার অধীন অশ্ব সকল পথিমধ্যে আসিয়া, উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল; কোনমতেই আর রথ বহন করিতে চাহিল না। যাহা হউক, আমি রাম লক্ষ্মণ উভয়েরই নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাদের বিয়োগদুঃখ কোনমতে সংবরণ করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলাম। রাম আমাকে গুহ-প্রেরিত লোকমুখে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইতে পারেন, এই আশায় আমি গুহের সহিত তাঁহারই আবাসে অবস্থিতি করিলাম।[১] তথা হইতে এই আসিতেছি। আসিতে আসিতে দেখিলাম, আপনার রাজ্যে বৃক্ষসকলও রামের এই বিপত্তি দর্শনে পুষ্প, অঙ্কুর ও কোরকের সহিত নিতান্ত কৃশ ও একান্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে; তাহাদের আর সে শোভা বা সৌকুমার্য্য নাই। নদী, পল্বল ও সরোবর সকলেরও জল শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। বন ও উপবন সকলেরও পত্র সকল নিতান্ত শুষ্কভাবাপন্ন হইয়াছে। প্রাণী সকলের গতিশক্তি রহিত হইয়াছে, তাহারা আর আহারাদি আহরণ জন্য কোন দিকেই গমন করিতেছে না। হিংস্র জন্তু সকলেরও ঐ

৪। ইহা ভিন্ন অন্য বর গ্রহণ কর, এ কথা তিনি বলিতে পারিতেন এবং স্ত্রীকে শিক্ষা প্রদানের অধিকার পতির সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বদাই থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্রকে বঞ্চিত ও নির্ব্বাসিত করা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিতও নহে।

৫। অতএব কেবল নিজবুদ্ধির দৌর্ব্বল্য নিবন্ধনই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, উচিতানুচিত না বুঝিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। অহেতুক পুত্রপরিত্যাগ উপপাতকমধ্যে গণ্য আছে।

৬। "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"
এই শাস্ত্রবাক্য মনে করিয়াই লক্ষ্মণের এই উক্তি। "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃসমঃ" ইহাও শাস্ত্রে আছে।

১। গঙ্গাপার হইবার দিন হইতে তিন দিনকে বহু দিন বলা হইয়াছে, যদিও ভরদ্বাজাশ্রম হইতে তৃতীয় দিনেই চর প্রত্যাগত হয় এবং সেই দিনই সুমন্ত্রের প্রস্থান, তাহা হইলেও তৃতীয় দিনের অল্পাবশিষ্ট থাকিতেই তাহাকেও উহার মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। গোবিন্দরাজ-কৃত অর্থে পদ্মপুরাণ সহ বিরোধ হয়। তিনি বলেন, বৃক্ষমূলে এক দিন, ভরদ্বাজাশ্রমে দ্বিতীয় দিন, যমুনাতীরে তৃতীয় দিন, চতুর্থে চিত্রকূট-প্রবেশ, পঞ্চম দিনে গুহপ্রেরিত চরের আগমন, ষষ্ঠ দিনে সুমন্ত্রের নির্গম, এই মতে রামবনবাসের ৯ম বা ১০ম দিনে দশরথের মৃত্যু হয়।

প্রকার অবস্থা হইয়াছে। এইরূপে প্রাণিমাত্রেই রামশোকে অভিভূত হওয়াতে সমুদায় অরণ্য একেবারেই নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। নদী সকলের জল কলুষিত ও তন্মধ্যস্থ পদ্মের পত্র সকলও সঙ্কুচিত হইয়াছে। সরোবর সকলেও পদ্ম সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জলচর পক্ষী ও মৎস্য সকল আর তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কি জলজ, কি স্থলজ, কোন পুষ্পের বা কোন মাল্যেরই আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা বা সুগন্ধি নাই। ফল সকলও ঐ প্রকারের হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! উদ্যান-মাত্রই শূন্য ও পক্ষিহীন এবং উপবনমাত্রই অপ্রীতিকর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে দেখিতেছি। অযোধ্যায় প্রবেশকালে কেহই আমায় সম্ভাষণও করিল না। সকলেই রামকে না দেখিয়া বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। হে দেব! রাজপথে যে সকল লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা রাজপথে রামকে দেখিতে না পাইয়া, শোকভরে রোদন করিয়া চলিয়া গেল। রাম-দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা, নিয়ত হাহাকারশব্দকারিণী কামিনীরা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্ততল গৃহ সকলের উপর হইতে রামশূন্য রথ আসিতে দেখিয়া, হাহাকার করত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের বিশাল বিমল নেত্র সকল অশ্রুবেগে ভাসমান হইল। তাহারা যে নিতান্ত কাতর হইয়াছে, ইহাতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। এইরূপে ব্যক্তিমাত্রেই একান্ত ব্যাকুল হওয়াতে, কে শত্রু, কে মিত্র, কেই বা উদাসীন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ, অযোধ্যার মনুষ্যমাত্রই হর্ষশূন্য, আনন্দশূন্য ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন। তাহারা সকলেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। হস্তী ও অশ্ব সকলও যার-পর-নাই কাতর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে রামকে বনে দেওয়াতে সমুদায় অযোধ্যাই অতিমাত্র অভিভূত হইয়াছে। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, কৌশল্যার ন্যায় অযোধ্যারও যেন পুত্রবিয়োগ হইয়াছে। ১-১৬

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া বাষ্পগদ্‌গদ পরম দীনবচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—আমি পাপদেশজাতা ও পাপাভিপ্রায়া কৈকেয়ী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করি নাই।[২] সামান্য স্ত্রীর মোহে পড়িয়া আমি না বন্ধু, না মন্ত্রী, না বেদজ্ঞ, কাহারই সহিত মন্ত্রণা করিলাম না, সহসাই এই দুষ্কর অনুষ্ঠান করিলাম। হে সূত! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, একমাত্র ভবিতব্যতা বশতই ইক্ষ্বাকুবংশের উচ্ছেদ জন্য যদৃচ্ছাক্রমে এই দারুণ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, সুমন্ত্র! আমি যদি তোমার কখন কিছু উপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া যাও। আমার প্রাণ সকল দেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখ হইতেছে। যদি অদ্যাপি আমার আজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে রামকে ফিরাইয়া লইয়া আইস।[৩] রাম বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না অথবা মহাবাহু রাম যদি দূরে গিয়া থাকেন, আর তাঁহাকে ফিরাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্র রথে লইয়া যাইয়া, রামের সহিত দেখা করাইয়া দাও। আহা! কুন্দকোরকের ন্যায় সুচারুদশন, মহাধনুর্দ্ধর, নয়নানন্দদায়ক সেই রাম আমার কোথায়? যদি দেহে প্রাণ থাকে, তাহা হইলে সীতার সহিত প্রাণাধিককে আবার দেখিতে পাইব। ইহা অপেক্ষা আর অধিক

২। রাজা দশরথ সুমন্ত্রের অতি তীব্র মন্তব্যপূর্ণ বাক্য হইতে নিজের কৃত কার্য্য অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিজের অন্যায় স্বীকার-পূর্ব্বক এই উত্তর দিতেছেন।

৩। ভরতকে রাজ্য অর্পণ করায় নিজের আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে কি না বুঝিতে না পারিয়া দশরথ এই কথা বলিয়াছেন, অথবা দশরথের অভিপ্রায় যে, এখনও আমারই আদেশমত কার্য্য হইবে, যে পর্য্যন্ত ভরত না আসিবে।

দুঃখের বিষয় কি আছে যে, আমি এই প্রকার আসন্ন-সময়েও ইক্ষ্বাকুকুল-নন্দন রামকে নিকটে দেখিতে পাইলাম না। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা নিরপরাধা জানকি! আমি যে অনাথের ন্যায় অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিতেছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না। ১৭-২৬

অনন্তর রাজা দশরথ দুঃখে হতচেতন ও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, কৌশল্যাকে কহিলেন,—হে দেবি! শোকসাগরের রামশোক মহাস্রোত, সীতাবিরহ অন্তঃসীমা, দীর্ঘনিশ্বাস তরঙ্গময় আবর্ত্ত, নয়নবারি জল, হস্ত মৎস্য, রোদন গর্জ্জন, কেশ শৈবাল, কৈকেয়ী বাড়বানল, কুব্জাবাক্য মকর-কুম্ভীর এবং যাহা হইতে রাম বিবাসিত হইয়াছেন, সেই নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর বর তীরভূমি হইয়াছে, রাম ব্যতিরেকে আমি এই শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ইহজীবনে কোন কালেই আর তাহার পার পাইব না। আমি যে আজি প্রাণাধিক রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে অভিলাষ করিয়াও পাইতেছি না, ইহা আমার মহাপাতকের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পরম যশস্বী মহারাজ দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পতিত হইলেন। রামের জন্য অতিমাত্র করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, মহিষী কৌশল্যা তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া, স্বামীর বিয়োগদুঃখ আশঙ্কায় পুনরায় দ্বিগুণ ভয় প্রাপ্ত হইলেন। ২৭-৩৩

ষষ্টিতম সর্গ

তখন কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিতা, ভূপতিতা ও গতপ্রাণার ন্যায় হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন,—যেখানে সীতা এবং যেখানে লক্ষ্মণ, তুমি আমায় সেইখানে লইয়া যাও। আমি তাঁহাদিগের বিহনে ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারিব না। তুমি শীঘ্রই রথ ফিরাও এবং আমাকে দণ্ডকবনে লইয়া যাও। যদি তাঁহাদের সঙ্গী হইতে না পাই, তাহা হইলে যমালয়ে গমন করিব। তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে, বাষ্পবেগাচ্ছন্ন স্খলিত বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—দেবি! আপনি শোক, মোহ ও দুঃখাবেগ ত্যাগ করুন; রাম এই সকল দুঃখ-সন্তাপ দূরীভূত করিয়া মনের সুখেই বনে বাস করিবেন। আর, লক্ষ্মণ অতি ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি রামের পদসেবা করিয়া, পরকালের কার্য্য করিয়া লইতেছেন। রামগতপ্রাণা সীতাও গৃহের ন্যায় নির্ভয়ে বিজন বনে আনন্দলাভ করিতেছেন। আমি তাঁহার কোন অংশেই কিছুমাত্র দৈন্য দেখি নাই; অতএব আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সীতা অনায়াসেই প্রবাসে থাকিবার উপযুক্ত। তিনি পূর্ব্বে এই নগরের উপবনে গমন করিয়া যেমন বিহার করিতেন, নির্জ্জন অরণ্য সকলেও তেমনি বিহার করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা, বিজনবনবাসিনী হইলেও বালিকার ন্যায় কোন দুঃখই অনুভব না করিয়া, নিশ্চিন্তচিত্তে রামরূপ উপবনে পরম সুখে বিচরণ করিতেছেন। তিনি রামগতপ্রাণা ও রামগত-মনা। রাম-বিরহে অযোধ্যা নিশ্চয়ই তাঁহার অরণ্য হইত। ১-১১

সুতরাং গ্রাম, নগর এবং নদী সকলের গতি এবং নানাবিধ বৃক্ষ, যাহা কিছু দেখেন, তিনি তাহারই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন; এবং রাম বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহা জানিয়া থাকেন। তিনি যেন অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবহিত বিহারকাননে রহিয়াছেন। সীতাসংক্রান্ত এই সকল ঘটনাই আমার স্মরণ হইতেছে। তিনি দুঃখাবেগবশে কৈকেয়ী সম্বন্ধে হঠাৎ কোন কথা বলিতেছেন কি না, তাহা আমার মনে হইতেছে না। সুমন্ত্র প্রমাদবশতঃ সমুপস্থিত কৈকেয়ীবাক্য উপসংহার করিয়া,

কৌশল্যাকে প্রীতিজনক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—[1] পথশ্রম, বায়ুবেগ, ব্যস্ততা, অথবা আতপতাপ, কিছুতেই জানকীর সেই চন্দ্রকিরণ-শোভাময়ী বিমল প্রভা ম্লান হয় নাই। অথবা, তাঁহার সেই পদ্মসদৃশ ও পূর্ণচন্দ্র-প্রতিভ সুকুমার বদনমণ্ডলও মলিন হইয়া যায় নাই। তাঁহার চরণ-যুগল স্বভাবতঃ অলক্তক-রসের ন্যায় রক্তবর্ণ; সুতরাং অলক্তক-বিহীন হইয়াও অদ্যাপি উহাদের পদ্মকেশরের সদৃশ সুকুমার প্রভার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তিনি রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ আজিও অলঙ্কার ত্যাগ করেন নাই। তিনি পদবিন্যস্ত নূপুর-রবে হংসাদির ধ্বনি ঘৃণিত করিয়া, বিলাসভরে গমন করিয়া থাকেন। তিনি রামের বাহুবল আশ্রয় করিয়া, বনমধ্যে গজ বা সিংহ অথবা ব্যাঘ্র দেখিয়াও কোন অংশেই কিছুমাত্র শঙ্কা করেন নাই। অতএব, আপনি তাঁহাদের জন্য, নিজের জন্য ও রাজা দশরথের জন্য শোক করিবেন না। বলিতে কি, রামের এই অদ্ভুত চরিত চিরকালই লোকে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা এখন বনবাসী ও বন্য ফলমূলাশী তপস্বী হইয়াছেন; সুতরাং একেবারেই শোক ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত প্রফুল্লচিত্তে পিতার পবিত্র আজ্ঞা পালন করিতেছেন! কৌশল্যা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; সুমন্ত্র ঐরূপে যুক্তিযুক্ত বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেও তিনি শান্ত না হইয়া, হা প্রিয় পুত্র! হা রঘুনন্দন! বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ১২-২৩

একষষ্টিতম সর্গ

গুণাভিরাম ধর্ম্মরত রামচন্দ্র বনগত হইলে কৌশল্যা ব্যাকুল-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে স্বামী দশরথকে কহিলেন,—দয়ালু, দানশীল ও প্রিয়বাদী বলিয়া, ত্রিলোকেই আপনার বিপুল যশ বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ আপনি নরবরশ্রেষ্ঠ, তবে আপনি কিরূপে, কোন্ প্রাণে বধূমাতা সীতার সহিত দুই পুত্রকে বনবাসী করিলেন? আহা! রাম-লক্ষ্মণ পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন; কখন ক্লেশের লেশমাত্র জানেন না; না জানি, কি করিয়া এই ক্লেশ সহ্য করিবেন! সীতার এই তরুণ বয়স; বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বদাই সুখভোগ করিবার যোগ্য পাত্রী। সেই কোমলাঙ্গী জনকনন্দিনী জানকীও না জানি কিরূপে শীতাতপ সহ্য করিবেন! আহা! আয়তলোচনা জানকী সর্ব্বদাই সুন্দর, রসনাতৃপ্তিকর ব্যঞ্জন সহিত উপাদেয় অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন তিনি কিরূপে অরণ্যের নীবার-ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন? আহা! সেই কল্যাণী নিয়ত মনোহর গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়াছেন; এখন তিনি কিরূপে মাংসাশী সিংহ প্রভৃতি হিংস্রক পশুগণের দারুণ কঠোর শব্দ শ্রবণ করিবেন? আহা! এখন সেই মহাবল মহেন্দ্রধ্বজ তুল্য রাম সুবিশাল ভুজ উপধান করিয়া, কোথায় শয়ন করিতেছেন? না জানি, আবার আমি কত দিনে রামের সেই পদ্মসদৃশ-আয়ত-লোচন, পদ্ম-সদৃশ-মনোহর-বর্ণ এবং পদ্ম-সদৃশ সুগন্ধি নিশ্বাস-যুক্ত, সুকোমল কেশগুচ্ছ-বিরাজিত, পরম সুকুমার মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসম, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কেন না, রামকে না দেখিয়া, এখনও উহা সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না। মহারাজ! আপনি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ

১। অযোধ্যা হইতে নির্গমনকালীন কৈকেয়ীর প্রতি সীতার পরুষ বাক্য কৌশল্যার প্রীতিপ্রদ হইবে মনে করিয়া সুমন্ত্র বলিতে আরম্ভ করেন, পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এই বাক্যে বৃদ্ধ রাজা ও বৃদ্ধা রাণীর প্রাণহানি ঘটিতে পারে; সুতরাং উহা বলা অনুচিত। তাই বাক্যের মধ্যস্থলে উহা গোপন করিয়া অন্যভাবে বলিয়াছিলেন, কবি এই সীতার পরুষ উক্তি পরে প্রকাশ করিয়াছেন, সুমন্ত্র বিদায়কালীন তাঁহার ভূতাবিষ্টার মত ভাব এবং রামমুখনিরীক্ষণ করিয়া কোন কথা না বলা, এইরূপ বর্ণনা আছে। যুদ্ধকাণ্ডে স্পষ্টই আছে—

"সকামা ভব কৈকেয়ী নিহতঃ কুলনন্দনঃ"

কৈকেয়ীর গূঢ়াভিপ্রায়, অরণ্যে হিংস্রজন্তু দ্বারা রাম নিহত হইলে ভরতের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে, সেই ভাবই অবলম্বন করিয়া সীতার ঐ উক্তি—

"কচ্চিৎ সকামা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি।
যা ন ত্যক্ষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী।" ইত্যাদি

না করিয়া, সহসা কি শোচনীয় অনুষ্ঠান করিলেন! আমার রাম-লক্ষ্মণ সর্ব্বপ্রকারেই সুখভাগী হইয়াও, কৈকেয়ীর তাড়নায় নিতান্ত অনাথ অবস্থায় বনে বনে ধাবমান হইতেছেন। ১-১০

যদিও রাম পঞ্চদশ বর্ষে আবার দেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভরত যে তাঁহাকে রাজ্য ও ধনাগার ছাড়িয়া দিবে, এরূপ বোধ হয় না। দিলেও রাম তাহা গ্রহণ করিবেন না। শ্রাদ্ধকালে কোন কোন ব্যক্তি অগ্রে আত্মীয়-স্বজনকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া, পশ্চাৎ দ্বিজোত্তমগণকে ভোজন করাইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু সে স্থলে গুণবান্ বিদ্বান্ ও দেবতুল্য ব্রাহ্মণেরা সুধা ভক্ষণেও ইচ্ছা করেন না। বৃষ সকল যেমন আপনাদের শৃঙ্গচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্নও ভক্ষণ করিতে সম্মত হন না। মহারাজ! গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠের ভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে কি জন্যই বা অঙ্গীকার করিবেন? ব্যাঘ্র কখন পরভুক্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে না; পুরুষ-ব্যাঘ্র রাম ভরতভুক্ত রাজ্য গ্রহণে কখনই অভিলাষ করিবেন না। আজ্য, হবি, পুরোডাশ, কুশ ও খদিরকাষ্ঠের যূপ, এই সকল একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে কখনই ব্যবহৃত হয় না।[১] রাম হৃতসার সুরা, অথবা যে সোমযজ্ঞে সোমরস পান করা হইয়াছে, তাহারই ন্যায় ভরতের ভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে কোনক্রমেই সম্মত হইবেন না। বলবান্ ব্যাঘ্র যেমন অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহার লাঙ্গুল-স্পর্শ সহ্য করে না, রামও তেমনি এইরূপ অসৎকার কোন অংশেই সহ্য করিবেন না। তিনি স্বয়ং অতিমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ; লোকদিগকেও ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন; সুতরাং যদিও সুরাসুর সহিত সমুদায় লোক যুদ্ধে তাঁহার ভয় করিয়া থাকে, তথাপি তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া, কখনই অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। তিনি মহাবীর্য্য ও মহাবাহু; যুগান্তকালীন ভগবান্ ঈশ্বর যেমন ভূত সকল দগ্ধ ও সাগর সকল শুষ্ক করেন, তিনিও তেমনি সুবর্ণময় সায়কসমূহে অনায়াসেই ঐরূপ করিতে সমর্থ হয়েন। অহো! মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করে, কৃষ্ণলোচন সিংহের ন্যায় বলশালী ও সকল লোকের শ্রেষ্ঠতর হইয়াও, রাম নিজের পিতা কর্ত্তৃক নষ্ট হইলেন। সনাতন ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদে দৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের আচরিত ধর্ম্মে আপনার বিশ্বাস নাই। সেই জন্যই আপনি পরম-ধার্ম্মিক পুত্রকেও বিবাসিত করিলেন। ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র এবং তৃতীয় গতি পিতৃবর্গ; তাহার আর চতুর্থী গতি নাই। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, আপনি আমার প্রথম গতি হইলেও আমার নহেন; তাহাতে আবার আমার দ্বিতীয় গতি পুত্র রামকেও বনে দিলেন। আমি বিধবা নহি যে, রামের জন্য বনে যাইতে ইচ্ছা করিব; অতএব আপনি আমার সকল দিকই নষ্ট করিলেন। এইরূপে আপনি রাজ্য সহিত নগর নষ্ট করিলেন, সমুদায় মন্ত্রীর সহিত প্রজাদিগকে বিনষ্ট করিলেন, পুত্রের সহিত আমাকে বিনষ্ট করিলেন এবং সমুদায় নগরবাসীকেও নষ্ট করিলেন। কেবল আপনার ভার্য্যা ও পুত্র, কৈকেয়ী ও ভরত এখন পরম আহ্লাদে রহিবে। কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত হইয়া, হা রাম! বলিয়া অচেতন হইলেন। রামকে উদ্দেশ করত মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পরে চেতনা লাভ করিয়া শোক-সাগরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বকৃত সেই দুষ্কৃত স্মৃতিপথে জাগরিত রহিল। ১১-২৭

১। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, "মন্ত্রাঃ কৃষ্ণাজিনং দর্ভাঃ" ইহারা যাত-যাম হয় না, তথাপি উহার অর্থ ঐ সকল বীর্যহীন নিবন্ধন যাতযাম হয় না, পরন্তু এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়া অন্যত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না।

"ব্রহ্ম যজ্ঞেষু যে দর্ভা বিন্নিযুক্তা ন তেঽযুতঃ"

এই বিনিযুক্তের বিনিয়োগ নিষেধ দ্বারা ইহাই বুঝায়।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

শোকাবেগে ক্রুদ্ধা রামজননী কৌশল্যার এইরূপ দারুণ কথা শুনিয়া, রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে মোহ উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। সংজ্ঞালাভ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করত কৌশল্যাকে পার্শ্বে দেখিয়া, পুনরায় চিন্তাযুক্ত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তিনি, পূর্ব্বে অজ্ঞান বশতঃ শব্দবেধী বাণে ঋষিকুমারের প্রাণবধরূপ যে অকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িয়া গেল। সেই শোক ও রাম-শোক, উভয় শোকে তিনি ব্যাকুলচিত্ত ও অভিতাপিত হইতে লাগিলেন। তিনি উভয়শোকে দহ্যমান ও দুঃখিত হইয়া, কৌশল্যাদেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমি এই অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পরের প্রতিও তুমি সর্ব্বদা দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাক। গুণবান্ বা গুণহীন হউন, স্বামীই ধর্ম্মজ্ঞা রমণীগণের প্রত্যক্ষ দেবতা। তুমিও সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর হইয়া আছ এবং কোন্ বিষয়ই বা হেয়, আর কোন্ বিষয়ই বা উপাদেয়, তাহাতেও তোমার দৃষ্টি আছে; অতএব দুঃখে পড়িয়া আমাকে এই দারুণ পুত্রশোকের উপর এইরূপ অপ্রিয় বাক্য বলা বিধেয় নয়। দীনভাবাপন্ন রাজা দশরথের এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া, পয়োনালী যেমন বর্ষা-জল মোচন করে, কৌশল্যা তেমনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১-১০

তিনি রোদন করিতে করিতে সম্ভ্রম সহকারে স্বামীর ঐ অঞ্জলিপুট আপনার মস্তকে রাখিয়া, ভীত ও সত্বর বচনে, পরম সমাদর সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! আমি ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া আপনার চরণ স্পর্শ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই আমি নষ্ট হইলাম; কেন না, আপনার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিধেয় নহে। স্বামী উভয় লোকেই পরম গৌরবের বস্তু। তিনি যে স্ত্রীকে এইরূপে অনুনয় করেন, সে রমণী কখনই কুলস্ত্রী নহে। হে ধর্ম্মবিদ্! আমি ধর্ম্ম জানি এবং আপনি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি। নিদারুণ পুত্রশোকে বিহ্বল হওয়াতেই আমার মুখ হইতে ঐরূপ অনুচিত কথা বাহির হইয়াছে। দেখুন, শোকে ধৈর্য্যনাশ হয়, শোকে জ্ঞাননাশ হয়; অধিক কি, শোকেই সর্ব্বনাশ হয়। শোকের সমান আততায়ী নাই। শত্রুর হস্তেও প্রহার সহ্য করা যায়; কিন্তু অল্পমাত্র শোকও সহ্য করা যায় না। পুত্রশোকের কথা আর কি বলিব? গণনায় রাম আজ পাঁচ রাত্রি বনে গিয়াছেন; কিন্তু আমার এই পাঁচ রাত্রি পাঁচ বৎসরের সমান হইয়াছে। রামের শোকে আমার আর কিছুতেই আহ্লাদের লেশমাত্র নাই।[১] এই কয় রাত্রি রামের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া আছি। যেরূপ নদীবেগ দ্বারা সমুদ্র-সলিল বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রাম-চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বর্দ্ধিত হইতেছে। কৌশল্যা এইরূপ শুভ কথা বলিতে লাগিলে, ক্রমে সূর্য্য-কিরণ ক্ষয় ও রাত্রি উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ তাঁহার কথা শুনিয়া, যুগপৎ হর্ষশোক-সমন্বিত হইয়া নিদ্রা:লাভ করিলেন। ১১-২০

১। প্রথম রাত্রি তমসাতীরে, দ্বিতীয় শৃঙ্গবেরপুরে, তৃতীয় বৃক্ষ-মূলে, চতুর্থ ভরদ্বাজাশ্রমে, পঞ্চম যমুনাতীরে, ষষ্ঠ রাত্রিতে চিত্রকূটে রামের বাস, সেই দিনই দশরথের দেহত্যাগ, সেই দিন অপরাহ্নে সুমন্ত্রের আগমন ও এই সকল কথা। কৌশল্যা যে পাঁচ রাত্রির কথা বলিয়াছেন, উহা অতীত পাঁচ রাত্রিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে। কতক টীকায় সুমন্ত্রের আগমন দিনে সপ্তরাত্রের কথা আছে, উহা ঠিক নহে, তাহা হইলে পদ্মপুরাণের সহিত বিরোধ হয়। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, গঙ্গা পার হইবার পর হইতে বনবাস গণনা করিলে কোন দোষ হয় না। রথ পরিত্যাগের পরই প্রকৃতপ্রস্তাবে রামের বনবাস বুঝিতে হইবে। উহাতে গুহের নিকট তিন দিন থাকিবার পর চতুর্থ দিনে গুহপ্রেরিত চরের মুখে চিত্রকূটে রামের গমন শুনিয়া সুমন্ত্রের আগমন। এই সকল বিষয় পূর্ব্বে একবার দেখান হইয়াছে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর শোকে নষ্টজ্ঞান রাজা দশরথ সংজ্ঞালাভ করিলেন, তখন পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাহু-সম্বন্ধীয় অন্ধকার যেমন সূর্য্যকে আবরণ করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসন জন্য শোকরূপ উপসর্গ ইন্দ্রতুল্য মহারাজ দশরথকে আবৃত করিয়াছিল। রাম ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণ হওয়াতে তিনি অসিতাপাঙ্গী[১] কৌশল্যাকে সেই বৃত্তান্ত বলিতে অভিলাষী হইলেন। রাম বিবাসিত হইলে ষষ্ঠ দিবসে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে তিনি ঐ পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম ক্রমশঃ স্মরণ করিয়াছিলেন। পুত্রশোকার্ত্ত সেই রাজা আপনার দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে কহিলেন,—অয়ি কল্যাণি! ভাল বা মন্দ যাহা কিছু করা যায়, কর্ত্তাকে আপনার সেই কর্ম্ম জন্য শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়।[২] ভদ্রে! তন্মধ্যে যে ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে সেই কর্ম্মের লাঘব-গৌরব কিংবা ভাল-মন্দ বিচার না করে, তাহাকেই বালক বলে। যে ব্যক্তি পুষ্প দেখিয়া ফললোভী হইয়া আম্রবৃক্ষ ছেদন-পূর্ব্বক পলাশমূলে জলসেক করে, ফলের সময় তাহাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফলের অনুসন্ধান না লইয়া শুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেও ফলের সময় পলাশ-সেচকের ন্যায় শোক করিতে হয়। রামকে ত্যাগ করাতে আমারও আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ-বৃক্ষে জলসেচন করা হইয়াছে; অতএব এখন শোকভোগ করিতে হইতেছে। ১-১০

হে কৌশল্যে! পূর্ব্বে শব্দবেধী বলিয়া বিখ্যাত-কীর্ত্তি আমি ধনুর্দ্ধারণ করিয়া এই (মুনিবালকবধরূপ) যে পাপ করিয়াছিলাম, হে দেবি! সেই পাপেই আমার এই দুঃখ ঘটিল। আমি নিজেই এই দুঃখের হেতু। বালক যেমন অজ্ঞানপ্রযুক্ত বিষ ভক্ষণ করে, সেইরূপ আমিও না জানিয়া এই পাপে বিনষ্ট হইলাম। সামান্য লোকে যেমন পলাশের পুষ্পেই মোহিত হইয়া, তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি করে না, আমিও সেইরূপ শব্দবেধী হওয়ার যে এরূপ ফল, তাহা না জানিয়া, ইহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম; দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই এবং আমিও যুবরাজ ছিলাম, ঐ সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, আমার কামবেগ বর্দ্ধিত হইল। সূর্য্যদেব স্বীয় প্রখর কিরণে পার্থিব রস সমস্ত শোষণ ও সমুদায় সংসার সন্তপ্ত করিয়া, প্রেতগণ-সেবিত সেই ভয়ঙ্কর দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলে, গ্রীষ্মের প্রভাব একেবারেই তিরোহিত হইল এবং আকাশে স্নিগ্ধবর্ণ মেঘ সকল দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্দর্শনে ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আহ্লাদিত হইল। বর্ষাজলে পক্ষী সকল আর্দ্রপক্ষ ও স্নাত হইয়া অতি কষ্টে বৃষ্টি ও বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষ সকল আশ্রয় করিতে লাগিল। পতিত ও অনবরত পতমান বর্ষাজলে আচ্ছন্ন হওয়াতে পর্ব্বত সকল জলরাশির ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। চাতক সকল আহ্লাদে মত্ত হইয়া তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে বিমল স্রোত সকল গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুমিশ্রিত হইয়া ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায় বক্র গতিতে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। ১১-১৯

এই প্রকার অতি সুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তাপ্রযুক্ত মৃগয়া-বিহারে সঙ্কল্প করিয়া, ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ করিয়া রাত্রিতে নদীর অবতরণস্থানে জলপানাশয়ে সমাগত মৃগ, মহিষ, মাতঙ্গ অথবা অন্যান্য শিকারী জন্তু বধ করিবার জন্য

১। অসিতাপাঙ্গী এই বিশেষণ দ্বারা কৌশল্যার তখন ক্রোধ ছিল না, ইহা বলা হইয়াছে।

২। নিজের দুষ্কৃত বলিবার জন্য তাহারই অনুকূল লোকস্থিতি বলিতেছেন। ঋষির পুত্র বিনাশ করায় যেমন তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, আমারও সেইরূপ পুত্রবিরহে প্রাণ-বিয়োগ উপস্থিত। নিজের ক্ষুদ্র-আত্মবিনোদনের নিমিত্ত পুত্রবিয়োগরূপ মহা অনিষ্টপ্রদ মৃগয়া-কর্ম্ম করায় আমি অজ্ঞ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সরযূ-তীরে গমন করিলাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় জলমধ্যে কুম্ভ-পূরণ-শব্দ শুনিতে পাইলাম। বোধ হইল, যেন কোন হস্তী শব্দ করিতেছে। এই প্রকার অনুমান করিয়া, সেই শব্দ লক্ষ্য করত ঐ হস্তী শীকার জন্য তূণীর হইতে বিষধর সর্পসদৃশ, দীপ্তিমান্ শর উদ্ধৃত করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যের দিকে শর নিক্ষেপ করিলাম। আমি যথায় সেই আশীবিষতুল্য নিশিত বাণ মোচন করিলাম, তথায় সেই বাণে আহতমর্ম্মা হইয়া, জল-পতিত কোন এক বনবাসী ব্যক্তির "হা! হা!" এই স্পষ্টধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইলে, এই মনুষ্যবাক্য শুনিতে পাইলাম,—২০-২৫

আমি তপস্বী; রাত্রিতে জল লইয়া যাইবার জন্য এই নির্জ্জন নদীতে আসিয়াছি; অতএব আমার উপর কিরূপে শস্ত্রাঘাত হইল? মাদৃশ তপস্বিগণের উপর কি প্রকারে শস্ত্রাঘাত হইল? এই নির্জ্জন রাত্রিতে নদীতীরে জলাহরণ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম, কোন্ জন কর্ত্তৃক আমি বাণাহত হইলাম? কাহারই বা আমি অপকার করিয়াছি? বন্যফলমূলাহারে জীবন ধারণ করি ও বনে বাস করিয়া থাকি। আমরা ন্যস্তদণ্ড (অর্থাৎ অহিংস) ঋষি, তবে কেন আমার উপর প্রহার হইল? বল্কলাজিনবাসা জটাভারধারী মদ্বিধ জনের শস্ত্রবধ কিরূপে বিধান হইতে পারে? আমাকে বধ করিয়া কি অর্থসিদ্ধি হইবে? অথবা আমি ত কাহারও অপকার করি নাই, ইহা নিষ্ফল কার্য্য, কেবল অনর্থকর। গুরু-পত্নীগামীকে যেমন কেহ কোন কালে সাধু মনে করে না, যিনি আমার এই বধসাধন করিলেন, তাঁহাকেও কেহ ভাল বলিবে না। আমি আপনার প্রাণভয়ে এইরূপ শোক করিতেছি না, আমি কেবল পিতামাতার জন্যই মরণভয় করিতেছি, তাঁহাদিগকে এতাবৎকাল আমি ভরণপোষণ করিয়াছি। আমি বাণাহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিবেন? আহা! আমি এবং আমার সেই বৃদ্ধ পিতামাতা একবাণে সকলেই নিহত হইলাম! হায়! কোন্ বালকবুদ্ধি আমাদের সকলকেই হনন করিল? দেবি! আমি নিয়ত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং সেই করুণান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম; এমন কি, আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল। রাত্রিযোগে বিলাপকারী সেই ঋষির করুণাযুক্ত বাক্য শুনিয়া আমি শোকাচ্ছন্ন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত হইলাম। পরে দীনভাবাপন্ন ও অত্যন্ত দুঃখিত-মনে সেই স্থানে গমন করিলাম। গমন করিয়া দেখি, সরযূতীরে সেই তাপস অস্ত্র-বিদ্ধ, ধূলি-সমাচ্ছন্ন, শোণিতাক্ত-কলেবর ও প্রকীর্ণ-জটাভার হইয়া ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে জলকুম্ভ স্খলিত হইয়াছে। সেই তাপসও আমাকে নয়ন দ্বারা ভীত ও ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া, যেন স্বীয় তেজে দগ্ধ করিয়া, এই ক্রূর বাক্য বলিলেন। ২৬-৩৮

রাজন্! বনবাসী আমি, তোমার কি অপকার করিয়াছি? আমি গুরুজনের জন্য জল আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, আপনি আমাকে তাড়না করিলেন এবং একটি বাণ দ্বারাই আমার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া আরও দুইটি বৃদ্ধ অন্ধকে বধ করিলেন। আমার পিতামাতা উভয়েই বৃদ্ধ ও অন্ধ; দুর্ম্মতে! তাঁহারা পিপাসিত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আমার প্রতিগমনের প্রত্যাশায় অতি কষ্টে তৃষ্ণা ধারণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। পিতা জানেন না যে, আমি এইরূপে ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছি। জানিলেই বা তিনি কি করিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্ব-নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণ অক্ষম। একটি বৃক্ষকে ভেদ করিলে যেমন অন্য বৃক্ষ তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, আমার পিতাও সেইরূপ অচল ও অসমর্থ। রাঘব! আপনি শীঘ্র আমার পিতার নিকট

গমন করিয়া, এই সমুদয় ঘটনা নিবেদন করুন। যে পর্য্যন্ত পিতা আপনাকে বায়ু-বর্দ্ধিত অগ্নি কর্ত্তৃক বন-দহনের ন্যায় দগ্ধ করিয়া না ফেলেন, তন্মধ্যেই আপনি শীঘ্র যাইয়া পিতার নিকট এই বার্ত্তা প্রদান করুন। হে রাজন্! এই ক্ষুদ্র পথ দিয়া আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়। তথায় গিয়া আপনি পিতাকে প্রসন্ন করুন, যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ প্রদান না করেন। হে রাজন্! আমার মর্ম্মস্থান হইতে নিশিত শর উদ্ধার করিয়া, আমাকে শল্যহীন করুন। হে রাজন্! নদীবেগ যেমন সমুচ্ছ্রিত বালুকাময় তীরপ্রদেশকে আহত করে, সেইরূপ আপনার এই সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছে; অতএব আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লউন। ৩৯-৪৬

দেবি! এই সময়ে আমার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, মর্ম্মবিদ্ধ শল্য ঋষিকুমারকে যার-পর-নাই যাতনা দিতেছে; কিন্তু যদি আমি শল্য উদ্ধার করি, তাপসকুমার এখনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন; শল্য আকর্ষণের সময় আমি দুঃখিত, শোকাকুলিত ও একান্ত কাতর হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বিবৃত্তাঙ্গ, অবসন্ন, ক্ষয়োন্মুখ, পরমাত্মদর্শী মুনিকুমার আমাকে তাদৃশ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কহিলেন,—রাজন্! আমি ধৈর্য্য সহকারে শোক-দুঃখ সহ্য করিয়া স্থিরচিত্ত হইব। আপনি আমাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা হৃদয় হইতে দূরীভূত করুন। আমি দ্বিজাতি নহি। আপনার মনে যেন এজন্য কোন দুঃখ না হয়। হে নরবরাধিপ! আমি বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বাণাভিহত হইয়া অতি কষ্টে মুনিকুমার এইরূপ বলিলে পর, আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। মর্ম্মস্থল ক্ষত হওয়াতে অতিশয় ক্লেশপ্রযুক্ত জলে পড়িয়া গিয়া, তাঁহার সর্ব্বশরীর আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে সরযূ নদীতীরে প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। মহিষি! তদ্দর্শনে আমি যার-পর-নাই বিষাদিত, শোকান্বিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। ৪৭-৫৩

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

তাপসকুমারের অপ্রতিরূপ অন্যায়-বধ-বিবরণ স্মরণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে এই কথা বলিলেন,—দেবি! আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত এই প্রকার মহাপাপ করিয়া আকুলেন্দ্রিয় হইয়া, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এখন কিসে মঙ্গল হয়? অনন্তর আমি জলপূর্ণ ঘট লইয়া, ঋষিকুমার-কথিত পথ ধরিয়া, তদীয় পিতার আশ্রমে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখিলাম। তাঁহাদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার অন্য কোন লোক নাই, তাঁহাদের শরীর অতিশয় দুর্ব্বল; দেখিয়া বোধ হইল, যেন পক্ষিদ্বয়ের পক্ষ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তজ্জন্য তাঁহারা আর উঠিতে বা চলিতে পারেন না। পুত্র জল আনিবে, তাঁহাদের এই আশা যদিও আমি জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি, তথাপি তাঁহারা সেই আশা করিয়া, অনাথের ন্যায় বসিয়া পুত্রের কথা ভাবিয়া অনবরতই পুত্রের কথা কহিতেছেন; তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র শ্রম বোধ করিতেছেন না। আমি শোকাকুলচিত্ত ও ভয়প্রযুক্ত প্রায় চৈতন্য-বিহীন হইয়াছিলাম; সেই আশ্রমে যাইয়া আমার শোক আরও বর্দ্ধিত হইল। পুত্রবোধে ঋষি আমার পদশব্দ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—বৎস! কি জন্য তোমার

বিলম্ব হইল ? যাহা হউক, শীঘ্র পানীয় বারি লইয়া আইস। তাত! তুমি যে এতক্ষণ জলে খেলা করিতেছিলে, তোমার মাতা সে জন্য উৎকণ্ঠিতা ও কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে কুটীরে প্রবেশ কর। যশোভাজন! আমি বা তোমার মাতা যদি কিছু অপ্রিয় করিয়া থাকি, তুমি তাহা মনে করিও না। আমরা অগতি ও চক্ষুহীন; তুমিই আমাদের গতি ও চক্ষু। আমাদের প্রাণ তোমাতেই আসক্ত; অতএব তুমি কি জন্য কথা কহিতেছ না ? ১-১০

মুনি বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন অপরিস্ফুট স্খলিত অথচ গদগদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপ কহিলে, আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে পুত্রবিয়োগরূপ ব্যসন ভয়ে বলিলাম, ভগবন্! আমি ক্ষত্রিয়; আমার নাম দশরথ। আমি আপনার পুত্র নহি। অধুনা সাধুজন-বিগর্হিত স্বকর্ম্ম-জনিত এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পান-ভূমিতে জলপান জন্য সমাগত হস্তী বা অন্য কোন শিকারী জন্তু বধ করিবার মানসে, শরাসন হস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। তথায় জলমধ্যে কুম্ভপূরণশব্দ শুনিয়া, হস্তী বোধে তাহার উপর শরাঘাত করিলাম। অনন্তর সরযূর তীরে গমন করিয়া দেখিলাম, এক ঋষি মৃতপ্রায় হইয়া, ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমার শরে তাঁহার হৃদয় একেবারেই নির্ভিন্ন হইয়াছে। তিনি অনবরত পরিতাপ করিতেছেন; তৎপরে আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া, তাঁহারই কথামতে তৎক্ষণাৎ মর্ম্ম হইতে শর উদ্ধৃত করিলাম। শর উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে আপনাদের উদ্দেশে কতই শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি না জানিয়াই সহসা আপনার পুত্রের প্রাণহত্যা করিয়াছি; তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[১] মৎকথিত এই দারুণ কথা শুনিয়া, ভগবান্ মুনি আমাকে শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না। পরন্তু বাষ্পাপূর্ণ-বদন ও শোকমূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মহাতেজা অঞ্জলিবদ্ধ আমাকে বলিলেন,—১১-২১

তুমি যে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, যদি নিজেই আমাকে না বলিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক এখনই শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। হে রাজন্! ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহেন্দ্রও যদি সম্যক্ বানপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে জ্ঞান-পূর্ব্বক বধ করিতেন, তবে তাঁহাকেও স্থানচ্যুত হইতে হইত। আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপোনিষ্ঠ ঋষির উপর জ্ঞান-পূর্ব্বক শরত্যাগ করিলে ত্যাগকর্ত্তার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি না জানিয়াই এই গর্হিত অনুষ্ঠান করিয়াছ, সেই জন্য এখনও বাঁচিয়া আছ; অন্যথা তোমার কথা কি, সমগ্র রঘুবংশ নির্ম্মূল হইত। যাহা হউক, রাজন্! এখন তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও। আমরা একবার বৎসকে শেষ দেখা দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সহিত ইহ-জন্মে আমাদের আর কখনও দেখা হইবে না। আহা! বৎস মৃত্যুর বশীভূত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বল্কল খসিয়া পড়িয়াছে। আমি পুত্রশোকাতুর ঋষিদম্পতীকে সেই স্থানে লইয়া গেলাম এবং তাঁহারা দেখিতে পান না বলিয়া, তাঁহাদিগকে অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া দিলাম। তাঁহারা পুত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পুত্রকে স্পর্শ করিয়া, উভয়েই তাঁহার মৃত শরীরের উপর পতিত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ ঋষি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—২২-২৯

বৎস! তুমি আজি আমায় প্রণাম বা সম্ভাষণ

১। দশরথের অভিপ্রায় ছিল, যদি তাঁহারা স্বীকৃত হয়েন, তবে তিনি তাঁহাদের জীবনধারণের উপায় করিয়া দিবেন।

কিছুই করিতেছ না কেন এবং কি জন্যই বা ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ? বৎস! আমিই যেন তোমার অপ্রিয় হইয়াছি, কিন্তু তোমার জননী ত কোন অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই; অতএব তুমি নয়ন উন্মীলন-পূর্ব্বক অবলোকন কর। বৎস! তুমি কি জন্য আলিঙ্গন করিতেছ না; বল? একবার সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ কর। তুমি যখন শেষ রাত্রে মধুর স্বরে শাস্ত্র বা পুরাণ পাঠ করিতে, শুনিয়া আমার হৃদয় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইত। আর আমি কাহার মুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া, ঐরূপ প্রীতি অনুভব করিব? হে পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে, প্রাতঃকালে কে আর স্নান করত সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া,[২] আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, আমাকে আহ্লাদিত করিবে? বৎস! অন্ধ হওয়াতে আমি একবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পানীয় ও ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উদরপূর্ত্তি করি, আমার সে ক্ষমতা নাই। তুমি আমাদের স্নানপানাদি সকল বিষয়ই সম্পন্ন করিয়া দিতে; কিন্তু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে। এখন আর কেই বা কন্দ, মূল ও ফল আহরণ করিয়া, মুনিজনোচিত নীবারাদি সংগ্রহে অক্ষম, অনায়ক এই বৃদ্ধ অন্ধকে প্রিয় অতিথির ন্যায় ভোজন করাইবে? পুত্র! তোমার এই জননীও বৃদ্ধ, অন্ধ ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমিই একমাত্র ইঁহার গতি; এখন তোমা বিনা কিরূপে ইঁহার ভরণপোষণ করিব? অতএব বৎস! তুমি থাক, যমালয় যাইও না; অথবা যদি একান্তই যাইবে, অদ্য অপেক্ষা কর; কল্য আমার ও গর্ভধারিণীর সহিত একত্রই গমন করিবে। তোমাকে ছাড়িয়া, অনাথ, অসহায় ও শোকে অভিভূত হইয়া, আমরা কোনমতেই এই বনে থাকিতে পারিব না, শীঘ্রই যমভবনে গমন করিব। তথায় যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কথা বলিব, যে দোষে আমাদের পুত্রবিয়োগ ঘটিয়াছে, তোমাকে তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে। এই পুত্র এক্ষণে স্বীয় পিতামাতা আমাদের উভয়েরই পালন করুন। আমি অনাথ; সুতরাং সেই মহাযশা ধর্ম্মাত্মা যমও অবশ্যই আমাকে এই অভয় দান করিবেন। ইহাই আমার প্রার্থনা। বৎস! তুমি অপাপ, কিন্তু পাপাত্মার হস্তে তোমার মৃত্যু ঘটিল; অতএব শস্ত্রযোধী বীরগণ যে লোকে গমন করে, তুমি আমার সত্যবলে সেই সকল লোক প্রাপ্ত হও। অথবা যাঁহারা সংগ্রামে পলায়ন না করিয়া, সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হন, তাঁহাদিগের যে গতি হয়, তোমারও সেই পরমা গতি লাভ হউক।[৩] অথবা সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার এই সকল রাজর্ষির যে গতি হইয়াছে, বৎস! তোমারও সেই গতি হউক। অথবা সর্ব্বভূতের বেদপাঠ বা তপস্যা করিলে যে গতি হয়, ভূমিদান বা নিত্য হোম করিলে যে গতি হয়, কিংবা যে ব্যক্তি একমাত্র ধর্ম্মপত্নীতে আসক্ত, তাহার যে গতি হয়, বৎস! তোমার সেই গতি হউক; কিংবা গো-সহস্র দান করিলে যে গতি, অথবা পরলোক উদ্দেশে সৎকার্য্য করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে যে গতি হয়, বৎস! তোমারও সেই গতি হউক। আমাদের এই অতি পবিত্র তপস্বি-বংশে জন্মিয়া কেহ কখনও অশুভা গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। যে ব্যক্তি এইরূপে তোমাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার অসদ্গতি-লাভ হইবে। ৩০-৪৫

এইরূপে তিনি বারংবার করুণ-স্বরে বিলাপ করিয়া, পরে ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদ্দেশে

২। বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভে জাত ব্যক্তিকে করণ বলে, তাহার হোমে অধিকার কিরূপে হইতে পারে? উত্তর—"নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ" শূদ্র জাতিরও নমস্কার মাত্র মন্ত্রে পঞ্চযজ্ঞাধিকার বর্ণিত হওয়ায় তদপেক্ষায় উচ্চ করণ জাতির স্বোচিত মন্ত্র দ্বারা হোম করার অধিকার যে আছে, তাহা কৈমুত ন্যায় দ্বারা সিদ্ধ হয়।

৩। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখো হতঃ॥"
ইত্যাদি মনুক্ত বচন লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

উদকক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় সেই ধর্ম্মবিদ্ ঋষিকুমার স্বীয় কর্ম্ম-বলে দিব্য রূপ ধারণ করিয়া, ইন্দ্রের সহিত অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। যাইবার সময় ইন্দ্রের সহিত, পিতামাতা উভয়কেই মুহূর্ত্তকাল আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি যে আপনাদের সেবা করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যবলেই মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইলাম। আপনারাও সত্বরই আমার নিকটে গমন করিবেন। এই বলিয়া জিতেন্দ্রিয় ঋষিকুমার দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বর্গারূঢ় হইলেন। এ দিকে পরম তেজস্বী অন্ধ মুনি ভার্য্যার সহিত অতি সত্বর পুত্রের তর্পণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটে দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন,—রাজন্! আমাকে মারিয়া ফেল, মরণে আর আমার ব্যথা নাই। আমার সেই একমাত্র পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে বাণ দ্বারা হনন করিয়া, আমাকে অপুত্রক করিয়াছ। তুমি যে অজ্ঞান প্রযুক্ত আমার বালক পুত্রের প্রাণহত্যা করিয়াছ, সেই জন্য আমি তোমাকেও অতি দুর্বিবষহ দারুণ শাপ দিব। আমি যেমন পুত্রের মৃত্যু জন্য এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছি, মহারাজ! তোমাকেও এমনি পুত্রশোকে কষ্ট পাইয়া মরিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ না জানিয়াই ঋষি-হত্যা করিয়াছ; সেই জন্য হে নরাধিপ! তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে না। কিন্তু দাতা ব্যক্তির দানের ফল যেমন অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমাকেও অচিরে আমার ন্যায় এই প্রকার প্রাণান্তকর ঘোর দশায় পড়িতে হইবে। আমাকে এইরূপ শাপ দিয়া, করুণ-স্বরে অনেক বিলাপ করিয়া, চিতারোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। ৪৫-৫৭

হে দেবি! আমি যে তৎকালে অজ্ঞান প্রযুক্ত শব্দবেধী হইয়া তাদৃশ পাপ করিয়াছিলাম, অধুনা চিন্তা করিতে করিতে তাহা মনে পড়িল। হে দেবি! অপথ্য অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, আমারও তেমনি সেই পাপে এই দশা ঘটিল। অয়ি ভদ্রে! উদারস্বভাব অন্ধমুনি যাহা বলিয়াছিলেন, এত দিনে আমার সেই ফলই ফলিয়াছে। এই কথা বলিয়াই রাজা দশরথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মরণ-ভয়ে ভীত হইয়া কৌশল্যাকে বলিলেন,—কৌশল্যে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে বলিয়া, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইতেছি না; অতএব তুমি আমায় স্পর্শ কর। যমালয়ে যাইবার সময় লোকে আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। রাম যদি আমায় একবারও নিজে বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করিতেন কিংবা যদি তিনি যৌবরাজ্য ও ধনাগার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারিতাম। হে কল্যাণি! আমি বৎস রামের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার: কোন অংশেই শোভনীয় নহে। কিন্তু তিনি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুরাচার হইলেও কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? যাহা হউক, দেবি! আর আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, আমার স্মরণশক্তি লোপ পাইতেছে। ৫৮-৬৫

ঐ দেখ, কালদূত সকল আমাকে লইয়া যাইবার ত্বরা দিতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে যে, আমি মৃত্যুকালেও সত্যপরাক্রম ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইলাম না? সূর্য্যকিরণ যেমন অল্প সলিল শোষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই অনুপম-কর্ম্মা রামের অদর্শন জন্য শোক আমার প্রাণ শোষণ করিতেছে। আহা! যাহারা পঞ্চদশ বর্ষে পুনরায় রামের সুন্দর ও সুনির্ম্মল কুণ্ডল-মণ্ডিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবে, তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারা দেবতা। হে সুন্দরভ্রূশালিনি! যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই রামের সেই শোভন-ভ্রূশালী, চারুনাসিকা-সমন্বিত, পদ্মতুল্য-লোচনবিরাজিত ও মনোহর-দন্ত-শোভিত প্রিয়দর্শন বদন দর্শন করিবেন। শরতের চন্দ্র এবং প্রফুল্ল

কমলপুষ্প এই দুইয়ের সহিত রাম-মুখের তুলনা হয়। যাহারা সেই সুগন্ধি ও সুকুমার বদনমণ্ডল পুনরায় দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য! অথবা আপনার পথ-প্রাপ্ত শুক্রের ন্যায় উজ্জ্বল, বনবাস হইতে পুনরায় অযোধ্যায় সমাগত রামকে যাহারা দেখিবে, তাহারাই যথার্থ সুখী। অয়ি কৌশল্যে! দুঃখের আতিশয্য জন্য মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া, আমার হৃদয় যেন অতিমাত্র অবসন্ন করিতেছে। শব্দ, স্পর্শ ও রস এই সকল ইন্দ্রিয়-বিষয়ও বোধগম্য হইতেছে না। চিত্তনাশ হেতু আমার ইন্দ্রিয় সকল নষ্ট হইয়াছে। তৈলক্ষয় হইলে দীপরশ্মি একেবারে নির্ব্বাণ হয়, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। আমি নিজেই এই শোক সঙ্ঘটন করিয়াছি। এক্ষণে নদীবেগ যেমন তীরদেশ ভগ্ন করে, তেমনি ঐ শোক আমাকে বিনাশিত করিতেছে। রামকে বনে দিয়া আমি একেবারেই অনাথ হইয়াছি। আমার আর চেতনাও নাই; অতএব আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইলাম। হা রাম! হা মহাবাহো! হা শোক-নিবারণ! হা পিতৃবৎসল! তুমিই আমার নাথ এবং তুমিই আমার পুত্র। তুমি কোথায় গেলে! হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! আমি তোমাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না। হা দয়াহীনে! কুল-নাশিনি! হা পরম শত্রু কৈকেয়ি! তুমি কি করিলে! এইরূপে রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সন্নিধানে শোক করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয়পুত্র রামকে বনে দিয়া অবধি তিনি নিতান্ত ব্যাকুল ও আতুরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে অতিমাত্র দুঃখে অভিভূত হইয়া, ঐরূপ বলিতে বলিতে অর্দ্ধরাত্র গত হইলে, সেই সময়ে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। ৬৬-৭৮

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

তদনন্তর নিশা অবসান হইলে, পরদিন প্রভাতে বন্দিগণ রাজ-ভবনে উপস্থিত হইল। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত সুত সকল, কুলপরিচয়ে দক্ষ মাগধ সকল এবং তানলয়াদিসুনিপুণ গায়ক সকল স্ব স্ব রীতি অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে রাজগুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল; আশীর্ব্বাদ করিয়া, রাজার উদ্দেশে স্তুতি করিতে লাগিল; সেই স্তুতিশব্দে সমুদায় প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।[১] অনন্তর ঐ সকল স্তবপাঠক সুতগণের মধ্যে যাহারা পাণিবাদ্য করিয়া বন্দনা করে, তাহারা রাজার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া, তদনুরূপে করতালি দিতে লাগিল। সেই করতালি-শব্দে জাগরিত হইয়া, রাজ-ভবনে যেখানে যে পক্ষী ছিল, সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। এইরূপে ঐ সকল পক্ষীর সুন্দর ও মধুর শব্দ, বীণা সকলের মনোহর ধ্বনি এবং গায়ক-গণের আশীর্ব্বাদ-যুক্ত গীতনাদ, এই সকলে রাজগৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সদাচার-সম্পন্ন, সেবা-নিপুণ পরিচারক সকল পূর্ব্বের ন্যায় তথায় সমাগত হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও নপুংসকই অধিক। ঐ সময়ে স্নানবিধিজ্ঞ পরিচারকগণ রাজার স্নানের জন্য কাঞ্চনময় কলস-সমূহে হরিচন্দনমিশ্রিত জল পূর্ণ করিয়া যথাকালে ও যথাবিধানে তথায় আনয়ন করিল। কুমারী বহু স্ত্রীবর্গ মঙ্গলের জন্য গবাদি স্পর্শনীয় দ্রব্য, পান করিবার জন্য গঙ্গাজলাদি নানা প্রকার জল ও ঔষধিবিশেষ, ধারণ ও দর্শনের নিমিত্ত দর্পণ, বস্ত্র ও আভরণাদি অন্যান্য দ্রব্য সকল উপস্থিত করিল। প্রাতঃকলে রাজার জন্য যে সকল দ্রব্য আনিতে হয়, মঙ্গলার্থ আনীত ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে সমুদায় দ্রব্যই সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ-সম্পন্ন, যারপরনাই

১। সুত, মাগধ, বন্দী, এই সকল শব্দ প্রায় সমানার্থক, রাজ-স্তুতিপাঠকদিগকে বুঝায়, তবে ইহাদের জাতিগত কিছু পার্থক্য আছে।

উপাদেয় এবং যাহার যে গুণ, তাহাতে তাহা ছিল। ১-১০

তদনন্তর সকলেই রাজদর্শনার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু রাজা তখনও উঠিলেন না দেখিয়া, 'এ কি হইল!' ভাবিয়া তাহাদের মনে শঙ্কা জন্মিল। কৌশল্যাদি ভিন্ন আর আর যে সকল স্ত্রী রাজার শয্যার নিকটেই ছিলেন, তাঁহারা সমাগত হইয়া, স্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথারীতি বিনীতভাবে স্বামীর শয্যা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহে প্রাণ থাকিলে যেমন স্পন্দনাদি হইয়া থাকে, তাহার কিছুই নাই। তাঁহারা নিদ্রিত মনুষ্যের স্বভাব বুঝিতে পারিতেন; সুতরাং স্বামীর করকমল ও হৃদয়স্থিত নাড়ীতেও স্পন্দন নাই উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার জীবিত-বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, প্রবাহে প্রতিস্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজার অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার জীবিত-বিষয়ে সন্দিহান ঐ সকল রমণী নিশ্চয় করিলেন, দশরথ ইতিপূর্ব্বে নিজেই আপনার যে মৃত্যু শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, যথাকালে নিদ্রিত হইয়াছেন, জাগরিত হইতে পারেন নাই। দারুণ পুত্রশোকে অবসন্ন ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন এবং একান্ত ক্ষুণ্ণ ও প্রভাশূন্য হওয়াতে, অন্ধকারাবৃত তারার ন্যায় কৌশল্যা শোভাহীন হইয়াছিলেন। রাজার পরে কৌশল্যা এবং কৌশল্যার পরে সুমিত্রা শয়ন করিয়াছিলেন। পুত্রশোকে বদনমণ্ডল নেত্র-জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় কৌশল্যার সে বিশিষ্টরূপ শোভা ছিল না। তৎকালে কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জনে নিদ্রা যাইতেছেন এবং রাজাও নিদ্রিত আছেন; কিন্তু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া, সমুদায় অন্তঃপুরেরও যেন প্রাণ উড়িয়া গেল। অনন্তর দলপতি গজ পতিত হইলে, তাহার অধীনস্থ হস্তিনী সকলের ন্যায়, ঐ সকল রাজমহিষী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ১১-২০

তাঁহাদের চীৎকার-শব্দে সহসা চেতন হওয়াতে, কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জনই জাগরিত হইলেন। তখন তাঁহারা দুই জনই রাজাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, 'হা স্বামিন্!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তৎকালে ধূলি-ধূসরিত-দেহে সেই কোশলেন্দ্রদুহিতা ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। তিনি গগনবিচ্যুতা তারার ন্যায় নিতান্ত প্রভাশূন্য হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি ভূপতিতা হইলে, ঐ সকল রাজমহিষী অবলোকন করিলেন, যেন কোন নাগপত্নী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তদনন্তর দশরথের কৈকেয়ী প্রভৃতি সমুদায় স্ত্রীই শোকে সন্তপ্ত ও চেতনাশূন্য হইয়া রোদন করিতে করিতে পতিত হইলেন। তখন প্রথম-প্রবিষ্ট মহিষীগণের সেই তুমুল ক্রন্দনশব্দ পশ্চাৎ-প্রবিষ্ট কৈকেয়ী প্রভৃতির চীৎকার শব্দে মিশ্রিত হওয়াতে, আরও বর্দ্ধিত হইয়া, সমুদায় রাজভবন পূর্ণ করিল। তৎকালে ঐ রাজভবন নিতান্ত ত্রস্ত ও ব্যগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক লোক-সকলের অনবরত সমাগমে তথায় স্থানসমাবেশ নিতান্ত দুর্ঘট হইল। সর্ব্বত্রেই তুমুল চীৎকার-শব্দে পূর্ণ, বান্ধবমাত্রেই পরিতাপে নিতান্ত অভিভূত এবং কুত্রাপি আনন্দের লেশমাত্র নাই। অচিরমৃত দশরথের গৃহ এইরূপে ব্যাকুল ও দুর্দ্দর্শ মূর্ত্তি ধারণ করিল। পার্থিব-শ্রেষ্ঠ যশস্বী দশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া, মহিষীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, অত্যন্ত করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, বাহু বিসারণ-পূর্ব্বক অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ২১-২৯

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

রাজা দশরথকে শিখাহীন অগ্নির ন্যায়, প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় স্বর্গস্থ দেখিয়া, কৌশল্যা শোককর্ষিত হইয়া, বাষ্প-পরিপূর্ণ-নয়নে রাজার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন,—হে নৃশংসে দুষ্টাচারিণি কৈকেয়ি ! তুমি এক্ষণে পূর্ণমনোরথা হইলে, রাজাকে ত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর। রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ভর্ত্তাও স্বর্গস্থ হইলেন ; সুতরাং দুর্গমপথে সহায়ভূত পথিক-সঙ্গহীন পথিকের ন্যায় আমি আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না। তোমার তুল্য ধর্ম্ম-ত্যাগিনী নারী ব্যতীত কোন্ রমণী নিজের দেবতাস্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, জীবন-ধারণে অভিলাষ করে ? লুব্ধ ব্যক্তি কিম্পাক[১] ভক্ষণ করিলে যে সকল দোষ ঘটে, সে তাহা বুঝিতে পারে না। হায় ! কুব্জার নিমিত্ত কৈকেয়ী হইতে রঘুকুলের ধ্বংসসাধন হইল ! মহারাজ অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, রাজর্ষি জনক এ কথা শুনিলে, আমার ন্যায় পরিতাপান্বিত হইবেন। আমি যে অদ্য অনাথা ও বিধবা হইলাম, হায় ! সেই পদ্ম-পলাশলোচন ধার্ম্মিক রাম ইহা জানিতে পারিলেন না ! হা ! রামচন্দ্র জীবিত থাকিয়াও অদৃশ্য হইয়াছেন। হায় ! চারুতপস্বিনী, দুঃখানুচিতা বিদেহ-রাজ-দুহিতা সীতা দেবী বনে বিবিধ দুঃখলাভ করিয়া উদ্বিগ্না আছেন। ভীষণরবকারী মৃগপক্ষিগণের নিনাদ শ্রবণে ভীতা হইয়া তাঁহাকে অবশ্যই রামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই বৃদ্ধ এবং অল্প-পুত্রশালী[২] বিদেহরাজ সীতার বিষয় চিন্তা করত শোকসমাবিষ্ট হইয়া, নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। যাহা হউক, আমি অদ্যই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম রক্ষার্থ জীবন ত্যাগ করিব। স্বামীর এই শরীর আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিব। ১-১২

কৌশল্যা রাজা দশরথের মৃতদেহ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক দুঃখিত-মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া, বাহিরের ও অভ্যন্তরের সকল ব্যাপারে যাহারা নিযুক্ত, সেই সকল অমাত্যগণ স্ত্রী-পরিজন দ্বারা কৌশল্যাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের আদেশানুসারে তৈলপূর্ণ কটাহে সেই মৃত রাজশরীর নিক্ষেপ করিলেন ও অনন্তর রাজকার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ পুত্র বিনা রাজা দশরথের প্রেতকার্য্য সমাধানে অভিলাষী হইলেন না,[৩] এ কারণে তাঁহার মৃতদেহ ঐরূপ ভাবেই রাখিলেন। সচিবগণ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া, 'হায় ! ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে !' এই বলিয়া মহিষীরা বিলাপ করিতে লাগিলেন। অশ্রুপ্রস্রবণমুখী, শোকসমন্বিতা, দীনা রাজমহিলাগণ বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক রোদন করত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—মহারাজ ! নিয়ত প্রিয়বাদী, সত্যসন্ধ, রামবিহীন আমাদিগকে আপনি কেন পরিত্যাগ করিলেন ? হায় ! আমরা বিধবা হইয়া সেই রামের বিরহে কি প্রকারে দুষ্টস্বভাবা

১। টীকাকারগণ কিম্পাক শব্দের নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন। কিম্পাক—নিম্ব। কতক বলেন, বিষবিশেষ, রামায়ণশিরোমণিকার বলেন, কিম্পাক ব্রাহ্মণাদির অভক্ষ্য পলাণ্ডু লশুনাদি, ইহার কোন অভিধান নাই, শব্দার্থ দ্বারা এই সকল অর্থ করা হয়, কিং কুৎসিতঃ পাকঃ পরিণামো [illegible] অর্থাৎ গুরুপাকদ্রব্যও বুঝাইতে পারে অথবা কিং কীদৃশঃ পাকঃ পরিণামো যস্য এই অর্থে পরিণামফল যাহার জানা নাই, এতাদৃশ দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণে যে দোষ আছে, তাহা লোভী ব্যক্তি বিবেচনা না করিয়াই যেমন ভক্ষণ করে এবং পরিণামে পরিতপ্ত হয়, কৈকেয়ীর বর-গ্রহণও তাদৃশ।

২। তীর্থনামক টীকাকার বলেন, অল্পপুত্র শব্দে জনকের কন্যামাত্র সন্ততি ছিল, পুত্র ছিল না, কেহ কেহ বলেন, এক পুত্র ছিল। গোবিন্দরাজও জনককে অপুত্রক অর্থাৎ কন্যামাত্রই তাঁহার পুত্র-স্থানীয় বলিয়াছেন ; কিন্তু পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ১৫শাধ্যায়ে জনক-পুত্র লক্ষ্মীনিধি রামপক্ষে অশ্ব লইয়া গমন করিয়াছিলেন এবং তিনি বহু স্থানে যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা বর্ণিত আছে।

৩। মৃত দশরথকে অমাত্যগণ দাহ করিলেন না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, পুত্র ব্যতীত দাহ ধর্ম্মগর্হিত, এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ রাজদেহ তৈলমধ্যে রাখিলেন, ধর্ম্ম লোপ হইল না ; যেহেতু, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শব তৈলমধ্যে রাখিলে পর্য্যুষিতাদি দোষ হয় না।

সপত্নী কৈকেয়ীর সমীপে বাস করিব? সেই শ্রীমান্ আত্মবান্ রাম সকলেরই নাথ; তিনি আমাদিগের এবং আপনারও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ত রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইয়াছেন। অতএব তাঁহার ও আপনার বিরহে ব্যসনগ্রস্তা ও কৈকেয়ী কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া আমরা কি প্রকারে এখানে বাস করিব? যে কৈকেয়ী আপনাকে, রামকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও সীতাকে ত্যাগ করিতে পারিল, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে? ১৩-২২

দশরথের মহিষী সকল শোকাকুলা, বাষ্পপূর্ণ-লোচনা ও নিরানন্দ হইয় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নক্ষত্রহীন রজনী ও ভর্ত্তৃহীন কামিনী যেমন দীপ্তিবিহীনা হয়, তৎকালে রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যাপুরীও সেইরূপ দ্যুতি হীনা হইয়াছিল। তত্রত্য গৃহাদির চত্বর ও প্রান্তভাগ সম্মার্জ্জনাহীন এবং তত্রত্য পুরুষের বাষ্পাকুললোচন ও স্ত্রীলোকেরা হাহাকারকারিণী হওয়ায় সেই নগরী পূর্ব্ববৎ দীপ্তি-লাভ করিল না। রাজা দশরথ পুত্রশোকপ্রযুক্ত স্বর্গস্থ এবং নৃপাঙ্গনারা ভূতলস্থা হইলে, সূর্য্য অস্তগত এবং অন্ধকারের সহিত রজনী উপস্থিত হইল। ইক্ষ্বাকু-কুলবন্ধুগণ সকলে মিলিত হইয়া বিবেচনা করিয়া মৃত রাজা দশরথের পুত্রবিরহে দাহ করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে সেই তৈলপূর্ণ কটাহ-মধ্যে স্থাপিত করিলেন।[৪] তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যার পথ ও চত্বর সকল অশ্রু-পূর্ণকণ্ঠ জনগণে সমাকুল হওয়ায়, সেই নগরী সূর্য্যহীন গগন ও নক্ষত্রহীন রজনীর ন্যায় প্রভাহীনা হইল। দশরথের মৃত্যু হইলে, অযোধ্যানিবাসী কি নর, কি নারী সকলে দলে দলে মিলিত হইয়া ভরত-মাতা কৈকেয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারিল না। ২৩-২৯

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

কাহারই মনে কিছুমাত্র আহ্লাদ নাই; সকলেই সাশ্রুকণ্ঠে অনবরত রোদন করিতেছে। এই প্রকার শোকে ও দুঃখে ঐ রাত্রি যেন অতিমাত্র দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অনন্তর উহা অতি কষ্টে প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে, সূর্য্যের উদয়মাত্রে সমুদয় রাজ-কার্য্যনির্ব্বাহকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ সভাস্থ হইলেন। তৎকালে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও পরম যশস্বী জাবালি, এই সকল ব্রাহ্মণ রাজার অন্তিম কার্য্য সম্পাদনার্থ তথায় সমবেত হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া, রাজকার্য্য সম্বন্ধে যাঁহার যে অভিপ্রায়, তদনুরূপ কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথ পুত্র-শোকে পঞ্চত্ব পাওয়াতে এই রজনী আমাদের শত বর্ষের তুল্য বোধ হইয়াছে। অতি কষ্টেই আমরা ইহা যাপন করিয়াছি। মহারাজ স্বর্গে গেলেন; রাম অরণ্য আশ্রয় করিলেন; তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হইলেন; এ দিকে আবার শত্রুদমন ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই জনই কেকয়রাজ্যে রাজগৃহ নামক নগরে মাতামহের আলয়ে বাস করিতে-ছেন। এইরূপে আমাদের এই অরাজক রাজ্য আশু বিনষ্ট হইবে। অতএব ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণের মধ্যে অদ্যই কাহাকে রাজা করা হউক। ১-৮

৪। পর্য্যুষিতদাহনিষেধবোধক বচন সকল ব্রাহ্মণ বিষয়ে বুঝিতে হইবে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নাই। এই স্থানে সুহৃদ্বর্গের মিলিত বিচারে পুত্রের আগমনকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা স্থিরীকৃত হইয়া রাজদেহ তৈলদ্রোণীতে রাখা হইয়াছিল, ইহা হইতে বুঝা যায়, কেহ কেহ বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে, "দৈববশতঃ রাজার পুত্রগণমধ্যে যখন কেহই অযোধ্যায় উপস্থিত নাই, তখন যে কোন প্রকারে রাজার দেহ সংস্কার করা হউক," রাজার দেহ দাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞাতি-বর্গের অশৌচ হয় নাই, অনগ্নিকের মরণাবধি অশৌচ হয়, সাগ্নিকের দাহানন্তর অশৌচ হয়, যথা—"মরণাদেব কর্ত্তব্যং সংস্কারো যস্য নাগ্নিনা। দাহাদূর্দ্ধ্বমশৌচং স্যাদ্যস্য বৈতানিকো বিধিঃ॥"

রাজ্য অরাজক হইলে, বিদ্যুন্মালাযুক্ত গর্জ্জনকারী মেঘ দিব্য জলধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করে না। রাজ্য অরাজক হইলে, বীজ বপন হয় না। রাজ্য অরাজক হইলে, পুত্র পিতার বশ এবং স্ত্রী স্বামীর বশীভূত হয় না। অরাজক রাজ্যে ধন থাকে না এবং অরাজক রাজ্যে স্ত্রী সকলও বিনষ্ট হয়। অরাজক রাজ্যে এইরূপ অত্যাহিত ঘটিয়া থাকে, অরাজক রাজ্যে ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারে সত্য ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে, অরাজক রাজ্যে লোক সকল হৃষ্ট হইয়া ন্যায়াদি বিচার জন্য সভা করে না অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্য-জনক গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়ব্রত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করেন না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্ ব্রাহ্মণ সকলও প্রধান প্রধান যজ্ঞ সকলে ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা প্রদান করেন না। অরাজক রাজ্যে যদ্দারা রাজ্যের উন্নতি সম্পন্ন হয়, তাদৃশ সভা উৎসব সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না এবং নট ও নর্ত্তক সকল প্রফুল্লচিত্তে বাস করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে পণ্যজীবিগণের সমুদায় প্রয়োজন ব্যর্থ হইয়া থাকে এবং যে সকল লোক পুরাণ প্রভৃতি কথা শুনিতে আসক্ত, তাহারাও কথা-কথনে অনুরক্ত পৌরাণিকদিগের কথায় আর অনুরাগ প্রকাশ করে না। অরাজক রাজ্যে স্বর্ণালঙ্কারভূষিত কুমারীগণ সন্ধ্যাকালে একত্র মিলিত হইয়া ক্রীড়ার্থ উদ্যানে গমন করে না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্‌দিগের বিশিষ্টরূপে ধন রক্ষিত হয় না এবং যাহারা কৃষিকার্য্য ও গো-রক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা দ্বার খুলিয়া শয়ন করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে কামী পুরুষগণ শীঘ্রগামী বাহন সকলে আরোহণ করিয়া, স্ত্রীগণের সহিত অরণ্য-বিহারে প্রস্থান করে না। অরাজক রাজ্যে ষষ্টিবর্ষীয় বৃহদ্দন্ত হস্তী সকল গলদেশে ঘণ্টা ধারণ-পূর্ব্বক রাজপথ সকলে বিচরণ করে না। অরাজক রাজ্যে বাণ ও অস্ত্র সকলের অভ্যাসসময়ে অনবরত শরসমূহে অভ্যাসনিরত পুরুষগণের তলশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। অরাজক রাজ্যে দূরদেশগামী বণিক্‌গণ বহুতর পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, নিরাপদে পথ চলিতে পারে না। যাঁহাদের মন ব্রহ্মের ধ্যানধারণায় আসক্ত, তাদৃশ যতি ও জিতেন্দ্রিয় ঋষিও অরাজক রাজ্যে সন্ধ্যাসময়ে যেখানে সেখানে থাকিতে পারেন না। অরাজক রাজ্যে অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষা হয় না এবং সেনাগণ যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষের বলবিক্রম সহ্য করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে লোক সকল উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং সুসজ্জিত রথ সকলে আরোহণ করিয়া, সহসা ও নিরুদ্বেগে গমন করিতে সমর্থ হয় না। অরাজক রাজ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ বন বা উপবনে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে ব্রতশীল লোক সকল দেবতার অর্চ্চনা জন্য মাল্য, মোদক ও দক্ষিণা প্রদান করেন না এবং রাজপুত্রগণ চন্দন ও অগুরু-চর্চ্চিত হইয়া, বসন্তকালের বৃক্ষ সকলের ন্যায় বিরাজমান হয়েন না। নদী জলহীন হইলে বন তৃণহীন হইলে এবং গোসমূহ গো-পালকহীন হইলে, যেমন নিতান্ত শোচনীয় হয়, রাজ্য অরাজক হইলে তেমনি সর্ব্বাংশেই নষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ ধ্বজ রথের এবং ধূম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ যে রাজা প্রজাগণের চিহ্নস্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্য অরাজক হইলে, কাহারও কোন দ্রব্য নিজের বলিয়া থাকে না। লোক সকল মৎস্যের ন্যায় সর্ব্বদাই পরস্পরকে বিনাশ করিয়া থাকে।[১] যে সকল নাস্তিক বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বে

১। ইহার নাম মাৎস্যন্যায়, প্রবল মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ রাজা না থাকিলে প্রবল ব্যক্তিগণ দুর্ব্বলকে বিনাশ করিয়া ধন-রত্ন প্রভৃতি অপহরণ করে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ১মাধিকরণে ৪র্থাধ্যায়ে আছে—

"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি। বলীয়ান্ অবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে। তেন গুপ্তঃ প্রভবতি।"

গৌড়েও এক সময়ে মাৎস্যন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন প্রজাগণ ধর্ম্মপালের পিতা গোপালদেবকে মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য রাজ-পদে বরণ করিয়াছিল।

রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও দণ্ডভয়রহিত হইয়া, স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত-নিবারণে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত, রাজাও সেইরূপ রাজ্যমধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম সমুৎপাদন-পূর্ব্বক প্রজাগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কুলবান্‌দিগের কুল, রাজাই পিতা ও মাতা এবং রাজাই লোক সকলের হিতসাধন করেন। ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ, ইঁহাদের অপেক্ষাও রাজার গৌরব অধিক ; কেন না, রাজা সমুদায় লোকপাল-গুণেই ভূষিত।[২] ভাল ও মন্দের ব্যবস্থাপক রাজা যদি সংসারে না থাকিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যাভাবে অন্ধকারে যেমন কিছুই জ্ঞান হয় না, তেমনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানা যাইত না। মহারাজ যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখনও আমরা আপনার কথার অবাধ্য হইয়া চলি নাই ; এক্ষণেও আপনিই আমাদের গতি। সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে লঙ্ঘন করে না, আমরাও তেমনি আপনার বাক্য লঙ্ঘন করি না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দশরথ না থাকাতে আমরা সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়াছি এবং রাজ্যও বন হইয়াছে; ইহাই ভাবিয়া আপনি এখন ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত বা অন্য কাহাকেও অভিষিক্ত করুন। ৯-৩৮

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

মহামুনি বশিষ্ঠদেব ঐ সকল মিত্র, অমাত্য ও দ্বিজোত্তমগণের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহাদের সকলকে এই কথা বলিলেন,—রাজা দশরথ ভরতকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন মাতুলকুলে ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছেন ; অতএব দ্রুতগামী বার্ত্তাবহগণ সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে আনিবার জন্য অশ্বারোহণে সত্বর গমন করুন। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব? তখন সকলেই বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,—দূতগণ এখনই গমন করুক। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—হে সিদ্ধার্থ! হে বিজয়! হে জয়ন্ত! হে অশোক! হে নন্দন! আমি তোমাদের সকলকেই বলিতেছি, তোমরা আসিয়া, যাহা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। তোমরা দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ-পূর্ব্বক সত্বর রাজগৃহে গমন করিয়া, আমার আদেশানুসারে শোক ত্যাগ করত ভরতকে এই কথা বলিবে,—কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রিগণ আপনাকে কুশল-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বলিয়াছেন, আপনি সত্বরে এখান হইতে অযোধ্যায় প্রস্থান করুন। কালাতিক্রমণের অযোগ্য, অত্যাবশ্যক কার্য্য আপনার করিতে হইবে। রাম বনে গিয়াছেন এবং দশরথের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে সাবধান! রঘুকুলের এই সকল অমঙ্গল-কথা কোনমতেই তাঁহাকে বলিবে না। তোমরা এখন কেকয়রাজ ও ভরতের জন্য উৎকৃষ্ট আভরণ ও পট্টবস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া সত্বর প্রস্থান কর। এই বলিয়া তিনি দূতদিগকে পাথেয় ও আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিলে, তাহারা কেকয়রাজ্যে গমন করিতে উৎসুক হইয়া, বেগবান্ অভিপ্রেত অশ্ব সকলে আরোহণ-পূর্ব্বক স্ব স্ব আলয়ে[১] প্রস্থান করিল। ১-১০

অনন্তর প্রস্থানের উপযুক্ত বিশিষ্টরূপ আয়োজন করিয়া, বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সত্বর হইয়া যাত্রা করিল। অপরতাল নামক জনপদের পশ্চিমসীমাস্থ প্রলম্ব দেশের উত্তর দিয়া গমন করিয়া মালিনী নদীর

২। যমের মাত্র দণ্ডবিধানের শক্তি, কুবেরের ধনদত্ব, ইন্দ্রের পালকত্ব, বরুণের সদাচারপরায়ণতা আছে, রাজার এই চারিজনের সকল গুণই থাকে, এই জন্য রাজা পূজনীয়।

১। স্ত্রীপুত্রাদির নিকট নিজেদের কেকয়রাজ্যে গমনের এ সংবাদ বলিবার নিমিত্ত স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছিল, অশ্ব সকল দ্রুতগামী অথচ দূরদেশগমনে সক্ষম, এই জন্যই দূতগণের সম্মতি ছিল।

মধ্য দিয়া ঐ সকল স্থান অতিক্রম করিয়াছিল।[২] পরে হস্তিনাপুরে যাইয়া, গঙ্গা পার হইয়া, পাঞ্চাল-রাজ্যে পদার্পণ-পূর্ব্বক কুরুজাঙ্গল প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।[৩] পথিমধ্যে প্রফুল্ল সরোবর ও নির্ম্মল জলপূর্ণ নদী সকল তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল; কিন্তু তাহারা কার্য্যবশতঃ কুত্রাপি বিলম্ব না করিয়া, অতিদ্রুত গমন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা নানাপ্রকার জলচর পক্ষীর আশ্রয়, সুবিপুল ও নির্ম্মলজলপূর্ণ, পরম রমণীয় শরদণ্ডা নদী অতিক্রম করিয়া, তাহার পশ্চিমতীরবর্ত্তী সত্যোপযাচন নামক নিকূলবৃক্ষ-নিকটে গমন করিল। ঐ তরুর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে; এই জন্য উহার সত্যোপযাচন নাম হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত সকলেই উহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তাহারা ঐ তরুবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া, কুলিঙ্গা নাম্নী নগরীতে প্রবেশ করিল। তথা হইতে অভিকাল এবং অভিকাল হইতে তেজোভিভবন নামক গ্রাম দুইটি অতিক্রম করিয়া, পরে, ইক্ষ্বাকুগণের পুরুষপরম্পরায় অধিকৃত পরম পবিত্র ইক্ষুমতী নদী পার হইল। পার হইবার সময়ে, ইক্ষুমতীর তীরে যে সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণ অঞ্জলিমাত্র জলপান করিয়াই প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, বাহ্লীক দেশের[৪] মধ্য দিয়া সুদামা নামক পর্ব্বতে উপনীত হইল। তথায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন,[৫] বিপাশা ও শাল্মলী নামক নদীদ্বয় এবং তদ্ভিন্ন অনেক নদী, সরোবর, তড়াগ, পল্বল, পুষ্করিণী, বিবিধ সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও হস্তী সকল দর্শন করত, প্রভুর আদেশপালনে সমুৎসুক হইয়া, ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। পথের দূরত্ব বশতঃ তাহাদের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল; তথাপি তাহারা বিলম্ব না করিয়া সত্বরে গিরিব্রজ নামক কেকয়পুরে উপনীত হইল।[৬] এইরূপে তাহারা প্রভুর প্রিয়সাধন, প্রজাগণের রক্ষা এবং রঘুবংশের উদ্ধার জন্য কোনমতেই উপেক্ষা না করিয়া, রাত্রিতেই কেকয়নগরে উপনীত হইয়াছিল। ১১-২৩

একোনসপ্ততিতম সর্গ

যে রাত্রিতে দূতগণ নগরে প্রবেশ করে, ভরত সেই রাত্রিতেই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন। রাজাধিরাজপুত্র ভরত রাত্রিপ্রভাতসময়ে[১] তাদৃশ

২। এই শ্লোকটির অর্থ টীকাকারগণ বিভিন্নরূপ করিয়াছেন, যথা—অযোধ্যা হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া অপরতাল ও প্রলম্বদেশের মধ্যে প্রবাহিত মালিনী নদী পার হইয়া উত্তরমুখে কিছু দূর গমন করিয়া তার পর প্রলম্বের উত্তরদিক দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছিল। অপর অর্থ—অপরতালের দক্ষিণভাগ ও প্রলম্বের উত্তরভাগে অবস্থিত মালিনী নদীর তীর দিয়া উভয় দেশের মধ্যপ্রদেশবর্ত্তী পথে গমন করিয়াছিল। অপর অর্থ—অপরতাল ও প্রলম্ব দুইটি পর্ব্বত, উহাদের মধ্যে মালিনী নদী প্রবাহিত, প্রথম অযোধ্যা হইতে পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া উত্তরমুখে কিছু দূর মালিনী নদীর তীরপথে যাইয়া প্রলম্বের উত্তরদিক্ দিয়া পশ্চিমমুখে দূতগণ গমন করিয়াছিল।

৩। উত্তরপশ্চিমদিকে গমন করিতে হস্তিনাপুরসমীপে অগ্নিকোণাভিমুখে প্রবাহিত গঙ্গা পার হইয়া—কুরুজাঙ্গলদেশ অর্থাৎ কুরুরাজ্যের একাংশে জনগণের বাস ও অপরাংশ জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় তাহাকে কুরুজাঙ্গল বলিত, উহার মধ্য দিয়া পাঞ্চালদেশ প্রাপ্ত হইয়া দূতগণ গমন করিয়াছিল।

৪। ইক্ষুমতী নদীতীরস্থ বাহ্লীকদেশীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও অঞ্জলিতে জলপান করেন, ইহা দেখিয়া দূতগণ গমন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বাহ্লীকদেশের অত্যন্ত অনাচার সূচিত হইয়াছে। যে দেশে বেদপারগ ব্রাহ্মণেরাই ঐরূপ কার্য্য করে, সে দেশে অন্যের কথা আর কি বলিব, মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে কর্ণ-শল্য-বিবাদে কর্ণ বলিয়াছিল যে—

"বাহ্লীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ"

৫। সুদামা পর্ব্বতে বিষ্ণুপদাঙ্কিত স্থান আছে, বিপাশা সুদামা পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত, শাল্মলী নদী, কেহ কেহ বলেন, বিপাশাতীরবর্ত্তী শিমূলবৃক্ষ। পথবিশেষ বর্ণন দ্বারা তীর্থভূমি বলিয়া অপর লোকেও যাহাতে গমন করিতে পারে, এই জন্য ঋষি উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। কোন কোন পুথিতে পাঠ আছে—

'সপ্তরাত্রেণ গত্বা বৈ দূতাস্তে শ্রান্তবাহনাঃ'

এই সর্গে প্রাচীন টীকাকার কতকের প্রদত্ত সংখ্যা দৃষ্টে জানা যায়, ৬টি শ্লোক নাই। অর্থাৎ কতক এই সর্গে ২৮ শ্লোক বলিয়াছেন।

১। প্রভাতকালের স্বপ্ন অতি শীঘ্র ফল প্রদান করে বলিয়াই ভরত অতিশয় পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

অপ্রিয় স্বপ্ন দর্শন করিয়া অতিশয় পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে অসুখ জন্মিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যগণ ঐ অসুখ নিবারণ জন্য সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার শান্তির জন্য বীণাবাদন করিতে লাগিলেন, কেহ নৃত্য আরম্ভ করাইয়া দিলেন, কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ভরতকে আপনাদের পরম প্রীতিভাজন বলিয়া, ঐ সকল বয়স্যের বিলক্ষণ বোধ ছিল। যাহা হউক, দশ জনে মিলিত হইয়া সচরাচর যেরূপ হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ হাস্য-পরিহাস দ্বারাও রঘুনন্দন মহাত্মা ভরতকে কোনমতেই আনন্দিত করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে এক জন প্রিয়সখা মিত্রমণ্ডলীমণ্ডিত ভরতকে কহিলেন,—সখে ! সুহৃদ্গণ নানা প্রকারে তোমার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেছেন, কি নিমিত্ত তুমি সে সকলে মন দিতেছ না? তিনি এই কথা বলিলে, তদুত্তরে ভরত তাঁহাকে বলিলেন,—১-৭

ভাই ! আমি যে কারণে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, শ্রবণ কর।—আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, পিতা দশরথ আলুলায়িত-কেশে মলিন-বেশে পর্ব্বতের শিখর হইতে গোময়পূর্ণ পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইতেছেন, অনন্তর দেখিলাম, তিনি সেই গোময়-হ্রদে ভাসিতে ভাসিতে বারংবার যেন হাস্য করিয়া, অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনঃ পুনঃ তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া, অধোমস্তকে তৈলেই অবগাহন করিলেন। পুনরায় স্বপ্নে দেখিলাম, সাগর শুষ্ক হইয়াছে, চন্দ্রদেব ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অন্তর্হিত হইয়াছেন; রাজার বহনকারী হস্তীর দন্ত সকল ভগ্ন হইয়াছে, হুতাশন জ্বলিতে জ্বলিতে সহসা নির্ব্বাণ হইয়াছেন, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছেন, বৃক্ষ সকল শুষ্ক হইয়াছে এবং পর্ব্বত সকল ছিন্নভিন্ন ও ধূম-সমন্বিত হইয়াছে। কৃষ্ণায়স-নির্ম্মিত পীঠের উপরে উপবিষ্ট মলিনবসন রাজাকে কৃষ্ণ ও পিঙ্গল উভয় বর্ণ-মিশ্রিত স্ত্রীগণ প্রহার করিতেছে। ধর্ম্মাত্মা রাজা ত্বরাপর হইয়া, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ-পূর্ব্বক গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিতেছেন। আরও দেখিলাম, কোন বিকটবদনা রাক্ষসী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, যেন অট্টহাস্য করিতে করিতে রাজাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি এই রাত্রিতে এই প্রকার ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার বা রাজার কিংবা রামের, অথবা লক্ষ্মণের মৃত্যু হইবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করে, অচিরাৎ চিতামধ্যে তাহার ধূমাগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি এবং তোমাদের কথায় প্রীতি অনুভব করিতে পারিতেছি না; বলিতে কি, আমার অতিমাত্র কণ্ঠশোষ উপস্থিত এবং মনও নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে। ভয়ের এই সমস্ত কারণ যদিও এখন দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু মনে যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা কোনমতেই দূর করিতে পারিতেছি না। আমার স্বর বিকৃত হইয়াছে ও শারীরিক লাবণ্যপ্রভা নিষ্প্রভ হইয়াছে এবং আমি কেন জন্মিয়াছি, ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকেও যেন নিন্দা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু নিন্দার কারণ কিছুই দেখিতেছি না। পূর্ব্বে কখন এইপ্রকার বিচিত্র দুঃস্বপ্ন মনেও ভাবি নাই; সুতরাং উহা দেখিয়া অবধি রাজাকে আর দেখিতে পাইব কি না, চিন্তা করিয়া মনোমধ্যে যে গুরুতর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা কোনও মতেই দূর হইতেছে না। সখে!

রাজার দর্শনবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কোন চিন্তাই ছিল না।[২] ৮-২১

সপ্ততিতম সর্গ

মনস্বী ভরত সুহৃদ্গণ-সমক্ষে এই প্রকার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতেছেন, এমন সময় শ্রান্তবাহন দূতগণ দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা অতিক্রম করিয়া রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করিল। তথায় রাজা ও রাজপুত্র যুধাজিৎ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর দূতগণ নিজ প্রভু ভরতের পাদগ্রহণ করিয়া ভরতকে কহিতে লাগিল, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এবং অমাত্যবর্গ সকলেই আপনাকে কুশল-সম্ভাষণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, আপনি সত্বর এখান হইতে বহির্গত হউন, কালবিলম্বের অযোগ্য বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।[১] হে বিশাললোচন! তাঁহারা এই সকল মূল্যবান্ বসন ও ভূষণ সকল আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন; আপনি এ সকল স্বয়ং গ্রহণ করুন ও মাতুলকেও প্রদান করুন। হে নৃপনন্দন! এই সকল আনীত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি মূল্যের বস্ত্র ও আভরণ আপনার মাতামহের এবং অপর দশ কোটি মূল্যের আভরণ আপনার মাতুলের; তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত প্রদান করুন।[২] তখন মাতুলাদির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত রাজপুত্র ভরত তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া, মনোমত বস্তুসমূহ প্রদান করিলেন, এবং দূতগণকে অন্নপানাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—মদীয় পিতৃদেব নরনাথ দশরথ কুশলে আছেন ত? রাম ও মহাত্মা লক্ষ্মণের ত কুশল? রাজার মধ্যমা মহিষী এবং বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী ধর্ম্মজ্ঞা সুমিত্রাও নীরোগে আছেন ত? আর সর্ব্বদা যিনি আপনারই ইষ্ট-সিদ্ধির অভিলাষ করেন এবং আপনাকে বিশিষ্টরূপ জ্ঞানশালিনী বলিয়া যাঁহার বোধ আছে,[৩] সেই অত্যন্ত কোপনস্বভাবা মদীয় মাতা কৈকেয়ীও ত আরোগ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন? ১-১০

মহাত্মা ভরত এই প্রকার কহিলে, দূতগণ সবিনয়-বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিল,—হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব যাত্রার জন্য আপনার রথযোজনা করা হউক।[৪] দূতগণ এইপ্রকার কহিলে, ভরত পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন,— তবে, আমি এখন এই বলিয়া মাতামহের নিকট বিদায় লইয়া আসি যে, দূতগণ লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে অতিমাত্র ত্বরা দিতেছে। নৃপনন্দন ভরত তাহাদিগকে এই কথা কহিয়া, তাহাদের কথা-মতে মাতামহকে গিয়া বলিলেন,—রাজন্! দূতগণ শীঘ্র যাইতে হইবে বলিয়া ত্বরা দিতেছে; অতএব

২। পূর্ব্বে যে বিষয় চিন্তা না করা যায়, সেই বিষয়ের স্বপ্ন অমোঘ হইয়া থাকে। এই সর্গে—"অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি খরৈর্ব্বার্হৈর্নীয়মানং" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে চিন্তা করিলে পর যে স্বপ্ন দেখা যায়, উহা নিষ্ফল হয়, প্রত্যূষে দৃষ্ট স্বপ্ন সত্ত্ব ফল প্রসব করে, ঐ সকল দ্রষ্টার বা তাহার আত্মীয়গণের মধ্যে ফলে, ইহা বলা হইয়াছে।

১। আত্যয়িক শব্দটি মূলে বহুবার উক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ বহু, এখানে কালাতিক্রমণের অযোগ্য, দুষ্কর, অতিক্রমকৃচ্ছ, মরণ, দণ্ড, দোষ ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ হয়।

২। এইরূপ বহুমূল্য দ্রব্য ভিন্ন মহারাজপুত্র ভরতের ঐ সকল দ্রব্য প্রদানে বহু সম্মান হইতে পারে না।

৩। ভরতের প্রশ্ন সকল মাতৃগণ বিষয়ে যাহার যেরূপ স্বভাব, ঠিক তাহারই অনুবাদ, দূতগণের অস্পষ্ট উক্তি হইতে ভরতের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, কৈকেয়ী হয় ত কিছু করিয়া থাকিবেন। সেই জন্যই নিজমাতার বিশেষণমধ্যে আত্মকামা বলা হইয়াছে।

৪। এই লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতেছেন, ইহা দ্বারা অমঙ্গলাশঙ্কা নিবৃত্তি করা হইয়াছে, এবং ভরত নারায়ণাবতার, তাঁহার পত্নীও ঐ সময়ে ঋতুকালে উপস্থিত হইয়াছে,এই কথা ভঙ্গ্যন্তরে বলিবার কারণ—ঐ সম্বন্ধে ভরত আর কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। ঐ সকল দূতের ভরত-নিকটে মিথ্যা বলিবার বিশেষ ভয় ছিল, অথচ বশিষ্ঠদেবের আদেশও পালন করিতে হইবে, এই জন্য তাহারা নানার্থ বাক্য ব্যবহার করিয়াছিল।

আমি এখন পিতৃদেবের নিকট গমন করিব। আবার আপনি যখন আমায় স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ ভরতের শিরশ্চুম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন,—ভরত! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎ-পুত্রের জননী হইয়াছেন। আমি অনুমতি দিতেছি, হে শত্রুদমন! তথায় যাইয়া মাতা-পিতাকে আমাদের কুশল বলিও। পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণসমূহ এবং মহাধনুর্দ্ধর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা সকলকেই অনাময় জানাইও। ১১-১৮

এই বলিয়া কেকয়পতি, ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া, উত্তম হস্তী, চিত্রকম্বল ও অজিনসমূহ প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রকাণ্ডকায় কুক্কুর সকল দিলেন। ঐ সকল কুক্কুর অন্তঃপুরমধ্যেই যত্ন-পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাই উহাদের অস্ত্র এবং উহাদের বলবীর্য্য ব্যাঘ্র সদৃশ। অনন্তর তিনি কৈকয়ীপুত্র ভরতকে সবিশেষ সমাদর-পূর্ব্বক দুই সহস্র স্বর্ণময় নিষ্ক[৫] ও ষোড়শ শত অশ্ব প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অনুচর হইবার নিমিত্ত কতক-গুলি আপনার মনোমত, বিশ্বস্ত ও গুণবান্ অমাত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর ভরতের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাকে ইন্দ্রশিরনামক দেশোৎপন্ন ঐরাবত-বংশীয় পরম সুদৃশ্য হস্তিসমূহ এবং উত্তমরূপে বহন করিতে সমর্থ বেগগামী গর্দ্দভ সকল প্রদান করিলেন। কিন্তু অতি ত্বরায় যাইতে হইবে বলিয়া, কৈকেয়ীপুত্র ভরত মাতামহের প্রদত্ত ধনলাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দূতগণ ত্বরা দেওয়াতে এবং রাত্রিতে স্বপ্ন দেখাতে তাঁহার মনোমধ্যে তৎকালে বিষম উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল। তিনি সত্বর আপনার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য-পরিপূর্ণ রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহা অতিক্রম করিয়াই, পরম উৎকৃষ্ট অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীমান্ ভরত ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না।[৬] তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া, মাতামহ ও মাতুলের নিকট বিদায় হইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। তখন ভৃত্যগণ মণ্ডলাকারচক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দ্দভ এই সকলে যোজনা করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল। সিদ্ধপুরুষ যেমন ইন্দ্রলোক হইতে বিনির্গত হয়েন, অজাতশত্রু মহাত্মা ভরতও তেমনি মাতামহের আত্মসদৃশ সুবিশ্বস্ত অমাত্য এবং সৈন্য-সমূহে সুরক্ষিত হইয়া, শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ১৯-৩০

৫। 'নিষ্ক' বক্ষোভূষণ—'হার' অথবা 'দীনার' মুদ্রাবিশেষ।

৬। ভরত মাতামহাদির নিকট গমনের অনুমতি ও ধনাদি লাভ করিয়া যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে নিজ গৃহে গিয়াছিলেন। অথবা ভরতের দুঃস্বপ্নবৃত্তান্ত ও দূতাগমন জানিতে পারিয়া কেকয়রাজ ও তৎপুত্র যুধাজিৎ ভরতগৃহে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে বসিয়াই ধনাদি দান করেন, ভরত যাত্রা করিয়া রাজপথে নির্গত হইলেন, পরে মাতামহ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করেন।

একসপ্ততিতম সর্গ

তদনন্তর মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়া, সুদামানদী দর্শন করিয়া ও উহা পার হইয়া ক্রমান্বয়ে অতিদূরবিস্তৃত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হ্লাদিনী নামক নদী ও শতদ্রু নদী পার হইলেন।[১] অনন্তর ঐলধান-গ্রাম-বাহিনী নদী অতিক্রম-পূর্ব্বক অপরপর্ব্বত নামক জনপদে সকলে উপনীত এবং শিলা ও আকুর্ব্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন।[২] তথায় তিনি

১। ভরতের আনয়নার্থ দূতগণ যে পথে গমন করিয়াছিল, ভরত সে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, দূতগণ অতি শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য কানন-পথে গিয়াছিল, ভরত চতুরঙ্গ সৈন্য সহ যে পথে যাওয়া যায়, তাদৃশ পথে আসিয়াছিলেন, দূতগণের গমনকালীন যে সকল স্থানের নাম কথিত হইয়াছিল, তাহার একটিরও নাম এ স্থানে দেখা যায় না।

২। "শিলামাকুর্ব্বতীং" মূলে এই পাঠ আছে। ইহার অর্থ—যে নদী নিরন্তর শিলা বহন করে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড যে নদীর স্রোতে নিরন্তর বহন করিয়া আনে, অথবা ঐ নদীর মধ্যে পতিত বস্তুকে শিলা করা যাহার স্বভাব। শিলাপ্রায় কাষ্ঠ-নৌকার সাহায্যে ঐ নদী পার হইতে হয়। কতক মতে আগ্নেয় ও শল্যকর্ষণ গ্রামদ্বয়, তন্মধ্যে শিলাবহা নদী প্রবাহিত।

শুচি হইয়া শিলাবহা নদী দর্শন-পূর্ব্বক প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া, চৈত্ররথ বনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সরস্বতী-গঙ্গা-সঙ্গমে সমাগত হইয়া,[৩] বীরমৎস্য দেশের উত্তরস্থ ভারুণ্ড নামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অতিশয় বেগবতী সকললোকাহ্লাদকারিণী পর্ব্বত-পরিবৃতা কুলিঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া, যমুনায় গমন-পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে তথায় বিশ্রামাদি করাইলেন। অশ্বগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। যমুনাজলে স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বশরীর সুশীতল করিয়া এবং ঘাসাদিদানে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং তাহাতে স্নান ও পানক্রিয়া সমাধান করিলেন। অনন্তর পবিত্রবোধে সেই জল গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং বায়ু যেমন অবাধে আকাশ অতিক্রম করিয়া যায়, তিনিও তেমনি সুপ্রশস্ত অরণ্যপথে সুনিপুণ ভদ্রজাতীয় গজে জনসমাগমবর্জ্জিত শূন্য মহারণ্য পার হইলেন। অনন্তর তিনি অংশুধাম গ্রামে মহানদী গঙ্গা অতি কষ্টে পার হইতে হয় জানিয়া, প্রাগ্‌বট নামক বিখ্যাত নগরে আগমন করিলেন। পরে তথায় গঙ্গা নদী পার হইয়া সসৈন্যে কুটিকোষ্টিকা নদীতে সমাগত ও তাহা পার হইয়া, ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে উপনীত হইলেন। ১-১০

তদনন্তর তোরণ গ্রামের দক্ষিণভাগস্থ জম্বুপ্রস্থ গ্রামে সমাগত হইয়া, পরে পরম মনোহর বরূথগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য রমণীয় অরণ্যে বাস করিয়া পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়া প্রিয়কর বৃক্ষশালী উজ্জিহানা নাম্নী নগরীর উপবনে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় প্রিয়ক বৃক্ষের নিকটে গিয়া 'আমি শীঘ্র যাইতেছি, তোমরা ধীরে ধীরে গমন কর,' সৈন্যদিগকে এইপ্রকার অনুমতি দিয়া দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথে সত্বর যাত্রা করিলেন[৪] এবং সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে একরাত্রি বাস করিয়া, পরে পার্ব্বতীয় অশ্বগণ সাহায্যে ঐ গ্রামের উত্তর-দিগ্‌বাহিনী উত্তানিকা নদী এবং অন্যান্য নদী সকল পার হইয়া, হস্তিপৃষ্ঠক নামক গ্রামে আসিয়া তথায় কুটিকা নাম্নী নদী পার হইয়া, লৌহিত্য-গ্রামে কপিবতী নদী পার হইলেন। পরে একমালগ্রামে স্থাণুমতী ও বিনত গ্রামে গোমতী নদী পার হইয়া, কলিঙ্গনগর-নিকটে শালবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার বাহন সকল পরিশ্রান্ত হইলেও তিনি সত্বর তথায় আগমন ও সত্বরই রাত্রিতে সেই বন অতিক্রম করিলেন। তরুণোদয়সময়ে রাজা মনুর প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা দর্শন করিলেন। পথে তাঁহার সাত রাত্রি অতীত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি সম্মুখেই অযোধ্যা দর্শন করিয়া সারথিকে কহিলেন,—১১-১৯

সারথে! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ-পালিতা, পুণ্যোদ্যান-সমন্বিতা, যশস্বিনী এবং বেদপারগ যাগশীল গুণশালী সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণসেবিতা, সমৃদ্ধা অযোধ্যানগরীকে দূর হইতে স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে না, গোময়াদি লেপনাভাবে গৃহমৃত্তিকা সকল পাণ্ডুবর্ণ দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে অযোধ্যার চারিদিকে নরনারীগণের অতি তুমুল কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু আজি আর উহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে কামী পুরুষগণ যে সকল উপবনে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রীড়া করিত এবং ক্রীড়াবসানে প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিত, আর তাহারা সে সকলে বিচরণ করে না। ঐ দেখ, সেই উপবন সকল আজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে এবং আমারও উহাদিগকে যেন মহারণ্য বোধ হইতেছে। ফলতঃ সমস্ত অযোধ্যাই যেন আমার বন

৩। সরস্বতী পশ্চিমদিকে যাহার প্রবাহ, গঙ্গা পদেও পশ্চিম-প্রবাহা, হ্রচক্ষু সীতা নাম্নী গঙ্গারই অংশবিশেষ, এই তিনটি পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গাপ্রবাহ। ঐ সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল লাভ করিয়া অথবা পাশাপাশি ভাবে প্রবাহিত নদীদ্বয় লাভ করিয়া—বীরমৎস্যদেশের উত্তরদিকে ভারুণ্ড বনে প্রবেশ করিলেন।

৪। উজ্জিহানা নগরীর পর স্বদেশে কোন ভয় নাই বলিয়াই তাহাদিগকে ধীরে আসিতে বলিয়া অতি অল্প লোকবল সঙ্গে লইয়া ভরত দ্রুত গমন করিয়াছিলেন।

বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে হস্তী, অশ্ব ও অন্যবিধ যান-সমূহে আরোহণ করিয়া, ইতস্ততঃ নির্গত বা প্রবিষ্ট হইতে দেখা যাইত, আজি আর সে প্রকার দেখা যাইতেছে না। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন; তথাপি এখনও মৃগ ও পক্ষীদিগকে মত্ত হইয়া অনুরাগভরে মধুর স্বরে বারংবার কলরব করিয়া, শব্দ করিতে শুনা যাইতেছে না। এই সমস্ত উদ্যান কামিগণের আনন্দ-কোলাহলে পূর্ব্বে প্রতিধ্বনিত হইয়া আনন্দিত থাকিত; কিন্তু অদ্য ইহারা সর্ব্বথা নিরানন্দ হইয়াছে দেখিতেছি। ইহাদের বৃক্ষসকল পত্রমোচনচ্ছলে পথে যেন অশ্রুবর্ষণ করিয়া রোদন করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আজি চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত ধূপগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া, সুনির্ম্মল শোভন বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না। পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণাযন্ত্রের বাদনদণ্ড হইতে সর্ব্বদাই পরম প্রফুল্লভাবে শব্দ উত্থিত হইত, আজি কি জন্য তাহাও নিবৃত্ত হইয়াছে? অশুভ ও অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত সকল পদে পদেই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। তাহাতে আমার মন সাতিশয় অবসন্ন হইয়া উঠিতেছে। হে সূত! বিহ্বল হইবার কোন প্রকার কারণ না থাকিলেও, হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিতেছে, আমার বন্ধুগণ কোনমতেই আর কুশলে নাই। ২০-৩১

অনন্তর সেই শ্রান্ত-হৃদয় ভরত বিষণ্ণ, ক্ষুভিতেন্দ্রিয় ও ত্রাসান্বিত হইয়া শীঘ্র ইক্ষ্বাকু-পালিতা অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বাহন সকলও শ্রান্ত হইয়াছিল। তিনি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে, দ্বারপালগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল।[৫] তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; তথাপি তিনি দ্বারপালগণের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, পরে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে যাইতে নিষেধ করিলেন,—এবং কেকয়পতির সারথি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাকেও সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ! কি জন্য কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া আমাকে ত্বরা দিয়া এখানে আনা হইল, তজ্জন্য আমার মনে নানাপ্রকার অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছে এবং তজ্জন্য নিতান্ত ব্যাকুল ও অধীর হইয়া উঠিতেছি। হে সারথে! রাজাদের মৃত্যুতে যে সকল অমঙ্গল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে আমার শুনা ছিল, অদ্য সেই সকল লক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ঐ দেখ, গৃহস্থদিগের গৃহ সকল সম্মার্জ্জন-বিহীন, পরুষ, অবদ্ধকবাট, সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়াছে। কোন প্রকার উপাসনার সম্পর্ক না থাকাতে ধূপগন্ধেরও সম্পর্ক নাই। তত্রত্য কুটুম্বজনেরা অভুক্ত এবং নগরবাসীরা শোভাহীন হইয়াছে। সমস্ত গৃহভবন মাল্যশোভাহীন, অপরিষ্কৃত-প্রাঙ্গণযুক্ত ও লক্ষ্মীহীন দেখিতেছি। দেবগৃহ সকলও পূজক-পরিচারকাদি শূন্য-হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। কেহই আর প্রতিমা সকলের পূজা করে না, যজ্ঞভূমিতে আর যজ্ঞ হয় না এবং বিপণি সকলেও আর মাল্য সকলের ক্রয়-বিক্রয় নাই। বণিকদিগকেও আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লচিত্ত দেখিতেছি না। চিন্তায় তাহাদের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রয়-বিক্রয় লোপ পাওয়াতে তাহারা স্ব স্ব আপণ বন্ধ করিয়াছে। মৃগ ও পক্ষী সকলও একান্ত কাতরভাবে দেবায়তন ও চৈত্য সকলে বিচরণ করিতেছে। ফলতঃ নগরীর স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই মলিন, চিন্তাযুক্ত, কৃশ, অশ্রুপূর্ণ-লোচন এবং উৎকণ্ঠিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে দেখিতেছি। ভরত শোকভারাচ্ছন্ন হৃদয়ে সারথিকে এই প্রকার কহিয়া, অযোধ্যার সর্ব্বত্রই উল্লিখিত অনিষ্টপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া রাজভবনে

৫। "বৈজয়ন্ত ইন্দ্রের প্রাসাদের নাম, তৎসদৃশ দ্বার দিয়া, অথবা রাজধানীর পশ্চিম দিকের দ্বারের নাম বৈজয়ন্ত ছিল, এই স্থানে গায়ত্রীর ষষ্ঠ অক্ষর 'রে' দ্বারেণ ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে রামায়ণের পাঁচ হাজার শ্লোক সমাপ্ত হইয়াছে।

যাইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, অযোধ্যার চতুষ্পথ ও গৃহ সকল শূন্য এবং কবাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসরিত হইয়াছে। ইন্দ্রপুরীসদৃশ অযোধ্যার তদবস্থা দর্শন করিয়া তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহা কখনও অযোধ্যায় ঘটে নাই, নয়ন ও মনের অপ্রিয় তাদৃশ ঘটনা সকল দর্শন করিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; তজ্জন্য ঐ সকল আর নয়ন-গোচর না হয়, এই ভাবিয়া, তিনি মস্তক নত করিয়া পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৩২-৪৬

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

তিনি পিতৃগৃহে পিতাকে না দেখিয়া, মাতার সহিত সাক্ষাৎকার-মানসে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। তিনি এত দিন বিদেশে ছিলেন, এক্ষণে গৃহে আসিয়াছেন দেখিয়া, কৈকেয়ী আহ্লাদিতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ স্বর্ণময় আসন ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উহার শ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে। অনন্তর তিনি জননীর পবিত্র পদযুগল গ্রহণ করিলেন। তখন কৈকেয়ী যশস্বী ভরতের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন,—বৎস! আজ কয় রাত্রি হইল, তুমি মাতামহের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথে করিয়া শীঘ্র আসাতে পথিমধ্যে তোমার ত কোন কষ্ট হয় নাই? তোমার মাতামহ এবং মাতুল যুধাজিৎ ইঁহারা দুই জনই ত বেশ ভাল আছেন? বৎস! প্রবাসে গিয়া অবধি ত তুমি সুখে ছিলে? এই সকল আমাকে বল। কৈকেয়ী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, রাজীবলোচন ভরত তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—মাতঃ! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের গৃহ ছাড়িয়াছি। আপনার পিতা ও ভ্রাতা দুই জনই ভাল আছেন। শত্রুদমন কেকয়রাজ আমাকে যে সকল ধন ও রত্ন দিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বাহন সকল পরিশ্রান্ত হওয়াতে আমি সে সকল ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছি। রাজসন্দেশবাহী দূতগণ ত্বরা দেওয়াতেই আমি এখানে এত শীঘ্র আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। আপনার এই স্বর্ণভূষিত শয়নোপযুক্ত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে দেখিতেছি এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকেও আমার আহ্লাদিত বোধ হইতেছে না। আর আপনার এই গৃহে রাজা প্রায় সর্ব্বদাই থাকেন, তাঁহাকেও আজি দেখিতেছি না; আমি তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এখন পিতা কোথায়, আমি তদীয় পদযুগল গ্রহণ করিব। তিনি কি আমার মাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কৌশল্যার গৃহে আছেন? ইহা আমাকে বলুন। ১-১৪

অনন্তর প্রিয় সংবাদরূপে রাজমৃত্যু-সংবাদাভিজ্ঞা সেই রাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেয়ী, অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা-তৎপর ভরতকে প্রিয় বিবরণের ন্যায় সেই ঘোরতর অপ্রিয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন,—বৎস! সংসারে সকলেরই যে গতি, তোমার পিতা, রাজা, মহাত্মা, তেজস্বী, যাগশীল ও সাধুগণের আশ্রয় দশরথও সেই গতি লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মযুক্তবংশে জাত শুদ্ধস্বভাব ভরত এই কথা শুনিয়াই পিতৃশোকপ্রভাবে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, সহসা ভূমিতে পতিত হইলেন। পড়িবার সময় সেই মহাবাহু মহাবল ভরত বাহুযুগল দ্বারা ভূমি আহত করিয়া, 'হায়! হত হইলাম!' এইপ্রকার ব্যাকুল ও করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা ভরত পিতৃবিয়োগ জন্য শোকে ও দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া, অজ্ঞান ও অভিভূত অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। পিতার এই যে শয্যা পূর্ব্বে শরৎকালের রাত্রিতে চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিত গগনের ন্যায় নিতান্ত সুন্দর বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইত, আজি সেই ধীমান্ পিতৃদেবের

বিরহে চন্দ্রহীন আকাশ ও জলহীন সাগরের ন্যায় উহা শোভা পাইতেছে না। মহাবীর ভরত আপনার পরম সুকুমার মুখমণ্ডল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে অশ্রুবারি মোচন-পূর্ব্বক নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুঠার দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া শালবৃক্ষের শাখা যেমন পতিত হইয়া থাকে, দেবসদৃশ ভরত পিতৃশোকে অভি-ভূত হইয়া সেইরূপে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন দেখিয়া, কৈকেয়ী সেই চন্দ্র, সূর্য্য ও মাতঙ্গসদৃশ তেজস্বী শোকাকুল পুত্রকে ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—১৫-২৩

হে সদাশয় রাজপুত্র! উঠ, উঠ, ভূমিতে শয়ন করিয়া কেন? ভবাদৃশ সাধু-সম্মত জনগণ কখনও শোক করেন না। হে বুদ্ধিসম্পন্ন! সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, দান, যজ্ঞ, শীল, শ্রুতি ও তপস্যা-বিষয়িণী বুদ্ধি তোমাতে নিয়ত বিদ্যমানা রহিয়াছে। অনন্তর বহু-শোকাক্রান্ত ভরত অনেকক্ষণ রোদন ও ধরাতলে লুণ্ঠন-পূর্ব্বক জননীকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—মাতঃ! রাজা রামকে রাজ্য দিবেন এবং যজ্ঞ করিবেন, ইহা মনে করিয়া আমি পরম আহ্লাদে মাতামহের নিকট হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথাভূত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হই-তেছে। যিনি সর্ব্বদাই প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করিতেন, সেই পিতাকে দেখিতেছি না। মাতঃ! আমার অনুপস্থিতিতে কোন্ রোগে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে? রাম প্রভৃতি যাঁহারা স্বয়ং পিতৃদেবের সংকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। আজ যে আমি এখানে আসিয়াছি, কীর্ত্তিমান্ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেছেন না। জানিলে তিনি সত্বর হইয়া আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। আহা! অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতৃদেবের সেই সুখস্পর্শ হস্ত কোথায়? আমি ধূলিধূসরিত হইলে, তিনি সর্ব্বদাই আমাকে সেই হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতেন। যিনি আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু এবং আমিও যাঁহার অভিমত দাস, এক্ষণে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকট শীঘ্রই সংবাদ করুন, আমি আসিয়াছি। যিনি ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ, তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, আমি তাঁহার পাদ গ্রহণ করিব, তিনিই এখন আমার এক-মাত্র আশ্রয়। আর্য্যে! ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, মহাভাগ, সত্য-বিক্রম, দৃঢ়ব্রত, রাজা পিতা দশরথ মৃত্যুকালে আমার বিষয় কি বলিয়া গিয়াছেন? শুনিতে ইচ্ছা করি।২৪-৩৫

ভরত এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী তাঁহাকে যথার্থ ঘটনা বলিলেন,—হা রাম! হা সীতা! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজা পরলোকগমন করিয়াছেন। মহাগজ যেমন পাশ দ্বারা বদ্ধ হয়, তোমার পিতাও তেমনি কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, মৃত্যুসময়ে এই শেষ কথা বলিয়াছিলেন। যাহারা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু রামকে পুনরায় সমাগত দেখিবে, তাহারাই কৃতার্থ হইবে। কৈকেয়ী সেইরূপে অপর একটি অপ্রিয় বার্ত্তা বলিলে, ভরত অতিশয় মলিন হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত এখন কোথায় গিয়াছেন? ভরত এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, তদীয় মাতা কৈকেয়ী যথা-যথভাবে সমুদায় ঘটনা বলিবার উপক্রম করিলেন। ভাবিলেন, এই অতি দারুণ অপ্রিয় কথায় ভরতের মনে অবশ্যই প্রীতি জন্মিবে। পুত্র! রাজপুত্র রাম বল্কল পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত দণ্ডকনামক মহাবনে গমন করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া, ভরত স্বীয় বংশের মাহাত্ম্য জানিতেন বলিয়া রামের চরিত্র বিষয়ে শঙ্কিত ও ত্রাসান্বিত হইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,[১]—রাম ত কোন

১। ভরত নিজ বংশের আচার নীতি সকলই জানিতেন, রাম কোনরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য না করিলে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইতে পারেন না, তবে কি তিনি পূর্ব্ব-পুরুষ অসমঞ্জের ন্যায় কোন প্রজানিষ্ট-কর কার্য্য করিয়াছেন? এই সকল বিষয় মনে করিয়াই ভরতের প্রশ্ন।

ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? কিম্বা সেই রাজপুত্র ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই? তবে কি জন্য ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন? ৩৬-৪৫

অনন্তর সেই বৃথা-পণ্ডিত-মানিনী চপলস্বভাবা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাববশতঃ[২] যেরূপ যাহা করিয়াছেন, মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আনন্দ সহকারে আনুপূর্ব্বিকক্রমে তাহা বলিতে লাগিলেন,—বৎস! রাম কোন ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র ধনও হরণ করেন নাই কিম্বা অকারণে কোন নিষ্পাপ ধনী বা দরিদ্রেরও কোনরূপ হিংসা করেন নাই। পরস্ত্রীগমন করা দূরে থাকুক, তিনি নয়ন দ্বারা কোন পরস্ত্রী অবলোকনও করেন না। তবে রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, আমি তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য এবং রামের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দশরথও নিজের সত্যানুরোধে তাহাই করিয়াছেন; তজ্জন্যই তিনি রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে দিয়াছেন। মহাযশা মহীপতি দশরথ সেই প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে না পাইয়া, পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, পঞ্চত্বলাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অধুনা তুমি রাজত্ব গ্রহণ কর। তোমার জন্যই আমি এইরূপে এই সকল সম্পাদন করিয়াছি; অতএব পুত্র! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, শোক বা সন্তাপ করিও না; যে হেতু, এই রাজ্য ও রাজধানী নিরুপদ্রবেই তোমার অধীন হইয়াছে। অতএব তুমি এখন বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, শীঘ্র যথাবিধানে অদীনচরিত্র পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর, কোনমতেই মনে ক্ষোভ করিও না। ৪৬-৫৫

২। স্ত্রীস্বভাবচাপল্য, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-হিতাহিত-উচিতানুচিত-বিবেক-রাহিত্য।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাসনের কথা শুনিয়া, ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া এই কথা বলিলেন,—মাতঃ! পিতা ও পিতৃবৎ ভ্রাতা বিহীনে এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় ভাগ্যহীন আমার রাজ্য লইয়া কি হইবে? তুমি রাজা দশরথকে বিনষ্ট ও রামকে তাপস করিয়া যেন আমার ক্ষতস্থানে ক্ষারসংযোগ করিয়া, দুঃখের উপর দুঃখবিধান করিয়াছ। তুমি কালরাত্রির ন্যায় বংশনাশ করিবার জন্যই রঘুকুলে আসিয়াছ। হায়! পিতা আমার প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। রে পাপ-দর্শিনি! তুমি অনায়াসেই রাজার মৃত্যুসাধন করিলে। রে কুলনাশিনি! তুমি মোহ বশতঃ এই বংশকে একেবারে সুখহীন করিলে। আমার পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ পরম যশস্বী রাজা দশরথ তোমাকে গৃহে আনিয়া, তীব্র দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তুমি কি জন্য সেই ধর্ম্মবৎসল আমার মহারাজ পিতাকে বিনাশ করিলে এবং কি জন্যই বা রামকে নির্ব্বাসিত করিলে? আর তিনিই বা কি জন্য বনে গেলেন? আর্য্য রাম অতি ধার্ম্মিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও জানেন। পুত্রশোকতাপিতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী যে তোমার সংসর্গ লাভ করিয়াও জীবিতা থাকিবেন, ইহা নিতান্ত দুষ্কর। আর্য্য রাম অতিশয় ধার্ম্মিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও জানেন। তিনি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি গর্ভধারিণী জননীবৎ ব্যবহার করিতেন। আমার জ্যেষ্ঠা জননী দীর্ঘদর্শিনী কৌশল্যাও সর্ব্বদা তোমার মনোমত অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক তোমার প্রতি ভগিনীবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।[১] হে পাপীয়সি! তুমি সেই কৌশল্যার

১। রামের বা কৌশল্যার কোন অপরাধ নাই অথচ তাঁহারা অতি সাধু ব্যবহার করিলেও তাঁহাদের প্রতিনৃশংসোচিত অমানুষ ব্যবহার করা

সেই মহাত্মা পুত্রকে কিরূপে চীরবল্কলধারী ও বনবাসী করিয়া, তজ্জন্য শোক করিতেছ না? হায়! সেই বিশুদ্ধাত্মা অপাপদর্শী পরম যশস্বী রামকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়া তোমার কি ফল হইল? ১-১২

রামের প্রতি আমার যে অকৃত্রিম ভক্তি আছে, রাজ্যলোভে অন্ধ হওয়াতে তুমি তাহা জানিতে পার নাই। সেই জন্যই তুমি সামান্য রাজ্যের লোভে এই গুরুতর অনিষ্ট সংঘটন করিলে;[২] কিন্তু, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিলে, কোন্ শক্তি-প্রভাবে আমি রাজ্যরক্ষার্থ উৎসাহিত হইব? যেরূপ সুমেরু পর্ব্বত আত্মরক্ষার্থে স্বজাত অরণ্য আশ্রয় করে, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথও আত্মরক্ষার্থে সেই বলশালী মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন;[৩] অতএব আমি কোন্ বলে মহাবৃষভের বহনীয় সুদুর্ব্বহ ভার বৎসতর হইয়া বহন করিব? অথবা সামদানাদি উপায়, বুদ্ধিবল কিম্বা অন্য কোন উপায়ে যদিও বহন করিতে সক্ষম হই, কিন্তু হে পুত্রহিতৈষিণি! তোমার কামনা কখন পূর্ণ করিব না।[৪] হে পাপনিশ্চয়ে! যদি আর্য্য রাম সর্ব্বদাই তোমার প্রতি মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতাম। রে পাপদর্শিনি! রে সদাচারভ্রষ্টে! পূর্ব্বপুরুষ-বিগর্হিত তোমার এই বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্না হইল? আমাদের বংশে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজা হয়েন, অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীনে থাকেন। রে নৃশংসে! বুঝিলাম, রাজধর্ম্ম তোমার জানা নাই; অথবা রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যে অক্ষয় ফললাভ হয়, তাহাও তুমি জান না। রাজপুত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনিই সতত রাজ্যাধিকারী হয়েন। সমুদায় রাজ্যেই, বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে।[৫] আজি তোমা হইতে সেই ধর্ম্মপ্রতিপালক সচ্চরিত্র-শোভিত ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে সেই সদাচারগর্ব্ব একেবারেই খর্ব্ব হইয়া গেল। হে মহাভাগ্যশালিনি! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তথাপি কিরূপে তোমার এই প্রকার নিন্দনীয় বুদ্ধি-মোহ উপস্থিত হইল? হে পাপনিশ্চয়ে! তুমি আমার প্রাণান্তকর দারুণ ব্যসন সংঘটন করিয়াছ; অতএব আমি কোনক্রমেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব না। প্রত্যুত আমি তোমার অপ্রিয় জন্য এখনই স্বজনবৎসল ভ্রাতা রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব এবং দাসের ন্যায় সমাহিতচিত্তে[৬] তাঁহার সেবা করিব। মহাত্মা ভরত দুঃখজনক বাক্যসমূহে কৈকেয়ীর মর্ম্মপীড়ন করত এই প্রকার বলিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, মন্দর পর্ব্বতের কন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১৩-২৮

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

ভরত জননীকে যথোচিত লাঞ্ছনা-পূর্ব্বক পুনরায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন,—নৃশংসে দুরাচারিণি কৈকেয়ি! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও। আর তুমি যখন কুলস্ত্রীধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, তখন মৃত

অতীব অন্যায়, কৌশল্যা দূরদর্শিনী ভবিষ্যতে তুমি তাঁহার অনিষ্ট কর, এই জন্যই জ্যেষ্ঠা পট্টমহিষী হইয়াও তোমার মতের অনুবর্ত্তন ও ভগিনীবৎ স্নেহ করিতেন, তাহার প্রতিদান এইরূপ জঘন্য করিয়াছ।

২। রাজার্থ পিতৃনাশ, রাজ্যার্হ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বনবাসাদিরূপ অনর্থ আনয়ন করিয়াছ।

৩। অরণ্য না থাকিলে শত্রু আক্রমণ করিতে পারিত, দশরথও ঐহিক ও পারত্রিক সিদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

৪। যদি আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করি, তাহা হইলে তোমার ন্যায় আমিও লোকসমাজে নিন্দনীয় হইব, ইহাই ভাবার্থ।

৫। মনুস্মৃতিতে আছে—

"জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্লীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমনুজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা॥"

৬। শুধু তোমাকে দুঃখ দিবার জন্যই দাসবৃত্তি করিব না। শাস্ত্রানুসারেও সুস্থচিত্তে জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তন করাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

স্বামীর উদ্দেশেও রোদন করিও না।[১] রাজা তোমার কি দোষ করিয়াছিলেন? রাম অতি ধার্ম্মিক, তিনিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তুমি এক কালেই তাঁহাদের মৃত্যু ও বনবাস বিধান করিলে? হে কৈকেয়ি! এইরূপে বংশনাশ করাতে তুমি ভ্রূণ-হত্যার পাতকে লিপ্ত হইয়াছ;[২] অতএব নরকে যাও, আর যেন স্বামিলোক লাভ না হয়। তুমি সর্ব্বলোক-প্রিয় রামকে বনে দিয়া, স্বামিহত্যারূপ দারুণ পাপ-সাধন করিলে এবং আমারও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছ।[৩] তোমারই জন্য পিতার পরলোক ও রামের বনবাস হইল। লোকসমাজেও আমার অযশ প্রতিপাদিত হইল। হে নৃশংসচরিতে রাজ্যকামুকে! তুমি আমার মাতৃরূপী শত্রু। হে দুরাচারে পতিঘাতিনি! তুমি আমার সহিত কথা কহিও না। হে কুলদূষিণি! কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং আমার অন্যান্য মাতৃগণ, সকলেই দারুণ দুঃখে পতিতা হইলেন। বোধ হয়, তুমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহ। পরন্তু পিতার কুলনাশিনী হইয়া, তাঁহার ঔরসে রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ। সত্যই যিনি একমাত্র আশ্রয় এবং যিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, সেই রামও তোমার জন্য বনে গেলেন এবং সেই পিতাও স্বর্গে গমন করিলেন। তোমারই পাপে আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন ও লোক-সমাজে প্রতিপত্তিবিহীন হইলাম এবং তোমারই পাপ আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। রে পাপাশয়ে! তুমি ধর্ম্মাচারিণী কৌশল্যাকে পতিপুত্রহীনা করিয়া, কোন্ লোকে তুমি যাইবে? নিশ্চয়ই নরকগামিনী হইবে। ১-১২

হে ক্রূরাশয়ে! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, রাম বন্ধুগণের আশ্রয়, রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমার পিতার সমান এবং তিনি কৌশল্যার গর্ভে জন্মিয়াছেন। বান্ধবমাত্রেই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু পুত্র মাতার সমধিক প্রিয়; কেন না, সে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্ম গ্রহণ করে।[৪] ধার্ম্মিকগণ বলিয়া থাকেন, কোন সময়ে সুরগণের মাননীয়া ধার্ম্মিকা কামধেনু লাঙ্গলবাহী পুত্রদ্বয়কে অচেতনপ্রায় দেখিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার পুত্র ক্রমাগত দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভার-বহন-শ্রান্ত দেখিয়া, শোক উপস্থিত হওয়াতে, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। ঐ সময়ে মহানুভব দেবরাজ ইন্দ্র, কামধেনু যেখানে ছিলেন, তাহার নীচে দিয়া যাইতেছিলেন। যাইবার সময়ে তাঁহার গাত্রে কামধেনুর সুগন্ধি অশ্রু-বিন্দু সকল সূক্ষ্ম আকারে পতিত হইল। দেবরাজ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সুরভি আকাশে বসিয়া, ব্যাকুল-হৃদয়ে ও দুঃখভরে রোদন করিতেছেন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যশস্বিনী কামধেনুকে এই প্রকার শোকসন্তপ্তা দর্শন করিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বলোক-হিতৈষিণি! কি জন্য শোক করিতেছ, বল? আমাদের ত কোন দিকে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয় নাই? ধীমান্ দেবরাজ এইপ্রকার কহিলে, বাক্যবিশারদা কামধেনু ধৈর্য্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, দেবরাজ!

১। অথবা তুমি যখন ধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন তোমার পুত্রের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, সুতরাং পুত্র মরিলে তাহার জন্য রোদন করিও না। তোমার পুত্রমরণকৃত শোক হউক, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অথবা ভার্য্যাপতিরূপভাব যখন তোমার নাই, তখন মৃত স্বামীর উদ্দেশে রোদন করিও না।

২। উত্তম ক্ষত্রিয় রাজা স্বামীর বধে এবং রামাদির নির্ব্বাসনে শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-হত্যা-পাপে তুমি লিপ্ত হইয়াছ। অথবা ভ্রূণ-হত্যা সদৃশ পাপে তুমি লিপ্ত হইয়াছ।

৩। এই ভরত কৈকেয়ীর পুত্র, কৈকেয়ীর ন্যায় দুষ্টস্বভাব, এইরূপে লোককলঙ্করূপ ভয়। অথবা তোমার দোষে রাম আমাকে ত্যাগ করিবেন, এই ভয়। অথবা তুমি মহাপাতক করিয়াছ, তোমার সংসর্গে আমারও পঞ্চমপাতকিত্ব হইবার ভয়। অথবা তুমি মাতা হইলেও তোমার কৃত কার্য্য দর্শনে অর্থাৎ স্বামিবিনাশ, সর্ব্বজনপ্রিয়পুত্র নির্ব্বাসন দর্শনে আমারও ভয় জন্মিয়াছে। রাজ্যলাভ হয় নাই, ভয়ই লাভ হইয়াছে।

৪। অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াভিজায়সে ইত্যাদি শ্রুতিব্যাখ্যা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। স্ত্রীগণের রক্তকেই রেতঃ বলা হয়। এই সকল কারণে পুত্র মাতার প্রিয়তম হয়। ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধব প্রিয়, প্রিয়তম নহে। এই সকল কারণে পুত্রবিয়োগদুঃখ দুঃসহ।

তোমাদের সকল পাপ শান্ত হইয়াছে;[৫] কোন দিকেই কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমি কেবল নিজের পুত্র দুইটি বলীবর্দ্দকে দুঃখে মগ্ন, কৃশ ও সূর্য্যকিরণে সন্তাপিত হইয়া, নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বিষম স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া শোক করিতেছি। দুরাত্মা কর্ষকও উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমাদের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সেই জন্য উহাদিগকে দুঃখিত ও ভার-পীড়িত দেখিয়া, আমার পরিতাপ জন্মিতেছে। দেখ, পুত্রের সমান প্রিয় আর নাই। ১৩-২৪

এইরূপে যে সুরভির সহস্র সহস্র পুত্রে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তিনি দুইটি পুত্রের জন্য রোদন করিতেছেন দেখিয়া, ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রের শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তাঁহা গাত্রে যে কামধেনুর অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহার গন্ধ অতি পবিত্র; দর্শনে তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, কামধেনুই সংসারে সকলের উৎকৃষ্ট। যিনি লোকরক্ষাভিলাষে সমস্ত প্রাণীর প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, কাহারও চরিত্র যাঁহার সাদৃশ্য ধারণ করিতে পারে না এবং যিনি সমধিক গুণবতী, সেই কামধেনুও যখন পরস্পর মৈথুনধর্ম্মে সমুৎপন্ন সহস্র সহস্র পুত্রের জননী হইয়া, দুইটিমাত্র পুত্রের জন্য শোক করিয়াছেন, তখন একমাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা রাম বিনা কিরূপে জীবন যাপন করিবেন? এক্ষণে তুমি যেমন একপুত্রা সাধ্বী কৌশল্যাকে বিবৎসা করিলে, তেমনি তোমাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদাই দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমিও সর্ব্বতোভাবে পিতা ও ভ্রাতার পূজা এবং তদ্দ্বারা নিজের কলঙ্ক প্রক্ষালন-পূর্ব্বক যশোবর্দ্ধন করিব সন্দেহ নাই। কোশলেন্দ্র মহাবল মহাবাহু রামকে এখানে আনাইয়া আমি স্বয়ংই মুনিগণের সেবিত বনে প্রস্থান করিব। রে দুরাশয়ে! রে পাপীয়সি! তুমি যে পাপ করিয়াছ, আমি কোনমতেই তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিব না। অধুনা নগরবাসিগণ সকলেই রামশোকে সাশ্রুকণ্ঠে আমার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছে। অতএব এখন আগুনে প্রবেশ কর বা নিজেই বনে যাও, কিম্বা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ কর, তোমার আর অন্য গতি নাই। সত্যপরাক্রম রাম রাজা হইলে, আমিও বিগতপাপ হইয়া কৃতকৃত্য হইব। ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে তোমর ও অঙ্কুশের আঘাতে উত্তেজিত হস্তীর ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন। তিনি শিথিলবসন, স্খলিতভূষণ ও অত্যন্ত রক্তনয়ন হইয়া, উৎসবশেষে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। ২৫-৩৬

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর বীর্য্যবান্ ভরত অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, উত্থিত হইয়া আশাভঙ্গ জন্য নিতান্ত ব্যাকুলা জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি মন্ত্রিগণমধ্যে তাঁহার যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,[১] আমার কখন রাজ্য লইবার অভিলাষ নাই; সুতরাং রাজ্যগ্রহণার্থ জননীকেও কখন আমি পরামর্শ দিই নাই। রাজা যে রামকে রাজ্য দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও আমার জানা ছিল না। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও বনবাসী হইয়াছেন, তাহাও আমি

৫। শান্তং পাপং প্রতিহতমঙ্গলঃ ইত্যাদি বাক্য অনুচিত প্রসঙ্গ শ্রবণ জন্য দোষ নিবারণার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

১। ভরত আসিয়াছেন জানিয়া মন্ত্রিগণ সুমন্ত্রাদি তথায় আসিয়াছিলেন। সাধারণের ন্যায় নিজের ও কৈকেয়ী-কৃত অনিষ্টের কথা সর্ব্বলোকসমক্ষে বলিয়াছিলেন। কৈকেয়ীর বরদ্বয়গ্রহণ বিষয়ে প্রযোজকতা বা অনুমোদনও তাঁহার নাই, ইহাই মন্ত্রিগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত ভরতের এই সকল উক্তি।

জানি না। মহাত্মা ভরত এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবী ভরতের শব্দ শুনিতে পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন,—ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। দীর্ঘদর্শী ভরতের সহিত আমি দেখা করিতে ইচ্ছা করি। রামশোকে শীর্ণদেহা বিবর্ণবদনা অচেতনপ্রায়া কৌশল্যা সুমিত্রাকে এই কথা কহিয়া, কম্পিতকলেবরে ভরতের নিকট প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে রাজনন্দন ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা কৌশল্যাকে দেখিতে পাইয়া, দুঃখে আক্রান্ত হইলেন এবং কৌশল্যা দুঃখে অভিভূত ও হতচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলে, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, শোকভরে রোদন করত ভরতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সখেদে বলিতে লাগিলেন,—১-১০

বৎস! তুমি যেমন রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, তেমনি তোমার মাতা দারুণ উপায়ে নিষ্কণ্টকে শীঘ্রই রাজ্য তোমার হস্তগত করিয়া দিল। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে, রামকে মুনিবেশে বনবাসে পাঠাইয়া ক্রূরবুদ্ধি কৈকেয়ীর কি বিশেষ ফললাভ হইল, বলিতে পারি না।[২] যাহা হউক, হিরণ্য-নাভ[৩] পরম যশস্বী বৎস রাম আমার যেখানে আছেন, এক্ষণে আমাকেও শীঘ্র সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া কৈকেয়ীর উচিত হইতেছে। অথবা রাম যে বনে আছেন, আমি নিশ্চয় সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া, অগ্নিহোত্র সম্মুখে করিয়া, তথায় সুখে প্রস্থান করিব;[৪] অথবা পুরুষশ্রেষ্ঠ বৎস রাম যেখানে তপস্যা করিতেছেন, আজি তোমাকেই নিজে আমায় তথায় লইয়া যাইতে হইবে। কৈকেয়ী তোমাকে এই ধনধান্যসম্পন্ন, হস্তী অশ্ব ও রথপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়াছে। কৌশল্যা এবম্বিধ বহুবিধ ক্রূর বাক্যে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলে, বহুদিনের অতি কঠোর ক্ষতস্থানে সূচিভেদ দ্বারা যেরূপ গুরুতর যন্ত্রণা অনুভূত হয়, নিরপরাধ ভরত তদনুরূপ ব্যথিত হইলেন[৫] এবং তৎক্ষণাৎ চেতনা-লোপ হওয়াতে বারংবার বিলাপ করিয়া, অজ্ঞান অবস্থায় কৌশল্যার চরণযুগলে পতিত হইলেন। অনন্তর চৈতন্য হইলে, শোকভারে আচ্ছন্ন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিলাপপরায়ণা কৌশল্যাকে বলিতে লাগিলেন। ১১-১৯

আর্য্যে! আমি কিছুই জানি না এবং আমার কোন দোষই নাই; আর, আর্য্য রামের প্রতি আমার যেরূপ বিপুল প্রীতি আছে, তাহাও আপনি জানেন। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন? সেই সাধুশ্রেষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার কোন কালেই সত্যশাস্ত্রানুগামিনী বুদ্ধি যেন না হয়।[৬] অথবা আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি পাপাত্মাগণের দাসত্ব করুক, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মূত্রাদি

২। তুমিও আমার পুত্র, সুতরাং তোমাকে রাজ্যদান করায় আমার দুঃখ নাই। তবে তোমার আগমনের পূর্ব্বেই রামকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়া কৈকেয়ী রাজাকে মারিয়াছে, সুতরাং এইরূপ পতিমৃত্যু-সম্পাদক কার্য্যে কৈকেয়ী কি গুণ অর্থাৎ কি প্রয়োজন দেখিল, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। রাম এখানে থাকিলে সেই পিতৃবাক্যানুসারে তোমাকে অভিষেক করিয়া রক্ষা করিত। সুতরাং কৈকেয়ীর এতাদৃশ প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়।

৩। হিরণ্যবর্ণনাভিযুক্ত, অথবা মনোহর নাভিবিশিষ্ট, অথবা হিরণ্যের ন্যায় স্পৃহণীয় নাভিবিশিষ্ট। নাভিশব্দ সমগ্র শরীরের উপলক্ষণ।

৪। অগ্নিহোত্র সঙ্গে নিয়া যাওয়ার কথা বলায় রাজদেহসংস্কারে ভরতের অধিকার নাই—এই কথা ধ্বনিত হইয়াছে। কৈকেয়ীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলে ভরত যেন আমার প্রেতকার্য্য করে না, রাজা এইরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাও ধ্বনিত হইয়াছে।

৫। পিতৃ-ভ্রাতৃ-বিয়োগ-কাতর, বহুদিনের পরে সমাগত ভরতকে আশ্বাস প্রদানের পরিবর্ত্তে কৌশল্যা খেদজনক তীব্র বাক্য বলায় ভরতের মূর্চ্ছা হইয়াছিল।

৬। সামান্যরূপে শপথবাক্য করায় নিজের উপরেও উহা পতিত হইয়াছে। যদি আমি আর্য্যের প্রবাসগমনে অনুমোদন করি—তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাতজ্ঞানভ্রষ্ট যেন হই, ইত্যাকার প্রতিজ্ঞাবাক্য বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্র এইভাবে বাক্য যোজনাও করিতে হইবে। এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, সৎপুরুষ বিষয়ে অপরাধ করিলে তাহার শাস্ত্রজ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে। মহর্ষি এই শপথকথনচ্ছলে সদাচার-ধর্ম্ম বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

ত্যাগ করুক এবং নিদ্রিত গোকে পদাঘাত করুক। আর্য্য রাম যাহার অনুমতিক্রমে বনে গিয়াছেন, ভৃত্যকে বেতন না দিয়া মহৎ কার্য্য করাইয়া লইলে প্রভুর যে অধর্ম্ম হয়, তাহারও সেই অধর্ম্ম হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন-তৎপর রাজার বিদ্রোহী হইলে যে পাপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, ষষ্ঠাংশরূপ কর গ্রহণ করিয়া প্রজারক্ষায় পরাঙ্মুখ রাজার যে অধর্ম্ম হয়, তাহারও সেই অধর্ম্ম হউক। আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, যজ্ঞে তপস্বিগণকে দক্ষিণা-দান স্বীকার করিয়া তাহা না দিলে যে পাপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। আর্য্য রাম যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, হস্তী অশ্ব ও রথ-পরিপূর্ণ, শস্ত্রসঙ্কুল যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইলে যে ধর্ম্মলাভ হয়, তাহার যেন তাহা না হয়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি গুরু কর্ত্তৃক যত্ন সহকারে উপদিষ্ট সূক্ষ্মার্থ-বিষয়ক শাস্ত্র বিস্মৃত হউক। আর্য্যের বনগমন যাহার অনুমোদিত, সে যেন বিশালবাহু ও বিশাল-স্কন্ধবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামকে রাজ্যাভিষিক্ত অবলোকন করিতে না পায়। আর্য্য যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ্য মানব যেন দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়াই পায়স, তিল-দুগ্ধ-মিশ্রিত অন্ন এবং বৃথা ছাগমাংস ভক্ষণ ও গুরুদিগকে অবজ্ঞা করে। ২০-৩০

আর্য্যের বনগমন যাহার অনুমোদিত, সে যেন গোগণের শরীরে পদ প্রদান, গুরুগণের নিন্দা এবং মিত্রগণের বিরুদ্ধ পক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্য যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মার নিকট বিশ্বাস-পূর্ব্বক নির্জ্জনে কাহারও কোনরূপ নিন্দাবাদ করিলে, সে যেন তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে যেন প্রত্যুপকারপরাঙ্মুখ, কৃতঘ্ন, সজ্জনগণের বর্জ্জিত, লজ্জাহীন এবং সকলেরই বিদ্বেষভাজন হয়। আর্য্য যাহার মতে বনে গিয়াছেন, সে যেন আপনার গৃহমধ্যে স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যগণে বেষ্টিত হইয়া, তাহাদের কাহাকেও না দিয়া, একাকীই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। আর্য্য যাহার মতে বনে গিয়াছেন, সে যেন ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপে বঞ্চিত এবং অনুরূপ পত্নীলাভে অসমর্থ হইয়া, নিঃসন্তান অবস্থায় পূর্ণায়ুষ্কাল লাভ না করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়। আর্য্য যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, সে যেন অল্পজীবী এবং স্বীয় স্ত্রীতে পুত্রদর্শনসুখে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করে। আর্য্য যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণের বধ করিলে, এবং ভৃত্য ত্যাগ করিলে যে পাপ জন্মে, তাহারও যেন সেই পাপ হয়। আর্য্য যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, সে যেন সর্ব্বদাই লাক্ষা, মধু, মাংস, লোহ ও বিষ ইত্যাদি পাতিত্যজনক দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া, পোষ্যবর্গের[৭] ভরণ করে। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইলে, সে পলায়মান হইয়া নিহত হউক। সে যেন ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময়ে পলায়মান অথবা সে যেন জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃকপাল হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করে।[৮] সে যেন মদ্যে, স্ত্রীতে ও দ্যূতক্রীড়ায় অতিমাত্র আসক্ত এবং কাম-ক্রোধে অভিভূত হয়। ৩১-৪১

সে যেন অধর্ম্মেরই সেবা ও অপাত্রে দান করে এবং তাহার মনও যেন ধর্ম্মের দিকে না যায়। তাহার বহু যত্নে সঞ্চিত বহু সহস্র ধনরাশি যেন দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়া লয়। দ্বিসন্ধ্যা শয়ন করিয়া থাকিলে,

---

৭। যদিও শাস্ত্রে আছে যে, "অপাকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ" তাহা হইলেও "লাক্ষালবণমাংসানি বর্জ্জনীয়ানি বিক্রয়ে" এই শাস্ত্র উহার অপবাদক অর্থাৎ এই কয়েকটি ব্যতীত অন্য শত অকার্য্য করিয়াও ভরণ-পোষণ করিবে, ইহাই অর্থ বুঝিতে হইবে।

৮। ঐরূপ নিষিদ্ধ আচারযুক্ত প্রব্রজ্যা তাহার হউক, ইহাই ভাবার্থ।

যে পাপ হয়, তাহারও যেন সেই পাপ হয়। গৃহে অগ্নি দিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্নী গমন করিলে যে পাপ হয় এবং মিত্রের অনিষ্ট করিলে যে পাপ হয়, তাহার যেন সেই পাপ হয়। অথবা যাহার মতানুসারে আর্য্য বনে গিয়াছেন, তাহাকে যেন দেবগণের, পিতৃগণের ও পিতামাতার, কাহারই শুশ্রূষা করিতে না হয়। অথবা তাহাকে যেন সাধুগণের লোক হইতে, সাধুগণের কীর্ত্তি হইতে এবং সাধুগণের কর্ম্ম হইতেও এই মুহূর্ত্তেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। অথবা, দীর্ঘবাহু ও বিশালহৃদয় আর্য্য রাম যাহার সম্মতিতে বনে গিয়াছেন, সে যেন মাতৃসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া, অনর্থক কার্য্যে রত থাকে। অথবা, আর্য্যের বনগমন যাহার অনুমোদিত, তাহাকে যেন নির্ধন ও জ্বররোগগ্রস্ত হইয়া, বহু ভৃত্যের পোষণ করত সর্ব্বদাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাহার মতানুসারে আর্য্য বনে গিয়াছেন, সে যেন দাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্তবকারী দীন-ভাবাপন্ন যাচকদিগের আশা বিফল করে। ৪২-৫০

আর্য্য যাহার মতে বনে গিয়াছেন, তাহাকে যেন কর্কশস্বভাব, ক্রূর, অশুচি ও একমাত্র অধর্ম্মেরই বশীভূত হইয়া, বঞ্চনা দ্বারা সর্ব্বদা বিহার করিতে ও রাজভয়ে পতিত হইতে হয়। আর্য্য যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই দুরাত্মা যেন ঋতুস্নাতা স্বীয় ভার্য্যার ঋতু রক্ষা না করে। অথবা বংশহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে পড়িতে হয়। অথবা তাহার ইন্দ্রিয় সকল যেন পাপে আচ্ছন্ন হয় এবং সে যেন ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যাঘাত ও অতি নববৎসা গো দোহন করে। অথবা তাহাকে যেন ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিয়া পরদারগমন ও ত্যক্ত ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া, মোহে আচ্ছন্ন হইতে হয়। যাহার মতানুসারে আর্য্য বনে গিয়াছেন, পানীয় দূষিত করিলে ও বিষ দিলে যে পাপ হয়, সে একাকী সেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হউক। অথবা জল থাকিতেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া, জল না দিলে যে পাপ হয়, তাহার সেই পাপ হউক। অথবা আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন[১] শাখা আশ্রয় করিয়া, নিজের অভীপ্সিত মতবিশেষের উপর ভক্তি নিবন্ধন অপরপক্ষকে দুর্ব্বল করিবার জন্য বিবাদ করিলে যে পাপ হয় এবং সেই বিবাদ দর্শন করিলেও যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ৫১-৫৮

রাজপুত্র ভরত পতিপুত্রবিহীনা কৌশল্যাকে এই প্রকার আশ্বাস দিতে দিতেই স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি অতি কঠোর শপথ-সমূহ দ্বারা শপথ করিতে করিতে শোকে আচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হইলে, কৌশল্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি যে নানাপ্রকারে শপথ করিয়া আমার প্রাণে আঘাত দিতেছ, ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, পরম সৌভাগ্যের কথা যে, তোমার মন নানাপ্রকার শুভ লক্ষণে অলঙ্কৃত এবং ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। অথবা তোমার প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার সদগতি লাভ হইবে। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা মহাবাহু ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া, আলিঙ্গন করিয়া, অত্যন্ত দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুঃখাভিভূত বিলাপ-পরায়ণ মহাত্মা ভরতের মনও শোকাধিক্য ও তজ্জন্য মোহাবেশে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার বিলাপ করিতে করিতে হতচেতন ও হতবুদ্ধি

১। শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তিনিবন্ধন সেই সেই দেবতার প্রাধান্য-বোধক শৈব-বৈষ্ণবাদি শাস্ত্রমত অবলম্বন করিয়া, এই মতই উৎকৃষ্ট, অপর মত অপকৃষ্ট, এইরূপ যাঁহারা বিবাদ করেন, তাঁহাদের এবং ঐ বিবাদ যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের যে পাপ হয়—সেই পাপে যেন সে যুক্ত হয়। শিবপুরাণে কথিত হইয়াছে—

> অয়ং পরস্ত্বয়ং নেতি সংরম্ভাভিনিবেশিনঃ।
> যাতুধানা ভবন্ত্যেব পিশাচাশ্চ ন সংশয়ঃ॥

এবং কর্ম্মবিপাকেও উক্ত হইয়াছে যে—

> যো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং ভেদংমুক্তিনিবেশতঃ।
> সাধয়েচ্ছূদরব্যাধিযুক্তো ভবতি মানবঃ॥

হইয়া ভূমিতে পড়িয়া, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করত শোক করিয়াই সেই রাত্রি যাপন করিলেন। ৫৯-৬৫

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইপ্রকার শোকতাপে অভিভূত হইলে, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে কহিলেন—হে পরমযশস্বী রাজনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক। বৃথা শোকে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত; অতএব উৎকৃষ্ট বিধানে রাজার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন কর। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত বশিষ্ঠদেবের কথা শুনিয়া, ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক যাবতীয় প্রেতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে রাজার মৃত-দেহ উদ্ধৃত করিয়া, ভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন। বহুদিবস তৈলের মধ্যে থাকাতে রাজার বদনমণ্ডল ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়াছিল; তথাপি তাঁহাকে যেন নিদ্রিত রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর ভরত সেই মৃত কলেবর বিবিধ রত্নমণ্ডিত উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া, শোকভারাচ্ছন্ন-হৃদয়ে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—রাজন্! আমি বিদেশে ছিলাম, তজ্জন্য আসিতে পারি নাই। আপনি এই অবসরে কি মনে করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনবাসী করিলেন? মহারাজ! অক্লিষ্টকর্ম্মা পুরুষসিংহ রামবিহীন এই দুঃখিত জনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? অথবা তাত! আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, আপনিও আবার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন; অতএব কোন্ ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে আপনার এই রাজধানীর যোগ-ক্ষেমবিধান করিবেন? রাজন্! আপনার বিরহে পৃথিবী বিধবা হইলেন, ইঁহার আর সে শোভা নাই। আপনার এই রাজ-ধানীকে চন্দ্রহীন যামিনীর ন্যায় আমার মনে হইতেছে। ১-৯

ভরত দীন-মনে এইপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাবাহো! এক্ষণে ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক অবি-চারিত-চিত্তে রাজার যাবতীয় কর্ত্তব্য প্রেতকার্য্য সম্পা-দন কর। মহাত্মা ভরত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বশিষ্ঠ-দেবের কথা মান্য করত ঋত্বিক্ (যিনি যজ্ঞব্রত হয়েন), পুরোহিত (যিনি সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করেন) এবং আচার্য্য (যিনি বেদ পড়ান) ইঁহাদের সকলকেই এ বিষয়ে ত্বরা প্রদান করিলেন।[১] তখন রাজার অগ্নিগৃহে যে যে অগ্নি স্থাপিত ছিল, তৎসমস্ত বাহিরে আনয়ন[২] করিয়া, ঋত্বিক্ ও যাজক-(উপদেষ্টা) গণ যথাবিধানে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরি-চারকগণ চেতনাহীন রাজাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ-হৃদয়ে সবাষ্পকণ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চলিল। লোক সকল পথিমধ্যে বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য ছড়াইতে ছড়াইতে রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল এবং অন্যান্যেরা চন্দন ও গুগ্‌গুলাদি, সরল ও পদ্মকাষ্ঠ এবং প্রচুর পরিমাণে দেবদারু আহরণ পূর্ব্বক অন্যান্য নানাপ্রকার গন্ধ ও চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ চিতাস্থানে গমন করিয়া, চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। ঐ সময় রাজকীয় ঋত্বিক্‌গণ রাজার পরলোক-শুদ্ধির নিমিত্ত অনলে আহুতি দিয়া, তৎকালোচিত জপ ও সামগায়ী ব্রাহ্মণ সকল শাস্ত্রানু-সারে সামগান করিতে লাগিলেন। রাজার মহিষীগণ যথাযোগ্য যান ও শিবিকা সকলে আরোহণ করিয়া, বৃদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নগর হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক চিতাস্থানে গমন করিলেন। পরে ঋত্বিক্‌গণ ও কৌশল্যা-প্রমুখ রাজমহিষীগণ অতীব শোক-তাপিতা

১। "মন্ত্রে চ ধর্ম্মকৃত্যে চ শান্তিকর্ম্মণি পৌষ্টিকে।
অধ্বরে যশ্চ কুশলঃ স স্যাদ্রাজপুরোহিতঃ"।
"উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ"।

২। ভিতরে শব ছিল বলিয়া শ্রৌত অগ্নিসকল বাহিরে আনিয়া তাহাতে চরম প্রাস্থানিক হোম করিয়াছিলেন।

হইয়া, সেই অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে সব্যাপসব্যভাবে প্রদক্ষিণ ও অপ্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।[৩] তৎকালে করুণ-স্বরে রোদনপরায়ণা শোকার্ত্তা সহস্র সহস্র রমণীর চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল, যেন ক্রৌঞ্চীগণ শব্দ করিতেছে। অনন্তর মহিষীগণ অজ্ঞান ও অভিভূত হইয়া, বারংবার রোদন ও বিলাপ করত সরযূতীরে অবতরণ করিলেন এবং মন্ত্রী, পুরোহিত ও ভরতের সহিত রাজার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে নগরমধ্যে প্রবেশ ও ভূমিতে শয়ন-পূর্ব্বক দশ দিন[৪] অতি কষ্টে যাপন করিলেন। ১০-২৩

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর দশাহ গতে একাদশ দিনে নৃপনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধকার্য্য সমুদায়, চতুর্দ্দশমাসিক সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য গো ও শুক্লবর্ণ ছাগসমূহ এবং বহুসংখ্যক দাস, দাসী, যান ও অতি বৃহৎ গৃহসকল রাজার ঔর্দ্ধদৈহিকার্থ প্রদান করিলেন।[১] অনন্তর, ত্রয়োদশ দিন প্রভাতসময়ে মহাবাহু ভরত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি পিতার অস্থি চয়নার্থ চিতাস্থলে গমন করিয়া, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে নিতান্ত দুঃখভরে পিতৃসম্বোধন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,[২]—তাত! যাঁহার প্রতি আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রাম এখন বনবাসী। অতএব আপনি আমায় শূন্যে ফেলিয়া গেলেন। রাজন্! যে অনাথা কৌশল্যার একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ রাম বিবাসিত হইয়াছেন, তাত! সেই জননী কৌশল্যাকেও একাকী ফেলিয়া কোথায় গেলেন? অনন্তর ভরত পিতৃদেবের কলেবর যে স্থানে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ভস্মসমাপন্ন ধূসরবর্ণ চিতাস্থান অব-লোকন করিয়া বিষণ্ণ হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং দীনভাবে রোদন করিয়া, ব্যাকুল-হৃদয়ে যন্ত্রবদ্ধ শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সমভি-ব্যাহারী পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উত্থান করাইতে লাগিল এবং পুণ্যক্ষয়সময়ে রাজর্ষি যযাতি পতিত হইলে, ঋষিগণ যেমন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তেমনি মন্ত্রিগণও সকলে শুচিব্রত ভরতের সন্নিহিত হইলেন। ১-১০

ভরতকে শোকভরে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া, পিতৃদেবকে স্মরণ-পূর্ব্বক শত্রুঘ্নও সংজ্ঞাহীন হইয়া নিপতিত হইলেন। তিনি পিতার তত্তৎকালীন সেই সেই গুণ সমুদয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞারহিত হইয়া এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন,—হায়! মন্থরা যাহার উৎপত্তি এবং কৈকেয়ী যাহার গ্রাহ, সেই

৩। ভরত, শত্রুঘ্ন ও মহিষীগণ রাজার দেহ শিবিকামধ্যে থাকিবার সময়েই বামে রাখিয়া ও দক্ষিণে রাখিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অগ্রে অগ্নিদান, পরে প্রদক্ষিণ নহে, এই ক্রম বিবক্ষিত নহে, অথবা ইহা দেশবিশেষের আচার। বামদিকে রাখিয়া ভ্রমণ করিয়া আসার নাম অপসব্য। দক্ষিণদিকে রাখিয়া ঘুরিয়া আসার নাম প্রদক্ষিণ।

৪। দ্বাদশাহেন ভূপালঃ ক্ষত্রিয়ঃ ষোড়শেঽহনি। কিম্বা শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ক্ষত্রিয়ের বার দিন বা ষোড়শ দিন অশৌচ বুঝা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে মহর্ষি বাল্মীকি দশদিন কেন বলিলেন? উত্তর—পরাশর-স্মৃতিতে আছে—ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ। সুতরাং কোন দোষ নাই। স্ত্রীগণের সম্বন্ধেও কল্পসূত্রে অগ্নিদান প্রদক্ষিণ তর্পণ করিবার বিধি কথিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বর্ত্তমান সময়েও সর্ব্বজাতিরই দশদিন মাত্র অশৌচ ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ইহারা 'দশাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ' এই সাধারণ বিধি অনুসারে চলে, ইহাই বুঝা যায়। ভারতে আছে, পাণ্ডুর দেহ দাহ করিবার পর ১২শ দিন পাণ্ডবেরা ভূমিতলে শয়নাদি পূর্ব্বক অশৌচ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আদি ২৭ অধ্যায় শান্তি পর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর দাহ নির্ব্বাহ করিয়া পাণ্ডবগণ 'শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃপুরাৎ' এইরূপ আছে—উহার অর্থ নীলকণ্ঠ বলেন, ভারতযুদ্ধে অন্যায়ভাবে লোকহত্যা করায় প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহারা একমাস বাহিরে ছিলেন। শবসম্বন্ধীয় অশৌচ ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, ইহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না। পরন্তু যুদ্ধকালীন অশৌচ সদ্যই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ১২ দিনই অশৌচ হয় না, মাস পর্য্যন্ত দূরের কথা, অথবা ১৮ দিনের রাত্রে সৌপ্তিকে মৃত ব্যক্তিগণের অশৌচ ১২ দিন এবং ১৮ দিন যুদ্ধের এই ১ মাস পুরীর বাহিরে তাঁহারা ছিলেন।

১। কাশী কোশল প্রভৃতি প্রদেশে দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণান্ত শ্রাদ্ধ করা হয়, ইহাই কুলধর্ম্ম।

২। দশাহমধ্যে অস্থি সঞ্চয় করিয়া সকল শ্রাদ্ধের পর ত্রয়োদশ দিনে চিতাভস্মোদ্ধার-পূর্ব্বক দাহস্থল শোধন করিতে হয়, ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বাল্মীকির বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায়, এই কথা কতক বলেন। তীর্থ বলেন, চিতাশোধন শব্দে অস্থিসঞ্চয়। গোবিন্দরাজ বলেন, কল্পসূত্রে ত্রয়োদশাহেও অস্থিসঞ্চয়ের কথা আছে।

বরদানরূপ অপার শোকসাগরে আমাদিগকে নিমগ্ন করিলে। পিতঃ! আপনি নিরন্তর যাঁহাকে পালন করিয়াছেন এবং যাঁহার বালকভাব এখনও গত হয় নাই, সেই ভরত এক্ষণে বিলাপ করিতেছে। ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? পান, ভোজন, বস্ত্র, আভরণ, সকল বিষয়েই আপনি আমাদের অভীষ্ট পূরণ করিতেন; আজি আর কোন্ ব্যক্তি সেরূপ করিবে? পিতা স্বর্গে গেলেন এবং রামও বনবাসী হইলেন। আমি আর কি প্রকারে জীবিত থাকিব; অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। অথবা ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া আমি আর শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না, তপোবনেই প্রবেশ করিব। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার বিলাপ শুনিয়া এবং অতিমাত্র দুঃখ দেখিয়া, অনুচরমাত্রেই যার-পর-নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে ভরত শত্রুঘ্ন দুই জনই বিষণ্ণ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের পিতার পুরোহিত সত্ত্বগুণাবলম্বী সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠদেব ভরতকে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন,—বিভো! অদ্য তের দিন হইল, তোমার পিতৃদেবের দাহক্রিয়া সমাধা হইয়াছে; অতএব ভস্ম সহিত অস্থি-চয়ন করিতে আর কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ, জরামৃত্যু, অথবা জন্মমরণ, সুখদুঃখ ও লাভালাভ কিম্বা ষড়ভাববিকাশরূপ তিনটি দ্বন্দ্বপদার্থ[৩] প্রাণিমাত্রেই ভোগ করিয়া থাকে; এ বিষয়ে কাহারও পরিহার বা ভিন্নভাব নাই; অতএব এই জীবসাধারণ-ধর্ম্মে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না; এক্ষণে তুমি শোক ও মোহ ত্যাগ কর। ঐ সময় তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উঠাইয়া ও সম্যক্রূপে প্রসন্ন করিয়া, প্রাণিমাত্রেই যে জন্মে ও মরে, এই অনিবার্য্য জন্মমরণের কথা শুনাইয়াছিলেন। তখন পরম যশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া বর্ষাতপে মলিন-ভাবাপন্ন দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সংরক্তলোচন হইয়া বিলাপ সহকারে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে অস্থিসঞ্চয়ন বিষয়ে ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনার্থ ত্বরা প্রদান করিলেন। ১১-২৬

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর ভরত শোকসন্তপ্ত হইয়া, রামের নিকট যাত্রা করিতে উদ্যত দেখিয়া, লক্ষ্মণ-অনুজ শত্রুঘ্ন তাঁহাকে কহিলেন,—সকল প্রাণীরই যিনি দুঃখ-জনক-সঙ্কটে একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, সেই রাম বিপৎকালে আপনারও আশ্রয় হইতেন; হায়! সেই সত্ত্বসম্পন্ন রামকে স্ত্রীর কথায় বনে দেওয়া হইল![১] অথবা যে লক্ষ্মণ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই বা কি জন্য পিতাকে নিগ্রহ করিয়াও রামকে এ বিষয়ে মুক্ত করিলেন না?[২] রামকে বনে দিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণ যখন দেখিলেন, রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিবিগর্হিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার উচিত ছিল, নিজেই ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া রাজার নিগ্রহ করেন। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সেইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে কুব্জা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন মাখিয়া

৩। দ্বন্দ্ব শব্দে দুইটি করিয়া পদার্থ যাহা একত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্ষুধা-পিপাসা, শীতোষ্ণ, জন্ম-মৃত্যু, ইত্যাদি। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, তিনটি দ্বন্দ্ব এই বাক্য দ্বারা কোন্ তিনটি, তাহা ঠিক করা সুকঠিন; এইজন্য এক এক জন এক একরূপ অর্থ করিয়াছেন। ষড়্ভাববিকাশ প্রাণিমাত্রেরই সম্বন্ধে অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিপরিণমতে, বিনশ্যতি, এই ছয়টিকে তিন দ্বন্দ্ব কতক বলিয়াছেন।

১। এই ঘটনা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, এই বাক্য দ্বারা অতি সঙ্কটকালে ভগবৎস্মরণই একমাত্র দুঃখনাশে সমর্থ—অন্য উপায় নাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

২। রাম রাজ্যালোভে পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই অযশের ভয়ে তিনি এইরূপ করিলেও লক্ষ্মণ সর্ব্বতোভাবে অনুচিত করিয়াছেন। ইহা অপর একটি আশ্চর্য্য।

এবং রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, যথাস্থানে সেই সেই বহুবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়াছিল। তৎকালে বিচিত্র মেখলাদাম ও অন্যান্য নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত হওয়াতে, কুরূপা কুব্জাকে রজ্জুরাশিবদ্ধ বানরার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দ্বারপাল সেই গুরুতর-পাপকারিণীকে দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়রূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া শত্রুঘ্নের নিকট নিবেদন করিল—"যাহার জন্য রাম বনে গিয়াছেন এবং আপনাদের পিতারও পরলোক হইয়াছে, সেই এই পাপপরায়ণা দয়াহীনা কুব্জা; এক্ষণে ইহার প্রতি ইচ্ছামত ব্যবহার করুন।" ধার্ম্মিক শত্রুঘ্ন এই কথা শুনিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ-পূর্ব্বক সমুদায় অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিকে কহিতে লাগিলেন—১-১০

এই কুব্জা যেমন আমার পিতার ও ভ্রাতৃগণের দারুণ দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে, তেমনি সেই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক সখীজনবেষ্টিত কুব্জাকে গ্রহণ করিলে, সে চীৎকার করিয়া সমুদায় গৃহ নিনাদিত করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে তাহার সখীরা সকলে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল এবং শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তৎকালে তাহারা সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদের সকলকেই নিঃশেষ করিবেন; অতএব এক্ষণে আমাদের সেই দয়াশীলা বদান্যস্বভাবা ধর্ম্মজ্ঞা যশস্বিনী কৌশল্যাদেবীর আশ্রয় লওয়া উচিত। তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দিবেন। ঐ সময়ে শত্রুহন্তা শত্রুঘ্ন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, কুব্জাকে ভূমে ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐরূপে আকর্ষণ করাতে তাহার শরীরস্থ বিচিত্র ভূষণ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে পরম সুন্দর রাজভবন উল্লিখিত ভূষণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া, শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া, কৈকেয়ীকে যথোচিত তিরস্কার করত কটু কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। কৈকেয়ী সেই সকল কষ্টদায়ক পরুষবাক্যে নিতান্ত কাতর ও শত্রুঘ্নের ভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া, পুত্রের শরণাগত হইলেন। ১১-২০

ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া এই কথা বলিলেন,—নারীজাতি সর্ব্বভূতেরই অবধ্য; অতএব স্ত্রীজাতিকে ক্ষমা কর। রাম অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি যদি মাতৃঘাতক বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে আমি নিজেই দুরাচারিণী পাপিনী কৈকেয়ীকে এখনই বিনাশ করিতাম; আর এই কুমন্ত্রী কুব্জাকেও হত্যা করিয়াছি জানিতে পারিলে, সেই ধর্ম্মাত্মা নিশ্চয়ই তোমার ও আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। ভরতের কথা শুনিয়া, লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষজনক উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছাপন্না কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন। কুব্জা কৈকেয়ীর পদমূলে পতিত হইয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া গুরুতর দুঃখভরে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের আকর্ষণে তাহার সংজ্ঞালোপ ও অতিমাত্র ব্যাকুলতা হইয়াছে এবং সে যন্ত্রবদ্ধ ক্রৌঞ্চীর ন্যায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, ভরত-মাতা কৈকেয়ী ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ২১-২৭

একোনাশীতিতম সর্গ

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবস প্রভাতসময়ে রাজকার্য্য-নির্ব্বাহকারী অমাত্যগণ সমবেত হইয়া ভরতকে বলিতে লাগিলেন,—যিনি আমাদের গুরুতর গুরু, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে

বনবাসী করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে রাজ্য অভিভাবকশূন্য; অতএব আপনিই রাজা হউন। আপনি রাজার পরম যশস্বী পুত্র; বিশেষতঃ পিতার আজ্ঞানুসারে রাজপদ গ্রহণ করিলে আপনার কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।[১] হে রঘুবংশীয় রাজনন্দন! আত্মীয়গণ এবং পুরবাসী সকল এই সমস্ত অভিষেকদ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনি পিতৃপৈতামহিক চিরস্থায়ী রাজপদ গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাকে অভিষিক্ত করিয়া, আমাদের সকলের পালন করুন। অনন্তর কৃতনিশ্চয় ভরত অভিষেকদ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া, সকলকে বলিতে লাগিলেন—১-৬

আমাদের কুলপ্রথানুসারে জ্যেষ্ঠের রাজত্বই নিত্য উচিত হইয়া থাকে: অতএব আপনারা বিজ্ঞ হইয়া আমায় আর এরূপ বলিবেন না। দেখুন, আপনারা সকলেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন। রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তিনিই রাজা হইবেন। আমি অরণ্যে যাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গবল-সমন্বিতা মহতী সেনা যোজনা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমি বন হইতে আনয়ন করিব। এই সকল অভিষেকদ্রব্য আমি রামের অভিষেক জন্য অগ্রে করিয়া, বনে গমন করিব এবং তথায় সেই পুরুষসিংহ রামকে অভিষেক করিয়া, যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় অগ্রে করিয়া আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামধারিণী মাতার অভিলাষ কখনই সফল করিব না; পরন্তু আমি দুর্গম অরণ্যেই বাস করিব; রাম রাজা হইবেন। এক্ষণে শিল্পিগণ যেখানে পথ নাই, সেই স্থানে গমনযোগ্য পথ প্রস্তুত করুক, এবং বিষম স্থান সকল সমতল করুক। পথিমধ্যে যে সকল দুর্গম স্থান আছে, যাহারা লোকদিগকে তথায় বিচরণ করাইতে পারে, অথবা দুর্গমস্থলাভিজ্ঞ তাদৃশ রক্ষী সকল অনুগমন করুক। নৃপনন্দন ভরত রামের নিমিত্ত এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই তাঁহাকে এই মনোহর অত্যুৎকৃষ্ট বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল,—আপনি রাজপুত্র জ্যেষ্ঠ রামকে পৃথিবী প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া, আমাদিগের নিকট যে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তজ্জন্য পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করুন। রাজনন্দন ভরতের কথিত সেই অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আর্য্যদিগের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা এই কথা শুনিয়া অমাত্য ও পারিষদ্‌গণের সহিত আহ্লাদিত ও একেবারেই শোকশূন্য হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে নরবর! আপনার বাক্যানুসারে আপনাদের অনুরক্ত, রক্ষক ও শিল্পীদিগকে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষরূপেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৭-১৭

অশীতিতম সর্গ

অনন্তর যাহারা পরীক্ষা দ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারে এবং যাহাদিগের সূত্র দ্বারা পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, তাহারা এবং খনন-দক্ষ শৌর্য্য-সম্পন্ন খনকগণ, যন্ত্র-পরিচালক, বেতনোপজীবী ভৃত্য, স্থপতি, যন্ত্রনির্ম্মাণদক্ষ সূত্রধার, বৃক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধাকার, বংশকার ও চর্ম্মকারেরা মার্গ নির্ম্মাণার্থ প্রেরিত হইল। পরিদর্শনদক্ষ মার্গপরিদর্শকেরা তাহাদের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল।[১] সেই বিপুল জনসমূহ হর্ষসহকারে সেই

১। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানেও কনিষ্ঠের রাজ্যগ্রহণ দোষজনক নহে এই কথা বলিতেছেন যে, জ্যেষ্ঠের প্রতি পিতার বনবাসের আদেশ ও তোমার প্রতি রাজ্যপালনের নিয়োগ, সুতরাং দৈবাধীন কনিষ্ঠ হইয়াও পিতৃনির্দ্দেশে রাজ্য পালন করা দোষাবহ নহে। কারণ, পিতার আদেশ উভয়েরই পালন করা কর্ত্তব্য।

১। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ, সূত্রপরিমাণকগণ (আমীন), খনক খননকার্য্য দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে, যন্ত্রক জলপ্রবাহাদি নিয়ন্ত্রণসমর্থ, কর্ম্মান্তিক বেতনোপজীবী; স্থপতি রথাদিনির্ম্মাণকর্ত্তা, যন্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণ। বর্দ্ধকি (সূত্রধর—বাড়ই), মার্গরক্ষক, পথাবরোধক বৃক্ষচ্ছেদক, পাচক, রাজমিস্ত্রী, ডালা কুলো প্রভৃতি নির্ম্মাণকারক, অশ্বের জিন লাগাম যাহারা প্রস্তুত করে, এই সকল শ্রেণীর লোক অগ্রে প্রস্থান করিয়াছিল।

প্রদেশ উদ্দেশে দ্রুতগমন করত পর্ব্বকালীন সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলরাশির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই মার্গনির্ম্মাণদক্ষ পুরুষগণ স্বদলে মিলিত হইয়া, খনিত্রাদি বহুবিধ উপকরণ সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল। তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম ও প্রস্তর সকল ছেদন করত পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বৃক্ষশূন্য দেশে বৃক্ষ সকল রোপণ, কেহ কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা স্থানে স্থানে বৃক্ষ সকল ছেদন করিল এবং অপর কতকগুলি অতিশয় বলবান্ পুরুষ বদ্ধমূল বীরণস্তম্ব সকল হস্ত দ্বারাই উৎপাটন-পূর্ব্বক স্থান সকল সমান করিল। কেহ কেহ কূপ ও গভীর গর্ত্ত সকল পাংশু দ্বারা পূরণ এবং নিম্নভাগ সকল শীঘ্রই সমতল করিল। কেহ কেহ বন্ধনীয় স্থান সকল বন্ধন, ক্ষোদনীয় স্থান সকল ক্ষোদন এবং ভেদ নীয় প্রদেশ সকল ভেদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অচিরকালমধ্যে নানাপ্রকার আকারের ক্ষুদ্র প্রবাহ সকল বন্ধনাদি দ্বারা প্রচুর সলিলে পূর্ণ করিয়া, সাগরের সমান করিয়া দিল এবং যেখানে জল নাই, সেই সকল স্থলে বেদিকা সমূহ অলঙ্কৃত করিয়া, নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট জলাশয় সকল খনন করিল। এইরূপে সৈন্য সকলের গমনপথে কোথাও বিশ্রামার্থ সুধা-নিবদ্ধ ভূমি সকল সংস্থাপিত এবং কোথাও বিকসিত বৃক্ষ সকল আরোপিত হইল; কোথাও বা বিহঙ্গমগণ মত্ত হইয়া কলরব করিতে লাগিল; কোন স্থান পতাকা সকলে অলঙ্কৃত, চন্দন-সলিলে অভিষিক্ত এবং নানাবিধ কুসুমে বিভূষিত করা হইল। তাহাতে সুরপথের ন্যায় সেই পথের অতিশয় শোভা হইল। ১-১৪

অনন্তর প্রধান প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষেরা মহাত্মা ভরতের আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অনুচরদিগকে আদেশ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট রমণীয় স্থান সকলে ভরতের মনোমত অতীব মনোহর শিবির সকল স্থাপন করিয়া, অধিকতর ভূষণ দ্বারা তৎসমস্ত সুশোভিত করিল। যাহারা নক্ষত্র ও মুহূর্ত্ত সকলের শুভাশুভ ফল অবগত আছে, তাহারা শুভ নক্ষত্রে ও শুভ মুহূর্ত্তে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবির সকল সংস্থাপন করিল। ঐ শিবির সমস্ত প্রভূত পাংশুসমূহে, পরিখায় পরিব্যাপ্ত, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমা-সমূহে বিরাজিত ও উৎকৃষ্ট রথ্যাসমূহে অলঙ্কৃত। প্রাসাদমালায় ও সৌধ সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবৃত, বহুসংখ্য পতাকা-সুশোভিত সুনির্ম্মিত পথ সকল শোভা পাইতে লাগিল এবং উহাদের অত্যুচ্চ সপ্ততল গৃহসমূহের অগ্রভাগে কপোত-পালিকা বিরাজমান ছিল। ঐ সকল শিবির ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যাহার তীরদেশে বিবিধ বৃক্ষলতাপূর্ণ কানন, যাহার জল নির্ম্মল ও শীতল এবং মৎস্যপূর্ণ, সেই জাহ্নবী পর্য্যন্ত ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ নির্ম্মিত হইয়া চন্দ্রতারা-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৫-২২

একাশীতিতম সর্গ

তদনন্তর অভিষেক-দিবসের পূর্ব্বরজনী অথবা রাম আনয়নের উদ্‌যোগারম্ভ দিনের রাত্রি গতপ্রায়া হইয়াছে দেখিয়া, বিশেষতঃ সূত ও মাগধেরা মঙ্গলস্তবে ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। প্রহরাবসান-সূচক দুন্দুভি সকল সুবর্ণময় বাদনদণ্ড দ্বারা বাদিত হইতে লাগিল; শত শত শঙ্খ ও উচ্চাবচস্বরবিশিষ্ট বাদ্য-সকল বাদিত হইতে থাকিল। সেই সুমহান্ বাদ্য শব্দ আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত যেন পূর্ণ করিয়া শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকাক্রান্ত করিয়া তুলিল। তখন ভরত প্রতিবুদ্ধ হইয়া, আমি রাজা নহি বলিয়া, সেই বাদ্য নিবারণ করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—দেখ, শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী কর্ত্তৃক লোকের কি মহৎ অপকার হইয়াছে। আমার উপর এই সকল দুঃখ নিক্ষেপ

করিয়া রাজা দশরথ প্রস্থান করিয়াছেন। সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের এই ধর্ম্মমূলক রাজশ্রী এক্ষণে নাবিক-বিহীনা নৌকার ন্যায় অস্থিরভাবে ভ্রমণ করিতেছে। যিনি আমাদের সুমহান্ রক্ষক ছিলেন, মাতা ধর্ম্মত্যাগিনী হইয়া তাঁহাকেও বনে প্রব্রজিত করিয়াছেন। ভরতকে অচেতন হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, সমুদয় মহিলাগণ করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১-৮

এইরূপ বিলাপ হইতেছে, এমন সময়ে রাজধর্ম্মজ্ঞ মহাযশা বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মণিকাঞ্চন-পরিপূর্ণ, সুবর্ণময়ী, পরম রমণীয় সেই সভায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বস্তিকাকার মণ্ডল সদৃশ আস্তরণে ভূষিত স্বর্ণময় পীঠে উবেশন করিয়া দূতগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনা ও সেনানায়কগণকে এখানে আনয়ন কর; অবিলম্বেই সম্পাদন করিতে হইবে, এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যশস্বী ভরত, শত্রুঘ্ন ও অপরাপর রাজপুত্রগণকে এবং সুমন্ত্র, যুধাজিৎ ও যাঁহারা হিতকারী আত্মীয়, সকলকেই এখানে আনয়ন কর। অনন্তর রথাশ্ব ও গজারোহী জনগণের যাতায়াতে তুমুল হলহলাশব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে, প্রকৃতিবর্গ সেইরূপ ভরত আসিতেছে দেখিয়া, রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। তখন তিনি নাগ-সমাবৃত, মণিশঙ্খ-শর্করা[১] সমন্বিত, স্থির সামুদ্র হ্রদের ন্যায় সেই সভা ভরত ও শত্রুঘ্ন দ্বারা সুশোভিতা হইয়া, পূর্ব্বে মহারাজ দশরথ থাকিতে যেরূপ ছিল, সেইরূপ পরিদৃশ্যমান হইল। ৯-১৬

১। তিমি বহুযোজনবিস্তৃত মৎস্যবিশেষ। নাগ জলহস্তী অথবা সর্প। মণি—মুক্তা প্রভৃতি। শর্করা—সুবর্ণ। জল স্থানে সভাতেজ বুঝিতে হইবে। তিলককার বলেন, সভাতেও ঐ সকল জিনিস আছে যথা—বশিষ্ঠ—জল, তিমি নাগ—ভরত শত্রুঘ্ন, মণি প্রভৃতি অমাত্য পৌরজনপদগণ। ইহা কতকের মত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

বুদ্ধিসম্পন্ন ভরত দেখিলেন, পূজ্যজনে সম্পূর্ণা হওয়াতে বশিষ্ঠাদি মহাত্মগণের অধিষ্ঠানে সেই সভা পূর্ণচন্দ্রশোভিতা নিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সভাপ্রবিষ্ট আর্য্যগণ যথারীতি স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাদের অঙ্গরাগ ও বস্ত্র-শোভায় শোভিতা হইয়া, সেই উৎকৃষ্টা সভা প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। শরৎকালে পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিতা রজনী যেরূপ শোভা পায়, বিদ্বজ্জনের সমাগমে সেই সভা পরম রমণীয়া হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজার প্রকৃতিবর্গকে অবলোকন করিয়া, ভরতকে মৃদুবচনে কহিলেন,—ভরত! রাজা দশরথ নিয়ত ধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক ধনধান্যবতী বিপুল সমৃদ্ধি-সম্পন্না এই পৃথিবী তোমাকে প্রদান করত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সত্যবৃত্ত রাম ও সাধুগণাচরিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করেন না, সেইরূপ পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে তুমি অমাত্য-দিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া, পিতা ও ভ্রাতৃ-প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য উপভোগ কর, শীঘ্র অভিষিক্ত হও। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও পশ্চিমান্ত প্রদেশবাসী এবং সমুদ্রদ্বীপনিবাসী যাবতীয় রাজগণ এবং সিংহাসন-শূন্য রাজগণও তোমার জন্য কোটি কোটি রত্ন উপহার দিউন। ১-৮

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোক-পরিপ্লুত হইয়া, জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তনরূপ ধর্ম্মলিপ্সায় রামকে মনে মনে তখন স্মরণ করিলেন। কলহংসস্বর সেই যুবা সভামধ্যে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষোভ-পূর্ব্বক পুরোহিত বশিষ্ঠকে নিন্দা করিয়াছিলেন।[১] চরিতব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিদ্যাস্নাত সেই ধীমান্ রামচন্দ্রের রাজ্য মাদৃশজন কি

১। ভরত ভোগকালেও উপেক্ষা করিলেন, ইহাই তাঁহার স্তুতি। বশিষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও—বিশেষতঃ রঘুকুলের নিয়ম জানিয়াও সর্ব্বজনসমক্ষে অন্যায় কার্য্য করিবার জন্য ভরতকে বলায় তিনি নিন্দা করিয়াছিলেন।

প্রকারে হরণ করিতে পারে? দশরথ হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আমি কিরূপে রাজ্যাপহারক হইব? রাজ্যও রামের, আমিও রামের। হে মহর্ষে! আপনাকে এ স্থলে ধর্ম্মকথা বলা উচিত।[2] সাক্ষাৎ দিলীপ ও নহুষের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ রামই দশরথের ন্যায় এই রাজ্য পাইবার অধিকারী। অসাধু-সেবিত, স্বর্গ-বিরোধী এই পাপ যদি আমাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তবে লোকে আমাকে ইক্ষ্বাকুকুলনাশন বলিবে। জননী কর্ত্তৃক যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি কোনক্রমেই তাহার অনুমোদন করি না; অতএব আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বনদুর্গস্থ ভ্রাতাকে নমস্কার করিতেছি। আমি তাঁহারই অনুগত থাকিব, তিনিই এ রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রিভুবনের রাজা হইবারও যোগ্য। ৯-১৬

সমুদয় সভাসদ্বর্গ ভরতের এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামে তদ্গতচিত্ত হইয়া, হর্ষভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমি যদি সেই আর্য্যকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে, আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় বাস করিব।[3] আমি সদ্গুণশালী সাধুস্বভাব শ্রেষ্ঠ আর্য্যগণের সমক্ষেই রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যত কিছু উপায় আছে, সমুদয়ই অবলম্বন করিব। আমি পূর্ব্বেই কি বৈতনিক, কি অবৈতনিক, সমস্ত মার্গ-নির্ম্মাণদক্ষদিগকে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে স্বয়ংই তথায় যাইতে ইচ্ছা করি। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এইরূপ বলিয়া সমীপে অবস্থিত মন্ত্রণানিপুণ সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! আমার অদেশমত তুমি শীঘ্র উঠিয়া গমন কর। আমার গমন-বার্ত্তা জানাইয়া সৈন্যদিগকে সত্বর আনয়ন কর। মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, সুমন্ত্র হর্ষ-সহকারে নিজের অভিলষিতা-নুরূপ ভরতের আদেশ বিজ্ঞাপন করিলেন। ১৭-২৩

রামকে বন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সৈন্য-দিগকেও যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া, সমুদয় প্রকৃতিবর্গ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে যোধাঙ্গনাগণ হর্ষ সহকারে তাহাদের স্ব স্ব ভর্ত্তাদিগকে রামানয়ন জন্য বনগমনার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরা অশ্ব, শকট, মনের ন্যায় শীঘ্রগামী রথ দ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে ও সপত্নীক যাইতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ গমনোদ্যত হইয়া সজ্জীভূত হইয়াছে দেখিয়া, ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠের সমীপে বসিয়া, পার্শ্বস্থ সুমন্ত্রকে রথ-যোজনায় সত্বর হও বলিলেন। সুমন্ত্র ভরতের আজ্ঞানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। সেই দৃঢ়-সত্যবিক্রম, সত্যবৃত্তি, প্রতাপশালী ভরত মহারণ্যগত যশস্বী গুরু রামকে ফিরাইয়া আনিবার মানসে সুযুক্ত বাক্যে সুমন্ত্রকে বলিলেন—সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র উত্থিত হইয়া, সৈন্য-দিগকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে আদেশ কর। আমি জগতের হিতের নিমিত্ত বনস্থিত রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি। তখন সুমন্ত্র ভরতের আদেশক্রমে পূর্ণমনোরথ হইয়া সৈনাধ্যক্ষ, সুহৃদ্গণ এবং পৌরপ্রধান জনগণকে ভরতের আদেশ জানাইয়া দিলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা উদ্যোগী হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্ব সকল সজ্জিত করিলেন। ২৪-৩২

—

২। প্রথমে নির্ব্বন্ধ সহকারে পিতার নিকট বর লওয়ায়, এই রাজ্য আমার, এইরূপ বুদ্ধি যে আমার নাই,—ইহাই রামের নিকটে প্রতিপাদন করিতে হইবে, তাদৃশ ধর্ম্মকথাই আপনার বলা উচিত।

৩। লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম পালন করায় তাঁহাকে ভরত আর্য্য বলিয়াছেন।

ত্র্যশীতিতম সর্গ

অনন্তর ভরত প্রাতঃকালে উঠিয়াই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া, রামদর্শনাভিলাষে শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। সকল অমাত্য ও পুরোহিতগণ অশ্বযুক্ত সূর্য্যরথসদৃশ প্রভাশালী রথে অধিরূঢ় হইয়া, ভরতের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথাবিধি সুসজ্জিত নয়, সহস্র হস্তী সেই গমনকারী ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতের অনুগামী হইল। এতদ্ভিন্ন ষাট হাজার রথ, বিবিধ অস্ত্রধারী ধন্বিগণ এবং অশ্বারোহি-সমেত শত সহস্র অশ্ব সেই গমনকারী, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রাজপুত্র, রঘুনন্দন ভরতের অনুগমন করিল। কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা ইঁহারা রামকে আনিবার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া, পরম দীপ্তিশালী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।[১] ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় রামবিষয়ক বিচিত্র বাক্য সকল প্রয়োগ করত প্রহৃষ্টচিত্তে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কত দিনে আমরা জগতের শোকনিবারক, বশীকৃতচেতা, জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, মহাবাহু, দৃঢ়ব্রত রামকে দর্শন করিব? সূর্য্য যেমন উদিত হইয়াই ত্রিভুবনের অন্ধকার নাশ করেন, রামও তেমনি দৃষ্টি-পথের পথিক হইয়াই আমাদের সকল শোক অপনয়ন করিবেন। তৎকালে নগরবাসী ব্যক্তিগণ হর্ষসহকারে এইপ্রকার শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ করত পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ১-১০

অযোধ্যানগরে যে সকল প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বণিক্ ও রাজানুগত প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলেই হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে রামকে আনয়ন করিতে গমন করিল। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্র-নির্ম্মাণদক্ষ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজনাদি-ব্যবসায়ী, করপত্র (করাত) -ব্যবসায়ী, মণিমুক্তাদির ছিদ্রকার, কাচাদি-নির্ম্মাণকার, দন্ত-ব্যবসায়ী, সূপকার, গন্ধবণিক্, বিখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক (যাহারা স্নান করাইয়া দেয়), অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপ-জীবী, মদ্যকার, রজক, সীবন-কারক (সূচী দ্বারা সেলাই কার্য্যে যাহারা দক্ষ তাহারা), গ্রাম ও আভীরপল্লীবাসী প্রধান ব্যক্তি, নট ও কৈবর্ত্তগণ সকলে স্ব স্ব স্ত্রীর সহিত গমন করিতে লাগিল।[২] সহস্র সহস্র সদাচারনিষ্ঠ সমাহিত-চিত্ত ব্রাহ্মণেরা গোযোজিত রথে সেই ভরতের অনুগমন করিলেন। সকলেই সুন্দর বেশ, সুন্দর বস্ত্র, তাম্রবর্ণ ও বিশুদ্ধ অনুলেপন ধারণ করিয়া, সুন্দর যান সকলে আরোহণ-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভরতের অনুগমন করিলেন। ১১-১৭

এইরূপে কৈকেয়ীনন্দন ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামকে আনিতে যাত্রা করিলে, প্রমোদ-সমন্বিতা চতুরঙ্গিণী সৈন্য সকল পরম হর্ষে ও আনন্দে অনুগমন করিল। রথ, যান, অশ্ব ও গজারোহণে বহু দূর অতিক্রম করিয়া, শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গানদীর নিকটে সকলে সমাগত হইল। রামের সখা শৃঙ্গবেরপতি বীর গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, সর্ব্বদা অতি সাবধানে সেই প্রদেশ রক্ষাবিধান করত তথায় বাস করিতেন। ভরতের অনুগামিনী চতুরঙ্গিণী সেনা চক্রবাকভূষিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া গমনে ক্লান্ত হইল। বাক্যবিন্যাসপটু ভরত সৈন্যদিগকে গমনে ক্লান্ত দেখিয়া এবং পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া, মন্ত্রীদিগের সকলকেই বলি-লেন,—আমি অভিপ্রায় করিয়াছি, অদ্য বিশ্রাম করিয়া, কল্য গঙ্গা পার হইয়া যাইব; অতএব

১। কৈকেয়ী ভরতের কার্য্য দর্শনে যখন বুঝিতে পারিলেন, ভরতের মঙ্গলার্থ যাহা তিনি করিয়াছেন, উহা তাঁহার অহিতকর, তখন তিনি, আমি কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, এইরূপ খেদপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রামের প্রতি স্নেহশালিনী হইয়াছিলেন এবং হর্ষ সহকারে রামকে আনিতে ও নিজ দোষ ক্ষালনার্থ অগ্রে তিনিই গমন করেন; এই জন্যই তাঁহার নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে; অথবা প্রধান মহিষীত্রয় পুনরায় পূর্ব্বসৌহার্দ্দলাভ করায় এক যানে আরোহণ করিয়াই গমন করিয়াছিলেন।

২। মণিকার—পদ্মরাগাদি মণির সংস্কারকর্ত্তা। দন্তকার—হস্তি-দন্তের দ্বারা যাহারা পুতুল-শিবিকাদি নির্ম্মাণ করে।

সৈন্যদিগকে তাহাদের অভিপ্রায়ানুসারে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত কর। এক্ষণে স্বর্গপ্রাপ্ত রাজা দশরথের পরলোক নিমিত্ত তর্পণ করিবার জন্য ভাগীরথীতে অবতরণ করিব। তিনি এইপ্রকার বলিলে, অমাত্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঐকান্তিকচিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ক্রমে সৈন্য সকলকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে সন্নিবেশিত করিলেন। মহাভাগ ভরত এইরূপে মহানদী গঙ্গার তটে যথাবিধানে বিবিধ পরিচ্ছদে শোভিতা বাহিনীকে সন্নিবেশিত করিয়া, রামকে কিরূপে ফিরাইয়া আনিবেন, কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত তথায় বাস করিলেন। ১১-১৮

চতুরশীতিতম সর্গ

এ দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া, চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, গুহ জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন,—গঙ্গাতীরে এই যে সাগরসদৃশী মহতী সেনা নয়নগোচর হইতেছে, আমি মনে মনে চিন্তা করিয়াও উহার অন্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। যখন রথোপরি অত্যুচ্চ কোবিদার-ধ্বজ শোভা পাইতেছে, তখন বোধ হয়, দুর্ব্বুদ্ধি ভরত স্বয়ং আসিয়াছে।[১] হয় আমাদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন, না হয় এককালেই হত্যা করিবে এবং আমাদিগকে ঐরূপ করিয়া, পরে জনককর্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রামকে বধ করিবে। ফলতঃ কৈকেয়ীর পুত্র ভরত পরমদুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার আশয়েই রামকে হনন করিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছে; কিন্তু দশরথনন্দন রাম আমার সখা ও ভর্ত্তা; অতএব তোমরা সকলে তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত কবচ বন্ধন করিয়া এই গঙ্গার তীরপ্রদেশে অবস্থান কর। আমার অধীনস্থ দাসেরা সকলেই নদী-তরণ-পথের বিঘ্নসাধনার্থ মাংস, ফল ও মূল ভক্ষণ করত বলবান্ হইয়া, এই গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া থাকুক। পঞ্চশত নৌকাবাহনযোগ্য শত শত কৈবর্ত্তেরা ও শত শত যুবা যোদ্ধারা কবচ বন্ধন করিয়া এখানে থাকুক। ভরত যদি রামের বিষয়ে তুষ্ট থাকেন, তবেই এই সেনা আজি কুশলে গঙ্গাপার হইবে; নতুবা নহে। এইরূপ আদেশ করিয়া নিষাদপতি গুহ মৎস্য, মাংস ও মধু উপঢৌকন লইয়া ভরতের নিকট গমন করিলেন। ১-১০

প্রতাপশালী কালজ্ঞ সুমন্ত্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, নিতান্ত বিনীতভাবে ভরতকে নিবেদন করিলেন,—জ্ঞাতিসহস্রে পরিবেষ্টিত সাধুত্তম এই বৃদ্ধ গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা; বিশেষতঃ ইনি দণ্ডকারণ্যের সকল বৃত্তান্তই অবগত আছেন; অতএব হে ককুৎস্থনন্দন! নিষাদপতি গুহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে আছেন, ইনি নিঃসন্দেহই তাহা জানেন। সুমন্ত্রের এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, নিষাদপতি শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। তখন গুহ ভরতের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, পরম সন্তুষ্ট ও জ্ঞাতিগণে বেষ্টিত হইয়া, তাঁহার সমীপে যাইয়া নম্রভাবে কহিলেন,—আপনি এখানে আগমনের পূর্ব্বে আমাদিগকে কোনরূপ আজ্ঞা করিয়া পাঠান নাই, ইহাতে আমাকে অনুগ্রহদানে বঞ্চনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সমুদায় রাজ্য নিবেদন করিতেছি। আপনি নিজ দাস বিবেচনায় আমার গৃহে অবস্থিতি করুন। এক্ষণে নিষাদগণ স্বহস্তে এই ফল, মূল, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং নীবারাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, এই সমস্ত গ্রহণ করিতে অনুমতি হউক। আমার ঐকান্তিক অভিলাষ, সৈন্যসকল আমাদের গৃহে উত্তমরূপে ভোজন করিয়া, অদ্য রাত্রি

১। রামকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত আসিয়াছে, এই কথা বলিবার জন্যই ভরতকে দুর্ব্বুদ্ধি বলা হইয়াছে। যে হেতুক ইক্ষ্বাকুকুলচিহ্নস্বরূপ কোবিদারধ্বজ দেখা যাইতেছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভরত। আমার সখা রাম, সুতরাং তৎপক্ষ বলিয়া আমাদের ভয়। আমাদেরও রামের ইষ্ট কার্য্য করা উচিত, সুতরাং ভরতের সসৈন্যে গঙ্গাপার হওয়ায় বিঘ্নাচরণ করিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকিবে।

অবস্থিতি করে এবং আপনিও অন্ত মৎকর্ত্তৃক বিবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কল্য সসৈন্যে গমন করিবেন। ১১-১৮

—

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

নিষাদরাজ গুহ এইপ্রকার কহিলে, পরমপ্রাজ্ঞ ভরত হেতুযুক্ত ও অর্থসঙ্গত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে গুরুমিত্র! এক্ষণে আমার এই সৈন্যদিগকে বিশেষরূপে আতিথ্যসৎকার করিতে তোমার যে অভিলাষ হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশেষরূপ সৎকার করা হইল। পরম তেজস্বী শ্রীমান্ ভরত এইপ্রকার উৎকৃষ্ট বাক্যে গুহকে সম্ভাষণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা নিজ গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—এই গঙ্গা-সলিল-প্লাবিত দেশে সহজে প্রবেশ করা বা উত্তীর্ণ হওয়া সহজসাধ্য নহে; অতএব কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব, বল। ধীমান্ রাজপুত্র ভরতের এই কথা শ্রবণ করিয়া, দুর্গম স্থান সকলের মর্ম্মজ্ঞ গুহ কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন,—হে মহাবল রাজপুত্র! দেশের কোথায় কি আছে, তদ্বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট দাসগণ পরম সমাহিত হইয়া আপনার অনুগমন করিবে এবং আমিও আপনার অনুযাত্রী হইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ত পুণ্যকর্ম্মা রামের মন্দ চেষ্টায় গমন করিতেছেন না? আপনার এই মহতী সেনা দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছে। গুহ এই প্রকার বলিতে লাগিলে আকাশের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব ভরত, মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার সমান; অতএব আমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করা তোমার উচিত হয় না। আমায় যেন কোন কালেই রঘুনন্দন রামের মন্দ করিতে না হয়। হে গুহ! সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি বনবাসী ককুৎস্থনন্দন রামকে ফিরাইবার জন্যই যাইতেছি। আমার প্রতি অন্যরূপ আশঙ্কা তুমি করিও না। ১-১০

ভরতের কথা শুনিয়া গুহের বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি হর্ষিত হইয়া পুনরায় ভরতকে বলিতে লাগিলেন,—আপনিই ধন্য! পৃথিবীতে আপনার তুল্য দেখি না। আপনি অযত্নপ্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর আপনি যে বনবাসী রামকে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় ও সর্ব্বলোকব্যাপিনী হইবে। গুহ ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সূর্য্যের প্রভা নষ্ট ও রাত্রি সমাগত হইল। তখন শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গুহ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইয়া, সেনা সন্নিবেশ-পূর্ব্বক পুনরায় শয়ন করিলেন। সেই সময়ে দুঃখানুচিত ধর্ম্মনিরত মহাত্মা ভরতের রামচিন্তায় এরূপ শোক উপস্থিত হইল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানল-সন্তপ্ত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি শোকানলে অন্তরে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইলে হিমালয় যেমন হিমরাশি ক্ষরণ করে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তেমনি শোকাগ্নি-সম্ভূত স্বেদ বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তৎকালে ভরত সকল ইন্দ্রিয়বর্গ সহ নিজেকে অধোদিকে নয়নকারী দুঃখরূপ পর্ব্বত দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। রামের চিন্তা ঐ পর্ব্বতের সার প্রস্তর; নিশ্বাস উহার ধাতু; দীনভাব উহার বৃক্ষ-সমূহ; শোকজনিত মানসিক অবসাদ উহার বদ্ধমূল শৃঙ্গ; অতিমাত্র মোহ উহার বন্য প্রাণিসমূহ এবং সন্তাপ ঐ পর্ব্বতের ওষধি ও বেণু। এইরূপে পরম আপদে পতিত হইয়া তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইল এবং মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্দ্দাহে অভিভূত হইয়া যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় কোনমতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে গুহের সহিত মিলিত মহানুভব ভরত সপরিবারে একাগ্র-চিত্তে

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের চিন্তা করিয়া, নিতান্ত ক্ষুন্নমনা হইলে, নিষাদরাজ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ১১-২২

ষড়্ত্রিংশীতম সর্গ

অনন্তর গহনবাসী গুহ অমিত-গুণশালী ভরতের নিকট রামের প্রতি মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্ভাব কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—গুণশালী লক্ষ্মণ রামের রক্ষাজন্য উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ হস্তে জাগিয়া রহিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম,—তাত রঘুনন্দন! আপনার জন্য এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে, আপনি সুখে ইহাতে শয়ন করুন, রামের জন্য আপনার কোন শঙ্কা নাই। আপনি চিন্তা ও শোক ত্যাগ করুন। এই সকল সাধারণ লোক—ইহারা দুঃখসহনে অভ্যস্ত, এবং আপনি সুখে সংবর্দ্ধিত, অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরাই রামের জন্য জাগরণ করিব। অথবা আপনার অগ্রে সত্য করিয়া বলিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম পৃথিবীতে আমার আর কেহই নাই। আপনি রামের রক্ষার জন্য রাত্রিজাগরণে সমুৎসুক হইবেন না। রামের প্রসাদে ইহলোকে আমি বিপুল যশ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের প্রত্যাশা করি; অতএব আমি সমুদায় জ্ঞাতিগণের সহিত ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক সীতার সহিত নিদ্রান্বিত প্রিয়সখা রামের রক্ষা করিব। আমি সর্ব্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি; সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই; বিশেষতঃ যুদ্ধে আমি চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগসহনে সক্ষম। এ প্রকার কহিলে, ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা লক্ষ্মণ আমাদের সকলকে অনুনয় করিয়া বলিলেন,— ১-৯

দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতে, আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনোপায়-ভূত সুখ সমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ হই? সমুদয় দেব ও দানব যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্য সহনে অক্ষম, হে গুহ! সেই রাম আজি সীতার সহিত তৃণমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, দর্শন কর। এই রামই রাজা দশরথের অনুরূপ লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র পুত্র, বিবিধ পরিশ্রমে ও বিস্তর তপস্যা করিয়া রাজা ইঁহাকে পাইয়াছেন। অতএব ইনি বনবাসী হওয়াতে রাজা অধিক দিন বাঁচিবেন না। পৃথিবী নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র বিধবা হইবেন। অদ্য রাজমহিলারা সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, অধুনা শ্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই সমুদায় রাজভবন একেবারে নিঃশব্দ হইবে। ফলতঃ কৌশল্যা, রাজা এবং জননী সুমিত্রা, ইঁহারা যে বাঁচিবেন, কোনমতেই আশা করিতে পারি না। যদি বাঁচেন, এই রাত্রিমাত্র, আর নহে; অথবা দেবী সুমিত্রা শত্রুঘ্নকে দেখিবার আশায় বাঁচিতে পারেন; কিন্তু বীরজননী কৌশল্যা এই প্রকার দুঃখের অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা রামকে রাজ্য দিতে মনোরথ করিয়া, একেবারেই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি রামকে রাজা করিতে না পারিয়া, নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে, পিতা যখন পরলোকগমন করিবেন, যাঁহারা তাঁহার সমুদায় প্রেতকার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। আহা! পিতার রাজধানী অযোধ্যা রমণীয় চত্বর সংস্থান, সুবিভক্ত মহাপথ, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ এবং সর্ব্বপ্রকার রত্ন সকলে বিভূষিত; গজ অশ্ব ও রথসমূহে পরিপূর্ণ; বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত; সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-বিশিষ্ট; সর্ব্বদাই হৃষ্টপুষ্ট লোক সকলে পরিব্যাপ্ত এবং উদ্যান, উপবন, সমাজ ও উৎসব-পরম্পরায় বিরাজমান। যাহারা তথায় বিচরণ করিবে, তাহারাই সুখী। হে গুহ! চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রতপালনান্তে আমরাও কি সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নিরাপদে ঐ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া সুখী হইতে পারিব? রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে

রজনী অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, এই ভাগীরথীতীরে উভয়ের জটা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, আমি সুখে দুই জনকে গঙ্গা পার করাইলাম। তখন সেই হস্তিযূথপতিসদৃশ মহাবল তেজস্বী শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ আর অপেক্ষা না করিয়া, জটাবল্কল ধারণ এবং উৎকৃষ্ট তূণীর ও ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক সীতার সহিত ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গমন করিলেন। ১০-২৫

সপ্তাশীতিতম সর্গ

ভরত গুহের মুখে এই নিতান্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া সেই স্থানেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।[১] তাঁহার ভুজযুগল অতিবিশাল, স্কন্ধ সিংহের ন্যায় উন্নত, লোচনদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত এবং তিনি অতিমাত্র ধৈর্য্যশীল, সুকুমার, যুবা ও প্রিয়দর্শন। এই কথা শুনিয়া, তাঁহার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যলাভ করিয়া, পুনরায় অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ-হৃদয় হস্তীর ন্যায় সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিষাদরাজের মুখ মলিন হইল এবং তিনি, ভূমিকম্পে বৃক্ষের ন্যায় ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও তদবস্থ ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাচ্ছন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরতের মাতৃগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপবাসে ও ভর্ত্তৃবিয়োগে নিতান্ত শীর্ণকায় এবং যার-পর-নাই দীনভাবাপন্ন ছিলেন। সকলে আসিয়া ভূপতিত ভরতের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিকটে আসিয়াই নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্তে গাঢ়রূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর সেই পুত্র-বৎসলা তপস্বিনী কৌশল্যা, আপনার পুত্রকে যেমন, ভরতকেও তেমনি আলিঙ্গন করিয়া, শোক-পরায়ণা হইয়া, রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-৮

বৎস! কোন ব্যাধি ত তোমার শরীরে অসুখ দিতেছে না? আহা! এই রাজকুলের যে আর কেহই নাই! এক্ষণে তুমিই একমাত্র ইহার জীবনের অবলম্বন। বৎস! রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন; মহারাজ দশরথ স্বর্গগত; আমরা তোমারই মুখ চাহিয়া কেবল বাঁচিয়া আছি। এক্ষণে আমাদের সকলকে রক্ষা করে, তোমা ব্যতীত এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। বৎস! লক্ষ্মণের ত কোনরূপ অকুশল সংবাদ শুন নাই? অথবা, এক পুত্র ভিন্ন আমার আর পুত্র নাই, সেই পুত্রও আবার স্ত্রীর সহিত বনে গিয়াছেন। তাঁহারও ত কোন কুঘটনা শুন নাই? পরমযশস্বী ভরত মুহূর্ত্ত পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, রোদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া, গুহকে এই কথা বলিলেন,—হে গুহ! আমার ভ্রাতা রাম কোথায় রজনী যাপন করিয়াছিলেন এবং কি খাইয়া কিরূপ শয্যায় ঘুমাইয়াছিলেন? সীতা এবং লক্ষ্মণ ইঁহারাই বা কোথায় ছিলেন? আমাকে বল। নিষাদরাজ গুহ রামের ন্যায় প্রিয় ও উপকারী অতিথির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সহর্ষে ভরতের নিকট তাহা বর্ণন করিয়া কহিলেন,—আমি ভক্ষণার্থ নানা প্রকার অন্ন, ভোজনীয় অপূপাদি ও বহু ফলমূল রামকে উপহার দিয়াছিলাম। সত্যপরাক্রম রাম আমার প্রতি অনুগ্রহ জন্য তৎসমস্ত বাক্যমাত্রে গ্রহণ করিয়া, পুনরায় আমাকেই দিলেন; ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া প্রতিগ্রহ করিলেন না। আমাকে এই কথা বলিলেন,—সখে! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের প্রতিগ্রহ করিতে নাই। পরন্তু সর্ব্বদা আমাদিগের দান করা উচিত। এই বলিয়া সেই মহাত্মা আমাদের সকলকে

১। ভরতের গভীর চিন্তার কারণ—রাম জটাদি ধারণ করিয়া পুণ্য আরণ্যক ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর নহে, এই সকল ভাবিয়া তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন।

অনুনয় করিলেন।[২] অনন্তর মহানুভব লক্ষ্মণ জল আনিয়া দিলে, তিনি সীতার সহিত তাহা পান করিয়া, উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদের পানাবশিষ্ট জল পান করিলেন। পরে তাঁহারা তিন জনে সংযত বাক্যে সমাহিতচিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিলেন।[৩] সন্ধ্যাবন্দনান্তে লক্ষ্মণ স্বহস্তে কুশ সকল আহরণ করিয়া, অবিলম্বে রামের জন্য অতি সত্বর সুন্দর শয্যা রচনা করিলেন এবং রাম সীতার সহিত সেই শয্যায় শয়ন করিলে পর লক্ষ্মণ তাঁহাদের দুই জনের চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তথা হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন। এই সেই ইঙ্গুদী তরুতল এবং এই সেই তৃণরাশি; রাম সীতা দুই জনে সেই রাত্রি এই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সেই রজনীতে শত্রু-দমন লক্ষ্মণ নিয়মানুসারে পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর ও কর-তলে অঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন এবং হস্তে গুণযুক্ত মহৎ ধনু ধারণ করিয়া, রামের চতুর্দ্দিক অবলোকন করত অব-স্থিতি করিয়াছিলেন। আমিও উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, তন্দ্রাবিহীন ও ধনুর্দ্ধারী জ্ঞাতিদিগের সহিত সেই মহেন্দ্র তুল্য রামকে রক্ষা করত লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত হইয়াছিলাম। ৯-২৪

২। রাম গুহের নিকট ক্ষত্রিয়প্রতিগ্রহ অধর্ম্মজনক বলিলেন, অথচ তৎপরেই ভরদ্বাজের আশ্রমে, ভরদ্বাজদত্ত ভক্ষ্য দ্রব্য স্বীকার করিলেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? উত্তর—ব্রাহ্মণের মধুপর্কাদি দ্বারা রাজপূজা করিবার বিধান আছে এবং সেই পূজাগ্রহণেও ক্ষত্রিয়ের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, এই জন্ত রাম সেই পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহ নিষাদজাতি বলিয়া রাজপূজার অধিকারী নহে, নিজাধিকারস্থ নয় বলিয়াই কররূপেও গ্রহণ করা যায় না, রাম রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন, ভরতেরই প্রকৃত অধিকার—ইহাই রামের মানসিক ভাব, রাম ব্রতস্থ, সুতরাং গুহের দ্রব্য তাঁহার ভোজ্য নহে।

৩। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সন্ধ্যোপাসনার পর জল পান করিয়া-ছিলেন, যথা—"জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্।" এই স্থানে উহার বিপরীত বর্ণনা আছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? উত্তর—নিষাদ কর্ত্তৃক আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ করিলেন না, তবে কি আহার করিলেন, এই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বোক্ত ক্রম ত্যাগ করিয়া ভোজনকথা সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যার বিষয় উক্ত হইয়াছে।

অষ্টাশীতিতম সর্গ

ভরত অমাত্যবর্গের সহিত অবহিতচিত্তে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইঙ্গুদীতলে আগমন করিয়া রামের শয্যা নিরীক্ষণ করিলেন এবং সমস্ত জননী-দিগকে কহিলেন,—মহাত্মা রাম রজনীতে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনের চিহ্ন।

যিনি অধিরাজবংশীয় পরমভাগ্যশালী ধীমান্ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত। আহা! পুরুষোত্তম রাম চিরকাল মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট শয্যাসমূহে শয়ন করিয়াছেন;[১] এখন কিরূপে তিনি ভূমিতে শয়ন করিতেছেন? অথবা, তিনি সর্ব্বদাই সপ্ততল প্রাসাদ সকলের শিখরস্থ বিমানসদৃশ গৃহ ও গৃহচূড়ে শয়ন করিয়াছেন এবং যাহাদের কুট্টিম স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আস্তরণে অলঙ্কৃত, পুষ্পসমূহে চিত্রিত, চন্দন ও অগুরুগন্ধে আমোদিত, শ্বেতবর্ণ আকাশের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, শুকসমূহের কলরবে প্রতিধ্বনিত, নানাপ্রকার সুগন্ধে ও গীতধ্বনিতে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ এবং যাহাদের ভিত্তি সকল কাঞ্চনময় ও যাহারা মেরু পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, তাদৃশ অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ সকলে তিনি অহোরাত্র বাস করিয়াছেন, এখন ঈদৃশ ভূমিতে কিরূপে শয়ন করিতেছেন? যিনি ঐ সকলে শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও মৃদঙ্গ সকলের সুমধুর শব্দে সর্ব্বদাই প্রতিবোধিত হইতেন এবং যথাকালে বহুসংখ্য বন্দী, সূত ও মাগধকর্ত্তৃক অনুরূপ গাথা ও স্তুতিতে বন্দিত হইতেন, এখন তিনি এই সকলে বঞ্চিত হইয়া, কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিলেন? ইহা অশ্রদ্ধেয় ও অসত্য

১। মূলের অজিন শব্দের অর্থ রাজযোগ্য কদলী চময় প্রভৃতি জাতীয় মৃগ-চর্ম্ম, যাহা শীতে সুখোষ্ণ, গ্রীষ্মে সুখশীতল। অজিন কোন্ কোন্ জাতীয় মৃগের প্রশস্ত, তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"কদলী কদলী চীনশ্চমুরু-প্রিয়কাবপি।
চমুরুশ্চেতিহরিণা অমী অজিনযোনয়ঃ।"

বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আমার অন্তঃকরণ মুগ্ধ হইতেছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি বোধ হইতেছে। ১-১০

বুঝিলাম, কাল অপেক্ষা কোন দেবতাই বলবত্তর নহেন; নতুবা রাম দশরথের আত্মজ হইয়াও ভূমিতে শয়ন করিলেন কেন? এবং যিনি বিদেহপতি জনকের কন্যা ও দশরথের পরম স্নেহের পাত্রী পুত্রবধূ, সেই প্রিয়দর্শনা সীতাকেও এই কালপ্রভাবে ভূমিতে শয়ন করিতে হইল। ভ্রাতা রামের এই শয্যা, এই তাঁহার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন, এই কঠিন কর্কশ ভূমিতে তৃণসকল তাঁহার গাত্রসংস্পর্শে বিমর্দ্দিত হইয়াছে। কল্যাণী সীতাও অলঙ্কৃতা হইয়া এই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে; কেন না, ইহার সর্ব্বত্রই স্বর্ণকণা সকল সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সীতার উত্তরীয় যে ইহাতে সংলগ্ন ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; কেন না, রেশমের সুতা সকল উহাতে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে। বুঝিলাম, স্বামী যে শয্যায় শয়ন করেন, তাহাই মহিলাগণের সুখ-দায়িনী। পতিব্রতা সীতা সুকুমারী হইয়াও ঈদৃশ কঠিন ভূমিশয়নে কিছুই দুঃখ বোধ করেন নাই। হায়! আমি হত হইলাম! হায়! আমি কি নৃশংস! আমারই জন্য রঘুনন্দন রাম ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় ঈদৃশী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন! যিনি সার্ব্বভৌম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বলোকের সুখবিধাতা ও সর্ব্বলোকের প্রীতির পাত্র, যিনি প্রীতিপ্রদ অত্যুত্তম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, যাঁহার কলেবর ইন্দীবর সদৃশ শ্যামল, লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং যিনি দেখিতে অতি মনোহর, যিনি সর্ব্বদাই সুখভোগ করিয়াছেন, কখন কষ্ট পাইবার উপযুক্ত নহেন, এক্ষণে, তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ও পরম অভীষ্ট রাজ্য ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে শয়ন করিলেন, ইহা অপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে! বিবিধ-শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন মহাবাহু লক্ষ্মণই ধন্য; যিনি সঙ্কটসময়ে ভ্রাতা রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ১১-২০

আর জানকীও স্বামীর সঙ্গে বনগামিনী হইয়া নিশ্চয়ই সফলমনোরথা হইয়াছেন। আমরাই কেবল সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া, সংশয়-দশায় পতিত হইলাম। এক্ষণে রাজার স্বর্গলাভ এবং রাম বনবাসী হওয়াতে সমুদায় পৃথিবী, কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় শূন্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। রাম অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন; তথাপি এই পৃথিবী তাঁহারই ভুজবল-রক্ষিত বলিয়া, কেহ মনেও তাহার প্রার্থী হইতে পারিতেছে না। অধুনা যদিও এই অযোধ্যার প্রাচীর সকল রক্ষকহীন, গজ ও অশ্ব সকল স্বাধীন-ভাবাপন্ন, পুরদ্বার সকল অনাবৃত এবং সৈন্য সকল অপহৃষ্ট হইয়াছে এবং যদিও ইহার পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, রক্ষা নাই ও আবরণ নাই; কিন্তু রামের বাহুবীর্য্যে রক্ষিত বলিয়া, ঈদৃশ সঙ্কটাপন্ন অযোধ্যাকেও বিষময় খাদ্যের ন্যায় শত্রুগণ গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছে না। যাহা হউক, আজি হইতে আমি তৃণে বা ভূমিতে শয়ন করিব এবং জটাচীর ধারণ-পূর্ব্বক নিত্য ফল-মূল ভক্ষণ করিব। আমি তাঁহার হইয়া নিজেই বনে থাকিব। ইহাতে আমার সুখলাভ এবং তাঁহারও প্রতিজ্ঞাপালন হইবে। রামের জন্য বনবাসী হইলে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন এবং আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যার পালন করিবেন। দ্বিজাতিগণ সেই ককুৎস্থনন্দন রামকে অযোধ্যা-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। দেবতারা আমার এই মনোরথ সত্য করুন। স্বয়ং অবনতমস্তকে নানা প্রকারে প্রসন্ন করিয়া, যদি তিনি প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমি চিরকাল তাঁহার সঙ্গে বনে থাকিব; তিনি কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। ২১-৩০

একোননবতিতম সর্গ

রঘুকুলোদ্ভব মহাত্মা ভরত সেই গঙ্গাতীরেই রাত্রি যাপন করিয়া, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন,—শত্রুঘ্ন! কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শীঘ্র উঠিয়া নিষাদরাজ গুহকে আনয়ন কর। তিনি সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। ভরত এই প্রকার আদেশ করিলে 'আমি নিদ্রিত হই নাই, অনবরত আর্য্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করত আপনার ন্যায় জাগ্রত দশাতেই অবস্থিত রহিয়াছি' এই কথা শত্রুঘ্ন বলিয়াছিলেন। নরবীর ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে নিষাদরাজ গুহ তথায় আগমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি এই নদীতীরে রজনীতে সুখে রাত্রিবাস করিয়াছেন ত? এবং সৈন্যগণের সহিত আপনার কোন ক্লেশ হয় নাই ত? গুহের স্নেহবশতঃ উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম-পরবশ ভরত এই কথা বলিলেন,—ধীমন্! শর্ব্বরী সুখে যাপিত হইয়াছে এবং তুমিও আমাদিগকে সম্পূর্ণ সৎকার করিয়াছ। সম্প্রতি তোমার দাসগণ বহুসংখ্যক নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়া দিক। অনন্তর গুহ ভরতের আদেশ শ্রবণ করিয়া, সত্বর তথা হইতে নগরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন,—সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল হউক; তোমরা নিদ্রা ত্যাগ কর, উত্থিত হও। কতকগুলি নৌকা তীরে আনয়ন কর, ভরতের সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিতে হইবে। ১-৯

তাহারা এই প্রকার অভিহিত হইয়া, রাজার আজ্ঞায় সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিয়া উপস্থিত করিল এবং রাজাদিগের আরোহণযোগ্য স্বস্তিকনামে কতিপয় নৌকাও আনয়ন করিল। ঐ সকল নৌকা সুবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রসমূহ দ্বারা অতিশয় শোভাবিশিষ্ট; শত শত দণ্ড ও নাবিক-সমন্বিত; উহাদের সন্ধিবন্ধ সকল অতিশয় দৃঢ় এবং পতাকা সকলে বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত রহিয়াছে।[১] অনন্তর গুহও স্বয়ং স্বস্তিক নামে একখানি স্বতন্ত্র মঙ্গলময়ী রাজনৌকা লইয়া আসিলেন। ঐ নৌকা সর্ব্বাংশেই নিরাপদ এবং নরপতিগণের আস্তরণোপযুক্ত শুভ্রবর্ণ কম্বলে আচ্ছাদিত। উহার উপরিভাগে অনবরত মঙ্গল-বাদ্যের শব্দ হইতেছে। মহাবল শত্রুঘ্ন, ভরত, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিষীগণ ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বেই আরোহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সানুচর রাজপরিবারবর্গ, শকট ও পণ্য সকল ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় উঠান হইল। নিজ নিজ আবাসগৃহ অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া গঙ্গায় অবগাহন-স্নান সমাধা করিয়া নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া নৌকারোহণকালে সৈন্যগণের কোলাহল আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল।[২] ঐ সময়ে দাশগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পতাকাধারিণী শীঘ্রগামিনী সেই সমস্ত নৌকা, আরোহিগণকে বহন করিয়া মহাবেগে অপর পারে লইয়া গিয়াছিল। সেই সকলের মধ্যে কোন নৌকা স্ত্রীগণে পূর্ণ, কোন নৌকা অশ্বসমূহে সমাকীর্ণ এবং কোন নৌকা বা বহুমূল্য যানবাহনাদি বহন করিয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল নৌকা পরপারে গমন করিয়া, আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়া নিবৃত্ত হইলে, দাশবন্ধু ধীবরগণ সেই সকল নৌকা লইয়া জলমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে

১। স্বস্তিক, সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি আকারানুসারে নৌকার সংজ্ঞা; উহা প্রায়শঃ দুইখানি বৃহৎ নৌকা একত্রে যোজনা করিয়া, উহার উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত সমচতুষ্কোণ গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার উপরের আস্তরণাদিও রাজযোগ্য রক্ষিত থাকে; বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল নৌকাকে 'কচ্ছা' বলে। কাশীতে 'বুড়ামঙ্গল' নামক গঙ্গামধ্যবর্ত্তী মহোৎসবে ঐরূপ 'কচ্ছা' এখন নির্ম্মাণ হয়।

২। সৈন্যদিগের তৎকালে ঐরূপ স্বধর্ম্ম ছিল যে, তাহারা নিজ বাসস্থান দগ্ধ করিয়া যাইত, বোধ হয়, শত্রুপক্ষ কেহ আসিয়া ঐ অবস্থানযোগ্য স্থানে যাহাতে আশ্রয় না পায়।

প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে গঙ্গারোহিগণ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া ধ্বজ-ভূষিত হস্তী সকল পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিল। কেহ নৌকায় আরোহণ করিয়া ও কেহ বা বেণুতৃণাদিনির্ম্মিত ভেলা করিয়া পার হইতে লাগিল, কেহ কুম্ভ ও ঘট ধরিয়া সন্তরণ দিল এবং অন্যেরা বাহুমাত্রেই নির্ভর করিয়া পার হইল। ১০-২০

ধীবরগণ দ্বারা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া সেই শোভমানা চতুরঙ্গিণী সেনা সূর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্ত্ত[৩]-মধ্যে পরম মনোহর প্রয়াগ-বনে প্রয়াণ করিল। তখন মহাত্মা ভরত সৈন্যদিগকে সুখে প্রয়াগ-বনে স্থাপিত এবং আশ্বাসিত করিয়া, ঋষিবর ভরদ্বাজের দর্শনকামনায় ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। পরে সেই মহানুভব দেবপুরোহিত, ব্রহ্মপরায়ণ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রম-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুগণ-মণ্ডিত মহদ্বন দর্শন করিলেন। ২১-২৩

নবতিতম সর্গ

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রম-পীড়া না হয়, এ জন্য সৈন্য সমুদায় আশ্রম হইতে ক্রোশ-পরিমিত অন্তরে স্থাপন করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত তদ্দর্শনে চলিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা সমুদায় শস্ত্র ও পরিচ্ছদ ত্যাগ ও ক্ষৌম-বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া এবং পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া পদব্রজে চলিলেন।[১] অনন্তর দূর হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া, তিনি মন্ত্রীদিগকে রাখিয়া স্বয়ং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাতপা ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দর্শনমাত্র শিষ্যদিগকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বশিষ্ঠের সহিত সমাগত ভরত যথারীতি অভিবাদন করিলে, তিনি তাঁহাকে বশিষ্ঠের সহিত আসিতে দেখিয়া, দশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরদ্বাজ উভয়কেই যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য ও বিবিধ ফল প্রদান করিয়া গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজধানী, সৈন্য, কোষ, মিত্রবর্গ ও মন্ত্রিগণ সকলেরই কুশল-প্রশ্ন করিয়া রাজা দশরথের পরলোক হইয়াছে জানিয়া, তদ্বিষয়ে কোন উল্লেখ করিলেন না। বশিষ্ঠ ও ভরতও ভরদ্বাজের তপঃ-সাধন, শরীর, অগ্নি, শিষ্য, বৃক্ষ, মৃগ ও পক্ষিগণের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরম যশস্বী ভরদ্বাজ, 'আমার সর্ব্বত্রই কুশল,' এই কথা বলিয়া রামের প্রতি স্নেহনিবন্ধন ভরতকে কহিলেন,—১-৯

তুমি রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছ, অতএব এখানে এখন আসিবার কি আবশ্যক হইল, ইহা আমাকে বল; আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে না। কৌশল্যা যে শত্রুহন্তা ও আনন্দবর্দ্ধন রামকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ভ্রাতার ও ভার্য্যার সহিত বহুকালের জন্য বনে গিয়াছেন, যে মহাযশা পত্নীপরতন্ত্র পিতার "চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও" এই আজ্ঞা পালন হেতু বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন; সেই নিষ্পাপ

৩। ৩০শ মুহূর্ত্তে এক দিনরাত্রি হয়; দিবা ১৫ মুহূর্ত্তে ও রাত্রি ১৫ মুহূর্ত্তে; ৬০ দণ্ডে এক দিন এক রাত্রি হয়। ঋতুভেদে এই মুহূর্ত্তের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীতকালে যখন ২৫শ দণ্ড দিন হয়, তখন এক মুহূর্ত্ত ১ দণ্ড ৩৯ পলে হয়, গ্রীষ্মকালে দিবা যখন ৩৪ দণ্ড, তখন ২ দণ্ড ১৬ পলে মুহূর্ত্ত হয়। ঐ দিনের মুহূর্ত্ত সকলের নাম আছে যথা—

"রৌদ্রঃ সার্পস্তথা মৈত্রঃ পৈত্র্যো বাসব এব চ।
আর্প্যো বৈশ্যস্তথা ব্রাহ্ম্যঃ প্রাজ্যো রৌ ত্রাংশ্বিরেব চ।
ঐন্দ্রো মণি ঋতিশ্চৈব বারুণো যমসায়কৌ।
এতে ক্রমেণ বিজ্ঞেয়া মুহূর্ত্তা দশপঞ্চ চ॥"

ছয় দণ্ডমধ্যে ভরতের সৈন্য গঙ্গা পার হইয়াছিল।

৪। বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে ভরদ্বাজের জন্ম হয়, ইহা মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে আছে, আমাদের দুই জন হইতে জাত এই বালককে তুমি ভরণ-পোষণ কর, এই কথা মমতা বৃহস্পতিকে এবং বৃহস্পতি মমতাকে বলিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বালকের নাম ভরদ্বাজ হয়, পিতা দেবপুরোহিত। এই জন্য ভরদ্বাজকেও দেবপুরোহিত বলা হইয়াছে।

১। ভরত ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, তিনি চীর ও জটা ধারণ করিবেন, তবে এ স্থানে রাজযোগ্য পরিচ্ছদ ও অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষৌম বসন পরিধান করার কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? উত্তর—ভরত প্রতিজ্ঞা-মাত্রই করিয়াছিলেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ ভরদ্বাজাশ্রম ত্যাগের পর হইতে বুঝিতে হইবে।

রামের রাজ্য অকণ্টকে ভোগ করিবার জন্য, লক্ষ্মণের সহিত এই সময়ে তাঁহার অনিষ্ট করিতে তোমার ত অভিলাষ হয় নাই? ভরদ্বাজের কথা শুনিয়া দুঃখ-বশতঃ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গদ্‌গদবাক্যে ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এই প্রকার পাষণ্ড ভাবেন, তাহা হইলে আমার জীবন জন্ম সকলই বৃথা। আমা হইতে এই উপস্থিত বিপদ্ সঙ্ঘটন হয় নাই এবং ইহা আমি কখন মনেও ভাবি নাই; অতএব আমার প্রতি এরূপ শ্রুতিকটু আজ্ঞা করিবেন না। আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস বিষয়ে মাতা যাহা রাজাকে বলিয়াছেন, তাহা কোনমতেই আমার অভিমত নহে এবং তাহাতে আমি কোন অংশেই সন্তুষ্ট বা সম্মতও নহি। এই জন্য আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিব বলিয়া, তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিতে আসিয়াছি এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে তন্নিকটে আসিয়াছি। ভগবন্! ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য জানিয়া আপনি প্রসন্ন হউন এবং বলুন, মহীপতি রাম সম্প্রতি কোথায় আছেন? অনন্তর বশিষ্ঠাদি ঋত্বিক্‌গণের প্রার্থনায় ভগবান্ ভরদ্বাজ প্রসন্ন হইয়া, ভরতকে বলিলেন,—১০-১৯

হে পুরুষসিংহ! সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলে যখন তোমার জন্ম হইয়াছে, তখন গুরুসেবা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং সাধুগণের আনুগত্য এই তিনটি তোমাতেই সম্ভব হয়। তোমার যে ঈদৃশ মনোগত ভাব, তাহা আমি জানি, তথাপি তাহা অনেকের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়তর হউক এবং তদ্দ্বারা তোমার কীর্ত্তিও সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হউক, এই কারণেই আমি ওরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি। তিনি এখন মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। হে ইষ্টপ্রদ ধীমন্! কল্য তথায় যাইও; আজি মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে অবস্থান করিয়া, আমার এই অভীষ্ট সাধন করিতে হইবে। তখন উদার-দর্শন প্রসিদ্ধযশাঃ রাজনন্দন ভরত যে আজ্ঞা বলিয়া মহর্ষির আশ্রমে রাত্রিবাস করিতে মনস্থ করিলেন। ২০-৩০

একনবতিতম সর্গ

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইরূপে রাত্রিবাসে কৃতমতি হইলে, মহর্ষি তাঁহাকে আতিথ্য-সৎকারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্! বনে যেরূপ দ্রব্য দ্বারা আতিথ্য করা উচিত, সেই সকল পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা আপনি আমার যথেষ্ট আতিথ্য করিয়াছেন। অনন্তর ভরদ্বাজ হাসিতে হাসিতে ভরতকে কহিলেন,—আমি জানি যে, তুমি আমার প্রতি প্রীতি-সংযুক্ত, এবং যে কোন দ্রব্যে আতিথ্য করিলেই তুমি সন্তুষ্ট হইবে। তোমার সেনাদিগকে ভোজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হে নরেশ্বর! আমি যেরূপ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি, তোমাকে সেইরূপই করিতে হইবে। হে পুরুষ-প্রবর! তুমি কি জন্য সৈন্যদিগকে দূরে রাখিয়া একাকী আমার আশ্রমে আসিলে? সসৈন্যে না আসিবার কারণ কি? ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া মহর্ষিকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভগবন্! আশ্রমপীড়া হইবে, এই ভয়েই সসৈন্যে এখানে আসি নাই। রাজা বা রাজপুত্রের কর্ত্তব্য যে, যত্নপূর্ব্বক আশ্রমপীড়া পরিহার করেন। ভগবন্! প্রধান প্রধান অশ্ব, মনুষ্য এবং উৎকৃষ্ট মত্ত হস্তী সকল একেবারে অনেক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া, আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। তাহারা আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি ও পর্ণশালা-সকল নষ্ট না করে, এই ভাবিয়াই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আমি একাকী আসিয়াছি। ১-৯

মহর্ষি কহিলেন—সেনাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরত এই আজ্ঞা পাইয়া, সৈন্যদিগকে নিকটে আনয়ন করাইলেন। তখন মহর্ষি অগ্নিগৃহে প্রবেশ

এবং যথাবিধানে আচমন করিয়া আতিথ্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন,—ভরতের আতিথ্য করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে; এইজন্য আমি গৃহ-নির্ম্মাণাদি কার্য্যদক্ষ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমার আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদি সমুদায় সিদ্ধ করিয়া দিউন। আমি অতিথি-সৎকার কামনা করিয়া ইন্দ্র যম বরুণ কুবের এই চারি লোকপালকেও আহ্বান করিতেছি; তাঁহারা সিদ্ধিবিধান করুন।[১] পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে গঙ্গাদি যে সকল বক্র বা প্রতিকূল-প্রবাহিণী নদী আছেন, তাঁহারাও সকলে এখানে অদ্য আগমন করুন। কেহ মৈরেয় (মদ্যবিশেষ), কেহ সুনিষ্পাদিত সুরা এবং কেহ বা ইক্ষুরসের ন্যায় মধুর ও শীতল সলিল ক্ষরণ করুন।[২] দেব, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, দিব্য অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ ইঁহাদের সকলকেই আমি আহ্বান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা, পর্ব্বতবাসিনী সোমা এবং যাহারা ইন্দ্রের ও যাহারা ব্রহ্মার পরিচর্য্যা করে, সেই সকল বেশভূষা-সমন্বিত কামিনীকে তুম্বুরুর সহিত আমি আহ্বান করিতেছি। উত্তর কুরুতে কুবেরের যে চৈত্ররথ নামে দিব্য বন আছে, যাহার বৃক্ষসকল বস্ত্র ও অলঙ্কার-রূপ পত্র এবং দিব্য স্ত্রী-রূপ ফলসমূহে ভূষিত, সেই কুবেরের বনও এই আশ্রমে উপস্থিত হউক। এতদ্ভিন্ন, ভগবান্ সোমদেব উৎকৃষ্ট অন্ন, বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য ও লেহ্য, বৃক্ষ হইতে স্বয়ংজাত বিচিত্র মাল্য, তথা সুরাদি নানাপ্রকার পেয় এবং বিবিধ মাংস এই সকল বিধান করুন। এইরূপে সমাধি ও অপ্রতিম তেজঃপ্রভাবে সুব্রত মহর্ষি উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণ-পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান[৩] করিলেন। ১০-২২

মহর্ষি ভরদ্বাজ কৃতাঞ্জলি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া মনে মনে ধ্যান করিবামাত্র একে একে সেই সকল দেবতা আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরম আনন্দজনক সুখদ স্বেদনাশক সুশীতল সুগন্ধি সমীরণ, মলয় ও দর্দ্দুর নামক চন্দন পর্ব্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া, মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর দিব্য মেঘ সকল বিচিত্র পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সকল দিকেই দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মনোহর বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ নৃত্য ও দেবগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। বাণা সকল মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। এইরূপে নৃত্য-গীতাদির লয়-সমন্বিত নানাপ্রকার মনোহর ধ্বনিতে স্বর্গ, পৃথিবী ও প্রাণিগণের শ্রবণরন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। মনুষ্যগণের শ্রুতিসুখাবহ তাদৃশ দিব্য শব্দ সমুত্থিত হইলে, ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ-কৌশল দর্শন করিল। তাহারা দেখিল, ভূতল চতুর্দ্দিকে পাঁচ যোজন ব্যাপিয়া সমতল এবং নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শাদ্বলসমূহে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহাতে ফলশালী বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী ও আম্রবৃক্ষ সকল ফল দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। উত্তর-কুরুদেশ হইতে দিব্য উপভোগ্য চৈত্ররথ বন এবং তীরজাত নানাবিধ বৃক্ষে বেষ্টিতা মনোহারিণী নদী সকল তথায় আগমন করিয়াছে। বহুসংখ্য সুন্দর শুভ্রবর্ণ গৃহসকল, হস্তিশালা ও অশ্বশালা এবং হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, পুরদ্বার এবং শ্বেতমেঘসন্নিভ সুতোরণ রাজ-সদন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল ভবন শুক্লমাল্য দ্বারা

১। বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বশিল্পকর্ত্তা এবং মূলোক্ত ত্বষ্টাপদে গৃহনির্ম্মাণকর্ত্তা অথবা ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মাকেই আহ্বান করি, অর্থাৎ ত্বষ্টা পদের দ্বারা আহুর বিশ্বকর্ম্মা ময়কে ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে। লোকপালগণকে সকল সেনা প্রভৃতি পালন জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

২। মৈরেয় মদ্যবিশেষ, অথবা মিরাদেশজাত মদ্যবিশেষ। সুরা পদে "গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়াস্ত্রিবিধাঃ সুরাঃ" ইত্যুক্তলক্ষণ ত্রিবিধ মদ্য।

৩। মূলে 'শিক্ষাস্বরসমাযুক্তম্' এইরূপ আছে, বেদোক্ত শব্দ কিরূপে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহার প্রণালী যাহাতে আছে, উহার নাম শিক্ষা। ঐ শব্দ সুপ্রযুক্ত হইলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রযোক্তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এবং শব্দ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বরবর্ণের উচ্চারণের বিকৃতি ঘটিলে সেই বাক্‌রূপ বজ্র যজমানকে বিনাশ করে। 'যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ" এই বাক্যে স্বরাপরাধফল শ্রুত হইয়াছে।

অলঙ্কৃত, সুগন্ধি জলসিক্ত, চতুষ্কোণ, শয়ন-আসন-যানযুক্ত, মনোহর-রস-সমুদয়-সমন্বিত, দিব্য ভোজন-দ্রব্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট ছিল। কৈকেয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত মহর্ষির অনুজ্ঞায় সেই রত্ন-পরিপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিগণ সকলেই পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং সেই গৃহের গঠনাদি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তথায় যে রাজযোগ্য সিংহাসন, ছত্র ও চামর ছিল, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত তৎসমস্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই রাজাসন রামচন্দ্রের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা ভাবিয়া, ভরত তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক তাহার পূজা করিলেন ; পরে বালব্যজন গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রীর আসনে স্বয়ং আসীন হইলেন। তখন মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে, প্রথমে সেনাপতি, তৎপশ্চাৎ শিবিররক্ষক উপবিষ্ট হইলেন। ২৩-৪০

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই পায়সরূপ কর্দ্দম-শালিনী নদী সকল মহর্ষির আদেশে ভরতের নিকট সমাগত হইল। ঐ নদীসমূহের উভয় কূলে শ্বেত মৃত্তিকার (চূণের) প্রলেপযুক্ত দিব্য রমণীয় গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ গৃহসমূহ ভরদ্বাজের প্রসাদে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত দিব্যাভরণ-ভূষিত বিংশতিসহস্র রমণী সমাগত হইল। তদ্ভিন্ন স্বয়ং কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত বিংশতি সহস্র স্ত্রী আগমন করিল ; তাহারা সকলেই মণি, মুক্তা, প্রবাল ও সুবর্ণে ভূষিত। যাহাদের দর্শনে লোকে বশীভূত ও উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাদৃশী অপ্সরা সকলও নন্দন-কানন হইতে উপস্থিত হইল। অনন্তর সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ নারদ, তুম্বুরু[৪] ও গোপ এই সকল গন্ধর্ব্বরাজ ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন এবং অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা, ইহারা মহর্ষির আদেশক্রমে ভরতের সমীপে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রয়াগক্ষেত্র, চৈত্ররথ বন এবং নন্দন এই সকল স্থলে যে মাল্যদাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্ত মহর্ষির তেজে তথায় দেখিতে পাওয়া গেল। বিল্ববৃক্ষ সকল মৃদঙ্গ-বাদকের রূপ ধারণ, বিভাতক সকল তাল গ্রহণ ও অশ্বত্থ সকল নর্ত্তকের বেশ পরিগ্রহ-পূর্ব্বক তথায় বিরাজমান হইল। অনন্তর তাল, তমাল, তিলক ও দেবদারু সকল, কেহ কুব্জ ও কেহ বা বামনরূপে আগমন করিল। শিংশপা, আমলকী, জম্বু, তদ্ভিন্ন কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল প্রমদাশরীর ধারণ-পূর্ব্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিল। সুরাপায়িগণ সুরাপান করিল ; ক্ষুধিত ব্যক্তি সকল পায়স ও পরম পবিত্র মাংস সকল, অথবা যাহার যে ইচ্ছা, সে তাহাই ভক্ষণ করিল। অনন্তর সাত আট জন নারী এক এক জন পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইতে লাগিল। বিশাললোচনা বরাঙ্গনা সকল স্নাত পুরুষদিগের আর্দ্র অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া চরণসেবা করত সুধাপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহন-পালকেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও বৃষদিগকে যথাবিধানে তাহাদের ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণের যে সকল বাহন ছিল, মহাবল বাহন-পালকগণ তাহাদিগকে ভক্ষণার্থ প্রেরণ করত ইক্ষু, মধু ও লাজ ভোজন করাইল। অশ্ব-বন্ধনকারী অশ্বের প্রতি এবং কুঞ্জরগ্রাহী গজের দিকে দৃষ্টি রাখে নাই। সেই সমস্ত সৈন্য খাদকদ্রব্য সেবনে মত্ত, মধুপানে প্রমত্ত এবং মুদিত হইয়া, তথায় সম্যক্ শোভিত হইল। এইরূপে সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগলাভে পরিতৃপ্ত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বলিতে লাগিল,—আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না এবং দণ্ডকেও গমন করিব না।

৪। এই নারদ ব্রহ্মপুত্র নারদ নহেন, ইনি দেবগন্ধর্ব্ব, ইঁহার উল্লেখ সর্ব্বদাই তুম্বুরুর সহিত দেখা যায়। ব্রহ্মার পুত্র নারদ পর্ব্বত-সহচর দেখা যায়।

ভরত কুশলে থাকুন এবং রামও সুখে থাকুন। গজারোহী, অশ্বারোহী, হস্তিরক্ষক ও অশ্বরক্ষক এবং পদাতি যোধগণ সকলেই তাদৃশ সৎকারলাভে স্বাধীন-ভাবাপন্ন হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিল। ৪১-৬০

ভরতের আনুযাত্রিক সহস্র সহস্র লোক নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, 'ইহাই স্বর্গ' বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। মাল্যধারী সৈন্যগণ গীত ও হাস্য করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। অমৃতোপম অন্ন ভক্ষণ করিয়া যদিও তাহারা পরম তৃপ্ত হইয়াছিল, তথাপি পরম উপাদেয় খাদ্য সকল দর্শন করিয়া আবার ভোজনে ইচ্ছা হইল। সৈনিক-মণ্ডলে যে দাস, দাসী ও স্ত্রী ছিল, তাহারা সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিল এবং অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গো, গর্দ্দভ, মৃগ ও পক্ষিগণ সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করাতে আর কোন দ্রব্যে মুখও দিল না। ফলতঃ তথায় ক্ষুধিত, মলিন, ধূলি-ধ্বস্ত-কেশ, অথবা মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছে, এমন কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হইল না। আম্রাদি ফলের কাথ-রস, অজ ও বরাহের মাংস, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন ও বিবিধ-গন্ধরসপূর্ণ সূপ সকলে পূর্ণ রজত, স্বর্ণপাত্র সকল শুভ্রবর্ণ অন্নরাশির চতুর্দ্দিকে বিচিত্র পুষ্প-নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছিল, ইহা বিস্ময়-পূর্ণ নয়নে ভরত-সৈন্যগণ দেখিয়াছিল। সেই পঞ্চ যোজনপরিমিত বন-ভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ যাবতীয় কূপ সকল পায়সের কর্দ্দমবিশিষ্ট ও গাভী সকল কামধেনু হইয়াছিল এবং যাবতীয় বৃক্ষ অনবরত মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল মৈরেয় নামক মদ্যে পূর্ণ এবং সম্যক্‌রূপে উত্তপ্ত পাত্র সকল সুপক্ব ও পরম পরিষ্কৃত মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটমাংসে পরিপূর্ণ ছিল। সহস্র সহস্র অন্নাধার-পাত্র, নিযুত নিযুত ব্যঞ্জনপূর্ণ স্থালী, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ স্বর্ণময় হস্ত-প্রক্ষালনপাত্র, কুম্ভীস্থালী (জলপানপাত্রবিশেষ) এবং সুগন্ধযুক্ত পীতবর্ণ সুপক্ব তক্র ও দধিপূর্ণ করম্ভী (দধিমন্থনপাত্র) সকল তথায় দেখা গিয়াছিল।[৫] তত্রত্য হ্রদ সকলের মধ্যে কোন কোনটি তক্রে, কোন কোনটি দধিতে, কোন কোনটি দুগ্ধে এবং কোন কোনটি শর্করারাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। লোক সকল নদীসমূহের স্নানঘট্টে গিয়া দেখিতে পাইল, পাত্র-মধ্যে আমলকাদির কল্ক, সুগন্ধি চূর্ণ, স্নানার্থ উষ্ণোদক ও অন্যান্য দ্রব্য সকল রহিয়াছে। চাকচিক্যময় দন্তধাবন-কাষ্ঠ, সমুদ্গক-(কৌটাবিশেষ) মধ্যে বিশুদ্ধ ঘৃষ্ট চন্দন, সুমার্জ্জিত দর্পণ, ধৌত বস্ত্ররাশি এবং সহস্র সহস্র চর্ম্মপাদুকা, অঞ্জনযুক্ত করণ্ডিকা, কঙ্কত (কাঁকুই), কূর্চ্চ (যাহা দ্বারা শ্মশ্রু মার্জ্জন করা যায়), ছত্র, ধনু, কবচ, বিচিত্র শয্যা ও আসন এবং ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার জন্য যাহা পান করা যায়, তাদৃশ রসপূর্ণ-হ্রদ সকল এবং অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সকল অবতরণ ও অবগাহন করিতে পারে, ঈদৃশ হ্রদসমূহ; তদ্ভিন্ন, তথায় পশুগণের ভক্ষণার্থ নীল-বৈদূর্য্য-বর্ণ সুকোমল তৃণরাশি প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মহর্ষি এইরূপে ভরতের যে আতিথ্য করিলেন, তাহা স্বপ্ন-সদৃশ নিতান্ত বিস্ময়াবহ দর্শন করিয়া লোকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নন্দন-বনে দেবতারা যেমন বিহার করেন, তদ্রূপ রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে এই প্রকার আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে তাহাদের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন সমাগত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ এবং বরবর্ণিনী রমণী সকল ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। কিন্তু ভরতের অনুযায়ী লোক সকল সেইরূপই দৃপ্ত ও মদমত্ত এবং সেইরূপই দিব্য অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত

৫। তৎকালে উপাদেয় খাদ্য সকলের সম্বন্ধে যাহা বর্ণনায় পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে উহার প্রচলন নাই। আহারস্থান সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে অলঙ্কৃত হইত, মদ্য মাংস এবং নানারূপ পেয় দ্রব্যও ব্যবহার হইত; নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত ঘোল ও দধি দেওয়া হইত, শার্ঙ্গধরও ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উষ্ণ উষ্ণ মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া পাকপাত্রেই রাখা হইত এবং অগ্নিতাপে উত্তপ্ত রাখা হইত।

হইয়া রহিল। নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও দিব্য মাল্য সকলও তাহাদের উপভোগ জন্য সেইরূপই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রমর্দ্দিত হইতে লাগিল। ৬১-৮৩

দ্বিনবতিতম সর্গ

অনন্তর ভরদ্বাজ আতিথ্য-বিধান করিলে, ভরত সপরিবারে সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইবার কামনায় মহর্ষি-সমীপে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, ভরদ্বাজ অবশিষ্ট হোমাবসানে তাঁহাকে কহিলেন,—অনঘ! আমার এই আশ্রমে সুখে তোমার ত রাত্রিযাপন হইয়াছে? এবং তোমার লোক সকলও ত আতিথ্যলাভে সম্যক্ তৃপ্ত হইয়াছে?[১] এই বলিয়া উত্তমতেজা মহর্ষি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমি সমগ্র বলবাহনের সহিত সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি এবং আপনিও সমস্ত সেনার সহিত আমাকে বিশেষরূপেই তৃপ্ত করিয়াছেন। ফলতঃ, সমুদায় ভৃত্যের সহিত আমরা সকলেই সুখে রাত্রি যাপন, সুখে বাস ও সুখে পান-ভোজন করিয়াছি এবং আমাদের সকলেরই সন্তাপ ও গ্লানি দূর হইয়াছে। হে ভগবন ঋষিসত্তম! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভ্রাতার নিকট যাইতে উদ্যত হইয়াছি; আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাত্মা ধার্ম্মিক রামের আশ্রম কত দূরে বলুন এবং কোন্ পথে কত দূরে তথায় যাইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিন। ভরত ভ্রাতৃদর্শন-লালসায় এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, পরম তেজস্বী ও পরম তপস্বী ভরদ্বাজ প্রত্যুত্তর করিলেন,—১-৯

ভরত! এখান হইতে সার্দ্ধ-দ্বিযোজন অন্তরে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে চিত্রকূট নামে রমণীয় বিদীর্ণ পাষাণ ও কাননসমূহে শোভমান পর্ব্বত আছে।[২] তাহার উত্তর-পার্শ্ব দিয়া মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী কুসুমিত তরুগণ-সমাবৃতা এবং রমণীয় পুষ্পিত কাননে সুশোভিতা। হে তাত! উহারই পরপারে চিত্রকূট পর্ব্বত এবং রাম-লক্ষ্মণের পর্ণ-কুটীর সেই পর্ব্বতে দেখিতে পাইবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই তথায় বাস করিতেছেন। হে মহাভাগ বাহিনীপতে! যমুনার দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, সেই পথের দুইটি শাখাপথের মধ্যে বামভাগে যে পথ দক্ষিণাভি-মুখে গমন করিয়াছে, ঐ পথে গজবাজি-পরিবৃত সেনাকে চালনা কর, তাহা হইলে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।[৩] তখন মহারাজ দশরথের যানগামিনী মহিষীগণ, প্রস্থান করিতে হইবে শুনিয়া, নিজ নিজ যান সকল ত্যাগ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনার্থ পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ পতিপুত্রবিরহে নিতান্ত ব্যাকুলা ও শীর্ণদেহা কৌশল্যা দেবী সুমিত্রার সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে করযুগল দ্বারা মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করি-লেন। অনন্তর বিফলকামা সর্ব্বলোক-নিন্দিতা কৈকেয়ীও মহর্ষির পাদবন্দনা করিলেন। এইরূপে তিনি ভগবান্ ভরদ্বাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া, ক্ষুণ্ণ-চিত্তে ভরতের নিকট দণ্ডায়মান রহিলে, মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রঘুনন্দন! তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।১০-১৯

বক্তৃপ্রবর ধার্ম্মিক ভরত, মহর্ষির এই কথায় কৃতাঞ্জলি

১। মহর্ষি এইরূপ বিপুলায়োজনের দ্বারা ভরতের আতিথ্য করিয়া ভরতকে শিক্ষা দিলেন যে, রাজত্ব অপেক্ষা তপস্যাই শ্রেষ্ঠ এবং ভরত বাস্তবিকপক্ষে রামভক্তিসম্পন্ন কি না, তাহাও এই ব্যাপারে পরীক্ষিত হইয়াছে, রামভক্তি না থাকিলে সে ভোগপ্রবণ হইত।

২। মূলে 'ভরতার্দ্ধতৃতীয়েষু' এইরূপ আছে। ইহার অর্থ সকল টীকা-কারই করিয়াছেন যে, অর্দ্ধং তৃতীয়ং যেষু তেষু অর্থাৎ সার্দ্ধ যোজনদ্বয়েষু, অর্থাৎ দশ ক্রোশ দূরে—৪ ক্রোশে ১ যোজন হয়, ইহাই পূর্ব্বে রামচন্দ্রকে ভরদ্বাজ বলিয়াছেন, দশ ক্রোশ ইতস্তাত ইত্যাদি, সুতরাং উভয় শ্লোকে কোন বিরোধ নাই।

৩। গোবিন্দরাজ বলেন, এই আশ্রম হইতে কিছুদূর দক্ষিণদিকে গমন করিয়া পরে নৈঋ‌‌তকোণে যে শাখাপথ গিয়াছে, সেই পথে হস্ত্যশ্ব-পরিপূর্ণ সৈন্য সহ গমন করিলেই রামের সাক্ষাৎকারলাভ হইবে।

হইয়া কহিতে লাগিলেন,—ভগবন্! শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা ও নিতান্ত দুঃখিতা পিতৃদেবের মহিষী এই যে দেবীকে সাক্ষাৎ দেবরূপিণীর ন্যায় দেখিতেছেন, এই কৌশল্যাই, অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, তেমনি সিংহ-গতিসম্পন্ন পুরুষোত্তম রামকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার বাম বাহু আশ্রয় করিয়া, এই যিনি ক্ষুণ্নচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি রাজার মধ্যমা মহিষী, দেবী সুমিত্রা। পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে, কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাহীন হইয়া থাকে, তেমনি ইনিও দুঃখিত আছেন। দেবতার ন্যায় রূপবান্, বীর্য্যশালী, সত্যবিক্রম, সুকুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই দেবী সুমিত্রার কুমাররূপে অবতরণ করিয়াছেন। আর যাঁহার জন্য পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুসম বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রাজা দশরথ পুত্রহীন হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, ক্রোধনা, অকৃতবুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সুভগমানিনী, ঐশ্বর্য্যের অভিলাষিণী, অনার্য্যা হইয়াও আর্য্যাবৎ প্রতীয়মানা সেই এই কৈকেয়ী—পাপাশয়া নিষ্ঠুরা ও আমার জননী জানিবেন। আমি যে বর্ত্তমানে বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, ইনিই তাহার মূল। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত বাষ্প-গদ্গদ বাক্যে এই প্রকার কহিয়া, রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আরক্তলোচন হইলেন। মহামতি মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে এই প্রকার কথা কহিতে দেখিয়া, সস্নেহে তাঁহাকে কহিলেন। ২০-২৯

ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে দোষী বোধ করিও না; কেন না, এই রাম-প্রব্রাজন পরিণামে মহান্ সুখহেতু হইবে।[৪] রামের এই বনবাস উপলক্ষে দেব, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণ সকলেরই হিত-সাধন হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিলে, ভরত তদীয় অনুগ্রহলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন বহুবিধ লোক বহুবিধ সুবর্ণভূষিত দিব্য অশ্ব-রথ যোজনা করিয়া প্রস্থানার্থ তাহাতে আরোহণ করিল। স্বর্ণময় গলবন্ধন-রজ্জু ও পতাকাবিশিষ্ট হস্তী ও হস্তিনী সকল গ্রীষ্মাবসানে শব্দায়মান জলদমণ্ডলীর ন্যায় দশ দিক্ নিনাদিত করত প্রস্থান করিল। ক্ষুদ্র মহৎ নানা প্রকারের বহুমূল্য যান সকল এবং পদাতিগণ পাদচারে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ প্রমুদিত হইয়া, রামদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠ যানসমূহে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ ভরত সপরিবারে তরুণ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আভাসমানা শোভনা শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেই গজবাজিসমাকুল মহতী সেনা সমুত্থিত মহামেঘের ন্যায় দক্ষিণদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্থান করিল। ঐ মহতী সেনা প্রস্থান-সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সন্নিবিষ্ট পর্ব্বত ও নদী সকলে বিদ্যমান, মৃগপক্ষি-সেবিত শোভন অরণ্য সকল অতিক্রম করিয়া চলিল। সৈন্যমধ্যে যে সকল হস্তী ও অশ্ব ছিল, তাহারা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। বনমধ্যগত মৃগ ও পক্ষিসমূহ ঐ সৈন্য দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইল। তৎকালে ভরতের বিপুলবাহিনী মহাবনে প্রবেশ করিয়া পরম শোভা বিস্তার করিল। ৩০-৪০

ত্রিনবতিতম সর্গ

সেই মহতী সেনা ঐরূপে প্রস্থান করিলে, বনবাসী যূথপতি মত্ত হস্তী সকল তৎকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া দলে দলে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নদীতীরে, পর্ব্বত-শিখরে ও বনস্থলে ভল্লুকগণ, পৃষত ও রুরু

৪। দেবগণের প্রেরণায় মন্থরা দ্বারা কৈকেয়ীর বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে উঁহার কোন দোষ নাই এবং রাবণাদিবধ দেবগণ ও ঋষিগণের অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ বলিয়া এই বনগমন উত্তরকালে সুখপ্রদ হইবে। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি এই বিষয় হৃদয়ে স্থির করিয়া ভরতকে বলিয়াছেন।

মৃগ সমুদয় সকল দিকেই ব্যাকুলভাবে ধাবমান হইতেছে, লক্ষিত হইল।[১] দশরথনন্দন ধর্ম্মাত্মা ভরত, সশব্দে ধাবমান সুবিপুল চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া প্রীতিভরে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ সকল যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের সাগর-প্রবাহ-সন্নিভ মহতী সেনায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পথি-গমনকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বসমূহ দ্বারা সম্যক্‌রূপে সমাবৃত মেদিনী বহুক্ষণ ব্যাপিয়া অলক্ষ্য হইয়াছিল। বহুদূর গমন করিয়া বাহন সকল নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া উঠিলে, শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,—১-৬

ভগবন্! আমি যেরূপ দেখিতেছি ও যেমন শুনিয়াছি এবং স্বয়ং ভরদ্বাজও যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমরা অভিমত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখুন, ঐ সেই চিত্রকূট পর্ব্বত, এই সেই মন্দাকিনী নদী এবং দূর হইতে নীল মেঘসন্নিভ ঐ সেই বন প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি আমার পর্ব্বতোপম হস্তিগণে চিত্রকূটের রমণীয় সানুসমূহ নিপীড়িত হইতেছে। ঐ দেখুন, বর্ষাকালে সজল শ্যামল জলধরমণ্ডল যেমন জলরাশি বর্ষণ করে, বৃক্ষ সকল তেমনি মাতঙ্গগণের শুণ্ডাঘাতে আন্দোলিত হইয়া পর্ব্বতের সানুসমূহে কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে। শত্রুঘ্ন! কিন্নরাচরিত প্রদেশ সকল অবলোকন কর। আমাদের অশ্বগণে চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে ঐ স্থান মকরগণ-সমাকীর্ণ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শরৎকালে বায়ুবেগে চালিত হইয়া মেঘসমূহ যেমন আকাশমণ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ সমুদয় শীঘ্রগামী সৈন্যগণ দ্বারা প্রেরিত মৃগগণ শোভা পাইতেছে। জলধরসদৃশ প্রকাশমান চর্ম্মফলক- (ঢাল) সমন্বিত দাক্ষিণাত্যগণ যেরূপ মস্তকে সুগন্ধি কুসুমের কিরীট ধারণ করে, ঐ সকল বৃক্ষও সেইরূপ শিখরাগ্রে কুসুম-স্তবক ধারণ করিয়াছে। এই বন স্বভাবতঃ নির্জ্জন, নিস্তব্ধ এবং ঘোরদর্শন হইলেও সংপ্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অশ্বগণের ধূলিসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমীরণ আমার প্রীতিসাধন-সমুদ্দেশেই যেন উহাকে শীঘ্র উপনীত করিয়া দিতেছে। শত্রুঘ্ন! অবলোকন কর, প্রধান প্রধান সারথিগণ আরোহণ করাতে ঐ অশ্বযোজিত রথসকল বনমধ্যে অতি দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ত্রাসিত হইয়া, বিহঙ্গমগণের আবাসভূমি এই শৈলেই আসিতেছে। এই স্থান অতিমাত্র মনোজ্ঞ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাপসগণ এখানে অবস্থিতি করেন; এই কারণে ইহা স্বর্গপথের সমান। ঐ দেখ, অরণ্যমধ্যে চিত্রমৃগ সকল মৃগীর সহিত মিলিত হইয়া কুসুমসমূহে চিত্রিতের ন্যায় অতীব মনোহর দেখাইতেছে। সৈন্যগণ! তোমরা এক্ষণে সমুচিত বিধানে গমন করিয়া, যাহাতে পুরুষোত্তম রাম-লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া যায়, তজ্জন্য তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় বন অন্বেষণ কর। ৭-২০

শস্ত্রপাণি শূর পুরুষগণ ভরতের কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধূমশিখা দেখিতে পাইল। ধূমশিখা দর্শন-পূর্ব্বক তাহারা প্রত্যাগত হইয়া, ভরতকে নিবেদন করিল,—যেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই, সেখানে কখনও অগ্নি থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, রামলক্ষ্মণ নিশ্চয়ই এখানে আছেন। অথবা সেই শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ যদি না থাকেন, তবে রামের তুল্য অন্যান্য তপস্বিগণ এখানে যে আছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[২] শত্রুবলমর্দ্দন

১। পৃষত—যে হরিণের গাত্রে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে। রুরু মৃগ—যাহাদের চর্ম্মে বিন্দুচিহ্ন নাই।

২। রামচন্দ্র এস্থানে না থাকিলেও অন্ত তপস্বিগণ এখানে আছেন, এবং তাঁহাদের নিকটে রামের সংবাদ পাওয়া যাইবে।

ভরত এই ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণে সৈন্যগণকে বলিলেন,—তোমরা স্থির হইয়া সংযতভাবে এইখানেই অবস্থান কর, এখান হইতে অগ্রসর হইও না; মন্ত্রী সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত আমিই নিজে গমন করিব। সৈন্যগণ এই কথায় সেই স্থানেই ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিল। তখন ভরত যেখানে ধূমশিখা লক্ষিত হইতেছিল, তৎপ্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে ভরতের আদেশে সৈন্যগণ যথাবিধানে অবস্থান-পূর্ব্বক সম্মুখে ধূমশিখা লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল যে, পরম প্রীতিভাজন রামের সহিত সাক্ষাৎ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই ভাবিয়া তাহারা পরম আহ্লাদিত হইল। ২১-২৭

চতুর্নবতিতম সর্গ

গিরিবন-প্রিয় দাশরথি রাম প্রিয়ার প্রিয়কামনায় এবং আপনারও চিত্তবিনোদন-বাসনায় অনেক দিন[১] চিত্রকূটে যাপন করিয়া, ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ রাম সীতাকে ঐ চিত্রকূট দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—ভদ্রে! এই রমণীয় চিত্রকূট দর্শন করিয়া, কি রাজ্যনাশ, কি বন্ধু-বিরহ, কিছুতেই আমার মন আর কোন অংশেই ব্যথিত নহে। কল্যাণি! অবলোকন কর, নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ এই গিরিবনে বাস করিতেছে এবং বিবিধ ধাতুরঞ্জিত শিখর সকল যেন আকাশ ভেদ করিয়া ইহার শোভা সংসাধন করিতেছে। কোন শৃঙ্গ রজত-সদৃশ, কোন শিখর রক্ত-সন্নিভ; কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় লোহিতবর্ণ, কোনটি ইন্দ্রনীলমণি-প্রভ; কোনটি পুষ্পরাগ, স্ফটিক ও কেতকীকুসুমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং কোনটির প্রভা নক্ষত্র ও পারদের প্রভাতুল্য। শান্তস্বভাব নানাজাতীয় মৃগ, মহাব্যাঘ্র, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, ও ভল্লুকসমূহ এবং বহুবিধ বিহঙ্গমে সমাকীর্ণ হওয়াতে এই গিরিরাজ অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। অধিকন্তু আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, নিম্ব, বাণ, মধুক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব ও বীজক ইত্যাদি ফল, পুষ্প ও ছায়া-সম্পন্ন মনোহর বৃক্ষ-সমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে এই চিত্রকূট শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছে। ১-১০

ভদ্রে! ঐ দেখ, রমণীয় শৈলপ্রস্থে কাম-ভাবাপন্ন মনস্বী কিন্নরমিথুন সকল বিহার করিতেছে। কিন্নরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধর-রমণীগণের বিচিত্র বস্ত্র সকল মনোরম ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষশাখায় লম্বিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাতসমূহ পতিত এবং নির্ঝর সকল ভূমি ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে, এই গিরিবর মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। ঐ দেখ, সমীরণ গুহামুখ হইতে বিনির্গত হইয়া বিবিধ পুষ্পের বিবিধ গন্ধ আহরণ-পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া, কাহার না অতিমাত্র হর্ষ সঞ্চারিত করিতেছে? অয়ি অনিন্দিতে! আমি যদি তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বহুবৎসরও বাস করি, তথাপি নগরপরিত্যাগজনিত শোকে আমার অন্তর্দাহ হইবে না। ভামিনি! বহুবিধ পুষ্প-ফল-সম্পন্ন, নানাজাতীয় বিহঙ্গম-পূর্ণ ও বিচিত্রশিখর এই রমণীয় চিত্রকূটে আমার অতিমাত্র প্রীতি জন্মিয়াছে। এই বনবাস দ্বারা আমার দুইটি ফললাভ হইয়াছে;—প্রথম, সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া পিতার ঋণশোধ; দ্বিতীয়, ভরতের পরমপ্রীতিসাধন। জানকি! আমার সহিত এই

১। মূলে 'দীর্ঘকালোচিতঃ' এইরূপ আছে। এই দীর্ঘকাল শব্দে কেহ কেহ তিন মাস বলিয়াছেন, গোবিন্দরাজ এক মাস বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিন মাস এই অর্থই ঠিক; কারণ, দশরথের মৃত্যুর দিন রাম চিত্রকূটে পৌঁছিয়াছিলেন, মৃত্যুর ষোড়শ দিনে ভরতের আগমন, সপ্তদশ দিবসে দাহ, দাহের চতুর্দ্দশ দিবসে সভায় ভরতকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ, পরে ভরতের রামানয়নার্থ প্রস্থান, পথ প্রস্তুত করান, বিপুল সেনা সহ অভিযান ইত্যাদিতে ঐ সময় লাগিয়াছিল। এক মাস মাত্র লাগিয়াছিল, এ মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, পরামর্শাদিতেই এক মাস অতীত হয়।

চিত্রকূটে, মনোবাক্ ও দেহানুকূল বিবিধ পরম প্রীতিকর নূতন নূতন পদার্থ দর্শন করিয়া, তোমার ত চিত্তবিনোদন হইতেছে? রাজ্ঞি! রাজর্ষিগণ রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে বনে অবস্থান করাকে অমৃত-স্বরূপ বলিয়াছেন, আমার প্রপিতামহগণও বনবাসকে পরলোকের মঙ্গল-জনক বলিয়াছেন।[২] ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে শৈলরাজ চিত্রকূটের শত শত বিশাল বহুসংখ্যক শিলা শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণে শোভা পাইতেছে। ১১-২০

রাত্রিতে এই শৈলেন্দ্রের সহস্র সহস্র ওষধি লতা সকল স্বীয় প্রভায় দীপ্তি পাইয়া দীপাগ্নি-শিখার ন্যায় নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ভামিনি! ঐ দেখ, এই পর্ব্বতের কোন স্থান গৃহসদৃশ, কোন স্থান উদ্যানসদৃশ এবং কোন স্থান বহুজনের অবস্থানযোগ্য অখণ্ড শিলাসকলে অলঙ্কৃত হইয়া পরম শোভা সমুৎপাদন করিতেছে। স্বয়ং চিত্রকূটও যেন বসুধা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান-পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখ, এই চিত্রকূটের শৃঙ্গসকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। শতদল, উৎপল, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্রাদি-নির্ম্মিত, উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট সুকোমল পদ্মদলের আস্তরণ-সকল কামিজনের জন্য আস্তৃত রহিয়াছে, দেখ জানকি! ঐ দেখ, কামিগণের পরিভোগ-মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমল-কুসুমের মালাসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; তথা নানাজাতীয় ফলসকলও পড়িয়া আছে। বহুবিধ ফলমূল ও স্বচ্ছ জলসম্পন্ন এই চিত্রকূটগিরি অলকা—ইন্দ্রের অমরামতী, তথা উত্তর-কুরুদেশকে অতিক্রম করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে।[৩] অয়ি বনিতে সীতে! যদি আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধুপদবী আশ্রয়পূর্ব্বক এই চিত্রকূটে বিহার করিতে পাই, তাহা হইলে, কুল ও ধর্ম্ম উভয়েরই পরম উন্নতিসাধন করিয়া সুখী হইতে পারি। ২১-২৭

পঞ্চনবতিতম সর্গ

অনন্তর কোশল-পতি রাজীব-লোচন রাম পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্রসলিলা রমণীয় মন্দাকিনী নদী প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, এবং রাজীবলোচন রাম চারুচন্দ্রাননা বরাঙ্গনা জনকদুহিতাকে বলিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! হংসসারসসেবিতা, কুসুমিতা, বিচিত্রপুলিনা, রমণীয়া মন্দাকিনী নদী অবলোকন কর। তীরদেশজাত নানাবিধ পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিতা ঐ মন্দাকিনীকে রাজরাজ কুবেরের সৌগন্ধিক নামক সরোবরের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই নদীর ঘাটসকল অতি মনোহর; আমার অতিমাত্র প্রীতি সমুৎপাদন করিতেছে। সম্প্রতি মৃগযূথ উহাতে জলপান করাতে উহার জল কলুষিত হইয়াছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কলের উত্তরীয় পরিধান-পূর্ব্বক যথাকালে এই মন্দাকিনী-সলিলে অবগাহন করিতেছেন। হে বিশালাক্ষি! এ দিকে এই সকল দৃঢ়ব্রত মুনিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মৃদুমন্দ সমীরণ-হিল্লোলে শিখরসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে, চিত্রকূটস্থ পাদপরাজি এই নদীর ইতস্ততঃ কুসুমরাশি বিকিরণ করাতে বোধ হইতেছে, যেন ঐ চিত্রকূট নৃত্য করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। এই মন্দাকিনী কোথাও মণির ন্যায় স্বচ্ছসলিলা,

---

২। মূলে ভবার্থায় আছে, ইহার অর্থ—লোকমঙ্গলের জন্ত, অথবা শিব বা ব্রহ্মার লোকপ্রাপ্তির জন্ত, অথবা সংসারনাশের জন্ত, যেমন 'মশকার্থো ধূম' বলিলে মশক নিবারণের জন্ত ধূম বুঝায়, এই স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

৩। মূলে 'বস্বৌকসারাং নলিনীং' এইরূপ আছে, বস্বৌকসারা শব্দে অমরাবতী অথবা কুবেরপুরী, নলিনী সৌগন্ধিকাখ্যা সরসী কিম্বা মানস-সরসী, "বস্বৌকসারা শ্রীধন্ত শক্রস্ত নলিনীপুরী" ইতি হরিঃ। অথবা বস্বৌকসারা শক্রস্ত পূর্ব্বস্যাং দিশি সংস্থিতা। ইতি বিষ্ণুপুরাণ অথবা পুরী বস্বৌকসারা স্তাদ্বিমানং পুরুকেৎস্ত্রিয়াম্। ইতি যাদবঃ।

কোথাও পুলিনশালিনী এবং কোথাও বা সিদ্ধগণে পরিব্যাপ্ত, অবলোকন কর। অয়ি ক্ষীণমধ্যমে! এই সুবিপুল কুসুমরাশি কতকগুলি জলমধ্যে বায়ুভরে সঞ্চালিত এবং আর কতকগুলি জলের উপর ভাসমান হইতেছে, দেখ। কল্যাণি! এ দিকে অবলোকন কর, চারুভাষী চক্রবাকসকল মধুর স্বরে শব্দ করিয়া পুলিনদেশে অধিরোহণ করিতেছে। অয়ি শোভনে! নগরে বাস এবং তোমায় দর্শন অপেক্ষাও আমার এই চিত্রকূট ও মন্দাকিনীদর্শনে সুখ উপলব্ধি হইয়া থাকে। তপস্যা ও শম-দম-সমন্বিত নিষ্পাপ সিদ্ধ পুরুষেরা নিত্য যাহার জলে অবগাহন করেন, এক্ষণে তুমি আমার সহিত সেই মন্দাকিনীতে অবগাহন কর। ভামিনি! রক্তোৎপল ও শ্বেতপদ্মসকল প্রক্ষেপ করত তুমি সখীর ন্যায় এই মন্দাকিনীতে নির্ভয়ে অবগাহন কর। সীতে! তুমি ঐ হিংস্রজন্তুদিগকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় মনে করিও। বৈদেহি! লক্ষ্মণ পরম ধার্ম্মিক ও আমার আজ্ঞা-প্রতিপালক; তুমিও আমার অনুকূল ভার্য্যা, সর্ব্বদাই প্রীতিসাধন করিয়া থাক। এইরূপে তোমাদের সহবাসে থাকিয়া, ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং মধুপান ও ফলমূল আহার করিতে পাইলে, আর আমার অযোধ্যায় বা রাজ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা হয় না। গজযূথ-কর্ত্তৃক আলোড়িতা, সিংহ, মাতঙ্গ ও বনের বানরগণ-কর্ত্তৃক নিপীতসলিলা, পুষ্পিত-বনশালিনী এবং কুসুমনিকর-বিভূষিতা এই রমণীয়া নদীতে অবগাহন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লান্তিহীন না হয়, তেমন লোকই নাই। রঘুবংশবর্দ্ধন রাম মন্দাকিনী-প্রসঙ্গে এইরূপ নানা বাক্য বলিতে বলিতে নয়নাঞ্জনপ্রভ রমণীয় চিত্রকূটে প্রিয়া-সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১-১৯

ষণ্ণবতিতম সর্গ

তৎকালে, রাম জনকনন্দিনী সীতাকে গিরিনদী মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া, এবং মাংসবিশেষ প্রদর্শনে সীতার প্রীতি উৎপাদন করিয়া পর্ব্বতের একটি শিলার উপরে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—জানকি! এই মাংস অতি পবিত্র, এই মাংস অতি স্বাদু এবং এই মাংস অগ্নিতে উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে। ধর্ম্মাত্মা রাম সীতার সহিত এইরূপে গিরিপ্রদেশে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তৎসমীপে গমনোন্মুখ ভরতের সৈন্যগণের পাদরেণু ও কোলাহল আকাশ ব্যাপিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। এই অবসরে সেই সুবিপুল শব্দ শ্রবণে যূথপতি মত্ত হস্তী সকল ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া, দলে দলে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সৈন্য-সমুদ্ভূত শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ধাবমান যূথপতি গজদিগকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে অবলোকন করিলেন। যূথপতিদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া এবং সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া, তিনি দীপ্ততেজা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! সুমিত্রাদেবী তোমা কর্ত্তৃক সুসন্তানবতী হইয়াছেন। এক্ষণে অবলোকন কর, ঐ ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনসদৃশ সুগভীর তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ, এই গহন-কানন-সঞ্চারী মৃগ, মহিষ ও গজযূথ সিংহগণের সহিত নিতান্ত ভীত হইয়া সহসা দশদিকে পলায়ন করিতেছে। হে সৌমিত্রে! কোন রাজা বা রাজপুত্র বনমধ্যে মৃগয়ায় আসিয়াছে, কিম্বা অন্য কোন হিংস্রজন্তু হইতে এরূপ উৎপাত হইতেছে কি না, তোমাকে জানিতে হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! এই চিত্রকূট পর্ব্বতে পক্ষীরাও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না; অতএব তুমি সমুদয় ঘটনা যথার্থরূপে জানিয়া আইস। ১-১০

তখন লক্ষ্মণ অতি সত্বর কুসুমিত এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি উত্তরদিকে নেত্রপাত করত দেখিতে পাইলেন, গজ-বাজি-রথ-সমাকুল ও সুসজ্জিত-পদাতিযুক্ত সুনিপুণ সৈন্য আগমন করিতেছে। তিনি রামকে সেই অশ্ব-গজ-পূর্ণ রথধ্বজবিভূষিত সেনার কথা নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি সত্বর অগ্নি নির্বাণ করুন এবং ধনুঃ, শর ও কবচ সজ্জিত করুন এবং সীতাও গুহায় প্রবেশ করুন।[১] পুরুষোত্তম রাম প্রত্যুত্তর করিলেন,—বৎস সৌমিত্রে! এই সেনা কাহার বোধ হইতেছে? বিশেষরূপে নিরীক্ষণ কর। লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া,ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া, সেই সেনা যেন দগ্ধ করিবার মানসে কহিলেন,—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৈকেয়ীনন্দন ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, এক্ষণে তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার জন্য আমাদের দুই জনকে সংহার করিবার আশয়ে আগমন করিতেছে। দেখুন, ঐ যে সুমহান্ সুন্দর বৃক্ষ লক্ষিত হইতেছে, উহারই সমীপে রথোপরি ঐ সমুজ্জ্বল স্কন্ধবিশিষ্ট কোবিদার-ধ্বজ বিরাজ করিতেছে। ঐ দেখুন, অশ্বারোহিগণও দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া এই দিকেই আসিতেছে এবং হস্ত্যারোহী সকল পরম হর্ষে স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ-পূর্ব্বক গজসমূহে আরোহণ করিয়া বিরাজমান হইতেছে। হে বীর! আমরা এখন দুই জনেই ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক-পর্ব্বত আশ্রয় করি। যাহার জন্য আমাদের এই মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভরত কেমন, দেখিব! অথবা, দুই জনে কবচ ধারণ ও আয়ুধ উদ্যত করিয়া, এইখানেই অবস্থিতি করিব। ১১-২০

কোবিদার-ধ্বজ ভরত, যুদ্ধে আমাদের অবশ্যই বশীভূত হইবে। হে রঘুনন্দন! আপনি, আমি ও সীতা, সকলেই যাহার জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি, বিশেষতঃ, আপনি যাহার জন্য শাশ্বত রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, হে বীর! এক্ষণে সেই পরম শত্রু বধার্হ ভরত এই উপস্থিত। হে রঘুনন্দন! ভরতের বধে আমি কোন দোষই দেখিতেছি না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাপকারী, তাহাকে বধ করিলে কোন অধর্ম্ম নাই। হে রঘুনন্দন! ভরত আমাদের পূর্ব্বাপকারী, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিলে, অধর্ম্ম হইবে। ভরত নিহত হইলে, আপনি নির্ব্বিঘ্নে সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করুন। রাজ্যকামুকা কৈকেয়ী অদ্য পুত্রকে সংগ্রামে হত দেখিবে; আমার হস্তে গজভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিয়া কৈকেয়ী নিতান্ত দুঃখিতা হইবে। আমি কৈকেয়ীকেও সবান্ধবে কুব্জার সহিত বিনাশ করিব। অদ্য পৃথিবী মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে মানদ! অদ্য আমি শুষ্ক তৃণরাশিতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, শত্রুসৈন্যমধ্যে বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও অন্যায়াচরণ নিক্ষেপ করিব। অদ্যই আমি সুশাণিত সায়কসমূহে শত্রু-শরীর সকল ছেদন করিয়া, তাহাদের শোণিতে চিত্রকূটের কানন রক্তাক্ত করিব। অদ্য আমার শরজালে ভিন্নহৃদয় হইয়া গজ, অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিহত হইলে, শ্বাপদ সকল তাহাদিগকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিবে। অদ্য আমি এই মহাবনে সসৈন্য ভরতকে নিহত করিয়া,[২] নিঃসন্দেহই ধনুঃ ও শরের নিকট অঋণী হইব। ২১-৩১

সপ্তনবতিতম সর্গ

রাম সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি সংরব্ধ ও একান্ত রোষাভিভূত দেখিয়া, বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মহাবল মহোৎসাহ ভরত

১। ধূম লক্ষ্য করিয়া শত্রুসৈন্য আসিতে পারে, এই জন্য অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লক্ষ্মণ বলিয়াছেন।

২। ভরত ও লক্ষ্মণ তুল্য বলিয়া লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য, পরন্তু উভয়েরই রামের তুল্য উপকারী বলিয়া কাহারও প্রতি ক্রোধ হয় নাই। লক্ষ্মণ যদিও ইতঃপূর্ব্বে কাহারও সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েন নাই এবং শত্রু জয় করায় ধনুঃশরের নিকট অঋণী আছেন। ভাবী ভরত-সৈন্য সহ যুদ্ধেও জয়লাভ করিয়া অঋণী হইবেন।

যখন স্বয়ং আসিতেছেন, তখন এই ধনু, খড়গ ও চর্ম্ম ধারণে প্রয়োজন কি? লক্ষ্মণ! আমি পিতৃসত্য পালন করিব, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভরতকে যুদ্ধে হত করিয়া, অপবাদময় রাজ্য লইয়া কি করিব?[১] বান্ধব বা মিত্র পক্ষের বিনাশে যে বস্তু পাওয়া যায়, বিষময় খাদ্যের ন্যায় সে বস্তুতে কখনই আমি অভিলাষ করি না। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, শুদ্ধ তোমাদেরই জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা পৃথিবী গ্রহণে ইচ্ছা করিয়া থাকি। আমি সত্যবন্ধ-পূর্ব্বক আয়ুধ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, মাতৃগণের সম্যক্‌রূপে পালন ও সুখসাধন জন্যই রাজ্যের অভিলাষ করি। হে সৌম্য! এই সসাগরা পৃথিবী যদিও আমার দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রপদ গ্রহণেও আমার অভিলাষ হয় না। হে মানদ! তোমা বিনা ও শত্রুঘ্ন বিনা আমার যদি কিছু সুখ হয়, হুতাশন তাহা ভস্ম করুন। হে পুরুষোত্তম! হে বীর! আমার বোধ হয়, প্রাণাধিক প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকারী হয়েন', এই কুলধর্ম্ম স্মরণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছেন। আমি তোমার ও জানকীর সহিত জটাবল্কল ধারণ-পূর্ব্বক বনে প্রব্রাজিত হইয়াছি শুনিয়া, স্নেহাক্রান্ত-হৃদয় ও শোকে ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া, আমাকে দেখিতে এখানে আসিয়াছেন; অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমন করেন নাই। ১-১১

সেই শ্রীমান্ ভরত, জননী কৈকেয়ীর প্রতি রোষ প্রকাশ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া, পিতাকে প্রসন্ন করিয়া, আমাকে রাজ্য দান করিতে আসিতেছেন। এই বিপৎসময়েও তিনি যখন আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন, তখন তিনি মনেও কখন আমাদের প্রতি অহিতাচরণ করেন, এমন প্রত্যয় হয় না। ভরত পূর্ব্বে কবে কি অনিষ্ট করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে ভয় করিয়া, এইপ্রকার ভয়েরই কথা বলিতেছ? ভরতকে কোনরূপ নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলা তোমার উচিত হয় না। ভরতকে অপ্রিয় কথা বলিলে, তাহা আমাকেই বলা হইবে। কোনরূপ আপদ হইলে, পিতা কখনই পুত্রকে অথবা ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে বধ করিতে পারেন না।[২] রাজ্যের জন্যই যদি তুমি এইপ্রকার কথা বলিয়া থাক, ভরতের সহিত দেখা হইলেই আমি বলিব, লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! আমি সত্যই তোমাকে রাজ্য দিতে বলিলে, ভরত নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। ধর্ম্মশীল ভ্রাতা রাম এইপ্রকার কহিলে, তদীয় হিতৈষী লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার বোধ হয়, স্বয়ং পিতৃদেব দশরথ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন। ১২-২০

লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া রঘুনন্দন মহাবাহু রাম তদীয় বাক্যে অনুমোদন করত প্রত্যুত্তর করিলেন,—আমারও বোধ হইতেছে, পিতৃদেব আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন। অথবা আমার মনে হইতেছে, তিনি আমাদিগকে সুখোচিত ভাবিয়া, বনবাস-ক্লেশ স্মরণ-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই আমাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন; কিম্বা সেই শ্রীমান্ রঘুনন্দন পিতৃদেব অত্যন্ত সুখ-সেবিনী এই জনকনন্দিনীকেই বন হইতে লইয়া যাইবেন। ঐ দেখ, প্রশস্ত-কুলোৎপন্ন, বায়ুবেগসম দ্রুতগামী, অত্যন্ত বলশালী, তদীয় মনোরম তুরঙ্গমদ্বয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ পিতৃদেবের সেই সুমহাকায় শত্রুঞ্জয় নামে বৃদ্ধ হস্তীও সেনার অগ্রে

১। পিতা ভরতকে রাজ্য দিলেন, রাম উহা অপহরণ করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদযুক্ত রাজ্য লইয়া কি করিব?

২। পূর্ব্বে লক্ষ্মণ দশরথকে বধ করার কথা বলিয়াছিলেন, ইদানীং ভরতকে বধ করার কথা বলায় লক্ষ্মণের এই ভীষণ ভাব অপনোদন করা দরকার, নতুবা কার্য্যহানি হইবে, এই ভয়ে রাম লক্ষ্মণকে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিতেছেন—আপৎকালেই বা পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা আপন ভ্রাতাকে কিরূপে বধ করিতে পারে?

অগ্রে আসিতেছে।[৩] কিন্তু হে মহাভাগ! পিতৃদেবের পাণ্ডুবর্ণ লোকবিখ্যাত দিব্য ছত্র দেখিতে না পাইয়া, আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যাহা বলি, কর। ধর্ম্মাত্মা রাম, লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিলেন। তখন যুদ্ধবিজয়ী লক্ষ্মণ শালতরুর শিখর হইতে অবতরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, রামের পার্শ্বে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। এ দিকে রামাশ্রমের কোনরূপ পীড়ন না হয়, এই জন্য ভরতের আদেশে সেনা সকল চিত্রকূট পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দূরভাগে সেনাবাস সন্নিবেশ করিল। সেই গজবাজিসমাকীর্ণ ইক্ষ্বাকুসৈন্য এইরূপে পর্ব্বতের পার্শ্বে সার্দ্ধযোজন ব্যাপিয়া সন্নিবিষ্ট হইল। তৎকালে নীতিজ্ঞ ভরত রামের প্রসাদ লাভের জন্য বিনীত বেশে আশ্রমে রাজার প্রবেশ করিতে হয়, এই ধর্ম্মানুসারে দর্প পরিহার করিয়া উল্লিখিত প্রকারে সৈন্যস্থাপন করিলে, সেই সেনা সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল। ২১-৩১

অষ্টনবতিতম সর্গ

সেই প্রাণিপ্রবর ও পরমশক্তিমান্ ভরত সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়া গুরুসেবাতৎপর ককুৎস্থ-নন্দন রামের নিকটে পদব্রজে গমন করিতে উৎসুক হইলেন। এই জন্য সুশিক্ষিত সৈন্য সকল অভিপ্রেতানুরূপে সন্নিবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে কহিলেন, সৌম্য! তোমাকে শীঘ্রই এই সকল লোক ও এই সকল ব্যাধের সহিত মিলিত হইয়া, এই বনের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে হইতেছে। স্বয়ং গুহও শর, ধনু ও খড়গধারী জ্ঞাতিসহস্রে পরিবেষ্টিত হইয়া, এই বনে রামলক্ষ্মণের সন্ধান করুন। আমিও নিজে সমুদায় অমাত্য, নগরবাসী, গুরু ও দ্বিজাতিগণে পরিবৃত হইয়া, স্বয়ং পদব্রজে সমুদায় বন অন্বেষণ করিয়া বিচরণ করিব। যতক্ষণ না রাম, মহাবল লক্ষ্মণ অথবা মহাভাগা সীতাকে দেখিতে পাইব, ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। যতক্ষণ না ভ্রাতা রামের পদ্মসম বিশাল লোচন ও চন্দ্রতুল্য সুকুমার বদনমণ্ডল দর্শন করিব, ততক্ষণ আমার শান্তিলাভ হইবে না। সর্ব্বদাই যিনি রামের সুনির্ম্মল শশাঙ্কসদৃশ পরম-ভাস্বর ও পদ্মায়তলোচন-লাঞ্ছিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই লক্ষ্মণই কৃতার্থ। যতক্ষণ না রামের রাজচিহ্নাঙ্কিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিব, ততক্ষণ আমার মন স্থির হইবে না। রাজ্যার্হ রাম পিতৃপৈতামহিক সিংহাসনে আসীন হইয়া, যাবৎ অভিষেকসলিলে সিক্ত না হয়েন, তাবৎ আমার শান্তিলাভ হইবে না। সেই মহাভাগা জনকনন্দিনী বৈদেহীই ধন্যা! যে হেতু, তিনি সাগরান্তা পৃথিবীপতি পতি রামের অনুগামিনী হইয়াছেন। হিমালয় সদৃশ এই চিত্রকূট পর্ব্বতও ধন্য। যে পর্ব্বতে কাকুৎস্থ রাম, নন্দনে কুবেরের ন্যায় বাস করিতেছেন।[১] দুষ্টজন্তুপূর্ণ এই দুর্গম অরণ্যও কৃতকৃত্য হইয়াছে, যে অরণ্যে শস্ত্রধর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ রাম বাস করিতেছেন। মহাতেজা মহাবাহু পুরুষোত্তম ভরত এই কথা বলিয়া, পদব্রজেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন এবং গিরিসানুসমূহে সমুদ্ভূত পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্ব্বতের শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, রামের আশ্রমস্থিত ধূম

৩। রাম মাতুলকুল হইতে যে শত্রুঞ্জয় নামক হস্তী লাভ করিয়াছিলেন, সেই হস্তী বনগমনকালে সুযজ্ঞকে দান করেন, এই বৃদ্ধ হস্তী রাজা দশরথের, উহা হইতে ভিন্ন।

১। নন্দনবন ইন্দ্রের উপবন, কুবেরের চৈত্ররথবনই উপবন, এ স্থলে নন্দন শব্দে সংজ্ঞাবাচী নন্দনকাননকে না বুঝাইয়া আনন্দজনক চৈত্ররথকে বুঝাইবে, অথবা কুবের নিজের চৈত্ররথ-বনে নিরন্তর বিহার করেন. কদাচিৎ অমরাবতীতে নন্দনকাননে গমন করিয়া বিচরণে যাদৃশ আনন্দভোগ করেন, রামও চিত্রকূটে তাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেছেন। গিরিরাজ পদে টীকাকারগণ হিমালয় বলিয়াছেন, পরন্ত সুমেরু হওয়াই সঙ্গত বোধ হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে চারিলোকপালের চারিটি পুরী ও উপবন আছে!

অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে রাম এইখানেই আছেন জানিয়া, তিনি যেন মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হইয়া, সমুদায় বান্ধবের সহিত হৃষ্ট হইলেন। এইরূপে গিরিরাজ চিত্রকূটে তপস্বি-সেবিত রামাশ্রম অবগত হইয়া, সেই মহাত্মা ভরত পুনরায় অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাসমূহ সন্নিবেশ-পূর্ব্বক গুহের সহিত সত্বর তথায় প্রস্থান করিলেন। ১-১৮

একোনশততম সর্গ

সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে, ভরত উৎসুক হইয়া, শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্নাদি দেখাইতে দেখাইতে ভ্রাতার দর্শন-বাসনায় গমন করিতে লাগিলেন। ঋষি বশিষ্ঠকে 'আমার জননীদিগকে শীঘ্র আনয়ন করুন' এই কথা বলিয়া, গুরুবৎসল ভরত ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন; রাম-দর্শনের প্রবল অভিলাষ ভরতেরও যেমন ছিল, তাঁহাদের উভয়েরও তদ্রূপ ছিল। শ্রীমান্ ভরত গমন করিতে করিতে তাপসালয়-সংস্থিত ভ্রাতা রামের পর্ণকুটীর এবং উটজ দর্শন করিলেন।[১] তিনি দেখিলেন, পর্ণশালার সম্মুখদেশে হোমজন্য কাষ্ঠ সকল ভগ্ন এবং কুসুম সকল চয়ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, পাছে পথ চিনিতে না পারা যায়, এজন্য আশ্রমবাসী রামলক্ষ্মণ কোন কোন স্থলে কুশচীর দ্বারা বৃক্ষসমূহে চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। আরও দেখিলেন, সেই পর্ণগৃহে শীতনিবারণার্থ মৃগ ও মহিষের রাশি রাশি করীষ (ঘুঁটে) সঞ্চিত রহিয়াছে।[২] মহাবাহু ধৃতিমান্ ভরত গমন করিতে করিতে সহর্ষে শত্রুঘ্ন ও অমাত্যগণকে বলিলেন,—মহর্ষি ভরদ্বাজ যাহার কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয়, আমরা সেই স্থানেই পৌঁছিয়াছি। মন্দাকিনী নদীও এখান হইতে অধিক দূর নহে বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, চীর সকল উচ্চ স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে; বোধ হয়, লক্ষ্মণই এইরূপ করিয়াছেন; কেন না, অসময়ে সন্ধ্যাকালে যখন স্পষ্ট পথ দেখিতে না পাওয়া যায়, তখন এই সকল চীর পথ-গমনে সাহায্য করিবে। ১-১০

বেগবান বৃহদ্দন্ত হস্তী সকল পরস্পর প্রতিগর্জ্জন করিয়া, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এই পথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে। তপস্বিগণ বনমধ্যে যাহাকে আধান করিতে ইচ্ছা করেন, ঐ সেই অগ্নির সুবিপুল ধূমস্তর লক্ষিত হইতেছে।[৩] অতএব এইখানেই আমি সাক্ষাৎ মহর্ষির ন্যায়, গৃহসংকারকারী, পুরুষশ্রেষ্ঠ আর্য্য রামকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিব। অনন্তর রঘুনন্দন ভরত মুহূর্ত্তকাল গমন করিয়া, মন্দাকিনীর সমীপবর্ত্তী চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া অমাত্যাদি পরিজনবর্গকে কহিলেন,—যিনি সংসারে সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সেই লোকপতি রাম নির্জন পাইয়া, যোগিজনের আসনে রত হইয়া আছেন; অতএব আমার জীবনে ও জন্মে ধিক্! যিনি সকল লোকের নাথ, সেই মহাদ্যুতি রাম আমারই জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগে বঞ্চিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন;

১। পর্ণকুটী পত্রপ্রধান কুটী অর্থাৎ যে গৃহের অধিকাংশই পত্র দ্বারা নির্ম্মিত, ইহা আশ্রমের বহির্দ্দেশে রামদর্শনার্থ আগত তপস্বিগণের বসিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। উটজভিত্তিকবাটাদিযুক্ত সীতার অবস্থানযোগ্য গৃহ।

২। চৈত্র শুক্ল দশমীতে রামের বনগমন, এই সময় বৈশাখের শেষ, তখনও চিত্রকূটে শেষরাত্রে শীত অনুভব হইয়া থাকে।

৩। রামের আশ্রমে যে বহ্নি ছিল, উহা শ্রৌতাগ্নি, স্মার্ত্তাগ্নি, কিম্বা পবনাগ্নি, ইহার বিচার করিয়া গোবিন্দরাজ স্মার্ত্তাগ্নিই স্থির করিয়াছেন, কারণ—শ্রৌতাগ্নি হইলে ঋষি তাহার বর্ণন করিতেন, মহাপ্রস্থানসময়ে সে বহ্নির বর্ণন আছে, রামের বনগমনকালে তাঁহার অনুসরণকারী ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্রাদির বর্ণনও আছে। স্মার্ত্তাগ্নি হইলেও ত তাহার বর্ণন নাই। তমসাতীরে, গঙ্গাতীরে, বৃক্ষমূলে, ভরদ্বাজাশ্রমে, যমুনাতীরে সর্ব্বত্রই সন্ধ্যা-বন্দনাদির কথা আছে, কিন্তু সায়ংপ্রাতর্হোমের কথা নাই—তদুত্তরে বলা যায়, ঐ বহ্নি নিজেতে আরোপণ করিয়া বনে গমন করেন, যেখানে যেখানে দীর্ঘ দিন ছিলেন, প্রত্যেক স্থানেই সায়ংপ্রাতর্হোমের কথা আছে, উহা মাত্র পবনাগ্নি নহে, কারণ, বেদির কথা, হবনের কথা আছে।

আমি লোক-নিন্দিত হইয়াছি; অতএব অদ্য আমি সেই কলঙ্কক্ষালন জন্য আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার, সীতার ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব।[৪] দশরথনন্দন ভরত অরণ্যমধ্যে এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পরমপুণ্যা মহতী মনোরমা পর্ণশালা দর্শন করিলেন। ১১-১৮

শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ ইত্যাদি বৃক্ষসমূহের পত্রে ঐ পর্ণশালা আচ্ছাদিত; দেখিলে বোধ হয়, যেন কুশ দ্বারা মৃদুবিস্তীর্ণ বিশাল যজ্ঞবেদি শোভা পাইতেছে। স্বর্ণপৃষ্ঠ ইন্দ্রধনুর তুল্য ভার-সাধন এবং শত্রু-নিবারক মহাসার কার্ম্মুক-সমূহের সান্নিধ্য বশতঃ ঐ পর্ণশালার শোভা সমুদ্ভূত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তথায় তূণীরমধ্যে সূর্য্য-কিরণ-সদৃশ যে সমস্ত ভয়ঙ্কর শর রহিয়াছে, তদ্দ্বারা দীপ্তাস্য-ভুজঙ্গ-বেষ্টিত নাগ-লোকের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং পর্ণশালা, কাঞ্চনাবরণ খড়গদ্বয় ও স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম্মযুগলেও উহার শোভার সীমা নাই। মৃগগণ যেমন কোন-ক্রমেই সিংহের গুহা আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র গোধাঙ্গুলিত্র সকল ইতস্ততঃ লম্বমান থাকাতে শত্রুগণও ঐ পর্ণশালা পরাজয় করিতে পারে না। অনন্তর ভরত সেই রামের আবাসে প্রদীপ্ত পাবক-সমন্বিত, ঈশান-কোণ-ভাগে নিম্ন, পরমপবিত্র সুপ্রশস্ত বেদি অবলোকন করিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই উটজে উপবিষ্ট জটামণ্ডল-মণ্ডিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে প্রত্যক্ষ করিলেন।[৫] তিনি সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, চীরবল্কলবাসা কৃষ্ণাজিনধারী পাবকোপম রাম আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধের ন্যায় বঙ্কিত, লোচনযুগল পুণ্ডরীক সদৃশ; তিনি সাগরান্তা পৃথিবীর ভর্ত্তা ও ধর্ম্মচারী, কুশাস্তরণ-যুক্ত স্থণ্ডিলে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা ভরত দুঃখমোহাভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ১৯-২৯

রামের দর্শনমাত্র ভরত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কোনমতেই ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর বাষ্পগদগদবাক্যে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—সভামধ্যে প্রকৃতিবর্গের দ্বারা নিয়ত উপাসিত হওয়া যাঁহার নিতান্ত উচিত, সেই মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরণ্যমধ্যে মৃগগণ কর্ত্তৃক উপাসীন হইয়া বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে যিনি বহুসহস্র মূল্যবান্ বসনসমূহে অলঙ্কৃত হইতেন, এবং হইবার যোগ্যপাত্র, সেই এই মদীয় অগ্রজ ধর্ম্মাচরণ উদ্দেশে মৃগচর্ম্মে আসীন রহিয়াছেন! যিনি সর্ব্বদা বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ধারণ করিতেন, সেই এই রঘুকুমার কিরূপে এই জটাভার সহ্য করিতেছেন? ঋত্বিক্ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় করা যাঁহার উচিত ছিল, তিনি নিজেই শরীরকে কষ্ট দিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন। মহামূল্য চন্দন দ্বারা যাঁহার অঙ্গসেবা হইত, সেই আর্য্য রামের দেহ এখন মললিপ্ত হইতেছে। সুখোচিত রাম আমার জন্যই এই দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন; অতএব আমার এই সর্ব্বলোক-বিগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্! এইরূপে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে ভরত দুঃখাতিশয়বশতঃ রামের চরণযুগল প্রাপ্ত না হইয়াই ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার মুখ-কমল স্বেদ-সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হওয়াতে মহাবল রাজকুমার ভরত একবারমাত্র 'আর্য্য!' এই কথা বলিয়াই পুনরায় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বাষ্পভরে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হইয়া আসাতে, যশস্বী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, 'আর্য্য!' এই কথা বলিয়াই তাঁহার

৪। লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ হইলেও নিজাপরাধ ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পাদতলে পতন লোকপ্রসিদ্ধ, এই কথা কতক বলেন, রামভক্ত বলিয়া কনিষ্ঠ হইলেও লক্ষ্মণ বন্দনার যোগ্য, ইহা গোবিন্দরাজের মত।

৫। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে গায়ত্রীর সপ্তমাক্ষর ণ-কার রহিয়াছে, ইহার পূর্ব্ব-শ্লোকে প্রথমাবধি ছয় সহস্র শ্লোক গত হইয়াছে।

বাক্‌শক্তি শূন্য হইয়া গেল। ঐ সময়ে শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণযুগল বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদের দুই জনকেই আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত গগনমণ্ডলে মিলিত হন, রাম ও লক্ষ্মণ তেমনি সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সংমিলিত হইলেন। তৎকালে বারণবাহন রাজকুমারদিগকে সেই মহাবনে সমাগত দেখিয়া, বনবাসিগণ নিরানন্দ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ৩০-৪২

শততম সর্গ

জটাজূট মণ্ডিত চীরধারী ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে ভূপতিত হইলে, রাম দেখিলেন, যেন যুগান্তে দুর্দ্দর্শ ভাস্কর দেব ধরাশায়ী হইয়াছেন।[১] অনন্তর রাম ভ্রাতাকে বিবর্ণবদন ও দুর্ব্বলদেহ দর্শনে কোনরূপে (অনুমানাদি দ্বারা) ভরত বলিয়া জানিতে পারিয়া পাণি যুগলে ধারণ করিলেন এবং ভরতের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইয়া সমাদরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমার পিতা কোথায়? তুমি যে অরণ্যে আগমন করিলে? পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তুমি বনে আসিতে পার না।[২] যাহা হউক, অনেক দিনের পর মাতামহের গৃহ হইতে আগত কৃশ-বিবর্ণ অতএব কষ্টে অনুমেয় তোমাকে দেখিয়া সুখী হইলাম। ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য এই ভয়ঙ্করাকৃতি অরণ্যে আসিলে? ভ্রাতঃ! তুমি বনে আসিয়াছ; পিতা ত' বাঁচিয়া আছেন? তিনি শোকে অভিভূত হইয়া সহসা লোকান্তর গমন করেন নাই ত? হে প্রিয়দর্শন! তুমি বালক; তোমার হস্ত হইতে ত চিরস্থায়ী রাজপদ কোনরূপে চ্যুত হয় নাই? হে সত্যপরাক্রম! তুমি ত পিতার সেবায় নিযুক্ত আছ?[৩] রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের আহরণকর্ত্তা, ধর্ম্মে কৃতমতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? ভ্রাতঃ! যিনি বিদ্বান্, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ ও পরম তেজস্বী এবং ইক্ষ্বাকুগণের উপাধ্যায়, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের ত তুমি যথাযোগ্য সংকার করিয়া থাক? আর্য্যা সুমিত্রা, কৌশল্যা ও দেবী কৈকেয়ী, ইঁহারা সকলেই সুখে আছেন ত? ১-১০

বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ ও অসূয়াহীন, সকল সৎকর্ম্মনিপুণ, বশিষ্ঠ-পুত্র সুযজ্ঞ তোমার পুরোহিত, তিনি সংকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্র কার্য্যে নিযুক্ত, সকল হোম-বিধিজ্ঞ মতিমান্ সরলচেতা হোতা, যথাকালে হোমের বিষয়, যাহা হোম করা হইয়াছে এবং যাহা করিতে হইবে, সকল বিষয় তোমাকে নিবেদন করেন ত? ভ্রাতঃ! দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃসমগুরুগণ, বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত?[৪] উৎকৃষ্ট

১। ভরত গঙ্গাতীরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজ হইতে ভূমিতে শয়ন করিব এবং জটা-বল্কল ধারণ করিব, অথচ দেখা যায়, ভরদ্বাজাশ্রমে যাইবার সময় ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন, অথচ এ স্থানে ভরতের চীরবসন জটাধারণ যেন সিদ্ধই আছে, এইরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? উত্তর—রাত্রিতে ভরত প্রতিজ্ঞা করেন, পরের দিন ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, তৎপরে জটা-বল্কল ধারণ, এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

রাম ভরতকে দেখিবামাত্রই সে রাজ্য পালন করিতেছে মনে করিয়া রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অথবা ভগবান্ রাম প্রচ্ছন্নভাবে রাজ্যরক্ষণনীতি শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার পর দশরথের মৃত্যু শ্রবণ, ভরতের প্রায়োপবেশনাদি ব্যাপার বর্ণিত হওয়ায় এই রাজনীতি বলিবার অবকাশ হইবে না, এই জন্যই এই স্থানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

রামপ্রোক্ত রাজনীতির অনেকগুলি শ্লোক মহাভারতে সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদপ্রোক্ত রাজনীতি অধ্যায়ে অবিকল আছে। উহার সংখ্যাও কম নহে, ৩০টির অধিক রামায়ণের শ্লোক মহাভারতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। কারণ, আমার অনুপস্থিতিকালে তোমার পিতৃশুশ্রূষা করা নিত্য আবশ্যক, ইহা দ্বারা রামের পিতার জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল বুঝা যায়। ভরত রামকে অপর প্রশ্ন করিতে দেখিয়া অতি দুঃসহ পিতৃমরণ বৃত্তান্ত তখন বলেন নাই।

৩। অরণ্যে ভরতের আগমন দুই কারণে হইতে পারে, প্রথম দশরথ জীবিত থাকিলে তাঁহার আদেশে—দ্বিতীয় রাজার মৃত্যু হইলে বলবৎ শত্রুর আক্রমণে রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে, এই উভয় আশঙ্কাই উভয় শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৪। অথবা বেদবিদ্যানিপুণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে সম্মান কর ত, অথবা ব্রাহ্মণজাতীয় বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসকগণকে সম্মান কর ত? অসূতো

অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন ও রাজনীতিবিশারদ সুধন্বানামক ধনুর্ব্বেদাচার্য্যের ত কোনরূপ অবমাননা কর না? ভ্রাতঃ! আত্মসম বিশ্বস্ত, শূর, শ্রুতশীল, জিতেন্দ্রিয় ও ইঙ্গিতজ্ঞ ইত্যাদিগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ত মন্ত্রী করিয়াছ? হে রঘুনন্দন! নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক যত্ন-পূর্ব্বক সংগোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়-সমৃদ্ধির মূল। তুমি ত নিদ্রার বশীভূত বা অকালে জাগরিত হও না? রাত্রিশেষে অর্থ-প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিয়া থাক ত? তুমি একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণাসকল রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? হে রঘুনন্দন! কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে বিলম্ব কর না ত? তোমার কার্য্য সকল সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন অথবা সম্পন্নপ্রায় হইলেই, সমস্ত রাজগণ তাহা ত জানিতে পারেন? তাহার পূর্ব্বে ত তাঁহারা জানিতে পারেন না? ১১-২০

শত্রুগণ ত যুক্তি ও তর্ক দ্বারা তোমার অপ্রকাশিত মন্ত্রণা সকল বুঝিতে সক্ষম হয় না? কিন্তু তুমি বা তোমার মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের মন্ত্রণা বুঝিয়া থাক ত? অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতব্যক্তিই কল্যাণ-সাধন করেন; অতএব তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একজন পণ্ডিতের কামনা কর ত? রাজা যদি সহস্র অথবা অযুত মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে কোন সাহায্য হয় না। মেধাবী, শূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ, ঈদৃশ একমাত্র অমাত্য দ্বারাও রাজা বা রাজপুত্রের বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়। ভ্রাতঃ! তুমি উত্তমে উত্তম, মধ্যমে মধ্যম ও অধমে অধম, এইরূপে ভৃত্য সকলকে নিয়োজিত করিয়াছ ত? যে সকল অমাত্য উৎকোচাদি গ্রহণ করেন না, যাঁহাদের বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় শুদ্ধ, যাঁহারা পিতৃপিতামহক্রমে মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ অমাত্যদিগকেই ত উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক? হে কৈকেয়ী-তনয়! রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ ত নিতান্ত কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয় না? মন্ত্রিগণ ত তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? কুলস্ত্রীগণ যেমন বলাৎকার-পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিতে উদ্যত কামুক পুরুষকে ত্যাগ করেন, অথবা পতিত ব্যক্তি যেমন লোকের অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, যাজকগণ ত তেমনি পতিতের ন্যায় তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? উপায়কুশল, বিদ্যাবিশারদ[৬] রাজনীতিজ্ঞ, বলবান্, রাজ্যাভিলাষী ভৃত্যকে যে রাজা নষ্ট না করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বয়ং নিহত হয়েন। তুমি ত ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, শুচি, শূর, প্রগল্‌ভ, কুলীন, অনুরক্ত ও চতুর ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছ? ২১-৩০

দুই তিনবার যাহাদের পৌরুষ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাদৃশ বলবান্, যুদ্ধবিশারদ ও বিক্রমবিশিষ্ট গণ্য-মুখ্য পুরুষদিগের ত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাক? সৈন্যগণের যথোচিত দৈনন্দিন অন্ন ও মাসিক বেতন যাহা সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাকালেই দিতে বিলম্ব কর না ত? কেন না, ভৃত্যগণ যথাকালে বেতন বা ভৃতি প্রাপ্ত না হইলে, প্রভুর প্রতি কুপিত ও বিরক্ত হয়; এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগই মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ ত তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন এবং তোমার জন্য একচিত্ত হইয়া, প্রাণ দিতেও ত উদ্যত হয়েন? ভ্রাতঃ! জনপদবাসী, যথোক্তবাদী, প্রত্যুৎপন্নমতি,

---

হেয়োহমেধ্যো যোহভিষজ্যতি।' এই শ্রুতি দ্বারা যে নিন্দা করা হইয়াছে, উহা মূর্খ চিকিৎসককে লক্ষ্য করিয়া, বাস্তবিক চিকিৎসা পুণ্যপ্রদা অথবা যাঁহারা জীবিকার জন্যে চিকিৎসা করেন, উঁহাদের লক্ষ্য করিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

৫। বহু ব্যক্তির সহিত পরামর্শে প্রথমে মতানৈক্য হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রভেদ অর্থাৎ পরামর্শের কথা প্রচার হইয়া যায়।

৬। মূলে 'বৈদ্যং' এইরূপ আছে, কুটিল রাজনীতিবিশারদ কণিক-চাণক্যাদির মতাভিজ্ঞ ভৃত্যকে যে বিনাশ না করে, সে হত হয়, অথবা রাজার নিকট হইতে অর্থগ্রহণের নিমিত্ত যে ব্যাধিবর্দ্ধনকুশল বৈদ্য, এবং রাজদোষপ্রচারনিরত ভৃত্য এবং রাজাকে বধ করিয়া রাজৈশ্বর্য্যকামী বীর-সেবক ইহাদিগকে যে রাজা বধ করেন না, তিনিই নিহত হয়েন।

বিদ্বান্, অনুকূল ও পণ্ডিত, এইরূপ ব্যক্তিকেই ত তুমি দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ? পরস্পর পরস্পরকে অবগত নহে, এরূপ চারগণের তিনজনকে এক এক বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া তুমি ত শত্রুপক্ষে অষ্টাদশ[৭] এবং আত্মপক্ষে পঞ্চদশ রাজ্যরক্ষা-সাধন-বস্তু-সমুদায় যথাযথ অবগত হইয়া থাক? হে রিপুসূদন! নিষ্কাশিত বৈরিগণ পুনরায় আগমন করিলে, তাহাদিগকে দুর্ব্বলবোধে অবজ্ঞা কর না ত? ভ্রাতঃ! চার্ব্বাক-মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তাহারা আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বৃথা অভিমান করে এবং কেবল লোকের অনর্থউৎপাদনেই তাহাদের নিপুণতা। তুমি ত তাহাদের আনুগত্য কর না?[৯] দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি চার্ব্বাকেরা উৎকৃষ্ট প্রমাণ-বিশিষ্ট প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে বৃথা তর্ক-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, নিষ্প্রয়োজন কথা সকল বলিয়া থাকে।[১০] ভ্রাতঃ! বীরাগ্রগণ্য! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অধিবাসভূমি, যাহার দ্বার সকল সুদৃঢ়, হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সঙ্কুল, সহস্র সহস্র স্বকর্ম্ম-নিরত উৎসাহ-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বিবিধ আকারের প্রাসাদ ও বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ লোক সকলে যাহা পরিব্যাপ্ত, সেই সমৃদ্ধিশালিনী সার্থক-নামধারী অযোধ্যা নগরীকে ত উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক? ৩১-৪২

হে রাঘব! যেখানে শত শত চৈত্য শোভা পাইতেছে ও লোক সকল সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, বহুসংখ্য দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগসমূহে যাহার শোভার সীমা নাই,[১১] যেখানকার স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই অতিশয় হর্ষাবিষ্ট, সমাজ ও উৎসব-পরম্পরায় যাহা সুশোভিত, যাহার প্রান্তপ্রদেশ উত্তমরূপে কর্ষিত, যেখানে হিংসার নামগন্ধ নাই, যে স্থান গো মহিষ প্রভৃতি পশু-সংযুক্ত, যে স্থান হিংস্রজন্তুবিহীন ও সমস্ত ভয়-বিরহিত, যে স্থান অদেব-মাতৃক; যেখানে স্বর্ণ-রত্নাদির আকর সমস্ত শোভা পাইতেছে;[১২] যে স্থান পাপাত্মা-নরবর্জ্জিত, যে স্থান মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল, হে রঘুনন্দন! সেই সুসমৃদ্ধ রম্যজনপদ ত সুখে আছে? ভ্রাতঃ! যাহারা কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকলকে ত তুমি সবিশেষ প্রীতি করিয়া থাক? এই লোক সকল ত বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতেছে? তুমি ত তাহাদের অভীষ্ট-সাধন ও অনিষ্ট-পরিহার দ্বারা সকলই পোষণ করিয়া

৭। ১ মন্ত্রী, ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, ৪ সেনাপতি, ৫ দৌবারিক, ৬ অন্তঃপুররক্ষী, ৭ কারাধ্যক্ষ, ৮ ধনাধ্যক্ষ, ৯ রাজাজ্ঞাবাহক, ১০ প্রাড়্‌বিবাক, ১১ ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২ ব্যবহার-নির্ণেতা, ১৩ সেনাধ্যক্ষ, ১৪ কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, ১৫ নগরাধ্যক্ষ, ১৬ রাষ্ট্রান্তপাল, ১৭ দুষ্টগণের দণ্ডাধিকারী দুর্গাপালসমূহ।

৮। মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ এই তিন জন ভিন্ন।

৯। এই চার্ব্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে, অথবা শুষ্ক তার্কিককেও লোকায়তিক বলে, মূলে লোকাযতিক শব্দ আছে, গোবিন্দরাজ লোকপদে প্রত্যক্ষ, আয়ত পদে অনুমান এই অর্থ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহাদের মত গ্রহণ না করার যুক্তি এই, ইঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত না হইলেও নিজে পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, লোক সকলকে পরলোক নাই—ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি হইবে ইত্যাদি উপদেশ দিয়া কার্য্য হইতে বিরত করিয়া মহা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ইত্যাদি।

১০। দ্বিতীয় লোকায়তিকদিগের কথা বলা হইতেছে, কুতর্ক আশ্রয় করিয়া যাঁহারা পরকাল বেদ প্রভৃতির খণ্ডন করেন, তাঁহারাই এখানে অভিহিত হইয়াছেন, ইঁহাদিগকে হৈতুকও বলে, আন্বীক্ষিকী শব্দে তর্কবিদ্যা বুঝায়, অথচ এই তর্ক-সাহায্যেই ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে মনু বলিয়াছেন, সেই তর্ক, বেদাবিরোধী—সর্ব্বজনগ্রাহ্য, যথা,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

১১। অশ্বমেধান্ত যজ্ঞ সকলের মধ্যে যে কোন যজ্ঞ যে স্থানে সম্পন্ন হয়, সেই স্থানকেই চৈত্য বলে. প্রপাশব্দে পানীয়শালা—জলসত্র।

১২। অদেবমাতৃক—দেশ দুই প্রকার;—দেবমাতৃক ও নদীমাতৃক, বৃষ্টির জলে যে দেশে শস্য হয়, উহা দেবমাতৃক, এবং যে দেশে নদীর জলে শস্য হয়, উহা নদীমাতৃক। হলায়ুধ ইহার লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন,—

নদ্যম্বুজীবনো দেশো নদীমাতৃক উচ্যতে।
বৃষ্টিনিষ্পাদ্যশস্যস্তু বিজ্ঞেয়ো দেবমাতৃকঃ॥"

এই হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যা বিষয়ে যতগুলি প্রশ্ন করা হইয়াছে, মূলে ঐ সকল স্থলে প্রশ্নবোধক কচ্চিৎ শব্দ নাই, এই সম্বন্ধে গোবিন্দরাজ দুইটি শ্লোক লিখিয়াছেন, যথা—

"আস্থয়োঃ প্রযুক্তোঽয়ং কুতো নাম্বেতি মধ্যতঃ।
প্রষ্টব্যতায়াং তুলায়াং কুতোঽর্দ্ধজরতী ক্রমঃ।
আদরাতিশয়োঽনেন শ্রীমৎ কোশলগোচরঃ।
গম্যতে রঘুনাথস্য মুক্তির্যেনা পিপীলিকম্॥"

থাক? অধিকারস্থ সকল লোককেই ধর্ম্মানুসারে রক্ষা কর। রাজাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। স্ত্রীদিগের ত সান্ত্বনা ও সুন্দররূপে রক্ষা কর? তাহাদিগকে ত বিশ্বাস ও কোন গুহ্য বিষয় ব্যক্ত কর না। যে সকল অরণ্যে হস্তী জন্মিয়া থাকে, সে সকল নাগবন ত সুরক্ষিত আছে? তুমি ত ধেনু সকল পোষণ করিয়া থাক এবং হস্তী, হস্তিনী ও অশ্ব সকল সম্পাদন বিষয়ে তৃপ্তিলাভ কর না ত? অর্থাৎ ঐ সকল বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট আছ ত? ৪৩-৫০

হে রাজপুত্র! প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নেই গাত্রোত্থান করিয়া, রাজবেশে বিভূষিত হইয়া, প্রজাপুঞ্জকে সভামধ্যে ও রাজমার্গে দেখা দিয়া থাক ত? কর্ম্মচারিগণ ত নিঃশঙ্কভাবে তোমার দর্শনগোচরে উপস্থিত হয় না? অথবা একেবারেই ত দর্শন পরিহার করে না? কেন না, নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন, এই উভয়েরই মধ্যরীতি অবলম্বন করিলেই অভীষ্ট-সংঘটন হইয়া থাকে। তোমার দুর্গ সকল ধন, ধান্য, আয়ুধ, উদক, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধরগণে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ আছে ত? তোমার ত বিপুল পরিমাণে আয় এবং অল্পতর পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে? হে রঘুনন্দন! তোমার ধনাগার ত নট ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্রে ব্যয় করিয়া শূন্য হইতেছে না? তুমি ত দেবতার্থে ও পিত্রর্থে, ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবায় এবং যোধগণ ও মিত্রগণের ভরণপোষণাদিতে ব্যয় করিয়া থাক? সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া বিচারার্থ আনীত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল প্রাড়্‌বিবাক কর্তৃক যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে ত তুমি ধনলোভে সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান কর না? অথবা হে পুরুষোত্তম! চৌর ধৃত হইয়া, প্রশ্ন দ্বারা তাহার চৌর্য্য প্রমাণ হইলে, কিম্বা চুরি করার লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইলেও, পালকগণ ধনলোভে ত তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না? হে রঘুনন্দন! ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে, তোমার বহু শাস্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণ ত ধনলোভপরিশূন্য হইয়া, তদ্বিষয়ক বিচার মীমাংসা করেন? হে রঘুকুমার! মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নয়ন হইতে যে জলবিন্দু পতিত হয়, তদ্দ্বারা রাজ্যভোগজ প্রীতির নিমিত্ত যে রাজা রাজ্য শাসন করেন, তাঁহার পুত্র ও পশু প্রভৃতি সমুদায় নষ্ট হইয়া থাকে। হে রাঘব! বালক, বৃদ্ধ ও প্রধান বৈদ্যগণকে তুমি দান, মন ও বাক্য এই ত্রিবিধ উপায়ে ত বশ করিতে কামনা কর[১৩]? ৫১-৬০

গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথ-মধ্যবর্ত্তী মহাবৃক্ষ এবং বিদ্যা, সদাচার ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণ, ইঁহাদিগের সকলকেই ত নমস্কার করিয়া থাক? অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের অথবা ধর্ম্মের দ্বারা অর্থের, কিম্বা বিষয়সম্ভোগলোভ বশতঃ কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়েরই ত ব্যাঘাত-বিধান কর না? হে জয়িশ্রেষ্ঠ! হে কালবিৎ! হে বরদ! ধর্ম্ম অর্থ কাম এই সকলের ত যথাকালে বিভাগ-পূর্ব্বক সেবা করিয়া থাক? হে মহাপ্রাজ্ঞ! ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবিশারদ ব্রাহ্মণগণ ত নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করেন? নাস্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরবশতা, একাকী চিন্তন, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রণা, মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা না করা, মন্ত্রণা-প্রকাশ, প্রাতঃকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং একবারেই সকলদিক্‌স্থ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ ত তুমি বর্জ্জন করিতেছ? হে রঘুনন্দন! হে মহাপ্রাজ্ঞ! দশবর্গ অর্থাৎ মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও বৃথাভ্রমণ; পঞ্চবর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ,

১৩। দান—অভিমত বস্তুর প্রদান, মনঃ—স্নেহ, বাক্য—সান্ত্বনাবাক্য।

বৃক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, মরুদুর্গ ও উষ্ণকালে নির্ম্মিত দুর্গ এই পাঁচপ্রকার দুর্গ; চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ সাম দান ভেদ ও দণ্ড; সপ্তবর্গ অর্থাৎ রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, বল, দুর্গ ও রাষ্ট্র; অষ্টবর্গ অর্থাৎ ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অর্থদূষণ, বাগ্‌দণ্ড ও পরুষতা; ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; বিদ্যাত্রয় অর্থাৎ তিন বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি; ইন্দ্রিয়জয়; ষাড়্‌গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, বিপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান, মিত্র রাজাদিগের মধে কলহোৎপাদন ও বলবানের আশ্রয়; দৈব বিপদ অর্থাৎ অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক; মানুষ বিপদ্ অর্থাৎ রাজভয়, রাজপুরুষ-ভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারি-ভয়; কৃত্য অর্থাৎ অল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও অপমানিত এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ ও কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণরূপ যে চারিটি রাজকৃত্য; বিংশতি বর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতিগণের বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, প্রজাগণের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব-ব্রাহ্মণনিন্দুক, দৈব বিড়ম্বিত, দৈব-চিন্তক, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে নিতান্ত দুস্থভাবাপন্ন, অ-দেশস্থ, বহু শত্রু, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত ও সত্যকর্ম্মে অনাসক্ত, সন্ধির অযোগ্য এই বিংশতি জনকে বিংশতিবর্গ কহে; প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড; রাজমণ্ডল অর্থাৎ অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরি-মিত্রের মিত্র ও বিজিগীষু ইত্যাদি দ্বাদশবিধ রাজা; পঞ্চবিধ যাত্রা এবং ব্যূহরচনা-প্রকার, বলবানের আশ্রয় ও শত্রুগণের পরস্পর ভেদসাধন, এই উভয়ের মূল সন্ধি এবং যাত্রা ও কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান, এই উভয়ের মূল বিগ্রহ। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ত্যাজ্য, ও গ্রাহ্য অংশ সকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া যাহা ত্যাজ্য, তাহাকে পরিত্যাগ এবং যাহা গ্রাহ্য, তাহাকে গ্রহণ করিতেছ ত? ৬১-৭০

হে মতিমন্! নীতিশাস্ত্রে যে প্রকারে মন্ত্রণা করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তুমি ত তদনুসারে তিন বা চারি জন মন্ত্রী লইয়া, তাহাদের প্রত্যেকের বা সকলের সহিত মন্ত্রণা কর? তোমার অধীত বেদ সকল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রিয়া সকল উদ্দেশ্য ফলপ্রসব দ্বারা, স্ত্রী সকল ধর্ম্মচর্চ্চা ও সন্তান দ্বারা এবং শিক্ষা বা শাস্ত্রচর্য্যা সম্যক্‌রূপ বিনয়বিধান দ্বারা ত সফল হইয়াছে?[১৪] হে রঘুনন্দন! এই সমস্ত কথিত বিষয়ে আমার ন্যায় তোমার বুদ্ধিও ত আয়ুষ্করী, যশস্করী এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন বিষয়ে সম্যক্ অনুগত হইয়া আছে? আমাদের পিতা ও প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তুমি ত সেই পরম পবিত্র ও সৎপথানুসারিণী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতেছ? হে রঘুনন্দন! তুমি ত সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য একাকী ভক্ষণ কর না? প্রার্থনা-পরায়ণ স্নেহপাত্রদিগকে ত তাহা প্রদান করিয়া থাক? দেখ, বিদ্বান্ মহীপতি ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও সমগ্র পৃথিবী যথাবিধানে ভোগ করিয়া, দেহাবসানে স্বর্গে গমন করেন। ৭১-৭৬

একাধিকশততম সর্গ

এইরূপে রাম গুরুবৎসল ভরতকে কুশল-প্রশ্নচ্ছলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া পরে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি জটাবল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া, যে জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা সুস্পষ্ট বল, শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া যে জন্য কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী হইয়া এই স্থানে

১৪। মহাভারতে ঠিক এই জাতীয় একটি শ্লোক আছে, যথা—
"অগ্নিহোত্রফলা বেদা দত্তভুক্তফলং ধনম্।
রতিপুত্রফলা দারাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্॥"

প্রবিষ্ট হইয়াছ, সেই সমস্ত বল। ককুৎস্থকুলোৎভব মহাত্মা রাম এইপ্রকার কহিলে, কৈকেয়ীপুত্র ভরত অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—আর্য্য! মহাবাহু পিতা দশরথ, মদীয় মাতা কৈকেয়ীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অতিক্রম-পূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দান করত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া, আমাদের সকলকেই ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে শত্রুতাপন! কৈকেয়ীও এই মহৎ পাপে লিপ্ত হইয়া নিজের যশ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজ্যলাভে বঞ্চিত, বিধবা ও শোকাকুলা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই সকল প্রজা এবং এই বিধবা মাতৃগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। হে মানদ! আপনি জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে রাজ্য-লাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত; অতএব ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া সুহৃদগণের কামনা পূর্ণ করুন। শারদীয়া যামিনী যেমন বিমল সুধাকর দ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগরা ধরা আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক। আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস; এই সচিবগণের সহিত অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন।[১] হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! এই বংশপরম্পরাগত পৈতৃক মান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃ পুনঃ কামনা করিতেছেন, ইঁহাদিগের প্রার্থনাও অতিক্রম করিতে পারেন না। এই বলিয়া, মহাবাহু কৈকেয়ীতনয় ভরত বাষ্পাকুল-লোচনে পুনর্ব্বার মস্তক দ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং বারংবার মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন। ১-১৫

হে অরিসূদন! আমার ন্যায় সদ্বংশজাত সত্ত্বসম্পন্ন তেজস্বী ও ব্রতচারী ব্যক্তি কি প্রকারে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে লিপ্ত হইবে? ভরত! আমি তোমার ত অণুমাত্র দোষও দর্শন করিতেছি না। বাল্যচাপল্য বশতঃ তোমার জননীকেও নিন্দা করা উচিত হইতেছে না। হে নিষ্পাপ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পিত্রাদি গুরুজন আপনার অনুগত স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি সর্ব্বদা স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। হে সৌম্য! লোকসমাজে সাধুগণ ভার্য্যা, পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, পিতার নিকটে আমরাও সেইরূপ; ইহা তোমার জানা উচিত। হে প্রিয়দর্শন! মহারাজ দশরথ আমায় চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হউক বা রাজ্যেই হউক, যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই বাস করাইতে সমর্থ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ধার্ম্মিকবর! সর্ব্বলোক-সৎকৃত পিতার যেমন গৌরব করা উচিত, জননীরও সেই প্রকার গৌরব করা বিধেয়।[২] হে রঘুনন্দন! এই ধর্ম্মশালী পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক 'বনে যাও' এই বাক্যে আদিষ্ট হইয়া, আমি কিরূপে তাহার অন্যথাচরণ করিব? তুমি অযোধ্যায় সর্ব্বলোকসম্মত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিব। মহারাজ দশরথ সর্ব্বলোক-সন্নিধানে এইরূপে বিভাগ ব্যবস্থা বলিয়া, স্বর্গে প্রস্থান

১। ইহার ভাবার্থ—এইরূপ আমার একার অশ্রুপাত আপনি সহ্য করিতে পারেন না, কিরূপে ইঁহাদের সকলের অশ্রুপাত সহ্য করিবেন, ইহা মনে করিয়া সমস্ত সৈন্য, সমস্ত মন্ত্রিবর্গ—যাহারা আপনার বিচ্ছেদকাতর, তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বে আপনি কত অনুনয় করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আমার কাতর প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করিবেন। আমি কনিষ্ঠ, শিষ্য ও দাস; সুতরাং রাজ্য গ্রহণের অধিকার কোনরূপেই আমার হইতে পারে না, এই অমোঘ কারণ হেতু আমার প্রার্থনা আপনাকে পূরণ করিতেই হইবে।

২। অতএব কৈকেয়ীরও আমার প্রতি ঐরূপ নিয়োগ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

করিয়াছেন। এক্ষণে সেই লোকগুরু ধর্ম্মাত্মা রাজাই তোমার প্রমাণ। তিনি যেরূপ ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে রাজ্যভোগ করাই তোমার উচিত।[৩] হে সৌম্য! আমিও চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডক-কাননে থাকিয়া, সেই মহাত্মা পিতৃদেবের দত্ত ভাগ উপভোগ করিব। দেখ, দশরথ আমাদের পিতা, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সমান ও সকল লোকের পূজনীয়। সেই মহাত্মা আমায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমার পক্ষে হিতজনক। তদ্ভিন্ন সর্ব্বলোকে অক্ষয় প্রভুত্বও আমার ভাল জ্ঞান হয় না[৪]। ১৬-২৬

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

রামের কথা শুনিয়া ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধর্ম্মবিহীন; অতএব রাজধর্ম্ম শিক্ষায় আমার প্রয়োজন কি?[১] হে নরশ্রেষ্ঠ! এই শাশ্বত ধর্ম্ম সচরাচর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেই স্থির ছিল যে, রাজাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না; অতএব রঘুনন্দন! আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন অযোধ্যায় গমন করিয়া, বংশের কল্যাণ জন্য অভিষিক্ত হউন। দেখুন, সকল লোকে রাজাকে মানুষ বলিয়া থাকে, আমার কিন্তু দেবতা বলিয়া বিশেষ জ্ঞান আছে; কেন না, তাঁহার ধর্ম্মার্থসঙ্গত চরিত্র মনুষ্যে কখনও সম্ভব হয় না। আমি কেকয়রাজ্যে যখন অবস্থান করিতেছিলাম, ও আপনি দণ্ডক-আশ্রয় করিলেন, তখন সাধুসম্মত পরম-যাগশীল ধীমান্ রাজা দশরথের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সেই রাজা দশরথ দুঃখ-শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে পুরুষসিংহ! এক্ষণে উত্থান করিয়া, পিতৃদেবের উদকক্রিয়া করুন। আমি ও এই শত্রুঘ্ন পূর্ব্বেই তর্পণ করিয়াছি। হে রঘুনন্দন! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রিয়পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। আপনিই পিতার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র; বিশেষতঃ আপনার বিচ্ছেদে, আপনারই জন্য শোক ও আপনাকেই স্মরণ করিতে করিতে পিতার পরলোক হইয়াছে। তৎকালে আপনাকে দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল এবং আপনারই প্রতি তাঁহার যে চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল, কোনমতেই তাহা নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। ১-৯

ত্র্যধিকশততম সর্গ

রাম ভরতের কথিত সেই শোকাবহ পিতার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া অচেতন হইলেন। দানবারি ইন্দ্র যুদ্ধে যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, ভরত সেই বজ্রতুল্য অতীব কঠিন ও নিতান্ত অপ্রীতিকর বাগ্‌বজ্র ঐরূপে প্রয়োগ করিলে, তিনি বাহুযুগল অতিমাত্র শিথিল করিয়া, অরণ্যমধ্যে পরশু দ্বারা ছেদিত বিকশিত-পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। জগতীপতি রাম এইরূপে ভূতলে পতিত হইলে, বোধ হইল, যেন কোন মত্ত হস্তী নদীকূল ভগ্ন করিতে

৩। পিতা চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য আমাকে দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে বলিয়াছেন, পরন্তু রাজ্য ত্যাগ করিতে বলেন নাই, পিতার উহাই অনুমত; সুতরাং আমি তাঁহার সেই আদেশ পালন করিব।

৪। রামচন্দ্র ভরতের নিকট পিতৃমরণ শ্রবণ করিয়া পিতৃমরণ জন্য শোক না করিয়াই ভরতপ্রার্থিত অভিষেক প্রত্যাখ্যান করেন, ইহা কিরূপে তাদৃশ পিতৃবৎসলের সম্ভব হইতে পারে? উত্তর—প্রথমেই ভরতের অভিষেক করণাশা বারণ দ্বারা কৈকেয়ী ও উপস্থিত জনমণ্ডলীর অন্যথা সম্ভাবনা দূর করা হইয়াছে। শোককালেও এইরূপ ধৈর্য্যধারণ করিতে হয়, এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্যও রাম ধৈর্য্যবলে শোক রুদ্ধ করিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন। মহেশ্বর তীর্থ মনে করেন, পূর্ব্বে ভরতবাক্য হইতে রাম, দশরথ মৃতকল্প এবং মাতৃবর্গ বিধবা সদৃশ এইরূপ মনে করিয়াই অভিষেক প্রত্যাখ্যান বাক্য বলিয়াছেন।

১। ভরতের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যখন রাজ্যের অযোগ্য—অনুপনীতের যাগে অনধিকারের ন্যায় আমার যখন অধিকারই নাই, তখন রাজধর্ম্ম শুনিয়া কি লাভ? ঠিক ইহার পরবর্ত্তী সর্গ এই স্থানে নিবিষ্ট করিয়া এই সর্গ তৎপরে কেহ কেহ নিবেশ করিয়া থাকেন, মহেশ্বর তীর্থও সেইরূপেই সর্গের পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যাহা মনে করেন, তাহা পূর্ব্ব পাদটীকায় বলা হইয়াছে, ভরতের রামের প্রতি রাজ্য গ্রহণ প্রার্থনা প্রধান ভাবে বলায় দশরথ মৃত্যুপ্রাসঙ্গিকরূপে থাকায় ঐরূপ কল্পনা তিনি করিয়াছেন।

করিতে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশে শয়ন করিয়াছে। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃগণ সকলেই জানকীর সহিত মিলিত ও শোকে অভিভূত হইয়া, রোদন করিতে করিতে সেই মহাধনুর্দ্ধর রামের সর্ব্বাঙ্গে জলসেক করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া, অশ্রুরাশি বর্ষণ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, পৃথ্বীপতি পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে ভরতকে কহিলেন,—১-৭

পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আর আমরা অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই নৃপবর-বিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্ম বৃথা! যিনি আমারই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সৎকার করিতে পারিলাম না! আমি আর সেই মহাত্মার কার্য্য কি করিব? হে নিষ্পাপ ভরত! তুমিই সিদ্ধমনোরথ, তুমিই শত্রুঘ্নের সহিত পিতার সমুদায় প্রেতকার্য্যই করিয়াছ।[১] আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধানপুরুষহীন, বহুনায়ক-নরেন্দ্র-বর্জ্জিত অযোধ্যাপুরে গমন করিতে উৎসাহ করিতেছি না। হে পরন্তপ! পিতা লোকান্তরিত হইয়াছেন, অতএব আমি বনবাস সমাপন করিয়া, অযোধ্যায় গমন করিলেও, কে আর আমাকে হিতাহিত উপদেশ দিবেন? পূর্ব্বে পিতা আমাকে সুচরিত্র অর্থাৎ আজ্ঞাপালনে অনুরক্ত দেখিয়া, সান্ত্বনা করিতে করিতে যে সকল বাক্য বলিতেন, সেই সমস্ত শ্রুতি-সুখকর মনোহর কথা আর কাহার নিকট শ্রবণ করিব? শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এই কথা কহিয়া, সীতার সম্মুখীন হইয়া, সেই পূর্ণচন্দ্রবদনাকে কহিলেন,—সীতে! তোমার শ্বশুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। ভরত রাজার এই শোকাবহ স্বর্গলাভ-ঘটনা দুঃখের সহিত বলিতেছেন। ককুৎস্থনন্দন রাম এই কথা বলিলে, যশস্বী রাজকুমারগণের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণ, শোকাকুল রামকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, এক্ষণে আপনি জগৎপতি পিতার উদকক্রিয়া করুন। ৮-১৭

শ্বশুর লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া, সীতার লোচনযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কোনমতেই প্রিয়তমকে দর্শন করিতে পারিলেন না, তখন রাম সেই রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া, শোকার্ত্ত হইয়া, করুণবাক্যে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে ইঙ্গুদী-বীজ চূর্ণ ও পেষণ করিয়া আনয়ন কর এবং নূতন একখণ্ড চীরবসন আহরণ কর।[২] আমি মহাত্মা দশরথের তর্পণাদি উদকক্রিয়ার নিমিত্ত গমন করিব। সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি ইঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও; আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। এই গতি অতি সুদারুণ।[৩] তখন ইক্ষ্বাকু-গণের কুলক্রমাগত অনুচর, রামের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্‌, সুপ্রসিদ্ধ, বুদ্ধিমান্‌, শান্তস্বভাব, দমগুণ-বিশিষ্ট ও পরম প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র, ভরতাদি কুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাসিত করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক নির্ম্মলসলিলা মন্দাকিনীতে অবতারণ করাইলেন। যে পথে মন্দাকিনীতে অবতরণ করিতে হয়, তাহা অতি সুন্দর; বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকেই বিকসিত কানন, তাহাতে মন্দাকিনী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সীতাসমভিব্যাহারী পরমযশঃশালী রাজকুমারগণ সকলেই অতি কষ্টে তথায় গমন

১। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পুত্রবন্তো তু কর্ম্মণি" চরম ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুত্রকে জানা যায়, তুমি শেষ কার্য্য করিতে পারায় নিষ্পাপ ও ভাগ্যবান্‌, আমি পাপী, সেই জন্ত পিতার চরম কার্য্য করিতে পারি নাই।

২। মূলে ইঙ্গুদীপিণ্যাক শব্দ আছে। উহার অর্থ ইঙ্গুদীবীজের 'খৈল'। টীকাকারগণ বলেন, পিণ্যাক শব্দে এস্থানে যাহা হইতে তৈল নিঃসারিত করা হয় নাই, সেইরূপ পিষ্ট ইঙ্গুদীবীজ বুঝিতে হইবে। কারণ, যাহা হইতে তৈল নিঃসারিত করা হয়, তাদৃশ পিণ্যাক পিণ্ডদানে নিষিদ্ধ।

৩। অশৌচ-স্নান প্রকরণে কথিত হইয়াছে—"সর্ব্বে কনিষ্ঠপ্রথমা অনুপূর্ব্ব ইতরে স্ত্রিয়োঽগ্রতঃ" ইতি। এই স্নানার্থে এইরূপ ভাবে গমন করা অতিশয় দুঃসহ।

করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কর্দ্দমশূন্য সুপ্রশস্ত ঘট্রে অবতরণ করিয়া, "হে তাত! এই সলিল তোমার হউক" এই বলিয়া পিতৃদেবের উদ্দেশে জলদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪] মহীপতি রাম তৎকালে জলপূরিত অঞ্জলি গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মদ্দত্ত এই সুনির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক। অনন্তর তেজস্বী রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনীতীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন।[৫] রাম দর্ভের আস্তরণোপরি বদরীফলমিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদী-পিণ্ড অর্পণ করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—মহারাজ! আমাদের যাহা ভোজ্য, তাহাই আপনি ভোজন করুন। মনুষ্য যাহা স্বয়ং আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃদেবতারাও তাহাই আহার করেন। ১৮-৩০

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পথেই তটিনীতট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রম্য সানুসম্পন্ন চিত্রকূটে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি পর্ণকুটীরদ্বারে আগমন করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে করযুগলে ধারণ করিলেন। তখন সীতার সহিত রোদনপরায়ণ ভ্রাতৃগণের রোদনশব্দের প্রতিধ্বনি সিংহের গর্জ্জনধ্বনির ন্যায় সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এইরূপে মহাবল ভ্রাতৃগণ পিতার উদকক্রিয়াসময়ে রোদন করিতে থাকিলে, ভরতের সৈনিকগণ সেই রোদনজাত তুমুল শব্দ শুনিয়া, ভীত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল,—ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাহাতে সকলে মৃত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই এই প্রকার তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে। অনন্তর সৈনিকগণ স্ব স্ব বাহন ত্যাগ করিয়া, যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া, একমনে ত্বরিতপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ সুশোভিত রথে এবং সুকুমার ব্যক্তিগণ পদব্রজেই গমন করিল। রাম যদিও অল্পদিন দেশ হইতে বিবাসিত হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে চিরকালের নির্ব্বাসিত ভাবিয়া, দেখিবার আশয়ে সহসা আশ্রমে গমন করিল। ভ্রাতৃগণের সমাগম দর্শনে অভিলাষী হইয়া তাহারা বিবিধ যানে সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। সেই ভূমিভাগ সেই সকল যান ও রথচক্রে সম্যক্রূপে অভিহত হইয়া, মেঘসমাগমে আকাশমণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ করিয়াছিল। ৩১-৪০

বৃহৎ হস্তী সকল সেই শব্দে অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়া, মদগন্ধে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত করিয়া, বনান্তরে গমন করিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর (মৃগবিশেষ), ব্যাঘ্র, গোকর্ণ (মৃগবিশেষ), গবয় এবং চিত্র-হরিণ সকলও অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব (বকবিশেষ), কারণ্ডব, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। তৎকালে সেই শব্দভীত পক্ষিগণ কর্ত্তৃক গগনমণ্ডল এবং মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সমাকুল হওয়াতে পৃথিবীর ও অতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর লোক সকল তথায় গমন করিয়া, সহসা দেখিতে পাইল, যশস্বী ও নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠ

৪। কেহ কেহ বলেন, এই আচার দর্শনে বুঝা যায়, নাম গোত্র না বলিয়া এইরূপ তর্পণ করিলেও পিতৃলোকের তৃপ্তি হয় এবং সেই জন্যই এই প্রদেশে এতাদৃশ তর্পণের ব্যবহার অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে যে কোন সময়ে পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শ্রবণাবধি দশাহ অশৌচ মানিত হইয়া থাকে, তবে রাম পিতৃমরণশ্রবণদিনেই পিণ্ডদান কিরূপে করিলেন? উত্তর—ঐ স্মৃতি ক্ষত্রিয়েতরপর, অথবা কলিবিষয়ক বুঝিতে হইবে। আর একটি প্রশ্ন এই যে, ভরত দশরথের শ্রাদ্ধ করিলেও রাম কেন পিণ্ডদান করিলেন? ইহার উত্তর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বলেন, দশরথ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করেন ও ভরত রাজ্য লাভে সন্তুষ্ট হইলে তাহার দত্ত পিণ্ডাদি গ্রহণ করিবেন না বলিয়াছিলেন, সেই জন্য রাম পিণ্ডদান করেন।

রাম স্থণ্ডিলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে রামের সম্মুখে যাইয়া রোদন করিতে লাগিল। রাম তাহাদের সকলকেই বাষ্পপূর্ণচক্ষে একান্ত দুঃখিত দেখিয়া, পিতামাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনযোগ্য ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলে পর তাহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তৎকালে নৃপাত্মজ রাম বয়স্য ও বান্ধবগণের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিলেন। অনন্তর সমবেত মহাত্মগণ রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, মৃদঙ্গশব্দ সদৃশ মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইয়া, আকাশ, পৃথিবী, গিরিগুহা ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ৪১-৪৯

চতুরধিকশততম সর্গ

এ দিকে বশিষ্ঠদেব রামদর্শনে অভিলাষী হইয়া, দশরথের মহিষীদিগকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনীর দিকে মন্দ মন্দ গমন করিতে করিতে মহিষীগণ রামলক্ষ্মণ-সেবিত সেই নদীর অবতরণস্থান দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা শুষ্ক ও বাষ্পপূর্ণ মুখে অতিমাত্র ব্যাকুল-ভাবাপন্না সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজপত্নীদিগকে কহিলেন,—যাঁহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা অক্লিষ্টকর্ম্মা, সেই অনাথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার এই ঘাট। তাঁহারা অতি কষ্টে এই ঘাটে স্নানাদি করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ অনলস হইয়া, আমার পুত্রের নিমিত্ত এইখান হইতেই সর্ব্বদা স্বহস্তে জল লইয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার জলানয়নাদি জঘন্য কার্য্য করিলেও লক্ষ্মণ নিন্দনীয় হইতে পারেন না; ভ্রাতার যে বিষয়ের প্রয়োজন নাই, তাদৃশ কার্য্য-মাত্রই গর্হিত হইয়া থাকে। অথবা ভ্রাতার যাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাদৃশ কার্য্য গুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দুঃখানুচিত লক্ষ্মণকে আর এই সকল নীচজনোচিত কষ্টকর অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।[১] এইপ্রকার বলিতে বলিতে বিশাললোচনা কৌশল্যা অবলোকন করিলেন, রাম পিতার উদ্দেশ্যে ইঙ্গুদী-বীজ পেষণ করিয়া যে পিণ্ড দিয়াছেন, তাহা তথায় ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপে রাম শোকার্ত্ত হইয়া, পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা সমুদায় দশরথপত্নীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—১-৯

যিনি ইক্ষ্বাকুগণের নাথ, সেই রাজা দশরথের উদ্দেশে রাম যথাবিধানে এই পিণ্ড দিয়াছেন, দেখ, সাক্ষাৎ দেবতুল্য ভুক্তভোগ সেই মহাত্মা দশরথের এই প্রকার ভোজন কোনমতেই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। যিনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসদৃশ এবং চতুঃসাগরান্তা মেদিনী সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই বসুধাধিপ কিরূপে ইঙ্গুদী-পিণ্ড ভক্ষণ করিবেন? আহা! ইহলোকে ইহা অপেক্ষা আমার দুঃখতর আর কিছুই বোধ হয় না যে, বুদ্ধিমান্ রামকেও পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদী-পিণ্ড দিতে হইল। রামের প্রদত্ত এই ইঙ্গুদী-পিণ্ড দেখিয়াও কি জন্য আমার হৃদয় দুঃখে এখনও সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইল না? লোকে যে যাহা আহার করে, তাহার পিতৃদেবতারাও নিশ্চয় তাহাই আহার করেন, এই যে লৌকিকী শ্রুতি আছে, এক্ষণে তাহা সত্য বোধ হইতেছে। কৌশল্যা এইরূপে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, তদীয় সপত্নীগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক রামের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া, সাক্ষাৎ স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় তথায় আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা শোককর্শিত

১। রাম ভরতের প্রার্থনানুসারে ফিরিয়া অযোধ্যায় গমন করিবেন, এই আশায় কৌশল্যা ঐরূপ বলিয়াছেন।

ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, মাতৃগণের সকলেরই চরণ-কমল গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচনা মহিষীগণ সুকোমল অঙ্গুলিতল-সমলঙ্কৃত, পরমসুন্দর ও সুখস্পর্শ পাণি দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশের ধূলি উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণও মাতৃদিগের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখিত হইয়া, রামের পর ধীরে ধীরে আসক্তমনা হইয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। মহিষীগণ, রামের প্রতি যেমন, শুভলক্ষণ দশরথাত্মজ লক্ষ্মণের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিলেন। সীতাও দুঃখিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রূগণের চরণ বন্দনা করিয়া, অগ্রে দণ্ডায়মানা হইলেন। দুঃখিতা কৌশল্যা মাতা যেমন কন্যাকে, তেমনি বনবাস-কৃশা দীনভাবাপন্না জনকদুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন।১০-২৩

যিনি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের পত্নী, তিনি কিরূপে বিজন বনে দুঃখপ্রাপ্ত হইলেন? আহা জানকি! আতপ-সন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, ধূলিগ্রস্ত সুবর্ণের ন্যায় এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, সেইরূপ শোকাগ্নি আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। জননী শোকাকুলা হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলে, ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠের পাদসমীপে গমন করিয়া পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির, রামও তেমনি অগ্নি-সদৃশ অমিততেজা পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহারই সহিত উপবেশন করিলেন। তখন ধার্ম্মিক ভরত স্বীয় মন্ত্রিগণ, প্রধান প্রধান পুরজনগণ, সৈনিকগণ ও অন্যান্য ধর্ম্মজ্ঞ লোকের সহিত মিলিত হইয়া, পশ্চাদ্‌ভাগে রামের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে মহাবীর ভরত, দেবরাজ যেমন ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করেন, সেইরূপ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সংহতমানসে মুনিবেশী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তিনি অদ্য রামকে প্রণাম ও সৎকার-পূর্ব্বক কিরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহা শুনিবার জন্য পূজনীয় ব্যক্তিগণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তৎকালে সত্যধৃতি রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্ম্মিক ভরত, ইঁহারা সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া, সদস্যবেষ্টিত তিনটি যজ্ঞাগ্নির ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। ২৪-৩২

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

অনন্তর সেই পুরুষসিংহগণ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া, শোক করিতে করিতে দুঃখেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইলে পর ভ্রাতৃগণ সুহৃদ্‌গণে বেষ্টিত হইয়া, মন্দাকিনীতে জপ-হোম সমাপন-পূর্ব্বক রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া নিকটে বসিয়া রহিলেন, কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনন্তর ভরত সেই সুবৃহৎ সভামধ্যে রামকে কহিতে লাগিলেন,—রাজা দশরথ প্রথমে আমার জননী কৈকেয়ীকে রাজ্য দান-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করেন; পরে জননী আমাকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। আমি এক্ষণে আপনাকেই উহা সম্প্রদান করিতেছি; অতএব আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন।[১] বর্ষাকালে জলবেগে সেতু ভগ্ন হইলে তাহা রোধ করা যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ আপনি ব্যতীত এই বিশাল কোশলরাজ্য অন্য কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। হে মহীপতে! গর্দ্দভ যেমন অশ্বের এবং ইতর পক্ষী যেমন গরুড়ের অনুকরণ

১। ভরতের এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই—"পিতা তোমাকে রাজ্য দিয়াছেন, আমি উহা গ্রহণ করিব না" এই কথা যদি রাম বলেন, এই মনে করিয়া পুত্র, ভার্য্যা ও দাস ইহাদের কোন নিজস্ব ধন নাই, ইহারা যাহা লাভ করে, তাহা পিতা, পতি ও প্রভুর হয়, মনু বলিয়াছেন—

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্‌।

এই শাস্ত্র মনে করিয়া ভরত বলিয়াছেন।

করিতে পারে না, সেইরূপ ভবদীয় রাজ্য-শাসন-শক্তির অনুকরণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ব্যক্তি নিত্যই পরভাগ্যোপজীবী, তাহার জীবন যেমন ক্লেশময়, লোকে যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার জীবনও সেইরূপ অতি সুখময়; অতএব আপনারই রাজ্যশাসন শোভা পায়। যেমন কোন ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করিলে, তাহা যখন বামন ব্যক্তির দুরারোহ ও স্কন্ধবিশিষ্ট মহাবৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়াও ফলপ্রসব করে না, তখন সেই বৃক্ষরোপী ব্যক্তি কোনমতেই প্রীতি লাভ করিতে পারে না, কারণ, সে যেজন্য বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, তাহার উহা সিদ্ধ হয় নাই। এই উপমা হে মহাবাহো! আপনার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় বলিয়া জানুন। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ, আমরা আপনার ভৃত্য; কিন্তু আপনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন না। অতএব মহারাজ! নানাজাতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শত্রুহন্তা আপনাকে, প্রতাপশালী আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবরে রাজ্যস্থিত অবলোকন করুন। হে কাকুৎস্থ! মত্ত হস্তী সকল সগর্ব্বে গর্জ্জন-পূর্ব্বক আপনার অনুগামী হউক, অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ একাগ্রচিত্তে মঙ্গলধ্বনি করুন। ভরত রামকে প্রসন্ন করিবার মানসে এই প্রকার বাক্যবিন্যাস করিলে, পুরবাসী প্রধান অপ্রধান সকলেই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল। ১-১৩

তখন মার্জ্জিতবুদ্ধি ধৈর্য্যশালী রাম, ভরতকে দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, জীব স্বভাবতই পরাধীন, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবার তাহার কোন শক্তি নাই। সর্ব্বগ্রাসী কাল তাহাকে ইহলোক পরলোক উভয়ত্রই স্বীয় বশে চালনা করিয়া থাকে।[২] অতএব কৈকেয়ী বা রাজা কেহই আমার বনবাসের কারন নহেন; কালবশেই উহা সম্পাদিত হইয়াছে। যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ; যেখানে জীবন, সেইখানেই মরণ; যেখানে সংগ্রহ, সেইখানেই ক্ষয় এবং যেখানে উন্নতি, সেইখানেই পতন। ফল পক্ক হইলে তাহার যেমন পতন ভিন্ন আর অন্য ভয় নাই, সেইরূপ জন্মিলে নিশ্চয়ই মরিতে হয়, কোনমতেই তাহার ব্যত্যয় ঘটে না। দৃঢ়স্তম্ভ গৃহও জীর্ণ হইলে পতিত হয়। মানুষমাত্রেই জরা ও মৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া থাকে। যে রাত্রি অতীত হয়, তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। দেখ, যমুনা পূর্ণ-প্রবাহে সাগরে মিলিত হইতেছে, আর ফিরিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ যেমন জল-শোষণ করে, সেইরূপ দিন ও রাত্রি যথানিয়মে গতায়াত করিয়া, প্রাণিমাত্রেরই জীবনকাল হরণ করিতেছে, এ বিষয়ে কোনরূপ কালবিলম্ব নাই। লোক বসিয়াই থাকুক আর গমন করুক, তাহার আয়ুক্ষয় হইতেছে; অতএব তুমি নিজের জন্যই শোক কর; পরের জন্য শোক করিতেছ কেন? মৃত্যু সঙ্গে গমন, সঙ্গে উপবেশন এবং সঙ্গে বহুদূরে গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; সুতরাং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কাহারও সাধ্য নহে। গাত্র লোল ও কেশ সকল শুক্ল হইলে, পুরুষ যখন জরায় জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন আর কি উপায়ে এই সকল পরিহার করিতে পারে? ১৪-২২

সূর্য্য উদিত হইলে লোকের আর আহ্লাদের সীমা নাই; আবার সূর্য্য অস্ত গেলেন, আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু আদিত্যের প্রতিদিনই যাতায়াতে আপনার আয়ুর যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা জীব জানিতে পারে না। কোন ঋতু প্রাদুর্ভূত হইলে, তাহাকে নবাগত বোধ করিয়া, লোকে আহ্লাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ঋতুপরিবর্ত্তনে যে আয়ুর ক্ষয় হইতেছে, সে বিষয় তাহার জ্ঞান হয় না। মহাসাগরে যেমন পোতে পোতে মিলন হয়, পুনরায় কিছুকাল

২। সুতরাং আমার বনবাসে রাজা বা কৈকেয়ী কেহই কারণ নহেন। একমাত্র দৈবই ইহার কারণ, ইহা রামের বলিবার অভিপ্রায়। লক্ষ্মণকেও ঠিক এইরূপ কথা এই কাণ্ডের ২২শ সর্গে রাম বলিয়াছেন।

পরে পৃথক্ পৃথক্ বিচলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুত্র, পত্নী, জ্ঞাতি ও বিষয়-বিভব কিছু কালের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া, পুনরায় বিযুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে এই দৃশ্যমান পদার্থসমূহের পরস্পর বিয়োগ স্থিরনিশ্চয়। ফলতঃ, জন্ম ও মৃত্যু সংসারের স্বভাব। কোন প্রাণীই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। তখন পরলোকগত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া, তাঁহার প্রেতত্ব নিবারণ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? পথিককে যেমন অগ্রগামী ব্যক্তিগণকে বলিতে হয়, আমিও তোমাদের অনুগমন করিব, সেইরূপ পূর্ব্ব-পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত পথে সকলকেই অবশ্য গমন করিতে হয়। কোনমতেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। এইরূপে যখন নিজেকে মরিতে হইবে, তখন মৃতের উদ্দেশে শোক করা কখনই উচিত নহে। প্রত্যাবৃত্তি-রহিত স্রোতের ন্যায় বয়সও কেবল যাইতেছে, আর ফিরিয়া আসিতেছে না। ইহা দেখিয়া, আত্মাকে সুখ-সাধন ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; কেন না, সুখভোগ করিবার জন্য লোক সকলের জন্ম হইয়াছে। ভ্রাতঃ! পিতাও আমাদের পরম ধার্ম্মিক এবং সাধুগণের পূজনীয়। তিনি যথাবিধানে দান-দক্ষিণা সহকারে সমুদায় পবিত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জন্য শোক কর্ত্তব্য নহে। ২৩-৩২

পিতৃদেব জীর্ণ মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকবিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার জন্য শোক করা তোমার ও আমার ন্যায়, এইরূপ বুদ্ধিমান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। তুমি ধীর ও বুদ্ধিমান্; তোমার এই প্রকার শোক, বিলাপ ও রোদন বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি প্রকৃতিস্থ হও, আর শোক করিও না এবং অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! সত্যপরতন্ত্র পিতৃদেব তোমাকে অযোধ্যায় বাস করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই পুণ্যকর্ম্মা পরম পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে যেরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব। হে শত্রুদমন! তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। তোমারও সর্ব্বদা তাঁহাকে মান্য করা কর্ত্তব্য; কেন না, তিনি আমাদের পিতা, তিনিই আমাদের বন্ধু। ভরত! আমি বনবাস দ্বারা ধর্ম্মচারী জনগণের অনুমোদিত সেই পিতৃবাক্য পালন করিব। হে নরবর! যাঁহার পরলোক জয় করিতে অভিলাষ আছে, তাদৃশ ধার্ম্মিক ও অনৃশংস ব্যক্তি অবশ্য গুরুর বশবর্ত্তী হইবেন! হে নরোত্তম! আমাদের পিতৃদেবের পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া, স্বীয় স্বভাব-গুণে নিজের পরলোক-হিতচিন্তায় প্রবৃত্ত হও। মহাত্মা রাম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এইপ্রকার অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত্তকাল ক্ষান্ত হইলেন। ৩৩-৪২

ষড়ধিকশততম সর্গ

এইপ্রকার অর্থযুক্ত কথা বলিয়া রাম বিরত হইলে প্রজাবৎসল ধার্ম্মিক রামকে ধর্ম্মাত্মা ভরত সমবেত লোক সকলের বিস্ময় উৎপাদন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য বলিয়াছিলেন। হে বৈরিদমন! আপনি যেরূপ গুণশালী, এমন আর পৃথিবীতে কে আছে? আপনি দুঃখে ব্যথিত বা সুখেও হর্ষিত হন না। বৃদ্ধমাত্রেই আপনার বহু-মাননা করেন; তথাপি ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।[১] মৃতব্যক্তি যেমন স্ত্রী, পুত্র ও দেহ প্রভৃতির সম্বন্ধ-বিরহিত, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ; অতএব মৃত ও জীবিত, এই উভয়ে কিছুই প্রভেদ নাই; আবার অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন রাগাদি জন্মে না, বিদ্যমান বস্তুতেও

[১] সুতরাং আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও আপ্তকাম, এই জন্য আপনার দুঃখ নাই।

যাহার সেইরূপ জ্ঞান, সে আর কি জন্য পরিতাপ করিবে?[২] হে মনুজাধিপ! যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় এই স-প্রপঞ্চ আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, এইরূপ বিষম দশায় পতিত হইয়াও তিনি বিষণ্ণ হন না।[৩] হে রঘুনন্দন! আপনি অমরসম সত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও বুদ্ধিমান্ এবং ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় বিশেষরূপে বিদিত আছেন। আপনি যখন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন, তখন আপনাকে অত্যন্ত অসহ্য দুঃখও অবসন্ন করিতে পারে না; কিন্তু মাদৃশ জন যে বিষণ্ণ হইয়া মুহ্যমান্ হইবে, তাহা বিচিত্র কি? যাহা হউক, আমি প্রবাসে থাকাতে, ক্ষুদ্র-প্রকৃতি জননী কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই আমার অভিমত বা অভিপ্রেত নহে; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[৪] আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ আছি; সেই জন্য এক্ষণে এই পাপকারিণী দণ্ডনীয়া জননীকে কঠোর দণ্ডে হত করি নাই। সদ্বংশজাত সৎকর্ম্ম-শালী সেই দশরথের ঔরসে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত হইয়া, আমি কিরূপে এই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি? ক্রিয়াবান্, গুরু, বৃদ্ধ, মহীপতি পিতা ও আমাদের দেবতা পরলোকগত হইয়াছেন; এইজন্য সভামধ্যে তাঁহারও নিন্দা করিতে পারি না। কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীর প্রিয়কামনায় ঈদৃশ ধর্ম্মার্থ-বিবর্জ্জিত পরম গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? আসন্নকালে লোকমাত্রেরই বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। রাজা দশরথ এইরূপ কার্য্য করায় সেই জনশ্রুতি লোকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিল।১-১৩

যাহা হউক, কৈকেয়ীর অনুরোধে পিতৃদেব যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আপনাকে সেই দোষ ক্ষালন করিতে হইবে। পিতৃলোকের পতন নিবারণ করে, এই জন্য পুত্রকে অপত্য বলে। অতএব যে পুত্র পিতার দোষ সমস্ত নিবারণ না করে, সে নিঃসন্দেহই অপত্য নামে পরিগণিত হয় না। আপনি এক্ষণে প্রকৃত অপত্যের কার্য্য করুন; পিতার পাপের পোষকতা করিবেন না। দশরথ ধর্ম্ম অতিক্রম-পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা তাহার নিন্দা করেন। অতএব আমি যাহা বলিলাম, তদনুসারে আপনি আমাকে, কৈকেয়ীকে, পিতাকে, সুহৃৎ ও বান্ধবদিগকে এবং নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গকে, ফলতঃ, সকলকেই পরিত্রাণ করুন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কোথায়? আর জনশূন্য অরণ্যই বা কোথায়? প্রজাপালন কোথায়? আর জটাধারণই বা কোথায়? অতএব পিত্রাদিষ্ট ঈদৃশ বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার উচিত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদ্দ্বারা প্রজাদিগের পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেচনই ক্ষত্রিয়ের মোক্ষধর্ম্ম। এইরূপে প্রত্যক্ষ সুখসাধন প্রজাপালনব্রত পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয় লক্ষণশূন্য, অনিশ্চিতভাবাপন্ন, সংশয়স্থিত ও বৃদ্ধবয়সে যাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই বানপ্রস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে?[৫] যদি ক্লেশকর ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পালনরূপ ক্লেশ সম্ভোগ করুন। হে

২। জীবিতাবস্থায় যেমন সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ, মৃতেরও সেইরূপ। আত্মা নিত্য, এই জন্য, যেমন সাধুর প্রতি দ্বেষ করা উচিত নয়, সেইরূপ অসাধুর প্রতিও দ্বেষ করা উচিত নহে। অথবা যেমন এই প্রপঞ্চ অসৎ হইলেও ইহার প্রতি অনুরাগ জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মে অনুরাগ হওয়া উচিত। যেমন ব্রহ্মনিষ্ঠের বন্ধন নাই, মুক্তি আছে, সেইরূপ লোক-সংগ্রহার্থ কার্য্য করিলেও আপনার ন্যায় ব্যক্তির বন্ধন নাই, আপনি রাজযোগী, কেন পরিতপ্ত হইবেন? আপনার উপদেশানুসারে আমারও দুঃখলেশ নাই।

৩। ইহা হইলেও আমি কিরূপে আপনার রাজ্যভ্রংশ ও বনবাস-দুঃখ সহ্য করিব? ইহাই ভরতের অভিপ্রায়।

৪। 'স্ত্রীজনকে হত্যা করিতে নাই' এইরূপ শাস্ত্রবাক্যরূপ ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ থাকায় কৈকেয়ীকে তীব্র দণ্ডদান করি নাই।

৫। বানপ্রস্থধর্ম্ম রাজ্যপালনের পর বার্দ্ধক্যে অনুষ্ঠেয়, এবং উহা ক্ষত্রিয়ের মুখ্যধর্ম্মও নহে। ঐ ধর্ম্ম নিত্য হইলে আমাদের পিতাও সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন।

ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ বলেন; অতএব আপনি কেন গার্হস্থ আশ্রম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? কি বিদ্যা, কি জন্ম, কি স্থান (কনিষ্ঠ ভ্রাতৃস্থান), সকল প্রকারেই আমি আপনার কনিষ্ঠ; অতএব আপনি বর্ত্তমান সত্ত্বেও আমি কিরূপে পৃথিবীপালন করিতে পারি? অথবা আমি বুদ্ধিহীন, গুণহীন এবং স্থানহীন অনুজ ও বালক। আপনা ব্যতিরেকে একাকী কোন স্থানেই জীবনধারণ করিতে সাহসী হই না; রাজ্যপালনের কথা আর কি বলিব? অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই ধর্ম্মানুসারে বান্ধবগণের সহিত অব্যাকুলচিত্তে এই শত্রুশূন্য নিখিল পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। ১৪-২৫

হে মন্ত্রবিৎ! সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডল এবং বশিষ্ঠ-দেবের সহিত মন্ত্রকুশল ঋত্বিক্‌গণ সকলে একত্র হইয়া এইখানেই আপনার অভিষেক করুন। দেবরাজ যেমন নিজবল দ্বারা বিপক্ষবল জয় করিয়া মরুদ্‌গণের সহিত স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অভিষিক্ত হইয়া, বলপূর্ব্বক অরাতিবংশ ধ্বংস করিয়া, প্রজাপালনার্থ আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করুন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ-পূর্ব্বক বিপক্ষগণের দহন ও সর্ব্ব-কামনা সম্পাদন দ্বারা বন্ধুগণের পরিতৃপ্তিবিধান করিয়া আমাকে অনুশাসন করুন। হে আর্য্য! আপনার অভিষেকে সুহৃদ্‌গণ সন্তুষ্ট হউন এবং বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক। হে পুরুষপ্রবর! অদ্য আপনি আমার জননীর কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া, পূজ্যতম পিতৃদেবকেও পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি অবনত-মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতেই দয়াশীল;[৬] আপনিও সেইরূপ আমার প্রতি করুণা বিতরণ করুন। যদি আমার এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এখান হইতে বনান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার অনুগমন করিব। ভরত তাদৃশ কাতরভাবে অবনত-মস্তকে এই প্রকারে প্রসাদন করিলেও সত্ত্বসম্পন্ন মহীপতি রাম পিতৃদেবের আজ্ঞা পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অযোধ্যাগমনে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার এইপ্রকার অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শনে সমবেত লোক সকল যুগপৎ হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হইল। তিনি অযোধ্যায় যাইতেছেন না ভাবিয়া তাহারা দুঃখিত এবং তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা দর্শনে হৃষ্ট হইল। ঋত্বিক্‌গণ মাতৃবর্গ ও প্রধান প্রধান পুরবাসিগণ অশ্রুকলুষ-লোচনে অচেতনপ্রায় ভরতকে আগ্রহ সহকারে নতভাবে রামের নিকটে সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং সকলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যাগমন জন্য রামের নিকট প্রণতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ২৬-৩৫

সপ্তাধিকশততম সর্গ

ভরত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলে, তদীয় অগ্রজ পরমমাননীয় শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিগণের সমক্ষে প্রত্যুত্তর করিলেন,—তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মিয়াছ; অতএব তোমার কথা সকল যে যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই! পূর্ব্বে আমাদের পিতৃদেব দশরথ তোমার জননীকে যখন বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, আপনার এই কন্যাতে যে সন্তান হইবে, তাহাকে আমি রাজ্য দিব। পরে দেবাসুর-যুদ্ধে কৈকেয়ী বিশেষরূপে শুশ্রূষা করিলে,

৬। মহেশ্বর শব্দে শিব বুঝিতে হইবে, তিনি আশুতোষ, সর্ব্বভূতে দয়াপরতন্ত্র। কোন কোন বৈষ্ণব টীকাকার এই মহেশ্বর শব্দে পুরুষোত্তম বিষ্ণু অর্থ করিয়াছেন, এবং শিব নহেন, কারণ, তিনি প্রলয়কালে সকলকে সংহার করেন, তাঁহার দয়া হইতে পারে না ইত্যাদি। ইহা নিতান্ত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা, বিষ্ণুর নাম জনার্দ্দন, বর্ণ কৃষ্ণ, কার্য্য দৈত্যসংহার। অবতারগুলিতেও প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার ব্যাপার দেখা যায়, তিনি নিজবংশ পর্য্যন্ত ধ্বংস করেন, তাঁহাকে দয়ালু বলিতেই হইবে, সত্ত্বগুণের দেবতা বলিতেই হইবে, এই সকল দর্শনে বড়ই দুঃখ অনুভব করিতে হয়।

রাজা দশরথ পরম সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বরদ্বয় দান করেন।[১] হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই জন্যই ত্বদীয় যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী রাজাকে বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া, ঐ দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে নরবর! রাজাও তৎকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, তোমার রাজ্য এবং আমার বনবাস, এই দুই বর তাঁহাকে প্রদান করেন। হে পুরুষপ্রবর! সেই বরদান নিমিত্ত আমিও পিতার আদেশে দণ্ডক বনে চতুর্দ্দশবর্ষ বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। অধুনা পিতার সত্য-রক্ষার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিবাদে এই নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! অতএব সত্বরই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমার ন্যায় পিতৃসত্য পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার জন্য তোমাকে পিতার ঋণমোচন ও উদ্ধার এবং কৈকেয়ীরও সন্তোষবিধান করিতে হইবে। ভ্রাতঃ! জনশ্রুতি আছে, পূর্ব্বে যশস্বী গয়রাজা গয়াপ্রদেশে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃপ্রীতির উদ্দেশে এই গাথা গান করিয়াছিলেন। 'যেহেতু, পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করে, সেই হেতু, তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে।' লোকে এই জন্য বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন বহু পুত্র কামনা করে যে, সেই বহু পুত্রের মধ্যে অন্ততঃ এক জনও গয়ায় যাইতে পারে। হে রঘুনন্দন! রাজর্ষিমাত্রেই এই প্রকার প্রত্যয় করিয়া থাকেন। অতএব নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। হে বীর! অধুনা তুমি সমস্ত দ্বিজগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যায় গমন কর এবং তথায় গিয়া সকল প্রজাবর্গকে অনুরঞ্জন কর। আমিও আর বিলম্ব না করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণ এই দুই জনের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। হে ভরত! তুমি মানবগণের রাজা হও; আমিও অরণ্যচর পশুগণের মহারাজ হই। অদ্য তুমি হৃষ্টচিত্তে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গমন কর; আমিও এ দিকে হর্ষাবিষ্ট হইয়া দণ্ডকবনে প্রবেশ করি। ভরত! প্রভাকরকরবাধক রাজকীয় শ্বেতচ্ছত্র তোমার মস্তকে সুশীতল ছায়া বিধান করুক। এ দিকে আমিও সুখে এই সকল অরণ্য-পাদপের নিবিড় অথচ শীতল ছায়া আশ্রয় করি। হে ভরত! অসীম-বুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এই লক্ষ্মণও আমার সহায়, আমরা এই চারি ভ্রাতা নরপতির চারি উত্তম তনয়। অতএব আমরা নরেন্দ্রকে সত্যপথে স্থায়ী করিব, তুমি বিষণ্ণ হইও না। ১-১৯

১। শাস্ত্রে কথিত আছে, বিবাহের নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয় না, যথা—

"স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহেষু বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥"

কৌশল্যা বিদ্যমান সত্ত্বে কৈকেয়ীবিবাহার্থ যে বাক্য দশরথ বলিয়াছিলেন, উহা পালন না করিলেও কোন দোষ হইত না, এই আশঙ্কার দ্বিতীয় কারণ দশরথের বরদ্বয় দানের প্রতিশ্রুতি। কৈকেয়ীর বিবাহকালীন শুল্কবৃত্তান্ত ও বরদ্বয়বৃত্তান্ত দীর্ঘকাল পরে বিস্মরণ হইয়াছিল, মন্থরা একটি মাত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

দশরথ ভরতের জন্য প্রতিশ্রুত রাজ্য রামকে দিতে কেন আগ্রহপর হইলেন, ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে. বিবাহার্থ মিথ্যা বাক্য দোষাবহ নহে—পাছে কেকেয়রাজ রাজ্যের আপত্তি করেন, এই ভয়ে হঠাৎ রামকে রাজ্য দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ

ধর্ম্মজ্ঞ রাম ভরতকে এইপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজবর জাবালি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,[১] রাম! তুমি আর্য্যবুদ্ধি তপস্বী। অতএব সামান্য লোকের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য-পালন-বিষয়িণী ব্যর্থ বুদ্ধি যেন না হয়।[২]

১। জাবালি যখন দেখিলেন, ভরত রামের কথায় উত্তর দিতে পারেন না—তিনি নিরুত্তর, তখন বেদবিরুদ্ধ চার্ব্বাকমত অবলম্বন করিয়া রামকে বাক্যে নিরস্ত করিবার জন্য—প্রকৃতপ্রস্তাবে ভরতের ও সাধারণ প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য নাস্তিক্যবাদ বলিয়াছিলেন। তিনি নিজে পরম আস্তিক ছিলেন, এ কথা বশিষ্ঠের উক্তিতে পরে পরিস্ফুট হইয়াছে।

২। কেন ঐ বুদ্ধি নিরর্থক এবং কি জন্যই বা ঐরূপ বুদ্ধি না হইতে বলিলেন, তাহার কারণ—সংসারে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধই মিথ্যা, এই কথাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে।

জগতে কে কার বন্ধু? কাহার দ্বারা কাহারই বা কি ইষ্টানিষ্ট হইয়া থাকে? প্রাণিমাত্রেই একাকী জন্ম-গ্রহণ করে, আবার একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রাম! ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর; ফলতঃ কেহই কাহারই নহে। যেমন কোন ব্যক্তি গ্রামান্তর-গমন-সময়ে কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন আবার তাহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, মনুষ্যের পিতা, মাতা, গৃহ ও ধনাদি বিভব ইত্যাদির সহিতও এই প্রকার ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ; সজ্জন ব্যক্তি এই জন্য সে সকলে আসক্ত হয়েন না। হে নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য একবারেই ত্যাগ করিয়া, বহু বিঘ্নময় ও বিষম দুঃখজনক বনমার্গ অবলম্বন করা তোমার কোনক্রমেই উচিত নহে। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় গমন করিয়া আপনাকে অভিষিক্ত কর। ঐ নগরী এক-বেণী-ধারিণী বিরহিণীর ন্যায় তোমার সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া আছে। হে নৃপকুমার! এক্ষণে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় মহার্হ রাজভোগ সকল অনুভব করত অযোধ্যায় পরম সুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ; ফলতঃ রাজাও অন্য, তুমিও অন্য। অতএব যাহা কহিতেছি, তাহাই কর।[৩] জীবের জন্ম বিষয়ে পিতা নিমিত্ত-কারণমাত্র; ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই ইহার উপাদান-কারণ। রাজা সেইখানেই গিয়াছেন—যেখানে তাঁহাকে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে। স্বভাবের প্রেরণাই এইরূপ; অতএব তুমি মিছামিছি পুরুষার্থ-ভোগে আপনাকে বঞ্চিত করিতেছ।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলেও যাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহাদের জন্যই আমার শোক হইয়া থাকে; অন্যের জন্য নহে; কেন না, ঐরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহলোকে কষ্ট পায় এবং পরলোকেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।[৪] লোকে যে অষ্টকাশ্রাদ্ধকে পিতৃগণের পরমমঙ্গলকর ভাবিয়া, তদনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল রাশি রাশি অন্নের বিনাশ হয় মাত্র। বিচার করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তির কি কখন ভোজন সম্ভবে? আর যদি এক জন ভোজন করিলে অন্য জনের ভোজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রবাসগামী ব্যক্তিকে পাথেয় প্রদান করার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার উদ্দেশে অন্য ব্যক্তিকে ভোজন করাইলেই সেই ভুক্ত অন্নে তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। সুতরাং লোকে যে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে দ্বিজগণকে ভোজন করায়, তাহা বৃথা শ্রমমাত্র। ফলতঃ অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ ক্লেশকর দেখিয়া, কতিপয় মেধাবী, লোকদিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়া দান করাইবার জন্য তাহার উপায়স্বরূপ বেদাদি গ্রন্থ সকল প্রচার করিয়াছে এবং লোকদিগকে 'যাগ কর, দান কর, তপস্যা কর, দীক্ষিত হও এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর,' ইত্যাকার উপদেশ দিয়াছে। পামরদিগকে প্রতারণা এবং অনায়াসে তাহাদের ধন গ্রহণ, ইহাই বেদাদিগ্রন্থের মধ্য প্রয়োজন। তুমি ধীমান্, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐহিক ভিন্ন পরলোক-প্রয়োজন কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই বিধান কর, যাহা অপ্রত্যক্ষ বা অনুমেয়, তাহাতে প্রবৃত্ত

৩। এই কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষণভঙ্গবাদ রহিয়াছে, ক্ষণভঙ্গবাদ মানিলেও তৎপরম্পরা দ্বারা কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, নতুবা পিতা ভিন্নও পুত্রের উৎপত্তি হইতে পারিত। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পিতা পুত্রের প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহা বিস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধই উপাদানকারণ।

৪। মূলে 'অর্থধর্ম্মপরাঃ' এইরূপ আছে—ইহার অর্থ, যাহারা প্রত্যক্ষ সুখ ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থসম্পাদনপর অথবা ধর্ম্মসম্পাদন-পর, অথবা অর্থ হইতে যাঁহারা ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের জন্য আমি অনুশোচনা করি ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"।

হইও না।[৫] ভরত ত তোমায় প্রসন্ন করিলেন ; এক্ষণে তুমি সাধু ও সর্ব্বলোকসম্মত বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া রাজ্য প্রতিগ্রহ কর। ১-১৮

নবোত্তরশততম সর্গ

সত্য-পরাক্রম রাম জাবালির কথা শুনিয়া অবিচলিত বুদ্ধিতে বেদবাক্যরূপ স্বুবচনাবলম্বনে বলিতে লাগিলেন,—আপনি আমার প্রিয়কামনায় যাহা বলিলেন, তাহা বস্তুতঃ অকর্ত্তব্য হইলেও কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং পরিণামে দুঃখজনক হইলেও আপাত-রমণীয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি সৎপথ ত্যাগ করিয়া, কুপথে গমন ও পাপাচারপরায়ণ হয় এবং সাধু-সম্মত শাস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ নাস্তিকাদি শাস্ত্রে আস্থা প্রদর্শন করে, সে কখন সজ্জন-সমাজে সমাদৃত হয় না। লোকে কুলীন বা অকুলীন, বীর বা অবীর, শুচি বা অশুচি, ইহা বেদবিহিতাচারই নিশ্চয় করিয়া দিয়া থাকে, যিনি বৈদিকাচারসম্পন্ন, তিনিই কুলীন, বীর ও শুচি, তদ্বিপরীত ব্যক্তিই অকুলীন, অবীর ও অশুচি বলিয়া কথিত হয়। বলিতে কি, বৈদিক সদাচার অবলম্বন করিলে, অনার্য্যও আর্য্যসদৃশ, অশুচিও শুচি, অলক্ষণও লক্ষণযুক্ত এবং দুঃশীলও শীলবান্ হয়। আমি যদি এই প্রকার ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়াও উল্লিখিত লোকসঙ্করকারী অধর্ম্ম-পথে বিচরণ করি এবং মঙ্গলময় পথ ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত বিধানরহিত ক্রিয়া করি, তাহা হইলে আমাকে তজ্জন্য অশুভ প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং কার্য্যাকার্য্য-বিচক্ষণ চেতনাবান্ পুরুষমাত্রেই আমাকে লোকদূষণ দুর্ব্বৃত্ত ভাবিয়া কোনমতেই সমাদর করিবে না। ফলতঃ আপনার উপদেশমতে কার্য্য করিলে, আমার সত্যপালন-বিষয়িণী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, আপনার এই সদাচার-বিগর্হিত আচরণোপদেশ কাহার নিকট প্রচার করিব, অথবা আপনার কথিত উপদেশ মানিলে কোন্ মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ করা হইবে?[১] তখন আর কি করিয়া আমি স্বর্গলাভে সমর্থ হইব? আমি আপনার উপদেশমতে যথেচ্ছাচারী হইলে, আমার দেখাদেখি এই সমস্ত লোকই কামাচারী হইবে ; কেন না, রাজাদের যেরূপ ব্যবহার, প্রজারাও তদনুরূপ আচারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যবাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজধর্ম্ম ; সুতরাং রাজ্যও সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; অধিক কি, সমুদায় লোকও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। ১-১০

ঋষিগণ ও দেবগণ একমাত্র সত্যেরই আদর করেন। সংসারে একমাত্র সত্যবাদীই অক্ষয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। সর্প হইতে লোকে যেমন উদ্বিগ্ন হয়, মিথ্যাবাদী হইতেও লোকের সেইরূপ উদ্বেগ হয়। সত্যই একমাত্র অবলম্বন যাহার, সেই ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হয়। লোকে সত্যই ঈশ্বর, সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সকলের আদি এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; অতএব লোকমাত্রেরই সত্যপালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্য একাই রাজ্য পালন করে এবং একাই স্বকুল পোষণ করে, একাকী নরকে মগ্ন হয় ও একাকীই স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত হইয়া আমি কিরূপে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচার-নিষ্ঠ পিতার আজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারি?

৫। এই মূলোক্ত শ্লোকগুলি চার্ব্বাক-দর্শনের নিম্নোক্ত মত অবলম্বনেই লেখা হইয়াছে, যথা—

"মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥"
"ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ॥"

১। পূর্ব্বে জাবালি বলিয়াছিলেন, 'পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু" সেই মতে থাকিলে আদর্শ পাওয়া যায় না ; অথচ শাস্ত্র বলিয়াছেন, "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ, তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"—মনুঃ॥

আমিও সত্যপালনে প্রতিশ্রুত আছি। অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞান বশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতৃদেবের সত্য-সেতু ভগ্ন করিব না। শুনিয়াছি যে, অসত্যসন্ধ চঞ্চলস্বভাব ও অস্থিরচিত্ত পুরুষের প্রদত্ত হব্যকব্যাদি দেবগণ বা পিতৃগণ, কেহই প্রতিগ্রহ করেন না। প্রতি আত্মায় অনুভূত অথবা আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত অথবা জীবগণের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত এই সত্য-পালন ধর্ম্মকে আমি সমুদায় ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি। পূর্ব্বতন সাধুগণও সত্যপালন অনুরোধে এই প্রকার জটা-বল্কলাদি ভার বহন করিয়াছেন; সেই জন্য আমিও ইহার সবিশেষ পক্ষপাতী। নীচাশয়, নৃশংস ও লোভপরবশ পাপাত্মারা ধর্ম্মবৎ আভাসমান যে ক্ষাত্র ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, ঐরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আমি ত্যাগ করিব; কিন্তু প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।[২] ১১-২০

'এইরূপ ধর্ম্ম করিব' আদৌ মনোমধ্যে ইহা সংকল্প করিয়া মনুষ্য শরীর দ্বারা পাপকর্ম্ম করে, পরে তাহা গোপন জন্য মিথ্যা বলে; এই মানসিক, কায়িক ও বাচনিক ভেদে পাপ ত্রিবিধ।[৩] ভূমি, কীর্ত্তি, যশ ও লক্ষ্মী, ইঁহারা সত্যশীল পুরুষকেই প্রার্থনা করেন এবং শিষ্ট পুরুষগণ একমাত্র সত্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন; অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যই আশ্রয় করিবে। আপনি সবিশেষ অবধারণ করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে "ইহাই ভাল, তুমি কর" এইরূপ যে উপদেশ করিলেন, তাহা কখনই ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। আমি জটাবল্কল ধারণ-পূর্ব্বক বনে বাস করিব বলিয়া সাক্ষাৎ গুরু পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিরূপে এখন সেই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া ভরতের কথা রক্ষা করিব? আর আমি পিতার সন্নিধানে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবী কৈকেয়ী তৎকালে অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন; তাঁহাকেও এখন মনঃকষ্ট দেওয়া উচিত হয় না। অতএব আমি বনে থাকিয়াই শুচি, সংযতাহার, অকপট ও সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, পরম পবিত্র ফল, মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সন্তোষ-সম্পাদন-পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। অগ্নি, বায়ু ও সোম, এই দেবতাত্রয় কর্ম্মের ফলভাগী অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে ঐ সকল লোকপ্রাপ্তি হয়। দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। উগ্রতেজা নৃপনন্দন রাম জাবালির উক্তপ্রকার নাস্তিকতা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক নিতান্ত অসহমান হইয়া, তাঁহার বাক্যের নিন্দা করত পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, সাধুগণ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা. প্রিয়বাক্য এবং দেব দ্বিজ ও অতিথি-সৎকার এই কয়েকটিকে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার এই বাক্য অনুসারে অপ্রমত্ত বিপ্রগণ অনুকূল তর্ক গ্রহণ করিয়া, মুখ্যফল-সমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি বিদিত হইয়া, সকল ধর্ম্ম আচরণ করত ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। কিন্তু আপনি এই প্রকার নাস্তিকবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, লোক-বিনাশার্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। আপনি ধর্ম্মপথ হইতে একেবারেই পরিভ্রষ্ট, যার-পর-নাই নাস্তিক এবং আপনার বুদ্ধিও বেদ-বহির্ভূত মার্গের অনুসারিণী। অতএব পিতৃদেব যে আপনাকে মন্ত্রিরূপে ও যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার এই কার্য্যের আমি নিন্দা করি। চৌর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধমতানুসারী নাস্তিককেও সেইরূপ দণ্ড দেওয়া বিধেয়। অতএব প্রজাগণের বুদ্ধি-পরিশুদ্ধির

২। ইহার ভাবার্থ এই যে, পিতার আজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য-পালনরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম আমি অবলম্বন করিব না। পরন্তু প্রতিজ্ঞাপালন-রূপ ন্যায্য ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা করিব।

৩। পাপ ত্রিবিধ—তন্মধ্যে কায়িক পাপই বহুবিধ দুঃখজনক, পরন্তু কলিকালে পাপ-সংকল্পাদিতে দোষ হয় না, ইহা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

জন্য নাস্তিকের দণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক নাস্তিকের সহিত ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাক্যালাপও করেন না। আপনার অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালীন তাদৃশ ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি তাঁহাদের কোনরূপ ফল-কামনা ছিল না। তাঁহারা যে অহিংসা ও সত্য, তপস্যা, দান ও পরের উপকারাদি এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান হইতেছে। যাঁহারা একমাত্র ধর্ম্মে তৎপর, তেজস্বী, হিংসাবিহীন ও সর্ব্বথা শুদ্ধভাবাপন্ন এবং যাঁহারা প্রধানতঃ দান-গুণ-পরতন্ত্র ও সাধু-সহবাসী, বশিষ্ঠাদি তাদৃশ প্রধান প্রধান ঋষিগণই লোক-সমাজে সকলের পূজ্য হইয়া থাকেন; আপনার ন্যায় নাস্তিকমতাবলম্বী মুনি কদাচ পূজ্য নহেন। মহাসত্ত্ব মহানুভব রাম রোষভরে এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে জাবালি পুনরায় অনুনয় সহকারে সত্য সুপথ্য আস্তিক বাক্যে কহিলেন,—আমি স্বয়ং নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও বলিতেছি না আর পরলোক নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। সময়ক্রমে আমি নাস্তিক ও আস্তিক উভয়ই হইয়া থাকি।[৪] যে সময়ে আমি নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার কারণ এবং তোমার প্রীতির জন্য আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম। ৩১-৩৯

দশোত্তরশততম সর্গ

রাম রাগান্বিত হইয়াছেন জানিয়া বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, লোক সকল যে পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে যাতায়াত করে, জাবালিও বিশেষরূপে তাহা জানেন। ইনি কেবল তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার কামনা করিয়াই এই প্রকার বলিলেন। হে লোকনাথ! লোক সকলের সমুৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ জলময় ছিল। সেই জলমধ্যে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। কাল-সহকারে বিরাটরূপী স্বয়ম্ভু সমস্ত দেবতার সহিত আবির্ভূত হয়েন। তিনি ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মক বিরাটের বিষ্ণ্বংশ বরাহবিগ্রহ ধারণ-পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে বসুন্ধরার উদ্ধার করেন, এবং রাজাংশ সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই ব্রহ্মা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন, নিত্য, শাশ্বত ও অব্যয়।[১] ইঁহা হইতে ভগবান্ মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ সূর্য্য এবং বিবস্বান্ হইতে স্বয়ং বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন; এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি এবং ইঁহারই পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশালিনী সমগ্র পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যায় প্রথম রাজা জানিবে। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি নামে বিখ্যাত, হে বীর! কুক্ষি হইতে বিকুক্ষির উৎপত্তি হয়। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা প্রতাপশালী বাণ। বাণের পুত্র মহাবাহু ও মহাতপা অনরণ্য। সাধুতম মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বসময়ে কখন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা কেহই তস্কর ছিল না। ১-১০

মহারাজ! অনরণ্যের ঔরসে রাজা পৃথু জন্ম-গ্রহণ করেন। পৃথুর পুত্র পরম তেজস্বী ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হয়েন। সেই বীর সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া, সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র পরম-যশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজা যুবনাশ্বের

৪। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির সময়বিশেষে অন্যরূপ বাক্য ব্যবহারেও নাস্তিকতা হয় না, এই ধর্ম্মসঙ্কটকালে নাস্তিক মতের দু' একটা কথা বলায় বাস্তবিক নাস্তিকতা আমার হইতে পারে না।

১। বালকাণ্ডে—'অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা' এইরূপ বলায় ব্রহ্মার অনিত্যতাই বুঝায়—এ স্থানে নিত্য বলিয়াছেন, ইহার অর্থ—শাশ্বত প্রবাহরূপে নিত্য, নিত্যপদে অপরাপেক্ষায় নিত্য—চিরকালস্থায়ী বুঝিতে হইবে, নতুবা পরস্পর বাক্যের বিরোধ হয়।

জন্ম হয়। শ্রীমান্ মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্ররূপে সমুদ্ভূত হয়েন। মান্ধাতার পুত্র পরম তেজস্বী সুসন্ধি সমুৎপন্ন হন। সুসন্ধির দুই পুত্র;—ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধির পুত্র রিপুসূদন ও যশস্বী ভরত। মহাবাহু ভরত হইতে অসিতের জন্ম হয়। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু প্রমুখ নরপতিগণ শত্রুতা অবলম্বন করিয়া, এই অসিতের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হয়েন। যুদ্ধকালে রাজা অসিত তাঁহাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রথমে সৈন্যদিগকে ব্যূহিত করেন; পরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রবাস-আশ্রয় ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক পরম মনোহর শৈলরাজ হিমালয়ে তপস্যা করিবার জন্য অবস্থিতি করেন। এইরূপ শুনা যায় যে, তাঁহার পত্নীদ্বয় গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মহাভাগা পদ্ম-পলাশ-লোচনা রাজ্ঞী, পুত্র-রত্নের কামনায়, দেবতার ন্যায় তেজস্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনের উপাসনা করেন এবং অপরা রাজ্ঞী সেই গর্ভবিনাশ-বাসনায় তাঁহাকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন চ্যবন তৎকালে হিমালয়ে বাস করিতেন। কালিন্দী নাম্নী প্রথমা মহিষী সেই ঋষির শরণাপন্না হইয়া, যথাবিধানে বন্দনা করিলেন। ১১-২০

মহর্ষি চ্যবন প্রীত হইয়া, সেই পুত্রবরকামিনী রাজ্ঞীকে কহিলেন, দেবি! তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র মহাত্মা, সকল লোকে বিখ্যাত, ধাৰ্ম্মিক ও অতিশয় ভীষণস্বভাব এবং বংশধর ও শত্রুগণের সংহারকর্ত্তা হইবে। রাজ্ঞী কালিন্দী ঋষির এই বরবাক্য শুনিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, গৃহে আগমন-পূর্ব্বক পদ্মপলাশলোচন ও পদ্মগর্ভসমপ্রভ পুত্র প্রসব করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তদীয় সপত্নী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য বিষ প্রদান করেন। সেই গর অর্থাৎ বিষের সহিত পুত্রের জন্ম হওয়াতে তাঁহার নাম সগর হয়। এই রাজা সগরই পূর্ব্বে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, খননবেগে সমুদায় প্রজালোককে উদ্বেজিত করিয়া, পুত্রগণের সাহায্যে সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুত আছে, সগরের ঔরসে অসমঞ্জের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্বদা পাপাচরণ করাতে পিতা কর্ত্তৃক জীবিতাবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়েন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ এই রাজার বংশধর বলিয়া তোমরা কাকুৎস্থ নামে খ্যাত হইয়াছ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। রঘু হইতে রাঘব নাম বংশপরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। রঘুর ঔরসে যথাক্রমে তেজস্বী প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস এই নাম-চতুষ্টয়ে বিখ্যাত পুত্র হয়। তন্মধ্যে শঙ্খণ কল্মাষপাদের অপত্য বলিয়া আমাদের শুনা আছে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, দৈবাৎ সসৈন্যে বিনষ্ট হয়েন। ইঁহার পুত্রের নাম সুদর্শন। পরম বীর্য্যশালী শ্রীমান্ সুদর্শনের ঔরসে অগ্নিবর্ণের উদ্ভব হয়। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্র মহামতি অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র সত্যবিক্রম নহুষ। নহুষের পুত্র পরম ধাৰ্ম্মিক নাভাগ। নাভাগের দুই পুত্র;—অজ ও সুব্রত। তন্মধ্যে অজের পুত্র ধৰ্ম্মাত্মা দশরথ। তুমি সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাম নামে বিখ্যাত আছ। অতএব তুমিই অধুনা স্বীয় রাজ্য গ্রহণ ও জগৎ-পরিপালন কর। ইক্ষ্বাকুবংশে অগ্রজই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান সত্ত্বে কনিষ্ঠ রাজ্যাভিষিক্ত হয় না।[২] তুমি রঘুবংশীয়দিগের এই

২। বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া এই বংশে বরাবর জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়াছেন, সুতরাং তুমি কুলধর্ম্ম লোপ করিতে পার না। এই সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা—পিতৃবাক্য হইতেও আমার বাক্যের গুরুত্ব অধিক, ইহা স্থির করিয়া তুমি রাজ্য গ্রহণ কর, ইহাই বশিষ্ঠবাক্যের অভিপ্রায়।

বালকাণ্ডে জনকরাজ-সমক্ষে বশিষ্ঠদেব যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, উহাতে নহুষপুত্র যযাতি এবং যযাতিপুত্র নাভাগ এইরূপ আছে, এই স্থানে যযাতির নামটি নাই এবং নাভাগের দুই পুত্রের কথা এ স্থানে

সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পার না; অতএব স্বীয় পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া, প্রভূত রত্ন ও প্রভূত দেশবিশিষ্ট সমগ্র পৃথিবী শাসন কর। ২১-২৭

একাদশাধিকশততম সর্গ

রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ তৎকালে রামকে এইরূপ বলিয়া, পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত অপর কথা কহিতে লাগিলেন,—[১] হে কাকুৎস্থ! হে রাঘব! পুরুষ জন্মিলেই তাহার তিন জন গুরু হইয়া থাকে;—পিতা, মাতা ও আচার্য্য। হে নরবর! পিতা-মাতা শরীরমাত্রে পুরুষের জন্ম দেন; কিন্তু আচার্য্য প্রজ্ঞা প্রদান করেন; এই জন্য আচার্য্যই গুরু বলিয়া কথিত হয়েন। হে শত্রুতাপন! আমি তোমার পিতার ও তোমার, উভয়েরই সেই শ্রেষ্ঠ গুরু আচার্য্য; অতএব আমার কথা প্রতিপালন করিলে, তুমি সদ্গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।[২] হে তাত! ইঁহারা তোমার পারিষদ, জ্ঞাতি ও অধীন রাজগণ, ইঁহাদিগের পালনরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে কদাচ সদ্গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, তোমার জননী সাতিশয় ধর্ম্মচারিণী ও বৃদ্ধা; জননীর বাক্য অতিক্রম করা তোমার উচিত নহে। ইঁহার আজ্ঞা পালন করিলেও তোমাকে সদ্গতিভ্রষ্ট হইতে হইবে না।[৩] হে ধর্ম্মরত সত্যপরাক্রম রঘুনন্দন! তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য যাচ্ঞাপরায়ণ ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলেও, তোমার সাধুদিগের পথ অতিক্রম করা হইবে না। গুরু বশিষ্ঠদেব স্বয়ং মধুর বাক্যে এইপ্রকার কহিয়া, আসন গ্রহণ করিলে, পুরুষপ্রবর রাম প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন,—১-৮

সর্ব্বদা যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি প্রদান, তৈলাদি দ্বারা উদ্বর্ত্তন, স্নাপন, (ঘুম পাড়ান), যত্ন-পূর্ব্বক লালন-পালন ও প্রিয়বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি নানা প্রকারে জনক-জননী সচরাচর পুত্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও তাহার যে প্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিক্রিয়া বা শোধ করা কদাচ সম্ভাবিত নহে। দশরথ আমার জনক, প্রতিপালক এবং রাজা; অতএব তিনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই বাক্য আমা দ্বারা কদাচ মিথ্যা হইবে না।[৪] রাম এইপ্রকার কহিলে, বিশালহৃদয় ভরত অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে সমীপবর্ত্তী সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সারথে! এই চত্বরে তুমি শীঘ্রই কুশাস্তরণ করিয়া দাও। আর্য্য রাম যাবৎ আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তাবৎ আমি ইঁহার প্রসন্নতার উদ্দেশে প্রায়োপবেশন করিব।[৫] ইনি আমার বাক্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া যাবৎ অযোধ্যায় আগমন না করিবেন, তাবৎ, অধমর্ণকে ঋণ দেওয়ায় ধনহীন উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধন প্রত্যাহরণ-কামনায় অধমর্ণের দ্বারে শয়ন করিয়া থাকেন, আমিও তেমনি নিরাহারে অবগুণ্ঠিত মস্তকে ইঁহার সম্মুখে পর্ণকুটীরের দ্বারে এই কুশোপরি শয়ন করিয়া

বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ নাই, এই বংশপরিচয়ের শ্লোক-গুলি অনেকাংশেই একরূপ আছে, কচিৎ একটু কম-বেশী আছে, পরন্তু সূর্য্যবংশের অন্যান্য পুরাণের প্রদত্ত পরিচয় হইতে এখানে বহু নাম কম আছে, ইহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা বালকাণ্ডের বশিষ্ঠপ্রদত্ত বংশপরিচয়ের স্থানে বলা হইয়াছে, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত।

১। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠক্রমেই এই রাজ্য সকলে ভোগ করিয়াছেন, এইরূপ বলিলেও রামের তাহাতে সম্মতিলাভ না করিয়া বশিষ্ঠদেব পুনরায় পিতৃবাক্য হইতেও যে তাঁহার বাক্য গৌরবযুক্ত, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন।

২। আপস্তম্ব সূত্রে আছে—
"আচার্য্যঃ শ্রেষ্ঠো গুরূণাং স হি বিদ্যাত-
স্তং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম" ইত্যাদি।

৩। শাস্ত্রে আছে—
"পিতুঃ শতগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে।"

৪। দশরথ পিতা, পালক ও রাজা এবং তিনি আপনার এই আদেশের পূর্ব্বে আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন এবং আমি যাহা পালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা এক্ষণে আপনার আদেশে অন্যথা করাও অত্যন্ত অন্যায়, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

৫। যাহাকে উপরোধ করিতে হইবে, তাহার গৃহদ্বারদেশে কুশের উপর কার্য্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিরাহারে মস্তকাবৃত করিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে হয়। পার্শ্বপরিবর্ত্তনও করিতে নাই। ইহারই নাম—'প্রায়োপবেশন'।

থাকিব। সুমন্ত্র কিন্তু রামের অনুরোধে কুশানয়নে বিলম্ব করিতে লাগিলেন দেখিয়া, ভরত দুঃখিত-চিত্তে স্বয়ং ভূতলে কুশাস্তরণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯-১৫

তখন মহাতেজা রাজর্ষিসত্তম রাম ভরতকে বলিলেন, ভ্রাতঃ ভরত! আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি এখানে প্রত্যুপবেশন[৬] করিবে? হৃতধন ব্রাহ্মণই ধনদান জন্য লোকদিগকে উপরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এইপ্রকার এক পার্শ্বে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিতে পারেন; কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের প্রত্যুপবেশনে বিধি নাই। অতএব হে পুরুষসিংহ! এই দারুণ ব্রত ত্যাগ করিয়া উঠ এবং অবিলম্বে এই বনভূমি হইতে পুর-শ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গমন কর। ভরত তাদৃশভাবে শয়ন করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল লোকেরই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে কি জন্য আর্য্য রামকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছ না? তখন পৌর ও জানপদবর্গ সকলে একবাক্যে তাঁহাকে কহিল, আপনি ককুৎস্থনন্দন মহাত্মা রামকে, যাহা সঙ্গত, তাহাই বলিতেছেন জানি; কিন্তু এই মহাভাগ রামও পিতৃবাক্যপালনে যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাও সর্ব্বাংশেই সঙ্গত; অতএব আমরা সহসা কাহাকেও স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না। তাহাদের বাক্যে অনুমোদন করিয়া, রাম ভরতকে কহিলেন, ধর্ম্মদর্শী সুহৃদ্‌গণ যাহা বলিলেন, শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! ইঁহারা তোমার ও আমার উভয়েরই বিষয়ে যে সকল কথা বলিলেন, শ্রবণ করিয়া, সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ। হে মহাবাহো! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য প্রত্যুপবেশন হইতে উত্থিত হও এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য[৭] আমাকে ও উদক স্পর্শ কর। ১৬-২৩

অনন্তর ভরত গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সলিল স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ, মন্ত্রিগণ ও সকলশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ! সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন;— আমি কখনই পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও তজ্জন্য অনুরোধ করি নাই, পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামকেও বনবাসে দিতে সম্মত হই নাই। তবে যদি বনে বাস করিয়া, পিতৃবাক্য পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইঁহার পরিবর্ত্তে আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বনমধ্যে অবস্থিতি করিব। ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের এই সত্য-বাক্যে বিস্মিত হইয়া, সমবেত পৌর ও জানপদবর্গের প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, পিতা দশরথ জীবদ্দশায় যাহা কিছু ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকসূত্রে আদান-প্রদান করিয়াছেন, তাহার লোপ করিতে আমার বা ভরতের সামর্থ্য নাই। অতএব আমি স্বয়ং সামর্থ্য সত্বে বনবাস করিবার জন্য সাধু-বিগর্হিত প্রতিনিধি নিয়োগ করিব না।[৮] কৈকেয়ী যাহা বলিয়াছেন, ভালই বলিয়াছেন এবং পিতা যাহা করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। ভরত যে ক্ষমাশীল এবং গুরু-সৎকার-কারী, তাহাও আমি জানি। অতএব রাজ্যপালনাদি সমুদায় কল্যাণই এই সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা ভরতেই শোভা পায়। আমিও এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতার সহিত পুনরায় বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া, সম্যক্‌রূপে পৃথিবী পালন করিব। ফলতঃ, কৈকেয়ী পিতৃদেব রাজা

৬। নিরাহারে আবৃতমুখে এক পার্শ্বেই কুশোপরি বা ভূমিতে গৃহদ্বারে শয়ন।

৭। উদকস্পর্শ শব্দে আচমন করা, বশিষ্ঠাদি বিদ্যমান থাকিতে রাম নিজেকে স্পর্শ করিতে বলায় ইহাই অনুমিত হয় যে, তুমি আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর, এইরূপ ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য কার্য্য করিবে না, ইহাই রামের বলিবার তাৎপর্য্য।

৮। জলে অবগাহনস্নানে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য যেমন মান্ত্রস্নান বিহিত, সেইরূপ নিজে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলেই প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করা হইয়া থাকে, প্রতিনিধিকল্প হীনকল্প, সুতরাং উহা কেন করিব, বিশেষতঃ আমি যখন নিজেই বনবাসে সমর্থ, তখন অন্যের দ্বারা সেই কার্য্য করান একটা ছলমাত্র।

দশরথের নিকট বর চাহিয়াছিলেন ; আমি পিতাকে মিথ্যার হস্তে পরিত্রাণ করিবার জন্য কৈকেয়ীর সেই বাক্য পালন করিয়াছি। ২৪-৩২

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ

নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতুল তেজঃশালী ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই রোমহর্ষণকর সমাগম সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ অদৃশ্য থাকিয়াই সেই মহাভাগ রাম ও ভরত উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, এই ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবিক্রম রাম ও ভরত যাঁহার পুত্র, তিনিই ধন্য। ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমরা সকলেই পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম এবং বারম্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর ঋষিগণ অবিলম্বে দশাননের বধাভিলাষে সকলে মিলিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! সচ্চরিত্র-সম্পন্ন! মহাযশস্বিন্! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি পিতাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রাম যাহা বলিলেন, তদনুসারে কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। রাম সর্ব্বতোভাবে পিতার নিকট অঋণী হন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ। কৈকেয়ীর ঋণ পরিশোধ হওয়াতে রাজা দশরথের স্বর্গলাভ হইল। গন্ধর্ব্বগণ, মহর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ এই কথা বলিয়াই হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম এই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া, পরম শোভা ধারণ এবং প্রহৃষ্ট বদনে সেই সকল ঋষির সবিশেষ পূজা করিলেন। তখন ভরত ত্রস্তগাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ও স্খলিতবচনে পুনর্ব্বার রামকে কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হওয়া কর্ত্তব্য, এইপ্রকার কুলধর্ম্ম সবিশেষ বিচার করিয়া, আপনাকে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে। আমি একাকী সুমহৎ রাজ্য-রক্ষা অথবা সবিশেষ অনুরক্ত পৌর ও জানপদগণের মনোরঞ্জন করিতে উৎসাহ-যুক্ত হইতেছি না। জ্ঞাতিগণ, যোধগণ, মিত্রগণ ও সুহৃদ্গণ সকলেই জলধারাবর্ষী মেঘের প্রতীক্ষায় সোৎসুকচিত্ত কৃষকের ন্যায় একমাত্র আপনারই রাজপদ-কামনায় অপেক্ষা করিয়া আছেন। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য স্বীকার করিয়া, কাহারও প্রতি স্থাপন করুন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যাহার প্রতি রাজ্যপালনের ভার অর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিয়া, অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মত্তহংসসদৃশ সুস্বরকণ্ঠ রাম, পদ্মপলাশলোচন শ্যামবর্ণ ভ্রাতা ভরতকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন,—১০-১৫

তাত! আমার বনবাসের অবিরোধে রাজ্য স্থাপন করিতে তোমার যে বুদ্ধি হইয়াছে, এই বুদ্ধিই স্বাভাবিক এবং শিক্ষাবলে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বুদ্ধিবলে রাজ্য-পালনেও তোমার সবিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেখিতেছি ; অতএব তুমি তদ্বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হও এবং মন্ত্রী, অমাত্য ও বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্গণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, সমুদায় গুরুতর কার্য্যও সম্পাদিত কর। চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয়ও যদি হিম ত্যাগ করেন এবং সমুদ্রও যদি তীরভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার প্রতিজ্ঞাপালনব্রত লঙ্ঘন করিব না। অতএব তাত! তোমার জননী ইচ্ছা বা লোভপ্রযুক্ত এরূপ করিয়াছেন, ইহা মনে করিও না ; প্রত্যুত তাঁহার প্রতি মাতারই ন্যায় ব্যবহার করিবে। প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় স্পৃহণীয়-দর্শন,[1] আদিত্যসমতেজা রাম এইপ্রকার কহিলে,

---

১। প্রতিপচ্চন্দ্রকে যেমন লোকে অতি আদরের সহিত দর্শন করে, তাদৃশ প্রিয়দর্শন, ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ও দীর্ঘদিন পরে দর্শন লাভ ঘটায় দর্শনের জন্য অত্যাগ্রহ—প্রতিপচ্চন্দ্র দর্শন শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

ভরত তাঁহাকে বলিলেন, আর্য্য! তবে এক্ষণে এই স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকাযুগলে চরণার্পণ করিয়া আমাকে প্রদান করুন। এই পাদুকাযুগলই আপনার প্রতিনিধি-স্বরূপ সকল লোকের যোগক্ষেমবিধান করিবে।[২] তখন নরবর রাম পাদুকাযুগল পরিধান-পূর্ব্বক পুনরায় তাহা মোচন করিয়া, মহানুভব ভরতকে প্রদান করিলেন।[৩] তিনি ভক্তি-সহকারে পাদুকা-যুগলকে প্রণাম করিয়া রামকে কহিলেন, হে বীর রঘুনন্দন! অতঃপর আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কল-ধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করিয়া ভবদীয় আগমন-প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে বাস করিব এবং সমুদায় রাজকার্য্য আপনার এই পাদুকাযুগলে অর্পণ করিব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! যে দিন চতুর্দ্দশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে হুতাশনে প্রবেশ করিব। ১৬-২৫

রাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! তুমি জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে; কদাচ তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিও না। এ বিষয়ে তোমাকে আমার ও সীতার দিব্য। এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভরতকে বিদায় দিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই পরম উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত পাদুকাযুগল সাদরে পরিগ্রহ করিয়া, রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং যে হস্তী সর্ব্বদা রাজাকে বহন করিত, তাহার মস্তকে সেই পাদুকাদ্বয় স্থাপন করিলেন। অনন্তর হিমালয়ের ন্যায় স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, রঘুবংশবর্দ্ধন রাম যথাক্রমে গুরু, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ-সমবেত অন্যান্য লোক সমস্ত এবং অনুজ ভরত ও শত্রুঘ্ন সকলকেই যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। বাষ্পভারে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ ও অতিমাত্র শোকাভিভূত হওয়াতে মাতৃগণ কেহই তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাম সকলকেই অভিবাদন করিয়া, রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ২৬-৩১

২। ভরতের এই প্রার্থনা বশিষ্ঠের নিয়োগের পর বুঝিতে হইবে, কারণ, ভরত প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভরদ্বাজের নিকট সেই কথাই বলিয়াছেন, বশিষ্ঠ রামকে বলিয়াছিলেন—"এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে" সেই বশিষ্ঠোক্তি ভরদ্বাজকে ভরত পরে বলিবেন।

৩। ভরতের নিকট পাদুকা অর্পণ করায় প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য-রক্ষা নিয়োগ করা হইল, ঐ পাদুকা দর্শনে ভরতের সর্ব্বজ্ঞতার স্ফুরণ হইত, ভরত পাঞ্চজন্যাবতার বলিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা আচ্ছাদিত ছিল, পরন্তু ভগবৎস্পর্শে অচেতনেও ঐ শক্তিস্ফুরণ হয়, ইহাই ভগবন্মাহাত্ম্য।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

অনন্তর ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, দৃঢ়ব্রত জাবালি এবং মন্ত্রনিপুণ সবিশেষ সম্মানাস্পদ অন্যান্য সমুদায় মন্ত্রিগণ অগ্রেই প্রস্থান করিলেন। সকলে মহাগিরি চিত্রকূট পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পূর্ব্বমুখে রমণীয় মন্দাকিনী নদীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ভরত বিবিধ মনোহর ধাতুসহস্র দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর-প্রান্ত দিয়া সসৈন্যে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে পর্ব্বতের অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজ যেখানে মুনিগণের সহিত বাস করিয়া আছেন, সেই আশ্রম তাঁহার দর্শন-গোচর হইল।[১] বুদ্ধিমান্ ভরত ভরদ্বাজাশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষির পদযুগল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজ হৃষ্ট হইয়া ভরতকে কহিলেন, তাত! রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ? ধীমান্ ভরদ্বাজ এই প্রকার কহিলে, ধর্ম্মবৎসল ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, —আমি এবং স্বয়ং গুরুদেব বশিষ্ঠ বারংবার প্রার্থনা করিলে, দৃঢ়বিক্রম রাম প্রীত হইয়া বশিষ্ঠ মহাশয়কে

১। যমুনার দক্ষিণতীরে ভরত ও রামের সংবাদ অবগত হইবার জন্য ভরদ্বাজ কোন একটি আশ্রম করিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, শিষ্যগণ দৈনন্দিন সংবাদ আনিয়া দিত, এই জন্যই ভরদ্বাজাশ্রম হইয়া পরে যমুনাপার হওয়ার কথা আছে।

কহিলেন, পিতা যে আমায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি যথাধর্ম্ম সেই আজ্ঞাই পালন করিব। বাগ্‌বিন্যাসে মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠদেব তাঁহার এই কথায় সেই বাক্য-প্রয়োগ-কুশল রঘুনন্দনকে প্রশস্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! তবে এক্ষণে তুমি হৃষ্টচিত্তে প্রতিনিধি-স্বরূপে স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং অযোধ্যার যোগ-ক্ষেম-বিধানে কৃতচিত্ত হও। রঘু-নন্দন রাম বশিষ্ঠ মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যরক্ষা-শক্তির অনুকূল হেমবিভূষিত পাদুকাযুগল দান করিলেন। আমি সেই মহাত্মা রামের আজ্ঞাক্রমে ক্ষান্ত হইয়া শুভ পাদুকা-যুগল গ্রহণ করিয়া অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি। ১-১৪

মহাত্মা ভরতের এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে শুভতর বাক্যে কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! পরিত্যক্ত জল যেমন নিম্ন তড়াগাদি স্থানেই থাকে, সেইরূপ অতিপবিত্রচরিত্র তোমাতেও যে এই আর্য্যভাব থাকিবে, ইহাতে কোনই আশ্চর্য্য নাই। তুমি যাঁহার ঈদৃশ ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল পুত্র, তদীয় পিতা সেই মহাবাহু দশরথ সর্ব্বতোভাবেই পিতৃঋণে মুক্ত হইয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ এই প্রকার কহিলে ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তদীয় চরণযুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ[২] প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুগামী সেনা—যাহারা নিবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে ভরতকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাহারা পুনরায় যান, শকট, অশ্ব ও গজে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল। অনন্তর সকলে তরঙ্গ-সমাকুল রমণীয় যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। ভরত সসৈন্যে ও সবান্ধবে রম্য-সলিলপূর্ণা ভাগীরথী পার হইয়া, অতি রমণীয় শৃঙ্গবের-পুরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যা অবলোকন করিলেন। পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত অযোধ্যা-নগরী দর্শন করিবামাত্র ভরত দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সারথে! অবলোকন কর, শোভাহীনা, অলঙ্কারহীনা, নিরানন্দা, দীনা ও শব্দহীনা হওয়াতে অযোধ্যা আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। ১৫-২৪

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ

এইরূপে মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধগম্ভীর-ধ্বনিযুক্ত রথারোহণে সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই বিড়াল ও পেচক সকল সঞ্চরণ করিতেছে এবং গৃহ-কবাট সমুদায় রুদ্ধ রহিয়াছে। রজনী যেমন ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিবিড় কালিমায় পূর্ণ হইলে প্রতিভাত হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ সমুদায় শোভা তিরোহিত হইয়াছে। অথবা শশধর অভ্যুদিত রাহুগ্রহ দ্বারা পীড়িত হইলে, চন্দ্রের প্রিয়পত্নী প্রজ্বলিত-প্রভাশালিনী দিব্যকান্তিবিশিষ্টা রোহিণী যেমন অসহায়া হইয়া অবস্থিতি করে, অযোধ্যারও তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে। অথবা গ্রীষ্মকালে গিরিনদীর সলিল আতপতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে, জলচর বিহঙ্গম-সকল গ্রীষ্মপ্রভাবে উত্তপ্ত হইলে এবং মীনকুল ও হিংস্র জলজন্তু-সকল বিলীন হইলে, শুষ্কপ্রায়া গিরি-নদীর যেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, অযোধ্যারও তদনুরূপ ঘটিয়াছে। অথবা যজ্ঞীয় ঘৃতের সংস্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা যেমন প্রথমে ধূম-বিবর্জ্জিত হইয়া স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করত সমুত্থিত হয়, পরে জলসেকে সহসা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, রামের বিরহে অযোধ্যারও সেইরূপ

২। একহস্তে প্রণাম ও একবার প্রদক্ষিণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়াই পুনঃ পুনঃ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহার সহিত পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত প্রণামেরও অন্বয় বুঝিতে হইবে; সুতরাং ভরত বারবার নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, এই অর্থ লাভ হইল।

ঘটিয়াছে। মহাযুদ্ধে কবচ-সকল ছিন্নভিন্ন, বীরগণ নিহত এবং গজ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল রুগ্ন হইলে আপদাপন্ন সেনা যেরূপ হইয়া থাকে, অযোধ্যা সেইরূপ হইয়াছে। অথবা, প্রবল বায়ুবেগে সাগরের উর্ম্মি যেন সফেনে ও সগর্জ্জনে সমুত্থিত হইয়া পুনরায় বায়ুর উপশমে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া নিঃশব্দে অবস্থিতি করিতেছে। অথবা যজ্ঞের অবসানে ঋত্বিক্‌গণ ত্যাগ করিয়াছেন, স্রুক্‌স্রুবাদি যজ্ঞীয় প্রশস্ত পাত্র সকল স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বেদপাঠাদি শব্দও আর শ্রুত হইতেছে না, এই প্রকার অবস্থায় যেন যজ্ঞবেদি পতিত রহিয়াছে। অথবা বৃষ পরিত্যাগ করাতে, সেই তরুণ-বৃষপত্নী যেন তদীয় বিরহোৎকণ্ঠায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, নবীন তৃণ-ভক্ষণে বিরত ও আর্ত্ত হইয়া গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। অথবা মুক্তাবলী যেন পদ্মরাগ ও স্ফটিকাদি সুস্নিগ্ধ প্রভা-সমন্বিত ও উৎকৃষ্ট জাতীয় মণি-সকলের বিয়োগদশা ভোগ করিতেছে; পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে, তারা যেন সহসা স্বস্থান হইতে বিচলিত ও আকাশচ্যুত হইয়া ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে সুবিস্তৃত প্রভা বা তেজস্বিতা নাই। অথবা বসন্তাবসানে মধুপান-মত্ত মধুকর-যুক্ত বিকসিতপুষ্পা বনলতা যেন প্রবল-দাবাগ্নিবেষ্টিত হইয়া একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাজপথ সকল জনসঞ্চার-বিরহিত ও পণ্য-বীথিকা সমুদয় সংরুদ্ধ হওয়ায়, অযোধ্যানগর প্রচ্ছন্ন চন্দ্রনক্ষত্রশালী মেঘসমাবৃত আকাশের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। অথবা পানভূমি যেন মদ্যপায়িগণের বিরহে, মদ্যহীন ভগ্নপাত্রপরিবৃত ও অসংস্কৃত হইয়া অনাবৃত স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অথবা কি চত্বরভূমি (চাতলা), কি পানপাত্র, কি স্তম্ভ, সমুদায়ই ভগ্ন হইয়াছে; জলের আর লেশমাত্র নাই, এই প্রকার অবস্থায় যেন কোন জলছত্রশালা ভূগর্ভে নিহিত ও পতিত হইয়াছে। অথবা বিপুল, বিস্তৃত ও পাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিলা) যেন বলবান্ পুরুষগণের বাণপরম্পরায় ছিন্ন হইয়া ধনু হইতে ভূমিতলে স্খলিত হইয়াছে; অথবা যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বারোহি-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাহিত অশ্ব যেন বিপক্ষ সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া, রণভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। ১-১৭

শ্রীমান্ দশরথনন্দন ভরত রথে অবস্থান করত সেই রথবরের পরিচালক সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন,—পূর্ব্বে অযোধ্যায় যে দিগন্তপ্রসারী সুগভীর গীত ও বাদ্যশব্দ শুনা যাইত, আজ কি জন্য তাহা শ্রুত হইতেছে না? বারুণী, মদগন্ধ, মাল্য, চন্দন ও অগুরু এই সকলের গন্ধ আর পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট যানশব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্ব-গর্জ্জন, প্রমত্ত মাতঙ্গ-ধ্বনি এবং সুবিপুল রথ-নিঃস্বনও আর শ্রবণ-পথে পতিত হয় না। আর্য্য রাম নির্ব্বাসিত হওয়াতে অযোধ্যার তরুণ পুরুষগণ শোক-সন্তপ্ত হইয়া চন্দন ও অগুরুগন্ধ এবং মহামূল্য মাল্য সকলও আর ধারণ বা গ্রহণ করিতেছে না। লোক সকলও আর পূর্ব্বের ন্যায় বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া বহির্ভাগে নির্গত হয় না। সমুদায় নগরই রামের শোকে অভিভূত হওয়াতে পুরমধ্যে উৎসব-সকলও প্রবর্ত্তিত হয় না। ফলতঃ, আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, নগরীর সমুদায় শোভা-সমৃদ্ধিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছে। এক্ষণে বেগবান্ বৃষ্টি-ধারাচ্ছন্ন শরৎকালীন অথবা শুক্লপক্ষীয় রজনীর ন্যায় অযোধ্যার আর কিছুমাত্র শোভা বা সৌন্দর্য্য নাই। কত দিনে মদীয় ভ্রাতা আর্য্য রাম মহোৎসবের ন্যায় পুনরায় এখানে আগমন করিবেন? কত দিনে আবার তিনি গ্রীষ্মকালের মেঘের ন্যায় অযোধ্যায় সমুদিত হইয়া, সকলেরই হর্ষ সমুৎপাদন করিবেন? অযোধ্যায় আর পূর্ব্বের ন্যায় তরুণ পুরুষগণ সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া, উদ্ধত-গমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া, প্রধান প্রধান রাজপথ-সকলের শোভা বিস্তার করে না। সারথির সহিত এইপ্রকার

কথোপকথন করিতে করিতে ভরত দুঃখিত হইয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ-পূর্ব্বক অগ্রেই সিংহহীন গুহার ন্যায় নরেন্দ্র-বিবর্জ্জিত সেই পিতার আবাসে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে, সূর্য্যদেব রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলে দিবা যেমন নিষ্প্রভ হইয়া দেবগণের শোক সমুৎপাদন করিয়াছিল,[১] তদ্রূপ দশরথের অন্তঃপুর তাঁহার বিরহে শোভাহীন ও সর্ব্বতোভাবে সংস্কার-বিহীন হইয়াছে দেখিয়া ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৮-২৮

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃদিগকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে কহিলেন,—আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব; তজ্জন্য আপনাদের সকলেরই আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া, পিতা ও ভ্রাতার বিরহ-জনিত সকল দুঃখ বহন করিব। পিতৃদেব স্বর্গগত হইয়াছেন এবং পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বনবাসী হইয়াছেন। সেই মহাযশস্বী রামই অযোধ্যার রাজা; অতএব আমি রাজ্যার্থ তাঁহার প্রতীক্ষা করিব। মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর কথা শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ সকলেই কহিলেন,—ভরত! তুমি ভ্রাতৃবাৎসল্য বশতঃ যাহা বলিলে, তাহা নিরতিশয় শ্লাঘনীয় এবং তোমারই অনুরূপ। তুমি নিত্যই বন্ধুগণে অনুরাগ-সম্পন্ন ও ভ্রাতৃগণে সৌহার্দ্দবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা সৎপদবী অবলম্বন করিয়া আছ। অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবে? ভরত মন্ত্রিগণের মুখে আপনার অভিলাষানুরূপ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্রকে রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর রথযোজনা হইলে, প্রফুল্লবদনে সমুদায় জননীকে বিহিতবিধানে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারূঢ় হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ-পরিবৃত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে যাইতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ ও সকল দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করিয়া, যে পথে গেলে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ১-১০

ভরত প্রস্থান করিলে পর গজ-বাজি-রথ-সমাকুল তদীয় সৈন্য অনাহূত হইয়াও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; পুরবাসিগণও তাহাতে যোগদান করিল। এ দিকে ভ্রাতৃবৎসল ধার্ম্মিক ভরত রামের পাদুকা-যুগল ধারণ করিয়া রথারোহণে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক তত্রত্য গুরুদিগকে কহিলেন,—ভ্রাতা রাম স্বয়ং এই উৎকৃষ্ট রাজ্য আমাকে ন্যাস- (গচ্ছিত) স্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই হেমভূষিত পাদুকাযুগল এই রাজ্যের যোগক্ষেমবিধান করিবে।[১] অনন্তর রামের প্রদত্ত সেই পাদুকাদ্বয় মস্তকে করিয়া, দুঃখসন্তপ্ত হইয়া সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডলকে কহিলেন,—তোমরা আর্য্য রামের চরণস্বরূপ এই পাদুকাযুগলে সত্বর ছত্র ধারণ কর। এই পাদুকাদ্বয় দ্বারা রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম-ব্যবহার স্থিরতর আছে। ভ্রাতা রাম সৌহার্দ্দ্যবশতঃ আমাকে এই রাজ্যরূপ পরম উৎকট ন্যাস অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যত দিন না অযোধ্যায়

১। পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণের নিকট দেবগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। রাহু সূর্য্যকে পাতিত করেন, তখন দিবারাত্রির বিভাগ বন্ধ হইয়াছিল, দেবগণ নিজ নিজ লোক হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বৃত্তান্ত বলিলে, ব্রহ্মার আদেশে অত্রি সাতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যাধিপত্য করিয়াছিলেন। এই কথা মহেশ্বর তীর্থ, গোবিন্দরাজ প্রভৃতি বলেন। কতক বলেন, এই উপমা কবি-কল্পিত।

১। সময়ান্তরে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট রক্ষার উদ্দেশে যে বস্তু রাখা যায়, উহাকে 'ন্যাস' 'গচ্ছিত রাখা' বলে, এই ন্যাসস্বরূপ রাজত্বের রক্ষণাবেক্ষণাদিও রামের পাদুকাধীন, আমার অধীন নহে, ইহাই ভরতের বলিবার অভিপ্রায়।

শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা-পূজা

প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাবৎ আমি যথাবিধানে এই রাজ্য পালন করিব এবং তিনি আসিলে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে পুনরায় তদীয় চরণে এই পাদুকা সংযোজিত করিয়া সন্দর্শন করিব। অনন্তর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহারই রাজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সমস্ত ভার ন্যস্ত করত তাঁহাকে গুরুজনোচিত সেবা করিব। তৎকালে নিক্ষেপস্বরূপ এই পাদুকাযুগল, রাজ্য ও অযোধ্যার সহিত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া, আমি বিগতপাপ হইব। এই বলিয়া, বীরবর প্রভু ভরত তৎকালে বল্কল ও জটাধারণ-পূর্ব্বক মুনিবেশধারী হইয়া, সৈন্যগণ সহ নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি স্বহস্তে বালব্যজন ও ছত্র ধারণ করিয়া, রাজ্যশাসন-বৃত্তান্ত সমুদায় রাম-জ্ঞানে পাদুকার গোচর করিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীমান্ ভরত রামের পাদুকাযুগলের অভিষেক করিয়া, স্বয়ং তাহার অধীনে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজ্য-ঘটিত যাহা কিছু করিতে হইবে এবং যে কিছু বহুমূল্য উপঢৌকন উপস্থিত হইত, অগ্রে তৎসমস্ত পাদুকাযুগলে নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং যথাবিধানে তাহার ব্যবহারাদি করিতেন। ১১-২৪

ষোড়শাধিকশততম সর্গ

এ দিকে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রাম তপোবনে থাকিয়া অবলোকন করিলেন, তত্রত্য তাপসগণ ভীত ও আশ্রমান্তরগমনে উৎসুক হইয়াছেন।[১] পূর্ব্বে যে সকল তাপস চিত্রকূটস্থ সেই আশ্রমে রামকে আশ্রয় করিয়া নিয়ত আনন্দিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐ প্রকার ঔৎসুক্য-পরতন্ত্র হইয়াছেন। তাঁহারা ভ্রূকুটিকুটিল-নয়নে রামকে নির্দ্দেশ করিয়া, শঙ্কিতভাবে পরস্পর ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতেছেন। তদ্দর্শনে রাম আত্মবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতি ঋষিকে কহিলেন,—[২] ভগবন্! আমাতে পূর্ব্বানুচরিত রাজোচিত ব্যবহারের কি কিছু বিকৃতভাব দেখিয়াছেন যে, সেই জন্য আপনাদের মনোবিকার জন্মিয়াছে? অথবা ঋষিগণ আমার অনুজ মহানুভব লক্ষ্মণকে প্রমাদবশতঃ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়াছেন? কিম্বা আমার শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্তা জনক-দুহিতা সীতা কি প্রমাদবশতঃ আপনাদের প্রতি কোন অযথাচরণ করিয়াছেন? তখন তপোবৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ আশ্রমস্বামী ঋষি, জরা-প্রভাবে যেন কম্পমান হইয়া, সর্ব্বভূতে দয়াপরতন্ত্র রামকে কহিলেন,—১-৮

তাত! শুচিস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সেই জানকী কাহারও প্রতি, বিশেষতঃ ঋষিগণের প্রতি কি কখন কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন? তবে তোমারই নিমিত্ত ঋষিগণের উপর রাক্ষসদিগের অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই ভয়ে ভীত হইয়াই পরস্পর ঐ প্রকার কথোপকথন করিতেছেন। রাবণের অনুজ খর নামে কোন দুর্দ্দান্ত, নৃশংস, নির্ভীক, নরখাদক রাক্ষস জনস্থানবাসী ঋষিদিগের সকলকেই সবিশেষ নিপীড়িত করিয়া, তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। তাত! তুমি যে অবধি এই আশ্রমে

১। চৈত্র শুক্লা দশমীতে পুষ্যা নক্ষত্রে রামের বনপ্রস্থান, তার পর পূর্ণিমার দিন রাত্রে দশরথের মৃত্যু, তার পর ১৫ দিন পরে ভরতের আগমন, রাজার দাহ এবং ১৫ দিনে শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ, এইরূপে বৈশাখ মাস অতীত, জ্যৈষ্ঠে ভরতের চিত্রকূটে গমন। তার পর সমগ্র বর্ষাকাল। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রামের চিত্রকূটে অবস্থান, তৎপরে তাপসগণের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, ভরতের গমনের অব্যবহিত পরেই রামের তপস্বিগণের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা। পদ্মপুরাণে ভরতের অযোধ্যায় ফিরিয়া আসার পর কাকবৃত্তান্ত বর্ণন আছে, এই ঘটনাটি বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার অভিজ্ঞান বর্ণনে সংক্ষেপে আছে। ঘটনাটি এইরূপ—একদা ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকরূপে আসিয়া সীতার স্তন বিদারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐষীকাস্ত্র ত্যাগ করেন। বায়সরূপী জয়ন্ত ত্রিভুবনে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া রামের শরণাগত হয়, পরে রাম অস্ত্রের অমোঘতার জন্য তাহার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া প্রাণদান করেন।

২। কুলপতি ঋষি জরাজীর্ণ বাল্মীকি, ইনি কবি বাল্মীকি হইতে ভিন্ন, চিত্রকূটবাসী ঋষিসঙ্ঘের নেতা—প্রভু।

বাস করিতেছ, সেই অবধি রাক্ষসেরা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রূর, ভীষণ অশুভ-দর্শন নানারূপ বিকট মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কখন বা তাহারা নানাপ্রকার পাপজনক ও অশুচি-পদার্থ প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক ঋষিগণের গুরুতর অনিষ্টসাধন করিতেছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বভাব ঋষিদিগকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ পীড়ন করিয়া থাকে এবং আশ্রমের সকল স্থানেই অজ্ঞাতসারে বিচরণ-পূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন ঋষিদিগের প্রাণ সংহার করিয়া আমোদ প্রকাশ করিতেছে। আবার হোমের সময়ে স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, অগ্নি সকলে জলসেচন এবং কলস ভগ্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই অদ্য ঋষিগণ ঐ সকল দুরাত্মা কর্ত্তৃক উপদ্রুত আশ্রম সকল ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আমাকে স্থানান্তরগমন জন্য অনুরোধ করিতেছেন। রাম! পাপাত্মা রাক্ষসগণ এক্ষণে তাপসগণের প্রাণসংহার না করিতে করিতেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিব। ৯-১৯

এই আশ্রমের নিকটেই মহর্ষি অশ্বের যে প্রচুর ফলমূলসম্পন্ন বিচিত্র তপোবন আছে, আমি সগণে পুনরায় তাহাই আশ্রয় করিব। তাত! যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে নিশাচর খর তোমার প্রতি কোন প্রকার অবৈধ আচরণ না করিতে করিতে তুমি আমাদের সমভিব্যাহারী হও। হে রঘুনন্দন! যদিও তুমি সতত সাবধানে আছ এবং রাক্ষসবিনাশেও তোমার সামর্থ্য আছে, তথাপি পত্নীর সহিত এই আশ্রমে সন্দেহে বাস করা নিতান্ত ক্লেশকর হইবে। আশ্রমস্বামী ঋষি আশ্রমান্তরগমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া, রাজপুত্র রাম তাঁহাকে 'আপনারা ভয় পাইবেন না, আমি রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াও কোনমতেই ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর আশ্রমস্বামী, (ঋষিগণ বিয়োগে খিন্ন) রামকে অভিনন্দন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া, সেই আশ্রম ত্যাগ-পূর্ব্বক সদলে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলে, রাম কিয়দ্দূর অনুগমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়া, পরে আশ্রমস্বামীর অভিবাদনান্তে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনসময়ে ঋষিগণ সকলেই প্রীতি সহকারে সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সেই প্রভু রাঘব ঋষিবিরহিত আশ্রমকে অতঃপর ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিয়া থাকিতেন না। কতিপয় ঋষি আর্য্যচরিত রামের অনুগত হইয়া তথায় বাস করিলেন[৩]। ২০-২৬

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ

তাপসেরা আশ্রমান্তরে প্রস্থান করিলে, রাম চিন্তা করিয়া বিবিধ কারণে তথায় বাস করিতে অভিলাষী ছিলেন না। এই স্থানে মাতৃগণ, নগরবাসিগণ এবং ভ্রাতা ভরত সকলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথা সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া আমাকে শোকাকুল করিতেছে। বিশেষতঃ, এই স্থানে মহাত্মা ভরতের সেনা সকল স্কন্ধাবার[১] সন্নিবেশ করিয়াছিল, এবং হস্তী ও অশ্ব সকল মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করাতে আশ্রম-ভূমি অশুচি হইয়াছে; অতএব আমি স্থানান্তরে গমন করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই মহাযশা রাম অত্রির তপোবনে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভগবান্ অত্রিও

৩। এই সর্গের শেষোক্ত শ্লোক দুইটির ছন্দ, কোন ছন্দের সহিত মিল হয় না। গোবিন্দরাজ বলেন, শ্লোকদ্বয়ের বৃত্ত চিন্তনীয়।

১। রাজধানী হইতে সৈন্যগণ নির্গত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করে, সেই শিবিরসন্নিবেশের নাম স্কন্ধাবার।

তাঁহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন। স্বহস্তে আতিথ্য-বিধান ও সমুচিত সংকার-পূর্ব্বক মহাভাগ লক্ষ্মণ ও সীতাকে সম্যক্ সান্ত্বনা প্রদান (বাক্য দ্বারা তুষ্ট) করিলেন। সর্ব্বভূত-হিতে রত ধর্ম্মজ্ঞ অত্রি তথায় সমাগত স্বীয় বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী তাপসী মহাভাগা অনসূয়াকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রীতিভরে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কহিলেন,—তুমি এই জনক-নন্দিনীকে বিহিতবিধানে অভ্যর্থনা দ্বারা সৎকৃত কর। পরে তিনি রামের নিকটে সেই ধর্ম্মচারিণী অনসূয়ার পরিচয় দিয়া বলিলেন, দশবর্ষ অনাবৃষ্টিতে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইলে এই দৃঢ়ব্রত-নিয়ম-নিষ্ঠা-সম্পন্না অনসূয়া স্বীয় কঠোর তপস্যা-বলে পুনরায় ফলমূল সৃষ্টি ও ভাগীরথীর উদ্ভব-সাধন করিয়াছিলেন। তাত! ইনি ব্রতানুষ্ঠান সহকারে যে দশ-সহস্র-বর্ষব্যাপী গুরুতর তপস্যা করেন, তৎপ্রভাবে ঋষিগণের সমুদায় তপোবিঘ্ন একবারেই নিবৃত্ত হইয়াছে। হে অনঘ! আবার, এই অনসূয়া দেবগণের কার্য্য-সাধনার্থ সবিশেষ ত্বরান্বিতা হইয়া, দশরাত্রিকে একরাত্রি করিয়াছিলেন; এই সকল কারণে ইনি মাতৃবৎ পূজনীয়া।[২] বৈদেহী এক্ষণে অক্রোধনা, সর্ব্বভূতের নমস্কারার্হা এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন। ভগবান্ অত্রি এই প্রকার কহিলে, রঘুনন্দন রাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কহিলেন,—১-১৪

রাজপুত্রি! মহর্ষি যাহা বলিলেন, সমুদায় সবিশেষ শ্রবণ করিলে। এক্ষণে নিজের কল্যাণের নিমিত্ত অবিলম্বে এই তপস্বিনী অনসূয়ার অনুগামিনী হও। ইনি পরম তপঃশালিনী ও সকল লোকেরই আদরণীয়া, এবং স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে লোকমধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; তুমি শীঘ্রই ইঁহার শরণাপন্ন হও। যশস্বিনী জনকনন্দিনী স্বামীর এই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রি-পত্নীর শরণার্থিনী হইলেন। জরা-প্রযুক্ত তাঁহার সর্ব্বশরীর শিথিলিত ও বলিত, কেশ সকল পাণ্ডুবর্ণ এবং বায়ুবেগ-বিকম্পিত কদলীর ন্যায় তাঁহার দেহ সর্ব্বদাই কম্পমান। সীতা সেই মহাভাগা পতিব্রতা অনসূয়াকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজ নাম প্রকাশ-পূর্ব্বক পরিচয় দিলেন। জানকী সেই দমগুণান্বিতা, পতিব্রতা, মহাভাগা অনসূয়াকে প্রণাম-পূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা ঋষিপত্নী মহাভাগা ধর্ম্মচারিণী জনকনন্দিনীকে দর্শন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তুমি যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মপালন কর, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। হে মানিনি! জ্ঞাতিজন ও সম্মানসমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া তুমি যে বনবাসব্রত-দীক্ষিত রামের অনুগামিনী হইয়াছ, ইহাও অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। স্বামী নগরে বা বনে যেখানেই থাকুন, শুভ বা অশুভ যাহাই হউন, যাঁহাদের ভর্ত্তাই পরম প্রিয়তম, সেই সমুদয় নারীদিগের জন্য মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ, স্বামী দুঃশীল, যথেচ্ছাচার অথবা ধনহীন, যাহাই হউন, আর্য্য-স্বভাব স্ত্রীগণের তিনি পরম দেবতা। জানকি! স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কেহ বিশিষ্ট যে বান্ধব আছেন, ইহা আমার বোধ হয় না। পতি ইহলোক ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপ।

২। এই ঘটনা মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ১৬ শাধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"প্রতিষ্ঠান" পুরে (প্রয়াগে) কোন কৌশিকগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েন। উঁহার পত্নী অত্যন্ত পতিব্রতা এবং স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এক দিন পত্নীকে বলিলেন, আমি যে বেশ্যাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার নিকট আমাকে লইয়া চল। স্বামীর বাক্যে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যাবাড়ী যাইবার পথে শূলে বিদ্ধ মাণ্ডব্য ঋষি অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ শূলে ব্রাহ্মণ পদ দ্বারা আঘাত করায় মাণ্ডব্য ক্লিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত দেন যে, আমার এই অবস্থায় শূলটি নাড়িয়া যে কষ্ট দিল, সে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে দেহত্যাগ করিবে। ঐ বাক্য শ্রবণে পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নী বলিলেন, সূর্য্য আর উদিত হইবেন না। তখন হইতে দশদিন আর সূর্য্য উঠিলেন না, দেবগণ ক্রিয়ালোপে অধীর হইয়া ব্রহ্মাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন, পরে ব্রহ্মার উপদেশে অত্রিপত্নী অনসূয়ার শরণাপন্ন হয়েন, অনসূয়া সূর্য্যকে পূর্ব্বমত উঠিতে বলিয়া সূর্য্যোদয়ে মৃত কৌশিক ব্রাহ্মণকে রোগমুক্ত—পুনর্জীবিত করেন। এইরূপে ব্রাহ্মণপত্নীর বৈধব্য নাশ, দেবগণের কার্য্যোদ্ধার, ব্রাহ্মণবাক্য রক্ষা সকলই হইয়াছে।

কামপরতন্ত্রহৃদয়া, অসতী কামিনীগণ—যাহারা ভরণ-পোষণার্থ কেবল ভর্ত্তাকে নাথ বলিয়া থাকে, তাহারা ঐ প্রকার গুণদোষ অবগত নহে। হে মৈথিলি! উল্লিখিত-নিকৃষ্ট-গুণশালিনী কামিনীগণ নিশ্চয়ই অকার্য্যের বশীভূত হইয়া যুগপৎ যশ ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা তোমার ন্যায় গুণগ্রামে বিভূষিত এবং লোকে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সমস্তই জ্ঞানগোচর করিয়াছে, তাদৃশ রমণীরা প্রকৃত পুণ্যশীলের ন্যায় স্বর্গেই বিচরণ করেন। অতএব তুমি পতিব্রতা কামিনীগণের নিয়মানুসারিণী হইয়া সৎপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বামীর সহধর্ম্মচারিণী হও; তাহা হইলে যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে। ১৫-২৯

অষ্টাদশোত্তরশততম সর্গ

অসূয়াবর্জ্জিতা জনকনন্দিনী সীতা অনসূয়াকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, অনসূয়ার বাক্য অভিনন্দন করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আপনি যে উপদেশ করিলেন, পতিই স্ত্রীলোকের গুরু, ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আমিও ইহা বিদিত আছি। যদি আমার এই স্বামী দরিদ্র ও অসচ্চরিত্র হইতেন, তাহা হইলেও আমার যখন তাঁহার প্রতি দ্বৈধভাব পরিহার-পূর্ব্বক সদয় ব্যবহার করা মাদৃশ রমণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন যে স্বামী জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, পিতা ও মাতার ন্যায় নিরতিশয় প্রীতিমান্ এবং শ্লাঘ্যগুণসম্পন্ন, তাঁহার প্রতি যে সমুচিত ব্যবহার করিতেছি, তাহা বিচিত্র কি? মহাবল রাম আর্য্যা কৌশল্যার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করেন, অন্যান্য রাজমহিষীগণের প্রতিও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন কি, রাজা দশরথ একবারমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, নৃপবৎসল বীরবর ধর্ম্মজ্ঞ রাম অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সে স্ত্রীকেও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি যখন এই ভয়াবহ বিজন কাননে আগমন করি, তখন শ্বশ্রূ কৌশল্যাও আপনার ন্যায় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্থির-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহকালে অগ্নির সমক্ষে মদীয় জননী যাহা উপদেশ করেন, তাহাও আমি মনে করিয়া রাখিয়াছি। অয়ি ধর্ম্মচারিণি! পতিসেবা ভিন্ন অন্যবিধ তপস্যা স্ত্রীগণের বিহিত নহে ইত্যাদি, মদীয় আত্মীয়বর্গ যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী পতিশুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। আপনিও সাবিত্রী-সদৃশ-চরিত্রা; সুতরাং স্বামি-সেবা-বশতঃ স্বর্গে গমন করিবেন। সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ ও স্বর্গীয় দেবতা রোহিণীকেও এক মুহূর্ত্ত চন্দ্র-বিনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে বরণীয়া রমণীগণ স্বামীর প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন হইয়া সকলেই স্বামিসেবা-রূপ স্ব স্ব পুণ্যকর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। ১-১২

তখন অনসূয়া সীতার বাক্য শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সীতার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আহ্লাদিত করিতে করিতে বলিলেন,—আমি নানাপ্রকার নিয়মানুষ্ঠান দ্বারা যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, অয়ি শুচিস্মিতে জনকনন্দিনি! সেই তপোবলে তোমাকে এক্ষণে বরদান করিতে ইচ্ছা করি। মৈথিলি! তোমার বাক্য যেরূপ যুক্তিযুক্ত, সেইরূপ অতিমাত্র পবিত্র। ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব? জনক-নন্দিনী, তপোবল-সমন্বিতা অনসূয়ার কথা শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া, মৃদুহাস্য সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার অনুগ্রহেই আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে।[১] ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া এই কথায় আরও

১। আমার সকল কামনাই পূর্ণ আছে, কিছু করিবার নাই, ইহাই সীতোক্তির ভাবার্থ।

প্রীতিমতী হইয়া সীতাকে কহিলেন, জানকি! তোমাকে দেখিয়া আমার যে অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আমি অবশ্যই তৎসমুচিত প্রতিদান করিয়া সেই হর্ষ সফল করিব। অতএব জনকনন্দিনি! এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ, সমস্ত অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন আমি প্রীতি-পূর্ব্বক তোমায় প্রদান করিলাম।[২] এ সকল ব্যবহার করা তোমারই শোভা পায়। ব্যবহার করিলেও এ সকল নিয়ত অনুরূপ অম্লান থাকিবে। জানকি! এই দিব্য অঙ্গরাগ দেহে লেপন করিলে, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর, তুমিও তেমনি স্বামীর শোভা-সাধন করিবে। তখন সীতা অনসূয়ার অত্যুৎকৃষ্ট প্রীতিদানস্বরূপ সেই বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার সমস্ত ও মাল্য প্রতিগ্রহ করিলেন।[৩] এই-রূপে যশস্বিনী জনকনন্দিনী প্রীতিদান প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও ধীরভাবে তপস্বিনীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দৃঢ়ব্রতা অনসূয়া কোনরূপ প্রিয়কথা শুনিবার আশয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৩-২৩

জানকি! আমি শুনিয়াছি, এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ম্বরে তোমাকে লাভ করিয়াছেন; এক্ষণে উক্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব যেরূপ ঘটিয়াছিল, সমস্তই আমার নিকট বর্ণন কর। জনকনন্দিনী এই কথায় ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে 'শ্রবণ করুন' বলিয়া স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন; —জনক নামে মিথিলায় যে ধর্ম্মবিৎ মহাবীর রাজা আছেন, তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। তিনি যজ্ঞের জন্য লাঙ্গল হস্তে ক্ষেত্রকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, আমি ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহার পুত্রীরূপে সমুত্থিতা হইলাম। রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ধূলি-ধুসরিত-সর্ব্বাঙ্গী আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইয়া, স্নেহভরে স্বয়ং ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সন্তান ছিল না; এই জন্য আমাকে তনয়া স্বীকার করিয়া আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে মনুষ্য-বাক্য-সদৃশী এইপ্রকার দৈববাণী হইল,—"রাজন্! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তোমার পুত্রী হইলেন।" ধর্ম্মাত্মা পিতা রাজা জনক এই দৈববাণী শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি আমাকে লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি আমাকে অভীষ্ট দ্রব্যের ন্যায়, পুণ্য-পরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তিনিও আমাকে জননীর ন্যায় সৌহার্দ্দ ও স্নেহ-প্রদান-পূর্ব্বক লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পরে পিতা আমার বিবাহোপযোগী বয়ঃক্রম উপস্থিত দেখিয়া, ধননাশে নির্দ্ধনের ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৪] কেন না, কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য হইলেও, তাঁহাকে বরপক্ষীয় সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট অসম্মানাদি প্রাপ্ত হইতে হয়। সেই অসম্মানেরও আর বিলম্ব নাই, সবিশেষ দর্শন করিয়া রাজা জনক চিন্তার্ণবে একবারেই মগ্ন

২। অঙ্গরাগ।—শরীরের ময়লা উঠাইয়া কেবল চন্দনাদি দ্বারা যে শরীর অনুরঞ্জিত করা। অনুলেপন—কর্পূর অগুরু কস্তুরী কল্লোল দ্বারা সাধিত যক্ষকর্দ্দমকে বলে। এই অর্থ মহেশ্বর তীর্থ করিয়াছেন। কতক বলেন, অঙ্গরাগশব্দ অঙ্গের রঞ্জক। অনুলেপন দিব্য গন্ধদ্রব্য; সুতরাং শরীর-রঞ্জক দিব্য গন্ধদ্রব্য এই অর্থই উৎকৃষ্ট।

৩। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহে অধিকার নাই বলিয়া প্রীতিদান বলা হইয়াছে, লক্ষ্মীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণের হস্তে দান অক্ষয় হইয়া থাকে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর হস্তে প্রীতি সহকারে দান করিলে যে অক্ষয় ফল হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে, এই বোধে অনসূয়া সীতাকে ঐ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল দিয়াছিলেন।

৪। মূলে "পতিসংযোগসুলভং বয়োঽবেক্ষ্য পিতা মম।" এইরূপ আছে। টীকাকারগণ ইহার অর্থে—পাণিগ্রহণোচিতং, পতিসংযোগঃ সুলভো যস্মিন্ তৎ, পতিসংযোগং বিনা স্থাতুমশক্যমনবস্থাবৎ ইত্যাদি অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় না যে, সীতা বিবাহকালে যুবতী ছিলেন, যে বয়সে স্বভাবতঃ বিবাহ হইয়া থাকে, তাদৃশ বয়স্কা আমাকে দেখিয়া এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। পরে সীতাই রামকে বলিয়াছেন "স্বয়ন্তু ভার্য্যাং কৌমারীং" "ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ", ইত্যাদি বহু বাক্যেই বাল্যবিবাহ সমর্থিত হইয়াছে, এই কথা পরে আরও বিস্তৃত-ভাবে দেখান যাইবে।

হইলেন; পোতহীন বণিকের ন্যায় কোনরূপেই পার প্রাপ্ত হইলেন না। আমি অযোনিসম্ভবা জানিয়া, তিনি অনেক চিন্তা করিয়াও কুত্রাপি আমার সদৃশ বা অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না; তজ্জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করেন। অনন্তর তাঁহার মনে উপস্থিত হইল, ধর্ম্মানুসারে কন্যার স্বয়ম্বরবিধান করিব। ২৪-৩৮

ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রসাদে লব্ধ উৎকৃষ্ট ধনু এবং অক্ষয় সায়কপূর্ণ তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ধনু এ প্রকার ভারশালী যে, মনুষ্যেরা যত্ন করিয়াও চালনা করিতে পারে না এবং নরপতিগণ স্বপ্নেও যাহাকে নত করিতে সমর্থ হয়েন না, পিতৃদেব সত্যবাদী জনক উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই ধনু প্রাপ্ত হয়েন। তিনি রাজাদিগকে প্রথমে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া, তাঁহাদের সাক্ষাতে কহিলেন,—আপনাদের মধ্যে যিনি এই ধনু উত্তোলন করিয়া জ্যাযুক্ত করিবেন, আমার দুহিতা তাঁহারই ভার্য্যা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। নরপতিগণ সেই শৈলসম ভারবিশিষ্ট ঐ ধনুরত্ন দর্শন করিয়া তাহার চালনার্থ উদ্যত হইলেন; কিন্তু সফলকাম হইতে না পারিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর বহুকালের পর এই মহাদ্যুতি রাম বিশ্বামিত্রের সহিত পিতার যজ্ঞ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। পিতৃদেব জনক, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সমবেত সত্যপরাক্রম রাম এবং ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র সকলেরই সবিশেষ পূজা করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র পিতৃদেব জনককে তথায় বলিলেন, এই রাম ও লক্ষ্মণ রাজা দশরথের পুত্র, আপনার ধনু দর্শন করিতে অভিলাষী আছেন। মহর্ষি এই প্রকার কহিলে জনক দেবদত্ত ধনু আনয়ন করিয়া রাজপুত্র রামকে দর্শন করাইলেন। মহাবল বীর্য্যবান্ রাম নিমেষমাত্রেই ঐ ধনু অবনত ও জ্যাযুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিলেন। বেগভরে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই মহৎ ধনু দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক বজ্রপাতসদৃশ শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব অত্যুৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাম পিতা দশরথের অভিপ্রায় না জানিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা দশরথকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার মতানুসারে আমাকে এই সর্ব্বলোকবিখ্যাত রামের হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সাধ্বী শুভদর্শনা ঊর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের করে সম্প্রদান করিলেন। তদবধি সেই স্বয়ম্বরে আমি রামের সহিত পরিণীতা হইয়া, ধর্ম্মানুসারে পতির প্রতি অনুরক্তা রহিয়াছি। ৩৯-৫৪

একোনবিংশোত্তরশততম সর্গ

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া এই মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা জানকীকে আলিঙ্গন করত কহিলেন,—স্বয়ম্বর যেরূপে ঘটিয়াছিল, সমস্তই পরিস্ফুট পদযুক্ত বিচিত্র মধুর বাক্যে বর্ণন করিলে, অয়ি মধুরভাষিণি! এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন; রজনীও উপস্থিতপ্রায়। বিহঙ্গগণ সমস্ত দিন আহারের অন্বেষণে দিকে দিকে বিচরণ করিয়া, সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত স্ব স্ব নীড়ে যাইবার জন্য যে শব্দ করিতেছে, উহা শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ, মুনিগণ স্নান করিয়া আর্দ্রশরীরে জলকলস হস্তে পরস্পর মিলিত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। উঁহাদের বল্কল সলিলে অভিষিক্ত হইয়াছে। ঋষিগণ বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রে হোম করাতে কপোতকণ্ঠবৎ অরুণবর্ণ ধূম সকল বায়ুবেগে আকাশপথে উত্থিত হইতেছে দেখা যাইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দূরবর্ত্তী প্রদেশে বিরল-পল্লব তরুগণও যেন ঘনীভূতের ন্যায় দিক্ সকলকে

অপ্রকাশিত করিতেছে। রাত্রিচর জীব ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে এবং ঐ আশ্রমমৃগ-সকল পুণ্যক্ষেত্র-তুল্য বেদির উপর শয়ন করিতেছে। সীতে! রজনী নক্ষত্রভূষিতা হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। চন্দ্রদেবও জ্যোৎস্নাবরণযুক্ত হইয়া আকাশে উদিত হইতেছেন।[১] অতএব আদেশ করিতেছি, তুমি রামের অনুচরী হও। তোমার মধুর কথাবার্ত্তায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। মৈথিলি! এক্ষণে তুমি আমার সমক্ষে অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমার প্রীতিবর্দ্ধন কর। বৎসে জানকি! দিব্যালঙ্কারে তোমার বিচিত্র শোভা হইবে। ১-১১

তখন সুরকন্যা-সদৃশী দিব্য-লাবণ্যা জনকদুহিতা সম্যক্‌বিধানে অলঙ্কার সকল পরিধান করিয়া, নত-মস্তকে অনসূয়ার চরণ-বন্দনান্তে রামের নিকট গমন করিলেন। বক্তৃবর রাম সীতাকে অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া, তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতিদান-নিবন্ধন আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর তাপসী-প্রদত্ত বসনা-ভরণ ও মাল্য প্রভৃতি প্রাপ্তির কথা সীতা রামের গোচর করিলেন। অনসূয়ার এই প্রীতিদান সচরাচর মানুষলোকে দুর্লভ; এ কারণ রাম ও মহারথ লক্ষ্মণ উভয়েই সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর রাম ঋষিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া এবং সুধাংশু-মুখী সীতাকে দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রিপ্রভাত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে স্নানান্তে অনলে আহুতি দান-পূর্ব্বক উপবিষ্ট বনবাসী ঋষিদিগের নিকট উপনীত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মচারী বনচর তাপসগণ তাঁহা-দিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ এই অরণ্যে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! নানারূপ নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং রুধিরপায়ী হিংস্র জন্তু সকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। তাহারা অশুচি বা অসাবধান ব্রহ্মচারী তাপসকে ভক্ষণ করে; অতএব তুমি তাহাদিগকে নিবারণ কর। মহর্ষিগণের বনমধ্যে ফল আহরণ করিবার এই পথ। তুমিও এই পথ দ্বারা বনে গমন করিতে পারিবে। তপস্বিগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ-পূর্ব্বক এই প্রকার কহিলে, শত্রুতাপন রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত, মেঘমণ্ডলে সূর্য্য যেমন গমন করেন, সেইরূপ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১২-২২

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ

১। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরের দিন রাম যাত্রা করিয়া অত্রির আশ্রমে গিয়াছিলেন।

বাল্মীকি-রামায়ণ

আরণ্যকাণ্ড

প্রথম সর্গ

আত্মবান্ রাম দণ্ডক-নামক মহারণ্যে[১] প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। কুশ ও চীর-পরিব্যাপ্ত, ব্রাহ্মী শোভায় উদ্ভাসিত, অতএব আকাশস্থ প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্দ্দর্শ সেই আশ্রম-সমুদায় সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থল; উহাদের প্রাঙ্গণভূমি সদাই পরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পশু ও পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ। অপ্সরাগণ নিত্যই দলে দলে আসিয়া উহার সমীপে নৃত্য করত উহার পূজা করিতেছে। উহারা বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস এবং ফলমূল দ্বারা শোভিত রহিয়াছে এবং বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য-জাত সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট পবিত্র বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ আশ্রম সকলে নিয়তই বলি ও হোম হইতেছে. প্রতিনিয়ত পুণ্যবেদধ্বনি উত্থিত হইতেছে, নানাবিধ পুষ্পসকল পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং বিচিত্র পদ্মযুক্ত সরোবর বিরাজ করিতেছে। সেই আশ্রম সকলে ফলমূলাহারী, চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধারী, সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ দীপ্তিশালী, দান্তস্বভাব প্রাচীন মুনিগণ বাস করিতেছেন। নিয়তাহারী পবিত্র পরমর্ষি-সমূহে শোভিত ও নিয়ত বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে আশ্রম সকল ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মহাতেজা শ্রীমান্ রাম মহাভাগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-শোভিত সেই তাপসাশ্রমমণ্ডল দর্শন করিয়া, স্বীয় মহাধনুর জ্যা মোচন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষিগণ রামকে ও যশস্বিনী বৈদেহী জানকীকে দেখিয়া, প্রীতি সহকারে তাঁহাদের প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন। পরে তাঁহারা উদীয়মান চন্দ্র সদৃশ ধর্ম্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিয়া, মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। ১-১২

সেই বনবাসী সকলে বিস্মিতাকার হইয়া, রামের রূপলাবণ্য, সৌকুমার্য্য এবং সুবেশতা দর্শন করিতে লাগিলেন।[২] তাঁহারা সকলে আশ্চর্য্যের ন্যায় হইয়া

১। দণ্ডক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজাকে বলাৎকার করায় শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে তাঁহার রাজ্য ও প্রজা সকল সপ্তাহমধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই স্থান সকল দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত। প্রায়শঃ মহারাষ্ট্র দেশই দণ্ডকারণ্য।

২। কোন অলঙ্কার বা উৎকৃষ্ট বসনে সজ্জিত না হইলেও যাহার অঙ্গ বিভূষিত বলিয়া বোধ হয়, উহার নাম রূপ। যথা :—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব প্রেক্ষণীয়ো বিভূষণৈঃ।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥"

সৌন্দর্য্যলক্ষণ যথা :—

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাঞ্চ সন্নিবেশে যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধো যস্তৎ সৌন্দর্য্যমিহোচ্যতে॥"

রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে অনিমেষ-লোচনে দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূত-হিতৈষী, মহাভাগ, পাবকোপম, ধর্ম্মচারী ঋষি সকল অতিথি রামকে পর্ণশালামধ্যে প্রবেশ করাইয়া, যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিয়া, পূজার্থে সলিলাদি আহরণ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিরা পরমহর্ষ সহকারে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া, ফলমূল ও পুষ্প এবং সমুদয় আশ্রম নিবেদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—রাঘব! ইন্দ্রের চতুর্থাংশ[৩] হইয়া, রাজা ইহলোকে প্রজাগণকে রক্ষা করেন। তিনি সকলেরই পূজনীয়, মান্য, দণ্ডধর এবং গুরু; তিনিই এই সকল লোকের আশ্রয়, ধর্ম্মের প্রতিপালক এবং যশস্বী। রাজা সর্ব্বলোকে নমস্কৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ, রমণীয় বস্তু উপভোগ করিয়া থাকেন। হে রাঘব! আমরা আপনার রাজ্যে বাস করিয়া থাকি; অতএব আপনা কর্ত্তৃক আমরা রক্ষণীয়।[৪] রাজন্! নগরেই থাকুন আর বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা। আমরা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় এবং একেবারেই দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি। তপস্যা ব্যতীত আর আমাদের ধন নাই; অতএব গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আমাদের রক্ষা করা আপনার উচিত। এই বলিয়া তাঁহারা ফলমূল, বিবিধ পুষ্প এবং বিবিধ বন্য আহার দ্বারা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। এইরূপ অন্যান্য সিদ্ধতাপসগণ অগ্নিসদৃশতেজা সেই প্রভুকে যথাযথরূপে তৃপ্ত করিলেন। ১৩২৩

দ্বিতীয় সর্গ

রাম এইরূপে অতিথিসৎকার লাভ করিয়া, সূর্য্যোদয়কালে সেই সমুদয় মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন নানাবিধ জন্তুগণে আকীর্ণ, ভল্লুক ও শার্দ্দূল-সেবিত। ঐ বনের বৃক্ষ ও লতা সকল বিনষ্ট এবং জলাশয় সকল অপ্রিয়-দর্শন হইয়াছে। ঐ বনে পক্ষিগণের কূজন নাই, কেবল ঝিল্লিকারব শুনিতে পাওয়া যায়। রাম-লক্ষ্মণ বনের এই প্রকার অবস্থা দেখিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত সেই ঘোর মৃগ-সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ, মহাশব্দকারী, মনুষ্য-ভক্ষক এক রাক্ষস দর্শন করিলেন। ঐ রাক্ষসের চক্ষু অতিশয় গভীর, বদন অতি বিশাল, উদর অতি নিম্ন ও উন্নত, অবয়বসংস্থান অতি বিষম। সেই রাক্ষস বীভৎস, বিষম, দীর্ঘ, বিকৃত এবং ঘোরদর্শন ছিল। সেই রাক্ষস রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল। সে মুখব্যাদান করিলে কৃতান্তের ন্যায় সর্ব্বভূতের ত্রাসোৎপাদন করিত। সে তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষত মৃগ এবং একটি দন্তযুক্ত বসার্দ্র বৃহৎ হস্তিমস্তক লৌহনির্ম্মিত শূলে বিদ্ধ করিয়া, অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সে রাম, লক্ষ্মণ ও মৈথিলী সীতাকে দেখিয়া, অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, সংহারকালীন কৃতান্তের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে ভৈরবনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূর গমনানন্তর কহিতে লাগিল। ১-৯

তোরা ক্ষীণজীবী জটাচীরধারী, অথচ ভার্য্যার সহিত ধনুঃশর ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে

লাবণ্যের লক্ষণ যথা:—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যং নিগদ্যতে॥"

সৌকুমার্য্য—পরচিত্তগ্রাহিতা অথবা মৃদুতা।

৩। ইন্দ্র শব্দে পরমাত্মা বিষ্ণু, অথবা "অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভিঃ কল্পিতো নৃপঃ" এই বচনানুসারে ইন্দ্রের চতুর্থাংশই বুঝিতে হইবে। রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ বলা হইয়াছে।

৪। অযোধ্যার রাজারা সার্ব্বভৌম বলিয়া দণ্ডকারণ্যও তাঁহাদের অধিকারমধ্যে গণ্য, এই জন্য রাম কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে বালিবধসময়ে বালিকে বলিয়াছেন যে, ভরত রাজা, তাঁহার অধিকারে এরূপ অন্যায় আচরণ করায় তুমি দণ্ডিত হইয়াছ, ইত্যাদি। যথা—

"ইক্ষ্বাকূণামিয়ং ভূমিঃ সশৈলবনকাননা।" ইত্যাদি—১৮ সর্গ ৬ শ্লোক কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

প্রবিষ্ট হইয়াছিস্।[১] তপস্বী হইয়া তোরা কিরূপে স্ত্রীর সহিত একত্রে বাস করিস্? তোরা অধর্ম্মাচারী, পাপস্বভাব এবং তোদের হইতে মুনি চরিত্র দূষিত হইয়াছে। তোরা কে? আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ। আমি প্রতিদিন ঋষিমাংস ভক্ষণ করি ও শস্ত্রধারী হইয়া এই দুর্গম বনে বিচরণ করিয়া থাকি। এই বরারোহা নারী আমার ভার্য্যা হইবে। তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্তপান করিব। সেই দুরাত্মা, দুষ্ট বিরাধের এই সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া, জনকাত্মজা সীতা ত্রস্তা হইয়া, উদ্বেগ-প্রযুক্ত বায়ুবেগে কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। রাম সুন্দরী সীতাকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে সৌম্য! নরেন্দ্র-জনকদুহিতা পবিত্রাচারসম্পন্না আমার ভার্য্যাকে বিরাধের ক্রোড়ে প্রবিষ্টা এবং নিরন্তর সুখে লালিত-পালিতা রাজপুত্রীকে অবলোকন কর। কৈকেয়ীর আমাদের প্রতি যেরূপ হওয়া অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় এবং যে উদ্দেশে সেই দূরদর্শিনী বর প্রার্থনা করেন, তাহা অদ্যই শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া উঠিবে। তিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই;[২] পরন্তু সমস্ত প্রাণীর প্রিয় বলিয়া আমাকেও বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অধুনা সেই মধ্যমা[৩] জননী কৈকেয়ী দেবী সফলমনোরথ হইলেন। ১০-২০

হে সৌমিত্রে! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও পরপুরুষ কর্তৃক সীতার স্পর্শন হইতে আমার আর সমধিক দুঃখ কিছুই নাই। রাম এই প্রকার বলিলে, লক্ষ্মণ শোকাক্রান্ত হইয়া, রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মহাক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—হে কাকুৎস্থ! আপনি বাসবের ন্যায় সর্ব্বভূতের নাথ হইয়া, বিশেষতঃ মাদৃশ ভৃত্য বর্ত্তমানে অনাথের ন্যায় এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন কেন? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে, ও প্রাণত্যাগ করিবে এবং পৃথিবী উহার রক্ত পান করিবেন। বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রক্ষেপ করেন, আমিও সেইরূপ রাজ্যকামুক ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, সেই ক্রোধ বিরাধের প্রতি মোচন করিব। আমার বাহুর বলের বেগে বেগযুক্ত হইয়া আমার শর উহার হৃদয়ে পতিত হউক ও উহার জীবন বিনাশ করুক এবং তদনন্তর ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হউক। ২১-২৬

তৃতীয় সর্গ

অনন্তর সেই বিরাধ রাক্ষস সমস্ত বন বাক্যরবে পূর্ণ করিয়া এই কথা বলিল,—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোরা বল্, তোরা কে ও কোথায় যাইবি? সেই জ্বলিতবদন রাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাতেজা রাম ইক্ষ্বাকুকুলে আত্মজন্ম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক কহিলেন,—আমরা ক্ষত্রিয়, কর্ত্তব্যাচারী; সংপ্রতি বনচারী হইয়াছি; ইহা তুই অবগত হ। আমাদিগেরও তোকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুই কে? কি জন্য এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিস্? অনন্তর বিরাধ রাক্ষস সেই সত্যপরাক্রম রামকে কহিল, ওরে রাঘব! আমি আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর্;—আমি জবনামা রাক্ষসের পুত্র, আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীর মধ্যে সমুদয় রাক্ষসেরা আমাকে বিরাধ বলিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার

---

১ বিরাধ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দুই জনের এক ভার্য্যা মনে করিয়াছিল, এই বনে প্রবেশ করিলে বিরাধের হস্তে মরিতে হয়, এই বিবেচনায় বিরাধ ক্ষীণজীবিতৌ বলিয়াছে।

২। কৈকেয়ী আমাদের এই জাতীয় বিপদের কথা যদি চিন্তা না করিতেন, তবে পুত্রের জন্য রাজ্যই প্রার্থনা করিতেন, আমার বনগমন প্রার্থনা করিতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি বনে গমন করিলে সীতাও বনে যাইবেন এবং রাক্ষস-হস্তে পতিত হইবেন, সুতরাং ভরতের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে।

৩। কৌশল্যা হইতে কনিষ্ঠা এবং সুমিত্রা হইতে জ্যেষ্ঠা বলিয়া মধ্যমা বলা হইয়াছে, পূর্ব্বে দুই এক স্থানে কনিষ্ঠা বলা হইলেও উহা কৌশল্যাপেক্ষায় বুঝিতে হইবে। মহেশ্বর তীর্থ বলেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রা হইতে কৈকেয়ী কনিষ্ঠা হইলেও অপর দশরথপত্নীগণাপেক্ষায় জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন মধ্যমা বলা হইয়াছে।

দ্বারা অচ্ছেদ্যত্ব, অভেদ্যত্ব ও অবধ্যত্ব বর লাভ করিয়াছি। অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া সত্বর হইয়া এই স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিস, সেই স্থানেই পলায়ন কর্; তাহা হইলে আমি তোদের জীবন গ্রহণ করিব না[১]। রাম ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, সেই পাপ-নিরত, বিকৃতাকার বিরাধ রাক্ষসকে এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—রে ক্ষুদ্র! তোকে ধিক্! তোর অভিপ্রায় অতি মন্দ; তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্, এক্ষণেই তাহা লাভ করিবি। অবস্থিত হ, জীবন থাকিতে আমা হইতে তোর পরিত্রাণ নাই। অনন্তর রাম অতি শীঘ্র ধনুতে বাণ যোজনা-পূর্ব্বক বহুতর নিশিত শর সন্ধান করিয়া, সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জ্যাযুক্ত কার্ম্মুক দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ, অতি বেগযুক্ত এবং গরুড় ও বায়ুতুল্য দ্রুতগামী সাতটি শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূরপুচ্ছযুক্ত শর বিরাধের দেহ ভেদ করিয়া, রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই রাক্ষস বাণে বিদ্ধ হইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উত্তোলন করিয়া, ক্রোধ সহকারে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে অতীব চীৎকার করিয়া, ইন্দ্রধ্বজ তুল্য সেই শূল ধারণ করত মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা সেই যমসদৃশ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি প্রদীপ্ত শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই যমসদৃশ বিরাধ রাক্ষস হাস্য করত অবস্থিত হইয়া জৃম্ভণ করিল। সে জৃম্ভণ করিলে, তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১-১৬

পরে সেই বিরাধ রাক্ষস নিতান্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও বর-প্রভাবে প্রাণধারণ করত শূল উদ্যত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বজ্র-সদৃশ শূলের অগ্রভাগ গগনস্পর্শী হইয়া অগ্নির সদৃশ রূপ ধারণ করিল। শস্ত্রধর-শ্রেষ্ঠ রাম দুই শরে তাহা ছেদন করিলেন। যেরূপ বজ্র দ্বারা ভিন্ন হইয়া মেরু-পর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রামশরে ছিন্ন হইয়া, বিরাধ রাক্ষসের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র দংষ্ট্রোদ্যত কৃষ্ণসর্প সদৃশ দুইটি খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহার সন্নিহিত হইয়া, বলসহকারে খড়্গ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক অতীব বধ্যমান হইয়া সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয় হস্ত দ্বারা তাঁহাদের উভয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। তখনও তাঁহাদের শরীর কম্পিত হইল না। পরে রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই রাক্ষস আমাদিগকে বহন করত এই পথ দিয়া গমন করুক। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যথায় আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, তথায় লইয়া যাউক; কেন না, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের ও গন্তব্য পথ। সেই অতি বলবান্ বিরাধ রাক্ষস স্বীয় বল দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় উত্তোলন-পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করিল। পরে সে সেই দুই জনকে স্কন্ধ-দেশে আরোপণ করিয়া, ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করত গমন করিতে লাগিল। পরে সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষিসমূহে মনোহর, শিবাগণ-সমন্বিত, চিত্রব্যাঘ্রসমাকীর্ণ ও মহামেঘ সদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল[২]। ১৭-২৬

১। ধীরে গমন করিলে হয় ত আমার মন চঞ্চল হইবে, তোদের বধ করিব, এই সুন্দরী স্ত্রী লাভ করিলাম বলিয়া তোদের জীবন লইব না।

২। মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও রামচন্দ্র নির্ভয় ছিলেন, ইহাই এই সর্গের প্রতিপাদ্য।

চতুর্থ সর্গ

রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া বিরাধ যাইতেছে দেখিয়া, সীতা স্বীয় মহা ভুজযুগল উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ; —ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস সাধু-স্বভাব, সত্যনিরত, সুপবিত্র দশরথাত্মজ রামকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। ভল্লুকগণ, শার্দ্দূল, দ্বীপী (চিতাবাঘ) ও বৃক (নেকড়ে) গণ এখন একাকিনী পাইয়া, আমায় ভক্ষণ করিবে। অতএব হে রাক্ষসোত্তম! তোমায় নমস্কার করিতেছি, তুমি ইঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই হরণ কর। বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর এই কথা শুনিয়া দুরাত্মা বিরাধের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ সেই ভয়ানক রাক্ষসের বাম হস্ত এবং রাম বেগ সহকারে তাহার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিয়া দিলেন। মেঘবর্ণ বিরাধ ভগ্নহস্ত হইয়া, নিতান্ত অবসন্ন ও একান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া, তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। বোধ হইল, যেন কোন পর্ব্বত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। সে পতিত হইলে, রাম-লক্ষ্মণ বাহু, মুষ্টি ও পদাঘাতে তাহাকে প্রপীড়িত করিয়া, বারংবার উত্তোলন-পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে পূর্ব্বে বহুবাণে বিদ্ধ ও খড়্গের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার বারংবার ভূমিতে নিষ্পিষ্ট হইল ; তথাপি মরিল না। বিপন্নের শরণ শ্রীমান্ রাম পর্ব্বত সদৃশ বিরাধকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—পুরুষপ্রবর! রাক্ষস ঈদৃশী তপস্যা করিয়াছে যে, বিদ্ধ করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে ইহাকে জয় করা সাধ্য হইবে না ; অতএব ইহাকে ভূমিতে গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিব। লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে হস্তীর ন্যায় প্রচণ্ডস্বভাব ও প্রচণ্ডপ্রতাপ-বিশিষ্ট এই রাক্ষসের নিমিত্ত বনমধ্যে এক অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। বীর্য্যবান লক্ষ্মণকে এইরূপে গর্ত্ত খননে আদেশ করিয়া শ্রীরাম স্বয়ং পদ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন। ১-১২

ঐ সময়ে নিশাচর বিরাধ পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সেই কথা শ্রবণ করিয়া, বিনয়যুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিল, হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান-প্রযুক্ত তোমায় জানিতে পারি নাই। তাত! এক্ষণে অবগত হইলাম, আপনি রাম, কৌশল্যাসতী আপনার দ্বারা উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হইয়াছেন ; আর এই মহাভাগা জানকী এবং পরম কীর্ত্তিশালী লক্ষ্মণ, ইঁহাদিগকেও এখন প্রকৃত-রূপে জানিতে পারিয়াছি। আমি পূর্ব্বে তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম। বিশ্রবার পুত্র কুবের আমায় শাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপ বশতঃ আমি পাপীয়সী নিশাচর যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। শাপদানসময়ে আমি তাঁহাকে প্রসাদন করিলে, মহাযশা বৈশ্রবণ আমায় বলিলেন, দশরথপুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় বধ করিলে পুনরায় তুমি গন্ধর্ব্বদেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে। আমি যথাসময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত হই নাই ; এই জন্য তিনি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া, 'রাক্ষস হও' বলিয়া আমায় অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। রম্ভার প্রতি আসক্ত হওয়াতেই আমায় রাজা বৈশ্রবণ ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তোমার প্রসাদে সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে পরন্তপ! তোমার স্বস্তি হউক। আমি স্বীয় লোকে গমন করিব। তাত! সূর্য্যসমতেজস্বী, প্রতাপশালী, পরমধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি শরভঙ্গ এখান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।[১] তুমি শীঘ্রই তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। রাম! এক্ষণে আমায়

১। সার্দ্ধযোজন ১২ মাইল, ৬ ক্রোশ।

গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুশলে গমন কর। গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়াই মৃত রাক্ষসগণের সনাতন ধর্ম্ম।[২] যাহারা গর্ত্তমধ্যে নিহত হয়, তাহাদের অক্ষয় লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। শর-পীড়িত মহাবল বিরাধ রামকে এই কথা বলিয়া দেহত্যাগ করত স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। রাম রাক্ষসের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন,— ১৩-২৪

লক্ষ্মণ! তুমি এই বনমধ্যে প্রচণ্ড হস্তীর ন্যায় ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের নিক্ষেপ জন্য সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণকে গর্ত্তখননে আদেশ দিয়া, বীর্য্যবান্ রাম স্বয়ং পদ দ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ করিয়া মহাত্মা বিরাধের পার্শ্বে উত্তম এক গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম শঙ্কুসদৃশ কর্ণ-সমন্বিত বিরাধের কণ্ঠদেশ মোচন করিয়া, তাহাকে উত্তোলন-পূর্ব্বক ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। বিরাধ অতি ভৈরব রবে চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত ও লঘুবিক্রম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে প্রমোদান্বিত হইয়া দারুণপ্রকৃতি ভয়-জনক রাক্ষসকে সংগ্রামে পরাজয় ও স্ববাহুবীর্য্যে উত্তোলন করিয়া, ঐরূপ অবস্থায় গর্ত্তমধ্যে নিহিত করিলেন। সকল বিষয়ে সুদক্ষ সেই দুই নরবর সুশাণিত শস্ত্রে মহাসুর বিরাধকে সংহার করা সাধ্য নহে দেখিয়া, বুদ্ধির প্রভাবে তাহার গর্ত্তে মরণোপায় অবধারণ-পূর্ব্বক তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিলেন। রাম নিজ প্রয়োজনানুরূপে বিরাধকে যেমন হঠাৎ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিলেন, কাননচারী বিরাধও তেমনি স্বয়ংই রাম হইতে আত্মবিনাশ কামনা করিয়া, নিজেই তাঁহাকে বলিল যে, শস্ত্র দ্বারা আমায় বধ করিতে পারিবেন না। রাম এই কথা শুনিয়া, তাহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর নিক্ষেপকালে মহাবল বিরাধের ঘোরতর চীৎকার ধ্বনিতে সমুদায় অরণ্য ও গর্ত্ত এককালেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মহারণ্যমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে ভূগর্ভে নিপাতিত করিয়া, উভয়েই একরূপ হর্ষভরে বিকশিত হইয়া উঠিলেন এবং ভয়হীন হইয়া প্রস্তর দ্বারা ঐ গর্ত্তের উপরিভাগ বন্ধ করিয়া দিলেন। তদনন্তর কাঞ্চন-চিত্রিত কার্ম্মুকধারী রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধকে বধ করিয়া সীতার সহিত মহাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা আকাশস্থ চন্দ্র-সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ২৫-৩৪

২। তিলককার বলেন, অতএব কলির রাক্ষস যবনগণেরও মৃত্যুর পর গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করা রূপ ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।

পঞ্চম সর্গ

অনন্তর বীর্য্যবান রাম বনমধ্যে ভীমবল রাক্ষস বিরাধকে হত করিয়া, সীতাকে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, এই বন স্বভাবতঃ দুর্গম ও কষ্টময়। ইতঃপূর্ব্বে কখনও এ প্রকার বন আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই; অতএব শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করি, চল। এই বলিয়া তিনি শরভঙ্গের আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, তপোবলে শুদ্ধাত্মা ও দেব-প্রভাববিশিষ্ট মহর্ষি শরভঙ্গের সমীপে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন। সূর্য্যাগ্নিপ্রভ দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় দেহ-প্রভায় সমুদ্ভাসিত ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া, শ্রেষ্ঠতম রথে আরূঢ় ও ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই শূন্যে অবস্থিত আছেন। তাঁহার আভরণ সকল প্রভাশালী এবং পরিধেয় বস্ত্র নিরতিশয় নির্ম্মল। তাদৃশ অলঙ্কারাদি-ভূষিত অন্যান্য অনেক মহাত্মা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। রাম নিকটে দেখিতে পাইলেন যে, মহেন্দ্রের সূর্য্যসম প্রভা-সমন্বিত শ্যামবর্ণ তুরঙ্গম-গণে সংযোজিত রথ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ছত্র সাতিশয় নির্ম্মল ও বিচিত্র মাল্যসুশোভিত

এবং শুভ্রবর্ণ মেঘ ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অতিশয় কান্তি ও দীপ্তিবিশিষ্ট। তাঁহার চামর-ব্যজন সুবর্ণনির্ম্মিত-দণ্ড-সমন্বিত, বহুমূল্য ও অতিশয় উৎকৃষ্টভাবাপন্ন। দুই উত্তমা রমণী ঐ ছত্র ও চামর ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি বীজন করিতেছে। বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব, দেবতা, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া, প্রশস্ত বাক্য-সমূহ দ্বারা সেই দেবরাজ মহেন্দ্রের স্তব করিতেছেন। তৎকালে বাসব মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার রথ উদ্দেশ করিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আশ্চর্য্য প্রদর্শন করত বলিতে লাগিলেন,—১-১২

ভাই! অবলোকন কর, পরম দীপ্তিময়, শোভা-সম্পন্ন, আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত সূর্য্যের ন্যায় ঐ বিচিত্র রথ অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে শতক্রতু ইন্দ্রের যে সকল অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঐ অন্তরীক্ষগত দিব্য অশ্বগণ নিশ্চয়ই সেই সকল অশ্ব হইবে। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে চতুর্দ্দিকে শত শত খড়্গপাণি ও কুণ্ডলধারী যুবা পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাদের সকলেরই হৃদয়দেশ অতিশয় বিশাল, বাহু অর্গলের ন্যায় বিস্তৃত ও পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ, যাঁহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি-সদৃশ হার শোভা পাইতেছে এবং সকলেই পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় পুরুষের রূপ ধারণ করিতেছেন, এই সকল পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে যে প্রকার প্রিয়দর্শন দেখা যাইতেছে, সচরাচর দেবগণেরই ঈদৃশ বয়োরূপাদি সর্ব্বদা হইয়া থাকে। অতএব হে লক্ষ্মণ! বৈদেহীর সহিত এখানে মুহূর্ত্ত-কাল অবস্থান কর, যে পর্য্যন্ত না আমি সুস্পষ্ট জানিয়া আসিতেছি যে, এই রথস্থ দ্যুতিমান্ তেজস্বী পুরুষ কে। লক্ষ্মণকে এই বলিয়া রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শচীপতি ইন্দ্র শরভঙ্গের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া, অনুচর দেবগণকে কহিলেন,—"ঐ রাম এই দিকে আসিতে-ছেন, এক্ষণে আমার সহিত আলাপ না করিতে করিতেই তোমরা আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাও।" পরে আমাকে দর্শন করিবেন।[১] ইঁহাকে এখন অন্য লোকের নিতান্ত দুষ্কর গুরুতর কার্য্যবিশেষ সম্পাদন করিতে হইবে। ইনি যখন রাক্ষসজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, সেই সময়েই অচিরাৎ ইঁহাকে দেখা দিব।" অনন্তর বজ্রধর ইন্দ্র মহর্ষি শরভঙ্গের আমন্ত্রণ ও সবিশেষ সম্মান-পূর্ব্বক অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র প্রস্থান করিলে পর রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগ্নিহোত্রে আসীন শরভঙ্গের সমীপস্থ হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সকলেই তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলে,[২] তিনি তাঁহাদিগকে বাসস্থান প্রদান ও ভোজনাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া অনুমতি দিলে পর, তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম ইন্দ্রের আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন,—১৩-২৭

হে রাঘব! এই বরদ ইন্দ্র আমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, আমি উগ্র তপস্যা দ্বারা উহা জয় করিয়াছি। অজিতেন্দ্রিয়ের উহা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু হে নরব্যাঘ্র! তুমি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছ জানিতে পারিয়া, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম না। হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাত্মা। তোমার সহিত মিলিত হইয়া আমি স্বর্গে বা অন্যত্র গমন করিব, ইহাই আমার মানস। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতি শুভ অক্ষয় লোক

১। ইন্দ্রের ঐ সময়ে রামের সহিত দেখা না করিবার কারণ—আলাপ হইলে রামের দেবত্বস্মৃতি হইবে এবং তাহা কার্য্য-ব্যাঘাতক, এবং বনবাসকালীন আমার দর্শনে বৈভবের কথা স্মরণ করিয়া কষ্টও হইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য।

২। রামচন্দ্র ঈশ্বর হইলেও ব্রাহ্মণগণের এইরূপে পূজা করিতে হয়, ইহা জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পাদগ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন।

সকল জয় করিয়াছি। আমার তপস্যার্জ্জিত তৎসমস্ত লোকই তোমায় প্রদান করিতেছি; প্রতিগ্রহণ কর। মহর্ষি শরভঙ্গ এই প্রকার কহিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুরুষপ্রবর রাম তাঁহাকে বলিলেন, হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল আহরণ করিব। পরন্তু এই অরণ্যে আপনা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া কোন বাসস্থান পাইতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্রতুল্য বলশালী রঘুনন্দন রাম এই প্রকার কহিলে, মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ পুনরায় কহিলেন,—রাম! এই বনে সুতীক্ষ্ণ নামে পরম তেজস্বী, ধার্ম্মিক ও সংযতচিত্ত কোন মহর্ষি বাস করেন, তিনি তোমার কল্যাণবিধান করিবেন। এই যে কুসুমশোভিনী মন্দাকিনী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, ইঁহার প্রতিস্রোতোভিমুখে অনুগমন করিলেই তুমি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে উপনীত হইতে পারিবে। হে নরোত্তম! তথায় যাইবার ঐ পথ দেখা যাইতেছে। তাত! সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি অধুনা এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিব; অতএব তুমি মুহূর্ত্তকাল আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, এই স্থানে অবস্থান কর। এই বলিয়া পরম তেজস্বী শরভঙ্গ যথাবিধি অগ্নি-সমাধান করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন।[৩] ভগবান্ অগ্নি ক্ষণমধ্যেই সেই মহাত্মার সমুদায় রোম, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত ও জীর্ণ ত্বক্ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় মূর্ত্তিমান্ কুমাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই অগ্নিরাশি হইতে উত্থান-পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বরূপ তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি আহিতাগ্নিগণের, মহাত্মা ঋষিগণের ও দেবগণের লোক-সমুদায় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। তথায় গিয়া পুণ্যকর্ম্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ অনুচরবেষ্টিত পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাও সেই দ্বিজকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৮-৪২

ষষ্ঠ সর্গ

শরভঙ্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, দণ্ডক-বনবাসী মুনিগণ সমাগত হইয়া, জ্বলিত-তেজা রামের শরণাপন্ন হইলেন। বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট এবং পত্রাহারী বহু তাপস, দন্তোলুখলী, উন্মজ্জক, গাত্রশয্য, অশয্য, তথা অনবকাশিক সকল, জলাহারী, বায়ুভোগী, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাহু, দান্ত, নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সজপা, এবং পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী ঋষি সকল,[১] ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মী-শ্রী-সম্পন্ন, যোগ-সমাহিতচিত্ত। এই সকল তাপসেরা শরভঙ্গের আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সকলে সমাগত হইয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—১-৭

হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রথিগণের শ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু-কুলের ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান এবং ইন্দ্র যেমন দেবতাগণের নাথ, তুমিও তেমনি সকল লোকের রক্ষাকর্ত্তা। তুমি যশ ও বিক্রম দ্বারা তিন লোকেই খ্যাতি লাভ করিয়াছ। পিতৃবাক্যপালনরূপ ব্রত,

---

৩। বৃদ্ধাবস্থায় পর্ব্বত হইতে পড়িয়া অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগের বিধান কলীতর যুগে ছিল।

> "বৃদ্ধঃ শৌচক্রিয়ালুপ্তঃ প্রত্যাখ্যাতভিষক্‌ক্রিয়ঃ।
> আত্মানং ঘাতয়েদ্ যস্তু ভৃগ্বগ্ন্যনশনাম্বুভিঃ॥
> যদ্বোৎকণ্ঠা তদাবাপ্তৌ ব্রহ্মমেধানলং ব্রজেৎ।

ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা দেখা যায়, যখন শরীর অপটু হয় এবং ব্রহ্মলোকাদিতে যাইবার উৎকণ্ঠা হয়, তখন বৈধ মরণ জন্য মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বহ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি করা যায়।

১। বৈখানস—নখলোমধারী মুনিবিশেষ। বালখিল্য—ক্ষুদ্রদেহ মুনিগণ। সংপ্রক্ষাল—ভগবানের পাদপ্রক্ষালনসলিলোৎপন্ন ঋষিগণ। মরীচিপ—সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণপায়ী। অশ্মকুট্ট—প্রস্তর দ্বারা ধান্যাদি কুটিয়া তদ্দ্বারা যাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পত্রাহারী—গলিত-পত্রভোজী। দন্তোলুখলিগণ—দাঁতের দ্বারা যাঁহারা উদূখলের কার্য্য করেন। উন্মজ্জক—আকণ্ঠ জলে থাকিয়া যাঁহারা তপস্যা করেন। অনবকাশিক—বর্ষা, বায়ু ও আতপে যাঁহারা অনাবৃত স্থানে থাকেন, ইত্যাদি।

সত্যবাক্য এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।[২] হে মহাত্মন্! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রিয়; অতএব নাথ! আমরা প্রার্থনাবান্ হইয়া আপনার নিকটে যাহা বলিব, তাহা আপনি ক্ষমা করিবেন।[৩] হে নাথ! যিনি বলি-ষড়্‌ভাগ-ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন না করেন, সেই নরপতির মহান্ অধর্ম্ম হয়। হে রাম! যিনি নিয়ত যত্নপরায়ণ ও সাবধান হইয়া স্বাধিকারবাসী প্রজাদিগকে স্বকীয় প্রাণের ন্যায় অথবা প্রাণাপেক্ষাও সমধিক প্রিয়পুত্রের ন্যায় নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই মহীপতি ইহলোকে বহুবর্ষব্যাপিনী কীর্ত্তি লাভ করিয়া, অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সবিশেষ সম্মানিত হন। ঋষিগণ ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। সেই এই মহান্ বানপ্রস্থ ঋষিগণ, যাহাতে ব্রাহ্মণই অধিক, আপনাকে রক্ষক লাভ করিয়াও নিতান্ত অনাথের ন্যায় রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইতেছেন। বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের শরীর সমস্ত বনমধ্যে নানা প্রকারে ভয়ানক রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিহত ও পতিত রহিয়াছে; আপনি আসিয়া অবলোকন করুন, পম্পা ও গঙ্গানদীর তীরবাসী এবং চিত্রকূটনিবাসী বহুসংখ্যক মুনিগণ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক অঙ্গপ্রত্যঙ্গচ্ছেদনাদি দ্বারা অতীব পীড়িত হইতেছেন। আমরা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণকৃত তপস্বিগণের এতাদৃশ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব হে শরণ্য! আমরা আশ্রয় গ্রহণার্থ আপনার নিকট আসিয়াছি। রাম! আমাদিগকে রক্ষা করুন, নিশাচরেরা আমাদিগকে নিহত করিতেছে। হে রাজনন্দন! এই পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। হে রঘুকুলচূড়ামণি! রাক্ষসগণের হস্ত হইতে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। ৮-২০

ধর্ম্মাত্মা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র তপঃসম্পন্ন ঋষিদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলকে কহিলেন, আমাকে এতদূর বলা আপনাদিগের উপযুক্ত নয়। আমি আপনাদের আজ্ঞাকারী ভৃত্য। আমি স্বীয় কার্য্যসাধন জন্যই বনে প্রবেশ করিয়াছি; সুতরাং আপনাদিগের রাক্ষসগণ-কৃত এরূপ অপকার নিবারণার্থ বিশেষ প্রযত্ন করিতে হইবে না। আমি পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এই মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। পরন্তু আমার সেই বনপ্রবেশ যদৃচ্ছাক্রমে আপনাদেরও অর্থ-সাধক হইয়াছে। আমি বনে তপস্বীদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে অভিপ্রায় করিয়াছি। তপোবলসম্পন্ন ঋষিগণ আমার ও আমার ভ্রাতার বাহুবল প্রত্যক্ষ করুন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর রামচন্দ্র তাপসদিগকে উক্তরূপ বরদান করত তাঁহাদিগের পূজা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২১-৩৬

সপ্তম সর্গ

শত্রু-তাপন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সীতা এবং দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিলেন। বহুদূর গমন করত বহূদকা বিবিধ নদী উত্তীর্ণ হইয়া, সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত এক নির্ম্মল পর্ব্বত দর্শন করিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান দুই রঘুনন্দন, সীতা সমভিব্যাহারে নানাবিধ বৃক্ষ-সমূহে বিরাজিত ঐ পর্ব্বতস্থ কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই ঘোর বনে প্রবিষ্ট হইয়া, নানাবিধ ফলপুষ্প-শালী বৃক্ষসমূহ-সমন্বিত ও চীরমালায় শোভিত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। পরে তিনি তথায়

২। কার্য্য অঙ্গহীন হইলেও ভগবৎস্মৃতিতে সকলাঙ্গ পূর্ণ হইয়া থাকে, যথা—

"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু চ।
তদ্বিষ্ণোঃ স্মরণাদেব সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।"

৩। যদিও শাস্ত্রে আছে যে, সাধারণের অগ্রে উপস্থিত হইলেই সকল মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহা হইলেও দুঃখাতিশয্য নিবন্ধন যাহা কিছু বলিতেছি, তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

তপস্যা-নিরত, নিশ্চল, তপস্যা নিবন্ধন অথবা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন মলপঙ্কজটাধারী সুতীক্ষ্ণকে অবলোকন করিয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,[১] ভগবন্! আমার নাম রাম, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে অক্ষত-তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষে! আমার সহিত সম্ভাষণ করুন। ১-৬

তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও বাহুযুগল দ্বারা রামকে আলিঙ্গন করিয়া সেই ঋষি কহিলেন,—রাম! তোমার ত স্বাগত? হে রঘুশ্রেষ্ঠ! হে ধার্ম্মিকবর! তুমি পদার্পণ করাতে আজ এই আশ্রম সফল হইল। হে মহাযশস্বিন্! হে বীর! আমি তোমার অপেক্ষাতেই এত দিন পৃথিবীতে দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই। আমি শুনিয়াছি, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়াছ। হে কাকুৎস্থ! শতক্রতু, দেবরাজ, মহাদেব, সুরেশ্বর ইন্দ্র[২] এই আশ্রমে আগমন করিয়া, আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গীয় সমস্ত লোক জয় করিয়াছি। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বরদান করিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত মদীয় তপস্যা-লব্ধ সেই সকল দেবর্ষিসেবিত লোকে আনন্দে কাল যাপন কর। পুরন্দর যেমন ব্রহ্মাকে, মনস্বী রামচন্দ্র তেমনি কঠোর-তপস্তেজে প্রদীপ্ত সত্যবাদী মহর্ষিকে কহিলেন,—৭-১৩

হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল আহরণ করিব; এক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, আপনি এই কাননমধ্যে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন। গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ বলিয়াছেন, আপনি সর্ব-বিষয়ে বিজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিত-সাধনে রত। লোকবিশ্রুত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ রামের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—রাম! এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে অনেকানেক ঋষিগণ বাস করিয়া থাকেন, ফল এবং মূলও এই আশ্রমে যথেষ্ট পাওয়া যায়; অতএব তুমি এই স্থানে বাস করিয়া বিহার কর। এই আশ্রমে অনেক বৃহৎকায় মৃগগণ আগমন করে ও অকুতোভয়ে বিচরণ করে; সকলকে লোভিত করিয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত না হইয়া প্রতিগমন করে; অতএব জানিও, মৃগগণ হইতেই যাহা কিছু ভয়; তদ্ভিন্ন এ স্থানে অন্য কোন ভয়ই নাই। লক্ষ্মণাগ্রজ বীর রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধনু ও শর গ্রহণ করিলেন ও তাঁহাকে কহিলেন,—হে সুমহাভাগ! সেই সমস্ত সমাগত পশুদিগকে আনতপর্ব্ব শাণিতধার শর দ্বারা সংহার করিব; কিন্তু তাহাতে আপনার মনে পীড়া দেওয়া হইবে; অতএব আমার ইচ্ছা নহে যে, বহুদিন এই আশ্রমে বাস করি। রাম সেই মহর্ষিকে উক্তরূপ যাথার্থ্য নিবেদন করিয়া, সন্ধ্যা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের ঐ রমণীয় আশ্রমে বাস করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া রজনী আগত হইল দেখিয়া, মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং তাপসযোগ্য শুভ অন্ন সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলেন। ১৪-২৪

অষ্টম সর্গ

রাম সুতীক্ষ্ণ-কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ঐ আশ্রমে যামিনী যাপন করিয়া, প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া, যথাকালে সীতা-সমভিব্যাহারে পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতল জলে স্নান করিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও বৈদেহী তপস্বিজনসেবিত বনমধ্যে দেবতাদিগের কালোচিত বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া, উদয়-প্রবৃত্ত

১। কতক টীকাকার বলেন, অনন্তর ইক্ষ্বাকুবংশীয় ইত্যাদি ৩টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

২। এই চারিটি বিশেষণই ইন্দ্রের।

দিনকর দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া, সুতীক্ষ্ণের নিকট যাইয়া, বিনীতবাক্যে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার নিকট আতিথ্য লাভ করিয়া, আমরা সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি; অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মুনিগণ আমাদিগকে সত্বর হইতে কহিতেছেন। দণ্ডকারণ্য-বাসী পবিত্রস্বভাব ঋষিদিগের সমস্ত আশ্রমমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন, আমরা এই সকল নির্ধূম বহ্নিসদৃশ প্রভাশালী সত্যনিষ্ঠ তপোদান্ত মুনিশ্রেষ্ঠদিগের সহিত গমন করিব। অন্যায় করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত অসদ্বংশীয় পুরুষ যেমন সাধারণের অসহ্য হইয়া উঠে, সূর্য্যের উত্তাপ তেমনি অসহ্য না হইতেই আমরা গমন করিতে বাসনা করি। রাম এই কথা কহিয়া, লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে মুনির চরণবন্দনা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ চরণস্পর্শকারী তাঁহাদিগের দুই জনকে উত্থাপন করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহান্বিত বাক্যে কহিলেন,—১-১০

রাম! সৌমিত্রি এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতার সহিত নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর। হে বীর! যোগনিবিষ্টচেতা দণ্ডকারণ্যবাসী এই সকল ঋষির রমণীয় আশ্রম দর্শন কর। তুমি প্রশস্ত-মৃগ সমাকুল, প্রশান্ত-বিহঙ্গমগণ-সমাকীর্ণ, বিবিধ ফলমূল-সমন্বিত ও পুষ্প-শোভিত অনেক বন এবং প্রফুল্ল পদ্ম-সমূহে বিরাজিত নির্ম্মল জল-সমন্বিত ও কারণ্ডবগণে পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে। অপিচ, দৃষ্টিমনোহর গিরিপ্রস্রবণ এবং ময়ূরনাদিত অরণ্যানী সকল দেখিতে পাইবে। বৎস সৌমিত্রে! গমন কর, রাম! তুমিও গমন কর; পরন্তু, আশ্রম সকল দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে প্রত্যাগমন করিও। কাকুৎস্থ রাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া, যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা দুই ভ্রাতাকে শুভতর তূণ, ধনু এবং দুই নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন রাম-লক্ষ্মণ দুই জনে দুই শুভ তূণীর ও দুই সশর শরাসন বন্ধন করিয়া, যাইবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। রূপবান্ দুই রঘুনন্দন মহর্ষির অনুজ্ঞা পাইয়া, ধনুঃশর ধারণ-পূর্ব্বক সীতা সমভি-ব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ১১-২০

নবম সর্গ

রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলে, সীতা স্নেহপূর্ণ মনোহর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—[১] আপনি যদিও অতিশয় মহাত্মা, কিন্তু পরম সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আপনার অধর্ম্ম সঞ্চিত হইতেছে। এক্ষণে কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইলেই এই অধর্ম্ম হয় না। কামজ ব্যসন তিন প্রকার;—মিথ্যাবাক্য, পরস্ত্রী-গমন এবং শত্রুতা ব্যতিরেকে প্রাণি-হনন। শেষোক্ত দুইটি প্রথমোক্ত অপেক্ষাও গুরুতর। হে রঘুনন্দন! তুমি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং করিবেও না। হে নরবর! তোমার ধর্ম্মনাশক পরস্ত্রীগমন নাই; তুমি কোন কারণ বশতঃ মনোমধ্যেও কখন পরদার অভিলাষ কর নাই, পরেও কখন করিবে না। হে রাজনন্দন! তুমি নিয়ত স্বদার-নিরত, ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেছ। ধর্ম্ম এবং সর্ব্বসত্য তোমাতে প্রতিষ্ঠিত; হে মহাবাহো! যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই ঐ সমস্ত পালন করিতে পারেন। হে শুভদর্শন! প্রাণিগণ তোমার জিতেন্দ্রিয়তা অবগত আছে। কিন্তু বিনাপরাধে প্রাণিহিংসারূপ যে ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এক্ষণে

১। এই সর্গে সীতা রামকে অকারণে বৈরিতা করিয়া রাক্ষস বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সীতার উক্তিগুলি বিনম্র ও নীতিপূর্ণ, সীতার উক্তির গভীরার্থ এই যে, সর্ব্বদা রাক্ষস জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ায় বিপদ সম্ভব এবং পিত্রাজ্ঞা পালনার্থ মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত।

তোমার সেই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিবে; এই জন্যই তুমি ধনুঃশর ধারণ-পূর্ব্বক ভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দণ্ডক নামে বিখ্যাত বনে যাত্রা করিয়াছ। অতএব তোমাকে প্রস্থান করিতে দর্শন করিয়া এবং তোমার অঙ্গীকারপালনরূপ ব্রত জানিয়া, তোমার পারলৌকিক ও ঐহিক সুখ বিষয়ে আমার মন চিন্তায় আকুল হইতেছে। হে বীর! দণ্ডকারণ্য-গমনে আমার মন হইতেছে না; কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভ্রাতার সঙ্গে বনে গমন করিবে; অতএব রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলে, কোন না কোন স্থলে অবশ্যই শরমোচন করিবে। নিকটস্থিত কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নির তেজ সাতিশয় বর্দ্ধন করে, তেমনি ক্ষত্রিয়দিগের এই ধনু যাহার নিকটে থাকে, তাহার তেজ এবং বলও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ করে। ১-১৫

হে মহাবাহো! পূর্ব্বে কোন মৃগপক্ষিসেবিত পুণ্য অরণ্যমধ্যে এক জন সত্যনিষ্ঠ পবিত্রাচারী তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ইন্দ্র ঐ তপস্বীর তপোবিঘ্ন করিবার মানসে যোদ্ধৃরূপ ধারণ করিয়া, খড়গহস্তে আসিয়া আশ্রমে সমাগত হইলেন এবং ঐ আশ্রমে ঐ তপোনিষ্ঠ মুনির নিকট ন্যাস[১] স্বরূপে ঐ খড়গ রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি ঐ অস্ত্র ন্যাসস্বরূপে লাভ করিয়া, উহার রক্ষা-বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলেন এবং বিশ্বাসঘাতক না হইতে হয়, এই জন্য ঐ অস্ত্র সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যস্ত বস্তু রক্ষায় এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াছিলেন যে, ফলমূল আহরণের জন্যও যে কোন স্থানে যাইতেন, ঐ খড়গ না লইয়া যাইতেন না। নিয়ত খড়গ বহন করাতে ক্রমে ক্রমে মুনির তপোনিষ্ঠ দূর হইয়া, স্বভাব উগ্র হইয়া উঠিল। পরে তিনি শস্ত্রসংযোগে রৌদ্রকর্ম্মে রত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন এবং অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া ঐ শস্ত্রের সহবাস-হেতু নরকে গমন করিলেন। শস্ত্র-সাহচর্য্য-হেতু পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটিয়াছিল। এই জন্য পণ্ডিতেরা শস্ত্র-সংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকার-হেতু, ইহা বলিয়া থাকেন। আমি তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি, এই জন্য, তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম, তোমাকে শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি ধনুর্দ্ধারণ করিয়া নিরপরাধে দণ্ডকবাসী রাক্ষসদিগকে হনন করিতে অধ্যবসায় করিও না। হে বীর! বিনাপরাধে কাহাকেও বধ করা তোমার উচিত নহে। আর্য্যদিগকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় বীরদিগের বনে ধনুর্দ্ধারণের প্রয়োজন। বনবাসীর কি শস্ত্রধারণ করা উচিত? তপস্বীর কি ক্ষত্রিয়স্বভাব শোভা পায়? সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এই উভয় প্রকার ধর্ম্ম পরস্পরের বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; এই হেতু তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্মই প্রতিপালন কর। নিরন্তর শস্ত্র ব্যবহার করিলে, বুদ্ধি কদর্য্য ও কলুষিত হইয়া উঠে। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিও। তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মনিরত ঋষি হইলে, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর উভয়েরই অক্ষয় প্রীতি হইবে। ধর্ম্ম হইতে অর্থ লাভ হয়, ধর্ম্ম হইতে সুখোৎপত্তি হয়, ধর্ম্ম হইতে সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সার বস্তু। সুদক্ষ মানবেরা প্রযত্ন-সহকারে তত্তৎবিহিত নিয়ম দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্মলাভ করেন; কেন না, শারীরিক সুখ-জনক উপায় দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় না। অয়ি প্রিয়দর্শন! তুমি নিয়ত শুদ্ধচিত্ত হইয়া, তপোবনোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। ত্রিভুবনের সমস্ত বিষয়ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তোমার বিদিত আছে; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে

১। রাজা ও চোর প্রভৃতির ভয়ে এবং অংশভাগীকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত অন্যগৃহে যে দ্রব্য রক্ষা করা যায়, উহার নাম 'ন্যাস', যথা—"রাজ-চৌরাদিকভয়াদ্দায়াদানাঞ্চ বঞ্চনাৎ। স্থাপ্যতেঽন্যগৃহে দ্রব্যং ন্যাসঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ।"

তোমাকে অনুশাসন করিতে পারে? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃই এইপ্রকার কহিলাম। এক্ষণে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিচার করিয়া, যাহা উচিত বোধ হয়, বিলম্ব না করিয়া তাহাই কর। ১৬-৩৩

দশম সর্গ

পতিভক্তা মৈথিলী এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম তাহা শ্রবণ করিয়া জানকীকে প্রত্যুত্তর করিলেন[১],—অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে দেবি জানকি! তুমি স্নেহ-বচনে ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক যাহা বলিলে, তাহা সর্ব্বাংশেই অনুরূপ ও হিতজনক। কিন্তু দেবি! কেহ আর্ত্তনাদ না করে, এই জন্যই ক্ষত্রিয়গণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার উল্লেখ করিয়া তুমি নিজেই আপনার কথার উত্তর করিয়াছ; অতএব আমি আর কি উত্তর করিব? দণ্ডকারণ্যবাসী সংশিতব্রত ঋষিগণ আর্ত্ত হইয়া স্বয়ং আগমন করিয়া শরণ্য বোধে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অয়ি ভীরু! তাঁহারা নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করেন, তাঁহারা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের জন্য সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি, অনেকে নরমাংসোপজীবী ভীম-স্বভাব রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে, এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বীরা আমার নিকট আসিয়া তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলাম, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল, যে হেতু আপনারাই স্বভাবতঃ আমাদের উপাস্য; কিন্তু এক্ষণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনন্তর আমি তাঁহাদের সমক্ষে কহিলাম, আমায় কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন! ১-৯

তখন সকলেই একত্র মিলিত হইয়া কহিলেন, রাম! দণ্ডকারণ্যে বহুসংখ্য কামরূপ নিশাচর সমবেত হইয়া, অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তুমি তাহাদের হস্ত হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে অনঘ! হোম এবং পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে, সেই মাংসভোজী রাক্ষসগণ আমাদিগকে ধর্ষণ করে। তাহাদিগকে পরাভব করা দুঃসাধ্য। তপোনিরত ঋষিগণ এইরূপে রাক্ষসহস্তে অভিভূত হইয়া পরিত্রাণ-লাভবাসনায় আপনার শরণাপন্ন হইতেছেন। আপনিই আমাদের পরম গতি। আমরা তপস্যা-প্রভাবে স্বয়ং রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারি; কিন্তু বহু-কালার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমাদের অভিলাষ হয় না। হে রঘুনন্দন! তপস্যা যেমন অনেক কষ্টে সঞ্চিত হয়, সেইরূপ সঞ্চয়সময়ে অনেক বিঘ্নও ঘটিয়া থাকে, সেই জন্য রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিলেও তাহাদিগকে শাপদান করি না। এক্ষণে তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমাদিগকে দণ্ডকবনবাসী নিশাচরগণের উৎপীড়ন হইতে মোচন কর; কেন না, তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। অয়ি জানকি! আমি দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বিগণের এই কথা শুনিয়া, সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রাণ থাকিতে এই অঙ্গীকার-পালনে কোনমতেই পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না।[২] একে ঋষিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা, তাহাতে সত্যই আমার পরম অভীষ্ট বিষয়। হে

১। সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম নির্ব্বৈরভাবে রাক্ষসবধ করিবেন না, সীতা-বিয়োগ হইলে রাক্ষসবধ করিবেন, সীতাবিয়োগ তাঁহার অত্যন্ত কষ্টকর হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া ব্যাকুলচিত্তা সীতা পতিস্নেহে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন. রাম সীতাবিরহ সহ্য করিয়াও তন্মূলক বৈরিতা নিবন্ধন রাক্ষসবধ করিবেন, এইরূপ সমাধান এই সর্গে করা হইয়াছে, ইহা গোবিন্দরাজের অভিপ্রায়।

২। পিতার আদেশে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিলেও ইহার পরে অবশ্যই রাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং শরণাগত-রক্ষার অধিকার আছে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় জাতিরই শরণাগত-রক্ষার অধিকার। পরন্তু কেবল রাজপদে অবস্থিতেরই অধিকার নহে, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

সীতে! তোমাকে, লক্ষ্মণকে এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা কখন ত্যাগ করিতে পারি না। অতএব ঋষিগণের পরিপালন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষিগণ না বলিলেও যখন সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? যাহা হউক, সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দবশতঃ যাহা বলিলে, ইহাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। কেন না, কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। অয়ি শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ। তুমি আমার সহধর্ম্মচারিণী, আমি তোমাকে প্রাণ হইতেও প্রিয়তম বোধ করি।[৩] ধনুর্দ্ধারী মহানুভব রাম জনকদুহিতা দয়িতা সীতাকে এইপ্রকার বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত পরমরমণীয় তপোবন সকলে প্রস্থান করিলেন। ১০-২২

একাদশ সর্গ

রাম অগ্রে, সুশোভনা সীতা মধ্যভাগে এবং লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সীতার সহিত গমন সময়ে বিবিধ শৈলপ্রস্থ, অরণ্য, রমণীয় নদী, নদী-তট-বিহারী সারস ও চক্রবাক, জলচর-বিহঙ্গমপূর্ণ পদ্ম-সমন্বিত সরোবর, যূথবদ্ধ পৃষতমৃগ, সুবিশাল-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মদোন্মত্ত মহিষ, বরাহ ও বৃক্ষ-বৈরী হস্তী সকল সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর দিবাকর অস্তগত হইলে অর্থাৎ সায়াহ্নে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া, বহুদূর অতিক্রম-পূর্ব্বক যোজন-বিস্তৃত এক তড়াগ দেখিতে পাইলেন। ঐ তড়াগ হস্তিযূথে অলঙ্কৃত, রাশি রাশি রক্তোৎপল ও শ্বেতোৎপলে পরিপূর্ণ, জলজাত সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত এবং উহার জল অতিশয় নির্ম্মল। তাঁহারা ঐ রমণীয় সরোবরে গীত ও বাদ্যশব্দ শ্রবণ করিলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কৌতূহল বশতঃ ধর্ম্মভৃত নামক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহর্ষে! ঈদৃশ অত্যাশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়া আমাদের সকলেরই সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব এই ঘটনার সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করুন। রাম এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা ঋষি তৎক্ষণাৎ ঐ সরোবরের প্রভাব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১-১০

রাম! এই তড়াগের নাম পঞ্চাপ্সর। ইহাতে চিরকালই জল থাকে। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি তপোবলে ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি দশ সহস্র বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত জলাশয়ে অবস্থান-পূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করেন। অগ্নিপ্রধান সমস্ত দেবগণ তদীয় তপস্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, পরস্পর সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—এই ঋষি আমাদেরই মধ্যে কাহারও পদপ্রার্থনায় তপস্যা করিতেছেন। এইপ্রকার অবধারণ-পূর্ব্বক দেবগণের অন্তঃকরণ একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া, তদীয় তপোবিঘ্নের অভিলাষে বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচ জন প্রধানা অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। অপ্সরাগণও দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পরাপর বিষয়ের অভিজ্ঞ মহর্ষি মাণ্ডকর্ণিকে মদন-মদে অভিভূত করিল। ঋষি তাহাদের পাঁচ জনকেই পত্নীরূপে পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক, তাহাদের জন্য এই সরোবরে অন্তর্হিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পাঁচ জন অপ্সরা যথাসুখে ঐ গৃহে বাস করিয়া, তপঃপ্রভাবে যৌবনসম্পন্ন সেই ঋষির চিত্তবিনোদনে

৩। এইরূপ ধর্ম্মপ্রধান উক্তি তোমাদের কুলেরই অনুরূপ, তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইহাই হইল তোমার পিতৃবংশের পদ্ধতি, অপরাধীর প্রতিও নিরপরাধ স্থির করা তোমার স্বাভাবিক, তাহা হইলেও তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সহধর্ম্মচারিণী; সুতরাং আমি যে ধর্ম্ম আচরণ করি, তোমারও তাহাতেই অধিকার, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

প্রবৃত্ত হইল। মুনির সহিত ক্রীড়াপরায়ণ সেই অপ্সরাগণেরই এই সুমধুর বাদ্যশব্দ এবং বলয়াদি ভূষণধ্বনি-মিশ্রিত এই মনোহর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছে। মহাযশা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষির এই কথায় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং 'কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!' এই বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে কুশ চীর-পরিব্যাপ্ত এবং ব্রাহ্মী-শোভা-সমন্বিত আশ্রমমণ্ডল তাঁহার দর্শনগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত সেই শোভা-সম্পন্ন আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ-পূর্ব্বক মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, পরম সুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন। ১১-২২

অনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদায় ঋষিরই আশ্রমে পদার্পণ করিলেন। সেই মহাস্ত্রবিৎ রাম পূর্ব্বে যাঁহাদের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহাদেরও আশ্রমে পুনরায় গমন করিলেন। তিনি কোন আশ্রমে পূর্ণ দশ মাস, কোথাও সম্পূর্ণ এক বৎসর, কোথাও চারি মাস, কোথাও পাঁচ মাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও এক বৎসরের অধিক, কোথাও মাসার্দ্ধের অধিক, কোথাও তিন মাস এবং কোথাও বা আট মাস অবস্থিতি করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার সুখে অতিবাহিত হইল। তদ্রূপ আশ্রমবাসকালে ঋষিগণের আনুকূল্যে সীতার সহিত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ রাঘবের দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞ রাম সীতার সহিত সমুদায় পুণ্যাশ্রম পর্য্যটন-পূর্ব্বক পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমপদে আগমন করিলেন। তথায় সমাগত হইলে, ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া, তিনি কিঞ্চিৎকাল তথায় বাস করিলেন। অনন্তর ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে করিতে, কোন সময়ে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের নিকটে অবস্থিত হইয়া বিনয়-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি লোকের মুখে নিত্যই শুনিতে পাই, মুনিসত্তম অগস্ত্য এই অরণ্যেই অবস্থিতি করেন, লোকে কথোপকথনসময়ে এইপ্রকার বলিয়া থাকে। কিন্তু এই অরণ্য অতিশয় বৃহৎ বলিয়া তাঁহার আশ্রম আমার জানা নাই। অতএব ধীমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমপদ কোথায়, বলিয়া দিন। আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মিলিয়া, তদীয় অনুগ্রহলাভ ও অভিবাদনার্থ গমন করিব, এবং তথায় গিয়া স্বয়ং মুনিবরের শুশ্রূষা করিব; এইপ্রকার মহান্ মনোরথ মদীয় হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ২৩-৩৩

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ পরমধার্ম্মিক দশরথতনয় রামের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে রঘুনন্দন! এক্ষণে তুমি সীতার সহিত ভগবান্ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হও, এই কথা আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে বলিবার জন্য বাসনা করিয়াছিলাম। ভাগ্যবশতঃ তুমি নিজমুখেই এই কথা ব্যক্ত করিলে। রাম! মহর্ষি অগস্ত্য যে প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাহা বলিতেছি;—তাত! এই আশ্রম হইতে দক্ষিণদিকে চারি যোজন পথ গমন কর; পরে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম দেখিতে পাইবে। যে আশ্রম স্থলবহুল, যেখানে পিপ্‌পলী বৃক্ষের বন শোভা পাইতেছে ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম শব্দ করিতেছে, তাদৃশ পরম মনোহর ও বিবিধ পুষ্পফল-সমন্বিত বনবিভাগে ঐ আশ্রমপদ প্রতিষ্ঠিত। তথায় স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন বিবিধ সরোবর হংস ও কারণ্ডবগণে পরিপূর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভান্বিত রহিয়াছে। রাম! সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া, তন্নিকটবর্ত্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া, প্রভাতে দক্ষিণ-দিক্ আশ্রয় করিয়া গমন করিবে। এক-যোজন পথ গমন করিলেই বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় বনবিভাগে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ দেখিতে পাইবে। সীতা ও লক্ষ্মণ তোমার সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন; কেন না, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত আরণ্যপ্রদেশ অতি রমণীয়। অয়ি মহামতে! মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে যদি

অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে অদ্যই গমনে কৃতসংকল্প হও। ৩৪-৪৩

এই কথা শুনিয়া, রাম তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগস্ত্যের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইবার সময় বহুসংখ্য বিচিত্র বন, মেঘ সদৃশ পর্ব্বত এবং নদী ও সরোবর সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি সুতীক্ষ্ণের উপদিষ্ট পথে যথাসুখে গমন করিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন,—নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম্মা মহানুভব অগস্ত্য ঋষির ভ্রাতার আশ্রম ঐ দেখা যাইতেছে। কেন না, যেমন শুনিয়াছিলাম, সেইরূপই পথিমধ্যে এই অরণ্যে যাইতে যাইতে ফলপুষ্পভারে অবনত সহস্র সহস্র বৃক্ষ আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে। ঐ দেখ, পক্ক পিপ্‌পলী-ফলের কটু গন্ধ পবন-কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যমণিবর্ণ কুশ সকলও লক্ষিত হইতেছে। আশ্রমস্থ অগ্নির ঐ সেই ধূমশিখা কৃষ্ণ-মেঘযুক্ত পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় বনমধ্যে দেখা যাইতেছে এবং ঐ দ্বিজাতিগণ সুনির্ম্মল তীর্থসলিলে স্নান করিয়া, স্বয়ং আহৃত কুসুমসমূহে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। হে সৌম্য! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে এই সকল দর্শন করিয়া, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাই অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম। ৪৪-৫৩

মহর্ষি অগস্ত্য লোক সকলের হিতমানসে বলপূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুসম দৈত্যকে নিগৃহীত করিয়া, এই দক্ষিণদিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, পূর্ব্বে একদা মহাসুর ব্রাহ্মণঘাতী বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই ক্রূরকর্ম্মা ভ্রাতা একত্র এই অরণ্যে বাস করিত। উহাদের মধ্যে নির্দ্দয় ইল্বল শ্রাদ্ধ উদ্দেশে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হইলে, স্বীয় ভ্রাতা মেষরূপী বাতাপিকে শ্রাদ্ধবিহিত অনুষ্ঠানানুসারে উত্তমরূপে পাক করিয়া, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে, ইল্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে 'বাতাপি! নির্গত হও,' এই কথা বলিত। বাতাপি ভ্রাতার কথা শুনিয়া, মেষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বিনির্গত হইত। সেই ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তিধারী মাংসাশী অসুরেরা এইরূপে প্রতিদিন পরস্পর মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা করিত। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, শ্রাদ্ধব্যাপার অনুভব করত মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। পরে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল, এই-প্রকার কহিয়া, ব্রাহ্মণগণকে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জলদান-পূর্ব্বক 'বহির্গত হও,' বলিয়া, ইল্বল ভ্রাতাকে আবাহন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিসত্তম ধীমান্ অগস্ত্য হাস্য করিয়া বিপ্রঘাতী ইল্বলকে কহিলেন, আমি তোমার মেষরূপী ভ্রাতা বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি; সে যম-ভবনে গমন করিয়াছে; তাহার বাহির হইবার সামর্থ্য কোথায়? নিশাচর ইল্বল ভ্রাতৃনিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সহকারে মহর্ষি অগস্ত্যকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সে আক্রমণ করিবামাত্র দীপ্ততেজা মহর্ষির প্রজ্বলিত অগ্নি তুল্য দৃষ্টিপাতে একবারেই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা-বশতঃ এইপ্রকার দুষ্কর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই অগস্ত্যের ভ্রাতৃদেবেরই এই তড়াগ-সমন্বিত শোভন আশ্রম। রাম লক্ষ্মণের সহিত এইপ্রকার কথোপ-কথন করিলে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন, সন্ধ্যা আগমন করিল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত বিধিবৎ সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ ও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং ঋষি-কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে

প্রতিগৃহীত হইয়া, ফলমূল ভক্ষণ-পূর্ব্বক সেই রাত্রি তথায় বাস করিলেন। ৫৪-৭০

পরে রজনী অতীতা ও সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, রাম বিদায় প্রার্থনাপূর্ব্বক ঋষিকে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে অভিবাদন করি, আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি; এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। অধুনা ভবদীয় অগ্রজ গুরুদেব অগস্ত্যের দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে। এই বলিয়া ঋষির অনুজ্ঞা লইয়া, তদীয় আশ্রম-কানন অবলোকন করত সুতীক্ষ্ণ মুনির উপদিষ্ট সেই পথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কান্তারমধ্যে শত শত নীবার, পনস, শাল, বঞ্জুল, তিনিশ, চিরিবিল্ব, মধূক, বিল্ব ও তিন্দুক ইত্যাদি পাদপ-পরম্পরা তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বৃক্ষে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে; নানাজাতীয় বিহঙ্গম মত্ত হইয়া মধুরধ্বনি করিতেছে; কুসুমিতাগ্র বৃক্ষ ও লতা বানরগণের দ্বারা অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং হস্তিগণের শুণ্ডের আঘাতে তাহাদের শাখা-প্রশাখা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাজীবলোচন রাম আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী সমীপস্থ লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন,—এই বৃক্ষ সকলের পত্র সকল যেরূপ স্নিগ্ধ, মৃগগণ যেরূপ শান্তিযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। যিনি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা লোক-মধ্যে অগস্ত্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই মহর্ষির পরিশ্রান্ত-শ্রমনিবারক আশ্রম ঐ লক্ষিত হইতেছে। আজ্যধূমব্যাপ্ত, বন-মধ্যবর্ত্তী, চীরসমাকীর্ণ, শান্ত মৃগসমূহে সমাকুল ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম-শব্দে নিনাদিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। যিনি মানবদিগের হিতকামনায় বলপূর্ব্বক যমস্বরূপ অসুরকে নিগৃহীত করিয়া দক্ষিণদিক্‌কে বাসের যোগ্য করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাবে রাক্ষসগণ ত্রাসান্বিত হইয়া, এই দক্ষিণ দিক্‌কে অবলোকনমাত্র করে, উপভোগ করে না, সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম। ৭১-৮২

সেই পবিত্রচেতা অগস্ত্য যে অবধি এই দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই অবধি নিশাচরেরা বৈর পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। ভগবান্ অগস্ত্যের নামে এই দক্ষিণদিক অগস্ত্যদিক্ বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং তদীয় প্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরগণ কর্ত্তৃক অধর্ষণীয় হওয়ায় মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করতই সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার নিমিত্ত আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে না।[১] লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্ম্মা দীর্ঘজীবী সেই মহর্ষি অগস্ত্যের বিনয়ান্বিত মৃগগণ-সেবিত আশ্রম ঐ। আমরা সর্ব্বলোক-পূজিত, নিয়ত সাধুগণের হিত-নিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে, তিনি আমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন। হে শুভদর্শন! আমি এই আশ্রমে থাকিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আরাধনা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিব। এই আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব্ব ও তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিরা নিয়তাহার হইয়া, সতত অগস্ত্যদেবের বিশিষ্টরূপ উপাসনা করেন। ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, শঠ, ক্রূর, নৃশংস, পাপাচারী ব্যক্তি কোনমতেই জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও পক্ষীরা ধর্ম্ম আরাধনার্থে নিয়তাহারী হইয়া বাস করেন। মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আশ্রমে সিদ্ধিলাভ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া, নূতন দেহ ধারণ করত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যে

১। হিমালয়ের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া এক সময় বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যাপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল, তখন বিপন্ন দেবগণ অগস্ত্যের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া বিন্ধ্যসমীপে গমন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিন্ধ্য অবনত হইয়া নমস্কার করিলে, অগস্ত্য হাস্য সহকারে বিন্ধ্যকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, তাবৎকাল তুমি এইভাবে থাক। এই বলিয়া দক্ষিণদেশে গমন করেন, ঋষি অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, বিন্ধ্যও উন্নত হইতে পারে নাই।—কাশীখণ্ড।

সমস্ত পবিত্রকর্ম্মা প্রাণিগণ এই স্থানে থাকিয়া, দেবগণের আরাধনা করিয়া দেবতার প্রসাদে দেবত্ব, যক্ষত্ব এবং বিবিধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে সুমিত্রানন্দন! আমরা এখন সেই আশ্রমে আগমন করিয়াছি। তুমি অগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং আমি সীতার সহিত এখানে সমাগত হইয়াছি, ইহা তাঁহাকে নিবেদন কর। ৮৩-৯৪

দ্বাদশ সর্গ

অনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ও অগস্ত্যের শিষ্যের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন,—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল রাম ভার্য্যা সীতার সহিত মহর্ষির চরণদর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন; আর আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি তাঁহার হিতকারী ও পরম ভক্ত অনুকূল কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বোধ করি, আমার কথা আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে। আমরা পিতার আদেশে অতি ভীষণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি; অধুনা ভগবান্ অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি; আপনি তাঁহাকে এ বৃত্তান্ত নিবেদন করুন।[১] সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি' বলিয়া, এই বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্নিহোত্র-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় প্রবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোবলে দুষ্প্রধৃষ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের নিকট রামের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। অগস্ত্যের অভিমত শিষ্য, লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে কহিতে লাগিলেন, দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত আপনাকে দর্শন ও আপনার সেবার নিমিত্ত আশ্রমপদে আগমন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য,তাহা আপনি আদেশ করুন। শিষ্যপ্রমুখাৎ রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, ভাগ্যানুসারে বহু দিনের পর রাম আমার দর্শনার্থ অদ্য আগমন করিয়াছেন; আমিও অন্তরের সহিত ইঁহার সমাগম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব গমন করিয়া সম্মান-সহকারে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামকে প্রবেশ করাও এবং কি জন্যই বা ইঁহাকে আশ্রমে প্রবেশিত কর নাই? মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ অগস্ত্য এই প্রকার কহিলে, শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া সম্মান-সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—১ ১৩

আপনাদের মধ্যে রাম কে? তিনি ভগবান্ অগস্ত্যের দর্শনার্থ আগমন ও স্বয়ংই প্রবেশ করুন।[২] অনন্তর লক্ষ্মণ শিষ্যের সহিত আশ্রমপদে গমন করিয়া কাকুৎস্থ রাম ও জনকাত্মজা সীতাকে দেখাইয়া দিলেন। অগস্ত্য যে প্রকার কহিয়াছেন, শিষ্য সবিনয়-বচনে তাহা বর্ণন করিয়া, যথানিয়মে বিশিষ্টরূপ সম্মান-সহকারে রামকে প্রবেশ করাইলেন; রামও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালীন অবলোকন করিলেন, পরম শান্তস্বভাব হরিণগণে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী, বসু, নাগরাজ, বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিকেয় ও ধর্ম্ম, ইঁহাদের পূজার নিমিত্ত পৃথক পৃথক্ স্থান সকল কল্পিত রহিয়াছে;[৩] তিনি

১। অনুকূল—তদিচ্ছাবশবর্ত্তী, ভক্ত, পূজ্য বিষয়ে দৃঢ়ানুরাগযুক্ত, বহুদিন বনে থাকায় আমাদের কথা সম্ভবতঃ আপনারা শুনিয়া থাকিবেন।

তে বয়ং এই ৪র্থ শ্লোকে গায়ত্রীর অষ্টমাক্ষর য়ম্ উক্ত হইয়াছে, ৩য় শ্লোকে ১ম হইতে ৭ হাজার শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে।

২। রামের প্রবেশ করিতে কোন বাধা নাই, এবং শিষ্যাদির অপেক্ষাও করিতে হইবে না। ইনি নিজেই ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজনাদি জানাইতে পারেন।

৩। গোবিন্দরাজ-মতে ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, অনন্ত, গায়ত্রী, বসু, বরুণ, কার্ত্তিকেয়, ধর্ম্ম—এই সপ্তদশ দেবতার স্থান দর্শন করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে রুদ্রের স্থান নাই; কারণ, তিনি পূজ্য নহেন। তিলককার বলেন, অগ্নিস্থান শব্দে রুদ্রস্থান। কাশীরাজ লাইব্রেরীর ৫০০ শত বর্ষ পূর্ব্বের লেখা পুস্তকে আছে—"স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানং শিবস্থানং তথৈব চ" অন্য পুস্তকে

তৎসমস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, অগ্নিগৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময় বীর্য্যশালী রাম তপস্বিগণের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনিকে অভিমুখে আগমন করিতে দর্শন করিয়া, লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বহির্দ্দেশে আগমন করিতেছেন, এক্ষণে আমি তেজো-বিশেষজনিত ঔন্নত্য দ্বারা তপস্যার আধার মহর্ষি অগস্ত্যকে জানিতে পারিয়াছি। এই বলিয়া মহাবাহু রাম আশ্রম হইতে বহির্দ্দেশে সমাগত সূর্য্য-সম-তেজস্বী মহর্ষির চরণ স্পর্শ-পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চরণবন্দনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি, কাকুৎস্থ রামকে সমাদর-সহকারে গ্রহণ-পূর্ব্বক আসন ও উদক দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়া, সেই সমাগত অতিথিদিগকে অর্ঘ্যদান ও পূজা করত বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুসারে আহারীয় প্রদান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি স্বয়ং প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া, পশ্চাৎ অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ উপবিষ্ট ধর্ম্মকোবিদ রামকে কহিলেন,—১৪-২৮

হে কাকুৎস্থ! তাপস যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে পরলোকে আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি মহারথ ও সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী রাজা; সুতরাং তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ; অতএব তোমার পূজা ও সম্মান করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মহর্ষি ফল, মূল, পুষ্প ও অন্যান্য বন্য দ্রব্য দ্বারা যথাভিলষিতরূপে রামের পূজা করিয়া, পরে বলিতে লাগিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণি দ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু এবং স্বয়ং ব্রহ্মদত্ত এই সূর্য্য-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, উত্তম শর, নিশিত শরপূর্ণ অক্ষয় উৎকৃষ্ট তূণীর এবং এই স্বর্ণময় কোষবদ্ধ সুবর্ণালঙ্কৃত অসি প্রদান করিয়াছেন। রাম![৪] পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু এই বৈষ্ণব ধনুসহায়ে যুদ্ধে মহাবলপরাক্রান্ত অসুর-দিগকে হনন করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতী লক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন। হে মানপ্রদ! বজ্রধর যেমন বজ্র ধারণ করেন, তুমিও তেমনি বিজয়লাভ নিমিত্ত এই ধনু, শর, খড়্গ ও দুই তূণীর প্রতিগ্রহ কর। মহাতেজা ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষি এই প্রকার বলিয়া রামকে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট বৈষ্ণব আয়ুধ প্রদান করিয়া পুনরায় কহিলেন[৫]। ২৯-৩৭

ত্রয়োদশ সর্গ

রাম! তুমি যে সীতা সমভিব্যাহারে আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। পথশ্রম-জন্য তোমাদিগের যে সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জনকনন্দিনী মৈথিলীও বিশ্রাম জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। ইনি অতি সুকুমারী, কখনও দুঃখপীড়া সহ্য করেন নাই; স্নেহ-প্রণোদিত হইয়াই বহুকষ্টপ্রদ বনে আগমন

আছে—"বিষ্ণোঃ স্থানং মহেশস্ত" ইত্যাদি। সুতরাং গোবিন্দরাজের কল্পনা গোঁড়া বৈষ্ণবের। যে অগস্ত্য পরম শিবভক্ত, কাশীতে অগস্ত্যেশ্বর শিব, অগস্ত্যকুণ্ড স্থানের নাম রহিয়াছে, যিনি দক্ষযজ্ঞে শিবহীন যজ্ঞ দর্শনে দক্ষকে নিন্দা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্রমে শিবস্থান নাই, এই কথা বলিবার সাহস গোঁড়া বৈষ্ণবেই সম্ভবপর। ধাতা—প্রজাপতি, বিধাতা—বিশ্বকর্ম্মা।

৪। রামচন্দ্র পরশুরামের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া যে ধনু বরুণের হস্তে দিয়াছিলেন, খরাদি রাক্ষস বধের জন্য বরুণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র উহা অগস্ত্যের নিকট দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবশব্দ দ্বারা ইহাই বুঝায়।

৫। গোবিন্দরাজ বলেন, এই স্থানে সর্গ সমাপ্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, কথা শেষ হয় নাই বলিয়া এই অনুমান।

করিয়াছেন। রাম! সীতার মন যাহাতে তুষ্ট থাকে, তাহা করিবে। তোমার অনুগমন করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে নারীর প্রকৃতি এইরূপ যে, সমৃদ্ধ ব্যক্তিতে অনুরক্ত হয়, আর দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে তাহারা ত্যাগ করে। মহিলাগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রতা অনুকরণ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমার এই ভার্য্যাতে সে সকল কোন দোষই নাই। দেবগণমধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় ইনি প্রশংসনীয়া ও কীর্ত্তনীয়া। হে শত্রুদমন! তুমি সুমিত্রানন্দন ও সীতার সহিত যে দেশে বাস কর, সেই দেশই অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। ঋষি এইরূপ কহিলে পর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই মহর্ষিকে কহিলেন,— ১-৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার এবং আমার ভার্য্যার ও ভ্রাতার গুণে যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আজ্ঞা করুন, এরূপ কোন্ স্থান আছে, যে স্থানে কানন অনেক এবং জল অনায়াসে পাওয়া যায়; যে স্থানে আমরা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি।[১] রামের বাক্য শ্রবণ করত ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া শুভবাক্যে কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত এক অতি সুন্দর স্থান আছে। ঐ স্থানে ফল-মূল ও জল যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং নানাবিধ পশু ঐ স্থানে বাস করে। তুমি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া, আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃসত্য পালন করিয়া যথাসুখে বাস কর। হে অনঘ! আমি স্নেহবশতঃ তপঃপ্রভাবে তোমার এবং দশরথের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। আমার নিকট এই বনে বাস করিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার আমাকে বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, তাহাও আমি তপোবলে বুঝিতে পারিয়াছি। সেই জন্যই বলিতেছি, পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বন-প্রদেশ অতি রমণীয়, তথায় সীতার মনস্তুষ্টি জন্মিবে। পঞ্চবটী শ্লাঘনীয়, অথচ অতি দূরবর্ত্তীও নহে, এই গোদাবরীরই নিকটে; মৈথিলী তথায় প্রীতি অনুভব করিবেন। হে মহাবাহো! সেই প্রচুর-ফলমূল-সমন্বিত, নানাবিধ বিহঙ্গগণে সেবিত, পুণ্য ও নির্জ্জন প্রদেশ অতীব রমণীয়। তুমিও সদাচার এবং রক্ষাকার্য্যে সমর্থ; ঐ স্থানে বাস করিয়া তপস্বিজনকে পরিপালন করিতে পারিবে। বীর! ঐ যে মধুক বৃক্ষের মহাবন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার উত্তরদিক্ দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে; তাহা হইলে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ অথবা তদ্‌যুক্ত আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর স্থলবিশেষে উপস্থিত হইয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অনতিদূরেই বিখ্যাত পঞ্চবটী বন; উহা নিয়তই পুষ্পিত থাকে। অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সত্যবাদী ঋষিকে সম্মানাদি করিয়া, বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া দুই জনে পাদ-বন্দনা করিয়া, সীতাসমভিব্যাহারে পঞ্চবটী আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সমরে অকাতর দুই নৃপনন্দন ধনুর্দ্ধারণ এবং তূণীর বন্ধন করিয়া, মহর্ষি যে পথ বলিয়া দিলেন, অতি সাবধানে সেই পথ দিয়া পঞ্চবটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১০-২৫

চতুর্দ্দশ সর্গ

অনন্তর রাম পঞ্চবটী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক ভয়ানক পরাক্রমশালী মহাকায় গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে ঐ

১। রাম পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"আরাধয়িষ্যাম্যত্রাহমগস্ত্যামৃষিসত্তমম্।
শেষঞ্চ বনবাসস্ত সৌম্য বৎস্যাম্যহং প্রভো।"

এক্ষণে পুনরায় স্থানান্তরে বাসের প্রার্থনায় বুঝা যায় যে, অগস্ত্যের আশ্রমে রাক্ষস প্রবেশের অধিকার না থাকায় অথচ রাক্ষস বধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় স্থানান্তরে গমন রামের হৃদয়ের ভাব।

পক্ষীকে দেখিয়া, রাক্ষস বোধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তখন ঐ গৃধ্র মধুর ও প্রিয়বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রীত করিয়া কহিলেন, বৎস! আমাকে তোমার পিতার বয়স্য বলিয়া জানিও। রামচন্দ্র তাঁহাকে পিতৃসখা জানিতে পারিয়া, পূজা করিলেন এবং অব্যগ্রভাবে তাঁহার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রামের বচন শুনিয়া, গৃধ্র সর্ব্বজীবের উৎপত্তি-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিজের কুল ও নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে মহাবাহো! হে রাঘব! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের সকলের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্দ্দম তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যবান্ বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, মহাবল ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। মহাতেজা কশ্যপ তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। হে মহাযশস্বী রাম! দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষষ্টি কন্যা জন্মে। কশ্যপ তাঁহাদিগের মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আটটি[১] সুমধ্যমা কন্যার পাণিগ্রহণের পর, কশ্যপ তুষ্ট হইয়া, ঐ সকল দক্ষকন্যাকে কহিলেন,—তোমরা আমার সদৃশ ত্রৈলোক্য-পালক পুত্র সকল প্রসব করিবে। রাম! অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা, ইঁহারা তাদৃশ পুত্র লাভের অভিলাষিণী হইলেন, আর কয় জন তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলেন না। হে অরিন্দম! অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারযুগল এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হইলেন। বৎস! দিতি যশস্বী দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন। ১-১৫

পূর্ব্বে সবনার্ণবা এই বসুন্ধরা তাহাদিগেরই আয়ত্ত ছিল। হে অরিন্দম! দনু অশ্বগ্রীব নামক এক পুত্র প্রসব করেন এবং কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। তাম্রার লোকবিখ্যাত এই পাঁচটি কন্যা জন্মিল;—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। ক্রৌঞ্চী উলূকদিগকে, ভাসী ভাসদিগকে, শ্যেনী অতি তেজস্বী শ্যেন ও গৃধ্রদিগকে এবং ধৃতরাষ্ট্রী যাবতীয় হংস ও কলহংসদিগকে প্রসব করেন। চক্রবাকদিগকেও সেই ভামিনীই প্রসব করিয়াছিলেন। শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্যা বিনতা। ক্রোধবশা, মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সুরভি, সুরসা, কদ্রু এই দশ কন্যা প্রসব করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মৃগ মৃগীর সন্তান; আর কৃষ্ণ ও শ্বেত ভল্লূক সকল মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমদা ইরাবতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। তাঁহার পুত্র লোকপালক মহাগজ ঐরাবত। সিংহ, বানর এবং হনূমান্‌গণ হরীর সন্তান। শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে প্রসব করেন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! মাতঙ্গসকল মাতঙ্গীর পুত্র। শ্বেতা দিগ্‌গজদিগকে প্রসব করেন। সুরভি দুই কন্যা প্রসব করেন;—যশস্বিনী রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী। রোহিণী গোদিগকে এবং গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। হে রাম! সুরসা নাগদিগকে ও কদ্রু সর্প সকল উৎপাদন করেন।[২] মহাত্মা কশ্যপের অন্যতর পত্নী মনু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল মনুষ্য প্রসব করেন। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রগণের জন্ম

১। সকল পুরাণে ও মহাভারতে দেখা যায়, কশ্যপ দক্ষের ১৩টি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই স্থানে ৮টি মাত্র কথোপযোগী হিসাবে বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অথবা কাশীরাজার প্রাচীনতম পুস্তকে আছে—

"ত্রয়োদশ সুতা বীর মারীচেস্ত পরিগ্রহঃ"

১৭ জন প্রজাপতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ অভিন্ন, ইহা কোন কোন টীকাকারের মত।

২। এই স্থানে কদ্রুর কথা প্রতিপক্ষ বলিয়া বলা হইয়াছে, কেহ কেহ এই কথা বলেন। বাস্তবিক যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, সেই শেষজননী বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ হওয়া উচিত।

হইয়াছে। অনলা পরমপ্রশস্তফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন; বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী। তন্মধ্যে কদ্রু সহস্র নাগ পুত্র প্রসব করেন। ইহারাই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। আর বিনতার দুই পুত্র;—গরুড় ও অরুণ। আমি এই অরুণের ঔরসে জন্মিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমার নাম জটায়ু এবং আমি শ্যেনীর পুত্র, জানিবে। হে তাত! যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, আমি তোমার অরণ্যবাসের সহায় হইব এবং তুমি লক্ষ্মণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলে, সীতার রক্ষা করিব। রাম প্রমোদ-সহকারে জটায়ুকে পূজা ও আলিঙ্গন করিয়া, মস্তক অবনত করিলেন এবং পিতার সহিত যে তাঁহার সখিত্ব ছিল, তাহা তাঁহার মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বলবান্ জটায়ুর হস্তে সীতাকে সমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার এবং লক্ষ্মণের সহিত, রিপুগণকে দগ্ধ করিতে ও অরণ্যের রক্ষণার্থ সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবটীতে গমন করিলেন। ১৬-৩৬

পঞ্চদশ সর্গ

অনন্তর রাম নানাবিধ দুষ্ট সর্প ও পশু-সমাকুল পঞ্চবটীতে গমন করিয়া, দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—সৌম্য! মহর্ষি যাহার কথা বলিয়াছিলেন, আমরা এই সেই নিয়ত পুষ্পসমন্বিত কানন-শোভিত পঞ্চবটীনামক প্রদেশে আগমন করিয়াছি। আশ্রমের উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ে তোমার সম্যক্ নৈপুণ্য আছে; অতএব এই কাননের চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টিসঞ্চালন কর, কোন্ স্থানে আমাদের মনোমত আশ্রম নির্ম্মিত হইতে পারে। লক্ষ্মণ! যে স্থানে তুমি, আমি এবং বৈদেহী সকলেরই বিশেষ প্রীতি জন্মিতে পারে এবং যাহার নিকটেই জলাশয়, তাদৃশ স্থান অন্বেষণ কর। যে প্রদেশে বন ও জল উভয়ই রমণীয় এবং সমিধ, পুষ্প, কুশ ও সলিল নিকটেই পাওয়া যায়, তাদৃশ স্থানই মনোনীত কর। রাম এইপ্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া, সীতার সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন,—কাকুৎস্থ! আপনি বিদ্যমান থাকিতে আমি শতবর্ষেও স্বাধীন নহি; অতএব আপনি স্বয়ং মনোহর স্থান অবধারণ করিয়া, আমাকে তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করুন। লক্ষ্মণের এই বাক্যে সুপ্রীত হইয়া, মহাদ্যুতি রাম সবিশেষ বিচার-পূর্ব্বক সর্ব্বগুণান্বিত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান আশ্রমকর্ম্মের পক্ষে সর্ব্বাংশেই মনোহর। তথায় তিনি পদার্পণ করিয়া, হস্ত দ্বারা লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—১-৯

এই স্থান পরম শ্রীসম্পন্ন ও সমতল এবং পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিবৃত; অতএব তুমি এই স্থানে রমণীয় আশ্রমপদ যথাবিধানে নির্ম্মাণ করিতে পার। সূর্য্য-সদৃশ উজ্জ্বল, সুরভিগন্ধি পদ্মসমূহে ইহার অদূরে ঐ পুষ্করিণী শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধচেতা অগস্ত্য ঋষি যে প্রকার কহিয়াছেন, ঐ দেখ পুষ্পিত-বৃক্ষপরিবৃত রমণীয় গোদাবরী সেইরূপই দেখা যাইতেছে। উহা হংস ও কারণ্ডবগণে আকীর্ণ ও চক্রবাক পক্ষিগণে শোভিত এবং ইহার দূরেও নয়, নিকটেও নয়, মৃগগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। প্রফুল্ল-তরুশোভিত, ময়ূরনাদিত, বহু কন্দরবিশিষ্ট, পরম মনোহর, দিব্যদর্শন, অত্যুন্নত গিরি সকলও ঐ দেখা যাইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে স্থানে স্থানে গজ সকল সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রচনা দ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

শাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস, নীবার, তিনিশ, পুন্নাগ, আম্র, তিলক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, পাটল এবং অন্যান্য বহুবিধ গুল্মপরিবৃত ও লতাসমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল উল্লিখিত পর্ব্বত সমস্ত আবৃত ও

অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। হে সৌমিত্রে! এই স্থল অতিশয় পবিত্র, অতিশয় মনোহর এবং নানাবিধ মৃগ ও বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; জটায়ুর সহিত এই স্থলেই আমরা বাস করিব। পরবীরঘাতী মহাবল লক্ষ্মণ ভ্রাতা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, অচিরকালমধ্যেই তথায় তিনি রামের জন্য সুদৃশ্য ও পরম উৎকৃষ্ট এক বৃহৎ পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। ১০-২০

ঐ পর্ণশালা শমীবৃক্ষের শাখাসমূহে আস্তৃত, দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ, কুশ কাশ ও শরপত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত; উহা অতিশয় বিস্তৃত ও নিরতিশয় শোভা-বিশিষ্ট এবং উহার মৃত্তিকা ভিত্তিরূপে অবস্থিত ও সমতল এবং স্তম্ভ সকল সুশোভন। তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ দ্বারা উহার বংশকার্য্যবিধান করিলেন। অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরীনদীতে যাইয়া স্নান-পূর্ব্বক অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল আহরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তিনি পুষ্প দ্বারা দেবতা পূজাপূর্ব্বক ও যথাবিধানে বাস্তুশান্তি করিয়া, রামকে সেই আশ্রমপদ প্রদর্শন করাইলেন। রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত লক্ষ্মণের নির্ম্মিত সেই শুভদর্শন পর্ণকুটীর নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বাহুদ্বয় দ্বারা লক্ষ্মণকে অতি স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে কার্য্যদক্ষ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। তুমি এই মহৎ কার্য্য করিয়াছ। এ বিষয়ে তোমার পুরস্কার করা কর্ত্তব্য; তৎপরিবর্ত্তে এই আলিঙ্গন করিলাম। হে লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র বিদ্যমানে ধর্ম্মাত্মা পিতা দশরথের মৃত্যু হয় নাই।[1] লক্ষ্মীবর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া, পরম সুখভোগে সেই বহুফল-সমন্বিত প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া, দেবলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল বাস করিলেন। ২১-৩১

ষোড়শ সর্গ

মহানুভাব রাম তথায় সুখে বাস করিতে করিতে শরৎকাল অতীত ও প্রিয় হেমন্তকাল প্রবৃত্ত হইল। একদা রজনী প্রভাত হইলে, তিনি স্নান করিবার জন্য রমণীয় গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার সহিত জলকলস হস্তে লইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রিয়ম্বদ! যে কাল আপনার প্রিয়, এই সেই হেমন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই হেমন্তের সমাগমেই শুভ সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া মনোহর হইয়াছে। শিশিরের প্রাদুর্ভাব বশতঃ লোকমাত্রেরই শরীর কর্কশ-ভাবাপন্ন এবং পৃথিবী শস্যমালায় অলঙ্কৃতা হইয়াছে এবং অগ্নিই এক্ষণে লোকের সুখসেব্য। এই কালে মানবেরা নবশস্য দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগ করত নিষ্পাপ হইয়াছেন।[1] এই সময়ে জনপদ সকলে কাম্য বস্তু এবং দধি, দুগ্ধ ও ক্ষীরাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে বিজীগিষু রাজগণ দেশভ্রমণার্থ যাত্রা করেন। সূর্য্য দক্ষিণদিকে গাঢ়তর আসক্ত হওয়াতে উত্তরদিক্ তিলকহীন অঙ্গনার ন্যায় শোভাশূন্য হইয়াছে। হিমালয় স্বভাবতই প্রভূত হিমের আকর, তাহাতে আবার সম্প্রতি সূর্য্য তাঁহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং হিমবানের হিমালয় নাম এক্ষণে যথার্থ সুব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে মধ্যাহ্নসময়ে বিচরণ

১। পিতা যেরূপ ভাবে পুত্রের সুখ কামনা করিয়া থাকেন ও সুখভোগের আনুকূল্যবিধান করেন, তুমিও সেইরূপ আমার চিত্তবৃত্তি অনুসারে সমস্ত কার্য্য করায় মনে হয়, তুমিই সেই পিতা দশরথ পুত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়া আমার সকল সুখসন্তোষবিধান করিতেছ।

১। নূতন ধান্য হইলে যে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নবান্ন গ্রহণ করা হয়, উহার নাম নবাগ্রহায়ণ পূজা। ঐ সময়ে সাগ্নিকগণ নবান্ন দ্বারা হবনও করিয়া থাকেন।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"নানিষ্ট্বাগ্রয়ণেনাহিতাগ্নির্নবস্য ধান্যস্যাশ্নীয়াদ্ ব্রীহীণাং যবানাং শ্যামাকানামগ্রপাকস্য যজেত" ইতি।

সুখকর হইয়াছে। আতপস্পর্শে সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে সূর্য্য সকলেরই সুখসেব্য এবং ছায়া ও জল একবারেই অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা সূর্য্যের আর সে তেজ নাই; নীহারাবৃত হওয়াতে প্রভূত শীত হইয়াছে; সুতরাং প্রাণিমাত্রেই জড়ীভূত হওয়ায় অরণ্য সকলও শূন্যপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকাল হিমগ্রস্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত এই পৌষমাসে হিম-প্রযুক্ত ধূসরবর্ণা রজনীতে অনাবৃত প্রদেশে শয়ন নিবৃত্ত হইয়াছে। অধুনা রজনী সকল শীত-প্রযুক্ত বর্দ্ধিত হইয়া অতিবাহিত হইতেছে। সূর্য্য মন্দরশ্মি হওয়ায় চন্দ্রের যাহা কিছু সৌভাগ্য, তাহা সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অরুণবর্ণ তুষারাচ্ছন্ন মণ্ডল প্রকাশ পাওয়ায় নিশ্বাস-মলিন দর্পণের ন্যায় চন্দ্র আর সেরূপ প্রকাশ পাইতেছে না। তুষারমলিন হওয়াতে জ্যোৎস্না আর পৌর্ণমাসী-রজনীতেও স্ফূর্ত্তিমতী হয় না এবং আতপ-প্রযুক্ত নিতান্ত বিবর্ণা সীতা দেবীর ন্যায় সত্তামাত্রে পরিণত হইয়াছে; আর ইহার সে শোভা নাই। স্বভাবতঃ শীতলস্পর্শ পশ্চিম-বায়ু সম্প্রতি হিমে আচ্ছন্ন ও তৎপ্রযুক্ত দ্বিগুণ শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১-১৫

যব ও গোধূমপূর্ণ বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য সকল, সূর্য্য উদিত হইলে, শব্দায়মান সারস ও ক্রৌঞ্চসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। স্বর্ণবর্ণ শালিসমূহ, খর্জ্জুরপুষ্পের ন্যায়, তণ্ডুলপূর্ণ মস্তক দ্বারা কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া বিরাজমান হইতেছে। সূর্য্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হয়েন; কেন না, ইতস্ততঃ বিস্তৃত তদীয় কিরণসমূহ হিমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রৌদ্রের তেজ পূর্ব্বাহ্নে প্রায়ই থাকে না; মধ্যাহ্নে স্পর্শ করিলে সুখবোধ হয় এবং বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু হওয়াতে পৃথিবীতে সংসক্ত হইয়া উহা শোভা পাইতে থাকে। প্রভাতে শিশিরবিন্দুপাতে হরিদ্বর্ণ তৃণস্থলী ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে তরুণাতপ প্রতিফলিত হওয়াতে বনভূমির শোভার সীমা নাই। বন্যহস্তী নিতান্ত পিপাসিত হইলেও শীতল সলিল স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ শুণ্ড সংকোচ করিয়া থাকে। ভীরু লোক যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করে না, সেইরূপ ঐ জলচর পক্ষিগণ জলসমীপে উপবিষ্ট থাকিয়াও কোনমতেই সলিলে অবগাহন করিতেছে না। পুষ্পশূন্য বনরাজি রাত্রিতে শিশির ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং প্রভাতে কুজ্ঝটিকাতিমিরে গাঢ়বিদ্ধ হওয়াতে বোধ হয়, যেন প্রসুপ্ত রহিয়াছে। নদী সকলের জল বাষ্পের দ্বারা আচ্ছন্ন, তীরস্থিত সারসগণ শব্দের দ্বারাই অনুমিত হয়, পুলিনের বালুকা আর্দ্র, এইরূপে নদী সকল শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। তুষার পতিত ও সূর্য্যের তেজ মৃদু হওয়াতে শৈত্যবশতঃ পর্ব্বতের অগ্রভাগস্থ জলও প্রায় বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। ১৬-২৫

অধুনা জরাবশতঃ পত্র সকল জর্জরিত-কেশর ও কর্ণিকা সকল বিশীর্ণ এবং হিমগ্রস্ত হওয়াতে কমল সকল নালমাত্রে অবশিষ্ট হওয়ায়, কমলাকর সরোবরে আর শোভা পাইতেছে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দারুণ হেমন্তকালে ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ নগরে থাকিয়াও, দুঃখভার বহন-পূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিতেছেন এবং রাজ্য, মান ও নানাবিধ রাজোচিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, আহার-সংযম-পূর্ব্বক তপস্বী হইয়া, সুশীতল ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন। তিনি নিশ্চয় প্রতিদিন এই সময়ে নিরালস্য ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, সরযূনদীতে স্নান করিতে গমন করেন। তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার ও পরম সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন। কিরূপে হিমার্দ্দিত হইয়া, শেষ রাত্রে সরযূসলিলে অবগাহন করিতেছেন? আর্য্য! সেই পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, মহত্ত্বসম্পন্ন, শান্তস্বভাব, দীর্ঘবাহু, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, অরিদমন এবং লজ্জাশীল শ্রীমান্ ভরত সমুদায় ভোগসুখে

জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। হে বনবাসিন্! আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত তাপসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বনবাসী না হইলেও আপনার অনুকারী হইয়া স্বর্গ জয় করিয়াছেন। মনুষ্য পিতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয় না, মাতৃস্বভাবেরই অনুকরণ করে, এই যে লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে, ভরত তাহার অন্যথা করিলেন। কিন্তু রাজা দশরথ যাঁহার ভর্ত্তা এবং সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কিরূপে এ প্রকার ক্রূরবুদ্ধি হইলেন? ২৬-৩৫

ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ এই প্রকার বলিলে পর রাম জননী কৈকেয়ীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, কহিতে লাগিলেন,—ভ্রাত! মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিও না। তুমি কেবল ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতেরই গুণের কথা সকল কীর্ত্তন কর। যদিও আমার বুদ্ধি একমাত্র বনবাসেই নিশ্চিত ও দৃঢ়ব্রত হইয়াছে, তথাপি ভরতের স্নেহে অভিভূত হইয়া মুহ্যমান হইয়া থাকে।[২] ভরতের প্রিয়, মধুর, হৃদয়ের অমৃতস্বরূপ ও মনের আহ্লাদ-জনক কথা সকল আমার মনে উদিত হইতেছে। না জানি, কত দিনে আবার মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব। কাকুৎস্থ রাম এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে ভ্রাতা ও সীতার সহিত গোদাবরীতে গমন-পূর্ব্বক স্নান করিলেন। পরে সকলে গোদাবরীসলিলে পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া, উদিত সূর্য্য ও অপরাপর দেবগণের স্তব সমাধা করিলেন। ভগবান্ রুদ্র ভগবতী পার্ব্বতী ও নন্দীর সহিত স্নানান্তে যে প্রকার শোভা পান, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া রামও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। ৩৬-৪৩

২। বনবাসে সুনিশ্চিত বুদ্ধি ও ভরতস্নেহ প্রযুক্ত ব্রতসমাপ্তির পূর্ব্বেই ভরত দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া থাকে।

সপ্তদশ সর্গ

রাম, সীতা, লক্ষ্মণ সকলে কৃতস্নান হইয়া, সেই গোদাবরীতীর হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।[১] রাম আশ্রমে আসিয়া, লক্ষ্মণের সহিত পৌর্ব্বাহ্নিককর্ম্ম সমাপনান্তে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে সীতার সহিত পর্ণশালায় আসীন হওয়াতে মহাবাহু রাম চিত্রানক্ষত্র-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি আসীন হইয়া কথাবার্ত্তায় নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোন রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিল। ঐ রাক্ষসী দশানন রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে দেবোপম রামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল। দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, বাহু আজানুলম্বিত, লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃত, গতি গজতুল্য, মস্তক জটামণ্ডলে মণ্ডিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিশয় কোমল, বল-বিক্রম অসীম, শরীর রাজলক্ষণসম্পন্ন, বর্ণ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম, প্রভা কন্দর্পের সদৃশ। এইরূপ সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় রামকে দর্শন করিয়া, রাক্ষসী কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, রাক্ষসী দুর্ম্মুখী; রামের মধ্যদেশ গোলাকার, রাক্ষসীর উদর অতি বৃহৎ; রামের নয়নদ্বয় বিশাল, রাক্ষসীর নয়ন অতি কুৎসিত; রাম সুকেশসম্পন্ন, রাক্ষসীর কেশ তাম্রবর্ণ; রাম প্রিয়রূপ, রাক্ষসীর রূপ নিতান্ত কদর্য্য; রামের স্বর অতি মিষ্ট, রাক্ষসীর স্বর নিতান্ত কর্কশ ও ভীষণ ভয়ঙ্কর; রাম তরুণ, রাক্ষসী দারুণা বৃদ্ধা;

১। ১৬শ সর্গে হেমন্ত ঋতুর বর্ণন করিয়া তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইলে কোন সময় চৈত্র মাসে ভাবী সকল রাক্ষসকুল নাশের কারণ শূর্পণখাবৃত্তান্ত ১৭শ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানে আশ্রম শব্দে তপোবন বুঝিতে হইবে। "তপোবনে মঠে ব্রহ্মচর্য্যাদাবাশ্রমোঽস্ত্রিয়াম্" ইতি বাণঃ।

রাম অতি মিষ্টভাষী, রাক্ষসী নিতান্ত কর্কশভাষিণী; রাম ন্যায়বৃত্ত, রাক্ষসী দুর্ব্বৃত্তা এবং রাম দেখিতে যেমন প্রিয়, রাক্ষসী তেমনি অপ্রিয়দর্শনা। সে নিতান্ত কামাতুরা হইয়া রামকে কহিল, তুমি ধনু ও বাণ ধারণপূর্ব্বক জটাধর তাপসবেশে স্ত্রীর সহিত কি জন্য এই রাক্ষস-সেবিত দেশে আসিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি, যথার্থ করিয়া বল। শত্রুতাপন রাম রাক্ষসী শূর্পণখার এই কথা শুনিয়া, সরলতা-প্রযুক্ত কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, সমুদায় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১-১৪

দেবতার ন্যায় বিক্রমবিশিষ্ট দশরথ নামে রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার লোকবিশ্রুত নাম রাম। আর ইঁহার নাম লক্ষ্মণ। ইনি আমার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং এই বিদেহনন্দিনী আমার ভার্য্যা। ইনি সীতা নামে বিশ্রুতা। পিতা ও মাতার নিয়োগ-নিয়ন্ত্রিত হইয়া, ধর্ম্মলাভপ্রত্যাশায় ধর্ম্মরক্ষানুরোধে বনে বাস করিবার জন্য আমি এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি কে, কাহার তনয়া এবং কাহারই বা পরিগ্রহ? হে মনোরমে! আমার ত তোমায় রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে।[২] তুমিই বা কি নিমিত্ত এখানে আসিলে, সত্য করিয়া বল। এই কথা শুনিয়া তখন সেই মদনাতুরা রাক্ষসী বলিতে লাগিল, রাম! তুমি আমার যথার্থ পরিচয় শ্রবণ কর। আমি বলিতেছি, আমি শূর্পণখা-নাম্নী কামরূপিণী রাক্ষসী সকলের ভয়োৎপাদন-পূর্ব্বক একাকিনী এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। আমার ভ্রাতার নাম রাবণ। তিনি বীর, বিশ্রবা ঋষির পুত্র, বোধ হয়, তুমি তাঁহার কথা শুনিয়া থাকিবে। আমার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। কুম্ভকর্ণ অতিশয় মহাবল এবং নিরন্তর নিদ্রা-পরায়ণ। আর বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক ও রাক্ষসচরিত্রবিহীন। খর ও দূষণ এই দুই জনও আমার ভ্রাতা। ইঁহারা খ্যাত-বীর্য্য। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! তোমায় প্রথম দেখিয়া অবধিই আমি তাহাদের সকলকেই অতিক্রম করিয়া, মনে মনে তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি। আমি পরাক্রম-সম্পন্না, এবং বলহেতু সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া থাকি। তুমি চিরকালের জন্য আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া কি করিবে? এই সীতা বিকৃতকায়া ও বিরূপা। কোনমতেই তোমার যোগ্যা নহে। আমাকে দেখ, আমিই রূপহেতু তোমার সদৃশী ভার্য্যা। আমি তোমার এই ভ্রাতার সহিত এই মানুষী বিরূপা অসতী, করালা ও নতোদরী সীতাকে ভক্ষণ করিব।[৩] তুমি কামভোগে তৎপর হইয়া, আমার সহিত বিবিধ বন ও পর্ব্বতশৃঙ্গ দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে। বাক্য-বিশারদ ককুৎস্থ-নন্দন রাম এই কথা শুনিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, ক্রূরলোচনা শূর্পণখাকে বলিতে লাগিলেন। ১৫-২৯

অষ্টাদশ সর্গ

রাম পরিহাস-বাসনায় ঈষৎ হাস্য করত ইচ্ছা করিয়াই সুমধুর বাক্যে সেই কামপাশে আবদ্ধা শূর্পণখাকে কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! আমি কৃতদার হইয়াছি। এই সীতা আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তোমার সদৃশী রমণীগণের সপত্নী থাকা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। পরন্তু আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র, শ্রীমান্, বীর্য্যবান্ ও প্রিয়দর্শন। ইঁহার

২। ইচ্ছানুরূপ রূপপরিগ্রহ ব্যতীত এরূপ মনোহর সৌন্দর্য্য সম্ভব হয় না, এবং কামরূপত্বও রাক্ষসী ব্যতীত সম্ভবপর নহে, ইহাই ভাবার্থ। পূর্ব্বে যে দুর্মুখী প্রভৃতি বলা হইয়াছে, উহা বাস্তবাভিপ্রায়ে কবির স্বরূপ উক্তি মাত্র।

৩। জনসমাগমবর্জ্জিত অরণ্যে স্বামীর সহিত বিচরণ লোকে সতীত্ব খ্যাপনের জন্য; বস্তুতঃ অসতী, সতী হইলে গৃহে বৃদ্ধা শ্বশ্রূর পরিচর্য্যার্থ তাহার নিকটে থাকিয়া পাতিব্রত্য রক্ষা করিত, ইহাই শূর্পণখার বলিবার অভিপ্রায়। করালা—বিকৃতা, নতোদরী—কৃশোদরী।

দারপরিগ্রহ হয় নাই।[১] ইনি পূর্ব্বে কখন স্ত্রী-সুখসম্ভোগ করেন নাই। এইজন্য বিবাহার্থী হইয়াছেন। বিশেষতঃ ইনি যুবা, অতএব তোমার অনুরূপ স্বামী হইবেন। হে বিশালাক্ষি! সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে ভজনা করে, তুমিও তেমনি সপত্নী-বিহীনা হইয়া, আমার এই ভ্রাতাকে স্বামিরূপে সেবা কর। কামমোহিতা রাক্ষসী রামের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, সহসা লক্ষ্মণকে গিয়া বলিতে লাগিল,—আমি রমণীকুলের মধ্যে বরবর্ণিনী; অতএব তোমার এই রূপের উপযুক্ত ভার্য্যা। তুমি আমার সহিত সুখে সমুদায় দণ্ডককানন বিচরণ করিবে। অনন্তর বাক্যবিশারদ সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই কথায় মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া, তাহাকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিলেন,—১-৮

অয়ি কমলবর্ণিনি! আমি দাস; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া, কিরূপে দাসী হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ? আমি এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের দাসত্বে নিযুক্ত আছি। হে বিশালাক্ষি! তুমি সিদ্ধকামা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া, সর্ব্বতোভাবেই সমৃদ্ধ্যর্থ আম্য রামের কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী হও। তাহা হইলে ইনি এই বিরূপা, অসতী, করালা, নতোদরী ও বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকেই ভজনা করিবেন।[২] অয়ি বরবর্ণিনি! অয়ি বরারোহে! কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমার এই শ্রেষ্ঠ রূপে অনাদর-পূর্ব্বক মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে? লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, লম্বোদরী, সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী, নিশাচরী শূর্পণখা, সেই পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বোধ করিল। অনন্তর সে কামে মোহিত হইয়া, পর্ণশালায় সীতার সহিত উপবিষ্ট, পরন্তপ দুর্জ্জেয় রামকে কহিতে লাগিল,—তুমি এই বৃদ্ধা, বিরূপা, নিম্নোদরী, ভয়ঙ্করী, অসতী স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া, আমাকে সম্মান করিতেছ না; অতএব তোমার সমক্ষেই এই মুহূর্ত্তে আমি এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নীহীন হইয়া যথাসুখে তোমার সহিত বিচরণ করিব। এই বলিয়া, প্রজ্বলিত-অঙ্গার সদৃশ লোচনশালিনী নিশাচরী অতীব ক্রোধান্বিতা হইয়া, রোহিণীর প্রতি মহতী উল্কার ন্যায় মৃগ-শাবক-লোচনা সীতার অভিমুখে ধাবমান হইল। ৯-১৭

সেই যমপাশ-সদৃশী রাক্ষসীকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, মহাবল রাম রোষভরে নিগৃহীত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—সৌমিত্রে! ক্রূরস্বভাব অনার্য্যগণের সহিত পরিহাস করাও কোনরূপে কর্ত্তব্য নয়। দেখ, এই পরিহাস-প্রযুক্তই জানকীর জীবন-সংশয় ঘটিয়াছে।[৩] হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি এই কামমত্তা মহোদরী, বিরূপা, অসতী রাক্ষসীকে আরও বিরূপ করিয়া দাও। মহাবল লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, খড়্গ উত্তোলন করিয়া, রামের সমক্ষেই রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। ছিন্ননাসাকর্ণ, ঘোরস্বভাবা সেই রাক্ষসী তখন বিকট-স্বরে চীৎকার করিতে করিতে যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই বনাভিমুখে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অতি ভয়ঙ্করাকারা বিরূপা রাক্ষসী শোণিতলিপ্তাঙ্গী হইয়া, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বিবিধ নাদে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সে বাহু উদ্যত করিয়া, রুধির ক্ষরণ ও গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল। তথায় প্রবেশ করিয়া, সেই বিরূপিত বেশে, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত জনস্থানবাসী উগ্রতেজা

১। অকৃতদার শব্দে অসন্নিহিতদার, এই অর্থ—অথবা পরিহাসস্থলে মিথ্যা দোষাবহ নহে, এই জন্যই রামের এতাদৃশ উক্তি। রাম অত্যন্ত দয়ালু, তিনি সহসা প্রত্যাখ্যান করিলে অতিশয় কষ্ট পাইবে বিবেচনায় এইরূপ পরিহাসকথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২। লক্ষ্মণের বাক্যের অর্থ—বিরূপা—বিশিষ্টরূপা ত্রৈলোক্যসুন্দরী। অসতী—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সতী, করালা—দন্তুরা, নতোদরী—কৃশমধ্যা, বৃদ্ধা—জ্ঞানবৃদ্ধা।

৩। অনার্য্যগণের সহিত পরিহাসের দোষ—প্রত্যক্ষসিদ্ধ সীতার জীবনহানি সম্ভাবনা, ইহা রাম্নাদির পরিহাসের পরিণাম, এবং পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা বলায় রামের সকল অনর্থের মূল ঘটিয়াছিল।

ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া, আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। খরের ভগিনী সেই রাক্ষসী শোণিতলিপ্তাঙ্গী এবং ভয়মোহে ভ্রান্তচিত্তা হইয়া, তাহার নিকটে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত রামের বনগমন ও তৎকৃত আপনার নাসাকর্ণচ্ছেদন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।[৪] ১৮-২৬

ঊনবিংশ সর্গ

রাক্ষস খর সেই ভগিনীকে বিরূপা, শোণিতাক্ত-দেহা ও তাদৃশ পতিতা দেখিয়া, ক্রোধ সন্তপ্ত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল। কহিল, উত্থিতা হও, বৃত্তান্ত বল; মূর্চ্ছা ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর; স্পষ্ট করিয়া বল, কে তোমাকে এরূপে বিরূপ করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি সম্মুখস্থিত বদ্ধমণ্ডল নিরপরাধ তীব্রবিষধর কৃষ্ণ-সর্পকে লীলাক্রমে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আহত করিয়াছে? সে যে অদ্য ভীষণ বিষপান ও কালপাশ বন্ধন করিয়াছে, অজ্ঞান বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। বলবিক্রমসম্পন্না, কামগামিনী, কামরূপিণী যমসমা তুমি কাহার নিকটে গমন করিয়াছিলে, যে তোমার এই দশা করিয়াছে? দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এত মহা বীর্য্যবান্, যে তোমাকে বিরূপ করিয়াছে? দেবগণের মধ্যে পাকশাসন সহস্র-লোচন মহেন্দ্র ব্যতিরেকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখি না যে, আমার অপ্রিয়কার্য্য করে।[১] হংস যেমন জল হইতে মিশ্রিত দুগ্ধ আকর্ষণ করে, আজ আমি তেমনি প্রাণান্তকারী শরসমূহ দ্বারা তাহার শরীরস্থ প্রাণ গ্রহণ করিব। যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক বাণ দ্বারা ছিন্নমর্ম্ম কোন্ নিহত ব্যক্তির ফেনযুক্ত রুধির পৃথিবী পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত কোন্ ব্যক্তির দেহ হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া, আনন্দে পক্ষী সকল ভক্ষণ করিবে? আমি যুদ্ধে যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই হতভাগ্যকে কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া আমাকে বল, কোন্ দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি বনে বিক্রম প্রকাশ করিয়া, তোমাকে পরাজয় করিয়াছে? অতীব ক্রুদ্ধ ভ্রাতার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শূর্পণখা বাষ্পমোচন করিয়া কহিল। ১-১৩

দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র আছে; তাহারা দুই জনেই তরুণ, রূপবান্, সুকুমার এবং মহা-বলসম্পন্ন। তাহাদের পদ্ম-সদৃশ বিশাল নয়ন, তাহাদের পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন, তাহারা ফলমূলাহারী, দান্ত, তাপস এবং ধর্ম্মাচারী। তাহাদিগকে দেখিলে গন্ধর্ব্ব-রাজসদৃশ ও রাজচিহ্নযুক্ত বোধ হয়। তাহারা দুই জনে দেব কি দানব, স্থির করিতে পারি না।[২] আমি দেখিয়াছি, ঐ স্থানে তাহাদিগের দুই জনের সমভি-ব্যাহারে এক রূপবতী, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, সুমধ্যমা তরুণী রমণী আছে। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া ঐ নারীর অনুরোধে, অনাথা কুলটার ন্যায় আমার ঈদৃশী অবস্থা করিয়াছে। আমি কুটিলচরিত্রা সেই নারীর এবং সেই দুই জনের সফেন রুধির রণস্থলে পান করিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই প্রথম অভিলাষ সফল কর; আমি রণস্থলে সেই নারীর ও সেই দুই

৪। সংক্ষেপে কবি বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, দশবৎসর বনবাসের অতীত হইলে রাম সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে ফিরিয়া আইসেন এবং একাদশ বর্ষের কিঞ্চিদবশিষ্ট থাকিতে অগস্ত্যাশ্রমে গমন, তার পর বর্ষাকালারম্ভে পঞ্চবটীপ্রবেশ; শরৎকাল ও হেমন্ত ঋতুর আগমে দ্বাদশবর্ষ পূরণ হয়, ইহা চান্দ্র মাস হিসাবে গণনায় প্রতি পাঁচবর্ষে ২ মাস করিয়া বৃদ্ধি ধরিয়া। মহাভারতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে আছে—

"তত্র তু দ্বাদশাব্দানি রামস্য ব্যতিচক্রমুঃ" ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন, ত্রয়োদশবর্ষের কিঞ্চিদবশিষ্ট থাকিতে শূর্পণখার আগমন, তার পর মাঘ মাসে সীতা-হরণ।

১। মনুষ্যগণমধ্যে কোন ব্যক্তিই নাই যে আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহস করে।

২। রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখার এতদূর কামভাব প্রবল হইয়াছিল যে, প্রত্যাঘাত অপমানিত হইয়াও ভ্রাতার সমক্ষেও সেই ভাব গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। রামরূপের এই স্বভাব—যেই তাহা দেখিয়াছে, অনুকূল বা প্রতিকূল হউক, কখনও ভুলিতে পারে নাই, ঐ রূপেই আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

জনের রক্ত পান করিব। শূর্পণখা এই কথা কহিলে পর খর ক্রুদ্ধ হইয়া যমসদৃশ মহাবল চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আদেশ করিল,—শ্মশ্রুধারী চীরপরিধারী ও কৃষ্ণাজিন-বাসা দুই জন মানুষ প্রমদার সহিত ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগের দুই জনকে ও সেই দুঃশীলা প্রমদাকে সংহার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রুধির পান করিবে। হে রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করত বল দ্বারা সেই দুই জনকে নিহত করিয়া, আমার ভগিনীর এই মনোরথ পূর্ণ কর। তোমরা তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ, অবলোকন করিয়া এই ভগিনী অতিশয় হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া, যুদ্ধস্থলে তাহাদের রুধির পান করিবে। এই প্রকার আজ্ঞা পাইয়া, ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস বায়ুপ্রেরিত মেঘের ন্যায় শূর্পণখা সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে যাত্রা করিল।[৩] ১৪-২৬

বিংশ সর্গ

অনন্তর শূর্পণখা রাঘবের আশ্রমে আগত হইয়া, রাক্ষসদিগকে সীতাসমভিব্যাহারী দুই ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিল। তাহারা পর্ণশালামধ্যে মহাবল রামকে সীতার সহিত উপবিষ্ট ও লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতে অবলোকন করিল। শ্রীমান্ রঘুনন্দন ঐ সকল রাক্ষসদিগকে উপস্থিত দেখিয়া, দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—সৌমিত্রে! মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকটে অবস্থান কর। আমি রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিব। তখন লক্ষ্মণ আত্মজ্ঞ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তথাস্তু বলিয়া, তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও সুবর্ণভূষিত মহাধনুতে জ্যারোপণ করিয়া, ঐ সকল রাক্ষসকে কহিলেন,—আমরা দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ, দশরথের পুত্র; সীতাসমভিব্যাহারে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমরা ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, তাপস ও ধর্ম্মাচারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছি, তোমরা কি নিমিত্ত আমাদিগকে হিংসা করিতেছ? তোমরা পাপাত্মা, মহাবনে ঋষিদিগের আদেশানুসারে তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ধনুর্হস্তে আগমন করিয়াছি। সন্তুষ্ট হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থিত হও, আর অগ্রবর্ত্তী হইও না। নিশাচরগণ! যদি প্রাণে প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে নিরস্ত হও। ১-১০

ব্রহ্মঘাতী শূলধারা লোহিতলোচন কঠোরভাষী ভীষণাকৃতি ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং পরাক্রমে অনভিজ্ঞতাবশতঃ হস-সহকারে সংরক্তলোচন মধুর-ভাষী রামকে কহিল,—তুমি আমাদিগের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধোৎপাদন করিয়াছ; অতএব এখনই যুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা নিহত হইয়া তোমাকে সদ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আর আমরা বহু; অতএব রণস্থলে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আমাদিগের সম্মুখেই থাকিতে পারিবে না। আমাদিগের এই সমস্ত বাহুপ্রযুক্ত পরিঘ, শূল ও পট্টিশ দ্বারা আহত হইয়া, তোমাকে প্রাণ, বীর্য্য ও হস্তধৃত ধনু ত্যাগ করিতে হইবে। ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা এইরূপ বলিয়া, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, আয়ুধ ও খড়্গ উদ্যত করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং ঐ সকল দুর্জ্জয় শূল রামের উপর নিক্ষেপ করিল। মহাতেজা রাম ঐ চতুর্দ্দশ শূলই চতুর্দ্দশসংখ্যক স্বর্ণভূষিত শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর মহাতেজা

৩। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যের তিন পুত্র;—চন্দ্রকান্ত, মহামেঘ, ও বিজয়। ইঁহারা অভিশাপে খর-দূষণ ও ত্রিশিরা নামে রাক্ষস হইয়াছিল, প্রথমে ভগবদ্বিজ্ঞান ছিল না, পরে শাপান্তে স্মরণে ভগবৎ-স্বরূপ বিজ্ঞান হওয়ায় উহারা মুক্ত হয়, শ্লোক কয়েকটি এই—

যাজ্ঞবল্ক্যসুতা রাজংস্ত্রয়ো বৈ লোকবিশ্রুতাঃ।
চন্দ্রকান্ত-মহামেঘ-বিজয়া ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
খরশ্চ দূষণশ্চৈব ত্রিশিরা ব্রহ্মবিত্তমাঃ।
আসংস্তেষাঞ্চ শিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ সহস্রধা॥

রাম রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, পরম ক্রোধান্বিত হইয়া, ধনুরানমন-পূর্ব্বক শিলাশাণিত সূর্য্য তুল্য চতুর্দ্দশ নারাচ গ্রহণ করিলেন; পরে ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনি লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া,নারাচ সকল নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বাণ বেগে রাক্ষসগণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, রুধিরাক্ত হইয়া, বল্মীকমধ্য হইতে সর্পগণের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। রাক্ষসগণও ঐ সকল বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ, শোণিতে স্নাত, বিকৃত ও বিগতপ্রাণ হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষ সকলের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া, রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রোধে অধীরা হইয়া, খরের নিকটে গমন করিয়া, পুনরায় কাতরভাবে পতিত হইল; তখন তাহার গাত্রের রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়াছিল; অতএব সে নির্য্যাসযুক্ত লতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। রাক্ষসী ভ্রাতার নিকটে শোকে কাতর হইয়া, ঘোর চীৎকার করিল এবং বিবর্ণ মুখে বিকৃত স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। খরের ভগিনী শূর্পণখা রাক্ষসদিগকে নিপাতিত দর্শন করত বেগে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। ১১-২৫

একবিংশ সর্গ

অনর্থের নিমিত্ত আগত শূর্পণখাকে পুনরায় ভূতলে পতিত দেখিয়া, খর ক্রোধভরে পুনর্ব্বার স্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল,—আমি তোমার প্রিয় সম্পাদনার্থে মাংসাশী বীর রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি; তবে তুমি কি জন্য আবার রোদন করিতেছ? ঐ সকল রাক্ষস আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও সর্ব্বদাই হিতকারী; হন্যমান হইয়াও কোনমতে নিহত হয় না এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। অতএব কি জন্য তুমি পুনরায় 'হা নাথ' বলিয়া চীৎকার করত সর্পের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতেছ? ইহার কারণ কি, জানিতে অভিলাষ করি। আমি তোমার রক্ষক থাকিতে তুমি কি জন্য অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? উত্থিত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর। খর এই প্রকার কহিয়া বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিলে দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বলিল,— ১-৬

আমার নাসাকর্ণ উভয়ই গিয়াছে এবং রক্তাক্তকলেবরা হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তোমার সমীপস্থ হইলাম; তুমিও আমাকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান-কামনায় লক্ষ্মণের সহিত ভয়ানকস্বভাব রামকে বধ করিবার জন্য যে চৌদ্দ জন বীর রাক্ষস প্রেরণ করিয়াছিলে, রাম মর্ম্মভেদী বাণ সকল দ্বারা শূল-পট্টিশ-পাণি, অমর্ষপরায়ণ সেই রাক্ষসদিগের সকলকেই যুদ্ধে নিহত করিয়াছে। নিরতিশয় তেজস্বী রাক্ষসগণ ক্ষণমধ্যেই ভূতলে পতিত হইল এবং রাম মহৎ কার্য্য সাধন করিল দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল। হে নিশাচর! আমি ভীত, উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ হইয়াছি, এবং সর্ব্বত্র রামমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি, সেই জন্য পুনরায় তোমার শরণার্থিনী হইয়াছি। তুমি কি জন্য আমার উদ্ধার করিতেছ না? আমি বিষাদরূপ কুম্ভীর ও মহাভয়রূপ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ সুগভীর শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। যে সকল মাংসভোজী রাক্ষস আমার অনুগামী হইয়াছিল, রাম নিশিত শরসমূহ দ্বারা তাহাদের সকলকেই হনন করিয়াছে। যদি আমার প্রতি এবং সেই সকল রাক্ষস-সন্তানগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, অথবা রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার যদি তেজ ও শক্তি থাকে, তাহা হইলে রাক্ষসকুলের কণ্টকস্বরূপ দণ্ডকবাসী রামকে হনন কর। আর যদি অদ্য সেই শত্রুহন্তা রামকে সংহার না কর, তাহা হইলে আমি নিলজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব। আমি বুদ্ধি দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি চতুরঙ্গ বল লইয়াও

যুদ্ধে রামের সম্মুখে অবস্থিত হইতে পারিবে না। তুমি শূর বলিয়া অভিমান কর বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে শূর নহ। তোমার বিক্রমও মিথ্যা আরোপিত মাত্র। হে মূঢ়! হে কুলপাংসন! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সবান্ধবে জনস্থান হইতে পলায়ন কর; নতুবা রাম ও লক্ষ্মণকে সংগ্রামে সংহার কর। রাম-লক্ষ্মণ মানুষ, তাহাদিগকে যদি বধ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া, তুমি আর কিরূপে এখানে থাকিতে পারিবে? রামের তেজে অভিভূত হইয়া অচিরকালমধ্যেই তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথনন্দন রাম স্বভাবতঃই অতিশয় তেজস্বী এবং তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণও বীর্য্যবান্; ঐ লক্ষ্মণই আমাকে বিরূপ করিয়াছে। মহোদরী রাক্ষসী শূর্পণখা শোকার্ত্তা হইয়া, ভ্রাতার নিকটে এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া, চৈতন্যরহিত হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত দুঃখভরে হস্ত দ্বারা উদরে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ৭-২২

দ্বাবিংশ সর্গ

শূর্পণখা রোষভরে উক্ত প্রকারে তিরস্কার করিলে তীক্ষ্ণস্বভাব শৌর্য্যশালী খর রাক্ষসসভামধ্যে তাহাকে কঠোর বাক্যে বলিতে লাগিল,—ভগিনি! তোমার অপমানে আমার যে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ক্ষতমধ্যে নিক্ষিপ্ত ক্ষার-সলিলের ন্যায়, ঐ ক্রোধ ধারণ করিতে আমার শক্তি হইতেছে না; যাহা হউক, রাম ক্ষীণজীবী মানুষ; আমার যে পরাক্রম আছে, তাহাতে রামকে গণনাই করি না। সে যে কুকর্ম্ম করিয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্যই নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে; অতএব তুমি ক্রন্দন সংবরণ ও ভয় ত্যাগ কর, আমি রামকে লক্ষ্মণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব। অয়ি রাক্ষসি! অদ্য ক্ষীণজীবী রাম মদীয় পরশ্বধে হত হইয়া পতিত হইলে তুমি তাহার রক্তবর্ণ উষ্ণ রুধির পান করিবে। শূর্পণখা খরের বদননির্গত এই কথা শ্রবণ করিয়া মোহপ্রযুক্ত নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, পুনরায় সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচরী এইরূপে প্রথমে নিন্দা ও পরে প্রশংসা করিলে, খর দূষণ-নামক সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কহিল,— ১-৭

হে শুভদর্শন! যাহারা সর্ব্বতোভাবে আমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, যাহারা যুদ্ধে কখন পরাঙ্মুখ হয় না, যাহারা লোকের হিংসা দ্বারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকে, যাহাদের পরাক্রম ভয়াবহ এবং যাহাদের বর্ণ নীলমেঘসদৃশ, তাদৃশ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। তদ্ভিন্ন শীঘ্রগামী রথ, ধনু, বিচিত্র বাণসমূহ, তীক্ষ্ণ বিবিধ শক্তি ও খড়গ সকলও উপস্থিত কর। অয়ি রণপণ্ডিত! আমি দুর্ব্বিনীত রামের বধজন্য মহানুভব রাক্ষসগণের পুরোবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করি। ৮-১১

খর এই কথা বলিতে না বলিতেই দূষণ বিচিত্র-বর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ-সংযোজিত করিয়া, সূর্য্যসমবর্ণ এক মহারথ আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার সমীপে নিবেদন করিল। ঐ রথের আকার মেরু পর্ব্বতের ন্যায়, ভূষণ সকল তপ্তকাঞ্চনময়, চক্র সকল স্বর্ণময় এবং যুগন্ধর-যুগল বৈদূর্য্যমণিময়। মৎস্য, পুষ্প, দ্রুম, শৈল, চন্দ্রকান্তমণি, অলঙ্কারার্থ কাঞ্চন, পক্ষিসমূহ ও তারকাসমূহ দ্বারা ঐ রথ সমাবৃত এবং ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাশব্দে অলঙ্কৃত। খর ক্রোধভরে কিঞ্চিৎ-মাত্র বিলম্ব না করিয়াই ধ্বজ ও নিস্ত্রিংশসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট অশ্বচালিত উল্লিখিত রথে আরোহণ করিল। তদনন্তর খর ও দূষণ রথ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজশালী মহান্ সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে আদেশ করিল। উভয়ে সমুদায় রাক্ষসকে ঐ প্রকার কহিলে, ভয়ঙ্কর চর্ম্ম ও ধ্বজসম্পন্ন সেই রাক্ষসসৈন্য

মহাবেগে ও মহাশব্দে জনস্থান হইতে নির্গত হইল। এইরূপে খরের ছন্দানুগামী অতিমাত্র ভীষণস্বরূপ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস, মুদ্গর, পট্টিশ, সুতীক্ষ্ণ শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, চক্র, সুশোভিত বাণ, তোমর, শক্তি, পরিঘ, অতিমাত্র ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক, গদা, অসি, মুষল ও ভীমদর্শন বজ্র ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, জনস্থান হইতে বহির্গমন-পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইতে দর্শন করিয়া খরের রথ অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রস্থান করিল। সারথি খরের অভিমত অবগত হইয়া বিচিত্রবর্ণ স্বর্ণভূষিত অশ্বদিগকে চালনা করিল। তখন রিপুঘাতী খরের রথ সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় শব্দে তৎক্ষণাৎ দিগ্বিদিক্ সমুদায় পূরণ করিল। অতি বলবান্ সেই প্রখরস্বর খর ক্রোধান্বিত কৃতান্তের ন্যায় শত্রুসংহারে বিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া, শিলাবর্ষী মহামেঘের ন্যায় ধ্বনি করিতে করিতে সারথিকে নিয়োগ করিল।[১] ১২-২৪

ত্রয়োবিংশ সর্গ

এইরূপে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলে, গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ সমুদিত হইয়া, তুমুল শব্দে রক্তমিশ্রিত জল বর্ষণ করিতে লাগিল।[১] তাহার রণে যে সকল দ্রুতগামী অশ্ব যোজিত ছিল, তাহারা রাজমার্গে গমনসময়ে হঠাৎ পুষ্পযুক্ত সমতল ভূমিতে পতিত হইল। সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে শ্যামবর্ণ-পরিবেশে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। ঐ পরিবেশের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এবং আকার অলাতচক্রের ন্যায় বর্ত্তুল-ভাবাপন্ন। অনন্তর বৃহদাকার ভয়ঙ্কর গৃধ্র অত্যুন্নত স্বর্ণময় রথধ্বজের নিকটস্থ হইয়া, তাহা আক্রমণ-পূর্ব্বক অবস্থিত হইল। বিকটশব্দকারী মাংসাশী পশু ও পক্ষিগণ জনস্থান-সমীপে আসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর শৃগাল সকল পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করিয়া, রাক্ষসকুলের অমঙ্গলজনক ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ আরম্ভ করিল। মত্ত মাতঙ্গ-সম ভীমমূর্ত্তি মেঘমণ্ডলী জলের ন্যায় রাশি রাশি রক্ত বর্ষণ করিয়া, তত্রত্য সমুদায় আকাশ একেবারেই আবরণ করিয়া ফেলিল। লোমহর্ষজনক ঈদৃশ অতি নিবিড় ভয়ঙ্কর অন্ধকার হইল যে, দিগ্বিদিক্ সমুদায় এককালেই প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর অণুমাত্রও দেখা গেল না। সন্ধ্যা রক্তাক্ত বস্ত্রের ন্যায় বর্ণ ধারণ-পূর্ব্বক অকালেই প্রকাশিত হইল। ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষিগণ পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে কঠোর স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। কঙ্ক, গোমায়ু ও গৃধ্রগণ তদীয় ভয় কীর্ত্তন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল এবং যুদ্ধে নিত্য অমঙ্গলজনক শিবা সকল ভয় প্রদর্শনসহকারে সৈন্যগণের অভিমুখে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে তাহাদের মুখগহ্বর হইতে অগ্নিশিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। সূর্য্যের নিকটে পরিঘাকার কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল। মহাগ্রহ রাহু পর্ব্ববিভিন্ন সময়েও সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিল।[২] প্রচণ্ডভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন এবং রাত্রি না হইলেও নক্ষত্র সকল খদ্যোত সদৃশ প্রভান্বিত হইয়া উদিত হইল। সরোবরস্থ পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল এবং মীন ও পক্ষী সমুদায় লীন হইয়া গেল, সেই ক্ষণে বৃক্ষসকল ফল-পুষ্প-বিহীন হইয়া উঠিল। তৎকালে সারিকা সকল শিক্ষিত শব্দ ত্যাগ করিয়া, চীচী কূচি ইত্যাদি অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল।

১। ২৩শ ও ২৪শ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়,কতক টীকাকারের মতে প্রক্ষিপ্ত। গোবিন্দরাজের প্রদত্ত সংখ্যায় জানা যায়, এই সর্গে শ্লোক-সংখ্যা ২৩শ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় পুস্তকে শ্লোকসংখ্যা ৪৫ দেখা যায়।

১। ত্রয়োবিংশ সর্গে উৎপাতবর্ণন, এইরূপ উৎপাতবর্ণন মহাভারতে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়।

২। কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রে—উৎপাতবর্ণনসময়ে বলা হইয়াছে, "সূর্য্যপৃষ্ঠে কবন্ধাদিবকন্মাগ্নচবাহনঃ" ইত্যাদি, এবং "অপর্ব্বণি তথা রাহুগ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যযোঃ"।

ঘোরদর্শন উল্কা সকল সশব্দে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[৩] এবং বন, উপবন ও পর্ব্বত সহিত ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। ধীমান্ খর রথে থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার বাম বাহু নিতান্ত কম্পমান ও স্বর অবসন্ন হইয়া উঠিল। ঐ অবস্থায় ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুসলিলে পূর্ণ, ললাট পীড়া অনুভব করিল। তথাপি মোহ-প্রযুক্ত যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইল না[৪]। ১-১৮

এই সকল রোমহর্ষ-জনক মহোৎপাত উপস্থিত দেখিয়া, খর হাস্য করিতে করিতে সমুদায় রাক্ষসকে কহিল, বলবান্ যেমন দুর্ব্বলদিগকে গণনা করে না, আমিও সেইরূপ বীর্য্যবশতঃ এই সমুত্থিত ঘোরদর্শন উৎপাত সকল মনোমধ্যে স্থান দিতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডল হইতে তারাও পাতিত করিতে পারি এবং যমেরও মৃত্যুবিধান করিয়া থাকি। অতএব আমি বলদর্পিত রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। যে শূর্পণখার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের বুদ্ধি বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, সেই ভগিনী শূর্পণখা, রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের রক্ত পান করিয়া সফলমনোরথ হউন। আমি ইতিপূর্ব্বে কোথাও যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হই নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব আমি মিথ্যা বলিতেছি না; আমি ক্রুদ্ধ হইলে মত্ত ঐরাবতস্থ বজ্রধারী ইন্দ্রকেও যুদ্ধে বধ করিতে পারি; রাম-লক্ষ্মণ মানুষ, তাহাদের কথা আর কি কহিব? যম-পাশে আবদ্ধা সেই মহতী রাক্ষসী সেনা খরের এই গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অতুল হর্ষ লাভ করিল। এ দিকে যুদ্ধদর্শনবাসনায় পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা তথায় সমাগত হইয়া, পরস্পর একবাক্যে কহিতে লাগিলেন, গো ও ব্রাহ্মণ সকল সুখে থাকুন; তদ্ভিন্ন আর লোকসম্মত প্রাণিগণের মঙ্গল হউক। চক্রধারী বিষ্ণু যেমন সমুদায় অসুরশ্রেষ্ঠ-দিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় রাক্ষসদিগকে জয় করুন। পরমর্ষি-গণ এইরূপ ও অন্যরূপ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বিমানস্থ দেবগণ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আসন্নমৃত্যু রাক্ষসগণের সুমহান্ সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে খর রথারোহণে বেগে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বহির্গত হইলে, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য ও রুধিরাশন এই বারো জন মহাবীর তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রস্থিত হইল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী ও ত্রিশিরা, এই চারি জন সেনার অগ্রে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। গ্রহশ্রেণী যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, সেইরূপ ভীমবেগ, সুদারুণ, মহাবল রাক্ষসগণ সমরাভিলাষে সহসা রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের সকাশে সমুপস্থিত হইল। ১৯-৩৪

৩। উল্কা ও নির্ঘাতজ্যোতির্বায়ুবিশেষ, বরাহমিহিরে উক্ত হইয়াছে—

"উল্কা শিরসি বিশালা নিপতন্তী বর্দ্ধতে তনুপ্রভয়া।
পবনাভিহতা গগনাদবনৌ চ যদা সমাপততি।
ভবতি তদা নির্ঘাতঃ স চ পাপো দীর্ঘখগবিরুতঃ॥"

৪। এই স্থানে ২৩শটি উৎপাত দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে। রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভয়ের উদ্বোধক, সংহিতা-চিন্তামণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"উল্কানিপাতনির্ঘাত-ব্যালব্যাঘ্রাদি-দর্শনৈঃ।
উৎপন্নঃ সহসা চিত্তবিক্ষোভত্রসে ঈর্ষ্যতে।
নেত্রসংমীলনোৎকম্প-গাত্র-সংকোচ গদ্গদৈঃ।
বৈবর্ণ্যস্বররোমাঞ্চস্তম্ভাদ্যৈরনুভাব্যতে॥"

চতুর্বিংশ সর্গ

খর পরাক্রম খর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, রাম ভ্রাতার সহিত উল্লিখিত উৎপাতসমূহ অবলোকন করিলেন। তিনি প্রজাগণের অমঙ্গলকর মহাঘোর ঐ সকল উৎপাত দর্শনে নিতান্ত অস্বাস্থ্য-চিত্তে

লক্ষ্মণকে কহিলেন,—অয়ি মহাবাহো! সর্ব্বভূতের প্রাণান্তকর এই মহোৎপাত সকল রাক্ষসকুলের সংহার-কারণ সমুত্থিত হইয়াছে, অবলোকন কর। গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ অত্যুৎকট মেঘমণ্ডলী ঐ আকাশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া খর শব্দে রুধিররাশি বিসর্জ্জন করিতেছে। আমার শর-সকল ধূমোদ্গার সহকারে যুদ্ধানন্দপ্রদর্শন করিতেছে এবং স্বর্ণপৃষ্ঠ শরসমূহও বিচলিত হইয়া উঠিতেছে। বনচারী পক্ষিগণ যাদৃশ শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমাদের ভয় উপস্থিত ও প্রাণসংশয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অবিলম্বেই সুমহান্ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বীর! আমার এই দক্ষিণবাহু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইয়া আমাদের জয় সূচনা করিতেছে। হে শূর! আমাদের জয় ও শত্রুপক্ষের পরাজয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমার মুখমণ্ডলও সুপ্রসন্ন ও সুপ্রভ লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত যে সকল ব্যক্তির মুখ প্রভাশূন্য হয়, তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। রাক্ষসগণের ঘোর গভীর গর্জ্জন-শব্দ ঐ শুনা যাইতেছে! সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের ভেরীধ্বনিও ঐ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কল্যাণার্থী বিচক্ষণ পুরুষ আপদের আশঙ্কা থাকিলে, অগ্রে সেই ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া, সীতাকে লইয়া পাদপসঙ্কুল দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। তুমি আমার এই কথার প্রতিকূলাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। বৎস! আমার চরণের দিব্য, তুমি অচিরেই সীতাকে লইয়া গমন কর।[১] তুমি শূর ও বলবান্, নিশ্চয়ই ইহাদিগকে বধ করিতে পার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি স্বয়ংই সমুদয় নিশাচরকে হনন করিতে ইচ্ছা করি। রাম এই প্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ সীতার সহিত শর ও চাপ গ্রহণ করিয়া দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় করিলেন। ১-১৫

লক্ষ্মণ সীতার সহিত গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, রাম তজ্জন্য ও আমার আদেশ শীঘ্রই পালিত হইয়াছে বলিয়া নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ-পুরঃসর কবচ ধারণ করিলেন। অগ্নিবর্ণ কবচে বিভূষিত হওয়াতে, তাঁহাকে অন্ধকারমধ্যে সমুত্থিত মহাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম শরাসন সমুদ্যত ও শর সকল গ্রহণ করিয়া, জ্যাশব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করত তথায় সম্যক্‌প্রকারে অবস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ যুদ্ধদর্শন অভিলাষে তথায় সমাগত হইলেন। লোকে যাঁহাদিগকে ব্রহ্মর্ষিসত্তম বলিয়া থাকে, সেই সকল মহাঋষিরাও তথায় আগমন করিলেন। সেই সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ সমবেত হইয়া পরস্পর একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকসকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। চক্রধারী বিষ্ণু যেমন সমস্ত অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন রাম তেমনি যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় রাক্ষসদিগকে জয় করুন। এই প্রকার বলিয়া, তাঁহারা পুনরায় পরস্পর অবলোকন করত কহিতে লাগিলেন,—ভীমকর্ম্মা রাক্ষসেরা চৌদ্দ হাজার, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা রাম একাকী; ইহাতে যে কিরূপ যুদ্ধ হইবে, বলা যায় না। এইরূপে রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরাদি সমুদায় দেবযোনিগণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ বিমানারূঢ় হইয়া, কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬-২৫

তৎকালে ভগবান্ রামচন্দ্র স্বকীয় তেজে সমাচ্ছন্ন হইয়া, যুদ্ধমুখে অবস্থান করিলেন দেখিয়া, প্রাণিমাত্রেই ভয় বশতঃ ব্যথিত হইয়া উঠিল।[২] মহাত্মা রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার রূপ যেরূপ

১। লক্ষ্মণের অসামর্থ্য-নিবন্ধন রামের এতাদৃশ উক্তি নহে, পরন্তু তিনি ঋষিগণের নিকট রাক্ষস বধ করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিবার জন্য বুঝিতে হইবে।

২। রামচন্দ্রের স্বাভাবিক ব্রাহ্মতেজ ছিল। তিনি ইচ্ছানুসারে ক্ষাত্রতেজ গ্রহণ করিতেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

হইয়া থাকে, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের রূপও সেইরূপ অপ্রতিম হইয়া উঠিল। সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসসৈন্য ভয়ঙ্কর চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ গ্রহণ করিয়া, গভীর শব্দে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পরাভিমুখীন হইয়া, বীরবাক্যে সম্ভাষণ, শরাসন সকল বিস্ফারণ, বারংবার জৃম্ভাত্যাগ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার এবং দুন্দুভি সকলে আঘাত করাতে তাহাদের সেই সুবিপুল শব্দে সেই বন পরিপূরিত হইল। বনচারিগণ সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া, পশ্চাদ্দিকে আর অবলোকন না করিয়া, যে প্রদেশে ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, তথায় পলায়ন করিল। এ দিকে রাক্ষস-সেনা বিবিধ শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সাগর-সদৃশ গম্ভীরভাবে মহাবেগে রামের সম্মুখবর্ত্তী হইল। রণপণ্ডিত রাম চতুর্দ্দিকে চক্ষু সঞ্চালন করত খরসৈন্য দর্শন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভিমুখীন হইলেন। তিনি ভয়ঙ্কর ধনু বিস্তৃত করিয়া ও তূণ হইতে সায়ক-সমূহ উত্তোলন-পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের সংহার-বাসনায় যার-পর-নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভিমুখীন হইলেন। ক্রোধাবির্ভাব প্রযুক্ত প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় তিনি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতাগণ তাঁহাকে তেজোময় দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পরন্তু দক্ষযজ্ঞবিনাশোদ্যত মহাদেবের ন্যায় তাঁহারা রামের সেই রোষাবিষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নীলবর্ণ মেঘসমূহ যেরূপ সূর্য্যোদয়ে শোভা পায়, রাক্ষসসৈন্যও অগ্নিসমবর্ণ কবচ, রথ, আভরণ ও ধনুঃসমন্বিত হইয়া তৎকালে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ২৬-৩৬

পঞ্চবিংশ সর্গ

খর অগ্রগামীদিগের সহিত আশ্রমে আগমন করিয়া অবলোকন করিল, রিপুঘাতী রাম ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে সে কঠোর-নিস্বন জ্যাযুক্ত ধনু উদ্যত করিয়া, সারথিকে রামের অভিমুখে রথ চালনা করিতে আদেশ করিল। সারথি তদীয় আজ্ঞানুসারে, যথায় মহাবাহু রাম ধনু কম্পিত করিয়া একাকী অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় অশ্বদিগকে চালনা করিল। এ দিকে খর রামাভিমুখে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া, তদীয় অমাত্য রাক্ষসেরা ঘোরতর গভীর গর্জ্জন-পূর্ব্বক তাহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিল। তখন রথারোহী দুর্বিনীত খর, রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া, তারাগণ-মধ্যবর্ত্তী উদ্ধত মঙ্গলগ্রহের সাদৃশ্য লাভ করিল। অনন্তর সে যুদ্ধে অনুপমতেজা রামকে সহস্রবাণ দ্বারা নিপীড়িত করিয়া, মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নিশাচর ক্রুদ্ধ হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বার রামকে লক্ষ্য করিয়া, বিবিধ শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া, যুদ্ধস্থলে ভূরি ভূরি লৌহময় মুদ্গর, শূল, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। পরে সেই বৃহদাকার মহাবল মেঘসদৃশ নিশাচরগণ অশ্ব ও গিরিশৃঙ্গাকৃতি হস্তিসমূহে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে বধ করিবার অভিলাষে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল এবং যেমন মহামেঘ পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, প্রদোষরাত্রি সকলে পারিষদ-পরিবৃত মহাদেবের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন এবং সাগর যেমন স্বীয় বেগে নদী সকলকে প্রতিগ্রহ করে, সেইরূপ তিনি শরসমূহ দ্বারা রাক্ষসগণ-প্রেরিত শস্ত্র সকল প্রতিহত করিলেন। তিনি তাহাদের ভয়ঙ্কর শস্ত্রসমূহে বিদ্ধদেহ হইয়াও

প্রদীপ্ত বহুবজ্রে সমাহত মহাচলের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; পরন্তু সর্ব্বশরীর শোণিত-সিক্ত হওয়াতে সন্ধ্যামেঘসমাবৃত দিনমণির ন্যায় শোভা হইল। তৎকালে সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ একা রামকে সহস্র সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। ১-১৫

অনন্তর রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া, শত শত ও সহস্র সহস্র সুশাণিত বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল বাণ অনিবার্য্য, অসহ্য এবং দেখিতে কৃতান্তের পাশাস্ত্রসদৃশ। তিনি অবলীলাক্রমে স্বর্ণ-চিত্রিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত বাণ সকল শত্রু-সৈন্যমধ্যে মোচন করিলেন। সেই বাণ সকল কালপ্রক্ষিপ্ত পাশসমূহের ন্যায় রাক্ষসগণের দেহভেদ-পূর্ব্বক প্রাণগ্রহণ করিয়া রুধিরলিপ্ত ও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ শোভা ধারণ করিতে লাগিল। তখন রামের ধনুর্ম্মণ্ডল হইতে অসংখ্যেয় রাক্ষসপ্রাণহারী খরতর শর বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই সমস্ত শর দ্বারা রাক্ষসগণের শত শত ও সহস্র সহস্র শরাসন, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, হস্তাভরণ-যুক্ত বাহু এবং করিকরসদৃশ উরু সকল ছেদন করিলেন। রাম-ধনুর্ম্মুক্ত শর-সকল, সারথি সহিত স্বর্ণকবচযুক্ত যোজিত অশ্ব, গজারোহি-সহিত গজ এবং অশ্ব সহিত অশ্বারোহীদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পদাতিদিগকে হনন-পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিল। রাক্ষসগণ তীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণিসমূহে হন্যমান হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। শুষ্ক অরণ্যানী যেমন অগ্নি-সংযোগে সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, রাক্ষসসৈন্যও সেইরূপ রামের মর্ম্মভেদী শরসমূহে পীড়িত হইয়া, সুখলাভে সমর্থ হইল না। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভীমবল, শূর, রাক্ষস নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, রামের প্রতি প্রাস, পরশ্বধ ও শূল সকল নিক্ষেপ করিল। মহাবাহু বীর্য্যবান্ রাম বাণসমূহ দ্বারা তাহাদের শস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া, তাহাদের প্রাণ হরণ ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে বৃক্ষসমূহ যেরূপ ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রাক্ষসগণ ছিন্ন-মস্তকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাহাদের ধনু ও চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা রামশরে আহত ও বিষণ্ণ হইয়া মলিনভাবে আশ্রয় গ্রহণার্থ খরের অভিমুখে ধাবমান হইল। ১৬-৩০

অনন্তর দূষণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া, কুপিত কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধান্বিত রামের প্রতি ধাবিত হইল। তখন রণবিমুখ নিশাচরগণ দূষণের আশ্রয়লাভে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, শাল, তাল, শিলা, প্রাস, মুদ্গর ও শূল সকল আয়ুধ-স্বরূপ ধারণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা যুদ্ধস্থলে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। আবার বৃক্ষবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে, তখন অতীব ভয়াবহ ও তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাক্ষসগণ রোষাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার চারি-দিক্ হইতেই রামকে পীড়ন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সমুদায় দিক্ ও বিদিক্ এবং নিজেও শরবর্ষী নিশাচরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভীষণ শব্দ করিয়া, রাক্ষসগণের উদ্দেশ্যে পরম দীপ্তিশালী গান্ধর্ব্বাস্ত্র যোজনা করিলেন। পরে তাঁহার কার্ম্মুক হইতে সহস্র সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল। সেই শরসমূহে সমুদায় দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। রাক্ষসেরা ঐ সময়ে তিনি যে ভয়ঙ্কর উৎকৃষ্ট শর সকল গ্রহণ ও মোচন এবং ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিতে পাইল না; কেবল তদীয় শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার শরে শরে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া, দিবাকর-সহিত আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম নিরন্তর রাশি রাশি শর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি রাক্ষস, কেহ যুগপৎ হত ও কেহ পতিত হইল এবং কেহ বা পতমান

হইতে লাগিল। রণভূমির সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র রাক্ষস পতিত, ছিন্নভিন্ন, বিদারিত ও কণ্ঠগতপ্রাণ লক্ষিত হইতে লাগিল। উষ্ণীষসহিত মস্তক, কায়সমন্বিত বাহু, হস্ত, ঊরু, বিবিধ অলঙ্কার, প্রধান প্রধান হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, শূল ও পট্টিশ, এই সকল রাশি রাশি রামের বাণাঘাতে ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া, হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ নিরতিশয় কাতর হইয়া, পরপুরবিজয়ী রামের সম্মুখে গমন করিতে আর সমর্থ হইল না। ৩১-৪৬

— —

ষড়্‌বিংশ সর্গ[১]

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্য রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে দেখিয়া, ভীমবেশ, দুরাক্রম্য ও সমরে অগ্রবর্ত্তী পঞ্চসহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে রামের উপরি অনবরত রাশি রাশি শূল, পট্টিশ, খড়্গ, প্রস্তর, বৃক্ষ ও শর বর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রাম তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহ দ্বারা সেই প্রাণহারিণী সুবিপুল বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি প্রতিগ্রহণ করিলেন। বৃষ যেমন নিমীলিতলোচনে বর্ষাধারা প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপে তাহা সহ্য করিয়া, সমুদায় রাক্ষসের বিনাশ নিমিত্ত নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট ও তেজঃপ্রজ্বলিত হইয়া, বাণসমূহের দ্বারা দূষণের সহিত যাবতীয় রাক্ষসসৈন্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিলেন। পরে শত্রুদূষণ সেনাপতি দূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রসম শরসমূহ দ্বারা রামকে নিবারিত করিল। তখন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দূষণের প্রকাণ্ড ধনু ছেদন করিয়া, চারি শরে চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। অশ্বদিগকে তীক্ষ্ণ শরে বধ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন এবং তিন শরে রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দূষণ ছিন্নধনুঃ, বিরথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া, রোমহর্ষজনক গিরিশৃঙ্গসদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণময় পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত, দেবসৈন্য-বিমর্দ্দন, লৌহ-নির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ শঙ্কুসমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ, বিপক্ষগণের বসায় অভিষিক্ত, বজ্র ও অশনির ন্যায় প্রাণহারী স্পর্শবিশিষ্ট এবং অনায়াসেই শত্রুপক্ষের পুরদ্বার বিদীর্ণ করিয়া থাকে। ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ বৃহৎ সর্পসদৃশ ঐ পরিঘ গ্রহণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাম সেই ধাবমান অবস্থায় দুই শরে দূষণের অলঙ্কারযুক্ত দুই বাহু ছেদন করিলেন। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে তাহার সেই বৃহদাকার পরিঘ স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমরস্থলে পতিত হইল। ছিন্নহস্ত দূষণও বিশীর্ণদন্ত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ১-১৫

দূষণ যুদ্ধে নিহত ও ভূপতিত হইল দেখিয়া প্রাণিমাত্রেই সাধু সাধু বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিল। এই সময়ে সৈন্যের অগ্রভাগবর্ত্তী তিন জন নিশাচর পরস্পর মিলিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া, ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ইহাদের নাম মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও মহাবল প্রমাথী। তন্মধ্যে মহাকপাল সুবিশাল শূল উদ্যত করিয়া, স্থূলাক্ষ পট্টিশ গ্রহণ করিয়া এবং প্রমাথী পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া ধাবমান হইল। রাম তীক্ষ্ণধার সুশাণিত সায়কপরম্পরা প্রয়োগ-পূর্ব্বক সমাগত অতিথির ন্যায় অভিমুখে ধাবমান সেই রাক্ষসত্রয়কে প্রতিগ্রহ করিয়া, পরে অসংখ্য শরবর্ষণ দ্বারা মহা-কপালের মস্তক ছেদন ও প্রমাথীকে নিহত এবং স্থূলাক্ষের স্থূল লোচনদ্বয় পূরিত করিলেন। স্থূলাক্ষ তাহাতেই নিহত হইয়া শাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া, পঞ্চসহস্র বাণ দ্বারা দূষণের অনুগামী পঞ্চ সহস্র

১। ষড়্‌বিংশ সর্গে খরের সর্ব্বসৈন্যবিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

রাক্ষসকে ক্ষণমধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দূষণ ও তাহার অনুগামী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া, খর ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিল, দূষণ ও তাহার অনুগামিবর্গ নিহত হইয়াছে; অতএব তোমরা সকল রাক্ষস সমবেত হইয়া, সুবিপুল সৈন্য-সমভিব্যাহারে বিবিধাকার শস্ত্র-প্রয়োগ-পুরঃসর মানবাধম রামকে যুদ্ধে বধ কর। খর এইপ্রকার আদেশ প্রদান করিয়া, রোষভরে স্বয়ং রামের অভিমুখে ধাবমান হইলে, শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, রুধিরাসন, এই বারো জন মহাবীর সৈন্যাধ্যক্ষ সৈনিকগণ-সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট শর সকল নিক্ষেপ করত তদীয় পদবীর অনুসরণ করিল। ১৬-২৭

তদ্দর্শনে তেজস্বী রাম হেমবজ্রবিভূষিত অগ্নিতুল্য শরসমূহে খরের ঐ হতশেষ সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র যেরূপ প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষসমূহ পাতিত করে, তদ্রূপ রামের স্বর্ণ-পুঙ্খ সায়ক সমস্ত সধূম অগ্নির ন্যায় রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে লাগিল। তিনি একশত কর্ণি দ্বারা সহস্র নিশাচরের প্রাণ নষ্ট করিলেন। রাক্ষসগণ রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইল। তাহাদের বর্ম্ম, আভরণ ও শরাসন সকল ছিন্ন-ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। যজ্ঞীয় মহাবেদী যেমন কুশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত পৃথিবী শোণিতাক্তদেহ মুক্তকেশ নিশাচরগণে একেবারেই আচ্ছন্ন হইল। রাক্ষসসকল নির্ম্মূল হওয়াতে বনভূমি তাহাদের মাংসশোণিতকর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া, ক্ষণমধ্যেই অতীব ভয়ঙ্কর নরকের সাদৃশ্য ধারণ করিল। মানুষ রাম একাকীই বিনা-রথে চতুর্দ্দশসহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষস নিধন করিলেন। সমুদায় সৈন্যের মধ্যে মহারথ খর, ত্রিশিরা ও শত্রুহন্তা রাম এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন; অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রামকর্ত্তৃক নিহত হইল। ঐ সকল রাক্ষস অতিশয় বলবান্ এবং ভয়ানক ও দুঃসহ স্বভাবসম্পন্ন।[২] এইরূপে মহাযুদ্ধে সমুদায় ভীমবল রাক্ষসসকল বলবান রাম কর্ত্তৃক নিহত হইল দর্শন করিয়া, খর প্রকাণ্ড রথে আরোহণ-পূর্ব্বক উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় রামকে আক্রমণ করিল। ২৮-৩৮

সপ্তবিংশ সর্গ

অনন্তর খর রামের অভিমুখে প্রস্থান করিলে সেনাপতি ত্রিশিরা রাক্ষস তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিল,—"আমি বিক্রম-সম্পন্ন; আপনি এই সাহস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রামের নিধনার্থে নিযুক্ত করিয়া, সমরে মহাবাহু রামকে মৎকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করুন। আমি আপনার সমীপে এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমস্ত রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই বধ করিব। হয় রণে আমিই হত হইব; না হয়, উহাকেই নিহত করিব। আপনি ক্ষণকালের নিমিত্ত রণোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থের ন্যায় উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শন করুন। রাম নিহত হইলে, হয় আপনি আনন্দিতান্তঃকরণে জনস্থানে গমন করিবেন, না হয়, আমি বিনষ্ট হইলে, স্বয়ংই যুদ্ধার্থে রামের সম্মুখীন হইবেন। ত্রিশিরা এইরূপে মৃত্যুলোভ হইতে[১] খরকে প্রসন্ন করিয়া, যুদ্ধার্থে তাহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সদৃশ সেই ত্রিমস্তক রাক্ষস দীপ্তিযুক্ত অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ

২। মানুষ পদের অর্থ সরলস্বভাব, এইরূপ অর্থ গোবিন্দরাজ করিয়াছেন। এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সকলের একত্রে গ্রহণ হইয়াছে, সেইজন্য তন্মধ্যে রামের নামও দেখা যায়। হতাবশিষ্ট তিন জন,—খর, ত্রিশিরা ও রাম।

১। মৃত্যুকালে রাক্ষসপ্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটায়, রামকে ভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার হস্তে মরিবার লোভ হইয়াছিল।

করে, সেইরূপ শরধারা বর্ষণ করত জলার্দ্র দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম ত্রিশিরা রাক্ষসকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া, শরাসনে সুশাণিত সায়ক সকল বিধূনিত করিয়া, তাহাকে যুদ্ধার্থ গ্রহণ করিলেন। তখন অতি বলবান্ সিংহ ও কুঞ্জরের ন্যায় রাম ও ত্রিশিরা উভয়ে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। অনন্তর অমর্ষ-স্বভাব রাম, ত্রিশিরা রাক্ষস-কর্ত্তৃক তিন বাণে ললাটদেশে তাড়িত হইয়া, রোষভরে গর্ব্বিত বচনে বলিতে লাগিলেন,—১-১১

অরে বিক্রমশূর নিশাচর! তোর ঈদৃশ বল যে, আমি ললাটদেশে ত্বৎকর্ত্তৃক বহু শর দ্বারা যেন পুষ্প-সমূহে তাড়িত হইলাম! কি আশ্চর্য্য! সে যাহা হউক, অধুনা তুই আমার ধনুর্গুণমুক্ত শর সমস্ত প্রতিগ্রহ কর্। এই বলিয়া, সেই ক্রোধান্বিত দীপ্ত-তেজা রাম আশীবিষ-সদৃশ চতুর্দ্দশ শরে ত্রিশিরার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং চারিটি নতপর্ব্ব বাণে তাহার অশ্ব-চতুষ্টয় নিহত ও অষ্টবাণে সারথিকে রথনীড়ে নিপাতিত করিয়া, এক শরে তদীয় অত্যুন্নত ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর সারথি ও অশ্বগণ নিহত হওয়ায়, সেই রথ হইতে ত্রিশিরা রাক্ষস উৎপতিত হইলে, রাম বহুশরে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন; সে আর আয়ুধ গ্রহণে সমর্থ হইল না। পরে অপ্রমেয়াত্মা রাম রোষভরে বেগযুক্ত শরত্রয় দ্বারা তাহার মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মস্তক পতিত হইলে, সমরস্থ নিশাচর ত্রিশিরা রামবাণে অত্যন্ত আহত হইয়া, সধূম শোণিত উদ্গার করত ধরাতল আশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে খরের আশ্রিত হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা রণে ভঙ্গ দিয়া, শার্দ্দূলতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিল, কোনমতেই স্থির থাকিতে পারিল না। খর তাহাদিগকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া, রোষভরে দ্রুতপদনিক্ষেপে চন্দ্রের উদ্দেশে রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল। ১২-২০

অষ্টাবিংশ সর্গ

দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে নিহত এবং রামের শৌর্য্য দর্শন করিয়া, খরেরও ভয়সঞ্চার হইল। সেই রথস্থ মহারথ রাক্ষস খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে দুর্ব্বিষহ পরাক্রমসম্পন্ন মহাবল রাক্ষসী সেনাসহ একাকী রাম কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিল। সেই খর এইরূপে স্বীয় সৈন্যসংখ্যা স্বল্পাবশিষ্ট দেখিয়া, বিমনা হইয়া, নমুচি যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ রামকে আক্রমণ করিল এবং অতিদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া, রামের প্রতি আশীবিষ-সদৃশ শোণিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিল। পরে সে বারম্বার জ্যা আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় শিক্ষা ও অস্ত্রবল প্রদর্শন করত বহুবিধ শর মোচন করিতে করিতে সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল এবং শরনিক্ষেপে দিঙ্মণ্ডলও আচ্ছন্ন করিল। অনন্তর রামও তাহাকে দর্শন করিয়া, প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ করত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসহনীয় সায়কসমূহ-বৃষ্টি দ্বারা মহামেঘের ন্যায় নভোমণ্ডল অবকাশ-বিহীন করিলেন। নভোমণ্ডল খর ও রামের বিমুক্ত শিত-শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া, সর্ব্বতোভাবে অবকাশ-বিহীন হইল। তখন পরস্পরের বধাভিপ্রায়ে সমরপ্রবৃত্ত সেই উভয় বীরের শরজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়াতে দিবাকরও অপ্রকাশিত হইলেন। অনন্তর মহাগজ যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা আহত হয়, সেইরূপ খর তীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকীর্ণ অস্ত্রসমূহে রামকে আহত করিতে লাগিল। সেই সময়ে সকল প্রাণীই রথস্থিত ধনুর্দ্ধারী খরকে পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তৎকালে খরও স্বীয় সমুদায় সৈন্যবিনাশী, পুরুষকার-সম্পন্ন, ধৈর্য্যশীল রামকে পরি-শ্রান্ত বোধে সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিল। সিংহ যেমন মৃগশিশুকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্রূপ রাম তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন না। অনন্তর খর সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী

মহারথ দ্বারা পাবকের নিকটে পতঙ্গের ন্যায়, মহাত্মা রামের সমীপস্থ হইয়া, হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তদীয় শরযোজিত ধনু মুষ্টিদেশে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পরে রোষভরে ইন্দ্রের বজ্রতুল্য প্রভাশালী অপর সপ্ত শর গ্রহণ-পূর্ব্বক রামের মর্ম্মদেশ আহত করিল এবং পুনরায় শত সহস্র বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া, স্বীয় অনুপম তেজ প্রদর্শন করত মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রামের সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী কবচ খরচাপমুক্ত সুন্দর পর্ব্ববিশিষ্ট সায়কসমূহে ভিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তখন রঘুনন্দন রামের সর্ব্বশরীর শরসমূহে পীড়িত হওয়ায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রজ্বলিত ধূমহীন অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ১-১৯

অনন্তর সেই শত্রুবিনাশী রাম শত্রুসংহারার্থে অন্য এক গম্ভীরশব্দকারী বৃহৎ ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। তিনি মহর্ষি অগস্ত্য-প্রদত্ত সেই বৃহৎ বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া খরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবিত হইলেন। তদনন্তর নতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ বহুবাণে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। সেই সুন্দর সুবর্ণ-ধ্বজ বহুধা ছিন্ন হইয়া, পতনকালে দৈব নিয়মে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিল।[১] তদ্দর্শনে মর্ম্মজ্ঞ খর ক্রুদ্ধ হইয়া, শরচতুষ্টয় প্রয়োগ-পূর্ব্বক যেমন তোত্র দ্বারা মাতঙ্গকে আহত করে, তদ্রূপ রামের হৃদয় ও অন্যান্য মর্ম্মস্থান আহত করিল। তখন সেই ধনুর্দ্ধারী মহাপুরুষ রাম খর-চাপবিমুক্ত বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া, অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দৃঢ়ভাবে উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া, ছয় শর মোচন করিলেন। তন্মধ্যে এক বাণে খরের মস্তক, দুই বাণে বাহুদ্বয় ও অর্দ্ধচন্দ্র তুল্য বক্র তিন বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই ইন্দ্রসদৃশ মহাবল মহাতেজা রাম অত্যন্ত রোগান্বিত হইয়া, ভাস্করপ্রতিম শিলাশাণিত ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই নিশাচরকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তিনি এক বাণে রথের যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, এক বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে ত্রিবেণু, দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ বাণে খরের শরযুক্ত শরাসন ছেদন করত হাস্য করিতে করিতে বজ্রসদৃশ এক বাণে খরকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই নিশাচর হতধনুঃ, হতরথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া, রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিতি করিল। তৎকালে বিমানস্থ দেবগণ ও মহর্ষিগণ মহারথ রামের সেই কর্ম্ম অবলোকন করিয়া, পরম হর্ষলাভ করিলেন এবং পরস্পর সমবেত হইয়া, অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক স্তব করত তাঁহাকে পূজা করিলেন। ২০-৩৩

১। এই শ্লোকে আছে দেবতানামিবাজ্ঞয়া, ইহা কবিকল্পিত উপমা বলিয়া অদ্ভুতোপমা, গোবিন্দরাজ বলেন, এইটি উৎপ্রেক্ষা।

ঊনত্রিংশ সর্গ

অনন্তর খর রথহীন হইয়া হস্তে গদা ধারণ-পূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিত হইলে, মহাতেজা রাম তাহাকে মৃদুতা সহকারে পরুষ বচনে কহিতে লাগিলেন,—"তুই হস্তী, অশ্ব ও রথাদিসমাকুল সৈন্যমধ্যে থাকিয়া, সর্ব্বলোক-বিগর্হিত অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিস্! যদি ত্রিলোকের অধীশ্বরও পাপাচারী ও নির্দ্দয় হইয়া প্রাণীদিগের উদ্বেগজনক হয়েন, তাহা হইলে তিনিও স্বপদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। অরে নিশাচর! সমস্ত ব্যক্তিই লোকবিরুদ্ধ-কর্ম্মকারী তীক্ষ্ণ-স্বভাব ব্যক্তিকে সমাগত কালভুজঙ্গের ন্যায় সংহার করে। যে ব্যক্তি ফল জানিয়া লোভ বা কাম বশতঃ পাপানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই করকা-ভক্ষিণী ব্রাহ্মণীর ন্যায়[১] সেই

১। রক্তপুচ্ছ পক্ষিণীকে ব্রাহ্মণী বলা হয়, সে যেমন পরিণাম না জানিয়া 'বর্ষোপল' করকা—শিল ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ খরও পাপকর্ম্ম করায় মৃত্যুমুখে পতিত হইল, ইহাই রামের বলিবার অর্থ। করকা ঐ পক্ষীর সম্বন্ধে বিষতুল্য, উহা গলাধঃকরণমাত্রেই উহার মৃত্যু হয়; ইহাই লোকপ্রসিদ্ধি, এই অর্থ সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কতক বলিয়াছেন।

কার্য্যে ফল দর্শন করিয়া থাকে। রে রাক্ষস! দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী মহাতেজা তাপসদিগকে নিহত করিয়া, তুই যে কি ফল প্রাপ্ত হইবি, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। অথবা যে ক্রূরস্বভাব ব্যক্তিগণ চিরকাল পাপানুষ্ঠান করিয়া লোকের নিন্দাভাজন হয়, তাহারা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। বৃক্ষ যেমন নিয়মিত কালে পুষ্পলাভ করে, সেইরূপ কাল উপস্থিত হইলে, পাপকর্ম্মের ভয়ঙ্কর ফললাভও করিতে হয়। রে নিশাচর! বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজনের ন্যায় পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল অচিরকালমধ্যেই ফলিয়া থাকে। রে রাক্ষস! ভয়ানক পাপাচারী ও লোকের অনিষ্টাভিলাষী ব্যক্তিদিগের সংহারার্থে আমি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছি। সর্প যেমন বল্মীক বিদারণ করিয়া নির্গত হয়, সেইরূপ অদ্য আমার এই শরাসনমুক্ত স্বর্ণভূষিত শর-সমূহ তোর কলেবর বিদারণ-পূর্ব্বক বহির্গত হইবে। পূর্ব্বে তুই যে সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মাচারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, অদ্য যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, সসৈন্যে তাঁহাদিগের অনুগামী হইবি। পূর্ব্বে যে সকল তাপসেরা তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন, অদ্য তাঁহারা বিমানে থাকিয়া, তোকে আমার বাণে নিহত হইতে ও নরকে গমন করিতে দর্শন করুন।[২] রে নীচকুলোদ্ভব! তুই সম্যক্ প্রযত্ন করিয়া আমাকে প্রহার কর্। কিন্তু আমি অদ্য নিশ্চয়ই তালফলের ন্যায় তোর মস্তক পাতিত করিব। রাম এই কথা কহিলে, ক্রোধাবেশে খরের লোচনযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল। ১-১৫

রে দশরথ-তনয়! তুই সমরে সামান্য রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া, বাস্তবিক প্রশংসিত না হইয়াও, স্বয়ংই কি প্রকারে আপনার প্রশংসা করিতেছিস্? বলবান্ বিক্রমশালী নরগণ তেজে গর্ব্বিত হইয়া কোন কালে আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়েন না। অবিশুদ্ধচিত্ত, ক্ষুদ্রস্বভাব, ক্ষত্রিয়কুলাধমেরাই তোমার ন্যায় নিরর্থক গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ বীর স্বীয় বংশ নির্দ্দেশ করিয়া, প্রশংসার অযোগ্য বিষয়ে স্বয়ং আপনার প্রশংসা করে? যেমন অগ্নি সন্তাপ দ্বারা সুবর্ণসদৃশ পিত্তলের লঘুত্ব প্রদর্শন করে, সেইরূপ এই শ্লাঘা দ্বারা তোমার সর্ব্বতোভাবে লঘুত্ব প্রদর্শিত হইল।[৩] আমাকে গদা ধারণ-পূর্ব্বক সমরে অবস্থান করিতে দেখিয়া, তুই কি বিবিধ ধাতুর আকর ধরাধর পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্ না? আমি অবলীলাক্রমে গদা হস্তে যুদ্ধে পাশধারী অন্তকের ন্যায় তোর—এমন কি, ত্রিলোকবাসী সমুদয় প্রাণীরই প্রাণ সংহার করিতে পারি। তোর বিষয়ে আমার আরও অনেক কথা বক্তব্য আছে। তথাপি তাহা আর কিছু বলিতেছি না; কেন না, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, অতঃপর যুদ্ধবিঘ্নের সম্ভাবনা।[৪] তুই যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিস্, অদ্য তোকে বিনাশ করিয়া, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদির অশ্রু মার্জনা করিব। এই বলিয়া সে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট কনক-বলয়-বিশিষ্ট সেই

২। ভগবান্ রামচন্দ্রের হস্তে মৃত রাক্ষসগণ মরণকালে শ্রীমুখদর্শন করায় তাহাদের নরকদর্শন কিরূপে সম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মবধাদি অত্যুগ্র পাপকর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় বলিয়া ভগবদিচ্ছানুসারেই নরকভোগান্তে উত্তম পদপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

৩। মূলে আছে, "সুবর্ণপ্রতিরূপেণ তপ্তেনেব কুশাগ্নিনা" ইহার অনুবাদে যে অর্থ আছে, উহা তিলককার-সম্মত, গোবিন্দরাজ বলেন, কুশ দগ্ধ হইবার সময় যেমন সুবর্ণের রূপ গ্রহণ করে ও পরক্ষণেই তাহা থাকে না বলিয়া নিজের লঘুত্ব প্রমাণিত করে, জ্বলনকালোত্তর দাহকার্য্য করিবার শক্তিও থাকে না, সেইরূপ আত্মশ্লাঘাসময়ে বীরবৎ প্রতীয়মান হইলেও উত্তরকালে লঘু বলিয়াই প্রতীত হয়। আত্মশ্লাঘাকারী নিজের কথিতানুরূপ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হয় না।

৪। যদিও রাত্রিকালে রাক্ষসদিগের বলবৃদ্ধি হয়, তথাপি রাত্রিতে যুদ্ধে অসমর্থ মনুষ্যবধে পৌরুষ না থাকায় খর বীরজনসুলভ বাক্য বলিয়াছিল বুঝিতে হইবে।

হস্তস্থিত গদা, জ্বলন্ত অশনির ন্যায় রামের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিল। ঐ প্রজ্বলিত মহতী গদা তাহার বাহুবিনির্মুক্ত হইয়া, বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্মশেষ করিয়া রামের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। তিনি শরজালপ্রয়োগ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুপাশের ন্যায় নিকটে সমাগত অন্তরীক্ষচারিণী সেই সুবিশাল গদাকে বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতীবহিংস্র-স্বভাবা সর্পী যেমন মন্ত্র ও ওষধিপ্রভাবে বিনিপাতিত হয়, তদ্রূপ ঐ গদা শরপরম্পরায় ছিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ১৬-২৮

ত্রিংশ সর্গ

ধর্ম্মবৎসল রাঘব বাণসমূহ দ্বারা সেই গদা ছিন্ন করিয়া, ঈষৎ হাস্য করত ক্রোধান্বিত খরকে কহিতে লাগিলেন,—রে রাক্ষসাধম! এই তোমার বলসর্ব্বস্ব প্রদর্শিত হইল। তুমি আমা হইতে হীনবল হইয়া বৃথা গর্জ্জন করিতেছ কেন? তুমি কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বরে সমর্থ। তোমার গদা আমার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে শয়ন-পূর্ব্বক তোমার বিশ্বাস বিনষ্ট করিল। আর, তুমি যে বলিয়াছিলে, 'বিনষ্ট রাক্ষসগণের স্ত্রী-পুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব,' তোমার সে কথাও মিথ্যা হইল। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও সেইরূপ নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব ও অসচ্চরিত্র তোমার প্রাণ হরণ করিব। অদ্য আমার বাণে বিদারিত—ছিন্নকণ্ঠ হইলে, পৃথিবী তোমার ফেনবুদ্বুদশোভিত রক্ত পান করিবেন। অদ্য তুমি শিথিল ও ভূতলন্যস্ত ভুজদ্বয়ে, ধূলিধূসরিত-সর্ব্বাঙ্গে, দুর্ল্লভা মহিলার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবে। রে রাক্ষসকুলপাংসন! তুমি দীর্ঘ নিদ্রা লাভ করিয়া শয়ন করিলে, এই দণ্ডকবন-প্রদেশ সকল লোকের আশ্রয়স্বরূপ ঋষিগণের আশ্রয় হইবে। রে রাক্ষস! মদীয় শরসমূহে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইলে, মুনিগণ নির্ভয় হইয়া সর্ব্বতোভাবে বনে বিচরণ করিবেন। ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকল অদ্য হতবান্ধবা ও বাষ্পার্দ্রবদনা হইয়া আমার ভয়ে জনস্থান হইতে পলায়ন করিবে। তুমি যাহাদের পতি, তোমার সেই তুল্যবংশীয় পত্নীরা অদ্য শোকরসের মর্ম্মজ্ঞ ও হীনবীর্য্য হইবে। রে নৃশংসশীল ক্ষুদ্রাত্মা ব্রাহ্মণকণ্টক! মুনিগণ তোমার জন্য শঙ্কিত হইয়া অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করেন। রঘুকুমার রাম নিরতিশয় ক্রোধবশে এই প্রকার কহিলে, নিশাচর খর ক্রোধপ্রযুক্ত খরতর স্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল। ১-১৩

তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় গর্ব্বিত এবং ভয়েও ভয় কর না; সেই জন্য মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াও বাচ্যাবাচ্য বুঝিতে পারিতেছ না। যে সকল পুরুষ কালপাশে বদ্ধ হয়, অন্তঃকরণাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের অবসাদপ্রযুক্ত তাহাদের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান থাকে না।[১] নিশাচর খর রামকে এই কথা কহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া, অতিদূরে অতি প্রকাণ্ড এক শালতরু অবলোকন করিল। সেই সুবিস্তৃত শালতরু দর্শনে যুদ্ধে অস্ত্র করিবার জন্য, ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক সে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিল এবং ঘোর গভীর চীৎকার-পূর্ব্বক বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ তরু উত্তোলন করিয়া, 'তুমি হত হইলে' বলিয়া রামের উদ্দেশে তাহা নিক্ষেপ করিল। প্রতাপশালী রাম আত্মোপরি পতনোন্মুখ ঐ শালতরু বহুবাণে ছেদন করিয়া, যুদ্ধে খরের সংহার জন্য নিরতিশয় ক্রোধ আহরণ করিলেন। ক্রোধপ্রযুক্ত তাঁহার নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সহস্র শরে খরকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।[২]

১। 'নিরস্তষড়িন্দ্রিয়াঃ' মূলে এই পাঠ আছে, ইহার অর্থ—মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য যাহাদের নিরস্ত হইয়াছে। 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদি বাক্যে অনিন্দ্রিয় মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গত ষট্‌সংখ্যা পূরিত হইতে দেখা যায়।

২। ক্রোধভরে রামের ঘর্ম্মজল নির্গত হইয়াছিল, ভ্রান্তিপ্রযুক্ত নহে, এবং এই ক্রোধও নটের ন্যায় আরোপিত ও অভিনীত হইয়াছে মানুষত্ব স্থির করিবার নিমিত্ত, বাস্তবিক ক্রোধ নহে।

পর্ব্বতপ্রস্রবণ হইতে যেরূপ বারিধারা নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার বাণ-ভিন্ন দেহরন্ধ্র হইতে ফেনময় রুধিররাশি ক্ষরিত হইতে লাগিল। খর রামের শরজালে বিকলীকৃত ও রুধিরগন্ধে মত্ত হইয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। সে রুধিরাক্ত ও সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, ঐরূপে ধাবিত হইলে, কৃতাস্ত্র রাম দ্রুতগমনে পশ্চাৎভাগে দুই তিন পদ সরিয়া গেলেন।[৩] অনন্তর তিনি খরের বধার্থে অপর ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় অগ্নিসদৃশ শর গ্রহণ করিলেন। ধীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র ঐ শর তাঁহাকে দান করেন। ধর্ম্মাত্মা রাম শরাসনে সন্ধান-পূর্ব্বক উহা খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ধনু আনত করিয়া, মহাবাণ মোচন করিলে উহা বজ্রসম শব্দ করিয়া খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খর বাণাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইয়া শ্বেতারণ্যে রুদ্র-কর্ত্তৃক বিনির্দগ্ধ অন্ধকাসুরের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল।[৪] বৃত্র যেমন বজ্র দ্বারা, নমুচি যেমন ফেন দ্বারা এবং বলাসুর যেমন ইন্দ্রের অশনি দ্বারা হত ও পতিত হইয়াছিল, খরও সেইরূপে রামের শরাঘাতে বিনষ্ট ও ভূপতিত হইল। ১৪-২৮

এই সময়ে দেবগণ চারণগণের সহিত মিলিয়া, নিরতিশয় হর্ষ ও বিস্ময়-সহকারে দুন্দুভি সকল বাদন করত চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপরি পুষ্প বর্ষণ করিলেন। রাম সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা সার্দ্ধ মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই মহাযুদ্ধে খরদূষণপ্রমুখ কামরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিলেন।[৫] 'সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় বিদিতাত্মা রামের কি অত্যাশ্চর্য্য মহৎ কার্য্য! অহো, কি অদ্ভুত বীর্য্য! কি বিস্ময়াবহ দৃঢ়তাই দর্শন করিলাম।' এই কথা বলিতে বলিতে সমবেত দেবতারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজর্ষিগণ ও পরমর্ষি সকল পরস্পর মিলিত হইয়া অগস্ত্যের সহিত আমোদ-প্রমোদ-সহকারে রামকে অভিনন্দন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহাতেজা পাকশাসন পুরন্দর ইন্দ্র এই জন্যই শরভঙ্গের পুণ্যজনক আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং মহর্ষিগণ এই সকল পাপকর্ম্মা রাক্ষসের বধজন্যই কৌশলক্রমে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। হে দশরথনন্দন! তুমি আমাদের সেই এই অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিলে। মহর্ষিগণ এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। মুনিগণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইয়া সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী রাম মহর্ষিগণ ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, জানকী মহর্ষিগণের আনন্দ-বর্দ্ধন শত্রুহন্তা স্বামী রামকে সন্দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে এবং রাম সর্ব্বথা নিরাপদে আছেন দেখিয়া, তিনি অতিশয় প্রীতি ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর জনকাত্মজা পুনর্ব্বার পরম প্রীতি ও হর্ষভরে রাক্ষসকুলমর্দ্দন স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া বিশেষরূপে রামের পূজা করিতে লাগিলেন। ২৯-৪২

৩। খর এত নিকটে আসিয়াছিল যে, বাণক্ষেপের অবকাশ পর্য্যন্ত ছিল না। এই জন্য রামচন্দ্র দ্রুত ২।৩ পদ পশ্চাতে গিয়াছিলেন। খর অতিশয় বলবান্ ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিল, কারণ, সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বীর রামের ধনুও কাটিয়াছিল এবং রামকে খরবধের নিমিত্ত বৈষ্ণব-তেজোবিশিষ্ট অস্ত্রভাগে উহাকে বধ করিতে হইয়াছিল। যদিও বীরচূড়ামণি রামের পশ্চাদপসর্পণ অযুক্ত, তথাপি ঐ উপায় ব্যতীত শত্রুবধ সম্ভব নহে বলিয়া রাম বাধ্য হইয়া কিঞ্চিদপসর্পণ করিয়াছিলেন।

৪। শ্বেতারণ্যে অন্ধকাসুর রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ কথা। কাবেরীতীরে শ্বেতারণ্যে মার্কণ্ডের চিরজীবিত্ব-বিধানের নিমিত্ত রুদ্র অন্তককে সংহার করেন, এই কথা কাবেরী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ৩৬শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, পরমশৈব শ্বেত নামক রাজর্ষি কালঞ্জর পর্ব্বতে তপস্যানিরত ছিলেন, তাঁহাকে মারিবার নিমিত্ত অন্তক আসিলে শিব বামপাদ-প্রহারে সংহার করিয়াছিলেন।

৫। সার্দ্ধমুহূর্ত্ত পদে তিন দণ্ড সময়মধ্যে রাম ১৪ সহস্র রাক্ষস বধ করেন।

একত্রিংশ সর্গ

অনন্তর অকম্পন নামে রাক্ষস অতিদ্রুত জনস্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং রাবণকে কহিল,—[১] রাজন্! জনস্থানবাসী অনেক রাক্ষস এবং স্বয়ং খরও যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, আমি কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছি। সে এই কথা কহিলে, ক্রোধভরে রাবণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং স্বীয় তেজে যেন তাহাকে দগ্ধ করত বলিল,—কোন্ ব্যক্তির আয়ুঃশেষ হইয়াছে? ত্রিলোকমধ্যে কাহার আশ্রয় দুর্লভ হইয়াছে, সেই জন্য সে আমার সেই ভয়ঙ্কর জনস্থান ধ্বংস করিয়াছে? আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া ইন্দ্র, যম, কুবের অথবা বিষ্ণুও সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি কালেরও কাল, আমি অগ্নিকেও দগ্ধ করি এবং মৃত্যুরও মৃত্যুবিধান করিতে পারি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে তেজোবলে অগ্নি ও সূর্য্যকে দগ্ধ এবং স্বীয় বেগে বায়ুরও বেগ রুদ্ধ করিতে পারি। দশগ্রীব রাবণ এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইলে, অকম্পন ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অভয় প্রার্থনা করিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন তাহাকে অভয় প্রদান করিলে সে আশ্বস্ত হইয়া, সুস্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিল। ১-১০

দশরথের রাম নামে এক পুত্র আছেন; তিনি যুবা, মহৎ-স্কন্ধবিশিষ্ট এবং সাতিশয় শ্রীমান্; তাঁহার অঙ্গ ও রূপ অত্যুৎকৃষ্ট; ভুজদ্বয় সুবৃত্ত ও সুবিস্তৃত; বর্ণ শ্যামল, যশ বহুবিস্তৃত এবং তাঁহার বলবিক্রমের উপমা নাই। তিনিই জনস্থানে দূষণ ও খরের সংহার করিয়াছেন। রাক্ষসাধিপতি রাবণ অকম্পনের কথা শুনিয়া, নাগরাজের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন;—অকম্পন! তুমি বলিতে পার, রাম সমুদায় দেবতা ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া কি জনস্থানে আগমন করিয়াছেন? অকম্পন রাবণের সেই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকটে পুনরায় মহাত্মা রামের বল ও বিক্রম কীর্ত্তন করিয়া কহিল,—রাম মহাতেজা, সমুদায় ধনুর্দ্ধারীর শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণও তাঁহার সমান বলবান্। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় সুগভীর, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। বায়ু যেমন অগ্নির সহিত মিলিত হইলে সকল ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়, শ্রীমান্ রাজশ্রেষ্ঠ রামও তেমনি লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, জনস্থান ধ্বংস করিয়াছেন। মহাত্মা দেবগণ তথায় আগমন করেন নাই। রামই কেবল পত্রযুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল সন্ধান করিয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের প্রয়োজন নাই। রামের শর সকল পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসগণ যুদ্ধসময়ে শুষ্কপ্রায় হইয়া, যে যে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সেই দিকেই দেখিতে পাইল, রাম তাহাদের পুরোবর্ত্তী রহিয়াছেন। হে নিষ্পাপ! এই প্রকারে তিনি আপনার অধিকৃত জনস্থান বিনাশ করিয়াছেন। অকম্পনের কথা শুনিয়া রাবণ কহিলেন, আমি রাম-লক্ষ্মণের বিনাশ-কারণ জনস্থানে গমন করিব। ১১-২১

রাবণ এইপ্রকার বলিলে অকম্পন কহিতে লাগিল, রাজন্! রামের যাদৃশ বল, পৌরুষ ও চরিত্র, তাহা শ্রবণ করুন। মহাযশা রাম ক্রুদ্ধ হইলে বিক্রম দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করা ব্রহ্মাদিরও সাধ্য নহে। তিনি জলপূর্ণ নদীবেগও শরসমূহে নিবারণ করিতে পারেন; আকাশমণ্ডল হইতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকল পাতিত করিতে পারেন; অবসন্না পৃথিবীকেও উদ্ধার করিতে পারেন; বেলাভূমি ভগ্ন করিয়া লোক সকল জলপ্লাবিত করিতে পারেন; বাণসমূহ দ্বারা সাগরের অথবা বায়ুরও বেগ রোধ করিতে পারেন। কিম্বা সেই মহাযশা শ্রীমান্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ স্বকীয় বিক্রম দ্বারা সমস্ত লোক সংহার করিয়া পুনরপি প্রজা সৃষ্টি

১। সম্পূর্ণ দণ্ডকারণ্যকে জনস্থান বলে, অতএব গোদাবরীতীর হইতে গমন করিলেও জনস্থান হইতে গত এইরূপ উক্ত হইয়াছে, খর সংগ্রামে হত, অকম্পন শূর্পণখার গমনের পূর্ব্বে লঙ্কায় গিয়াছিল।

করিতে পারেন। হে দশানন! পাপাত্মা যেমন স্বর্গজয়ে সমর্থ হয় না, আপনি বা রাক্ষসগণ কেহই তেমনি যুদ্ধে রামকে জয় করিতে পারিবেন না। দেবাসুর সকল একত্র হইলেও তাঁহাকে বধ করিতে পারেন না, ইহা আমার মনে হয়। তবে তাঁহার বধের এই উপায় আছে, একমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে তাঁহার এক লোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা ও সুমধ্যমা ভার্য্যা আছেন। তিনি স্ত্রীগণের রত্নস্বরূপা। সেই রত্নভূষিতা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় অঙ্গ সমবিভক্ত। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না অপ্সরী, না পন্নগী, কেহই সেই সীমন্তিনীর তুল্য নহে; মানুষী কিরূপে তাঁহার সমান হইতে পারে? আপনি মহাবনে গমন করিয়া কোনরূপ কৌশলে তাঁহার ঐ ভার্য্যা অপহরণ করুন। ভার্য্যাহীন হইলে রাম কোনমতেই বাঁচিবেন না। ২২-৩১

এই কথা মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণের মনোমত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া অকম্পনকে কহিলেন,—আচ্ছা, আমি কল্যই একাকী সারথির সহিত গমন করিব এবং বৈদেহীকে সহর্ষে এই মহাপুরীতে আনয়ন করিব।[২] এই প্রকার কহিয়াই রাক্ষসরাজ রাবণ তৎক্ষণাৎ আদিত্যবর্ণ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সমুদায় দিক্ প্রকাশিত করিয়া প্রস্থান করিল। রাক্ষসরাজের সেই মহারথ নক্ষত্রপথে বেগভরে সঞ্চরণ করিয়া মেঘমণ্ডলমধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। অনন্তর রাবণ বহুদূর গমন করিয়া তাড়কাসুত মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হইল। মারীচ বিবিধ অমানুষ ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান-পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিল। মারীচ স্বয়ং এইরূপে আসন ও উদক দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া, অর্থসঙ্গত বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল,—রাজন্ রাক্ষসাধিপ! রাক্ষসগণের কুশল ত? আপনি শীঘ্র এখানে আগমন করাতে কিন্তু আমার কুশল বিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে। মারীচ এই কথা কহিলে, বাক্যকুশল মহাতেজা দশানন কহিতে লাগিল,—তাত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমার সীমারক্ষক খর প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছেন এবং অবধ্য জনস্থানকে যুদ্ধে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছেন; অতএব তোমাকে রামের ভার্য্যাপহরণে আমার সহায়তা করিতে হইবে। মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল,—৩২-৪১

কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমায় সীতার কথা কহিল? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিলেও কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে? সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন কর, এ কথা তোমায় কে বলিল, বল? কোন্ ব্যক্তি সমুদায় রাক্ষসকুলের প্রাধান্যচ্ছেদনে ইচ্ছা করিয়াছে? যে ব্যক্তি তোমায় এই প্রকার উৎসাহ দিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তোমার শত্রু; কেন না, সে ব্যক্তি সর্পের মুখ হইতে দন্ত আহরণের জন্য তোমাকে অগ্রসর করাইতেছে। কোন্ ব্যক্তি এই কর্ম্ম দ্বারা তোমার বিনাশপন্থা উদ্ভাবিত করিয়াছে? রাজন্! তুমি সুখে শয়ন করিয়া ছিলে, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! বিশুদ্ধ বংশ যাঁহার শুণ্ডাগ্র, প্রতাপ যাঁহার মদ এবং সুসংস্থিত বাহুযুগল যাঁহার দন্তদ্বয়, সেই রামরূপ মত্তহস্তীকে যুদ্ধে দর্শন করাও উচিত নহে। রণমধ্যে অবস্থানই যাঁহার সন্ধি ও কেশরগুচ্ছ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ যাঁহার দন্তপংক্তি, এবং যিনি রণকুশল রাক্ষসরূপ মৃগগণের নিহন্তা, সেই শররূপ-অঙ্গপূর্ণ রামরূপ নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে রাক্ষসরাজ! যাহাতে ধনুরূপ প্রাণাপহারী হিংস্র জন্তু বিদ্যমান, বাহুবেগরূপ পঙ্ক ও শররূপ তরঙ্গমালায় যাহা সমাকুল এবং তুমুল যুদ্ধরূপ জলরাশিতে যাহা বেষ্টিত, সেই

২। অকম্পনমুখে রামবৃত্তান্ত শুনিয়া, সনৎকুমারপ্রোক্ত ত্রেতাযুগে রাম অবতীর্ণ হইবেন, এই কথা রাবণের মনে পড়িয়াছিল, উত্তরকাণ্ডে উহা বিস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে রাবণের জ্ঞানবত্তার কথা যে যে সর্গে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, কতক, তীর্থ প্রভৃতি এই জন্যই সেই সকল সর্গ ব্যাখ্যা করেন নাই।

অতি ঘোর রামরূপ পাতালমুখে পতিত হওয়া তোমার উচিত নহে। অতএব লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র! প্রসন্ন হও এবং প্রসন্ন হইয়া লঙ্কায় গমন কর। তথায় তুমি নিত্য স্বকীয় স্ত্রীগণসহ বিহার কর, এবং রামও সভার্য্য হইয়া বনমধ্যে আনন্দ উপভোগ করুন। মারীচ এইরূপ বলিলে, দশগ্রীব রাবণ লঙ্কায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আপনার উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল। ৪২-৫০

দ্বাত্রিংশ সর্গ

একা রাম-কর্ত্তৃক ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে হত দেখিয়া শূর্পণখা মেঘগম্ভীর স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অন্যের যাহা নিতান্ত দুষ্কর, রাম তাহা করিলেন দেখিয়া শূর্পণখা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, রাবণপালিতা লঙ্কানগরীতে গমন করিল। দেখিল, দীপ্ততেজা দশানন বিমানাগ্রে আসীন রহিয়াছে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট, মন্ত্রিগণ সেইরূপ তাহার সমীপে বসিয়া আছে। সূর্য্যসঙ্কাশ স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হওয়াতে, স্বর্ণময় বেদিমধ্যগত প্রভূত-তর হবি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার শোভা হইয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণ কেহই তাহাকে সেই ব্যাদিতানন ভয়ঙ্কর অন্তকের ন্যায় সমরে জয় করিতে পারেন না। দেব ও অসুর-গণের সহিত তাহার যে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার চিহ্নস্বরূপ তাহার শরীরে বজ্র ও অশনিকৃত ব্রণপরম্পরা বিরাজ করিতেছে এবং ঐরাবতের দশনাগ্রের আঘাতচিহ্নও তাহার বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছে। তাহার বিংশ ভুজ, দশ গ্রীবা, পরিচ্ছদ পরমপরিপাটী, বক্ষঃস্থল বিশাল, এবং শরীর রাজলক্ষণ-যুক্ত। সে যে বৈদূর্য্য-মণি ধারণ করিয়াছে, তদীয় দেহকান্তিও সেই বৈদূর্য্যমণি-সদৃশ। তাহার কুণ্ডল তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত, বাহুসকল পরমসুন্দর, দশনপংক্তি শুক্লবর্ণ, বদনমণ্ডল অতীব মহান্ এবং পর্ব্বতপ্রতিম। দেবগণের সহিত শত শত যুদ্ধে বিষ্ণুচক্রের নিপতনে এবং অন্যান্য অনেক মহাযুদ্ধে শস্ত্র সকলের প্রহারে সে নিরতিশয় তাড়িত এবং তাহার অঙ্গ সমস্তও অমরগণের শস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াছে। ক্ষুব্ধ হইবার নহে, এমন সমুদ্রগণেরও ক্ষোভসমুৎপাদনে তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে পর্ব্বতশৃঙ্গ সকলের ক্ষেপণকারী, সুর সকলের প্রমর্দ্দনকারী, ধর্ম্ম সকলের উচ্ছেদনকারী, পরদার সকলের সতীধর্ম্মহরণকারী, দিব্যাস্ত্র সকলের প্রয়োগকারী ও সর্ব্বযজ্ঞবিঘ্নকারী। সে ভোগবতীনগরে গমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিকে ও তক্ষককে পরাজয় করিয়া তক্ষকের প্রিয়ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; কৈলাসপর্ব্বতে গমন ও নরবাহন কুবেরকে জয় করিয়া, তদীয় কামচারী পুষ্পকবিমান বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে; চৈত্ররথনামক দিব্য বন, নলিনী, নন্দনকানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যান সকল ক্রোধে বিনষ্ট করিয়াছে। সেই পর্ব্বতোপম বীর্য্যবান্ রাবণ উদীয়মান মহাভাগ চন্দ্র সূর্য্য দুই জনকে দুই বাহুতে নিবারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সেই বীর মহাবনে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মাকে আপনার শির সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল। মনুষ্য ব্যতিরেকে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ বা উরগ, আর কাহারও হস্তে যুদ্ধে তাহার মৃত্যুভয় নাই, এই বর লাভ করে। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞে মন্ত্রো-চ্চারণ-পূর্ব্বক তাহার স্তব করেন। ঐ মহাবল রাবণ হোমশালায় গমন করিয়া, পবিত্র সোম নষ্ট ও দক্ষিণাদান-সময়ে যজ্ঞ সকল ধ্বংস করে; সর্ব্বদা ব্রহ্মহত্যা, ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রজাগণের অহিতাচরণ করিয়া থাকে; নানাপ্রকার উৎপীড়ন জন্য সর্ব্বলোকভয়াবহ বলিয়া লোকে তাহাকে রাবণ বলিয়া থাকে। রাক্ষসী শূর্পণখা অবলোকন করিল, মহাবল, মহাভাগ, পৌলস্ত্য-কুলনন্দন, রিপুনাশন রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণ দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ ও

মাল্যে ভূষিত এবং মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সাক্ষাৎ কালের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। শূর্পণখা সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। মহাত্মা লক্ষ্মণ নাসাকর্ণ ছেদন করাতে সে ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল এবং রাক্ষসগণের মৃত্যুজন্য শঙ্কায় ও রামের রূপাতিশয্য দর্শনে লোভবশতঃ সে হতজ্ঞান হইয়াছিল, সে তদবস্থায় দীপ্ত-বিস্তৃত-লোচন-বিশিষ্ট রাবণের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াও আত্মদশা প্রদর্শন করাইয়া অতি ভয়ঙ্কর বাক্যে কহিতে লাগিল। ১-২৫

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

তখন দীনা শূর্পণখা ক্রোধ-সহকারে সকল লোকের উদ্বেগপ্রদ রাবণকে মন্ত্রিগণের সমক্ষে কটুবাক্যে কহিতে লাগিল,—তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বদাই কামভোগে সাতিশয় মত্ত হইয়া আছ এবং কোন বিষয়ে কাহারও নিষেধ বা বাধা গ্রাহ্য কর না; সেই জন্য তুমি অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতেছ না। কিন্তু যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতি গ্রাম্য ভোগে সর্ব্বদাই আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়েন, প্রজাগণ শ্মশানাগ্নির ন্যায় সেই রাজার সমাদর করে না। যে রাজা যথাকালে স্বয়ং কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও তত্তৎ অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের সহিত বিনিষ্ট হয়েন। যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতির অধীন হয়েন এবং চার সকল নিয়োগ ও প্রজাদিগকে সমুচিত সময়ে দর্শনদান করেন না, হস্তী সকল যেরূপ দূর হইতেই পঙ্কযুক্ত নদী ত্যাগ করে, প্রজারাও সেইরূপ সেই রাজাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পুনশ্চ, যে সকল মহীপতি স্বীয় অনায়ত্ত রাজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ত করেন না, সাগরমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের ন্যায় তাঁহাদের সমৃদ্ধি প্রকাশমান হয় না। তুমি স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং চারও নিয়োগ কর না; সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত শত্রুতা করিয়া কিরূপে রাজত্ব করিবে? হে রাক্ষস! তুমি বুদ্ধিহীন, বালকস্বভাব এবং যাহা জানা উচিত, তাহাও তুমি জান না; অতএব কিরূপে রাজপদ রক্ষা করিবে? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যাহাদের চার, কোষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, তাদৃশ মহীপতিরা প্রাকৃত লোকের সমান। ভূপতিগণ চার দ্বারা দূরস্থ বিষয় সমুদায় অবলোকন করেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু বলিয়া থাকে। আমার বোধ হইতেছে; তুমি কুত্রাপি চারনিয়োগ কর না এবং ইতরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণে সর্ব্বদাই বেষ্টিত থাক। সেই জন্য স্বজন ও জনস্থান যে বিনষ্ট হইয়াছে, তোমার সে জ্ঞান নাই। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম একাকাই ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও দূষণের সহিত খরকে হত করিয়াছেন, ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছেন, সমুদায় দণ্ডকারণ্য নিষ্কণ্টক ও জনস্থান ধর্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু রাবণ! তুমি লোভের বশীভূত, প্রমত্ত এবং সর্ব্বদাই পরের অধীন হইয়া আছ, সেই জন্য স্বীয় রাজ্য-মধ্যে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতেছ না। যে রাজা তীক্ষ্ণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ এবং অল্প দান করেন, বিপৎকালে কোন প্রজাই তাঁহার রক্ষার্থ যত্ন করে না। যে রাজা অতিশয় অভিমানী ও ক্রোধন-স্বভাব, যিনি নিজেই আপনার গৌরব করেন এবং আত্মীয়গণ যাঁহাকে গ্রাহ্য করে না, ব্যসনকালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে বিনষ্ট করে। যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করে না এবং ভয়ে ভীত হয় না, তাদৃশ নরপতিকে শীঘ্র রাজ্যচ্যুত ও তৃণতুল্য ক্ষীণ হইতে হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট নরপতি দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। পরিত্যক্ত বস্ত্র ও মর্দ্দিত মাল্য যেমন কোন কার্য্যেরই নহে, রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজাও তেমনি সমর্থ হইলেও নিরর্থক হয়েন। যে রাজা প্রমাদহীন, অভিজ্ঞ, বিশিষ্টরূপ জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মরত, তিনিই রাজপদে চিরস্থায়ী হয়েন। যে রাজা নয়ন

দ্বারা নিদ্রিত হইয়াও, নীতিরূপ নেত্র বিস্তার-পূর্ব্বক জাগিয়া থাকেন এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কার্য্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেই রাজাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু রাবণ! তুমি দুর্বুদ্ধি ও ঐ সকল গুণে বর্জ্জিত; কেন না, রাক্ষসগণের যে এই সর্ব্বনাশ হইল, চর দ্বারা তুমি তাহার কিছুই জানিলে না। তুমি কেবল পরের অপমান কর, সর্ব্বদাই বিষয়সুখে মত্ত হইয়া আছ, দেশকালবিভাগে অনভিজ্ঞ, এবং গুণদোষ-মীমাংসায় চিত্ত-সমাধানে অসমর্থ; অতএব তোমাকে অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। ধন, বল ও গর্ব্ব-সমন্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ শূর্পণখাকে এইরূপে স্বীয় দোষ সমস্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল। ১-২৪

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

শূর্পণখা মন্ত্রিসভামধ্যে নানা কটু কথা কহিতেছে দেখিয়া, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাম কে? তাহার বীর্য্য, রূপ ও পরাক্রম কীদৃশ? কি জন্য সে সুদুস্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে? সে যাহা দ্বারা খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং অন্যান্য রাক্ষস-দিগকে যুদ্ধে হনন করিয়াছে, সেই আয়ুধই বা কি প্রকার? হে মনোজ্ঞাক্ষি! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমায় বিরূপা করিয়াছে? সমুদায় যথার্থ বল। রাক্ষসরাজ রাবণ এইপ্রকার কহিলে, রাক্ষসী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, অবিকল রাম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। কহিল, রাম দশরথের পুত্র, কন্দর্পের সমান রূপবান্, দীর্ঘবাহু ও বিশালনয়ন এবং বল্কল ও কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী। তাহার ধনু ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণময় বলয়ে অলঙ্কৃত; সেই ধনু আকর্ষণ-পূর্ব্বক তীব্রবিষযুক্ত সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত নারাচ সকল মোচন করিয়া থাকে। সেই মহাবল রাম যুদ্ধসময়ে কখন্ ভয়ঙ্কর শর সকল গ্রহণ ও মোচন করে এবং কখন্ই বা ধনু আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা দেখিতে পাইলাম না; কেবল শরবৃষ্টি দ্বারা সৈন্য সকল সংহার করিতেছে, দেখিলাম। ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য বিনষ্ট করেন, একাকী রাম সেইরূপ পাদচারেই সার্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে সুশাণিত বাণ-প্রহারে ভীমপরাক্রম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস, খর ও দূষণকে নিহত করিয়া, ঋষিদিগকে অভয় দান ও সমুদয় দণ্ডকারণ্য মঙ্গলময় করিয়াছে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম স্ত্রীবধশঙ্কা করিয়া, নাসা ও কর্ণমাত্র ছেদনপূর্ব্বক আমায় কেবল একাকী কোনরূপে মুক্তি দিয়াছেন।[১] লক্ষ্মণ নামে তাঁহার ভ্রাতা মহাতেজা, গুণে ও বিক্রমে তাঁহার তুল্য, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও ভক্ত এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্, বলবান্, বিক্রম ও ধর্ম্মবিশিষ্ট, সকলের জেতা ও দুর্জ্জেয় এবং রামের দক্ষিণ বাহু ও বাহ্যসঞ্চারী প্রাণ। আর রামের যে সহধর্ম্মিণী আছেন, তাঁহার লোচন আয়ত ও বদন পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ। পতি তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন এবং তিনিও সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে তৎপরা। সেই যশস্বিনী রামপত্নীর কেশ, নাসিকা, ঊরু ও রূপ অতি উত্তম। তিনি যেন ঐ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার বর্ণের জ্যোতি তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ, কটি ক্ষীণ এবং নখপংক্তির অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। তিনি নিরতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী, সকল রমণীর শিরোমণি, বিদেহবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি সীতা নামে লোকপ্রসিদ্ধ। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না কিন্নরী, কাহারও সৌন্দর্য্য তাঁহার সমান নহে। পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীতে সেরূপ রূপবতী রমণী আমি দৃষ্টিগোচর করি নাই। সেই সীতা যাহার ভার্য্যা হয়েন এবং তিনি যাহাকে হর্ষভরে আলিঙ্গন করেন,

১। শূর্পণখা নিজ বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বলিতেছে। মূলে পরিভূয় এই শব্দ আছে, উহার অর্থ নাসাকর্ণহীনা করিয়া।

সে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি, ইন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক সুখে জীবন যাপন করে। সীতার দেহযষ্টি সকল লোকের শ্লাঘনীয় এবং পৃথিবীতে তাহার রূপ অতুলনীয়। সেই সুশীলা তোমারই অনুরূপ ভার্য্যা এবং তুমিই তাঁহার অনুরূপ পতি। তাঁহার পয়োধরযুগল উন্নত, জঘন অতি বিশাল এবং মুখমণ্ডল অতিশয় প্রশস্ত। হে মহাভুজ! আমি সেই সুন্দরীকে তোমার ভার্য্যার্থ আনয়ন করিতে চেষ্টা করাতেই ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বিদেহদুহিতাকে দর্শন করিলে, তোমাকে মদন-বাণের একান্ত বশীভূত হইতে হইবে। যদি তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই রামকে জয় করিবার জন্য দক্ষিণ চরণ সঞ্চালন কর। রাক্ষসরাজ রাবণ! আমার এই কথা যদি তোমার রুচিজনক হয়, তাহা হইলে, যাহা বলিলাম, শঙ্কারহিত-চিত্তে তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। হে মহাবল! তুমি তাহাদিগকে অসমর্থ ও আপনাকে সমর্থ বোধ করিয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে পত্নীপদে বরণ করিতে কৃতযত্ন হও। রাম অকুটিলগামী শরসমূহ দ্বারা সমুদায় জনস্থানবাসী নিশাচর এবং খর ও দূষণকেও নিহত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া, সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই কর। ১-২৬

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

শূর্পণখার সেই রোমহর্ষজনক কথা শুনিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করত রাবণ মন্ত্রীদিগকে অনুজ্ঞা করিয়া গমনের উপক্রম করিল।[১] সে মনে মনে সেই কার্য্য উদ্দেশ-পূর্ব্বক সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে তাহার গুণ ও দোষের বলাবল অবধারণ করিয়া, (ইহাই কর্ত্তব্য) এরূপ স্থিরনিশ্চয় করত, রমণীয় যানশালায় প্রবেশ করিল এবং সেই রাক্ষসরাজ গুপ্তভাবে তথায় গমন করিয়া, সারথিকে আদেশ করিল, সত্বর রথ যোজনা কর। সারথি আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমত উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। ঐ রথ কামচারী, কাঞ্চনময়, রত্নভূষিত ও স্বর্ণালঙ্কৃত, পিশাচবদন-গর্দ্দভগণ-সংযোজিত এবং উহার শব্দ মেঘের ন্যায়। কুবেরানুজ রাক্ষসপতি শ্রীমান্ দশানন সেই রথে আরোহণ করিয়া, নদনদীপতি সমুদ্রের অভিমুখে প্রস্থান করিল।[২] তাহার ব্যজন ও ছত্র উভয়ই শ্বেতবর্ণ, দেহ-কান্তি স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্য-সদৃশ, ভূষণ-সকল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, পরিচ্ছদ পরম পরিপাটী এবং তাহার দশ মুখ, দশ মস্তক, দশ গ্রীবা ও বিংশতি হস্ত। দেবগণের শত্রু ও মুনীন্দ্রগণের হন্তা ঐ রাবণ সাক্ষাৎ পর্ব্বত-রাজের ন্যায় কামগামী রথে আরোহণ করায়, আকাশে বিদ্যুন্মণ্ডল ও বলাকারাজিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। গমনসময়ে পর্ব্বতব্যাপ্ত সাগরসন্নিহিত জলবহুল প্রদেশ তাহার দর্শনপথে পতিত হইল। বিবিধফলপুষ্পসম্পন্ন সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও শীতল-পবিত্র-সলিল-শালিনী পুষ্করিণীসমূহে তাহার চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ এবং বেদিযুক্ত বিশাল আশ্রমপদ সকল, কদলীবন, নারিকেল, শাল, তাল ও তমাল নানাজাতীয় পুষ্পিত পাদপ, যাঁহারা অতিশয় আহার-সংযম করিয়াছেন, তাদৃশ পরমর্ষিগণ, সহস্র সহস্র নাগ, সুপর্ণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরসমূহ, জিতকাম, সিদ্ধ ও চারণগণ এবং ব্রহ্মপুত্র বৈখানস, মরীচিপ, বালখিল্য ও মাষসংজ্ঞক পরমর্ষিগণ, ইঁহাদের সান্নিধ্যবশতঃ উহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। দিব্যাভরণ, দিব্য মাল্য ও দিব্য রূপশালিনী ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞা

১। তীর্থ বলেন, শূর্প শব্দের অর্থ শোণিতভাজন, নখশব্দে বিদূষণ-শোণিতভাজন দ্বারা যজ্ঞাদি দূষণকারিণীকে শূর্পণখা বলে। অথবা শূর্পের ন্যায়—কুলার ন্যায় নখ থাকায় তাহাকে শূর্পণখা বলে।

২। রাবণ প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, জানিতে পারিলে বৃদ্ধগণ ও মন্দোদরী প্রভৃতি ঐ কার্য্যে বাধা দিতে পারে। অথবা বীরভাব ত্যাগ করিয়া চৌর্য্য-পথ অবলম্বন করায় লজ্জায় ঐরূপ করিয়াছিল।

সহস্র সহস্র অপ্সরা, শ্রীসম্পন্না দেবপত্নী ও অমৃতাশী দেবদানবগণ সর্ব্বদা তথায় বিচরণ ও তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। হংস, ক্রৌঞ্চ, মণ্ডূক ও সারসসমূহ উহার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছে। বৈদূর্য্য-সদৃশ শ্যামলবর্ণ প্রস্তর সকল তথায় বিরাজমান হইতেছে এবং সাগরতরঙ্গের হিল্লোল-বশতঃ উহা সর্ব্বদাই শীতল ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন। এতদ্ভিন্ন রাবণ দিব্যমাল্যযুক্ত, গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত, শ্বেতবর্ণ, বিশাল বিমান সকল চতুর্দ্দিকে দর্শন করিতে লাগিল। যাঁহারা তপোবলে বিবিধ লোক জয় করিয়াছেন, ঐ সকল কামচারী বিমান তাঁহাদের অধিকৃত। কুবেরানুজ রাবণ যাইবার সময় পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকেও দর্শন করিল। অনন্তর অগুরু-নির্য্যাসরসের আকর ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর, পরম দর্শনীয়, সহস্র সহস্র চন্দনকানন, অত্যুৎকৃষ্ট ও ফলসম্পন্ন শ্রেষ্ঠজাতীয় সুগন্ধি কক্কোলবৃক্ষের বন ও উপবন সকল, পুষ্প ও মরীচের গুল্মসমূহ, তীরদেশে শুষ্যমাণ মুক্তাপুঞ্জ, শিলাসমূহ, অত্যুত্তম প্রবালনিচয়, কাঞ্চন ও রজতময় শৃঙ্গপরম্পরা, সুবিমল সলিলপূর্ণ অদ্ভুত মনোজ্ঞ প্রস্রবণসমূহ, এই সকল তাহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ধনধান্য-সম্পন্ন, স্ত্রীরত্নপরিপূর্ণ, এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে ঘনসন্নিবিষ্ট নগর সকল দর্শন করিতে করিতে সিন্ধুরাজের উপকূলবর্ত্তী স্বর্গতুল্য স্নিগ্ধ মৃদুমারুতযুক্ত সমতল দেশে সমাগত হইল। ১-২৬

রাক্ষসরাজ দশানন, সমুদ্রের জলপ্রায় তীর-ভূমিতে মেঘবর্ণ, ঋষিগণ-সেবিত এক স্বর্গীয় বটবৃক্ষ অবলোকন করিল। উহার শাখা সকল চতুর্দ্দিকে শতযোজনবিস্তৃত। মহাবল গরুড় প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়া ঐ বটবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় গুরুতর ভারে বহুপত্রবিশিষ্ট ঐ শাখা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। বৈখানস, মাষ, মরীচিপায়া, বালখিল্য[৩] ও ধূম্রাখ্য পরমর্ষিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, সেই শতযোজন ভগ্নশাখা এবং গজ ও কচ্ছপ এককালে গ্রহণপূর্ব্বক বেগভরে অন্যত্র গমন করিয়া, সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করিলেন। পরে তিনি ভগ্ন শাখার সাহায্যে সমুদায় নিষাদরাজ্য বিনষ্ট করিয়া, মুনিগণকে এরূপে পরিত্রাণ করাতে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর সেই হর্ষবশতঃ তাঁহার বিক্রম দ্বিগুণীভূত হওয়াতে, মতিমান্ গরুড় অমৃত আনয়নার্থ কৃতসংকল্প হইলেন। তদনন্তর লোহময় জাল সমস্ত ছেদন ও রত্নময় উৎকৃষ্ট গৃহ ভেদ করিয়া, মহেন্দ্র-ভবন হইতে সুরক্ষিত সুধা হরণ করিলেন। ধনদানুজ রাবণ গরুড়-চিহ্নিত মহর্ষিগণ-সেবিত সুভদ্র নামক ঐ বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন। তথা হইতে নদীপতি সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া, বনান্তরে এক পরম পবিত্র রম্য নির্জন আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, মারীচ নামে নিশাচর কৃষ্ণাজিন ও জটাজূট ধারণ করিয়া, আহারসংযম-পূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে। রাক্ষস-রাজ রাবণ মারীচের সহিত মিলিত হইলে, মারীচ বিহিত বিধানে বিবিধ অমানুষ ভোগ্য বস্তু প্রদান দ্বারা তাহার পূজা করিল। এইরূপে ভোজ্য ও উদক দ্বারা স্বহস্তে পূজা করিয়া মারীচ অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিল,—রাজন্ রাক্ষসেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার কুশল ত? কি জন্য আপনি পুনরায় শীঘ্রই এখানে আগমন করিলেন? মারীচ এইপ্রকার বলিলে, বাক্য-বিশারদ মহাতেজা রাবণ এই প্রকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন।—২৭-৪২

৩। এই বৃত্তান্ত মহাভারতে আদিপর্ব্বে ২৯, ৩০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে; এবং গজকচ্ছপের পূর্ব্ববৃত্তান্তও বর্ণিত আছে।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

তাত মারীচ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বিপন্ন হইয়াছি, তুমিই আমার বিপদে পরমগতি। যে স্থানে আমার ভ্রাতা খর ও মহাবাহু দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা অবস্থিতি করে, সেই জনস্থানের বিষয় তুমি অবগত আছ। মাংসাশী রাক্ষস ত্রিশিরা ও অন্যান্য যুদ্ধোৎসাহী শৌর্য্যশালী বহুসংখ্য নিশাচর আমার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া, ঐ জনস্থানে বাস করিতেছিল। তাহারা মহারণ্যে ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই বাধা প্রদান করিত। ঐ সকল রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। তাহারা সকলেই ভীমকর্ম্মা, শূর, যুদ্ধে সফল-মনোরথ এবং খরের চিন্তানুবর্ত্তী ছিল। সম্প্রতি জনস্থানবাসী মহাবল খরপ্রমুখ রাক্ষসগণ বিবিধ শস্ত্র ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ বন্ধন-পূর্ব্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাম নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, কিছুমাত্র পরুষবাক্য প্রয়োগ না করিয়াই ধনুতে শরযোজনা করিয়া, তাহার পরিচালন করেন। এইরূপে মানুষ রাম পাদচারী হইয়া, প্রজ্বলিত শর দ্বারা উগ্রতেজা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, খর ও দূষণের নিপাত এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করিয়া, সমুদায় দণ্ডক নির্ভয় করিয়াছে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্ষীণজীবী রামকে স্ত্রীর সহিত দূর করিয়া দিয়াছে। সেই দুঃশীল, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ক্ষত্রিয়পাংসন রাম সেই রাক্ষসসৈন্যের সংহারকর্ত্তা। সে ধর্ম্মত্যাগ ও অধর্ম্ম আশ্রয় করত সর্ব্বদাই প্রাণিগণের অহিতে ব্রতী থাকে। দেখ, সে বিনা শত্রুতায় নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া ভগিনী শূর্পণখাকে বিরূপ করিল। অধুনা আমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক জনস্থান হইতে রামের ভার্য্যা দেবকন্যা-সদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব। তোমায় সহায় হইতে হইবে। মহাবল! তুমি এবং কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণ সহায় থাকিলে আমি দেবগণকেও লক্ষ্য করি না। অতএব রাক্ষস! তুমি আমার সহায় হও। সাহায্যদানে তুমি সমর্থ। তুমি মহাশূর ও সর্ব্বপ্রকারের মায়া জান। বীর্য্যে, যুদ্ধে, দর্পে ও উপায়ে তোমার সদৃশ নাই। নিশাচর! এই কারণেই আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে আমার সাহায্যার্থ যাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া, রামের আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। সীতা মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া, নিঃসন্দেহেই ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে কহিবে, 'এই মৃগ ধরিয়া দাও।' অনন্তর তাহারা মৃগের জন্য আশ্রম হইতে দূরে যাইলে, আমি শূন্য আশ্রম পাইয়া, যথাসুখে নির্ব্বিঘ্নে সীতাকে, রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে গ্রাস করে, সেইরূপ আমি সীতাকে হরণ করিব। ভার্য্যা হরণ করিলে, রাম তাহার শোকে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তখন আমি নির্ব্বাধে যথাসুখে ও নিঃশঙ্কে তাহাকে প্রহার করিব। রাবণের কথা শুনিয়া, মহাত্মা মারীচের মুখ শুষ্ক হইল ও সাতিশয় ত্রাস উপস্থিত হইল। চিন্তাবশতঃ তাহার অধর-ওষ্ঠ শুষ্ক ও নয়ন যেন নিমেষশূন্য হইয়া উঠিল। সে বারংবার অধরোষ্ঠ লেহন করিয়া, আর্ত্তভাবে মৃতপ্রায় হইয়া, রাবণের দিকে চাহিয়া রহিল। সে পূর্ব্বে মহাবনে রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল; সেই জন্য ত্রস্ত ও বিষণ্ণচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে আপনার ও তাহার হিতজনক বাক্য কহিল। ১-২৪

সপ্তত্রিংশ সর্গ

বাক্যবিশারদ মহাতেজা মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া তাহাকে কহিল, রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় হিত-বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।[১] তোমার চার নিযুক্ত

১। প্রভুর হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র আপাত-মনোরম বাক্য প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত বলিবার লোক সুলভ, মিষ্ট কথা

নাই এবং স্বভাবও অতি চঞ্চল; সেই জন্য রাম যে সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও কুবেরসদৃশ মহাবীর্য্য ও উন্নত-গুণশালী, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। তাত! রামের সহিত বিরোধ করিলে রাক্ষসকুলের কি কুশল হইবে? তিনি ক্রুদ্ধ হইলে কি সমুদায় লোক রাক্ষস-শূন্য করিতে পারেন না? জনকাত্মজা তোমারই বিনাশ জন্য কি উৎপন্ন হয়েন নাই? সীতার জন্য কি তোমার মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইবে না? তুমি যথেচ্ছাচারী ও নিরঙ্কুশ; অতএব তুমি রাজা থাকিলে সমুদায় লঙ্কা কি তোমার ও সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? তোমার ন্যায় যে রাজা দুঃশীল, পাপবুদ্ধি ও যথেচ্ছাচারী, সেই রাজা আপনাকে ও সমুদায় রাজ্য এবং স্বজনদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন রাম পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন নাই। তিনি মর্য্যাদাশূন্যও নহেন, কিম্বা লুব্ধ, দুঃশীল ও ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশকও নহেন। ধর্ম্মে বা গুণেও হীন নহেন এবং তীক্ষ্ণস্বভাবও নহেন, অথবা সর্ব্বদা ভূতমাত্রেরই অহিতে রত নহেন। সত্য-বাদী পিতা কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার সত্যবাদিতা রক্ষার জন্য বনে প্রব্রজিত হইয়াছেন এবং পিতা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রিয়ানুষ্ঠান-বাসনায় রাজ্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দণ্ডককাননে প্রবেশ করিয়াছেন। তাত! রাম কর্কশস্বভাব নহেন, মূর্খ নহেন, অজিতেন্দ্রিয়ও নহেন এবং মিথ্যা বলা দূরে থাক, তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অবগত নহেন। তাঁহার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। বলিতে কি, রাম ধর্ম্মের বিগ্রহ, সাধু, সত্যপরাক্রম এবং ইন্দ্র যেমন দেবগণের, তিনিও তেমনি সকলের রাজা। তিনি নিজ তেজে বৈদেহীর রক্ষা করেন। তুমি কিরূপে সূর্য্যের প্রভার ন্যায় তাঁহার সেই জানকীরে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শর সকল যাঁহার শিখা, ধনু ও খড়গ যাঁহার ইন্ধন এবং যাঁহার ত্রিসামায় গমন করা অসাধ্য, সেই রামরূপ প্রজ্বলিত অনলে সহসা প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় না। তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ধনু তাঁহার ব্যাদিত ও প্রজ্বলিত মুখ এবং শর সকল তাঁহার শিখাসমূহ। রাজ্য, সুখ ও নিজের অভীষ্ট প্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই অমর্ষপরায়ণ, অত্যুগ্র, ধনুর্ব্বাণধারী ও শত্রুসেনা-সংহারী রামরূপ অন্তকের সমীপবর্ত্তী হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার তেজের তুলনা নাই। জানকী তাঁহার পত্নী এবং সর্ব্বদাই তাঁহার ধনুর্ব্বল আশ্রয় করিয়া অরণ্যে বাস করেন। তুমি কোনমতেই জানকীকে হরণ করিতে পারিবে না। সিংহের ন্যায় সুবিশালবক্ষা নরসিংহ রাম নিত্য অনুগতা জানকীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী রামের প্রিয়দয়িতা সুমধ্যমা সীতাকে ধর্ষিত করা কাহারও সাধ্য নহে। রাক্ষসরাজ! তোমার এই নিরর্থক উদ্যমে প্রয়োজন কি? বনে রামের সহিত যদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, সেইখানেই তোমার জীবনের শেষ হইবে। দেখ, রাজ্য, সুখ, প্রাণ সমুদায়ই নিতান্ত দুর্লভ; অতএব বিভীষণ-প্রমুখ সমুদায় ধর্ম্মিষ্ঠ মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরমাত্মা রামের দোষ-গুণ ও বলাবল নির্দ্ধারণ কর, এবং নিজের বল ও হিত নির্ণয়-পূর্ব্বক সবিশেষ বুঝিয়া, যুক্তিযুক্ত অনুষ্ঠান করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমার কিন্তু কোশলপতিপুত্র রামের সহিত তোমার যুদ্ধ-সমাগম ভাল বোধ হইতেছে না। অতএব হে নিশাচরাধিপ! পুনরায় যুক্তিযুক্ত হিত কথা বলি, শ্রবণ কর। ১-২৫

বলিবার লোক সংসারে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইলেও কালান্তরে হিতকর পথ্য-বাক্যের বক্তা দুর্লভ ও শ্রোতা প্রভু উভয়ই দুর্লভ, বিবেকসম্পন্ন রাজা সর্ব্বথা দুর্লভ। অতএব যে কথা বলিতেছি, ইহা আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও উত্তরকালে হিতকর; সুতরাং তুমি শ্রবণ কর, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

আমি কোন সময়ে বলদৃপ্ত হইয়া পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার পর্ব্বতোপম শরীরে নাগসহস্রের বল ছিল। হস্তে পরিঘ অস্ত্র, মস্তকে কিরীট, কর্ণে তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত কুণ্ডল এবং দেহকান্তি নীল মেঘের ন্যায়; এই প্রকার অবস্থায় লোকের ভয় উৎপাদন-পূর্ব্বক আমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়া ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত হইয়া, স্বয়ং গিয়া রাজা দশরথকে এই কথা কহিলেন,—পর্ব্বকাল আগত হইলে আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব, এই রামচন্দ্র সমাহিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিবে। রাজন্! মারীচ হইতে আমার ঘোর ভয় জন্মিয়াছে। ঋষি এই প্রকার কহিলে ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ সেই মহাভাগ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রামের বয়স দ্বাদশবর্ষেরও ন্যূন এবং তিনি অদ্যাপি অকৃতাস্ত্র;[১] কিন্তু আমার প্রচুর সৈন্য আছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমিই চতুরঙ্গ সৈন্যসহ স্বয়ং গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে আপনার প্রতিপক্ষ নিশাচরের প্রাণ বধ করিব। ঋষি রাজার এই কথায় তাঁহাকে কহিলেন, সত্য বটে, তুমি যুদ্ধে দেবগণের অভিপালক ছিলে এবং তোমার কৃত-কর্ম্মও ত্রিলোকবিদিত আছে; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য কাহারও বল রাক্ষসবিনাশে পর্য্যাপ্ত হইবে না; অতএব হে পরন্তপ! তোমার যে সুপ্রচুর সৈন্য আছে, তাহা এখানেই থাক; এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন; অতএব আমি ইঁহাকে লইয়া যাইব। তোমার স্বস্তি হউক। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া নৃপনন্দন রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরম প্রীত হইয়া স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞোদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে দীক্ষিত হইলে, রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারিত করিয়া, রক্ষার্থ তাঁহার সমীপে উপস্থিত রহিলেন। তাঁহার গলদেশে কনকমাল্য, মস্তকে শিখা, হস্তে ধনু, চক্ষুর্দ্বয় পরম সুন্দর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, শরীর শ্যামলবর্ণ ও নিরতিশয় সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত এবং তখন পর্য্যন্তও তাঁহার শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষচিহ্নের আবির্ভাব হয় নাই। তিনি স্বীয় প্রদীপ্ত তেজে সমুদায় দণ্ডকারণ্য সুশোভিত করিয়া, নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আমি তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলধারী মেঘসঙ্কাশ হইয়া ব্রহ্মদত্ত বর-প্রভাবে বলমদে দর্পিত হইয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলাম।[২] প্রবিষ্টমাত্র আমাকে তিনি দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ আয়ুধ উদ্যত করিয়া সসম্ভ্রমে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। নিরতিশয় মোহাবেশ বশতঃ আমি তাঁহাকে বালকজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি শত্রুনিপাতন সুশাণিত সায়ক-প্রয়োগ-পূর্ব্বক আমাকে আহত করিয়া, শতযোজন-দূরবর্ত্তী সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তাত! আমাকে বধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; এই জন্য তৎকালে রক্ষা করিলেন। যাহা হউক, আমি রামের শরবেগে নিরস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, সুগভীর সাগরসলিলে নিপাতিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে আমি রক্ষা পাইলাম বটে; কিন্তু অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম অশিক্ষিতাস্ত্র বালক হইলেও আমার সহচারী রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। এই জন্য নিবারণ করিতেছি, যদি তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর বিপদাপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং যত্ন করিয়াই সমাজোৎসবদর্শী ও ক্রীড়ারতি-বিধিজ্ঞ রাক্ষসগণের নিরর্থক সন্তাপ সঞ্চয় করিবে।

১। উনদ্বাদশ বর্ষ বলিয়া রাবণের ভীতি উৎপাদনই মারীচের উদ্দেশ্য, প্রকৃতপক্ষে উনষোড়শ বর্ষ হইবে, বহু পুস্তকে "উনষোড়শ বর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘব" এইরূপ পাঠই আছে।

২। ব্রহ্মা মারীচকে দেবগণের অবধ্য হইবে, এই বর দিয়াছিলেন।

সীতার নিমিত্ত হর্ম্ম্যপ্রাসাদপরিপূর্ণা নানারত্ন-ভূষিতা লঙ্কানগরীকে তোমায় বিনষ্ট দেখিতে হইবে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণও যেমন গরুড়-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যাঁহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার আশ্রয়ে থাকিলে, তাহার পাপ-জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি দেখিবে, তোমার নিজের দোষে দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ ও দিব্যাভরণভূষিত নিশাচরগণ সমূলে নিহত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং নিরাশ্রয় রাক্ষসগণ কেহ বা হৃতদার হইয়া, কেহ বা পত্নীর সহিত দশদিকে পলায়ন করিয়াছে। তুমি আরও দেখিবে, শরজালে সমাকুল ও অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, লঙ্কার সমুদায় গৃহই এককালে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; কেন না, পরদারহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। রাজন্! তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী বিরাজ করিতেছে। তুমি আপনার পরিগৃহীত সেই সকল ভার্য্যাতেই আসক্ত হইয়া, স্বীয় বংশ, অভীষ্ট প্রাণ, রাজ্য, সমৃদ্ধি, মান ও রাক্ষসগণ, এই সকলের রক্ষা কর। যদি পরমসুন্দর কলত্র ও মিত্রবর্গ লইয়া চিরকাল সুখভোগের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রামের অপ্রিয় কার্য্য করিও না। আমি তোমার সুহৃৎ, বারম্বার নিবারণ করিতেছি; তথাপি যদি বল-পূর্ব্বক সীতার ধর্ষণা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে রামশরে সবান্ধবে ক্ষীণবল ও ক্ষীণ-প্রাণ হইয়া শমনসদনে গমন করিতে হইবে। ১-৩৮

একোনচত্বারিংশ সর্গ

তৎকালে আমি কোন প্রকারে যুদ্ধে রাম দ্বারা ঐরূপে মুক্ত হইয়াছিলাম। অধুনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।—হে রাবণ! আমি পূর্ব্বে রাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হই নাই। তজ্জন্যই পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতি ভয়ানক দন্তযুক্ত, উজ্জ্বল জিহ্বা-বিশিষ্ট, মাংসাহারী, মহাবল ও অতি ভয়ানক হইয়া, মৃগরূপধারী দুই নিশাচরের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম ও পরে চৈত্য-বৃক্ষ ও অগ্নিহোত্র-গৃহমধ্যে ঋষিদিগকে ধর্ষিত করিয়া বিচরণ করিতেছিলাম। এইরূপে আমি তাপস-মাংসভোজী তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত ক্রূর মৃগ হইয়া ধর্ম্মের ব্যাঘাত করত ধর্ম্মাত্মা ঋষিদিগকে হত্যা করিয়া, তাঁহাদিগের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়া, মত্ত হওত বনবাসিগণের ত্রাস উৎপাদন-পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে, তাপস-ধর্ম্মাবলম্বী রাম, মহাতেজা বিদেহরাজ-তনয়া সীতা ও সমস্ত প্রাণিগণের হিত-নিরত তপস্যাকারী মহারথ লক্ষ্মণের সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং পূর্ব্বতন শত্রুভাব ও পূর্ব্বপ্রহার স্মরণ করিয়া, প্রজ্ঞাহীনতাপ্রযুক্ত বনবাসী মহাতেজা রামকে তপস্বী জানিয়া, অভিভব-পূর্ব্বক হত্যা করিতে অভিলাষ করিয়া রোষাবেশে তাঁহার সম্মুখদেশে ধাবমান হইলাম। তিনি সুমহৎ ধনু আকর্ষণ-পূর্ব্বক সুশাণিত শরত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। সমীরণ ও গরুড়সদৃশ বেগশালী শোণিতাশী শত্রুহন্তা বজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক সন্নত-পর্ব্ব সেই শরত্রয় মিলিত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। আমি নিতান্ত শঠ এবং পূর্ব্বে রাম হইতে ভয়দর্শন করিয়া, তদীয় ক্ষমতা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলাম, তজ্জন্য অমনি পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলাম; কিন্তু সেই উভয় রাক্ষস বিনষ্ট হইল। হে রাবণ! আমি কোন প্রকারে রামশর হইতে মুক্ত ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাপসধর্ম্মগ্রহণ-পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে এই স্থলে আসিয়া, যোগ অবলম্বন করত তপস্যা করিতেছি। আমি তদবধি পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় সেই চীরপরিধায়ী কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়বাসা ধনুর্দ্ধারী রামকে প্রত্যেক বৃক্ষে দেখিতে পাই। আমি ত্রাসিত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দেখিতে পাই। এই সমস্ত অরণ্যেই যেন রাম আমার সমীপে প্রতিভাত হয়েন।

হে রাক্ষসেশ্বর! আমি রামশূন্য প্রদেশে কেবল সেই রামকে দর্শন করি; এমন কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দর্শন করিয়া জাগরিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হই। হে রাবণ! আমি তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমি রাম হইতে এরূপ ভয়াক্রান্ত হইয়াছি যে, রত্ন, রথ প্রভৃতি যে সমুদায় শব্দের আদিতে রকার আছে, সেই সকল শব্দও আমার ভয় সমুৎপাদন করে। আমি বিশেষরূপে সেই রঘুনন্দন রামের ক্ষমতা অবগত আছি; অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে; তিনি বলি বা নমুচিকে বিনষ্ট করিতে পারেন। হে রাবণ! তুমি রামের সহিত যুদ্ধই কর বা না কর, যদি আমাকে দেখিতে অভিলাষ কর, তবে আমার সমীপে তাঁহার কথা বলিও না। ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী যোগযুক্ত হইয়া, বহুসংখ্য ব্যক্তিও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়া থাকেন; সেইরূপ আমাকেও তোমার অপরাধে বিনষ্ট হইতে হইবে। হে নিশাচর! তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর, কিন্তু আমি তোমার অনুগমন করিব না! সেই মহাতেজা মহাবুদ্ধি মহাবল রাম যথার্থই নিশাচরদিগের যমস্বরূপ; যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী দুর্ব্বৃত্ত খর, শূর্পণখার জন্য তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অপরাধ কি, তাহা তুমি সত্য করিয়া বল। তুমি আমার বন্ধু, তজ্জন্যই আমি তোমার মঙ্গলার্থে এই সত্য বাক্য বলিলাম। যদি তুমি আমার বাক্যের অনুবর্ত্তী না হও, তবে সবান্ধবে বাণ সকল দ্বারা রাম কর্ত্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়া, তোমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ১-২৫

চত্বারিংশ সর্গ

যেরূপ মৃত্যুকাম ব্যক্তি ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ সেই কাল-প্রেরিত নিশাচরপতি রাবণ মঙ্গলজনক ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যবাদী মারীচ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদীয় যুক্তিসঙ্গত সমুচিত বাক্য গ্রহণ করিল না। প্রত্যুত তাহাকে এই অযথোচিত পরুষ-বাক্য বলিল, —তোমার বাক্য ঊষর ভূমিতে উপ্ত বীজের মত নিতান্ত নিষ্ফল। আমি তদ্দ্বারা পাপাচারী মূর্খ মানব রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবার পাত্র নহি।[১] যে ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া, মাতা, পিতা, রাজ্য ও সুহৃদ্‌বর্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনচারী হইয়াছে, আমি তোমার সন্নিধানে অবশ্যই যুদ্ধে খরবিনাশী সেই রামের প্রাণ হইতে প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিব। ওহে মারীচ, আমার হৃদয়ে ঈদৃশী বুদ্ধি নিশ্চিতা রহিয়াছে, ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরগণও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। যদি আমি এই কার্য্যে কর্ত্তব্যতা অবধারণার্থে ইহার দোষ-গুণ, উপায় বা ক্ষতি কি, ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তোমার এরূপ বাক্য বলা সমুচিত হইত। যে জ্ঞানবান্ মন্ত্রী স্বীয় ঐশ্বর্য্যে অভিলাষী হন, তিনি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীয় বক্তব্য বিষয় নিবেদন করিবেন। যে হেতু ভূপতিদিগের সমীপে উপচারযুক্ত, মনোহর, মঙ্গলজনক, অবিরুদ্ধ বাক্যই বলা বিধেয়। মঙ্গলজনক বাক্যও যদি অপমান-সহকারে অভিহিত হয়, তবে মাননীয় ভূপতি সেই সম্মানরহিত বাক্যে অভিনন্দন করেন না। হে নিশাচর! অতিতেজা মহাত্মা ভূপতিরা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ, এই পঞ্চদেবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; উষ্ণতা, বিক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব সকল অবস্থাতে নিরন্তর তাঁহাদিগের সম্মান ও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল মায়ার অধীন হইয়াছ। তজ্জন্য তোমার গৃহে অভ্যাগত হইলেও আমার পূজা না করিয়া দৌরাত্ম্য

১। যদিও আমি রামের সহিত যুদ্ধানর্হ হই, তথাপি তাহার অপকারের জন্য তাহার ভার্য্যা সীতাকে অপহরণ করাই মাত্র এ ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতীকার।

বশতঃ ঈদৃশ পরুষবাক্য বলিতেছ। হে অমিত-বিক্রম রাক্ষস! আমি তোমাকে গুণ ও দোষ অথবা আত্মপক্ষের ক্ষয় হইতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছি না; তবে এতাবন্মাত্র বলিতেছি যে, তুমি এই কার্য্যে আমার সহায়তা কর। ১-১৬

আমার বাক্যানুসারে মদীয় সাহায্যার্থে তোমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু-বিচিত্রিত সুবর্ণময় মৃগ হইয়া, সেই রামের আশ্রমে যাইয়া, বিদেহ-রাজ-দুহিতা সীতার সম্মুখে বিচরণ ও তাঁহাকে প্রলোভিতা করিয়া, যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিবে। বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা তোমাকে মায়াময় স্বর্ণমৃগরূপী দর্শন করিয়া, বিস্ময়ান্বিতা হইয়া রামকে শীঘ্র এই মৃগ আনিয়া দিতে বলিবে। অনন্তর কাকুৎস্থ-নন্দন রাম আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, তুমি বহুদূরে গমন করিয়া, অবিকল তদীয় স্বরে 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে। ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণও সীতার আদেশে সসম্ভ্রমে রাম-সমীপে গমন করিবে। এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি মহেন্দ্রের শচীহরণের ন্যায় জনকরাজ-দুহিতা সীতাকে সুখে হরণ করিব। হে সুব্রত নিশাচর মারীচ! তুমি এইরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া যথেচ্ছা গমন করিবে। এই কার্য্য সমাধা হইলে আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব। হে শুভদর্শন! তুমি এই কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যের পথে মঙ্গলে মঙ্গলে গমন কর; আমি রথারোহণে তোমার অনুগামী হইতেছি। আমি তোমার সহিত রামকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক বিনাযুদ্ধে জনক-দুহিতা সীতাকে লাভ করত কৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমন করিব। হে নিশাচর মারীচ! যদি তুমি মদীয় বাক্য অন্যথা কর, তাহা হইলে অদ্য আমি তোমাকে হনন করিব। এ কার্য্য অনিচ্ছাতেও তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধাচারী হইয়া সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে রামের নিকট গমন করিলে, তোমার জীবন সংশয়ান্বিত হইবে সত্য; কিন্তু আমার সহিত বিরুদ্ধাচারণ করিলে এখনই তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। বুদ্ধি দ্বারা যথোচিত বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহাই কর। ১৭-২৭

একচত্বারিংশ সর্গ

রাক্ষসাধিপতি রাবণ-কর্ত্তৃক রাজার মত অনভি-প্রেত বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া, মারীচ শঙ্কাশূন্যচিত্তে তাহাকে এইরূপ পরুষবাক্য বলিল, হে রাক্ষসরাজ! কোন্ পাপকর্ম্মা ব্যক্তি তোমায় রাজ্য, মন্ত্রিবর্গ ও পুত্রের সহিত বিনাশহেতু উপদেশ দিয়াছে? কোন্ পাপাত্মা তোমার সুখে সুখী হইতেছে না? কোন্ ব্যক্তি উপায়চ্ছলে তোমার এই মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে? হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার হীনবীর্য্য শত্রুরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া তোমাকে বিনষ্ট দেখিতে অভিলাষী হইয়াছে। হে রাবণ! কোন্ দুষ্টবুদ্ধি ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তি তোমাকে এরূপে উপদেশ দিল? তুমি যে আপনার কর্ম্ম-প্রভাবে বিনষ্ট হও, ইহা তাহাদের অভিলাষ হইয়াছে। হে নিশাচর রাবণ! তোমার অমাত্যদিগকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য হইলেও, তুমি তাহাদিগকে হনন করিতেছ না। দেখ, তুমি কামচারী হইয়া কুপথবর্ত্তী হইয়াছ; তথাপি তাহারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করিতেছে না। যে ভূপতি যথেচ্ছাচার-সম্পন্ন ও কামচারী হইয়া কুপথ-বর্ত্তী হয়, সাধু অমাত্যেরা সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে নিগৃহীত করেন; কিন্তু তোমাকে নিগৃহীত করা উচিত হইলেও, তাঁহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। ওহে রাক্ষসরাজ রাবণ! অমাত্যেরা স্বামীর অনুগ্রহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করিয়া থাকেন।

আর, স্বামীর বৈগুণ্যে তৎসমস্ত ফলভোগে বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু, স্বামী বিগুণ হইলে প্রজাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। নরপালেরা প্রজাবর্গের যশ ও ধর্ম্ম-প্রাপ্তির মূল; অতএব সকল অবস্থাতেই রাজার বিশিষ্টরূপে রক্ষা করা বিধেয়। হে নিশাচর! প্রজাবর্গের প্রতিকূলচারী অবিনয়ী তীক্ষ্ণস্বভাবাপন্ন রাজারা রাজ্যপালনে সমর্থ হয়েন না এবং যে সকল অমাত্য তীক্ষ্ণ মন্ত্রণা প্রদান করেন, বন্ধুর প্রদেশে অনুপযুক্ত সারথিচালিত রথ যেমন সারথিসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তীক্ষ্ণ-মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী সহ রাজা শীঘ্রই নিধন প্রাপ্ত হন। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী স্বপদোচিত মানবেরা পরের অপরাধে সুহৃদ্বর্গের সহিত বিনস্ট হইয়াছেন। হে দশানন! প্রজারা প্রতিকূলাচারী তীক্ষ্ণস্বভাব প্রভু-কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া, গোমায়ু-রক্ষিত মৃগগণের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ওহে রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কর্কশস্বভাব; তুমি যাহাদিগের রাজা, সেই নিশাচরেরা অবশ্যই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি অকস্মাৎ তাদৃশ ভয়ানক ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য তুমিই শোচনীয়, যে হেতু, তুমি সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।[১] রাম আমাকে বিনিষ্ট করিয়া, অনতিবিলম্বে তোমাকে সংহার করিবেন; যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইলে, আমি কৃতকৃতার্থ হইব।[২] নিশ্চয় জানিও, আমি রামকে অবলোকনমাত্রেই নিহত হইয়াছি, এবং ইহাও জানিও যে, সীতাকে হরণ করিলেই, তুমিও সপরিবারে নিধন প্রাপ্ত হইবে। যদি আমার সহিত একত্রিত হইয়া সীতাকে আশ্রম হইতে আনয়ন কর, তাহা হইলে তুমি, আমি, লঙ্কাপুরী ও নিশাচরগণ কাহারও রক্ষা হইবে না। ১-১৯

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিয়া, তদীয় ভয়ে ত্রাসিত হইয়া বলিল, আমরা উভয়ে গমন করিব। সেই ধনুর্ব্বাণখড়্গধারী উদ্যতাস্ত্র রামকর্ত্তৃক দৃস্ট হইলে আমার জীবন যাইবে। হে তাত! যদিও তুমি যমদণ্ড বিফল করিয়াছ, রঘুনন্দন রামও তোমার সাক্ষাৎ যমদণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জীবিত-কলেবরে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু তুমি অতি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিতে পারি? হে রাক্ষসরাজ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিতেছি। রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সেই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া, তাহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্য বলিল,—তুমি মদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহাই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত। পূর্ব্বে তুমি অন্য রাক্ষস ছিলে, এক্ষণে তুমি আত্মসদৃশ হইলে। সম্প্রতি আমার সহিত শীঘ্র এই পিশাচ-সদৃশ-বদন গর্দ্দভগণে সংযোজিত রত্নবিভূষিত অন্তরীক্ষচারী রথে আরোহণ কর। পরে তথায় গমন করিয়া, বিদেহরাজতনয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়া ইচ্ছামত প্রদেশে প্রস্থান করিও। রাম-লক্ষ্মণ-রহিত শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমি বল-পূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব। তাড়কাতনয় মারীচ এই কথায় সম্মত

১। মূলে কাকতালীয়ং এই কথা আছে, উহার অর্থ—আকস্মিক, জন্মিলেই মরিতে হয়, সুতরাং আমার মৃত্যু শোচনীয় না হইলেও তুমি সসৈন্যে নাশপ্রাপ্ত হইবে, এই জন্য শোকের পাত্র।

২। আমার মরণ নিশ্চিত কিরূপে স্থির করিলে, ইহার উত্তরে মারীচ বলিতেছে—মারীচ রাম-হস্তে মৃত্যুতে কৃতকৃত্য কেন হইবে? ইহার উত্তর এই যে, রাজার হস্তে মরণাপেক্ষা শত্রুহস্তে মরণ শ্রেষ্ঠ—কারণ, সেই মৃত্যু স্বর্গপ্রদ। রাজদণ্ডে মৃতব্যক্তির জন্য শোক ও উদকক্রিয়া নিষিদ্ধ, ঐ মৃত্যু অপমৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। রামহস্তে মৃত্যু হইলে মুক্তি হইবে, সুতরাং আমি কৃতকৃত্য হইব। মারীচ দীর্ঘদিন তপস্যা ও যোগাভ্যাস করায় তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া সে এই সকল বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল। নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"রামাদপি হি মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
উভয়োরপি মর্ত্তব্যে বরং রামান্ন রাবণাৎ॥"

হইল। অনন্তর রাবণ ও মারীচ উভয়ে বিমান-সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া সত্বর সেই আশ্রম হইতে প্রস্থান করিল এবং বিবিধ পত্তন, বন, পর্ব্বত, নদী, রাষ্ট্র ও নগর সকল দেখিতে দেখিতে দণ্ডকারণ্যে সমাগত হইল।[১] অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সহিত তথায় রামের আশ্রমপদ দর্শন করিয়া সেই স্বর্ণভূষিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং মারীচের হস্ত ধারণ করিয়া কহিতে লাগিল, সখে! কদলীবৃক্ষ-পরিবৃত রামের ঐ আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। যে জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে সত্বর তাহা বিধান কর। নিশাচর মারীচ রাবণের কথা শুনিয়া, নিতান্ত অদ্ভুত মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রামের আশ্রম-দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল। ১-১৫

ঐ মৃগের শৃঙ্গাগ্র ইন্দ্রনীলমণিপ্রবর-সদৃশ, মুখাকৃতি শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, বদনমণ্ডল রক্তোৎপলসন্নিভ, শ্রবণযুগল ইন্দ্রনীল পদ্মের ন্যায়, গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ অত্যুন্নত, উদর ইন্দ্রনীলমণিসন্নিভ, পার্শ্বদেশ মধূকপুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্ম-পরাগ-প্রতিম, খুর বৈদূর্য্য-সদৃশ, জংঘাযুগল ক্ষীণ, সন্ধি সকল উত্তমরূপে বদ্ধ এবং পুচ্ছদেশ ইন্দ্রধনুর ন্যায় ও উন্নমিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহার বর্ণ স্নিগ্ধ ও মনোহর এবং শরীর নানাবিধ রত্নে পরিবৃত। ক্ষণমাত্রেই রাক্ষস এইরূপ পরমশোভন মৃগমূর্ত্তি ধারণ করিল। নিশাচর মারীচ বৈদেহীর প্রলোভনার্থ এবংবিধ ধাতুবিচিত্রিত মনোহর দর্শনীয় রূপ ধারণ-পূর্ব্বক রমণীয় রামাশ্রম ও বনভূমি আলোকময় করিয়া ইতস্ততঃ শাদ্বলে বিচরণ ও তৃণ-সকল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহার কলেবর শত শত রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত। তাহাকে দেখিলে নিরতিশয় প্রীতি উপস্থিত হয়। সে কখন বিটপী সকলের কোমল নবপত্র সকল ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিল, কখন কদলীবাটিকায় ও কর্ণিকার-কাননে প্রবেশ করিয়া এবং কখন বা সীতার দর্শনপথে উপনীত হইয়া, মন্দ গতিতে আশ্রমের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তৎকালে ঐ মহামৃগের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল। সে যথাসুখে রামের সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ-সময়ে কখন ধাবন, কখন অবস্থান, কখন বা মুহূর্ত্তমাত্র গমন করিয়া পুনরায় সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। কখন ইতস্ততঃ ক্রীড়ন, কখন ভূমিতে শয়ন, কখন আশ্রম-দ্বারে আগমন-পূর্ব্বক মৃগযূথের অনুসরণ করিতে লাগিল এবং মৃগগণে অনুগত হইয়া পুনরায় সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সে মৃগতাপ্রাপ্ত হইয়া, বিচিত্রমণ্ডল প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাকে দর্শন করিয়া অন্যান্য বনচর মৃগগণ তাহার নিকট আগমন-পূর্ব্বক তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াই দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মারীচ যদিও মৃগবধে রত ছিল, তথাপি ভাবগোপন-জন্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না, কেবল স্পর্শ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে শুভলোচনা মদিরেক্ষণা বৈদেহী কুসুমচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কখন অশোক, কখন কর্ণিকার ও কখন বা চূতবৃক্ষের নিকটে গমন করিতেছিলেন।[২] বনবাসের অনুচিত সেই রুচিরবদনা বরাঙ্গনা সীতা কুসুমচয়ন করত

১। বাস্তুশাস্ত্রে নগরপত্তনাদির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। গ্রাম, নগর, পত্তন, খর্ব্বট, পুর, খেটক, কুসুম, শিবির, রাজবাসিক, সেনামুখ, নামভেদে দশপ্রকার—

"দ্বীপান্তরাগতদ্রব্যক্রয়বিক্রয়কৈর্যুতম্।
পত্তনং তদ্বিজানীয়াৎ।"

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরকে পত্তন কহে।

২। অশোক ও আম্র-পুষ্প চয়নের কথা উক্ত হওয়ায় শীত ঋতুর অবসান ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব বুঝা যায়। ইহার পরেই সুরভি মাস, চৈত্রবনানিল প্রভৃতি বর্ণনাও রহিয়াছে। ইহা পম্পাতীরে রামের উক্তি। রাবণের প্রতিজ্ঞা ছিল, ১২শ মাসমধ্যে সীতা তাহার বশবর্ত্তিনী না হইলে সীতাকে বধ করিবে, হনুমান্ যখন সীতার সহিত সাক্ষৎ করে, তখন মাত্র দুই মাস অবশিষ্ট ছিল। মাঘশুক্লাষ্টমীতে সীতাহরণ মানিলে অগ্রহায়ণ শুক্লাষ্টমীতে কিম্বা তাহার আগেই দশম মাস সমাপ্ত হয়। সেই মাসকে "বর্ত্ততে দশমো মাসঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। সেই শুক্লপক্ষান্তে হনুমানের সহিত সীতার দর্শন হইয়াছিল।

বিচরণ করিতে করিতে সেই মুক্তামণি-বিচিত্রাঙ্গ রত্নময় মৃগ দর্শন করিলেন। ঐ মৃগের দন্ত ও ওষ্ঠ দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট এবং রোমরাজি রৌপ্য ও গৈরিকাদি ধাতু-সদৃশ। তিনি বিস্ময়ফুল্লনয়নে স্নেহভরে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। মায়াময় মৃগও রামদয়িতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অনন্তর, সে সেই বন আলোকিত করিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। জনকদুহিতা সীতা নানারত্নময় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মৃগ-দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ১৬-৩৫

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

সুশ্রোণী, অনিন্দিতাঙ্গী, বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণিনী সীতা কুসুম চয়ন করিতে করিতে হেম-রজত-সবর্ণ পার্শ্বদ্বয়ে সুশোভিত ঐ মৃগ দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, আয়ুধধারী রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। 'আর্য্যপুত্র! লক্ষ্মণের সহিত সত্বর আগমন কর, আগমন কর।' এই বলিয়া রামকে আহ্বান করিতে করিতে সেই মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্বান করিলে, পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ মৃগকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মৃগদর্শনে শঙ্কিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগকে আমার নিশাচর মারীচ বলিয়া মনে হইতেছে। এই পাপরূপী মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, পরমহর্ষে মৃগয়াচারী রাজাদিগকে নিহত করিয়াছে। এই রাক্ষস মায়াবিদ্, সে মায়াবলে এই প্রকার মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! দেখুন, ঐ মৃগের রূপ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আপাত-রমণীয় এবং পরম দীপ্তিশালী। হে রঘুনন্দন! এ প্রকার রত্নবিচিত্র মৃগ কখন পৃথিবীতে নাই। হে জগতীনাথ! ইহা নিশ্চয়ই মায়া, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিতে লাগিলে, শুচিস্মিতা সীতা রাক্ষসের ছলনায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন এবং পরমহর্ষে কহিলেন[১]। ১-৯

আর্য্যপুত্র! ঐ অভিরাম মৃগ আমার মন হরণ করিয়াছে। মহাবাহো! উহাকে আনয়ন কর; উহা আমাদের ক্রীড়ামৃগ হইবে। আমাদের এই আশ্রম-পদে চমর, সৃমর, ঋক্ষ, পৃষত, বানর ও কিন্নর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিয়দর্শন মৃগ একত্র বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই রূপশ্রেষ্ঠ ও মহাবল। কিন্তু রাজন্! পূর্ব্বে কখন এ প্রকার মৃগ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তেজ, ক্ষমতা ও কান্তিতে ইহাকে মৃগশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, ইহা সাক্ষাৎ রত্ন। এই মৃগ, চন্দ্রের ন্যায় বনভূমিকে শান্তভাবে বিদ্যোতিত করিয়া আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। আহা! কি সৌন্দর্য্য! আহা! কি শ্রী! আহা! কি সুশোভন! ইহার আশ্চর্য্য স্বরসম্পদ, এই আশ্চর্য্য বিচিত্রাঙ্গ মৃগ আমার মন হরণ করিতেছে। যদি ইহাকে জীবিত শরীরে ধরিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় আশ্চর্য্য হয় এবং বিস্ময় উৎপাদন করে। আমরা বনবাস উদ্‌যাপন করিয়া পুনরায় রাজ্যস্থ হইলে, এই মৃগ আমাদের অন্তঃপুরের বিভূষণ হইবে। হে প্রভো! ভরতের, তোমার, শ্বশ্রূগণের ও আমার সকলেরই এই দিব্য মৃগরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিবে। হে পুরুষোত্তম! যদি এই মৃগকে জীবন্ত ধরিতে না পার, তাহা হইলে ইহার চর্ম্মও পরম মনোহর হইবে। এই নিহত মৃগের স্বর্ণময় চর্ম্ম কুশাসনে প্রসারিত করিয়া ভগবানের পূজা করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। যদিও স্বামীকে এইরূপে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিত্ব, ভয়ঙ্কর এবং অসদৃশ দেখায়, কিন্তু এই মৃগের বিচিত্র

১। এই মৃগ রাক্ষস নহে, বিচিত্র মৃগ, তুমি ইহাকে গ্রহণ করিবার বিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করিও না, এইরূপে নিষেধ করিয়া বলিলেন।

দেহ আমার নিরতিশয় বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়াছে[২]। ১০-২১

তৎকালে কাঞ্চনের ন্যায় রোমরাজি, অত্যুৎকৃষ্ট মণির ন্যায় শৃঙ্গ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ এবং নক্ষত্রপথের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট ঐ মৃগ দর্শন করিয়া রামেরও অন্তঃকরণে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইয়াছিল। তখন তিনি মৃগদর্শনে, তাহার রূপে প্রলোভিত এবং সীতার কথা শ্রবণে তাঁহার প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই মৃগের শ্রেষ্ঠ রূপ দর্শনে জানকীর স্পৃহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অদ্য ইহার প্রাণধারণ অসম্ভব।[৩] হে সৌমিত্রে! কি বনে, কি নন্দনে, কি চৈত্ররথ কাননে, অথবা পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার সমান মৃগ নাই। দেখ, ইহার রোমরাজি প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে সুবিন্যস্ত এবং পরম সুন্দর, তাহাতে স্বর্ণবিন্দু দ্বারা চিত্রিত থাকাতে অতিশয় শোভা হইয়াছে। দেখ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ যেমন বিস্ফারিত হয়, সেইরূপ জৃম্ভাত্যাগসময়ে ইহার মুখ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্বা বিনিঃসৃত হইতেছে। ইহার মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলনির্ম্মিত পানপাত্রের আকারবিশিষ্ট, উদর শঙ্খ ও মুক্তাসদৃশ এবং ইহার স্বরূপ নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। ইহাকে দেখিলে কাহার না মন মোহিত হয়? ইহার রূপ সুবর্ণময়ী প্রভায় পরিপূর্ণ এবং নানারত্নময়। ঈদৃশ দিব্যরূপ নয়ন-গোচর হইলে, কাহার মন না বিস্ময়াক্রান্ত হয়? ২২-৩০

ধনুর্দ্ধারী রাজারা মহাবনে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, মাংসের জন্য অথবা বিহারার্থও মৃগসকল সংহার করিয়া থাকেন। ঐ প্রকার বন্য ধনরাশি দ্বারা কোষ বর্দ্ধিত হয়। ঐ ধন মানবগণের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত। যেমন তপোবনে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির মানসিক সঙ্কল্পমাত্র সর্ব্বদ্রব্যের উপস্থিতি ঘটায়, সর্ব্বপ্রকার ধন হইতে সারতর বলা হয়, সেইরূপ অরণ্যপ্রাপ্ত দ্রব্যও রাজগণের শ্রেষ্ঠ ধনসম্পদ।[৪] লক্ষ্মণ! অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে অর্থগ্রহণ-বিষয়ে বিচার না করিয়া প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া থাকেন। অতএব এই মৃগবধে দ্বৈধ করিবার আবশ্যকতা নাই। সুমধ্যমা জানকী আমার সহিত এই মৃগরত্নের অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে উপবেশন করিবেন। কি কদলী ও প্রিয়কমৃগের ত্বক্, কি প্রবেণী কিম্বা মেষাদির চর্ম্ম, কিছুই এই মৃগের চর্ম্মসদৃশ সুখস্পর্শ বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না।[৫] এই মৃগই শ্রীমান্, আর আকাশে যে মৃগ বিচরণ করে, সেই মৃগই শ্রীমান্। ফলতঃ সেই তারামৃগ (মৃগশিরানক্ষত্র) এবং এই মহীমৃগ, এই উভয় মৃগই দিব্যমৃগ। লক্ষ্মণ! তুমি বলিতেছ, ইহা রাক্ষসের মায়া। যদি প্রকৃতপক্ষে তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমাকে ইহার বধ করা কর্ত্তব্য। দেখ, এই দুরাত্মা নির্দ্দয় মারীচ পূর্ব্বে বনে বিচরণ করত মুনিগণের প্রাণবধ করিয়াছে এবং মৃগয়াসময়ে এইরূপ রাক্ষস মায়ামৃগ হইয়া, পরম ধনুর্দ্ধর অনেক রাজাকেও সংহার করিয়াছে; অতএব এই মৃগকে বধ করাই কর্ত্তব্য। ৩১-৪০

২। নিজ প্রয়োজনসাধনের জন্য পতিকে নিয়োগ করা স্ত্রীগণের পক্ষে অসদ্গুণ, কৈকেয়ীর ন্যায় অযুক্ত ও ভীষণ, তথাপি এই অভিনব মৃগের শরীর-সৌন্দর্য্যে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে, এবং কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য অনুচিত কার্য্যও লোকে করে, ইহাই তাৎপর্য্য।

৩। যাহা নন্দনকাননে কিম্বা চৈত্ররথ বনে নাই, সেইরূপ মৃগ পৃথিবীতে থাকিবে. ইহার সম্ভব কোথায়?

৪। মানবজাতির মনঃসঙ্কল্পিত সর্ব্বপ্রকার ধন যেমন শুক্রের কোশ পূরণ করে। উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে, মনুষ্যেভ্যঃ সমাদত্তে শুক্রশ্চিন্তাহিতং ধনং। অথবা রাজাদি ধনীদিগের কোশবর্দ্ধক বন্য ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জনপদের ধন অপেক্ষা বনজাত ধনই অতি প্রশস্ত, যেহেতুক উহা অপূর্ব্ব।

৫। কদলী, প্রিয়কী, প্রবেণী, আবিকী এই চতুর্ব্বিধ মৃগাদি জাতীয় চর্ম্মাপেক্ষায় ইহার চর্ম্ম কোমল ও মনোহর হইবে। ইহার লক্ষণ যথা—

কদলী তু বিলে শেতে মৃগী রক্তোচ্চ কর্ব্বুধৈঃ।
নীলাগ্রৈর্লোমভির্যুক্তা সা *. * *।
প্রিয়কী রোমভির্যুক্তা মৃদুশ্চ মসৃণৈর্ঘনৈঃ।

প্রবেণী আস্তরণবিশেষঃ মৃগবিশেষো বা। আবিকী, অবিত্বক্।

স্বীয় গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে বিনষ্ট করে, পূর্ব্বে এই অরণ্যে রাক্ষস বাতাপিও তেমনি উদরস্থ হইয়া, তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে পরিভব করিয়া হনন করিত।[৬] বহুকাল পরে কোন সময়ে সেই বাতাপি তেজস্বী মহামুনি অগস্ত্যকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার ভক্ষ্য হইয়াছিল। পরে শ্রাদ্ধাবসানে বাতাপিকে রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, ভগবান্ অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, বাতাপি! তুমি তেজে হতজ্ঞান হইয়া, এই জীবলোকে অনেক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়াছ; সেই জন্য আমি তোমায় জীর্ণ করিলাম। লক্ষ্মণ! যে মাদৃশ ধর্ম্মনিরত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, বাতাপির ন্যায় সেই রাক্ষসেরও প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মারীচ আমার নিকট আগত হইয়া, অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত বাতাপির ন্যায়, মৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য জানকীতে আয়ত্ত রহিয়াছে; অতএব তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর। আমি এই মৃগকে হয় সংহার, না হয় গ্রহণ করিব। হে সৌমিত্রে! এই মৃগচর্ম্মে জানকীর অতিমাত্র অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে, দেখ; অতএব আমি সত্বরই আনয়নার্থে গমন করিব; এই মৃগের ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অদ্য নিশ্চয়ই ইহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। লক্ষ্মণ! আমি যতক্ষণ না এই মৃগকে হনন করিতেছি, তাবৎ তুমি সীতার সহিত অপ্রমত্তভাবে আশ্রমস্থ থাক। আমি একবাণেই শীঘ্র ইহাকে হত্যা করিয়া, চর্ম্ম লইয়া আসিব। লক্ষ্মণ! তুমি জানকীকে লইয়া, অতি বলবান্, বুদ্ধিমান্,সৎকার্য্যদক্ষ, বলিশ্রেষ্ঠ জটায়ুর সহিত শঙ্কিত ও সাবধান হইয়া অবস্থিতি কর। ৪১৫১

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

পরমতেজস্বী রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, স্বর্ণময় মুষ্টিসম্পন্ন খড়গ ধারণ করিলেন। অনন্তর যাহার তিন স্থলে অবনত, ঈদৃশ স্বীয় অলঙ্কারস্বরূপ[১] ধনু গ্রহণ ও তূণীরদ্বয় বন্ধন করিয়া প্রচণ্ড-পরাক্রমে প্রস্থান করিলেন। রাজেন্দ্র রামকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া, সেই বনের রাজা মৃগবর, ভয়বশতঃ অন্তর্হিত হইয়া, পুনরায় তাঁহার দর্শনগোচরে উপনীত হইল। রামও ধনু-খড়গ ধারণ করিয়া যে দিকে মৃগ, সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং অবলোকন করিলেন, মৃগ স্বীয় রূপে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া যেন সম্মুখেই বিরাজ করিতেছে, কখনও ধনুষ্পাণি রামকে বারংবার অবলোকন করিয়া, অরণ্যমধ্যে ধাবমান হইতেছে; কখন যেন লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক দূরে যাইতেছে; কখন যেন শঙ্কিত ও সমুদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, আকাশে উল্লম্ফন করিতেছে; কখনও বা অদৃশ্য ও কোথাও বা দৃশ্যমান হইতেছে; এবং কখনও বা বিচ্ছিন্নমেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র অদৃশ্য ও মুহূর্ত্তমাত্রেই দূরে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে মৃগরূপী মারীচ কখনও দৃষ্ট এবং কখনও বা অদৃষ্ট হইয়া, রামকে আশ্রম হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়াছিল। রাম তদীয় মায়ায় মোহিত ও নিতান্ত বিবশ হইয়া, ক্রোধে আক্রান্ত হইলেন এবং অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া, ছায়া আশ্রয়-পূর্ব্বক হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্রে অবস্থান করিলেন।[২] মৃগরূপী মারীচ তাঁহাকে উন্মাদিত করিয়াছিল। সে পুনরায় অন্যান্য মৃগগণে পরিবৃত হইয়া, অদূরে তাঁহার দর্শন-গোচরে

৬। অশ্বতরী শব্দে গর্দ্দভ হইতে অশ্বার গর্ভে উৎপন্ন, এই অর্থ তীর্থ করিয়াছেন। অশ্বতরী কর্কটকী, ইহা কেহ কেহ বলেন। অশ্বতরী বৃশ্চিকা, ইহা কতক কহেন।* ইহার মধ্যে প্রথমার্থই শ্রেষ্ঠ। অশ্বতরী নিজ গর্ভ দ্বারাই মৃত হয়। উহার উদর বিদারণ ব্যতীত সন্তান নিঃসৃত হয় না। ইহাই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধি।

১। এই ধনুই বৈষ্ণবধনু—যাহা মহর্ষি অগস্ত্য রামকে দিয়াছিলেন।

২। বিকশ শব্দে.চর্ম্মলোভপরবশ, অতএব রাম, মারীচমায়ায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

উপস্থিত হইল এবং রামকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া, ধাবিত হইয়া, অতিমাত্র ত্রাসবশতঃ তৎক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইল; এবং দূরে গমন-পূর্ব্বক পুনরায় বৃক্ষসমূহের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলে, মহাতেজা রাম তদ্দর্শনে তাহাকে হনন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। তিনি রোষভরে পুনরায় তূণ হইতে সূর্য্যকিরণসদৃশ শত্রুবিনাশন প্রজ্বলিত এক শর উদ্ধৃত করিলেন এবং ধনুতে সেই সর্পসদৃশ জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত ব্রহ্মনির্ম্মিত অস্ত্র দৃঢ়ভাবে যোজনা-পূর্ব্বক বল-সহকারে আকর্ষণ করিয়া, মৃগের উদ্দেশে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। শরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র বজ্রের ন্যায়, মৃগরূপী মারীচের হৃদয় বিদারণ করিয়া ফেলিল। তখন সে নিরতিশয় আতুর হইয়া, তালপ্রমাণ উল্লম্ফন করিয়া, ভূতলে পতিত হইল; এবং ক্ষীণপ্রাণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া, ধরাতলে পতিত হইয়াই ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিয়া সেই কৃত্রিম-দেহ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর মারীচ মরিবার সময় সেই মায়াময় মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, রাবণের আদেশ স্মরণ-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সীতা লক্ষ্মণকে এখানে প্রেরণ করে এবং রাবণ শূন্য গৃহে সীতাকে হরণ করিতে পারে? সে মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া, রাবণের উপদিষ্ট পরামর্শানুসারে, 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ'! বলিয়া রামের ন্যায় কণ্ঠস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। রামের অনুপম শরে তাহার মর্ম্মদেশ একান্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। সে আর মৃগরূপ ধারণ করিতে না পারিয়া, রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সে মরিবার সময়ে স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিল। রাম ভয়ঙ্কর নিশাচর মারীচকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, মনে মনে সীতাকে ও লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ইহা মারীচের মায়া। তাঁহার কথাই এখন সত্য হইল। যথার্থই মারীচকে আমি হত করিলাম। এক্ষণে মারীচ, 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রাণত্যাগ করিল। না জানি, সীতা এরূপ রব শুনিয়া কি করিবেন এবং মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ধর্ম্মাত্মা রামের রোমহর্ষ হইল। তৎকালে মৃগরূপী রাক্ষসকে বধ করিয়া ও তাহার তাদৃশ চীৎকার শ্রবণ করিয়া বিষাদজন্য তীব্রভয়ে তিনি অভিভূত হইলেন।[৩] অনন্তর তিনি পৃষত-জাতীয় একটি মৃগ সংহার ও তাহার মাংস গ্রহণ করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, জনস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১-২৭

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

এ দিকে বনমধ্যে স্বামীর সদৃশ সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "যাও, জানিয়া আইস, রামের কি হইয়াছে। তিনি নিরতিশয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছেন। সেই শব্দ শুনিয়া আমার মনঃপ্রাণ আর স্বস্থানে অবস্থিতি করিতেছে না। অরণ্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপরায়ণ ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি শীঘ্রই শরণার্থী ভ্রাতার রক্ষার জন্য ধাবমান হও। গো-বৃষভ যেমন সিংহের, তিনিও তেমনি রাক্ষসের বশতাপন্ন হইয়াছেন।" কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আদেশ স্মরণ করিয়া সীতাকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইলেও গমন করিলেন না। তখন সীতা নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি রামের মিত্ররূপী শত্রু। দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও তাঁহার রক্ষার্থ গমন করিতেছ না। বুঝিলাম, আমার জন্য তুমি তাঁহার বিনাশ-কামনা করিতেছ। নিশ্চয়ই আমার

৩। ভগবান্ রামচন্দ্র অভিনেতার ন্যায় মনুষ্যবৎ আচরণ করিয়া-ছিলেন; ভীত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার রোমাঞ্চ, ত্রাস, বিষাদ সকলই হইয়া-ছিল, কবিও সর্ব্বলোককে সেই অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

প্রতি লোভ হওয়াতে তুমি তাঁহার অনুগমন করিতেছ না ; সেই জন্য রামের এই বিপদ তোমার প্রিয় জ্ঞান হইতেছে এবং তাঁহার প্রতি তোমার স্নেহ নাই। সেই জন্য তুমি মহাদ্যুতি রামকে না দেখিয়াও নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। কিন্তু তুমি যে রামের অধীন হইয়া বনে আসিয়াছ, তিনি তথায় সংশয়াপন্ন হইলে, এ স্থানে থাকিয়া মৎকর্ত্তৃক কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে? বৈদেহী বাষ্পশোক-সমন্বিত হইয়া বধূর ন্যায় ত্রাসযুক্ত হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন,—১-৯

জানকি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পন্নগ কেহই আপনার ভর্ত্তাকে জয় করিতে সক্ষম নহে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, কিন্নর, মৃগ ও বিহঙ্গম ইহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ, রামকে যুদ্ধে বধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব আপনার এ প্রকার বলা উচিত হয় না। আর আপনাকে রাম বিনা একাকিনী এই অরণ্যমধ্যে ত্যাগ করিতেও কোনক্রমেই আমার সাহস হইতেছে না। ইন্দ্রাদি বলবানগণও স্বকীয় বলে রামের বল নিবারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। অথবা স্বয়ং ঈশ্বর ও দেবগণের সহিত ত্রিলোক একত্র মিলিত হইলেও, রামকে পরাজয় করিতে পারে না ; অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হউন। আপনার ভর্ত্তা রাম মৃগোত্তম হনন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। আর এই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার নহে এবং কোন দৈব-প্রেরিতও নহে। নিশাচর মারীচই গন্ধর্ব্বনগরসদৃশী মিথ্যা মায়া বিস্তার করিয়া,[১] এই প্রকার চীৎকার করিতেছে। অয়ি জানকি! মহাত্মা রাম-কর্ত্তৃক আপনি আমার নিকট ন্যস্ত আছেন ; এই জন্য আপনাকে ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। অয়ি কল্যাণি! অয়ি বরারোহে! এই সকল রাক্ষসের সহিত আমাদের শত্রুতা হইয়াছে। দেবি! খরকে নিধন করিয়া জনস্থান ধ্বংস করাতে তদুপলক্ষে রাক্ষসেরা এই মহাবনমধ্যে আমাদিগকে নানাপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকে। জানকি! সাধুগণের হিংসা করাই রাক্ষসদিগের একমাত্র আমোদ-প্রমোদ ; অতএব এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়া কোন অংশেই আপনার উচিত নহে। ১০-২০

লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিলে, ক্রোধবশতঃ জানকীর লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি পরুষবাক্যে সত্যবাদী লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, রে নৃশংস! কুলনাশক! তুমি রামকে মারিয়া, দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ ; অতএব এই দয়া আর্য্য-জনোচিত নহে। বুঝিলাম, রামের এই মহৎ ব্যসন তোমার পরম প্রীতিকর হইয়াছে ; সেই জন্য তুমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া এই প্রকার কথা বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী নৃশংসস্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমি নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতি, সেই জন্য রাম একাকী বনে আসিলে, আমার প্রতি লোভ বশতঃ তুমিও একাকী তাঁহার অনুগামী হইয়াছ ; অথবা ভরত কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াই এরূপ করিয়াছ। কিন্তু লক্ষ্মণ! তুমি বা ভরত যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে না। আমি পদ্মপলাশলোচন নীলোৎপলশ্যাম রামের আশ্রিতা গৃহিণী হইয়া কিরূপে ইতর জনে অভিলাষিণী হইব? অতএব লক্ষ্মণ! আমি তোমার সমক্ষে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব ; রাম বিনা ক্ষণকাল আমি ইহলোকে প্রাণ ধারণ করিব না। সীতার এইরূপ রোমহর্ষণ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন। ২১-২৮

১। আকাশে প্রাসাদ, বন-শোভিত অপূর্ব্ব নগর ক্ষণকালের জন্য দৃষ্ট হইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হয়, উহার নাম গন্ধর্ব্ব নগর। এই মায়ামৃগ গন্ধর্ব্বনগর সদৃশ ব্যামোহজনক মারীচের অপূর্ব্ব মোহজনিকা শক্তি আছে—যাহার প্রভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন, কেহ কেহ গন্ধর্ব্বনগর পদে ইন্দ্রজাল কহে।

আপনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা, সুতরাং উত্তর করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু জানকি! আপনি যে অযোগ্য কথা বলিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নহে। ইহলোকে স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় বটে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই ক্রূর, চঞ্চল, ধর্ম্মজ্ঞানহীন এবং পিতা ও পুত্রাদির মধ্যে পরস্পর ভেদ-সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু জানকি! আপনার এই কথা আমার সহ্য হইতেছে না; অত্যুষ্ণ নারাচের ন্যায় ইহা আমার উভয় কর্ণই বিদ্ধ করিতেছে। যাহা হউক, বনচারী দেবগণ সকলেই আমার সাক্ষী, তাঁহারা শ্রবণ করুন। আমি যথার্থ কথাই বলিয়াছি, তথাপি তুমি আমায় এই সকল কটূক্তি করিলে। আমি সর্ব্বদাই গুরুর কথা পালন করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি স্ত্রীস্বভাব ও দুষ্টপ্রকৃতি বশতঃ আমায় এই প্রকার সন্দেহ করিতেছ। নিশ্চয়ই তোমার বিনাশকাল উপস্থিত। তোমায় ধিক্! অয়ি বরাননে! রাম যেখানে, আমিও সেখানে চলিলাম: তুমি কুশলে থাক এবং বন-দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন। অয়ি বিশালাক্ষি! ঘোরতর দুর্নিমিত্ত সকল আমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইতেছে; অতএব পুনরায় রামের সহিত আসিয়া তোমায় যেন দেখিতে পাই। লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, জনকনন্দিনী অবিরল-বাহিনী অশ্রুধারায় পরিপ্লুতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যুত্তর করিলেন,—লক্ষ্মণ! রাম ব্যতিরেকে আমি গোদাবরী-সলিলে ডুবিয়া মরির; কিম্বা উদ্বন্ধন দ্বারা, অথবা কোন উচ্চস্থানে উঠিয়া এই দেহপাত করিব; কিম্বা তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব, অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিব;[২] তথাপি রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে আমি কখনও স্পর্শ করিতে পারিব না। সীতা শোক-সমন্বিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণের নিকট এইপ্রকার বলিয়া, দুঃখভরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিশালনয়না জনক-দুহিতাকে নিতান্ত আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া, বিমনা হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি দেবরকে আর কোন কথাই বলিলেন না। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে অভিবাদন ও কিঞ্চিৎ প্রণত হইয়া, বারংবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামের নিকটে গমন করিলেন। ২৯-৪০

২। সীতা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিতেছেন যে হুতাশনে প্রবেশ করিব, এই বাক্য দ্বারা সীতা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে, আমি সাক্ষাৎস্বরূপে রাবণ-গৃহে যাইব না, এই স্থানে বহ্নিমাঝে অবস্থান করিব। মায়াময় মূর্ত্তিতে তাহার হস্তগ্রাহ্য হইব, এই সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

রামস্ত সুভগাং ভার্য্যাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালচোদিতঃ।
গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে।
সমাহর্ত্তুং মনশ্চক্রে তাপসঃ কিল কামিনীম্।
বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্।
জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা।
অথাবসথ্যাদ্ ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ।
আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসা নির্দ্দহন্নিব।
সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়া।
সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়ত।
কৃত্বা তু রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ।
সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ।
সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ।
বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্।
দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ।
রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽসৌ সুরপ্রিয়ঃ।
ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণে চতুস্ত্রিংশেঽধ্যায়ে।

পতির অসন্নিধানে অন্য পুরুষস্পর্শ পতিব্রতার নিষিদ্ধ; সুতরাং বিরাধ সীতাকে স্পর্শ করিলেও পাতিব্রত্য-হানি হয় নাই, জাতিভ্রংশকর আপৎ-কালে অগ্নিপ্রবেশ দোষের নহে। বিরাধের ন্যায় রাবণও সীতাস্পর্শে তৎক্ষণাৎ মরিলে রাক্ষসকুল ধ্বংস হয় না, এই জন্য মায়া-সীতা রচনা এবং ঐ পাপ জন্য হনুমানের পুচ্ছলগ্ন অগ্নিতে রাবণের পুরী দগ্ধ হইয়াছিল, অন্যথা রাবণভয়ে ভীত লোকপালগণ সে কার্য্য করিতে পারিতেন না।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

লক্ষ্মণ সীতার কটূক্তিতে কুপিত হইয়া রামকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।[১] অনন্তর দশানন রাবণ এই সুযোগ পাইয়া পরিব্রাজকরূপ ধরিয়া, শীঘ্রই সীতার অভিমুখে আগমন করিল। সে সুকোমল কাষায় বস্ত্র, শিখা, ছত্র, উপানৎ এবং বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবেশে সীতার সকাশে সমাগত হইল।[২] চন্দ্র-সূর্য্যবিরহিতা সন্ধ্যাকে যেমন মহাতম অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ রাম-লক্ষ্মণ-সন্নিধিহীনা সীতাকে পরিব্রাজকরূপে রাবণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তার পর চন্দ্রহীনা রোহিণীর ন্যায় রামহীনা যশস্বিনী রাজপুত্রী সীতাকে দারুণ গ্রহের (মঙ্গল বা শনৈশ্চরের) ন্যায় রাবণ দর্শন করিয়াছিল।[৩] জনস্থানস্থ বৃক্ষ সকল উগ্রস্বভাব পাপকর্ম্মা রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে স্পন্দহীন হইল এবং বায়ুও আর প্রবাহিত হইল না। রক্তলোচন হইয়া সীতার প্রতি তাহাকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া দ্রুতগামিনী গোদাবরী নদীও শঙ্কাবশতঃ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দশানন রাবণ রামের ছিদ্রান্বেষী হইয়া ভিক্ষুবেশে জানকীর সকাশে উপস্থিত হইল। সীতা স্বামীর জন্য শোক করিতেছিলেন। শনিগ্রহ যেমন চিত্রার সমীপস্থ হয়, অসাধু রাবণও তেমনি সাধুবেশে সীতার নিকটবর্ত্তী হইল এবং তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ছদ্মবেশী রাবণ, সাধুবেশে সম্মুখীন হইয়া সেই যশস্বিনী রামপত্নী জানকীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সীতার ওষ্ঠ ও দশনপংক্তি মনোহর, বদন চন্দ্রসদৃশ ও নয়নযুগল পদ্মপত্রতুল্য। তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া বাষ্প ও শোকে পীড়িতা হইয়া পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন। রাবণ দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় মদন-বাণে বিদ্ধ ও হর্ষরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তখন সে বেদোচ্চারণ করিয়া স্বীয় শরীর-সৌন্দর্য্যে পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ত্রিভুবনসুন্দরী জানকীকে প্রশংসা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। ১-১৫

অয়ি শুভাননে! তোমার বর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চন সদৃশ, তাহাতে আবার তুমি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, এবং তুমি পদ্মিনীর ন্যায় মনোহর পদ্মসমূহের মালা ধারণ করিয়াছ। অয়ি বরারোহে! তুমি কি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অপ্সরা, অথবা ভূতি, কিম্বা সাক্ষাৎ রতি, ইচ্ছানুসারে বনে বিহার করিতেছ? তোমার দন্তগুলি পরস্পর সমান, অগ্রভাগ কুন্দকোরক-সদৃশ মনোহর ও পাণ্ডুবর্ণ। তোমার নয়নযুগল বিশাল, নির্ম্মল এবং প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। তারা-সম্পন্ন। তোমার জঘন অতি পীন ও বিস্তৃত, তোমার ঊরুযুগল হস্তিশুণ্ড-সদৃশ সুবৃত্ত ও পরম পরিপুষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে প্রগল্‌ভিত ও সংহত। তোমার স্তনযুগল পীন ও উন্নতাগ্র, পরম মনোহর, সুস্নিগ্ধ তালফলের সদৃশ, কমনীয় ও উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত। ফলতঃ তোমার দন্ত, নেত্র ও স্মিত সমুদায়ই রমণীয়। অয়ি রমণীয়ে! নদী যেমন জলবেগে কূল হরণ করে, তুমি তেমনি ঐ সকলে আমার চিত্ত হরণ করিতেছ। তোমার কেশগুচ্ছ পরম সুন্দর, পয়োধরযুগল অত্যন্ত সন্নিহিত এবং

১। রাম মারীচকে বধ করিয়া, সীতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব-সর্গে বর্ণিতানুরূপ চিন্তা করিয়া, পুনরায় মাংসার্থ মৃগ বধ করায় তাঁহার আশ্রমে যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

২। রাবণ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশে গিয়াছিল, মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—'রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্'। মস্তকে জটা ছিল না, মুণ্ডিতশীর্ষ, কুণ্ডী—কমণ্ডলুধারী। ত্রিদণ্ডধৃক্—যষ্টি ত্রিদণ্ডস্বরূপ।

অঙ্গিরা যতির লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—

যতের্লিঙ্গং প্রবক্ষ্যামি যেনাসৌ লক্ষ্যতে যতিঃ।
ব্রহ্মসূত্রং ত্রিদণ্ডঞ্চ বস্ত্রং জন্তুনিবারণম্।
শিক্যং পাত্রং বৃষী চৈব কৌপীনং কটিবেষ্টনম্।
যস্যৈতদ্বিদ্যতে লিঙ্গং স যতির্নেতরো যতিঃ।

৩। যেমন ক্রূরগ্রহে রোহিণী নক্ষত্র দর্শন করিলে সাধারণ লোকের অনর্থ সূচিত হয়, সেইরূপ রাবণের সীতা-দর্শনও অনর্থকর বুঝিতে হইবে। সন্ধ্যাকালে মহান্ধকার সম্ভব হয় না, সুতরাং এইটি অদ্ভুতোপমা।

তোমার মধ্যদেশ এরূপ ক্ষীণ যে, অঙ্গুলি দ্বারাও ধারণ করা যায়। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, কেহই তোমার সদৃশ রূপশালিনী নহে। আমি পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীতে তোমার সদৃশী ললনা দৃষ্টিগোচর করি নাই। তোমার ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, যৌবন, সৌকুমার্য্য এবং অরণ্যবাস এই চারিটিই আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। অতএব বাহির হইয়া আইস। তোমার মঙ্গল হউক, বনবাস করা তোমার বিধেয় নহে। কামরূপী ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ সর্ব্বদা এখানে বাস করে। রমণীয় প্রাসাদশিখর এবং সুসমৃদ্ধ ও সুগন্ধি নগরোপবন, এই সকলই তোমার বাসযোগ্য। অয়ি অসিতেক্ষণে! উৎকৃষ্ট মালা, উৎকৃষ্ট গন্ধ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট স্বামী, এই সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। অয়ি সুচিস্মিতে! তুমি রুদ্র অথবা মরুদ্‌গণ কিংবা বসুগণের মধ্যে কাহার রমণী? বরারোহে! আমার ত তোমায় দেবতা বলিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। রাক্ষসগণই এই অরণ্যে বাস করে। না দেবগণ, না গন্ধর্ব্বগণ, না কিন্নরগণ কেহই এখানে আগমন করে না। তুমি কিরূপে এখানে আসিলে? মৃগ ও শাখামৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু ও কঙ্কগণ এখানে বিচরণ করে। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি কিরূপে নির্ভয়ে আছ? অয়ি বরাননে! ভয়ঙ্কর বেগসম্পন্ন মদমত্ত কুঞ্জরগণ এই অরণ্যে বাস করিয়া থাকে; তুমি একাকিনী, ভয় পাইতেছ না কেন? তুমি কে? কাহার ভার্য্যা? কোথা হইতে কি নিমিত্ত একাকিনী রাক্ষস-সেবিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ? ১৬-৩২

রাবণ ব্রাহ্মণবেশে সমাগত হইয়া এই প্রকার প্রশংসা করিলে, জানকী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে আসন প্রদান ও পাদ্য দ্বারা অভিনিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অতিথি-সমুচিত সৎকার দ্বারা পূজা করিলেন। পরে সেই সৌম্যদর্শন রাবণকে কহিলেন, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। রাবণ কমণ্ডলু ও কুসুম্ভবস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে আগমন করিল দেখিয়া, জানকী তাহার ঐ দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমস্ত দর্শনে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; সুতরাং ব্রাহ্মণবেশে সমাগত দশাননকে ব্রাহ্মণের ন্যায় নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিলেন,—আপনি কুশাসনে যথাসুখে উপবিষ্ট হউন, এই পাদ্য গ্রহণ করুন এবং এই বনজ দ্রব্য সমস্ত আপনারই নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে, ভোজন করুন। নরেন্দ্রপত্নী জানকী এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলে, রাবণ তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া, আত্মবধার্থে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে মনে কৃতনিশ্চয় হইল। পরম প্রিয়মূর্ত্তি রাম লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন; জানকী তৎকালে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কেবল চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত সেই হরিদ্বর্ণ বনভূমিই দর্শন করিলেন, রামলক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। ৩৩-৩৮

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

সীতাপহরণাভিলাষী ভিক্ষুরূপী রাবণ সীতাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই নিজের কথা বলিয়াছিলেন।[১] এই ব্যক্তি অতিথি ও ব্রাহ্মণ; কোন কথা না কহিলে শাপ দিতে পারেন। মুহূর্ত্তকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তাহাকে কহিলেন, আপনার কল্যাণ হউক। আমি মিথিলারাজ মহাত্মা জনকের তনয়া ও রামের প্রিয়ভার্য্যা, আমার নাম সীতা। আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের রাজধানী

১। সীতা অসরল শঠ রাবণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সরলভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পূজামাত্র করিলেই চলিত, প্রত্যুত্তর কেন দিলেন, এই আশঙ্কায় কবি বলিতেছেন, এই ব্যক্তি অতিথি ইত্যাদি।

আযোধ্যার রাজপ্রাসাদে দ্বাদশবর্ষ বাস করিয়া, পূর্ণমনোরথা হইয়া, বিবিধ অমানুষ ভোগ সম্ভোগ করিয়াছিলাম। পরে ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মন্ত্রণা করিলেন। তদনুসারে রামের অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিলে, আমার মাননীয়া শ্বশ্রূ কৈকেয়ী স্বামী দশরথের নিকট বরপ্রার্থনা করিলেন। কৈকেয়ী স্বীয় সুকৃতিবলে আমার শ্বশুরকে বশীভূত[২] করিয়া, আমার স্বামী রামের বনবাস এবং ভরতের অভিষেক, এই দুই বর নৃপশ্রেষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথের নিকট যাচ্ঞা করিলেন এবং কহিলেন, রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে কখনই আমি পান, ভোজন বা শয়ন করিব না; এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইল। কৈকেয়ী এইপ্রকার কহিলে, মদীয় শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে অন্যান্য বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কৈকেয়ী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন মহাতেজা আমার ভর্ত্তা রামের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছে। আর আমার বয়স জন্ম হইতে গণনা করিয়া আঠার বৎসর[৩] উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার স্বামী রাম নামে বিখ্যাত, তিনি সত্যবান্, সুশীল, নির্ম্মলস্বভাব, সর্ব্বভূত-হিত-নিরত, মহাবাহু এবং বিশালাক্ষ। মহারাজ পিতৃদেব দশরথ স্বয়ং কামার্ত্ত ছিলেন। কৈকেয়ীর প্রিয়-কামনায় তিনি তাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রামকে অভিষেক করিলেন না।[৪] রাম অভিষেকার্থ পিতার নিকট আসিলে, কৈকেয়ী শীঘ্রই তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন, হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। হে কাকুৎস্থ! ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতে হইবে এবং তোমাকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। অতএব তুমি বনগমন করিয়া পিতাকে মিথ্যার হস্ত হইতে মুক্ত কর। রাম অকুতোভয়ে কৈকেয়ীকে 'তাহাই হইবে' বলিলেন। আমার দৃঢ়ব্রত ভর্ত্তা তাঁহার বাক্য শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন। বিপ্র! তিনি কেবল লোককে দান করেন, কখন কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করেন না এবং সর্ব্বদা সত্য কহেন, কখনও মিথ্যা বলেন না। ইহাই রামের উৎকৃষ্ট ব্রত; তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অতিশয় বীর, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। তিনি রামের সহায়, সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সময়ে শত্রুকুল নির্ম্মূল করেন এবং তিনি ব্রহ্মচারী ও দৃঢ়ব্রতসম্পন্ন। তিনি ধনুষ্পাণি হইয়া আমার সহিত বনবাসী রামের অনুগামী হইয়াছেন। এইরূপে দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মরত রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত জটাধর তাপসরূপে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অধুনা আমরা তিন জনে কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে গভীর কাননমধ্যে বিচরণ করিতেছি। আপনি আশ্বাসলাভ করুন। এ স্থানে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিতে পারেন। আমার স্বামী এখনই প্রচুর পরিমাণে বন্য ফলমূল এবং রুরু, বরাহ ও গোধা বধ করিয়া, প্রভূত মাংসভোজ্য লইয়া আগমন করিবেন। এক্ষণে আপনার নাম, গোত্র ও বংশ সত্য করিয়া বলুন। দ্বিজ! আপনি কি জন্য

২। সুকৃতিবলে—পুণ্যবলে অথবা সুকৃত-উপকারবলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া অথবা নিজকৃত প্রাণরক্ষারূপ উপকার স্মরণ করাইয়া রাজাকে বশীভূত করিয়া।

৩। পনর বৎসরে রামের বিবাহ এবং অযোধ্যায় বারো বৎসর বাসের পর বনগমন, ইহাতে বনগমনকালে রামের বয়স ২৭ বৎসর হইতে হয়—সীতা ২৫শ বৎসর কেন বলিলেন—ইহাতে কেহ কেহ বলেন, অল্প ব্যতিক্রম বলিয়া—ইহার তাৎপর্য্য, অল্পবয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, এই অংশে অথবা রাম তখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ কেবল অতিক্রম করিয়াছেন। গোবিন্দরাজ মারীচোক্ত উন ১২শ বৎসরে বিশ্বামিত্রানুগমন ধরিয়া ঠিক পঞ্চবিংশবর্ষেই বনগমন বলেন এবং ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হওয়ায় ষষ্ঠবর্ষে সীতার বিবাহ—অষ্টাদশ বর্ষে বনগমন। বহু প্রাচীন পুস্তকে 'বয়সা সপ্তবিংশক' এই পাঠ দৃষ্টে মনে হয়, লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ পাঠ-ভ্রমেই এই সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। বনবাসের চতুর্দ্দশবর্ষারম্ভেই সীতা-হরণ হয়।

এই শ্লোকে গায়ত্রীর নবমাক্ষর 'ভ'কার রহিয়াছে, প্রথম হইতে আট হাজার শ্লোক বলা হইয়াছে।

৪। সর্ব্বভূতপ্রিয় রামের প্রব্রাজন দশরথের দোষেই ঘটিয়াছিল, এই কথাই উক্ত শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

একাকী দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছে? রামপত্নী সীতা এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ তীব্রবাক্যে উত্তর করিল,—১-২৫

জানকি! সুর, অসুর ও মনুষ্য সহিত সমুদায় লোক যৎকর্ত্তৃক বিত্রাসিত হয়, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমার লাবণ্য কাঞ্চন-সদৃশ এবং তুমি কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। অয়ি অনিন্দিতে! তোমাকে অবলোকন করিয়া, স্বকীয় ভার্য্যাদিগের প্রতি আর আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। অতএব আমি যে সকল উত্তমা স্ত্রী নানাস্থান হইতে আনয়ন করিয়াছি, তুমি তাহাদের সকলেরই মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। তোমার মঙ্গল হউক। হে জানকি! সাগর-পরিবেষ্টিত পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি লঙ্কা নামে যে নগরী আছে, তাহা আমার। তুমি তথায় আমার সহিত উপবনসমূহে বিচরণ করিবে। অয়ি ভামিনি! তথায় বিচরণ করিলে, আর তোমার এই বনবাসের অভিলাষ থাকিবে না। সীতে! তুমি যদি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে সর্ব্বাভরণভূষিতা পঞ্চসহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।[৫] অনিন্দিতা জনকদুহিতা জানকী রাক্ষসরাজ রাবণ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহাকে অনাদর-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—যিনি মহাপর্ব্বত-সদৃশ অকম্পনীয়, মহাসাগর-সদৃশ ক্ষোভরহিত, মহেন্দ্র-তুল্য সেই রামের একমাত্র অনুগতা ভার্য্যা আমি। যিনি শুভলক্ষণসম্পন্ন বটবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বলোকের আশ্রয়, আমি সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাভাগ রামের একমাত্র[৬] অনুগতা; যিনি মহাবাহু, বিশালহৃদয় এবং যিনি সিংহবিক্রমে পদবিক্ষেপ করেন, আমি সেই নৃসিংহ ও সিংহ-সদৃশ রামের একমাত্র অনুগতা।[৭] তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, কীর্ত্তি অতি বিস্তৃত এবং বাহুযুগল সাতিশয় বিশাল। আমি সেই রাজনন্দন জিতেন্দ্রিয় রামের একমাত্র অনুগতা; তুমি শার্দ্দূল হইয়া সিংহীর অভিলাষ করিতেছ। কিন্তু সূর্য্যের প্রভা-সদৃশ আমাকে সহজে লাভ বা স্পর্শ করিতে পারিবে না। ওরে হতভাগ্য রাক্ষস! তুমি যখন রঘুনন্দন রামের ভার্য্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই বৃক্ষসকল সুবর্ণময় দেখিতেছ। অতি বেগবান, ক্ষুধিত, মৃগশত্রু সিংহের ও তীব্রবিষধর কৃষ্ণসর্পের মুখবিবর হইতে দংষ্ট্রা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি এক হস্তে মন্দর পর্ব্বত হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তুমি কালকূট বিষপান করিয়া নিরাময়ে সুখে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি নিজের চক্ষু সূচ দ্বারা মার্জ্জনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, এই সকল কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি যেমন নিজের মৃত্যুর কারণ, সেইরূপ রামভার্য্যাকে অপহরণ করিবার ইচ্ছাও তোমার মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানিও। যে তুমি বল পূর্ব্বক রামপত্নীকে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, উহা গলদেশে শিলা বন্ধন করিয়া সমুদ্র পার হওয়া কিম্বা হস্ত দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে আহরণের

৫। কেহ কেহ রাবণকে তত্ত্বজ্ঞানী স্থির করিয়া তদুক্ত সকল বাক্যেরই একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন, উহা সঙ্গত নহে। রাক্ষস-যোনিতে জাত রাবণ ভগবন্মায়ামুগ্ধ, সুতরাং তাহার তাদৃশ জ্ঞান ছিল না। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—মৈত্রেয় বলিলেন, হিরণ্যকশিপু ও রাবণ উভয়েই সাক্ষাৎ ভগবদবতার নৃসিংহ ও রাম হস্তে মরিয়াও মুক্ত হইল না। পরন্তু শিশুপাল কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য কেন লাভ করিল? ইহার উত্তরে পরাশর বলিলেন,—নৃসিংহমূর্ত্তি বা রামমূর্ত্তি দর্শনে উহাদের বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান হয় নাই—কিন্তু শিশুপালের মৃত্যুকালে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন দর্শনে তাদৃশ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যেন তেন প্রকারেণ তীর্থ প্রভৃতির ব্যাখ্যা মনোরম নহে। এই জন্যই কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং বলা হইয়াছে, অবশ্য কৃষ্ণাবতার হইতে রামাদির ন্যূনতাবোধ ভ্রমমাত্র। কৃষ্ণেরও অজ্ঞানত্ব দেখা যায় অভিমন্যুবধে—তাঁহার উক্তি আমি সেখানে ছিলাম না, সৌভবধে মায়া বসুদেবনিধন দর্শনে মোহ, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণকালীন দ্বারকায় না থাকায়, সংবাদ না জানা ইত্যাদি। রামাবতারে অনেক স্থানে জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি দেখা যায়।

কৃষ্ণও অংশাবতার, উঁহাকে কেশব বলায় সকলাবতারের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে মাত্র। মায়ার অধীন না হইলে অবতার হয় না, মায়াধীন মাত্রই অংশ, এই অংশ ও পূর্ণবিষয়ে—বহু বক্তব্য আছে।

৬। বটবৃক্ষ যেমন বহুবিস্তৃত, সেইরূপ বহু আত্মীয়স্বজনযুক্ত, কিম্বা বটবৃক্ষানাং সর্ব্বজনাশ্রয়, কিম্বা বটবৃক্ষবৎ সর্ব্বলোকের অনুকূল।

৭। এই স্থানে নৃসিংহ পদ দ্বারা হিরণ্যকশিপুবৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুরূপ জানিবে। যে তুমি কল্যাণচরিত্রা পতিব্রতা রামভার্য্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, উহা প্রজ্বলিত বহ্নিকে বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া আনার অনুরূপ অথবা যে তুমি রামের অনুরূপা মহিষীকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, উহা তীক্ষ্ণাগ্র শূলসকলের মধ্যে বিচরণের ইচ্ছানুরূপ। অরণ্যে সিংহ ও শৃগালের মধ্যে যাদৃশ প্রভেদ, ক্ষুদ্রনদী ও সমুদ্রের মধ্যে যে প্রভেদ, অমৃত ও কাঞ্জিকমধ্যে যে প্রভেদ, তোমাতে ও রঘুনন্দন রামে তাদৃশ প্রভেদ জানিবে। সুবর্ণে ও সীসকলৌহে, চন্দনে ও কর্দ্দমে, হস্তী ও বিড়ালে যে প্রভেদ, রামে ও তোমাতে সেই প্রভেদ। কাকে ও গরুড়ে, জলকাক ও ময়ূরে, হংসে ও গৃধ্রে যে প্রভেদ, তোমাতে ও রামে সেই প্রভেদ। সেই ইন্দ্রতুল্য-প্রভাব ধনুষ্পাণি রাম বর্ত্তমানে, আমাকে হরণ করিয়াও তুমি, মক্ষিকা যেমন ঘৃতপান করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীর্ণ করিতে পারিবে না। অদুষ্ট-ভাবা সীতা সেই দুষ্টস্বভাব রজনীচর রাবণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া বাতাহতা কদলীর ন্যায় গাত্রকম্পে ব্যথিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুতুল্য প্রভাবশালী রাবণ সীতাকে কাঁপিতে দেখিয়া তাহার ভয়োৎপাদনের জন্য নিজের কুল, বল, নিজকর্ম্ম প্রভৃতি বলিয়াছিল। ২৬-৫০

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

সীতা এইপ্রকার পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ভ্রূকুটিভঙ্গী সহকারে বলিতে লাগিল,—অয়ি বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমার নাম পরমপ্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক। মৃত্যুকে যেমন প্রজারা ভয় করে, তদ্রূপ আমার ভয়ে ভীত হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পন্নগ ও উরগগণ সকলেই সর্ব্বদা পলায়ন করে। আমি কোন কারণবশতঃ ক্রোধভরে দ্বন্দ্ব করিয়া, সংগ্রামে বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকেও সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছি। তজ্জন্য তিনি ভয়ার্ত্ত হইয়া স্বীয় সুসমৃদ্ধ অধিষ্ঠানভূমি লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বত-রাজ কৈলাসে বাস করিতেছেন। ভদ্রে! আমি বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার কামগামী, পরম সুন্দর পুষ্পক-নামক বিমানও হরণ করিয়া লইয়াছি। আমি সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে গমন করি। মৈথিলি! আমি জাতক্রোধ হইলে, আমার মুখদর্শন করিয়াই ইন্দ্রমুখ্য দেবগণ নিরতিশয় ভীত হইয়া দশ-দিকে পলায়ন করে। আমি যেখানে অবস্থান করি, বায়ু সেখানে শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হয় এবং সূর্য্যও আমার ভয়ে আকাশমণ্ডলে চন্দ্রবৎ প্রতীত হয়। অধিক কি, আমি যেখানে অবস্থান ও বিচরণ করি, সেখানে তরুগণেরও পত্র সকল নিষ্কম্প হয় এবং নদী সকলে জলস্তম্ভ হয়। সাগরের পারে আমার লঙ্কা নামে পরম সুন্দরী পুরী, উহা দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়; ভয়ঙ্কর নিশাচরগণে পরিপূর্ণ, এবং পাণ্ডুরবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত ও শোভান্বিত। উহার তোরণ সকল বৈদূর্য্যময় এবং কক্ষ সকল স্বর্ণময়। তাহাতে ঐ পুরী পরম মনোহারিণী হইয়াছে। উহাতে সর্ব্বদাই বাদ্যধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে। উহা হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকীর্ণ। তত্রত্য উদ্যান সকল অভিলষিত ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূহে সমাকুল, তদ্দ্বারা উহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। রাজপুত্রি সীতে! তুমি আমার সহিত ঐ নগরীতে বাস কর। তাহা হইলে তুমি আর মনুষ্যরমণীগণকে স্মরণ করিবে না। অয়ি মনস্বিনি! বরবর্ণিনি! তথায় অমানুষ দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিয়া ক্ষীণায়ু মানব রামকেও আর তোমার মনে থাকিবে না।[১] আর রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে

১। স্বর্গে দিব্যভোগ, মর্ত্ত্যে মানুষভোগ। মদীয় লঙ্কায় উভয় ভোগ বিদ্যমান। অন্যত্র ইহা দুর্ল্লভ। লঙ্কায় স্বর্গীয় রমণীগণসংসর্গে থাকিয়া মর্ত্ত্যকথা ভুলিয়া যাইবে।

রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অল্পবীর্য্য জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন।[২] অয়ি বিশালনয়নে! তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট, হতচেতা, তাপস রামকে লইয়া কি করিবে? আমি সমুদায় রাক্ষসগণের অধিপতি, কামশরে বিদ্ধ হইয়া স্বয়ং আগত, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় না। উর্ব্বশী পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া যে প্রকার অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, অয়ি ভীরু! আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে সেইরূপ পশ্চাৎ অনুতাপ ভোগ করিবে।[৩] রাম মানুষ, যুদ্ধে আমার অঙ্গুলির তুল্য হইবে না। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি তোমার সৌভাগ্যক্রমেই স্বয়ং সমাগত হইয়াছি; অতএব আমায় ভজনা কর। রাবণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, সীতা অতীব ক্রোধান্বিতা ও রক্তনয়না হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই নির্জ্জন প্রদেশে কঠোর বাক্যে তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—সর্ব্বদেব-নমস্কৃত সেই পরমপূজনীয় কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া, গর্হিত অনুষ্ঠানে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ? রাবণ! তোমার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি, কর্কশ ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহাদের রাজা, সেই রাক্ষসগণের সকলকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইন্দ্রপত্নী শচীকে অপহরণ করিয়া, জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু রামপত্নী আমাকে হরণ করিয়া, কোন ব্যক্তি স্বস্তিলাভ করিতে পারে না। রে রাক্ষস! অনুপম সৌন্দর্য্যবতী দেবরাজমহিষীকে ধর্ষণা করিয়া, জীবিত থাকাও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু মাদৃশী রমণীকে কোনরূপে অবমাননা করিয়া অমৃত পান করিলেও তাহাতে মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।[৪] ১-২১

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ

প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ সীতার কথা শুনিয়া হস্তে হস্তে আঘাত করিয়া, স্বীয় শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত করিল। অনন্তর বাক্যকোবিদ দশগ্রীব পুনরায় জানকীকে কহিল, বুঝিলাম, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ। আমার বীর্য্যপরাক্রমও তোমার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি আকাশে অবস্থিত হইয়া ভুজদ্বয়-সহায়ে পৃথিবীকেও উত্তোলন করিতে পারি; সমুদায় সাগরসলিলও পান করিতে পারি ও যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যমকেও নিহত করিতে পারি; এবং সুশাণিত শর-সমূহ দ্বারা আকাশস্থ সূর্য্যকেও ভূতলে পাতিত করিতে পারি। তুমি স্বীয় মনোহর রূপে উন্মত্ত হইয়াছ। আমিও ইচ্ছামাত্রেই নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, অবলোকন কর। এই প্রকার কহিয়াই ক্রোধভরে রাবণের শ্যামলপ্রান্ত নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া, প্রজ্বলিত অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। পরে সেই কুবেরানুজ রাবণ অবিলম্বে সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, যমরূপসদৃশ স্বীয় তীক্ষ্ণরূপ পরিগ্রহ করিল, এবং নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, দশ মুখ, বিংশতি বাহু, রক্তনয়ন ও তপ্তস্বর্ণনির্ম্মিত ভূষণ এই সকলে সুশোভিত, নীলমেঘসদৃশ শ্রীমান্ নিশাচররূপে প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে রাক্ষসরাজ

২। রাম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, সুতরাং ভগ্নাঃ কূৰ্ম্মভাগবতা ভবন্তি, এই প্রবাদানুরূপ বীর্য্যহীন বলিয়া সাধারণের অনুশোচনার পাত্র রাম তপস্বী হইয়াছে। ইহার পর এই রাম রাজ্য করিবে, এই আশা করা উচিত নহে।

৩। উর্ব্বশী নারায়ণের উরু হইতে উৎপন্না। তিনি এক সময় তাঁহার প্রতি আসক্ত পুরূরবাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে তাঁহারই বিরহে পশ্চাদনুতপ্তা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠানপুরে স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, ইহা পুরাণপ্রসিদ্ধ কথা।

৪। এই সর্গে রাবণোক্তিমধ্যে একটি অতিরিক্ত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তীর্থ কিম্বা কতক ব্যাখ্যা করেন নাই। তিলককার ব্যাখ্যা করিয়াও প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

সপ্তসপ্তকবেত্তাহমষ্টাষ্টকবিভূষিতঃ।
পঞ্চপঞ্চকতত্ত্বজ্ঞো রাবণোঽহং ভজস্ব মাম্॥

ইহার অর্থ—ষড়ঙ্গ বেদ উপবেদ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আমি জানি, এবং ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা দ্বারা আমি বিভূষিত, এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞ আমি। আমাকে ভজনা কর। এই শ্লোকে উক্ত বিদ্যাবান ও জ্ঞানীর পক্ষে ঈদৃশ নিকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

রাবণ কপট পরিব্রাজক বেশ ত্যাগ করিয়া, আপনার পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, রক্তাম্বরধারী নিশাচরবেশে স্ত্রীরত্ন সীতাকে অবলোকন করিয়া সুর্য্যপ্রভাসদৃশী কৃষ্ণকেশ-সমন্বিতা বস্ত্রাভরণভূষিতা জানকীকে কহিতে লাগিল,— ১-১০

ত্রিভুবনবিখ্যাত স্বামী লাভের যদি ইচ্ছা থাকে, অয়ি বরারোহে! আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি চিরকালের জন্য আমাকে ভজনা কর; আমিই তোমার শ্লাঘ্য পতি। ভদ্রে! আমি কখনও তোমার অপ্রিয়াচরণ করিব না। তুমি মানুষের প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিয়া, আমার প্রতি প্রণয় স্থাপন কর। অয়ি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি মৈথিলি! তুমি কোন্ গুণে রাজ্যভ্রষ্ট, বিফলমনোরথ ও পরিমিতায়ু রামের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ? দেখ, দুর্ম্মতি রাম স্ত্রীর কথায় রাজ্য ও আত্মীয়জন ত্যাগ করিয়া, এই হিংস্র জন্তুর আবাস-ক্ষেত্র অরণ্যে বাস করিতেছে। নিরতিশয় দুষ্টাত্মা রাবণ প্রিয়বচনপাত্রী ও প্রিয়বাদিনী মৈথিলীকে এই কথা কহিয়াই কামে মোহিত হইয়া গ্রহণ করিল; বোধ হইল, আকাশে বুধ যেন রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন।[১] সে বামহস্তে পদ্মাক্ষী সীতার কেশপাশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। বনদেবতারাও তখন সেই পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র রাবণকে দর্শন করিয়া, ভয়ার্ত্ত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাবণের সেই মায়াময় স্বর্ণমণ্ডিত গর্দ্দভযুক্ত ভয়ঙ্করশব্দকারী দিব্য রথ তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে দশানন গভীর স্বরে পরুষ বাক্যে সীতাকে ভর্ৎসনা করিয়া, ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ রথে তুলিয়া লইল। যশস্বিনী সীতা তৎকর্ত্তৃক গৃহীতা ও ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া রামকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাম তখন অনেক অন্তরে ছিলেন। রাবণের প্রতি জানকীর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তজ্জন্য তিনি আত্মমোচনের অভিলাষে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামার্ত্ত দশানন তাঁহাকে পন্নগরাজ-মহিষীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ আকাশ-পথে হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, জানকী মত্তা, ভ্রান্ত-চিত্তা ও আতুরার ন্যায়, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন,— ১১-২৩

হা গুরু-চিত্তপ্রসাদক মহাবাহু লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক আমি হৃতা হইতেছি; ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না। হা রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রাণ, সুখ ও অর্থ, সমুদায়ই ত্যাগ করিয়া থাক। এক্ষণে আমি অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক হৃতা হইতেছি, আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? হে শত্রুতাপন! তুমি অবিনয়ীদিগের শাসন করিয়া থাক; তবে কেন এবম্বিধ পাপাত্মা রাবণকে শাসন করিতেছ না? অবিনীতের কর্ম্মফল সদ্যই ফলে না; শস্য পক্ক হইতে হইলে, কালের সহকারিতার প্রয়োজন হয়। রাবণ! তুমি কাল-প্রভাবে হতচেতন হইয়া এই যে কর্ম্ম করিলে, ইহার জন্য তোমাকে রাম হইতে প্রাণান্তকর ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমি ধর্ম্মাভিলাষী যশস্বী রামের ধর্ম্মপত্নী হইয়া হৃতা হইতেছি। এত দিনে আত্মীয়গণের সহিত কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল! এই সকল পুষ্পিতকর্ণিকার এবং জনস্থান সকলকেই প্রার্থনা করিতেছি, সকলেই যেন রামকে বলে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। হে হংসসারসসেবিত তরঙ্গিণি গোদাবরি! তোমায় আমি বন্দনা করি, তুমিও শীঘ্র রামকে এই কথা বলিও যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। এই বিবিধ পাদপ-সমাকুল বনমধ্যে যে সকল দেবতা বাস করেন, আমি

১। রোহিণী বুধের মাতা, কামাতুর হইয়া বুধ যদি স্বমাতা রোহিণীকে গ্রহণ করেন, এই কল্পনারূপ অতিশয়োক্তি অথবা অভূতোপমা। সীতা রাবণকে সদ্য মরিবার নিমিত্ত অভিশাপ প্রদান না করার কারণ বেদবতীরূপে সমূলে নাশ করার প্রতিজ্ঞা ছিল বলিয়া। ঋষি ও দেবগণের নিকট রামেরও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার নিমিত্তও অভিশাপ প্রদান করেন নাই।

তাঁহাদের সকলকেই নমস্কার করিতেছি, তাঁহারাও মদীয় স্বামী রামকে আমার হরণবার্ত্তা বলিবেন। এই অরণ্যে মৃগ পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণী অবস্থিতি করে, আমি তাহাদের সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, তাহারা সকলেই রামকে তদীয় প্রেয়সী ভার্য্যার হরণবার্ত্তা প্রদান করিবে এবং বলিবে যে, বিবশা অবস্থায় সীতা রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে। আমি যদি যম-কর্ত্তৃকও অপহৃতা হই এবং মহাবাহু রাম যদি তাহা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পরাক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক তথা হইতে আমায় আনয়ন করিবেন। আয়তলোচনা জানকী নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে সহসা অবলোকন করিলেন, গৃধ্ররাজ জটায়ু বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে রাবণের বশপ্রাপ্তা সুশ্রোণী জনকনন্দিনী ভীতা হইয়া, দুঃখিতবচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—আর্য্য জটায়ু! অবলোকন কর, এই পাপাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আমাকে অনাথার ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে হরণ করিতেছে। আপনি এই মহাবল, বিজয়চিহ্নধারী, দুর্ম্মতি, ক্রূর সায়ুধ নিশাচর রাবণকে নিবারণ করিতে পারিবেন না; অতএব রামকে আমার হরণ-কথা যথাযথ অবগত করাইবেন এবং লক্ষ্মণকেও সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিবেন। ২৪-৪০

পঞ্চাশৎ সর্গ

জটায়ু ভোজনানন্তর গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া, রাবণ এবং জানকী উভয়কেই অবলোকন করিলেন।[১] পরে পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ প্রকাণ্ড, তীক্ষ্ণতুণ্ড, বৃক্ষগত, শ্রীমান্ পক্ষিরাজ জটায়ু মিষ্টবাক্যে রাবণকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ দশগ্রীব! আমি পুরাণ-ধর্ম্ম-নিরত, এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতএব তুমি আমার সমক্ষে ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমি মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ু।[২] দশরথনন্দন রামও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায় সকল লোকের রাজা, তিনি সকল লোকেরই হিতানুষ্ঠানে তৎপর, তুমি যাঁহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই এই বরারোহা যশস্বিনী সীতা সেই লোকনাথ রামের ধর্ম্মপত্নী। তুমিই বা প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া, রাজা হইয়া, কিরূপে পরদার হরণ করিবে? হে মহাবল! বিশেষতঃ রাজপত্নীদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব তুমি পরস্ত্রী-ধর্ষণা-বিষয়িণী নীচপ্রবৃত্তি নিবারণ কর।[৩] যে কর্ম্ম করিলে লোকের নিন্দাভাজন হইতে হয়, ধীরপুরুষ সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। আপনার ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। অয়ি পৌলস্ত্যনন্দন! শাস্ত্রে না থাকিলেও শিষ্টজনেরা রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া, অনেকানেক ধর্ম্ম, অর্থ অথবা কাম-বিষয়ক অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন। রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কাম এবং রাজাই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে উত্তম রত্নস্বরূপ। ধর্ম্ম, কাম বা পাপ, সমুদায়ই রাজমূলক। হে রাক্ষস-রাজ! তুমি যেরূপ পাপস্বভাব ও চপল, তাহাতে কিরূপে দুষ্কর্ম্মকারী জনের দেবযোনিপ্রাপ্তির ন্যায় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারী, সে সেই স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না; কেন না, দুরাত্মাদিগের আলয়ে পুণ্য কখন

১। প্রভুর জন্য দাসের যত শক্তি থাকে, তাহার শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা উচিত, এই বিষয় লোকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জটায়ু-বৃত্তান্ত দুইটি সর্গে ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন।

২। ভ্রাতঃ সম্বোধন দ্বারা সাম প্রয়োগ, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, এই কথা বলায় আমার সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে, এই দণ্ড প্রয়োগকথা ব্যক্ত হইয়াছে। আমি দাস বিদ্যমান থাকিতে তোমার সীতাপহরণ যুক্ত নহে।

৩। রাজপত্নীগমনে গুরুপত্নীগমনরূপ মহাপাতক হয়

অবস্থিতি করে না। মহাবল ধর্ম্মাত্মা রাম তোমার নগর বা অধিকারমধ্যে কোন অপরাধই করেন নাই; তবে তুমি কি জন্য তাঁহার নিকট অপরাধী হইতেছ? দেখ, জনস্থানগত খর অতিশয় দুর্বৃত্ত; সুতরাং অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম সূর্পণখার জন্য যদি তাহাকে নিহত করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার অপরাধ কি? তুমি সেই লোকনাথ রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া গমন করিতেছ। এখনই জানকীকে ছাড়িয়া দাও। ইন্দ্রের বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ রামও যেন অনলকল্প ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাতে তোমাকে সেইরূপে ভস্মীভূত না করেন। তুমি যে স্বীয় বসনাঞ্চলে আশীবিষ সর্প বন্ধন করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছ না; অথবা তোমার গলদেশে কালপাশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না। সৌম্য! যে ভার বহন করিলে অবসন্ন হইতে না হয়, তাদৃশ ভারই বহন করা উচিত এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় ও কোনরূপ পীড়াদায়ক না হয়, সেইরূপ অন্নই ভোজন করা বিধেয়। যাহার অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা চিরস্থায়ী যশঃ কিছুরই সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শরীরে খেদ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? রাবণ! ষষ্টিসহস্র বৎসর হইল, আমি জন্ম-গ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে পিতৃপৈতামহ রাজ্য পালন করিতেছি। যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি তুমি যুবা, ধনুর্ব্বাণধারী, কবচ-সম্পন্ন ও রথারোহী হইয়া, আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া, নিরাপদে যাইতে পারিবে না। ন্যায়-সংযুক্ত হেতুবাদ দ্বারা যেরূপ অনাদি প্রচলিত বেদশ্রুতির অপলাপ করা সহজ নহে, তুমিও সেইরূপ বলপূর্ব্বক আমার সমক্ষে জানকীকে হরণ করিতে পারিবে না। যদি শূর হও, যুদ্ধ কর। অথবা, রাবণ! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। পূর্ব্বে খর যেমন ভূশায়ী হইয়াছে, তুমিও তেমনি হত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। যে তুমি বারংবার যুদ্ধে দৈত্য ও দানবদিগকে নিহত করিয়াছ, বল্কলধারী রাম অচিরাৎ যুদ্ধস্থলে সেই তোমার বধসাধন করিবেন। সেই দুই রাজনন্দন রামলক্ষ্মণ দূরে আছেন; আমি এক্ষণে আর কি করিব? রে নীচ! তোমাকে শীঘ্রই তাঁহাদের হইতে ভীত হইয়া বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। আর আমি বাঁচিয়া থাকিতেও তুমি রামের প্রিয়মহিষী পদ্মনয়না সৎস্বভাবা এই সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ দিয়াও মহাত্মা রাম ও দশরথের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব রাবণ! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, দেখিবে, আমি বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায় তোমাকে এই রথ হইতে নিপাতিত করিব। রে নিশাচর! আমি প্রাণপণেও তোমায় যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব। ১-২৮

একপঞ্চাশৎ সর্গ

পক্ষিরাজ জটায়ু এইপ্রকার কহিলে, বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত কুণ্ডলসম্পন্ন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া, তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিল। পরে গগনমণ্ডলে বায়ুপ্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায় তাহারা উভয়ে অতীব তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দুই মাল্যবানের ন্যায়, গৃধ্ররাজ জটায়ু ও রাক্ষসরাজ রাবণের অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[১] অনন্তর রাবণ মহাবল গৃধ্ররাজের প্রতি অনবরত মহা-ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণিসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। পক্ষিরাজ জটায়ু যুদ্ধে রাবণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ও শরজাল সমুদায় প্রতিগ্রহ করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ নখসম্পন্ন চরণদ্বয় দ্বারা রাবণের গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর রাবণ রোষভরে শত্রু-বধার্থে যমদণ্ড-সদৃশ ভয়ঙ্কর দশ বাণ

১। মাল্যবান নামে দুইটি পর্ব্বত আছে। একটি দণ্ডকারণ্যে, অপরটি মেরুপার্শ্বে অথবা ইহা কল্পনা। যদি পক্ষযুক্ত দুই মাল্যবান পর্ব্বত পরস্পর যুদ্ধ করে, তাহা হইলে গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের যুদ্ধের তুলনা হয়।

অথবা মাল্যবান একটি দণ্ডকারণ্যে, অপরটি কিষ্কিন্ধ্যা-সমীপে।

গ্রহণ করিল এবং শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া, সেই অজিহ্মগ সুতীক্ষ্ণ নিশিত ভয়ঙ্কর শিলামুখ সায়কপরম্পরা মোচন করত জটায়ুকে বিদ্ধ করিল। রাক্ষসরাজ রাবণের রথমধ্যে বাষ্পপূর্ণনয়না জানকীকে অবলোকন করিয়া, পক্ষিরাজ জটায়ু সেই সমস্ত শর অগ্রাহ্য করিয়া রাবণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার মণিমুক্তা-ভূষিত সমরশরাসন ভগ্ন করিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, অন্য ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক শত শত ও সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পক্ষিরাজ জটায়ু শরসমূহে নিবারিত হইয়া, কুলায়প্রাপ্ত পক্ষীর ন্যায় শোভাযুক্ত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা জটায়ু পক্ষদ্বয় দ্বারা সেই সমস্ত শরজাল বিক্ষিপ্ত করত চরণদ্বয় দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার মহাধনু ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং পক্ষের প্রহারে তাহার অগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত কবচও নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর তিনি সমরে রাবণের সুবর্ণময় দিব্য উরশ্ছদ চূর্ণ করিয়া, অতিশয় দ্রুতগামী পিশাচ-বদন গর্দ্দভদিগকে সংহার করিলেন। পরে বেগভরে রাবণের কামগামী, অগ্নি-সদৃশ প্রভাশালী, মণি-চিত্রিত সোপানযুক্ত, ত্রিবেণুসম্পন্ন মহারথ ভগ্ন, ছত্রাদি-ধারী রাক্ষসগণের সহিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছত্র ও ব্যজন নিপাতিত এবং তুণ্ডপ্রহারে সারথির মস্তক বিদারিত করিলেন। এইরূপে পরম শ্রীসম্পন্ন মহাবল পক্ষিরাজ কর্ত্তৃক শরাসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, রাবণ জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে ভগ্নবাহন ও ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া, সমস্ত প্রাণীই বারম্বার সাধুবাদ-পূর্ব্বক গৃধ্ররাজকে অভিনন্দন করিল। অনন্তর রাবণ, বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন জরাগ্রস্ত পক্ষিযূথপতিকে পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মৈথিলীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক আকাশ-পথে গমন করিতে লাগিল। তাহার সমুদয় যুদ্ধসাধনই বিনষ্ট ও হত হইয়াছিল; কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সেই অবস্থায় নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া গমনে উদ্যত হইলে, মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ু সমুৎপতিত হইয়া, তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে সম্যক্‌রূপে অবরোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—১-২৩

অল্পজ্ঞান রাবণ! তুমি সমস্ত রাক্ষসকুল বিনাশের নিমিত্তই সেই বজ্র-সদৃশস্পর্শ-সম্পন্ন বাণধারী রামের এই সীতাকে হরণ করিতেছ। বুঝিলাম, পিপাসিত হইয়া লোকে যেমন জলপান করে, তুমিও তেমনি মিত্র, বন্ধু, অমাত্য, চতুরঙ্গ সৈন্য এবং দাস-দাসী প্রভৃতি সমুদায় পরিজনের সহিত বিষপানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল অবগত না হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে; তুমিও সেইরূপ বিনষ্ট হইবে। তুমি কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। মৎস্য যেমন আমিষসংযুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া আত্মবিনাশ-নিমিত্ত ধাবমান হয়, তুমিও তেমনি কোন্ স্থানে গমন করিয়া উল্লিখিত কালপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে? রাবণ! রামলক্ষ্মণকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। তুমি যে এই আশ্রমের অভিভব করিলে, তাঁহারা কখনই ক্ষমা করিবেন না। তুমি ভয়বশতঃ সর্ব্বলোকনিন্দিত যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, এই পথ তস্করদিগের আচরিত, বীরদিগের সেবিত নহে। ওহে রাবণ! যদি তোমার শূরত্ব থাকে, যুদ্ধ কর; না হয়, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর; তাহা হইলে ভ্রাতা খরের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিবে। আসন্নকালে লোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তুমিও আত্মবিনাশার্থে সেইপ্রকার অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে একমাত্র পাপই প্রাদুর্ভূত হয়, কোন্ ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করে? ইন্দ্রাদি লোকপাল অথবা স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ম্ভু তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না।[২] ২৪-৩২

২। যে কর্ম্ম করিলে পাপই হইয়া থাকে, তাদৃশ কর্ম্ম ব্রহ্মা করিলেও তিনি তাহার ফল ভোগ করেন, ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতিও গুরুপত্নী ও

বীর্য্যবান্ জটায়ু এইপ্রকার নীতিগর্ভ বাক্য-প্রয়োগ করিয়া, দশানন রাবণের পৃষ্ঠোপরি নিপতিত হইলেন। গজারোহী দুষ্ট গজে আরূঢ় হইয়া, যেমন তাহাকে অঙ্কুশাদি দ্বারা তদীয় মস্তক বিদীর্ণ করে, তিনিও তেমনি রাবণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক খরতর নখরপ্রহারে সর্ব্বতোভাবে বিদারিত করিলেন। এইরূপে তুণ্ডাঘাতপূর্ব্বক নখরপ্রহারে রাবণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া, পরে তিনি নখ, পক্ষ ও তুণ্ডায়ুধ-সহায়ে তাহার কেশ সমস্ত উৎপাটিত করিলেন। গৃধ্র-রাজের বারংবার আক্রমণে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে রাবণের অধরোষ্ঠ ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে অতিমাত্র ব্যাকুল ও ক্রুদ্ধ হইয়া, বামক্রোড়ে জানকীকে গাঢ়তর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক জটায়ুকে করতল দ্বারা প্রহার করিল। শত্রুদমন জটায়ু সেই তলপ্রহার সহ্য করিয়া, তুণ্ড দ্বারা রাবণের দশ বাম বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নবাহু হইলেও রাবণের দেহ হইতে বাহু সকল সহসা বহির্গত হইল। বোধ হইল, যেন বিষজ্বালা-যুক্ত সর্পসমূহ বল্মীক হইতে বহির্গমন করিল। বীর্য্যবান্ দশগ্রীব ক্রোধভরে সীতাকে ত্যাগ করিয়া, জটায়ুকে মুষ্টি ও চরণদ্বয় দ্বারা পীড়িত করিল। তখন অনুপমপরাক্রম গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের উপকার জন্য পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলে, রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাঁহার দুই পক্ষ, দুই পদ এবং দুই পার্শ্ব ছেদন করিয়া দিল। রৌদ্র-কর্ম্মা নিশাচর পক্ষচ্ছেদন করিলে গৃধ্ররাজ আসন্নমৃত্যু হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইলেন দেখিয়া সীতা দুঃখিতা হইয়া বন্ধুর ন্যায় তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। রাবণ নীল-মেঘসদৃশ বিপুলবীর্য্য পাণ্ডুরবক্ষ এবং ভূপতিত জটায়ুকে শান্ত দাবানলের ন্যায় দর্শন করিল। অনন্তর চন্দ্রবদনা জনকদুহিতা সীতা রাবণবেগে নিপীড়িত ও ভূপতিত জটায়ুকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৮-৪৬

স্বকন্যা গমনাপরাধে দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। তুমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া এই কর্ম্ম করিলে অচিরকালমধ্যেই ইহার ফল ভোগ করিবে।

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ

দশানন কর্ত্তৃক গৃধ্ররাজ বিনষ্ট হইলেন দেখিয়া চন্দ্রমুখী সীতা অতীব দুঃখিতা হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হে কাকুৎস্থ রাম! চক্ষুস্পন্দনাদি রূপ লক্ষণ, কৃষ্ণপুরুষ দর্শনাদি-বিষয়ক স্বপ্ন, শকুনি—পিঙ্গল্যাদির স্বরবিজ্ঞান ও বাম-দক্ষিণে গমন ইত্যাদি নিশ্চয়ই মনুষ্যদিগের ভাবী সুখ-দুঃখ সূচনা করে দৃষ্ট হইতেছে। অধুনা নিশ্চয়ই মৃগ ও পক্ষিগণ এই বিপদ সূচনা করিয়া, আমার জন্য তোমার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে; তথাপি তুমি স্বীয় এই ব্যসন জানিতে পারিতেছ না। কাকুৎস্থ! এই বিহঙ্গম জটায়ু কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণার্থ এখানে আগমন-পূর্ব্বক আমারই ভাগ্য-দোষে নিহত হইয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ! তোমরা এখন আমায় রক্ষা কর। এই বলিয়া রমণীরত্ন সীতা অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাহা শুনিতে লাগিল। তিনি ম্লান-মাল্যাভরণ হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষসাধিপতি রাবণ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে তিনি বরংবার 'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর!' বলিয়া বৃক্ষাদিকে লতার ন্যায় বেষ্টন-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাবণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। ঐ সময়ে তিনি রাম-বিরহে বনে বারংবার 'রাম রাম' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ যমসদৃশ রাবণ আত্ম-বিনাশার্থে তাঁহার কেশ ধারণ করিল। জানকী এইরূপ

অপমানিতা হইলে, স-চরাচর সমুদায় জগৎ মর্য্যাদাশূন্য ও ঘোরতর নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়া উঠিল।[১] বায়ু আর তথায় বহিল না, প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন, শ্রীমান্ দেব পিতামহ দিব্যদৃষ্টিতে এই কেশাকর্ষণ-ঘটনা দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, কার্য্য সিদ্ধ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী পরমর্ষিগণ সীতাকে ধর্ষিতা দর্শন করিয়া, ব্যথিত এবং দৈবযোগে রাবণের বিনাশ উপস্থিত হইল অবগত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন। এ দিকে সীতা বারংবার রাম ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনাভরণবর্ণা পীতকৌষেয়বসনা রাজনন্দিনী জানকী, অতীব শোভান্বিতা সৌদামিনীর ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার পীতবসন উদ্ধূত হওয়াতে রাবণও অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় সমধিক বিরাজমান হইল। পরমকল্যাণী সীতার দেহে যে সকল সুগন্ধি তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সুবিন্যস্ত ছিল, তৎসমস্ত দশাননের অঙ্গে নিপতিত হইল। এতদ্ভিন্ন জানকীর বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ কৌষেয় বসন আকাশে সমুদ্ধত হইয়া, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যকিরণে শোভান্বিত মেঘের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল এবং তদীয় নির্ম্মল মুখমণ্ডল রাবণের ক্রোড়ে ন্যস্ত হইয়া, রাম ব্যতীত মৃণালহীন পদ্মের ন্যায় কোনমতেই শোভিত হইল না। প্রশস্ত ললাট, সুচিক্কণ কেশপাশ, নির্ম্মল শুক্লবর্ণ দন্তপংক্তি, সুচারু লোচনযুগল এই সকলে সীতার মুখমণ্ডল সুশোভিত। উঁহার প্রভাও পদ্মগর্ভ-সদৃশ এবং ব্রণবিহীন। ঐ বদনমণ্ডল নীল নীরদ ভেদ করিয়া সমুদিত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিল। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা রহিল না; অথবা তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সুন্দর নাসিকা ও সুচারু তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠে অলঙ্কৃত, স্বর্ণতুল্য প্রভাবিশিষ্ট এবং যার-পর নাই সুশোভন; অনবরত রোদন করাতে অশ্রুসলিলে মলিন এবং রাবণ-কর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হইয়া, রামবিরহে দিবাভাগে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় ঐ মুখমণ্ডল শোভাহীন হইল। স্বর্ণনির্ম্মিত কাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীর আশ্রয়ে শোভা পায়, স্বর্ণবর্ণা জানকীও সেইরূপ নীলবর্ণ রাবণের সহযোগে শোভমান হইলেন। তিনি পদ্মকেশরবর্ণ ও স্বর্ণসদৃশ কান্তিমতী এবং তাঁহার ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত, সুতরাং রাবণের সংসর্গে বিদ্যুৎ যেমন মেঘমধ্যে বিরাজিত হয়, তাঁহারও তদ্রূপ শোভা হইল। তৎকালে তদীয় ভূষণ শব্দযুক্ত হওয়াতে দশানন শব্দায়মান সুবিমল নীলবর্ণ মেঘের সাদৃশ্য ধারণ করিল। হরণসময়ে সীতার মস্তক হইতে রাশি রাশি পুষ্প স্খলিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।[২] কিন্তু সেই পুষ্পরাশি দশাননের গমনবেগজনিত বায়ুবশে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় সেই কুবেরানুজেরই চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল; বোধ হইল, সুবিমল নক্ষত্রমালা যেন পর্ব্বতরাজ মেরুর চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুরিত হইতেছে। ঐ সময়ে জানকীর চরণ হইতে রত্নভূষিত নূপুর ভ্রষ্ট হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। তিনি নবতরুপল্লব-সদৃশ রক্তবর্ণা, তদীয় সংসর্গে নীলবর্ণ দশানন কাঞ্চন-কক্ষাবেষ্টিত হস্তীর ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। ১-৩০

সীতা মহোল্কার ন্যায় স্বকীয় তেজে আকাশমধ্যে দীপ্যমান হইতে লাগিলেন। রাবণ তদবস্থায়

১। সকলে নিজ নিজ প্রকৃতি পরিত্যাগ করিল—জল শৈত্য ত্যাগ করিয়া উষ্ণ হইল, বহ্নি উষ্ণতা পরিত্যাগ করিয়া শীতল হইল ইত্যাদি।

২। কতক বলেন, 'মা, তুমি আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলে' এই বলিয়া দেবগণ সীতার মস্তকে যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহাই বায়ু-বেগে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল, বাস্তবিকপক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। দেবগণ রাবণ-ভয়ে সমক্ষে আসিয়া এইরূপ পুষ্পবৃষ্টি করিতে পারেন না এবং অগ্রে এই পুষ্প দর্শনে রাম বলিবেন যে,—

অভিজানামি পুষ্পাণি তানীমানীহ লক্ষ্মণ।
অপিনদ্ধানি বৈদেহ্যা ময়া দত্তানি কাননে॥

তাঁহাকে আকাশপথে হরণ করিয়া যাইতে লাগিল। তৎকালে সীতার অগ্নিবর্ণ, শব্দায়মান, তদীয় দেহ-ভূষণ সমস্ত ভ্রষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন তারকাস্তবক গগন হইতে বিচ্যুত হইতেছে। সীতার সদৃশ দীপ্তি বিশিষ্ট হারগুচ্ছ তদীয় স্তনদ্বয়ের মধ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গগনভ্রষ্ট গঙ্গার ন্যায় শোভা বিস্তার করত পতিত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধগত বায়ুর সঞ্চার বশতঃ শিরঃসমূহ কম্পিত হওয়াতে, বিবিধ বিহঙ্গমযুক্ত বৃক্ষ সকল যেন জানকীকে 'ভয় নাই!' এই কথা বলিতে লাগিল। পদ্ম সকল বিধ্বস্ত এবং মৎস্য প্রভৃতি জলচর সমস্ত ত্রস্ত হওয়াতে বোধ হইল, যেন সরোবর সকল সখীর ন্যায় উৎসাহহীনা জানকীর শোকে বিহ্বল হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহ রোষভরে সীতার ছায়ানুসরণে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সীতা হ্রিয়মাণা হইলে পর্ব্বত সকল শৃঙ্গরূপ বাহুপরম্পরা উত্তোলন করিয়া, প্রস্রবণরূপ অশ্রুধারাকুল-বদনে যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীমান্ দিবাকরও তদবস্থাপন্না জানকীকে দর্শন করিয়া, দীন ও প্রভাবিহীন হইলেন এবং তদীয় মণ্ডলপ্রদেশ পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাণী-মাত্রেই দলে দলে মিলিত হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, "রাবণ যখন রাম-ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন সত্য, দয়া, ঋজুতা ও ধর্ম্ম সমুদায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে।" মৃগশাবকগণ ত্রাসান্বিত হইয়া বারংবার শোভাশূন্য-নয়নে উর্দ্ধ্বীক্ষণ-পূর্ব্বক দীনমুখে রোদন করিতে লাগিল। এই সকল দর্শন করিয়া, বনদেবতাদের শরীর নিরতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সীতা তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে মধুর স্বরে ক্রন্দন ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ এবং বারংবার ধরাতল নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার কেশপাশ ইতস্ততঃ বিস্রস্ত ও তিলক লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দশানন আত্মবিনাশার্থ সেই মনস্বিনীকে ঐ অবস্থায় হরণ করিল। অনন্তর মধুরহাস্যাননা সুন্দরদশনা জানকী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই দেখিতে না পাইয়া, বন্ধুজন-বিরহে মলিনমুখী ও অতিশয় ভয়-পীড়িতা হইলেন। ৩১-৪৪

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ

রাবণ আকাশে উৎপতিত হইল দর্শন করিয়া, জনক-দুহিতা সীতা নিরতিশয় ভীতা, উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইলেন। রোষ ও রোদন বশতঃ তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণস্বরে রোদন করিয়া, তৎকালে ভয়ঙ্কর-নয়ন রাক্ষসপতিকে কহিতে লাগিলেন,—রে রাক্ষসাধম রাবণ! আমাকে একাকিনী জানিয়া, চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ। ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? রে দুরাত্মন্! বুঝিলাম, তুমি ভীরুস্বভাব, সেই জন্য আমাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া, মায়াময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া, মদীয় ভর্ত্তা রামকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছ। সম্প্রতি যিনি আমার রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমার শ্বশুরের সখা সেই এক বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাতিত করিয়াছ। রে রাক্ষসাধম! তোমার যে বীরত্ব নাই, তাহা ইহাতেই জানা যাইতেছে; তুমি আমায় স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়াই হরণ করিলে; আমি তোমা-কর্ত্তৃক যুদ্ধে জিতা হই নাই। রে নীচ! নির্জ্জনে পরস্ত্রী-হরণ রূপ ঈদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া তোমার লজ্জা হইতেছে না? রে শূরমানিন্! তুমি যে এই অতি নৃশংস ও জঘন্য কার্য্য করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই ইহার ঘোষণা করিবে। তুমি আপনার যে শৌর্য্য ও দৈহিক বলের কথা বলিয়াছিলে, তোমার সেই শৌর্য্য ও বলে ধিক্! তোমার কুলের কলঙ্কজনক ঈদৃশ চরিত্রেও ধিক্! তুমি এইরূপে হরণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছ; সুতরাং আমি কি করিতে পারি! কিন্তু

মুহূর্ত্তমাত্রও যদি অবস্থিত হও, তবে প্রাণ লইয়া আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথের পথিক হইলে, তুমি সসৈন্যে মুহূর্ত্তকালও প্রাণধারণ করিতে পারিবে না। পক্ষী যেমন বনমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহাদের শরস্পর্শও সহ্য করা কোন অংশেই তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব রাবণ! ভালরূপে আপনার হিতচিন্তা করিয়া, মঙ্গলে মঙ্গলে আমায় পরিত্যাগ কর। যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে মদীয় স্বামী ভ্রাতার সহিত আমার এই ধর্ষণায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমার বিনাশার্থ যত্ন করিবেন। রে রাক্ষসাধম! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছ, কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। আমি সেই দেবসদৃশ স্বামীকে দর্শন না করিয়া, শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া, বহুকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব না। ১-১৫

আসন্নকালে লোকের যেমন বিপরীত বুদ্ধি হয়, তোমারও তেমনি আত্মহিতকর মঙ্গলের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি নাই। অথবা মুমূর্ষুমাত্রেরই পথ্যে রুচি হয় না। রে রাক্ষস! তুমি এই ভয়ের বিষয়েও ভয় করিতেছ না; দেখিতেছি, তোমার গলে কালপাশ বদ্ধ হইয়াছে এবং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া, তুমি স্বর্ণময় বৃক্ষসমূহ, রক্তবাহিনী ভয়ঙ্কর বৈতরণী নদী, অতীব ভীষণ খড়গরূপপত্রযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত, তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত পুষ্পযুক্ত ও লৌহময় কণ্টকাকীর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী, এই সকল দর্শন করিতেছ। কিন্তু রে নির্ঘৃণ! তুমি সেই মহাত্মা রামের এই প্রকার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, বিষপায়ীর ন্যায় কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হইবে না। রে রাবণ! তুমি দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। আমার স্বামী মহাত্মা রামের অপকার করিয়া, আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে? যিনি একাকীই নিমেষকালমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ, মহাবল-বীর্য্য-সম্পন্ন রাম সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা প্রিয়ভার্য্যাপহারী তোমাকে অবশ্যই সংহার করিবেন। রাবণের ক্রোড়গতা বৈদেহী ভয়-শোকসমাবিষ্ট হইয়া, এইরূপ ও অন্যরূপ পারুষ্যপ্রয়োগসহকারে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি নিরতিশয় আকুল হইয়া, আত্মমোচনচেষ্টা করত সকরুণ বিলাপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তখন পাপাচারী রাবণ কম্পিত-কলেবর হইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। ১৬-২৬

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ

রাবণ হরণ করিলে, সীতা আর কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে না পাইয়া, যাইতে যাইতে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটি বানরকে দর্শন করিলেন। তাহারা রামকে এই ঘটনা বলিতে পারে, এই আশয়ে তিনি তাহাদের মধ্যে আপনার সুবর্ণপ্রভ কৌষেয় উত্তরীয় বস্ত্র ও সুন্দর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। জানকীর এই বস্ত্রাভরণাদি বিক্ষেপ-ব্যাপার দশানন রাবণ সম্ভ্রম প্রযুক্ত জানিতে পারিল না। তৎকালে সীতা ক্রন্দন করিতেছেন। পিঙ্গলাক্ষ বানরশ্রেষ্ঠেরা তাঁহাকে যেন অনিমিষ-লোচনে দেখিতে লাগিল।[১] এ দিকে রাক্ষসরাজ রাবণ জানকীকে গ্রহণ করিয়া পম্পানদী অতিক্রম-পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আপনার মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ মৈথিলীকে হরণ করিয়া রাবণের আহ্লাদের অবধি রহিল না। সে তীব্রবিষা সর্পীর ন্যায় সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া,

১। রাবণ অতিশয় ভীত হইয়াছিল। কারণ, যদি পথিমধ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হয়; সুতরাং সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। কুকর্ম্ম করার সময়ে স্বতঃসিদ্ধ চিত্তবিক্ষোভ হইয়া থাকে, সেই জন্য রাবণ সীতার বস্ত্র ও অলঙ্কার ফেলিয়া দিবার কথা জানিতে পারে নাই, জানিতে পারিলে উহা ধরিয়া লইত।

ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই আকাশ-পথে সরিৎ, সরোবর, বন ও পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিল এবং অবিলম্বেই নদী সকলের আশ্রয়, তিমি ও নক্রসমূহের আবাসভূত, বরুণালয়, অক্ষয় সাগর অতিক্রম করিয়া গেল। রাবণ জানকীকে হরণ করিলে, জগন্মাতার অপহরণ জন্য ক্ষোভবশতঃ বরুণালয় সমুদ্র তরঙ্গবিহীন এবং তত্রত্য মীন ও বৃহৎ বৃহৎ সর্প সকল স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্তরীক্ষচারী চারণগণ কহিতে লাগিল,—রাবণকে আর বাঁচিতে হইবে না, এই পর্য্যন্তই তাহার শেষ হইল। সিদ্ধ-গণও এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এ দিকে রাবণ আত্মপরিত্রাণের নিমিত্ত বিচেষ্টমানা সীতাকে আপনার সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইল। সে সম্যক্ বিভক্ত, মহাপথ-সমূহে বিরাজিত, সুবিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ কক্ষা-সমূহে বিভূষিতা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ-পূর্ব্বক আপনার অন্তঃপুরে গমন করিয়া, শোকমোহ-সমন্বিতা কুটিলা-পাঙ্গী সীতাকে তথায় স্থাপন করিল। ১-১৩

বোধ হইল, যেন ময়দানব স্বীয় পুরে আসুরী মায়া সন্নিবিষ্ট করিল।[২] দশানন সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়া ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে আদেশ করিল,—কোন স্ত্রী বা পুরুষ আমার বিনানুমতিতে সীতাকে যেন দেখিতে না পায়। মুক্তা, মণি, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার ইত্যাদি যে যে বস্তু সীতা ইচ্ছা করিবে, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তৎসমস্তই ইহাকে প্রদান করিবে। জ্ঞানবশতঃ অথবা অজ্ঞানবশতঃ হউক, সীতাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে তাহার জীবন আমার প্রিয় নহে। ব্রহ্মার বরে মোহিত প্রতাপ-শালী দশানন রাক্ষসীদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, আট জন মহাবীর মাংসভোজী রাক্ষসকে দর্শন করিল। সে সেই রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া, তাহাদের বলবীর্য্যের প্রশংসা করত কহিতে লাগিল,—তোমরা বিবিধ শস্ত্র ধারণ করিয়া, শীঘ্র এ স্থান হইতে খরের আলয়ভূমি জনশূন্য জনস্থানে গমন কর এবং তোমরা বল ও পৌরুষ অবলম্বন করিয়া ও ভয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া, জনশূন্য জনস্থানে অবস্থিতি কর। তথায় খর ও দূষণের সহিত আমার যে মহাবীর বহু সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল, রামের বাণে সকলেই নিহত হইয়াছে; তজ্জন্য অভূতপূর্ব্ব ক্রোধে আমার ধৈর্য্যলোপ হইয়াছে এবং রামের প্রতি মহান্ বৈরভাব সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পরম শত্রু রামের প্রতি সেই বৈরনির্য্যাতনের বাসনা করি। যুদ্ধে সেই মহাশত্রুকে বধ না করিলে আমার নিদ্রা হইবে না। যেমন নির্ধন পুরুষ ধনলাভে সুখী হয়, তদ্রূপ অধুনা আমি খর-দূষণ-বিনাশী রামকে বিনাশ করিয়া সুখলাভ করিব। তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া, রাম কখন্ কি করিবে, সর্ব্বদা এ বিষয়ের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিবে। সকলেই অপ্রমত্ত-ভাবে তথায় গমন কর, এবং সর্ব্বদা রামের বধার্থ যত্ন করিবে। আমি পূর্ব্বে অনেকবার যুদ্ধস্থলে তোমাদের বলের পরিচয় পাইয়াছি। এই জন্যই তোমাদিগকে সেই জনস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। আট জন রাক্ষস এই মহার্থ মিষ্ট বাক্য অবধারণ করিয়া ও রাবণকে অভিবাদন করিয়া, লঙ্কা ত্যাগ করত জনস্থানের অভিমুখে অন্যের অদৃশ্যভাবে একত্র প্রস্থান করিল। এইরূপে রাবণ সীতাকে পরম প্রহৃষ্টচিত্তে গ্রহণ ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়া, রামের সহিত নিরতিশয় শত্রুতাসাধন-পূর্ব্বক মোহ প্রযুক্ত আহ্লাদিত হইল।[৩] ১৪-৩০

২। ময় দানব আসুরী মায়া—আশ্চর্য্যশক্তিযুক্তমায়া স্বয়ংপ্রভা নাম্নী স্ত্রীকে গর্ত্তমধ্যে স্থাপন করিয়াছিল, ইহা অঙ্গদাদির সীতান্বেষণ-কালে বিবৃত হইবে।

৩। আনন্দের কারণ—খরনিহন্তা রাম এইবার ভার্য্যা-বিরহে অতিশয় খিন্ন হইবে, সুতরাং তাহাকে বধ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ

রাবণের মতিভ্রম জন্মিয়াছিল; সেই জন্য সে ভীষণপ্রকৃতি মহাবল আট জন রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিল। অনন্তর সে জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশীঘ্র রমণীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষসপতি রাবণ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, দুঃখপরায়ণা সীতাকে রাক্ষসীমধ্যে দেখিতে পাইল। সীতা শোকভারে নিরতিশয় নিপীড়িত, সাতিশয় দীনভাবাপন্ন ও অশ্রু-পূর্ণমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, দেখিলে বোধ হয়, নৌকা বায়ুবেগে আক্রান্ত হইয়া সাগরমধ্যে মগ্ন হইতেছে, অথবা মৃগী যেন যূথভ্রষ্ট হইয়া, কুক্কুরগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তিনি শোকবশে বিবশ ও ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। রাক্ষসপতি রাবণ সম্মুখীন হইয়া, সীতার ইচ্ছা না থাকিলেও, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই দেবগৃহসদৃশ দিব্য গৃহ দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ-পরম্পরা-পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে সমাকীর্ণ এবং নানা পক্ষী ও নানারত্ন-সমন্বিত। উহার স্তম্ভ সকল হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, স্ফটিক, রজত ও বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত, পরম চিত্রিত এবং অতিশয় দৃষ্টি-মনোহর। তত্রত্য ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চনময় এবং তথায় দিব্য দুন্দুভি সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। রাবণ সীতার সহিত ঐ গৃহের কাঞ্চনময় বিচিত্রসোপান-সমূহে আরোহণ করিল। উহা হস্তিদন্ত ও রৌপ্যনির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর এবং স্বর্ণময় জালসমূহে আবৃত। তথায় সুধাধবলিত ও মণিসমূহে বিচিত্রিত ভূমিভাগ এবং প্রাসাদশ্রেণী চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দশগ্রীব শোকসমন্বিতা সীতাকে ঐ সকল এবং নানাজাতীয় পুষ্পসংকীর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত দর্শন করাইতে লাগিল। এইরূপে পাপাত্মা রাবণ জানকীকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আপনার সেই সমস্ত দিব্য গৃহ প্রদর্শন করাইয়া কহিতে লাগিল। ১-১৩

জানকি! বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত যে উগ্রকর্ম্মা দ্বাত্রিংশৎ কোটি রাক্ষস আছে, আমি তাহাদের সকলেরই প্রভু। আমার একেরই এক সহস্র ভৃত্য আছে। অধুনা আমার এই সমুদয় রাজ্যতন্ত্র তোমারই অধীন। অয়ি বিশালাক্ষি! আমার জীবন পর্য্যন্তও তোমার অধীন। অধিক কি, তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা। মৈথিলি! আমার অন্তঃপুরে যে সকল উত্তমা স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া, তাহাদের সকলেরই প্রধানা হও। আমি যাহা বলিলাম, তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ হিতজনক; তুমি ইহাতে সম্মত হও। অন্য প্রকার অভিপ্রায় করিয়া কি করিবে? তোমার জন্য নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। প্রসন্ন হইয়া আমাকে ভজনা কর। চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিত শতযোজনবিস্তৃত এই লঙ্কাপুরী, ইন্দ্রের সহিত দেব ও দানব সকলও ইহাকে কোনরূপে পরাভূত করিতে পারে না। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি ঋষি, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও এমন দেখি না, যে ব্যক্তি বীরত্বে আমার সমকক্ষ হইতে পারে। দীন, তপস্বী, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ রামকে লইয়া কি করিবে? অতএব সীতে! আমিই তোমার উপযুক্ত স্বামী; আমায় ভজনা কর। হে ভীরু! যৌবনও চিরস্থায়ী নহে; অতএব আমার সহিত এই লঙ্কানগরে বিহার কর। বরাননে! রামকে দেখিবার জন্য আর বাসনা করিও না। যেমন কেহ আকাশমণ্ডলে বায়ুকে ধনুকের পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিতে বা প্রদীপ্ত অগ্নির নির্ম্মল শিখা হস্ত দ্বারা ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সে মনোরথ দ্বারাও এখানে আগমন করিতে পারিবে না। অয়ি শোভনে! সমুদায় ভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক আমার বাহুরক্ষিত তোমাকে লইয়া

যাইতে পারে। অতএব তুমি সুমহৎ লঙ্কারাজ্য পালন কর। মদ্বিধ ব্যক্তিগণ সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে। আর আমাকেও যদি সেবক বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমিও তোমার আজ্ঞাকারী হইব। সমুদয় দেবগণ, ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তোমার দাস হইবে। অধুনা তুমি অভিষেকজলে ধৌতদেহা হইয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে আমার তৃপ্তিবিধান কর। পূর্ব্বজন্মের তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃতি ছিল, বনে বাস করিয়া তাহা ক্ষয় হইয়াছে; এক্ষণে লঙ্কায় থাকিয়া, স্বীয় পূর্ব্ব-পুণ্যের ফললাভ কর। অয়ি মৈথিলি! এখানে যে সমস্ত দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ ও দিব্য ভূষণ আছে, সে সকল আমার সহিত উপভোগ কর। হে সুমধ্যমে! আমি বলপূর্ব্বক ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে সূর্য্যসদৃশ পুষ্পক বিমান জয় করিয়াছি, তুমি সেই মনোবেগগামী, সুবিপুল, রমণীয় বিমানে আমার সহিত আরোহণ করিয়া যথাসুখে বিহার কর। অয়ি বরারোহে! অয়ি বরাননে! তোমার এই মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর ও সুবিমল কান্তিসম্পন্ন; কিন্তু শোকম্লান হওয়াতে উহার আর সে শোভা নাই। ১৪-৩১

রাবণ এই প্রকার কহিতে লাগিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্বীয় চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডল আবরণ-পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তায় তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি নিতান্ত অস্বস্থার ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী নিশাচর রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, বৈদেহি! ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় লজ্জিত হইও না; দেখ, তোমার প্রতি আমি ঋষিগণের উপদিষ্ট বিধিক্রমেই প্রণয়-বন্ধনে উদ্যত হইয়াছি।[1] এই আমি মস্তক দ্বারা তোমার মনোহর চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি; আমার প্রতি প্রসাদ বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। আমি তোমার বশীভূত দাস হইব। আমি কামে অভিভূত হইয়া এই যে কথা বলিলাম, এ সকল যেন কোন অংশেই নিরর্থক না হয়। রাবণ কখন এরূপে কোন স্ত্রীকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না। দশানন মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া জনক-নন্দিনী মৈথিলীকে এইপ্রকার কহিয়া মনে করিল, ইনি আমারই হইয়াছেন। ৩২-৩৭

ষট্পঞ্চাশৎ সর্গ

শোকতাপিতা জানকী এই কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, একটি তৃণ মধ্যে রাখিয়া[1] প্রত্যুত্তর করিলেন,—রাজা দশরথ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অচল সেতু অর্থাৎ ধর্ম্মের মর্য্যাদাস্থাপক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন; রাম তাঁহারই পুত্র। তিনিও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া রাম নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন। সেই দীর্ঘবাহু বিশাললোচন রাম আমার স্বামী ও সাক্ষাৎ দেবতা। তিনি সিংহস্কন্ধ, মহাদ্যুতি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত; তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত অবশ্যই তোমার প্রাণবধ করিবেন। যদি আমি তাঁহার সমক্ষে বলপূর্ব্বক এইরূপ ধর্ষিত হইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধে জনস্থানে খরের ন্যায় নিহত হইয়া, তোমাকেও শয়ন করিতে হইত। তুমি যে সকল

১। এইরূপ সম্বন্ধও ঋষিপ্রণীত; সুতরাং অধর্ম্মজনক নহে, নারদ বলিয়াছেন,—

"পরপূর্ব্বা স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তাঃ যথাক্রমং।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধাস্তাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা।
কন্যা যা ক্ষতযোনির্ব্বা পাণিগ্রহণদূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণা।
দেশধর্ম্মানপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্ত্যতে।
মৃতে ভর্ত্তরি তু প্রাপ্তা দেবরাদীনপাস্য যা।
উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা।
প্রাপ্তা দেশাদ্ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা তু যা।
তবাহমিত্যুপগতা সা চতুর্থী প্রকীর্ত্তিতা॥

১। পতিব্রতাগণ কখনও পরপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করেন না, এই জন্য একটি তৃণ ব্যবধান রাখিয়া সীতা প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন। সীতার নির্ভয়ের কারণ তিনি জানিয়াছিলেন, রাবণ রম্ভার ও নলকুবরের শাপে বল পূর্ব্বক পরস্ত্রী-সম্ভোগে অক্ষম।

ঘোরতর মহাবল রাক্ষসের কথা বলিলে, গরুড়ের নিকট সর্পসমূহের ন্যায় রামের নিকট ইহারাও বিষশূন্য ও হীনতেজ হইয়া থাকে। তরঙ্গ যেমন ভাগীরথীর কূল ভঙ্গ করে, তেমনি তাঁহার ধনুর্ম্মুক্ত সেই সকল স্বর্ণভূষিত বাণসমূহ রাক্ষসদিগের শরীর বিদীর্ণ করিবে। রাবণ! যদিও তুমি দেব ও দানবগণের অবধ্য, কিন্তু রামের সহিত সুমহৎ বৈরসংঘটন করিয়া, তুমি কখনই জীবিত থাকিয়া তাঁহার বাণপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। সেই বলবান্ রামই তোমার অবশিষ্ট জীবিতকাল নিঃশেষ করিবেন; অতএব যূপকাষ্ঠবদ্ধ-পশুর ন্যায় তোমার জীবন দুর্লভ হইয়াছে। যদি রাম রোষদীপ্ত চক্ষুতে তোমাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে, হে রাক্ষস! তুমি তৎক্ষণাৎ মহাদেবের নেত্রানলে মদনের ন্যায় একেবারেই দগ্ধ হইয়া যাইবে। যিনি চন্দ্রকেও আকাশ হইতে ভূপাতিত বা বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনি সীতাকেও এই স্থান হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন।[২] তুমি হতায়ু, গতশ্রী, গতবীর্য্য ও গতেন্দ্রিয় হইয়াছ; তোমার জন্য লঙ্কানগরী নিশ্চয়ই বিধবা হইবে।[৩] তুমি যে এই পাপানুষ্ঠান করিলে, ইহার পরিণাম কখনই সুখকর হইবে না। যেহেতু, তুমি বলপূর্ব্বক পতিপার্শ্ব হইতে আমাকে বিযুক্তা করিয়াছ। আমার সেই মহাদ্যুতি স্বামী ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া, বীর্য্যমাত্র আশ্রয়-পূর্ব্বক নির্ভয়ে নির্জ্জন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তিনি যুদ্ধে শরবর্ষণ দ্বারা তোমার দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও ঈদৃশ ঔদ্ধত্য অপনীত করিবেন। কালবশে যখন প্রাণিগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন তাহারা কালের বশীভূত হইয়া, কার্য্যাকার্য্য-বিবেকহীন হইয়া থাকে। রে রাক্ষসাধম! তুমি যখন আমাকে অবমাননা করিলে, তখন তোমার নিজের, সমুদায় রাক্ষসের ও যাবতীয় অন্তঃপুরের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। যেমন দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক মন্ত্র-পূত স্রুগ্‌ভাণ্ডাদি-বিভূষিত যজ্ঞবেদি চণ্ডালের স্পর্শযোগ্য নহে, সেইরূপ রে রাক্ষসাধম! রে পাপাত্মা! আমি ধর্ম্মনিরত রামের ধর্ম্মপত্নী, কায়মনে স্বামীর প্রতিই দৃঢ়ব্রতা, আমি কোনমতেই তোমার স্পর্শযোগ্যা নহি। যে হংসী নিরন্তর পদ্মসমূহমধ্যে রাজহংসের সহিত নিত্য ক্রীড়া করে, সে কিরূপে তৃণমধ্যস্থ মদ্গুর (কাকবিশেষ) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? রে রাক্ষস! এই দেহ স্বভাবতই সংজ্ঞাহীন, উহাকে বন্ধন বা আঘাত, যাহা ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু ইহা কোনমতেই রক্ষা করিব না। প্রাণে আমার প্রয়োজন নাই, বলিতে কি, আমি পৃথিবীতে নিজের এই কলঙ্ক বিস্তার করিতে পারিব না। বৈদেহী ক্রোধপ্রযুক্ত এইপ্রকার পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া, রাবণকে আর কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না। ১-২২

সীতার এই রোমাঞ্চকর পরুষ-কথা কর্ণগোচর করিয়া, দশানন তাঁহাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিল,—মৈথিলি! আমার কথা শুন, দ্বাদশ-মাস অপেক্ষা করিব। অয়ি চারুহাসিনি! ঐ সময়ের মধ্যে যদি আমার অনুগতা না হও, তাহা হইলে পাচকগণ তোমাকে আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।[৪] শত্রুপীড়ক রাবণ এইপ্রকার কঠোর কথা কহিয়া, পরে ক্রোধভরে রাক্ষসীদিগকে আজ্ঞা করিল,—অয়ি বিকটরূপা ঘোরদর্শনা রক্ত-

---

২। রাবণ বলিয়াছিল, লঙ্কা সমুদ্রপারে—রামের অগম্য, সুতরাং তোমার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, তাহার উত্তর।

৩। তোমার কৃত পরস্ত্রীধর্ষণ-পাপে তুমি আয়ুহীন হইলে, এবং লঙ্কা বিধবা হইবে। শাস্ত্রে আছে—"আয়ুর্বলং যশো লক্ষ্মীঃ পরদারাভিমর্ষণাৎ। সদ্য এব বিনশ্যন্তি—"

৪। পদ্মপুরাণে আছে—দশমাসাৎ পরং সীতে যদি মাং ন ভজিষ্যসি। তদা হন্মি—ইত্যাদি উহার সহিত এস্থলে বিরোধ হয়, সেই বিরোধ পরিহার, এইরূপ, রাবণ সীতাসমীপে গমনকালীন বাক্য বুঝিতে হইবে। সীতাহরণ চৈত্র মাসে হইয়াছিল। রাম পঞ্চবটীতে তিন বৎসর ছিলেন। সূর্পণখার আগমনের পূর্ব্বে যে হেমন্ত বর্ণন আছে, উহা রামের তপস্যা বর্ণনার্থ দেখান হইয়াছে।

মাংসভোজী রাক্ষসীগণ! তোমরা শীঘ্রই জানকীর সমুদায় দর্প অপনয়ন কর। সেই ঘোরদর্শনা ও ভয়ঙ্করী নিশাচরীগণ রাবণের এই কথায় তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক যে আজ্ঞা বলিয়া, তাহার কথামত সীতাকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে রাবণ পদভরে পৃথিবীকে যেন কম্পিত ও বিদীর্ণ করিয়া কয়েক পদ গমন-পূর্ব্বক সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে পুনরায় বিশেষরূপে আদেশ করিল,—তোমরা জানকীকে অশোকবনে লইয়া যাও এবং সকলে সর্ব্বদা ইহাকে বেস্টন-পূর্ব্বক গূঢ়ভাবে রক্ষা কর। বন্য হস্তিনীকে যে ভাবে বশীভূত করে, তোমরাও সেই ভাবে ঘোরতর তর্জ্জন দ্বারা অথবা সান্ত্বনা-বাক্যে ইহাকে বশে আনয়ন কর। রাজা রাবণ এইপ্রকার আজ্ঞা করিলে, রাক্ষসীরা জানকীকে লইয়া অশোকবনে গমন করিল। নানাজাতীয় অভিলষিত পুষ্পফল-সম্পন্ন বৃক্ষসমূহ এবং সকল সময়েই প্রমত্ত বিবিধ বিহঙ্গম এই অশোকবনের শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে। শোকপরীতাঙ্গী জনকদুহিতা মৈথিলী তথায় ব্যাঘ্রীগণ-মধ্যে হরিণীর ন্যায়, রাক্ষসীগণের বশতাপন্ন হইয়া রহিলেন। তাহাতে পাশবদ্ধা ভীরু মৃগীর ন্যায় নিরতিশয় শোকে কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিলেন না। বিরূপনেত্রা রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক অতীব ভর্ৎসিতা হইয়া, পরম প্রিয় স্বামী ও দেবরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া এবং ভয়-শোকে প্রপীড়িত ও অচেতন হইয়া, তিনি তথায় শান্তিলাভ করিলেন না।[৫] ২৩-৩৬

৫। সীতা লক্ষ্মীর অবতার, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ। এই রামায়ণেই আছে—সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুঃ। বিষ্ণুপুরাণে ১মাংশ ৯মাধ্যায়ে আছে 'রাঘবত্বে ভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।' সেই সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়াছিল, যে রাবণ মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই। ইহা কেন সংঘটিত হইল? উত্তর, বেদবতীরূপ পূর্ব্বজন্মে দেবী সেইরূপই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, উত্তরকাণ্ডে আছে—যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে। তস্মাত্তব বধার্থং বৈ উৎপৎস্যেহং মহীতলে। দেবকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিজেই স্বধর্ষণ স্বীকার করিয়াছিলেন। রাবণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত দেবস্ত্রী রক্ষণার্থ সীতা নিজেই সেই লঙ্কায় গিয়াছিলেন। সুন্দরকাণ্ডে আছে, নাপহর্ত্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ। বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ॥ সীতার বিলাপাদি পতিব্রতা রমণীগণের আচার-ব্যবহারাদি শিক্ষার্থ বুঝিতে হইবে।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ *

এ দিকে রাম মৃগরূপে বিচরণকারী কামরূপী নিশাচর মারীচকে হনন করিয়া শীঘ্রই পথিমধ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং জানকীকে দেখিবার জন্য সত্বর হইলেন। ঐ সময়ে গোমায়ু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ক্রূরস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি শৃগালের ঐ রোমাঞ্চকর দারুণ স্বর শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগিলেন, গোমায়ু যে প্রকার শব্দ করিতেছে, তাহাতে কোন অশুভ ঘটিবে বোধ হইতেছে। এক্ষণে রাক্ষস-কর্ত্তৃক ভক্ষিতা না হইয়া সীতা কুশলে থাকিলেই ভাল। মৃগরূপী মারীচ জানিয়া শুনিয়া আমার স্বর লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়াছে; লক্ষ্মণ যদি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সীতা-প্রেরিত হইয়া, সীতাকে ত্যাগ করিয়া, তিনি শীঘ্রই আমার নিকট

* বঙ্গদেশীয় পুস্তকে এই সর্গের পূর্ব্বে ১টি সর্গ আছে। ঐ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, সীতা লঙ্কায় প্রবেশ করিলে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, ত্রিলোকহিতের নিমিত্ত ও রাক্ষসজাতির অহিতের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়াছে, পতিব্রতা সীতা আত্মীয়-জনকে না দেখিয়া এবং প্রতিনিয়ত অনাত্মীয় রাক্ষসীগণকে দেখিয়া কিরূপে সমুদ্রপারে অবস্থান করিবেন এবং কিরূপে তিনি জানিবেন যে, রাম তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। হয় ত এইভাবে অনাহারে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, সুতরাং সীতার জীবনরক্ষার বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি শীঘ্র লঙ্কায় গমন করিয়া সীতাকে উৎকৃষ্ট হব্য আহার্য্য প্রদান কর। দেবরাজ ব্রহ্মার বাক্যে নিদ্রার সহিত তৎক্ষণাৎ লঙ্কায় গিয়াছিলেন, এবং নিদ্রাকে বলিলেন, তুমি সকল রাক্ষসকে নিদ্রায় প্রমুগ্ধ কর। নিদ্রা দেবরাজের আদেশ পালন করিলে, দেবরাজ অশোকবনস্থিতা সীতার নিকট গিয়া বলিলেন, হে ভদ্রে, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, রামের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সাহায্য করিব, তুমি শোক করিও না। আমার অনুগ্রহে রাম সমুদ্র পার হইবেন, অদ্য রাক্ষসীগণ মায়ায় মুগ্ধ আছে, আমি তোমার জন্য এই হবিষ্যান্ন লইয়া নিদ্রার সহিত এখানে আসিয়াছি, এই অন্ন আহার করিলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তোমার থাকিবে না। দেবরাজ এইরূপ বলিলে সীতা সচকিতা হইয়া বলিলেন, দেবতার যে সকল চিহ্ন আছে, তাহা দেখিলে আপনাকে ইন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করিব। সীতার বাক্যে ইন্দ্র দেবচিহ্ন দেখাইলেন, ইন্দ্রের পদ ভূমিস্পর্শ করে নাই, চক্ষুর নিমেষ নাই, নির্ম্মল বস্ত্র মাল্য ইত্যাদি। সীতা ঐরূপ দর্শনে আনন্দিতা হইয়া বলিলেন, জনকরাজ ও মহারাজ দশরথের ন্যায় আপনাকে দেখিয়া প্রীত হইলাম, আমার স্বামী প্রকৃতই সনাথ! আপনার আদেশে এই হবিষ্য আমি আহার করিব। এই বলিয়া ইন্দ্র-হস্ত হইতে ঐ পায়স গ্রহণ করিয়া উহা হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে কিয়দংশ নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিলেন, এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার তিরোহিত হইল, ইন্দ্রও সীতাকে বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

সমাগত হইবেন। নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ মিলিয়া জানকীকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছে এবং সেই জন্য রাক্ষস মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে বহুদূরে অপনীত করিয়া, অবশেষে মদীয় শরে আহত হইয়া, লক্ষ্মণকেও অপনীত করিবার মানসে 'হায়! লক্ষ্মণ! আমি হত হইলাম!' বলিয়া চীৎকার করিল। জনস্থান-বিনাশ-জন্য রাক্ষসগণের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে; অতএব আমা বিরহিত হইয়া সেই মহাবনে সীতা ও লক্ষ্মণের কি কুশল সম্ভাবনা? এ দিকে আবার ঘোর দুর্নিমিত্ত-সকল দৃষ্ট হইতেছে। আত্মবান্ রাম গোমায়ু-শব্দ শ্রবণানন্তর এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে নিবৃত্ত হইয়া দ্রুতবেগে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহাকে যে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মন নিতান্ত দীন এবং বাহ্যভাবও ম্লান হইয়া উঠিল। মৃগ ও পক্ষিগণ তৎকালে তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া গমন করত কঠোরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। রাম ভয়ঙ্কর ঐ সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া, প্রভাহীন লক্ষ্মণ আসিতেছেন অবলোকন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের নিকটবর্ত্তী হইলে, উভয়েই বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে রাক্ষস-সেবিত নির্জ্জন বনে ত্যাগ করিয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিয়া আর্ত্তের ন্যায় শ্রবণকঠোর পরিণামমধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া যে এখানে আসিয়াছ, ইহা নিতান্ত নিন্দার বিষয় হইয়াছে। হে শুভদর্শন! ইহাতে কি সীতার ভাল হইয়াছে? কখনই না। হে বীর! পদে পদেই যেরূপ অশুভ সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে বনচারী রাক্ষস সীতাকে বিনষ্ট কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। লক্ষ্মণ! জনকদুহিতা সীতা কুশলে আছেন, ইহা কি আমরা দেখিতে পাইব? হে মহাবল! এই সকল মৃগ, গোমায়ু ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর রবে শব্দ করিতেছে, তাহাতে রাজপুত্রী জানকী কি কুশলে আছেন? এই মৃগরূপী রাক্ষসও আমায় প্রলোভিত করিয়া, দূরে আনিয়া, অবশেষে অনেক পরিশ্রমে কোনরূপে নিহত হইয়াছে, মরিবার সময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমার মনও নিতান্ত হীন ও অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং বামচক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! নিঃসন্দেহ সীতা নাই; হয় তাঁহাকে কেহ হরণ করিয়াছে, না হয়, তিনি পথিমধ্যে রহিয়াছেন। ১-২৩

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ

লক্ষ্মণ নিতান্ত দীন ও শূন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সীতা বিনা আগমন করিতে দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা রাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলে আমার যিনি অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তুমি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, সেই সীতা কোথায়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, দীনভাবে দণ্ডকারণ্যে ধাবমান হইলে, যিনি আমার দুঃখে সহায় হইয়াছেন, সেই তনুমধ্যমা সীতা কোথায়? যিনি বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণে উৎসাহী নহি, আমার প্রাণসহায়া দেবকন্যাসদৃশী সেই সীতা কোথায়? লক্ষ্মণ! আমি সেই তপ্তকাঞ্চনপ্রভা জনকাত্মজা ব্যতিরেকে দেবগণের প্রভুত্ব অথবা পৃথিবীর রাজত্বও অভিলাষ করি না। হে বীর! আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জানকী কি জীবিতা আছেন?

আমার এই বনবাসব্রত কি মিথ্যা![1] লক্ষ্মণ! সীতার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিলে এবং তুমি অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলে, কৈকেয়ী কি সফল-মনোরথ ও সুখী হইবেন?[2] কৈকেয়ী ঐরূপে পুত্রের রাজপদপ্রাপ্তিতে সিদ্ধকাম হইলে, আমার মৃতপুত্রা দীনা তপস্বিনী জননী কৌশল্যাকে কি বিনয় সহকারে কৈকেয়ীর উপাসনা করিতে হইবে? লক্ষ্মণ! সীতা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি পুনরায় আশ্রমে গমন করিব। আর সেই শুদ্ধাচারিণী যদি পরলোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিব। আমি আশ্রমে গমন করিলে, সীতা যদি সম্মুখে হাস্য করিয়া আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলেও বিনষ্ট হইব। অতএব লক্ষ্মণ! জানকী জীবিত আছেন কি না, বল; অথবা তোমার অনবধানতাবশতঃ সেই তপস্বিনীকে রাক্ষসেরা কি ভক্ষণ করিয়াছে? বৈদেহী সুকুমারী, বালিকা এবং দুঃখভোগের অনুচিতা, এক্ষণে আমার বিরহে দুর্ম্মনা হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতেছেন। অতিশয় দুরাত্মা ক্রূর নিশাচর মারীচ উচ্চৈঃস্বরে 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে তোমারও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছে। বোধ করি, মৎসদৃশ সেই স্বর জানকীর শ্রবণগোচর হওয়াতে তিনি ত্রস্ত হইয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমিও আমায় দেখিবার জন্য শীঘ্র আগমন করিয়াছ। যাহা হউক, তুমি সীতাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া আসিয়া অতি কষ্টকর কার্য্য করিয়াছ। ইহাতে নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকে আমাদের কৃত অপকারের প্রতিকার করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে। খরকে বিনাশ করাতে মাংসভোজী রাক্ষসগণ দুঃখিত হইয়াছে। সেই ঘোর নিশাচরগণ নিঃসন্দেহেই সীতাকে নিহত করিয়াছে। হায়! শত্রুসূদন লক্ষ্মণ! সর্ব্বথা আমি বিপদে মগ্ন হইলাম। আমি ইদানীং কি করিব? এই বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। রাম বরারোহা সীতার জন্য এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থানে আগমন করিলেন। ক্ষুধা, শ্রম ও পিপাসায় তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত লক্ষ্মণকে আর্য্যভাবে নিন্দা করিতে করিতে ঐরূপে আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, উহা শূন্য রহিয়াছে, সীতা তথায় নাই! অনন্তর সেই বীর আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়াস্থান সকলও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং এই সেই ক্রীড়া-প্রদেশ, এইপ্রকার স্মরণ করিয়া তিনি শোকে ব্যথিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। ১-২০

একোনষষ্টিতম সর্গ

আশ্রম হইতে সমাগত লক্ষ্মণকে রাম দুঃখিত হইয়া পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—ভাই! তুমি কি জন্য সীতাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিলে? আমি তোমারই বিশ্বাসে সীতাকে বনমধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছি। লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ দেখিয়াই আমার মন যে মহান্ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্যথিত হইয়াছে, তাহা সত্য।[1] তোমাকে দূর হইতেই পথিমধ্যে সীতা বিনা একাকী দেখিয়া, আমার বামহস্ত, বামনেত্র ও হৃদয়ের বামভাগ স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ এই কথায় দুঃখসমাবিষ্ট হইয়া, দুঃখিত রামকে কহিলেন,—

১। সীতা বাঁচিয়া থাকিলে আমি বাঁচিয়া থাকিব, তিনি মরিলে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ না হইতেই আমি মরিব, সুতরাং আমার বনবাসব্রত মিথ্যা হইবে, ইহাই রামের বলিবার তাৎপর্য্য।

২। রাম মনে মনে এ কথা ভাবিতেন যে, তাঁহার বিনাশের নিমিত্তই কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠাইয়াছেন। সুপ্ত, প্রমত্ত, কুপিত ব্যক্তির হৃদয়ের ভাব মুখে ব্যক্ত হয়।

১। তোমাকে একাকী আসিতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা যে সত্য, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। একাকী বলিয়াই এই সকল সম্ভাবনা করা যায়।

আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসি নাই; তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি 'পরিত্রাণ কর' বলিয়া ভয়ব্যাকুলস্বরে যে চীৎকার করেন, ঐ কথা জানকীর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি সেই কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া ভয়ে বিকল হইয়া, আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে আমাকে 'শীঘ্র যাও' বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বারংবার এই প্রকার আদেশ করিতে লাগিলে, আমি তাঁহাকে বিশ্বাসজনক এই কথা কহিলাম,—[২] এমন কোন রাক্ষসই দেখি না, যে রামের ভয়োৎপাদন করিতে পারে; অতএব এ কাতর বাক্য রামের নহে, রাক্ষস বা অন্য কেহ এইরূপ করিয়া থাকিবে; আপনি নিবৃত্ত হউন। সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন, সেই আর্য্য রাম 'আমাকে ত্রাণ কর' এই নীচজনোচিত কথা কিরূপে বলিতে পারেন? অতএব কোন ব্যক্তি কোন কারণে রামের স্বর অবলম্বন করিয়া, 'লক্ষ্মণ! আমায় পরিত্রাণ কর' বলিয়া, ব্যাকুলস্বরে চীৎকার করিয়াছে সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! কোন রাক্ষস ত্রাস বশতঃ 'ত্রাণ কর!' এই কথা বলিয়াছে। অতএব আপনি ইতর-স্ত্রী-জনোচিত মনোবেদনা ত্যাগ করুন। বৃথা অবসন্ন বা ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, সুস্থ হউন এবং ঔৎসুক্য পরিহার করুন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, কোন কালেই ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে রামকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে। ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃকও রাম সর্ব্বথা অজেয়। ব্যাকুল-চিত্তা বৈদেহী আমার এই কথায় অশ্রু-মোচন করিতে করিতে আমাকে দারুণ বাক্যে কহিলেন,—১-১৬

ভ্রাতা মরিলে পর আমাকে পাইবার জন্য আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত পাপভাব হইয়াছে। কিন্তু কোনমতেই তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে না। বুঝিলাম, ভরতের প্রেরিত হইয়া তুমি রামের অনুগামী হইয়াছ; সেই জন্য রাম আর্ত্তনাদ করিতেছেন জানিয়াও তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না। অথবা, তুমি ছদ্মবেশী শত্রু, আমারই নিমিত্ত রামের অনুগমন করিতেছ এবং সর্ব্বদা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর আছ; সেই জন্য তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না। বৈদেহী এই প্রকার কহিলে অতি ক্রোধে আমার নয়ন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল এবং রোষভরে ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত হইল; তখন আমি আশ্রম হইতে একেবারেই বহির্গত হইলাম। লক্ষ্মণ এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, রাম শোকমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, ইহা অতি দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে। দেখ, রাক্ষসবল নিবারণে আমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে, ইহা জানিয়াও তুমি জানকীর এই ক্রোধ-বাক্যে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিলে! স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ ক্রুদ্ধ সেই জানকীর পরুষবাক্যে তুমি যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম না।[৩] তুমি সীতার কথায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আমার শাসন অতিক্রম করিয়াছ, ইহাতে তোমার যার-পর-নাই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে।[৪] ঐ দেখ, ঐ রাক্ষস! যে আমায় মৃগরূপে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়াছে, সে আমার শরে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছে। আমি শরাসন আকর্ষণ ও সায়ক-

২। যে বাক্য বলিলে সীতার বিশ্বাস জন্মে, তাদৃশ বাক্য বলিলাম, অথবা আপনি যে জগতে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণের অবধ্য এবং দৈন্যহীন, এইরূপ বিশ্বাস পাহাতে হয়, সেইরূপ বাক্য বলিলাম।

৩। সীতার পরুষবাক্যে উত্তেজিত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়ায় আমি তোমার এই কার্য্য অন্যায় হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ক্রুদ্ধা স্ত্রীর বাক্যে অণুমাত্রও মর্য্যাদা-হানি হয় না।

৪। ক্রুদ্ধা স্ত্রীর বাক্য, মনে মনে সহন করিতে হয়। যদি সহ্য করিতে না পারা যায়, তবে অন্ততঃ বাহিরে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবেও তাহার পরিপালন করা কর্ত্তব্য, কেবল তাহাকে একাকিনী রাখিয়া তোমার এ স্থানে চলিয়া আসা অপনয় অর্থাৎ দুর্নীতিপ্রসূত হইয়াছে।

সন্ধান-পূর্ব্বক অনায়াসেই সেই শর-নিক্ষেপ করিয়া, ইহাকে আঘাত করিয়াছি। তাহাতে ঐ রাক্ষস মৃগ-তনু ত্যাগ করিয়া, বিকল-স্বরে কেয়ূরধারী নিশাচর-কলেবর ধারণ করিয়াছে। তৎকালে আমার শরে আহত হইয়া, দূর হইতে শ্রবণ করা যায়, এইরূপে মদীয় স্বর অবলম্বন করিয়া এই রাক্ষস আর্ত্তনাদ করাতে তুমি এক্ষণে জানকীকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ। ১৭-২৭

ষষ্টিতম সর্গ

আশ্রমে আসিবার সময় রামের বামনেত্রের অধোভাগ অত্যন্ত স্পন্দিত, পদদ্বয় স্খলিত ও শরীর কম্পিত হইতেছিল।[১] তিনি বারংবার দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, সীতা কুশলে আছেন কি না, এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সীতার দর্শনলালসায় ত্বরিতপদে গমন করিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি উদ্বিগ্নমনা হইলেন। তিনি সবেগে হস্তাদিবিক্ষেপ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ-পূর্ব্বক সমুদায় পর্ণশালার চারিদিক্ তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পর্ণশালায় গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় সীতা নাই। তাহাতে হেমন্তের সমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় ঐ পর্ণশালা নিতান্ত শ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বনদেবতারা উহাকে শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত দেখিয়া একেবারেই তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তত্রত্য মৃগ, পক্ষী ও পুষ্পমাত্রেই ম্লান হইয়াছে। বৃক্ষ সকল যেন ক্রন্দন করিতেছে। অজিন ও কুশ-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং কুশাসন-সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন ও পতিত রহিয়াছে। পর্ণশালার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া, তিনি বারংবার এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—সীতা নিশ্চয়ই অপহৃতা, মৃতা, নষ্টা বা কাহারও কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন; কিংবা সেই ভীরুস্বভাবা লুকাইয়া আছেন, না হয়, অরণ্য-আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; অথবা তিনি ফল-পুষ্প চয়নার্থ গমন করিয়াছেন; কিম্বা জলার্থে সরোবরে বা নদীতে গমন করিয়া থাকিবেন। রাম এইরূপে যত্নসহকারে অন্বেষণ করিয়াও বনমধ্যে প্রিয়াকে কোথাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন শোকে তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়াছিল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।[২] রাম শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে নদ, নদী ও পর্ব্বত সকল বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১-১১

অনন্তর তিনি উন্মত্তের ন্যায় কদম্বাদি বৃক্ষ সকলকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি কদম্ব! তুমি সেই কদম্ববনপ্রিয়া আমার প্রিয়া কোথায় আছেন, দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে সেই শুভাননার কথা আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিল্ব! সেই বিল্বসদৃশস্তনী, পল্লবতুল্য কান্তিমতী, পীতকৌষেয়-পরিধানা সীতাকে যদি দেখিয়া থাক, বল। অথবা অর্জ্জুন! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভালবাসিতেন। সেই ক্ষীণতনু জনকদুহিতা জীবিত আছেন কি না, বল। অথবা এই ককুভবৃক্ষ ককুভোরু সীতাকে নিশ্চয়ই অবগত আছে। কিম্বা, এই বনস্পতি লতা, কুসুম ও পল্লবসমূহে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমরগণের সঙ্গীত-রবে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। অয়ি

১। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণিত হইয়াছে. এক্ষণে পুনঃ সীতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যান্য বীররসাদি ইহার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। শৃঙ্গার-দ্বিবিধ ;—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ নামক। বিপ্রলম্ভে দশটি অবস্থা হয়, উহার অষ্টমাবস্থার নাম উন্মাদ, সর্গত্রয়ে তাদৃশ ভাবও বর্ণিত হইয়াছে।

২। রামের উন্মত্তের মত ভ্রমণ, বিলাপ প্রভৃতি, সাধারণ লোকে স্ত্রী-বিয়োগে যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামের শোকবিলাপাদি সম্ভবপর নহে। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। ভাগবতে এই কথাগুলি নবমে ও পঞ্চমে বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

বনস্পতি! তুমি সমুদায় বৃক্ষের প্রধান। জানকীও সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ; অতএব তিনি কোথায়, বলিয়া দাও; অথবা প্রিয়া তিলকপুষ্প অতিশয় ভালবাসিতেন, অতএব এই তিলকবৃক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহার বিষয় বিদিত আছে। হে অশোক! তুমি শোকাপনোদন করিয়া থাক; অতএব শোকোপহতচেতা আমাকে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া তোমার নামটি সার্থক কর। হে তাল! যদি তুমি সেই পক্ব-তালোপম-স্তনযুক্তা সীতাকে দেখিয়া থাক এবং যদি আমার প্রতি তোমার দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বরারোহা কোথায়, বলিয়া দাও। হে জম্বু! জাম্বুনদ-প্রভাময়ী প্রিয়াকে যদি দেখিয়া থাক, তাহা হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে আমায় বল। হে কর্ণিকার! অদ্য তুমি পুষ্পিত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতেছ, প্রিয়াও তোমায় অতিশয় স্নেহ করিতেন; যদি সেই সাধ্বীকে দেখিয়া থাক, বল। ১২-২০

এইরূপে মহাযশা রাম চূত, নীপ, মহাশাল, পনস, কুরব, দাড়িম্ব, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষদিগের নিকটে যাইয়া সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মৃগপ্রভৃতি পশুদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, অয়ি মৃগ! তুমি কি সেই মৃগশিশুনয়না সীতার বিষয় বিদিত আছ? অথবা সেই মৃগলোচনা মৃগীগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন। হে গজ! তোমার ন্যায় তাঁহার নাসা ও উরু। যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল; আমার বোধ হইতেছে, তুমি তাঁহার বিষয় জান। অতএব হে গজরাজ! আমাকে বলিয়া দাও, তিনি কোথায়? অয়ি ব্যাঘ্র। সেই চন্দ্রবদনা প্রিয়া মৈথিলীকে যদি দেখিয়া থাক, বিশ্বস্তচিত্তে বল, তোমার ভয় নাই। অয়ি প্রিয়ে! অয়ি কমলেক্ষণে! তুমি আর কি জন্য ধাবমান হইতেছ? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিয়াছি। তুমি কি নিমিত্ত ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না? অয়ি বরারোহে! আমি বারংবার বলিতেছি, তুমি অপেক্ষা কর, আর ধাবমান হইও না। আমার প্রতি তোমার কি দয়া নাই? তুমি ত কখন আমার সহিত অত্যন্ত বিদ্রূপ কর না? আমি তোমার পীতকৌষেয় বসন দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং তুমি ধাবমান হইতেছ, দেখিতে পাইয়াছি; অতএব যদি তোমার প্রণয় থাকে, তাহা হইলে নিবৃত্ত হও, আর ধাবমান হইও না। অথবা, অয়ি চারুহাসিনি! আমি যাহাকে দেখিলাম, সে তুমি নহ; নিশ্চয়ই তোমাকে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহা না হইলে, এই দারুণ ক্লেশের সময়েও তুমি কি কখন আমায় উপেক্ষা করিতে পার? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মাংসভোজী রাক্ষসগণ আমা কর্তৃক বিরহিত হওয়াতে অঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া, প্রিয়াকে ভক্ষণ করিয়াছে। আহা! তাঁহার সেই মনোহর দন্তযুক্ত, উৎকৃষ্ট নাসিকা-বিশিষ্ট, শুভকুণ্ডল-সমন্বিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদন রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া নিশ্চয়ই তাহা প্রভাবিহীন হইয়াছে। তাঁহার গ্রীবা কোমল ও গ্রীবা-ভূষণে ভূষিত এবং বর্ণের জ্যোতি চন্দনবৎ সুস্নিগ্ধ ও সুবিশদ। রাক্ষসগণ তাদৃশ মনোহর গ্রীবাও ভক্ষণ করিয়াছে। ভক্ষণসময়ে প্রেয়সী আমার না জানি কতই বিলাপ করিয়াছেন! তাঁহার বাহুযুগল পল্লবসদৃশ কোমল এবং হস্তাভরণ-সমূহে সুশোভিত। নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া তাহাও ভক্ষণ করিয়াছে। তৎকালে ঐ বাহুযুগলের অগ্রভাগ নিশ্চয়ই কম্পিত হইয়াছিল। আহা! আমি কি রাক্ষসগণের ভক্ষণজন্যই তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম! সেই জন্য তিনি বহুবান্ধবা হইয়াও সামর্থ্যহীনার ন্যায় রাক্ষসগণের উদরস্থা হইলেন! হে লক্ষ্মণ! তুমি কি প্রেয়সীকে দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা ভদ্রে! হা সীতে! তুমি কোথায় গেলে! এইরূপে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে রাম বনে বনে সবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন;

কখন উল্লম্ফন, কখন বা দিগ্‌বিদিগ্‌ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন; কখন প্রিয়ার অন্বেষণ-তৎপর হইয়া, বেগভরে নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও কাননসকল ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি এক অতি বৃহৎ মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে জানকীর তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না; পুনরায় তিনি প্রেয়সীর অন্বেষণে পরম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ২১-৩৮

একষষ্টিতম সর্গ

আশ্রমপদ ও পর্ণশালা শূন্য এবং আসন সকল ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে অবলোকন করিয়া, চতুর্দ্দিক সবিশেষ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীরাম উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! সীতা কোথায়? এখান হইতেই বা তিনি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন? হে সৌমিত্রে! কোন্ ব্যক্তি প্রিয়াকে হরণ অথবা ভক্ষণ করিয়াছে? অয়ি জানকি! যদি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে উপহাস করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথেষ্ট হইয়াছে। দেখ, আমি যার-পর-নাই দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। এ সময় আসিয়া শীঘ্র আমাকে সান্ত্বনা কর। সৌম্যে! তুমি যে ঐ সকল সুবিশ্বস্ত মৃগ-শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে, ইহারা তোমা-বিহনে অশ্রুব্যাপ্তনয়নে চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিরহে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। কারণ, সীতাহরণ জন্য ঘোরতর শোক আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। পিতৃদেব মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই পরলোকে দেখিতে পাইবেন এবং নিশ্চয়ই আমায় এই কথা বলিবেন, রাম! মৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত তুমি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কিরূপে এখানে আমার নিকটে আসিলে? স্বেচ্ছাচারী অনার্য্য মিথ্যাবাদী তোমাকে ধিক্। পরলোকগত আমার পিতা বিশিষ্টভাবে নিশ্চয়ই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন। অয়ি বরারোহে জানকি! অধুনা আমি শোক-সন্তপ্ত ও বিবশ এবং দীনভাবাপন্ন ও ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছি। অয়ি সুমধ্যমে! কীর্ত্তি যেমন কুটিলচরিত্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তুমিও সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি তোমার বিরহে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব। রাম সীতার দর্শনাভিলাষী ও অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া, এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাহাতে তিনি সীতাশোকে নিমগ্ন হইয়া, সুবিপুলপঙ্কপতিত মহাগজের ন্যায় একান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তদীয় হিতাভিলাষে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১-১৩

হে মহাবুদ্ধে! আপনি বিষাদ করিবেন না। আমার সহিত চেষ্টা করুন, অবশ্য সীতার দর্শন পাইবেন। হে বীর! এই বহুকন্দর-শোভিত গিরি-কানন; জানকী এই কাননে ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদে মত্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং তিনি ঐ বনমধ্যে প্রবেশ কিম্বা কোন পুষ্পশোভিত পদ্মাকর সরোবরে গমন করিয়াছেন; অথবা মৎস্য ও বঞ্জুল নামক বিহগ-সেবিত বনে গমন করিয়া থাকিবেন; কিম্বা আমাদিগকে ত্রাসিত করিবার মানসে অরণ্যের কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন। হে পুরুষসিংহ! আমি বা আপনি কেমন করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারি, ইহাই জানিবার নিমিত্ত তিনি ঐরূপে লুক্কায়িত হইয়াছেন। হে শ্রীমন্! শীঘ্রই তাঁহার অন্বেষণে যত্ন করি চলুন। হে কাকুৎস্থ! আপনার যদি বোধ হয়, তিনি এই অরণ্যে আছেন, তাহা হইলে আমরা ইহার সকল অংশই অন্বেষণ করিব। শোকে আর আচ্ছন্ন হইবেন না। লক্ষ্মণ

সৌহার্দ্দ-বশতঃ এইপ্রকার কহিলে, রাম সমাহিত হইয়া তাঁহার সহিত সীতার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পর্ব্বত, বন, সরিৎ, সরোবর, সানু, শিলা ও শিখর-সমুদয় তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া, কুত্রাপি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে সমগ্র পর্ব্বত সন্ধান করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভাই! এই পর্ব্বতে প্রিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। লক্ষ্মণ সমুদায় দণ্ডকারণ্য বিচরণ করত সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, দুঃখসন্তপ্ত হইয়া, প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে কহিতে লাগিলেন,— মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করিয়া, এই পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি তেমনি জনক-দুহিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। বীর লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, দুঃখাভিহতচিত্ত রাম কাতরস্বরে কহিলেন, —অয়ি মহাপ্রাজ্ঞ! সমগ্র বন, প্রস্ফুটিত-পদ্ম, পদ্মাকর সরোবর, এই বহুকন্দর ও বহুনির্ঝর-সুশোভিত পর্ব্বত, সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলাম, তথাপি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা জানকীর দর্শন পাইলাম না। সীতাহরণ-সন্তপ্ত রাম শোকাবিষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া, এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধি হীন, চৈতন্য শূন্য ও সর্ব্বশরীর বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় ব্যাকুল ও স্পন্দহীন হইয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন রাম বারম্বার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া বাষ্পগদগদ-বাক্যে বারম্বার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণ শোকার্ত্ত হইয়া বিনয়-সহকারে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম তাঁহার মুখ-নির্গত বাক্যে অনাদর করিয়া, প্রিয়তমা সীতার অদর্শনে বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ১৪-৩০

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

মহাবাহু, ধর্ম্মাত্মা, কমললোচন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, শোকে হতচৈতন্য হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে দর্শন না করিলেও যেন দেখিলেন, এই ভাবে কামবাণে পীড়িত হইয়া বিলাপযুক্ত দুঃখ-সমন্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! তুমি পুষ্প অতিশয় ভালবাস। অশোকশাখাসমূহ দ্বারা স্বীয় শরীর আবরণ করিয়া, আমার শোক সাতিশয় বর্দ্ধিত করিতেছ। দেবি! তোমার উরুযুগল কদলীকাণ্ড-সদৃশ। তুমি কদলীতে উহা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ, আমি দেখিতে পাইয়াছি; অতএব তুমি আর উহা গোপন করিতে পারিতেছ না। ভদ্রে! তুমি হাসিতে হাসিতে কর্ণিকারবনে প্রবেশ করিতেছ; কিন্তু আর আমাকে পীড়ন করিয়া উপহাস করিবার প্রয়োজন নাই;[১] বিশেষতঃ, আশ্রমস্থানে পরিহাস করা ভাল নহে। অয়ি প্রিয়ে! তুমি স্বভাবতঃই পরিহাস-প্রিয়া, ইহা আমি অবগত আছি। কিন্তু অয়ি বিশালাক্ষি! এই পর্ণশালা শূন্য রহিয়াছে; অতএব আগমন কর। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সীতা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিতা বা হৃতা হইয়াছেন, সেই জন্য তিনি আমাকে বিলাপ করিতে দেখিয়াও নিকটস্থ হইতেছেন না। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, এই মৃগ-সমূহ অশ্রু-পূর্ণলোচনে যেন বলিতেছে, রাক্ষসগণ সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হা সাধ্বি! হা বরবর্ণিনি! হা আর্য্যে! তুমি কোথায় গিয়াছ! হায়! আমি সীতার সহিত বহির্গত হইয়াছি; অধুনা সীতা বিনা দেশে গমন করিতে হইবে! এত দিনে কৈকেয়ীদেবী পূর্ণমনোরথা হইলেন। কিরূপে সীতাবিহীন অন্তঃপুরে প্রবেশ

১। পরিহাসেরও নিয়ম আছে, লুক্কায়িত থাকিয়া যে পরিহাস করা যায়, উহার নিবৃত্তি তাহাকে দেখিতে পারিলে হয়। রামের বলিবার তাৎপর্য্য এই, আমি তোমাকে যখন দেখিতে পাইয়াছি, তখন আর প্রচ্ছন্ন হইবার চেষ্টা বৃথা; শীঘ্র সমক্ষে আগমন কর।

করিব? সীতার বিনাশে নিশ্চয়ই আমার দীনত্ব হইবে। আমি যখন বনবাস হইতে দেশে প্রত্যাগত হইব, তখন রাজা জনক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, কিরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইব? তিনিও আমাকে সীতাহীন দেখিলে নিশ্চয়ই কন্যা বিনা শোকে সন্তপ্ত হইয়া মোহান্বিত হইবেন। পিতা দশরথই ধন্য! যেহেতু, তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। আমি আর অযোধ্যায় গমন করিব না। অযোধ্যার কথা কি, সীতাবিহনে স্বর্গও আমার শূন্য বলিয়া মনে হয়। অতএব তুমি আমায় এই অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। আমি সীতা ব্যতিরেকে কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার বাক্যানুযায়ী ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিবে, রাম অনুমতি দিয়াছেন, তুমিই এই রাজ্য পালন কর। হে বিভো! জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা, ইঁহাদের প্রত্যেককে আমার আজ্ঞানুসারে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া, সর্ব্বদা সদ্‌বাক্য-প্রয়োগপূর্ব্বক যত্নাতিশয়-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। হে অরাতিনাশন! জননীকে বিস্তারক্রমে সীতাবিনাশবার্ত্তা নিবেদন করিবে। রাম সুকেশী সীতার বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, ভয়ে লক্ষ্মণের মুখ বিবর্ণ ও মন ব্যথিত হইল এবং তিনি যার-পর-নাই আতুর হইয়া পড়িলেন। ১-২০

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

প্রিয়াবিহীন রাজপুত্র রাম শোকমোহে আর্ত্ত ও পীড়িত হইয়া, লক্ষ্মণের বিষাদ উৎপাদন-পূর্ব্বক পুনরায় স্বয়ং তীব্র বিষাদগ্রস্ত হইলেন।[১] অনন্তর তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়া, শোকভরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, রোদন করিতে করিতে শোকাক্রান্ত লক্ষ্মণকে উপস্থিত বিপদের অনুরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—বোধ হয়, আমার মত দুষ্কর্ম্মকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই। দেখ, উপর্য্যুপরি অবিশ্রাম শোকপরম্পরা সংঘটিত হইয়া, আমার মন ও হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক বারম্বার বহুতর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি। অদ্য তাহারই ফল উপস্থিত হইতেছে; সেই জন্য দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। রাজ্যনাশ, পিতৃবিনাশ, জননীবিয়োগ ও স্বজনবিচ্ছেদ, এই সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া আমার শোকবেগ পরিপূর্ণ করিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ! বনে আসিয়া সীতার সহবাসে সমুদায় দুঃখই নিবৃত্তি পাইয়াছিল, শারীরিক ক্লেশমাত্র অনুভূত হইত না। অদ্য সীতার বিয়োগে, কাষ্ঠসংযোগে সহসা প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তৎসমস্ত পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস সেই ভীরুস্বভাবা আর্য্যা সীতাকে আকাশপথে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আহা! তৎকালে সেই সুন্দরভাষিণী ভয়বশতঃ বিকৃতস্বরে বারংবার ক্রন্দন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রিয়ার সেই সুবৃত্ত স্তনযুগল সর্ব্বদাই হরিচন্দন-যোগ্য, নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিবার সময়ে তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে। আর আমি এই শরীরে তাহা আশ্লেষ করিতে পাইব না। তাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কেশকলাপে শোভিত এবং সুন্দর, সুমধুর, সুকোমল ও সুস্পষ্ট বাগ্‌বিন্যাসে সুশোভিত। তিনি রাক্ষসের বশীভূত হইলে, রাহুমুখনিপতিত চন্দ্রের ন্যায় নিশ্চয়ই সেই মুখের সমুদায় সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার সেই সুন্দর গ্রীবা সর্ব্বদাই হারগুচ্ছে ভূষিত, রুধিরভোজী রাক্ষসেরা একান্তে পাইয়া, নিশ্চয়ই তাহা ভেদ করিয়া রক্তপান করিয়াছে। আমি না থাকাতে নির্জ্জন বনে রাক্ষসেরা চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে

১। ইষ্টজনবিয়োগে চিত্তবৃত্তিবিশেষের নাম শোক এবং ইষ্টজন-বিরহে চিত্তের বিকলতার নাম মোহ।

আরম্ভ করিলে, সেই রুচিরায়তলোচনা নিশ্চয় ব্যাকুল হইয়া, হরিণীর ন্যায় দীনভাবে চীৎকার করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! সেই হাস্যমুখী উদারস্বভাবা সীতা পূর্ব্বে আমার সহিত এই শিলাতলে তোমার নিকটে উপবিষ্টা হইয়া, হাসিতে হাসিতে তোমায় কত কথাই বলিতেন। এই নদী-প্রবরা গোদাবরী; প্রিয়া ইহার প্রতি সর্ব্বদাই আসক্ত ছিলেন। আমার মনে হইতেছে, হয় ত তিনি ঐ নদীতে গমন করিয়াছেন; অথবা তিনি কখন একাকিনী তথায় গমন করেন না। তবে কি সেই পদ্মপলাশলোচনা পদ্মবদনা জানকী পদ্ম সকল আনয়নার্থে গমন করিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তিনি কখন আমা বিনা পদ্ম আনিতে যান না; অথবা তিনি এই পুষ্পিত-বৃক্ষসমূহ-শোভিত নানা-জাতীয় বিহঙ্গমপূর্ণ অরণ্য-মধ্যে যদৃচ্ছাবশতঃ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন, ইহাও কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কেন না, তিনি ভীরুস্বভাবা, একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাতিশয় ভয় করেন। অয়ি ভগবন্ আদিত্য! আপনি সকলের কার্য্যাকার্য্য জানিয়া থাকেন এবং সত্য-মিথ্যা সমুদায় কার্য্যেরই সাক্ষী; অতএব আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, কিম্বা কে তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, সমুদায় আমাকে বলুন; শোকে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে বায়ু! সমুদায় লোকে এমন কিছুই নাই, যাহা নিত্যই আপনার জ্ঞানপথে উদিত না হয়; অতএব আমার সেই কুলমর্য্যাদা-রক্ষিণী সীতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কি অপহৃতা হইয়াছেন, অথবা পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বলুন। রাম এইরূপে শোকাচ্ছন্ন-কলেবরে অচেতন অবস্থায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, ন্যায়পথানুবর্ত্তী অদীনসত্ত্ব সৌমিত্রি তৎকালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য! শোক পরিত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এবং উৎসাহ-সহকারে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। উৎসাহী পুরুষগণ সংসারে অতি দুষ্কর কার্য্য সকলেও অবসন্ন হয়েন না। উন্নত-পৌরুষশালী লক্ষ্মণ নিরতিশয় কাতর হইয়া এই প্রকার কহিলে, রঘুবংশ-সত্তম রাম তাহা চিন্তনীয় বলিয়া গণনা করিলেন না। তিনি একেবারেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় নিরতিশয় দুঃখে মগ্ন হইলেন। ১২০

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

দীনভাবাপন্ন রাম দীন-বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জানিয়া আইস। সীতা হয় ত পদ্ম আনিতে তথায় গমন করিয়াছেন। লঘুবিক্রম লক্ষ্মণ রামের এই বাক্যে পুনরায় দ্রুতপদ-সঞ্চারে গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং সেই সুপ্রশস্ত ঘাটশোভিতা গোদাবরীর চতুর্দ্দিক্ তন্ন তন্ন-রূপে অন্বেষণ করিয়া রামকে আসিয়া কহিলেন,—আমি সকল ঘাটই অন্বেষণ করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না এবং অনেক চীৎকারও করিয়াছি, তথাপি তিনি শুনিতে পাইলেন না। আর্য্য! তনুমধ্যমা ক্লেশহারিণী বৈদেহী যে কোন্ দেশে গিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, রাম আরও ব্যাকুল ও সন্তাপ-মোহিত হইয়া স্বয়ং গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, সীতা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রাণী এবং গোদাবরী নদী, তাঁহাকে কেহই বলিল না যে, বধার্হ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। অনন্তর ভূতগণ-কর্ত্তৃক সীতার কথা বলিতে নিযুক্ত হইলেও এবং রাম স্বয়ং তাঁহাকে শোকভরে জিজ্ঞাসা করিলেও, গোদাবরী দুরাত্মা রাবণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর কার্য্য স্মরণ করিয়া, ভয়বশতঃ রামকে সীতার কথা কহিলেন না। এইরূপে গোদাবরী সীতা-দর্শনে

নিরাশ করিলে, রাম সীতাবিরহে ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—১-১০

হে শুভদর্শন! এই গোদাবরী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছে না; কিন্তু আমি সীতা-ব্যতিরেকে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, সীতার পিতা জনক ও তদীয় মাতাকে কি অপ্রিয় কথা বলিব? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণে প্রবৃত্ত হইলে, যিনি আমার শোক অপনয়ন করিয়াছিলেন, সেই বৈদেহী কোথায় গেলেন? আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইয়া, সীতাকেও দেখিতে না পাইয়া, জাগরণ করিতে থাকিলে, রাত্রি সকল আমার পক্ষে দীর্ঘ হইবে। যদি সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি এই প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত, জনস্থান ও মন্দাকিনী, সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে পারি। হে বীর! ঐ দেখ, মহামৃগ সকল আমাকে পুনঃপুনঃ অবলোকন করিতেছে। ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, যেন উহারা আমাকে কি বলিতে উৎসুক হইয়াছে। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম মৃগদিগকে নিরীক্ষণ করত বাষ্পগদ্গদ-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সীতা কোথায়? মৃগগণ নরেন্দ্র রামের এই কথায় সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে আকাশপানে চাহিয়া রহিল এবং মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা যে দিক্ দিয়া হৃতা হইয়াছেন, সেই দিক্ অবলম্বন-পূর্ব্বক রামকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে লক্ষ্মণ লক্ষ্য করিলেন যে, মৃগগণ একবার আকাশমার্গ, আরবার ভূমিতল নিরীক্ষণ এবং পুনরায় শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে। ইহাতে তিনি ইঙ্গিতে তাহাদের সমুদায় কথাই বুঝিয়া লইলেন। ১১-২০

অনন্তর ধীমান্ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আর্ত্তের ন্যায় কহিলেন, দেব! আপনি 'সীতা কোথায়?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, এই সকল মৃগ সহসা উত্থিত হইয়া, ভূমি ও দক্ষিণ দিক্ প্রদর্শন করিতেছে; অতএব চলুন, আমরা এই দিকে গমন করি। যদি তথায় আর্য্যা সীতা লক্ষিত হন, অথবা তাঁহার প্রাপ্তির কোন উপায় অবধারিত হয়। তখন শ্রীমান্ রাম 'তাহাই হউক' বলিয়া, তাঁহার সহিত ভূমি দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা কথোপকথন করত যাইতে যাইতে অবলোকন করিলেন যে, কোন স্থানে পথিমধ্যে পুষ্পরাশি পতিত রহিয়াছে, ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি-পতন দর্শন করিয়া, রাম দুঃখিত হইয়া, দুঃখিত বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! এই সেই সকল কাননকুসুম, আমি চিনিতে পারিয়াছি। ঐ সকল আমি বৈদেহীকে দিয়াছিলাম। তিনি ঐ সকল পুষ্প অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে, সূর্য্য, বায়ু ও যশস্বিনী পৃথিবী, ইঁহারা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান-কামনায় ঐ সকল পুষ্প রক্ষা করিয়াছেন; সেই জন্য ইহারা ম্লান ও স্থানান্তরিত হয় নাই। মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, বহুপ্রস্রবণযুক্ত সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী মদ্বিরহিতা ললনাকে রমণীয় বনদেশে দর্শন করিয়াছ? অনন্তর সেই পর্ব্বত উত্তর না দিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে, সেইরূপ পর্ব্বতকে কহিলেন,—হে পর্ব্বত! তোমার সানু সকল ধ্বংস না করিতে করিতে সেই হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দাও। তিনি মৈথিলীর উদ্দেশে এইপ্রকার বলিলে, গিরিরাজ যখন সীতাকে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াও দেখাইতে পারিলেন না, তখন রাম তাঁহাকে আবার কহিলেন, তুমি আমার বাণানলে নিঃশেষে ভস্মীভূত হইবে, তোমার তৃণ ও বৃক্ষ-পল্লব সকলও এককালেই বিনষ্ট হইবে; তখন আর কেহই তোমার আশ্রয় লইবে না। লক্ষ্মণ! চন্দ্রাননা সীতার কথা না বলিলে, এই গোদাবরী নদীকেও আজি আমি শোষণ করিব। ২১-৩৩

রাম এইরূপে ক্রোধান্বিত হইয়া, চক্ষুদ্বারা যেন

দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে রাক্ষসের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন এবং রাক্ষস অনুসরণ করাতে জানকী ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহারও পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। তিনি জানকী ও রাক্ষসের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং ভগ্নধনু, ছিন্ন তূণীর ও বহুধাশীর্ণ রথ ইত্যাদি দর্শন করিয়া, সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, জানকীর অলঙ্কারের স্বর্ণবিন্দু সকল ও বিবিধ মাল্য ঐ পতিত রহিয়াছে। হে সৌমিত্রে! এ দিকে আবার অবলোকন কর, ভূমিতল চতুর্দ্দিকে স্বর্ণবিন্দু-সদৃশ বিচিত্রিত রক্তবিন্দুসমূহে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা জানকীকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিয়া, ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে! সৌমিত্রে! বোধ হয়, সীতার জন্য বিবাদ করিয়া, উভয় রাক্ষসের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সৌম্য! কাহার এই মুক্তামণিখচিত, রমণীয়, বিভূষিত ধনু ভূপৃষ্ঠে ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে? বৎস! এই ধনু হয় দেবগণের, না হয় রাক্ষসগণের। ঐ দেখ, কাহার এই তরুণ-সূর্য্য-সদৃশ বৈদূর্য্যমণিলাঞ্ছিত স্বর্ণকবচ বিশীর্ণাবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। সৌম্য! এই শত-শলাকা-সমন্বিত দিব্যমাল্য-শোভিত ছত্রই বা কাহার—ভূমিতে নিপতিত রহিয়াছে? ইহার দণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই কাঞ্চনময় উরশ্ছদ-সম্পন্ন পিশাচ-বদন বৃহদাকার ভয়ঙ্কর-রূপ গর্দ্দভগণই বা কাহার, সংগ্রামে নিহত হইয়াছে? এই প্রদীপ্ত-পাবক-সদৃশ দ্যুতি-সম্পন্ন যুদ্ধধ্বজ, ভগ্ন সাংগ্রামিক রথই বা কাহার পতিত রহিয়াছে? এই স্বর্ণভূষিত, ভয়ঙ্করাকার, চতুঃশতাঙ্গুলি দীর্ঘ, ফলকবিহীন বাণ সকলই বা কাহার ইতস্ততঃ সমাকীর্ণ ও নিহিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, ঐ শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। কাহারই বা প্রতোদ ও রশ্মিধারী সারথি নিহত হইয়াছে? কোন্ রাক্ষসের এই পদসঞ্চারমার্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে? ৩৪-৫০

হে শুভদর্শন! অতীব কঠিনহৃদয় কামরূপ নিশাচরগণের সহিত আমার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৈর সংঘটিত হইল; ইহাতে তাহাদের জীবনান্ত উপস্থিত হইবে দেখিও। যাহা হউক, রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে; না হয়, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহারণ্যে তিনি ম্রিয়মাণা হইলে, ধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন না। লক্ষ্মণ! এইরূপে যখন জানকী হৃতা কিংবা ভক্ষিতা হইলেন, ধর্ম্মও যদি তাঁহাকে পরিত্রাণ না করিলেন, তাহা হইলে সংসারে ঐশীশক্তিবিশিষ্ট আর কোন্ ব্যক্তিগণ আমার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ হইবেন? প্রাণিগণ অজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত লোকের কর্ত্তা, পরম দয়ালু, সুরবর মহেশ্বরকেও দয়াশীল বলিয়া মানে না।[১] আমার স্বভাব সাতিশয় কোমল ও সর্ব্বদাই আমি লোক সকলের হিতানুষ্ঠান ও করুণা পূর্ব্বক তাহাদের শুভাশুভবিধান করিয়া থাকি; অতএব ইন্দ্রাদি ত্রিদশেশ্বরগণ নিশ্চয়ই আমাকে নির্বীর্য্য মনে করেন। লক্ষ্মণ! ভাবিয়া দেখ, আমায় প্রাপ্ত হইয়া দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকলও দোষরূপে পরিণত হইল। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর ও রাক্ষস জাতির অমঙ্গলের জন্য প্রলয়কালে চন্দ্রের জ্যোৎস্না সংহার করিয়া, সর্ব্বভূত-তাপন সূর্য্য যেমন সমুদিত হয়েন, অদ্য সমুদায় গুণ সংহরণ-পূর্ব্বক মদীয় তেজও তেমনি প্রকাশিত হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মনুষ্য কেহই সুখলাভে সমর্থ হইবে না। অদ্য আমার বাণসমূহে সমুদায় আকাশ ব্যাপ্ত হইবে। দেখ, অদ্য আমি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের গমনাগমন রুদ্ধ করিব। অদ্য আমি ত্রিলোককে কালকবলে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে গ্রহগণের সঞ্চার রুদ্ধ,

১। ইনি কুপিত হইয়া কি করিবেন, এই মনে করিয়া অগ্রাহ্যভাব দেখাইয়া থাকে।

চন্দ্র অন্তর্হিত, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দ্যুতিসমূহের বিনাশবশতঃ গাঢ় অন্ধকারে সমুদায় আবৃত, শৈল-শিখর সমস্ত বিনির্ম্মথিত, সাগর সকল শুষ্ক, বৃক্ষ লতা ও গুল্ম সমুদায় বিধ্বস্ত এবং কানন-সকল এক-কালেই বিনিপাতিত হইবে। হে সৌমিত্রে! ইন্দ্রাদি ঈশ্বরগণ যদি মঙ্গলে মঙ্গলে সীতাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে মদীয় পরাক্রম অবলোকন করিবেন। আর কেহই আকাশে উৎপতিত হইতে পারিবে না। ৫১-৬৩

লক্ষ্মণ! দেখ, অদ্য আমার চাপমুখ-বিনির্ম্মুক্ত জীবলোকের দুর্ব্বারণীয় শরজালে নিরন্তর মর্দ্দিত হইয়া, সমস্ত জগৎ নিরতিশয় ব্যাকুল ও মর্য্যাদাশূন্য হইবে, এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত ও বিনষ্ট হইবে। অদ্য আমি সীতার নিমিত্ত আকর্ণ-স্পৃষ্ট বাণ-পরম্পরায় বিশ্বসংসার রাক্ষস ও পিশাচ শূন্য করিব। ইহ-সংসারে কেহই আমার ঐ শর নিবারণ করিতে পারিবে না। অদ্য দেবগণ অবলোকন করিবেন, রাশি রাশি শর মৎকর্ত্তৃক অমর্ষভরে প্রযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া দূরে গমন করিতেছে। আমার ক্রোধে ভুবন বিনষ্ট হইলে দেব, দানব, পিশাচ ও রাক্ষস, কেহই রক্ষা পাইবে না। ফলতঃ সুর, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষস-লোক সমুদায় আমার বাণজালে খণ্ড খণ্ড হইয়া নিপতিত হইবে। অদ্য আমি শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া এই সমস্ত লোক মর্য্যাদাশূন্য করিব। প্রিয়া বৈদেহী মরিয়াই যান বা অপহৃতাই হউন, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ তাঁহাকে তদবস্থায় প্রত্যর্পণ না করিলে, আমি সচরাচর এই জগৎ বিনাশ করিব এবং তাঁহাকে যাবৎ দেখিতে না পাইব, তাবৎ সায়কসমূহে চরাচর সন্তাপিত করিব। এই বলিয়া ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধরোষ্ঠ স্ফীত হইতে লাগিল। তিনি বল্কল, অজিন ও জটাজুট বন্ধন করিলেন। তৎকালে ধীমান্ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, পূর্ব্বে ত্রিপুরবধোদ্যত রুদ্রের ন্যায় তদীয় দেহ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে কার্ম্মুক গ্রহণ ও দৃঢ় করে ধারণ করিয়া, সর্পসদৃশ ঘোর প্রদীপ্ত সায়ক তাহাতে সন্ধান করিলেন এবং যুগান্ত-কালীন অগ্নির ন্যায় ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি এই সকল যেমন প্রাণিমাত্রের প্রতি কোন কালে প্রতিহত হইবার নহে, সেইরূপ আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, নিঃসন্দেহেই কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে প্রকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত না হইলে, আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও পর্ব্বত সহিত সমুদায় জগৎ পরিমর্দ্দিত করিব।[২] ৬৪-৭৬

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

সীতাহরণকাতর রাম সন্তপ্ত হইয়া সংবর্ত্তক অনলের ন্যায় লোকবিনাশে উদ্যত হইলে, এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষী মহাদেবের ন্যায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্যাযুক্ত শরাসনে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধ দর্শন করিয়া, শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—আপনি পূর্ব্বে মৃদু, দান্ত ও সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠানে রত ছিলেন। এক্ষণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া, স্বীয় স্বভাব ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। চন্দ্রে শ্রী, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি, পৃথিবীতে ক্ষমা এবং আপনাতে অনুত্তম যশ

২। রামের ঈদৃশ ক্রোধ অভিনয়মাত্র, অন্যথা রাবণ রামকে মনুষ্য বুঝিত না; রামের এই সকল প্রতিজ্ঞা কেবল ক্রোধব্যঞ্জক মাত্র, সুতরাং তাহা পালন না করায় দোষ হয় নাই। সীতাকে না পাইলে জগৎ সংহার করিব এবং আমার এই কার্য্যের নিন্দাও কেহ করিবে না। হনুমান সুন্দরকাণ্ডে সীতাকে দর্শন করার পর বলিয়াছেন যে, এই সীতার জন্য যদি রাম সসাগরা পৃথিবীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতেন, তাহা হইলেও উহা যুক্তই হইত।

নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এক জনের অপরাধে সমুদয় লোক হনন করা আপনার উচিত হয় না। নিশ্চয়ই আমার বোধ হইতেছে, এই যে যুদ্ধরথ ভগ্ন হইয়াছে, ইহা এক ব্যক্তিরই অধিকৃত, বহু জনের নহে; কিন্তু এই যুগযুক্ত ও পরিচ্ছদসহিত রথ কাহার, কি জন্যই বা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। ঐ দেখুন, এই স্থান খুরনেমি-ক্ষত ও রুধিরসিক্ত এবং তজ্জন্য অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। নিশ্চয়ই এখানে সংগ্রাম ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে ইহাও বোধ হইতেছে, এক জন রথীর সহিত অন্য কাহারও যুদ্ধ হইয়াছে, দুই জনের সহিত নয়। মহৎ সৈন্যের পদচিহ্ন এখানে লক্ষিত হইতেছে না; অতএব এক জনের অপরাধে সমুদয় লোক বিনাশ করা আপনার উচিত হয় না। রাজারা সচরাচর অতিশয় শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়া থাকেন এবং অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করেন; আপনিও সর্ব্বদা সকলভূতের শরণ্য ও পরম গতি। হে রঘুনন্দন! সংসারে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার ভার্য্যা-বিয়োগ সাধু বলিয়া মনে করিতে পারে? আর, সাধুগণ যেরূপ দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহেন, সেইরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সরিৎ, সাগর ও শৈল, কেহই আপনার অপ্রিয় করিতে পারে না। রাজন্! যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমার ও পরমর্ষিগণের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া, সেই ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব আমরা সমুদয় সমুদ্র, বন ও পর্ব্বত, সমুদয় ভয়ঙ্কর গুহা ও পুষ্করিণী এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণেরও লোক সমুদয় প্রযত্ন সহকারে অন্বেষণ করিব। যতক্ষণ না আপনার ভার্য্যাপহারীর দর্শন পাইব, তাবৎ এইরূপে শান্তভাবে অন্বেষণ করিলেও, ইন্দ্রাদি দেবগণ যদি আপনার ভার্য্যাকে না দেন, তাহা হইলে, হে কোশলেন্দ্র! আপনি পশ্চাৎ দণ্ড অবলম্বন করিবেন। হে নরেন্দ্র! শীল বা বিনয় অবলম্বন করিয়াও যদি সীতাকে না পান, তাহা হইলে মহেন্দ্রের বজ্র সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে সমুদায় সংসার সমুৎসাদিত করিবেন। ১-১৬

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

রাম ঐরূপে শোকে সন্তপ্ত, মহামোহে আচ্ছন্ন, অভিভূত ও হতচেতন হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তদীয় চরণ-সংবাহনে মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—রাজা দশরথ অনেক তপস্যা ও বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরতের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে রাজা দশরথ আপনারই গুণে বদ্ধ হইয়া, আপনারই বিয়োগে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যদি এই সমুপস্থিত দুঃখ সহ্য না করিবেন, তাহা হইলে অল্প-প্রাণ অপর আর কে সহ্য করিবে? হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আশ্বস্ত হউন। আপদ্ অগ্নির ন্যায় সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণমধ্যেই দূরীভূত হয়। লোকের স্বভাবই এই। দেখুন, নহুষপুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেও অনীতি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল।[১] যিনি আমাদের পিতার পুরোহিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ এক দিনে শতপুত্র উৎপাদন করেন ও এক দিনেই সকল পুত্র বিনষ্ট হয়। হে কোশলেশ্বর! জগন্মাতা, সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা সেই বসুমতীরও কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সূর্য্য

১। যযাতি স্বর্গে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় তাঁহার মনে গর্ব্ব হইয়াছিল। পরে ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া এক দিন বলিয়াছিলেন, মহারাজ, আপনি কোন্ পুণ্যবলে ঈদৃশ স্থান লাভ করিলেন? তদুত্তরে যযাতি নিজের কৃত পুণ্যের কথা বলায় পুণ্যক্ষয় হয় এবং তিনি স্বর্গচ্যুত হয়েন। পরে দৌহিত্রগণ দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। নহুষরাজ এই কথা বলায় ও নহুষ নিজকৃত দুর্নীতির জন্য অগস্ত্যশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উভয় কথাই মহাভারতে আদি ও অরণ্য পর্ব্বে আছে।

ও চন্দ্র জগতের নেত্র ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এবং যাহাতে সমুদায় সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এইরূপে অতি মহৎ ভূত এবং দেবগণও যখন দৈবের বশীভূত, তখন সামান্য দেহীদিগের কথা আর কি বলিব? অধিক কি, ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি শ্রুত হইয়া থাকে; অতএব হে নরসিংহ! আপনি আর ব্যথিত হইবেন না। হে রঘুনন্দন! জানকী মৃতা ও অপহৃতা হইলেও, প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় আপনার শোক করা বিধেয় নহে। হে বীর! আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী ও হিতদর্শী মানবেরা সচরাচর সুমহৎ বিপৎপাতেও শোক করেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সবিশেষ বিচার-পূর্ব্বক যথার্থরূপে শুভাশুভ চিন্তা করুন। আপনার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণ বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া, শুভাশুভ বিশেষরূপে অবগত হয়েন। যাহাদের গুণ ও দোষ আপাততঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, তাদৃশ অধ্রুব কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কখন ইষ্টফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।[২] হে বীর! আপনিই পূর্ব্বে আমাকে অনেকবার এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। আপনাকে উপদেশ দিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও পারেন না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করিতে পারেন না। অধুনা আপনার সেই জ্ঞান শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি তাহার উদ্বোধন করিতেছি মাত্র। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম বিবেচনা করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হউন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার সমুদায় লোক সংহার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে অবগত হইয়া, সীতাকে উদ্ধার করুন। ১-২০

২। কর্ম্মের অভীষ্ট ফল অনুষ্ঠান ব্যতীত পাওয়া যায় না, পূর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ইদানীং ফলও উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইলে তজ্জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ কি?

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

লক্ষ্মণ এইরূপে নিরতিশয় সারগর্ভ সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিলে, সারগ্রাহী মহাবাহু রাম তাহা পরিগ্রহ করিলেন।[১] অনন্তর তিনি স্বীয় প্রবৃত্ত ক্রোধ নিবারণ করিয়া, বিচিত্র ধনু ধারণ করত লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আমরা এখন কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, এই সকল চিন্তা কর। লক্ষ্মণ নিরতিশয় পরিতপ্ত রামকে কহিলেন, এই জনস্থানেই সীতার অন্বেষণ করা আপনার বিধেয়; বহুসংখ্য রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ ও বিবিধ লতাবৃক্ষে সমাবৃত এই জনস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, কন্দর, খণ্ডপাষাণ, নানাজাতীয় মৃগগণে সমাকুল ভয়ঙ্কর গুহা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস ও ভবনসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি আমার সহিত সমাহিত হইয়া, ঐ সকল অন্বেষণ করুন। আপনার সদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা নরবরেরা আপৎকালে, বায়ুবেগে অচলরাজির ন্যায় কখনও বিচলিত হয়েন না। রাম এই কথা শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, ধনুতে ক্ষুরধার ভয়ঙ্কর শরসন্ধানপুরঃসর লক্ষ্মণের সহিত সেই সমগ্র বন বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বতকূটসদৃশ মহাভাগ বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে শোণিতসিক্ত শরীরে ভূতলে পতিত দেখিতে পাইলেন। সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বিশালদেহ জটায়ুকে দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১-১০

স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই গৃধ্ররূপী কাননচর নিশাচরই জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই রাক্ষস সেই বিশালাক্ষীকে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিশ্রাম করিতেছে; অতএব আমি অবক্রগামী প্রদীপ্তাগ্র ভয়ঙ্কর শরসমূহে উহাকে বধ করিব। রাম এই বলিয়া

১। লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার বাক্য অত্যন্ত সুনীতিপূর্ণ সারগর্ভ বলিয়া সারগ্রাহী রাম নিয়ত পরোপদেষ্টা হইলেও যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে—"বালাদপি সুভাষিতম্ গ্রাহ্যম্।"

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সাগরান্তা মেদিনীকে চালিত করিয়া শরাসনে ক্ষুরাস্ত্র যোজনা পূর্ব্বক তাহাকে দেখিতে ধাবিত হইলেন। পরে পক্ষিরাজ জটায়ু সফেন রুধির বমন করিতে করিতে নিরতিশয় কাতর বাক্যে সেই দশরথাত্মজ রামকে কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি ওষধির ন্যায় যাঁহাকে এই মহাবনে অন্বেষণ করিতেছ, সেই দেবী জানকী ও মদীয় প্রাণ, এই উভয়ই রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। অয়ি রঘুনন্দন! মহাবল দশানন আপনার ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে দেবী জানকীকে হরণ করিয়াছে, ইহা আমি দেখিতে পাই। সেই সময়ে আমি সীতার পরিত্রাণার্থে সম্মুখে সমাগত হইয়া যুদ্ধে রাবণের রথ ও ছত্র বিনষ্ট করিলে, রাবণ ধরাতলে পতিত হইল। ঐ উহার ভগ্ন শর ও সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে; এবং এই তাহার সারথি মদীয় পক্ষপুটের আঘাতে নিহত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। পরিশেষে আমি পরিশ্রান্ত হইলে, রক্ষোবর দশানন খড়গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশ-পথে গমন করিয়াছে। পূর্ব্বে আমি রাক্ষস-কর্ত্তৃক আঘাতিত হইয়াছি, এক্ষণে আর আমায় বধ করা আপনার উচিত হয় না। ১১-২০

রাম জটায়ুর মুখে সীতা-বিষয়ক প্রিয়বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ মহাধনু ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শোকে অবশ ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় ধীর হইলেও দ্বিগুণীকৃত-সন্তাপে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। অসহায় জটায়ু তৎকালে শ্বাসকৃচ্ছ্রে পতিত হইয়া, অসহায় অবস্থায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, রাম শোকার্ত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—আমার রাজ্যভ্রংশ, বন-বাস, সীতার নিরুদ্দেশ এবং জটায়ুর মৃত্যু হইল; আমার দুষ্কর্ম্মজনিত অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। মদীয় সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! আমি এই দুঃখসন্তাপ-শান্তির জন্য অতলস্পর্শ অকূল মহাসাগরেও যদি অবগাহন করি, তাহা হইলে সেই সরিৎস্বামী সমুদ্রও নিশ্চয়ই আমার দুর্ভাগ্য-প্রভাবে একেবারেই শুষ্ক হইয়া উঠিবেন। চরাচর লোক-মধ্যে আমা অপেক্ষা সমধিক মন্দভাগ্য আর কেহই নাই। যেহেতু, আমি এই মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। এই মহাবল গৃধ্ররাজ আমার পিতার প্রিয়সখা। ইনিও আমার ভাগ্যদোষে আহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। রঘুনন্দন রাম এইরূপ বহু বাক্য প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত পিতৃস্নেহ-প্রদর্শন করত জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন। পরে তিনি সেই ছিন্নপক্ষ ও রক্তসিক্তদেহ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক 'আমার প্রাণসমা মৈথিলী, কোথায় গিয়াছেন', এই বলিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। ২১-২৯

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

ভয়ঙ্কর-রাক্ষস-কর্ত্তৃক ভূমিতলে পাতিত জটায়ুকে দর্শন করিয়া, রাম পরমমিত্র সৌমিত্রিকে কহিলেন, নিশ্চয়ই এই পক্ষী আমার জন্য যত্ন করিয়া আমারই নিমিত্ত রাক্ষস-হস্তে নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন। লক্ষ্মণ! ইঁহার স্বর হীন ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং প্রাণও অতিমাত্র খিন্ন হইয়া কথঞ্চিৎ ইঁহার দেহে অবস্থিতি করিতেছে। হে জটায়ু! আপনার কুশল হউক, যদি পুনর্ব্বার বাক্যনিঃসরণের ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত এবং আপনিও বা কিরূপে নিহত হইলেন, বলুন। রাবণই বা কি নিমিত্ত আর্য্যা জানকীকে হরণ করিল? আমিই বা তাহার কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, সে প্রিয়তমাকে হরণ করিল? হে বিহগবর! হরণ-সময়ে সীতার সেই পূর্ণশশিসদৃশ মনোহর মুখমণ্ডল কিরূপ হইয়াছিল?

তিনি তৎকালে কি বলিয়াছিলেন? সেই রাক্ষস রাবণের বীর্য্য, রূপ ও কর্ম্মই বা কিরূপ? তাত! তাহার নিবাসই বা কোথায়? জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। তখন ধর্ম্মাত্মা জটায়ু স্খলিতবচনে নিরবধি বিলাপকারী রামকে এই কথা বলিলেন,—১-৮

রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ বায়ু ও দুর্দ্দিনকারিণী মহতী মায়া আশ্রয় করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছে। তাত! আমি সবিশেষ শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, নিশাচর আমার পক্ষদ্বয় ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল। অয়ি রঘুনন্দন! আমার প্রাণ মরণ বেদনায় পীড়িত ও দৃষ্টিভ্রম হইতেছে এবং আমি উশীররূপ কেশযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছি।[১] রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে যে ধন নষ্ট হয়, শীঘ্রই সেই অপহৃত ধন ধনস্বামী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ (অর্থাৎ, ঐ মুহূর্ত্তে কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়,) রাবণ ইহা অবগত নহে। অতএব বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় আশু তাহার বিনাশ হইবে; তুমিও আর জানকীর প্রাপ্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শীঘ্রই সীতার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইবে। অনন্তর রামের সহিত সম্ভাষণকারী সেই অবিমূঢ়চিত্ত, ম্রিয়মাণ গৃধ্ররাজ জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন তিনি 'রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা' এইমাত্র বলিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।[২] রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, 'বলুন! বলুন!' এই প্রকার কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ জটায়ুর জীবন শরীর ত্যাগ-পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। তখন গৃধ্ররাজ চরণযুগল প্রসারিত ও স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করিয়া, ভূমিন্যস্ত-মস্তকে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। ৯-১৮

রাম পর্ব্বতসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি তাম্রাক্ষ গৃধ্রকে গতজীবন দর্শন করিয়া, বহুদুঃখে দীনভাবাপন্ন হইয়া, সৌমিত্রিকে কহিলেন, জটায়ু এই রাক্ষস-নিবাস দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাস করিয়া, অধুনা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে অনেক বর্ষ জীবিত ও চিরকাল অভ্যুদয়-প্রাপ্ত ছিলেন, তিনি আজি নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন; বুঝিলাম, কালকে অতিক্রম করা সহজ নহে। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই গৃধ্র আমাদের উপকারী, সীতাকে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া, দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; এবং আমারই নিমিত্ত পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত মহৎ গৃধ্ররাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিলাম, সকল জাতিতেই শৌর্য্যসম্পন্ন, শরণ্য, ধর্ম্মাচারসম্পন্ন সাধুগণ লক্ষিত হইয়া থাকেন; তির্য্যগ্‌জাতিতেও এ বিষয়ের পরিহার নাই। সৌম্য! আমারই জন্য এই গৃধ্র প্রাণত্যাগ করিলেন; সুতরাং ইঁহার মৃত্যুতে সীতার হরণ অপেক্ষাও আমার অধিক দুঃখ হইয়াছে। মহাযশা শ্রীমান্ দশরথ আমার যেরূপ পূজ্য ও মাননীয়, এই বিহঙ্গবরও সেইরূপ। সুমিত্রানন্দন! তুমি কাষ্ঠ সকল আহরণ কর, আমি অগ্নি উৎপন্ন করিয়া, আমার জন্য নিধনগত এই গৃধ্ররাজের সৎকার করিব। সৌমিত্রে! এই জটায়ু পক্ষিগণের নাথ, এবং রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস-হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি ইঁহাকে চিতায় আরোপণ-পূর্ব্বক দাহ করিব। যজ্ঞশীল ও আহিতাগ্নিগণের যে গতি এবং সমরে অপরাঙ্মুখ ও ভূমিদাতা ব্যক্তিবর্গের যে গতি, মহাবল গৃধ্ররাজ! তুমি মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সমনুজ্ঞাত হইয়া সেই সকল উৎকৃষ্ট গতি লাভ কর[৩]। ১৯-৩০

১। সুবর্ণময় বৃক্ষদর্শন আসন্নমৃত্যুর চিহ্ন।

২। এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ ছিল "অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ" এবং উহাই বলিতে আরম্ভ করিয়া জটায়ুর প্রাণত্যাগ হয়। সম্পাতির বাক্যে ঠিক এইরূপই ঐ শ্লোক কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পূর্ণ হইয়াছে।

৩। এই শ্লোকে রামের ঈশ্বরত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণাদির অভিশাপে আবৃতজ্ঞান ছিলেন, এই কথা যাঁহারা বলেন,

ধর্ম্মাত্মা রাম এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, দুঃখিত হইয়া স্বীয় বন্ধুর ন্যায় পক্ষিরাজ জটায়ুকে প্রদীপ্ত চিতামধ্যে আরোপিত করিয়া দাহ করিলেন। পরে সেই মহাযশা বীর্য্যবান্ রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন ও স্থূলকায় মৃগ-সকল হনন করিয়া, তাহাদের মাংস গ্রহণানন্তর প্রত্যাগত হইয়া, জটায়ুর উদ্দেশে পিণ্ডদানার্থ তৃণ বিস্তৃত করিলেন এবং তৎসমস্ত মাংস খণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও পিণ্ড করিয়া, রমণীয় হরিতশাদ্বলে জটায়ুকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রেত ব্যক্তির স্বর্গসাধনসমুদ্দেশে যে সকল মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, রাম জটায়ুর শীঘ্র স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তৎসমস্ত জপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজনন্দন রাম ও সৌমিত্রি উভয়ে গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া, শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ঐরূপে জটায়ুকে জলদানপূর্ব্বক উদকক্রিয়া সমাধান করিলেন। গৃধ্ররাজ জটায়ু সুদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক যুদ্ধে নিপাতিত ও মহর্ষিসদৃশ রাম-কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া পরম পবিত্র পুণ্যগতি প্রাপ্ত হইলেন।[৪] তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে উদকক্রিয়া সমাধানান্তে পক্ষিসত্তম জটায়ুর প্রতি পিতৃবুদ্ধি স্থাপন-পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সীতার অন্বেষণে মনোনিবেশ করিয়া, সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় অরণ্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩১-৩৮

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

পক্ষিরাজ জটায়ুর উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাম লক্ষ্মণ উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অরণ্যমধ্যে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে নৈর্ঋতদিকে গমন করিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে সেই দিকে গমন করিয়া জনসমাগমরহিত আরণ্য পথে উপনীত হইলেন। ঐ পথ গুল্ম, বৃক্ষ ও লতা-সমূহে সমাবৃত, অগম্য ও ঘোরদর্শন। অনন্তর সেই দুই মহাবল রঘুনন্দন দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করত বেগসহকারে মহারণ্য অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। ক্রমে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে গমন করিয়া, ক্রৌঞ্চনামক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্য অতি দুর্গম, দেখিতে রাশীকৃত মেঘের ন্যায় অতীব নিবিড়, যেন সর্ব্বতোভাবে হর্ষবিশিষ্ট এবং নানা বর্ণের সুন্দর পুষ্পে এবং মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে পরিবৃত। তাঁহারা সীতা-হরণে দুঃখিত হইয়া, তদীয় দর্শনকামনায় সেই বন অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রান্তিবশতঃ স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ গমন করিয়া, ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম-পূর্ব্বক পথিমধ্যে মাতঙ্গমুনির আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম-কানন সাতিশয় ভীষণ ও ভীষণ-প্রকৃতি নানাজাতীয় মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল এবং অনেক প্রকার বৃক্ষে আচ্ছন্ন ও গহনপাদপে

তাঁহাদের কথা ভুল, এইরূপ নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে রামের ন্যায় সত্যসন্ধ সদাচারী আদর্শ ক্ষত্রিয়ের ঐরূপ বলিয়া জটায়ুর সদ্গতিবিধানের শক্তি হইতে বাধা নাই।

মূলে—অপরাবর্ত্তিনাং লোকাঃ এইরূপ আছে, অনেকেই বলেন, সংগ্রামে যাহারা পলায়ন করে না, তাহাদের যে লোক হয়, তোমারও সেই লোক হউক। বস্তুতঃ এই কথা বলিবার কোন সার্থকা হয় না। জটায়ু রণে অপলায়িত ছিলেন, সুতরাং অর্থ এই যে, যেরূপ অপলায়িতেরা লোক লাভ করিয়াছে, সেইরূপ যজ্ঞশীলাদির লোক লাভ কর। অথবা সন্ন্যাসিগণের লোক প্রাপ্ত হও ইত্যাদি।

৪। এই স্থানের ক্রম এইরূপ। জটায়ুকে দাহ করিয়া, স্বর্গগমনানুকূল মন্ত্র জপ, গোদাবরী গমন, স্নান, তর্পণ, রোহিমাংস পিণ্ডদান।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে, সদাচারসম্পন্ন রাম কিরূপে হীনজাতি জটায়ুকে দাহ করিলেন এবং তাহার তর্পণাদি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেন? অথচ এই রামই গুহের প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করেন নাই। উত্তর এই—গরুড়ের বংশধর জটায়ু দিব্য বলিয়া এবং পিতৃসখিত্ব নিবন্ধন তাহার দাহে দোষ হয় নাই। জটায়ুর রামভক্তিপ্রভাবে জাতি অপগত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি একমাত্র শাস্ত্রানুসারেই জানা যায়, গোত্বাদির ন্যায় আকৃতিগম্য নহে, সুতরাং তাহার সহিত ইহার তুল্যতা নাই। এই জন্যই বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি অপনীত হইয়াছিল ও ব্রাহ্মণত্বজাতি লাভ হইয়াছিল। এই কথা শবরীবৃত্তান্তে বলা যাইবে। দ্রৌপদীর বিবাহ যেমন ঐতিহাসিক বিরুদ্ধ হইলেও ব্যক্তিবিশেষের জন্য নিয়ত হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ, এ কথাও বলা যায়।

সমাকীর্ণ। অনন্তর তাঁহারা সেই বনমধ্যে পাতালসম গভীর গিরি-গুহা অবলোকন করিলেন। ঐ গুহা নিত্য অন্ধকারে সমাবৃত। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া তাহার নিকটে ভয়ঙ্করাকৃতি ও বিকৃতবদনা এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসী দেখিতে অতি ভয়ঙ্করী। উহাকে দর্শন করিলে স্বল্পপ্রাণ ব্যক্তিগণের ভয় জন্মিয়া থাকে এবং স্বভাবতঃই জুগুপ্সার উদয় হয়। উহার উদর লম্বিত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ, চর্ম্ম অতি কঠিন, স্বভাব ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড এবং কেশপাশ আলুলায়িত। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষসী ভয়ঙ্কর মৃগসকল ভক্ষণ করিতেছে। অনন্তর নিশাচরী সেই বীরযুগলের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, 'আইস, আমরা বিহার করিব' এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাস-পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিল,—হে নাথ! আমার নাম অয়োমুখী। অদ্য তোমার পরম লাভ হইল এবং তুমিই আমার প্রিয় হইলে। হে বীর! আইস, আমার সহিত চিরজীবন নদীপুলিন-মধ্যে ও পর্ব্বতদুর্গ-সমূহে বিহার করিবে। শত্রুসূদন লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, খড়গ উত্তোলন-পূর্ব্বক রাক্ষসীর নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দিলেন। কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন হইলে, সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া, যথা হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল। সে গমন করিলে মহাতেজা শত্রুসূদন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বেগে গমন করত এক গহনবন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সত্যবিশিষ্ট, শীলবান্ পবিত্রস্বভাব ও পরমতেজস্বী লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, দীপ্ততেজা রামকে কহিলেন। ১-২০

ভ্রাতঃ! আমার বামবাহু ঘন ঘন স্পন্দিত ও মন যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং প্রায়ই দুর্লক্ষণ সকলও লক্ষিত হইতেছে। অতএব আর্য্য! আপনি সজ্জীভূত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই মুহূর্ত্তেই যে ভয় উপস্থিত হইবে, নিমিত্ত সকল তাহা স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে। ঐ অতি ভয়ানক বঞ্জুলপক্ষী যেন আমাদের যুদ্ধবিজয় কীর্ত্তন করত শব্দ করিতেছে। অনন্তর মহাতেজা রাম ও লক্ষ্মণ সেই সমগ্র বন অন্বেষণ করিতে থাকিলে, এক বিপুল শব্দ যেন ঐ বন ভগ্ন করত প্রাদুর্ভূত হইল। সেই গহন-বন হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুতে বেষ্টিত হইয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে এক শব্দ সমস্ত বন নিনাদিত করত উৎপন্ন হইল। রাম লক্ষ্মণের সহিত অসিধারণ-পূর্ব্বক সেই শব্দ কোথা হইতে উত্থিত হইল, জানিবার জন্য অভিলাষী হইয়া, এক অতি বিপুলবক্ষা বৃহৎকায় রাক্ষসকে সহসা দর্শন করিলেন। তাহার উরোদেশ সাতিশয় বিস্তৃত এবং তাহার নাম কবন্ধ। সে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই, শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত, মুখ উদরমধ্যে সন্নিহিত, রোম সকল নিশিত ও তীক্ষ্ণ, আকার মহাগিরির ন্যায় উন্নত, স্বর মেঘ-গর্জ্জন-সদৃশ, রূপ নীল-মেঘ-সম, স্বভাব ও আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর এবং তাহার একটি নেত্র ললাটে সন্নিবদ্ধ। ঐ নেত্র অনল-শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত, অতি বৃহৎ-পক্ষ্ম-সমন্বিত, পিঙ্গলবর্ণ, বিপুল ও আয়ত এবং তাহার অন্য নেত্র উরস্থলে সন্নিহিত। ঐ নেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ-দর্শনক্ষম। তাহার মুখও সাতিশয় প্রকাণ্ড ও প্রকাণ্ড-দশনপংক্তিতে পরিবৃত। সে, সেই মুখ বারংবার লেহন করিতেছে। অপিচ, স্বীয় যোজনায়ত ভয়ঙ্কর উভয় হস্ত পরিচালন করত ভল্লুক, সিংহ ও মৃগদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্ত দ্বারা বিবিধ মৃগ, বিহঙ্গম, ভল্লুক ও মৃগযূথদিগকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিল। সে সমাগত রাম-লক্ষ্মণের গমনপথ অবরোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। অনন্তর তাঁহারা এক ক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া, সেই অতীব ঘোরদর্শন, দারুণ, ভয়ঙ্করাকার কবন্ধকে দেখিতে লাগিলেন। সে ভুজদ্বয় দ্বারা জন্তুদিগকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাহার

শরীরের গঠনভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাকে যথার্থ কবন্ধ বলিয়া বোধ হয়। অনন্তর মহাবাহু কবন্ধ সুবিশাল ভুজ-যুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বল-সহকারে নিপীড়িত করিয়া একেবারে গ্রহণ করিল। দৃঢ় ধনু ও খড়গধারী তীব্রতেজা মহাবল মহাভুজ সেই উভয় ভ্রাতা কবন্ধ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া অবশ হইলেন। রাম স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল ও শৌর্য্যসম্পন্ন, সুতরাং ব্যথিত হইলেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ বালক ও অধীর বলিয়া একেবারেই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং বিষণ্ণ হইয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, হে বীর! দেখুন, আমি বিবশ হইয়া রাক্ষসের বশতাপন্ন হইয়াছি। ২১-৩৮

অতএব আপনি একমাত্র আমাকে প্রদান করিয়াই মুক্ত হউন এবং আমায় ইহাকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়া যথাসুখে পলায়ন করুন। হে কাকুৎস্থ রাম! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন এবং পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত রাজ্যও সত্বর লাভ করিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করিবেন। লক্ষ্মণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন,—বীর! বৃথা ভীত হইও না; তোমার ন্যায় ব্যক্তি কখন বিষণ্ণ হয় না। উভয় ভ্রাতায় এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ক্রূরস্বভাব মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, তোদের স্কন্ধ বৃষের ন্যায় এবং হস্তে সুবৃহৎ খড়গ ও শরাসন ধারণ করিয়াছিস্। তোরা কে? তোরা দৈবানুসারেই এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে আসিয়া আমার নয়নগোচর হইয়াছিস্। তোদের এখানে কি কার্য্য আছে এবং কি জন্যই বা তোরা এখানে আসিয়াছিস্? বল্। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। তোরা ধনু, শর ও খড়গ ধারণ-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের সদৃশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছিস্; তোদের জীবিত থাকা দুর্লভ হইবে। দুরাত্মা কবন্ধের এই কথা শুনিয়া রাম শুষ্কবদন হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সত্যবিক্রম! প্রিয়া সীতাকে না পাইয়া যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রাণসংশয়-সম্ভাবনা; কষ্টের পর কষ্ট উপনীত হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! কাল সমুদায় প্রাণী হইতেই সমধিক বীর্য্য-সম্পন্ন; দেখ, আমরাই কালের প্রভাবে ব্যসনে মোহিত হইলাম। হে লক্ষ্মণ! প্রাণিগণকে দুঃখ প্রদান করিতে কালের কিছুই বেগ পাইতে হয় না। কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত শৌর্য্যসম্পন্ন কৃতাস্ত্র পুরুষগণও বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় সমরাঙ্গনে অবসন্ন হইয়া থাকে। সত্য ও দৃঢ়-বিক্রম-সম্পন্ন, প্রতাপশালী, মহাযশা দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম সৌমিত্রিকে দীনভাবাপন্ন লক্ষ্য করিয়া, এই প্রকার বলিতে বলিতে জ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিত্ত স্থির করিলেন। ৩৯-৫১

সপ্ততিতম সর্গ

রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে বাহুপাশে বদ্ধ ও তথায় অবস্থিত দেখিয়া কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিল,—অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; বিধাতা তোমাদিগকে হতচৈতন্য করিয়া আমার আহারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আমাকে দেখিয়া তোমরা কি জন্য আর অপেক্ষা করিতেছ? সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ দুঃখিত ও বিক্রমপ্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎকালোচিত বাক্যে রামকে বলিলেন,—এই রাক্ষসাধম আমাদের দুই জনকেই গ্রহণ করিবে; অতএব আসুন, আমরা ইতিমধ্যেই অসিযুগল দ্বারা ইহার গুরুতর হস্তদ্বয় ছেদন করি। এই মহাকায় ভীষণ রাক্ষস একমাত্র বাহুর সাহায্যেই বিক্রম প্রকাশ করত লোকসকলকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করে, আমাদিগকেও হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু রাজন্! যজ্ঞীয় পশুগণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া,

নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়। তাঁহাদের এই প্রকার জল্পনা শ্রবণ করিয়া, নিশাচর কবন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া, বদন বিস্তার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উপক্রম করিল। তখন দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই হৃষ্ট হইয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক তদীয় বাহুদ্বয়ের মূলদেশ ছেদন করিলেন। সুদক্ষ রাম তাহার দক্ষিণ বাহু এবং বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ তাহার বাম হস্ত ছেদন করিলেন। বাহু ছিন্ন হইলে ভয়ঙ্করস্বরসম্পন্ন মহাবাহু কবন্ধ মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া, গগনমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত পতিত হইল। অনন্তর বাহুদ্বয় ছিন্ন হইল দেখিয়া, দানব কবন্ধ শোণিতসিক্তদেহে দীনভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? কবন্ধ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মহাবল শুভলক্ষণ কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন,—ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম নামে লোকমধ্যে বিখ্যাত; আর আমি ইঁহার অনুজ, আমার নাম লক্ষ্মণ। জননী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক রাজ্য-প্রাপ্তি নিবারিত হইলে, সর্ব্বত্যাগী হইয়া রাম বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন, এবং আমার ও ভার্য্যার সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। বনবাসকালে এই দেবতুল্য প্রভাবশালী রামের ভার্য্যা রাক্ষস-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। আমরা তাঁহারই অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি। তুমিই বা কে কবন্ধের ন্যায় অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছ? তোমার জঙ্ঘা ভগ্ন এবং বদনমণ্ডল অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট ও বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট। লক্ষ্মণ এই প্রকার উত্তর করিলে, ইন্দ্রের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া কবন্ধ প্রীতবাক্যে বলিল,—আপনারা উভয়েই পুরুষমধ্যে অগ্রগণ্য! আপনাদের আগমন ত শুভ? অদ্য ভাগ্যানুসারে আপনাদিগকে অবলোকন করিলাম। আর আপনারা যে আমার বাহুবন্ধন ছেদন করিলেন, ইহাও আমার অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত যেরূপে এইরূপ বিরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১-১৯

—

একসপ্ততিতম সর্গ

হে মহাবাহু রাম! পূর্ব্বে আমার রূপ সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্রের শরীর-সদৃশ, মহাবলপরাক্রান্ত, ত্রিলোক-বিখ্যাত এবং সকলেরই দুর্ব্বিভাব্য ছিল। পরে আমি এইরূপ লোক-ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করিয়া বনবাসী ঋষিদিগকে যখন তখন বিত্রাসিত করিতাম। একদা আমি এই রূপ ধারণ করিয়া, অরণ্যজাত বিবিধ বন্য দ্রব্য-সঞ্চয়কারী মহর্ষি স্থূলশিরাকে ধর্ষিত ও কোপিত করিয়াছিলাম। পরে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ঙ্কর অভিশাপ-বাক্য বলিলেন। 'তোর এই লোক-নিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক।' অনন্তর আমি ক্রুদ্ধ ঋষির নিকটে এই শাপমুক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,—রাম যে সময়ে তোমার হস্ত ছেদন করিয়া বিজন অরণ্যে তোমায় দগ্ধ করিবেন, সেই সময়েই তুমি আপনার সুবিপুল মনোহর আকার লাভ করিবে। লক্ষ্মণ! আমি দনুর শ্রীমান্ পুত্র। যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের শাপ-প্রযুক্ত ঈদৃশ কবন্ধরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা পিতামহকে তুষ্ট করিলে তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন; তৎপরে আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিলে তাহাতে আমি গর্ব্বিত হইয়া বিবেচনা করিলাম, ইন্দ্র আমার কি করিবেন, আমি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা মনে করিয়া যুদ্ধে ইন্দ্রকে ধর্ষিত করিলাম। অনন্তর তদীয় বাহুপ্রযুক্ত শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত হইল। অনন্তর আমি মৃত্যু প্রার্থনা করিলেও তিনি আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন না। এইমাত্র বলিলেন, পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য সত্য হউক। আমি কহিলাম, আপনার বজ্রপ্রহারে

আমার শির, সক্‌থি ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে। আমি কিরূপে অনাহারে দীর্ঘকাল জীবনধারণে সমর্থ হইব ? এই কথায় ইন্দ্র আমার বাহুদ্বয় যোজন-বিস্তৃত এবং আমার মুখ সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রাসম্পন্ন ও কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। তদবধি আমি দীর্ঘ বাহু প্রসারণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে এই বনচর সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বিপী ও মৃগদিগকে আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। ইন্দ্র আমায় বলিয়াছেন, যে সময়ে রাম লক্ষ্মণের সহিত তোমার বাহুযুগল ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তদবধি এই বনমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাই, তাহাকেই গ্রহণ করা ভাল বলিয়া মনে করিয়াছি। আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে যে, রাম অবশ্যই আমার হস্তমধ্যে আসিবেন। এইপ্রকার বুদ্ধি পুরঃসর আমি সদাসর্ব্বদা হস্তচালন করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য শ্রম করিয়া থাকি, আপনার মঙ্গল হউক। হে রঘুনন্দন! আপনি নিশ্চয়ই রাম; কেন না, রাম ব্যতিরেকে আর কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবেন না। মহর্ষি যথার্থই এই কথা কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা আমার অগ্নিসংস্কার করিলে, যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি আপনাদিগকে সুমন্ত্রণা বিধান করিব এবং যাহার সহিত বন্ধুতা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও উপদেশ করিব। কবন্ধ এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন। ১২০

রাবণ-কর্ত্তৃক আমার যশস্বিনী ভার্য্যা সীতা অপহৃতা হইয়াছেন। আমি তৎকালে ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে যথাসুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, রাবণের নামমাত্র আমার জানা আছে; কিন্তু তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব কিছুই অবগত নহি। কেবল শোকার্ত্ত হইয়া, অনাথের ন্যায়, এইরূপে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমি আমাদিগের উপকার করিয়া সমুচিত দয়া প্রকাশে প্রবৃত্ত হও। হে বীর! হস্তিদন্ত-কর্ত্তৃক যে সকল কাষ্ঠ ভগ্ন ও কাল সহকারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত আহরণ করিয়া, সুকল্পিত গর্ত্ত খনন-পূর্ব্বক তোমাকে আমরা দগ্ধ করিব। যে ব্যক্তি যেখানে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সমস্ত আমাদিগকে বল। যদি যথার্থই ইহা অবগত থাক, তাহা হইলে আমাদের নিরতিশয় মঙ্গল সম্পাদিত হয়। সুবক্তা রাম এইপ্রকার কহিলে, সুনিপুণ বক্তা দানবশ্রেষ্ঠ বলিতে লাগিল, আমার দিব্য জ্ঞান নাই; সুতরাং জানকী কোথায়, জানি না। যে ব্যক্তি বলিতে পারিবে, তাহার কথা বলিব। আপনারা আমায় দগ্ধ করুন; পরে আমি স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি রাবণকে জানে, তাহার কথা কীর্ত্তন করিব। হে প্রভো! যে মহাবীর্য্য রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, দগ্ধ না হইলে, আমি কোন অংশেই তাহাকে জানিতে সমর্থ হইব না। শাপপ্রভাবে আমার দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, এবং আমি নিজ কর্ম্মদোষে ঈদৃশ নিন্দিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম! বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া উঠিলে, সূর্য্য যাবৎ অস্ত না যান, ইতিমধ্যে আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া, যথাবিধি দগ্ধ করুন। হে মহাবীর রঘুনন্দন! আপনি যথাবিধানে আমাকে গর্ত্তমধ্যে দগ্ধ করিলে, যে ব্যক্তি রাবণকে অবগত আছে, তাহার কথা বলিব।[১] হে রাঘব! আপনি সেই সদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবেন, এবং তিনিও আপনার সাহায্য করিবেন। হে লঘুবিক্রম! ত্রিলোকমধ্যে ঐ ব্যক্তির কিছুই অবিদিত নাই। তিনি পূর্ব্বে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ২১-৩৪

১। কবন্ধ বারম্বার দেহ দগ্ধ করিতে বলিয়াছে এবং তাহার যেন অভিপ্রায়, রাম ঐ কার্য্য না করিলে সে সীতা উদ্ধারের উপায় বলিবে না, কারণ, কবন্ধের ধারণা হইয়াছিল যে, রাম উপায় পরিজ্ঞাত হইলে কখনই তাহার ন্যায় পাপীর দেহ দাহ করিতে পারেন না।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

কবন্ধ এইপ্রকার কহিলে, নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ পর্ব্বতের একটি গর্ত্ত লাভ করিয়া উহার মধ্যে কবন্ধকে রাখিয়া অগ্নি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহোল্কাসমূহ প্রজ্বালিত করিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি সংযোগ করিলে চিতা সর্ব্বতোভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তখন কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডসদৃশ মেদ-পরিপূর্ণ বৃহৎ শরীর মন্দ মন্দ দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবল কবন্ধ তৎক্ষণাৎ চিতা কম্পিত করিয়া, নির্ম্মল বস্ত্র ও দিব্য-মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক ধূমবিহীন পাবকের ন্যায় উত্থিত হইল এবং দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট শরীরে বেগভরে সানন্দে তৎক্ষণাৎ বিমানে আরোহণ করিল। তাহার সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত। অনন্তর সে অতিশয় উজ্জ্বল হংসযুক্ত যশস্কর বিমানে অবস্থিত হইয়া স্বীয় শরীরপ্রভায় দশদিক্ আলোকময় করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতিপূর্ব্বক রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল,—হে রঘুনন্দন! যেরূপ উপায়ে সীতাকে লাভ করিবেন, তাহার যথাযথ তত্ত্ব শ্রবণ করুন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় এই যে ছয়টি যুক্তি বা উপায় আছে, রাজারা ইহাদের সহায়ে সমুদায় বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুর্দ্দশা-সময়ে সমাশ্রয়নামক যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইলে লোকে তাহা আশ্রয় করিয়া থাকে; আপনার এখন তাহাই কর্ত্তব্য হইয়াছে; কেন না, আপনি লক্ষ্মণের সহিত তাদৃশ দুর্দ্দশাক্রান্ত ও রাজ্যাদি-ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এইজন্য আপনার ভার্য্যা-হরণরূপ নিরতিশয় দুঃখও উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে রাজবর! আপনাকে সপরিবারে অন্যের সহিত অবশ্যই সখ্যস্থাপন করিতে হইবে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে আপনার ইষ্টলাভ সম্ভব নহে। রাম! আমি তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুগ্রীব নামে বানর স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রনন্দন বালী-কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া, বানরচতুষ্টয় সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে বাস করিতেছেন। ঐ ঋষ্যমূক প্রদেশ পম্পাপ্রদেশ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। মহাত্মা বালী রাজ্যের নিমিত্ত সুগ্রীবকে বিবাসিত করিয়াছেন। সুগ্রীব অতিশয় জিতেন্দ্রিয়, বীর, বানরগণের প্রধান, মহাবীর্য্যশালী ও তেজস্বী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, অনন্যসাধারণ কান্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা, মহত্ত্ব, কার্য্যনৈপুণ্য, প্রগল্‌ভতা, দ্যুতি, মহাবল ও পরাক্রম ইত্যাদি ভূষিত। তিনি নিশ্চয়ই সীতার অনুসন্ধানে আপনার সহায় ও মিত্র হইবেন, আপনি আর শোকে চিত্ত সন্নিবেশ করিবেন না। কোন ব্যক্তিই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! কালেরও অতিক্রম করা অনায়াসসাধ্য নহে। অতএব বীর! শীঘ্রই এ স্থান হইতে মহাপরাক্রমশালী সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন। হে রঘুনন্দন! অদ্যই আপনি গমন করুন। 'পরস্পর দ্রোহ করিব না' এই প্রতিজ্ঞা প্রজ্বলিত বহ্নিসমীপে করিয়া সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হউন। কখনও সেই সুগ্রীবকে অবজ্ঞা করিবেন না। কেন না, তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও বীর্য্যসম্পন্ন, বিশেষতঃ নিজেও সহায়ার্থী হইয়াছেন। আপনারাও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। ফলতঃ কার্য্যার্থী সুগ্রীব সফলমনোরথ বা বিফলমনোরথ হইলেও আপনাদের কার্য্য-সাধন করিবেন। তিনি ঋক্ষরজার পুত্র, ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বালীর সহিত শত্রুতা করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিতভাবে পম্পাতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। আপনি শীঘ্র অগ্নিসান্নিধ্যে আয়ুধস্থাপন-পূর্ব্বক সেই ঋষ্যমূকবাসী বনচারী বানরের সহিত শপথ করিয়া সখ্য স্থাপন করুন। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতিশয় কার্য্যদক্ষ। তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যমাংসভোজী রাক্ষসগণের সমুদায় স্থান সর্ব্বতোভাবে অবগত

আছেন। অয়ি পরন্তপ রঘুনন্দন! সহস্রাংশু সূর্য্য যে পর্য্যন্ত কিরণ দান করেন, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই; তিনি সুবিস্তৃত শৈল, পর্ব্বতসঙ্কট, কন্দর ও নদী সমুদায় বানরগণসহায়ে অনুসন্ধান করিয়া, আপনার ভার্য্যা সীতার সংবাদ আনয়ন করিবেন এবং আপনার বিয়োগবশতঃ সতত শোক-সমন্বিতা সীতার অন্বেষণার্থে বৃহৎকায় বানরদিগকে দিকে দিকে প্রেরণ করিবেন। অধিক কি, তিনি রাবণগৃহেও বরারোহা মৈথিলীর অনুসন্ধান করিবেন। অনাথা, অনিন্দিতা সীতা মেরুপর্ব্বতের শিখরের অগ্র-ভাগেই থাকুন, কিংবা পাতালতলেই অবস্থান করুন, কপিরাজ সুগ্রীব তথায় গমন করত রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনার ভার্য্যাকে আনিয়া দিবেন। ১-২৭

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

কবন্ধ এইরূপে সীতার অন্বেষণের উপায় নির্দেশ করিয়া পুনরায় এই অর্থযুক্ত বাক্যে কহিল,—রাম! এই যে পিয়াল, পনস, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, চূত, ধব, নাগকেশর, তিলক, নক্তমাল, নীলাশোক, কদম্ব, করবীর, রক্তচন্দন, পারিভদ্র ও অন্যান্য মনোরম পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহ প্রতীচীদিক্ আশ্রয় করিয়া শোভা পাইতেছে, ইহাই মঙ্গলময় পথ। এই পথেই নির্বিঘ্নে ঋষ্যমুকে গমন করা যায়। আপনারা ঐ সকল বৃক্ষে আরোহণ অথবা উহাদিগকে বল দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, অমৃতকল্প ফল-সকল ভক্ষণ করিয়া গমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ! এইরূপে কুসুমিত বৃক্ষসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ এই বন অতিক্রম করিয়া, পরে কাননমধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই কানন সাক্ষাৎ উত্তরকুরু ও নন্দনের ন্যায় এবং তথায় চৈত্ররথবনের ন্যায় বৃক্ষসমূহ সকল সময়েই ফলপ্রসব ও মধুক্ষরণ করিয়া থাকে, সকল ঋতুই এই কালে বর্ত্তমান থাকে এবং মেঘ ও পর্ব্বতাকৃতি, সুবৃহৎ বিটপশালী, ফলভার-নত বৃক্ষ-সকল পর্ব্বতোপরি শোভিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ ঐ সকল তরুতে আরোহণ করিয়া, অনায়াসে উহাদিগকে ভূপাতিত করিয়া, ফল সকল আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনারা উভয়ে বন হইতে বন, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত এবং অন্যান্য সকল উৎকৃষ্ট পর্ব্বতসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে পরে পম্পানামক সরোবরে গমন করিবেন। ঐ সরোবর শর্করা, শিথিলতা, শৈবাল ও পিচ্ছিলভূমি-বিরহিত, সমতল ঘাটসমূহে ভূষিত;[১] এবং কমল, উৎপল ও বালুকা-রাশিতে সুশোভিত। তথায় হংস, মণ্ডুক, ক্রৌঞ্চ ও কুরর সকল সলিলে বিচরণ-পূর্ব্বক মনোহর স্বরে শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে কেহ কখনও তাহাদিগকে নিহত করে নাই। সুতরাং সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞতাহেতু মনুষ্য দেখিলে তাহাদের উদ্বেগ-সঞ্চার হয় না। রঘুনন্দন! আপনারা স্থূলকায় ও ঘৃতপিণ্ডসদৃশ ঐ সকল পক্ষীদিগকে এবং রোহিত, চক্রতুণ্ড ও নল নামক মৎস্য-সকল ভক্ষণ করিবেন। রাম! শল্ক ও চর্ম্ম বিরহিত করিয়া স্থূলকায় এককণ্টক তাদৃশ উৎকৃষ্ট মৎস্য সকলও শর-প্রয়োগে নিহত করত লৌহশলাকাবিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন এবং আপনারা উহা ভক্ষণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মণ আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ তত্রত্য পবিত্র সলিলে বিচরমাণ উল্লিখিত মৎস্য সমূহ আপনাকে সম্প্রদান করিবেন। পম্পার জল পদ্মগন্ধযুক্ত, অরোগকর, স্বাস্থ্যজনক, সুশীতল, রৌপ্য ও স্ফটিক-সদৃশ স্বচ্ছ এবং পান করিলে কোন ক্লেশই উপস্থিত হয় না। তৎকালে লক্ষ্মণ পদ্মপত্র দ্বারা বারি আনয়ন করিয়া, আপনাকে পান করাইবেন এবং সায়াহ্নে ভ্রমণসময়ে গিরিগুহাশায়ী স্থূলকায় বনচর

১। শর্করা কঙ্কর, শিথিল তট নহে, অবতরণ-স্থলে অতি নিম্ন বা অগাধ নহে, কর্দ্দম-শূন্য বালুকা-যুক্ত ঘাট।

বানরদিগকে দেখাইবেন। হে নরোত্তম! আপনিও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে জললোভে নদীতীরে সমাগত বৃষের ন্যায় গভীর নিনাদকারী উল্লিখিত স্থূলকায় বানরদিগকে অবলোকন করিবেন; এবং তত্রত্য পুষ্পিত বৃক্ষ-সমূহ ও সুশীতল জল দর্শন করিয়া শোক-বিহীন হইবেন। হে রঘুনন্দন! তত্রস্থ পুষ্পভারাবনত তিলক, নক্তমালক এবং প্রফুল্ল পঙ্কজ ও উৎপল সকলও আপনার শোক নিবারণ করিবে। তথায় এমন কেহ মনুষ্য নাই যে, ঐ সমস্ত পুষ্পের মাল্য ধারণ করে। হে রঘুকুমার! মতঙ্গশিষ্য ঋষি সকল পরম সমাহিত হইয়া, তথায় বাস করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তত্রত্য কুসুমগ্রথিত মাল্য সমস্ত কখন মলিন বা শীর্ণ হয় না। ঐ সকল শিষ্ট ঋষি গুরুর নিমিত্ত বিবিধ বন্যভার আহরণ করত নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া তাপিত হইলে, তাঁহাদের শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম-বিন্দু ভূতলে পতিত হইত, তাহারাই তৎকালে তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে মাল্যদামরূপে পরিণত হইয়াছে। হে রাঘব! ঋষিগণের স্বেদবিন্দু হইতে সমুত্থিত বলিয়া, সেই মাল্য সকল অবিনশ্বর হইয়াছে। ঋষিগণ যদিও তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের পরিচারিণী শ্রমণী-নাম্নী চিরজীবিনী শবরী তথায় দৃষ্ট হয়েন। রাম! আপনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় সকল লোকের নমস্কৃত। নিত্য-ধর্ম্মনিরতা শ্রমণী আপনাকে অবলোকন করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি পম্পার পশ্চিম তীর আশ্রয় করিলেই মহর্ষি মতঙ্গের গুহ্য আশ্রম অবলোকন করিবেন। ১-২৮

পৃথিবীতে ঐ আশ্রম অতুল্য। মতঙ্গ মুনির প্রভাব-বশতঃ নাগগণ ঐ আশ্রমকানন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; এই জন্য উহা মতঙ্গবন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। রাম! ঐ সমস্ত আশ্রম বিবিধ বিহঙ্গমপূর্ণ, নন্দনাদি দেবকানন-সদৃশ; অতএব আপনি তথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বিহার করিবেন। পম্পার সম্মুখেই কুসুমিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ও অতিশয় দুরারোহ ঋষ্যমূক পর্ব্বত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প সকল (কিম্বা বালগজ সকল) ঐ পর্ব্বত রক্ষা করিতেছে। উহা ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঔদার্য্যান্বিত ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে যে ব্যক্তি শয়ন করিয়া, স্বপ্নে যে ধনলাভ করে, সে জাগরিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত পাপকর্ম্মা পুরুষ উহাতে আরোহণ করিলে, রাক্ষসগণ নিদ্রা যাইবার সময় তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক সেইখানেই প্রহার করিয়া থাকে। রাম! অনন্তর আপনি মতঙ্গাশ্রম-নিবাসী পম্পাবিহারী শিশু নাগগণের তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর করিবেন। এতদ্ভিন্ন তথায় ঈষদ্রক্তবর্ণ মদধারাসমন্বিত মেঘবর্ণ বেগসম্পন্ন মত্ত-মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল বনচর মহাগজ পম্পার অত্যন্ত সুখস্পর্শ, অতীব গন্ধসমন্বিত, মনোহর, সুনির্ম্মল জল পান করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে; আপনি তথায় ঋক্ষ, দ্বীপী এবং নীলমণি-সদৃশ কোমলকান্তি-বিশিষ্ট রুরু-মৃগদিগকে অবলোকন করিয়া, শোক পরিত্যাগ করিবেন। ঐ সকল মৃগ সাতিশয় নির্ব্বিরোধ এবং মনুষ্য দেখিলে কখনও পলায়ন করে না। হে রাম! ঐ পর্ব্বতের গুহা অতি প্রকাণ্ড ও শোভমান এবং উহা শিলা দ্বারা আচ্ছাদিত; উহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টজনক। ঐ গুহার সম্মুখদ্বারে সুশীতল সুবিস্তৃত হ্রদ বিবিধ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বহুবিধ ফলমূলে রমণীয়। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরদিগের সহিত সেই গুহায় বাস করেন। তিনি কখন কখন পর্ব্বতশিখরেও বাস করিয়া থাকেন। সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত, মাল্যধারী, বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ের নিকটে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আকাশে অবস্থান করত শোভিত হইল। এইরূপে মহাভাগ্যবান্ কবন্ধ স্বর্গারোহণে সমুদ্যত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, আমরা এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট

চলিলাম, তুমিও স্বর্গে গমন কর। কবন্ধও তাঁহাদিগকে কহিল, আপনারা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন করুন। রাম ও লক্ষ্মণ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন কবন্ধ তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল। তৎকালে কবন্ধ স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ-পূর্ব্বক শোভাসমন্বিত ও প্রদীপ্তদেহ হইয়া, রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিল, আপনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করুন। ২৯-৪৬

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক পম্পানদী লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। সুগ্রীবকে দেখিবার নিমিত্ত যাইবার সময় পর্ব্বত-শিখরস্থিত মধুতুল্য সুস্বাদ ফল ও পুষ্পবিশিষ্ট অনেক বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সেই রাত্রিতে শৈলপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া, রাত্রিশেষে পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপনীত হইলে, শবরীর রমণীয় আশ্রমপদ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। পরে তাঁহারা তথায় যাইয়া, শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ রমণীয় আশ্রম দর্শন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শবরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। তপঃসিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ বদ্ধাঞ্জলিপুটে উত্থান করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই চরণে প্রণাম করত যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় সমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম ধর্ম্মনিরতা তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে চারুভাষিণি তপোধনে! তোমার বিঘ্ন-সমুদায় কাম-ক্রোধাদি নিরাকৃত, তপোবৃদ্ধি সমাগত, কোপ ও আহার-সংযত, নিয়ম সকল সঞ্চিত, হৃদয় প্রসন্ন এবং গুরুশুশ্রূষা ফলবতী হইয়াছে ত? রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সিদ্ধগণের অভিমতা তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।—১-১০

অদ্য আপনার সাক্ষাৎকারে আমার তপঃসিদ্ধি লাভ হইল, জন্ম সফল হইল, গুরুগণের পূজা সমাধা হইল এবং তপস্যাও সার্থক হইল। হে পুরুষোত্তম! আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে আপনার পূজা করিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে। হে সৌম্য! হে মানদ! হে অরিন্দম! আপনি শুভনেত্রে নিরীক্ষণ করিলে, আমি তদ্দ্বারা পবিত্র হইয়া আপনার প্রসাদে অক্ষয় লোক-সকল প্রাপ্ত হইব।[১] আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, তাঁহারা আপনার চিত্রকূট পর্ব্বতে পদার্পণমাত্রেই অনুপম প্রভাযুক্ত দেবযানে আরোহণ-পূর্ব্বক এই আশ্রম হইতে স্বর্গে অধিরূঢ় হইয়াছেন। সেই সকল মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিরা আমায় বলিয়া গিয়াছেন, রাম তোমার এই পুণ্যজনক আশ্রমে আগমন করিবেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত সেই অতিথিকে সমাদর-সহকারে পূজা করিও। তাঁহার দর্শনমাত্রেই তোমার অক্ষয় লোক সকল লাভ হইবে।[২] হে পুরুষোত্তম! তৎকালে মহাভাগ মহর্ষিগণ আমাকে এই প্রকার বলিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি আপনার পরিচর্য্যাদির নিমিত্ত পম্পাতীর-জাত বিবিধ সুখাদ্য আরণ্য দ্রব্যসমূহ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। ধর্ম্মাত্মা রাম শবরী-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, আগতানাগতবিজ্ঞানশালিনী অথবা মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারিণী

১। রামদৃষ্টিপাতে পূর্ব্বপাপ নাশ হওয়ায় শবরী অক্ষয় লোকে যাইবার অধিকারিণী হইয়াছিল। সেই ঋষিদিগের সহিত শবরী কেন স্বর্গে গেল না, তাহার কারণ পরশ্লোকে বলা হইয়াছে।

২। আচার্য্যশুশ্রূষাই ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ। আচার্য্যগণ পরিতুষ্ট হইয়া শবরীকে ভগবান্ রামচন্দ্রের আতিথ্যসৎকার করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনে ও তাঁহার পরিচর্য্যায় শবরী নীচজাতি হইলেও অক্ষয়লোকের অধিকারিণী হইবে।

সে সিদ্ধ শবরীকে এই বাক্য বলিলেন,—[৩] আমি কবন্ধের নিকট তোমার প্রভাব ও আচার্য্যগণের মাহাত্ম্য যথাতথ শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি উপযুক্ত বোধ কর, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি। রামমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী তাঁহাদের উভয়কেই সেই বৃহৎ বন প্রদর্শন করাইয়া কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! মৃগ ও পক্ষিগণে সমাকুল নিবিড় মেঘ-সদৃশ এই বন অবলোকন করুন। এই অরণ্যানী মতঙ্গবন বলিয়া বিখ্যাত। অয়ি মহাদ্যুতে! এই বনে বিশুদ্ধচিত্ত মদীয় গুরুগণ বেদমন্ত্রপুরস্কৃত যজ্ঞোদ্দেশে বেদমন্ত্রানুসারে কালহরণ করিতেন। এই সেই প্রত্যক্‌স্থলীনাম্নী বেদী, যে বেদীতে অধিষ্ঠান করিয়া, আমার পরমপূজনীয় গুরুগণ শ্রম-প্রযুক্ত হস্ত দ্বারা দেবতাদিগকে পূজা করিতেন। হে রঘুবর! অবলোকন করুন, এই অনুপমপ্রভা-সমন্বিত বেদী। তাঁহাদের তপোবলে আজিও স্বীয় প্রভা দ্বারা সমুদায় দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাস-পরিশ্রমে অলস হইয়া, গমন করিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহাদের চিন্তামাত্রেই এই সপ্তসাগর এখানে মিলিত হইয়াছে, অবলোকন করুন। তাঁহারা স্নানান্তে এই প্রদেশে বৃক্ষোপরি যে বল্কল রাখিতেন, অদ্যাপি তাহা শুষ্ক হয় নাই। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা দেবকার্য্যসাধনার্থ সমুদ্যত হইয়া, নীলপদ্মের সহিত এই যে সকল কুসুম দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি ইহারা মলিন হয় নাই। আপনি সমগ্র-বন সম্মুখে দর্শন করিলেন ও যাহা শুনিবার, তাহাও শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিব অভিলাষ করিয়াছি। যাঁহাদের এই আশ্রম ও আমি যাঁহাদের পরিচারিকা, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের নিকট যাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। রাম লক্ষ্মণের সহিত শবরীর এই ধর্ম্মযুক্ত কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। অনন্তর তিনি সেই দৃঢ়ব্রতা শবরীকে কহিলেন, ভদ্রে, তুমি আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে যথাসুখে অভিলষিত প্রদেশে গমন কর। রাম এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, জটা, চীর ও কৃষ্ণ বসন-পরিধায়িনী শবরী হুতাশনে আপনাকে আহুত করিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নি-প্রতিম শরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তৎকালে দিব্যাভরণ-সংযুক্ত দিব্যমাল্যানুলেপন ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করাতে তিনি দেখিতে অত্যন্ত মনোহারিণী হইলেন এবং দীপ্তিশালী বিদ্যুতের ন্যায় সেই প্রদেশ আলোকিত করিতে লাগিলেন।[৪] তদীয় গুরু সেই পরমর্ষিগণ যে স্থানে রহিয়াছেন, শ্রমণী আত্ম-সমাধি-প্রভাবে সেই প্রদেশে গমন করিলেন। ১১-৩৬

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

শ্রমণী স্বকীয় তপস্যা-প্রভাবে স্বর্গে গমন করিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই মহা-মহিমশালী মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিতকারী ও একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—সৌম্য! আমরা সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের আশ্চর্য্য-ব্যাপার-সমন্বিত এই আশ্রম দর্শন করিলাম। এখানে মৃগ ও ব্যাঘ্রগণ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করে এবং নানাবিধ বিহঙ্গম-গণ বাস করিতেছে। লক্ষ্মণ! তাঁহাদের

৩। শবরী ফল-মূল নিজে আস্বাদন করিয়া যাহা সুমিষ্ট, সুখাদ্য লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাই রামের জন্য রাখিয়াছিল। রামকে দেখিয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া কুশাসনে বসাইয়া নিজের সুপরীক্ষিত ফল-মূল দিয়াছিল এবং রামও তাহা আহার করিয়া শবরীকে পরা মুক্তি দিয়াছিলেন, এই কথা-সকল পদ্মপুরাণে আছে। যথা—

"প্রত্যুদ্গম্য প্রণম্যাথ নিবেশ্য কুশবিষ্টরে।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা তত্তোয়ং পাপনাশনম্।
শিরসা ধার্য্য পীত্বা চ বন্যৈঃ পুষ্পৈরথার্চ্চয়ৎ।
ফলানি চ সুপক্বানি মূলানি মধুরাণি চ।
স্বয়মাস্বাদ্য মাধুর্য্যং পরীক্ষ্য পরিভক্ষ্য চ॥
পশ্চান্নিবেদয়ামাস রাঘবাভ্যাং দৃঢ়ব্রতা।
ফলান্যাস্বাদ্য কাকুৎস্থস্তস্যৈ মুক্তিং পরাং দদৌ॥

৪। শবরী নীচজাতীয়া রমণী হইলেও বিদুরাদির ন্যায় যোগাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা যজ্ঞাদির ফললাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্থাপিত এই সপ্তসাগর তীর্থেও আমরা যথাবিধানে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলাম। ইহাতে আমাদের যে অশুভ নষ্ট ও কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দারা আমার মন সম্প্রতি সাতিশয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! অচিরকালমধ্যেই আমার হৃদয়ে পরমমঙ্গল (মিত্রলাভাদি) আবির্ভূত হইবে, সুতরাং আইস, সেই প্রিয়দর্শনা পম্পায় গমন করি,—যে পম্পার অনতিদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিরাজিত। এক্ষণে সূর্য্যতনয় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া, বানরচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে যে স্থানে বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত নাতিদূরে দীপ্তি পাইতেছে। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিবার জন্য সেই স্থানে যাইবার জন্য আমি ত্বরাপরায়ণ হইয়াছি; কেন না, সীতার অন্বেষণ-ব্যাপার একমাত্র সুগ্রীবেরই আয়ত্ত। রাম এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, সৌমিত্রি তাঁহাকে কহিলেন,—আমারও মন ত্বরাপর হইয়াছে; অতএব আমরা শীঘ্রই তথায় গমন করিব। অনন্তর পরমপ্রভাব নরপতি রাম মতঙ্গাশ্রম হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পম্পায় গমন করিলেন। গমনসময়ে কোযষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র, কীচক ও অন্যান্য বিহঙ্গমগণের শব্দে নিনাদিত এবং সর্ব্বত্র বিপুল দ্রুম ও পুষ্পে আবৃত সেই মহাবন এবং বিবিধ পাদপ ও সরোবর সকল দেখিতে দেখিতে কামসন্তপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট-হ্রদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদের জল অতি মধুর, শীতল ও নির্ম্মল এবং উহা মতঙ্গ-সর নামে খ্যাত। তখন সেই দুই রঘুনন্দন সমাহিতচিত্তে অব্যগ্রভাবে তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দশরথতনয় রাম শোকাবিষ্ট হইয়া পদ্মাবৃতা রমণীয়া পম্পা সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সরোবর তিলক, অশোক, পুন্নাগ, উদ্দাল ও বকুল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিত। মনোহর উপবন-সমূহে পরিবৃত, পদ্মসমূহে সমাচ্ছন্ন ও স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ এবং মৃদুস্পর্শ বালুকাস্তূপে আচ্ছাদিত। উহা মৎস্য-কচ্ছপ-সমূহে শোভিত, কুসুমিতা লতা-সমূহে বেষ্টিত ও আলিঙ্গিত। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ উহাতে বিচরণ করিয়া থাকে। উহা নানাজাতীয় বৃক্ষলতায় আকীর্ণ, সুশীতল জলসম্পন্ন এবং নিরতিশয় শোভাসমন্বিত। উহা কোথাও রক্তপদ্ম ও কহ্লার-সমূহে সমাকুল হইয়া তাম্রবর্ণ, কোথাও নীলপদ্মে সমাকুল হইয়া নীলবর্ণ, কোথাও বা কুমুদসমূহে সমাকুল হইয়া শুক্লবর্ণ হইয়াছে এবং নানাবর্ণ-সমন্বিত চিত্রকম্বলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। উহা অরবিন্দ, উৎপল এবং পুষ্পিত আম্রবনসমূহে পরিবৃত এবং ময়ূর-শব্দে নিনাদিত। তেজস্বী দশরথ-তনয় রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ পম্পা সরোবর দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় অবলোকন করিলেন, তিলক, বীজপূরক, বট, শুক্লদ্রুম, পুষ্পিত করবীর, পুষ্পযুক্ত পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, গুল্ম, ভাণ্ডীর, নিচুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক, অতিমুক্তক ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে ঐ স্থান বিভূষিত; ইহারই তীরে সেই পূর্ব্ব-কথিত ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত এবং পুষ্পিত বিচিত্র পাদপ-যুক্ত ঋষ্যমূক-নামে বিখ্যাত পর্ব্বত রহিয়াছে। মহাত্মা ঋক্ষরজার পুত্র সুগ্রীব নামে বিখ্যাত সেই মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ তথায় বাস করেন; তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। সত্যবিক্রম রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট, দীন ও সীতাগতপ্রাণ হইয়া, কি প্রকারে সীতা-বিরহে জীবন ধারণ করিব? রাম সীতাগতচিত্ত ও মদনপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া অতীব শোক প্রকাশ করত, সেই পদ্মসমাকীর্ণা মনোরমা পম্পা-গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী বিবিধ বনদর্শন-পূর্ব্বক গমন করত ক্রমে নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকুলা, সুদৃশ্য কানন-শোভিতা পম্পায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

বাল্মীকি-রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পদ্ম, উৎপল ও মৎস্যে পরিপূর্ণ সেই পরম মনোহর পম্পানামক পুষ্করিণীতে গমন করিলে, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তখন তিনি বিবিধ বিলাপবাক্য বলিতে লাগিলেন,—[১] পরে, যখন সেই পম্পা-সরোবর উত্তমরূপে দর্শন করিলেন, তখন হর্ষভরে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল কম্পিত হইতে লাগিল।[২] তিনি কামের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন,—সুমিত্রানন্দন! দেখ দেখ, বৈদূর্য্য-মণির প্রভার ন্যায় পদ্ম, উৎপল ও বিবিধ তরুরাজিতে বিরাজিত হইয়া পম্পা কেমন শোভা পাইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! পম্পার সমীপবর্ত্তী কানন-সকল দেখিতে কেমন মনোহর! তথায় উন্নতশিখর শৈলের ন্যায় তরু-সকল কেমন মনোহর-রূপে বিরাজ করিতেছে। রাজ্যভ্রংশ, ভরতের জটাবল্কলাদি ধারণ এবং সীতা হরণ-জনিত শোকে একান্ত সন্তপ্ত আমাকে মানসিক পীড়া-সকল পরিপীড়িত করিলেও শীতলসলিলা ও বহুবিধ পুষ্পে পরিশোভিতা বিচিত্রকাননা এই পম্পা আমার মনোহরণ করিয়া সুখশান্তি বিতরণ করিতেছে। এই পম্পা সরোবর কমলকুলে পরিব্যাপ্ত, ইহার দর্শন একান্তই মনোহর। ইহাতে সর্প, ব্যাল, মৃগ ও পক্ষী সকল নিয়তই বিচরণ করিতেছে। ইহার নীল ও পীতবর্ণ হরিত প্রদেশ সকল তরু-সমূহের কুসুমরাশি দ্বারা অধিকতর শোভা পাইতেছে। পুষ্প-ভারে পরিশোভিত তরুশিখর সকল পুষ্পিতাগ্র লতা-সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া, পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! এখন এই স্থানে মন্মথের উদ্দীপনকারী বসন্ত-কাল প্রাদুর্ভূত, সুখদায়ক সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, মনোরম মধুমাস সৌগন্ধ সহিত আবির্ভূত, তরু সকল পুষ্পফলে সুশোভিত; অতএব এই স্থান কি অনির্ব্বচনীয় মনোরমই হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, যেমন জলধরগণ সলিলরাশি বর্ষণ করে, সেইরূপ পুষ্পবর্ষী বনরাজি সকল কি অপূর্ব্ব মনোহররূপেই প্রকাশ পাইতেছে। মনোরম প্রস্তর সকলের উপরিভাগে উৎপন্ন বিবিধ বনতরুসকল বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া, অবনীর উপরিভাগে পুষ্প সকল বিকীর্ণ করিতেছে।[৩] সৌমিত্রে! দেখ দেখ, তরুরাজির

১। পম্পা নামক হ্রদের অন্তর্গত পম্পা বা মতঙ্গ সরস্ নামক সরোবরবিশেষ পুষ্করিণী শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ পম্পা-হ্রদের অংশবিশেষকে পম্পা সরোবর কহে।

২। পূর্ব্বকাণ্ডে দীনজনসংরক্ষণরূপ ধর্ম্ম দেখান হইয়াছে, এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মিত্রসংরক্ষণরূপ ধর্ম্ম দেখান হইবে। পূর্ব্বকাণ্ডে ভগবান রামচন্দ্রের মোক্ষদাতৃত্ব ও পরতত্ত্বস্বরূপত্ব বহুস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই কাণ্ডে অসংখ্যেয় কল্যাণগুণের কথা বলা হইবে।

৩। এই সকল শ্লোক দৃষ্টে বোধ হয়, পম্পাতীরে নিবদ্ধদৃষ্টি রাম

উপরি হইতে বহুতর পুষ্প পতিত হইয়াছে এবং বহুতর পুষ্প চারিদিকে পতিত হইতেছে ; তাহাতে বোধ হয়, যেন সমীরণ ঐ সকল কুসুমরাশি দ্বারা ক্রীড়া করিতেছে। আর প্রভঞ্জন মধুকুসুমশালী তরুশাখা সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে, তাহাতে মধুপানমত্ত মধুকর সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত হইয়া সমীরণের অনুসরণ করিয়া যেন গান দ্বারা প্রশংসা করিতেছে। পবন যেন প্রমত্ত কোকিল-কুলের কলরব-রূপ ধ্বনি দ্বারা নৃত্যশিক্ষা করাইয়া শৈল-কন্দর হইতে নিষ্ক্রমণসময়ে গান করিতেছে। লক্ষ্মণ! আরও দেখ, ঐ প্রভঞ্জন শাখা সকল আন্দোলন দ্বারা পরস্পরকে মিলিত করিয়া, বৃক্ষ সকলকে যেন গ্রথিত করিয়া দিতেছে। এই পবন চন্দনের ন্যায় শীতল ও সুখস্পর্শ হইয়া, পুষ্পগন্ধ বহন-পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া, প্রাণিগণের শ্রম অপনোদন করিতেছে। ঐ দেখ, মধুগন্ধযুক্ত বনমধ্যে পবন কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত পাদপ সকল ধ্বনিকারী ভ্রমরগণের দ্বারা যেন শব্দ করিতেছে। শৈল সকল মনোহর গিরিনিতম্বে পুষ্প-বিশিষ্ট মনোরম মহাতরু সকল দ্বারা পরস্পর সম্মিলিত হওয়ায় যেন শিখর-বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। তরুশিখর সকল পুষ্পকুলে আচ্ছন্ন, তাহাতে মধুকর সকল গুন্‌গুন্ ধ্বনি করিতেছে এবং তাহা পবনভরে আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যেন পাদপসকল একেবারে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিয়াছে। ১-২০

দেখ লক্ষ্মণ! কর্ণিকার তরু পীতবর্ণ পুষ্পরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় বোধ হইতেছে, যেন তাহারা সুবর্ণরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া, পীতাম্বরধারী মানবের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সৌমিত্রে! এই বসন্তকালে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ মনোহর ধ্বনি করিতেছে, তাহাতে আমার সীতা-বিরহ-দুঃখ একবারে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেছে। এখন আমি সীতার বিরহানলে একান্ত সন্তাপিত, তাহাতে আবার মন্মথ নিপীড়িত করিতেছে। আর কোকিলসকল কলকণ্ঠে ধ্বনি করিয়া, যেন আমার প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে। এই দেখ, মনোরম বননির্ঝর-প্রদেশে দাত্যূহ সকল হৃষ্ট হইয়া, কলনিনাদ দ্বারা আমাকে স্মরাতুর ও শোকাতুর করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বে যখন আমি প্রিয়ার সহিত এক আশ্রমে অবস্থিত ছিলাম, তখন এই দাত্যূহের (ডাহুকের) শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা সীতা আমাকে আহ্বান করিয়া আনন্দিত করিতেন। ঐ দেখ, নানাবিধ বিহঙ্গম সকল বিবিধ শব্দে ধ্বনি করিয়া, চারিদিকে বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি হইতে উড়িয়া পড়িতেছে। ইহার তীরদেশে নানাজাতীয় বিহগগণ মত্ত ভ্রমরের ন্যায় স্ব স্ব জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষে মিলিত ও প্রমুদিত হইয়া, দলে দলে বেড়াইতেছে। এই তরু সকল দাত্যূহকুলের রতি-জনিত কলধ্বনি এবং পুংস্কোকিলের কলকণ্ঠ দ্বারা আমার অনঙ্গ বর্দ্ধন করিতেছে। লক্ষ্মণ! অশোকস্তবক অঙ্গারের ন্যায়, পল্লব সকল জ্বালার ন্যায়, ভ্রমরনিস্বন বসন্ত-অনলের ন্যায় হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। সুমিত্রানন্দন! সেই মৃদু-ভাষিণী, সুকেশী, সূক্ষ্মপক্ষ্মসমাকীর্ণ-নেত্র-বিশিষ্টা জানকীকে দেখিতে না পাইলে, আমার জীবনে প্রয়োজন কি আছে? লক্ষ্মণ! আমার প্রিয়ার এই প্রিয়তম কাল, এই প্রিয়তম বন এবং এই কোকিল-কুলপরিব্যাপ্ত সীমান্তপ্রদেশ, ইহা দর্শন করিয়া, আমার মানস একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। সেই জানকীর বিরহ-জনিত শোকানল বসন্তের গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, অচিরকালমধ্যেই আমাকে দগ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এই মনোহর তরু সকল আমার অগ্রভাগে বিদ্যমান, উহাদিগকে দেখিয়া এবং প্রিয়তমা সীতাকে না দেখিয়া আমার মন্মথ একান্ত বর্দ্ধিত হইয়া

অঙ্গুলি দ্বারা এক একটি স্থান দেখাইয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন। মূলে পরিস্তোমৈঃ এইরূপ আছে। উহার অর্থ—রাশীকৃত অথবা চিত্রকম্বল।

উঠিতেছে। এক দিকে আমি জানকীর দর্শন না পাইয়া অতিশয় শোকাতুর হইতেছি; অন্য দিকে এই দৃশ্যমান বসন্ত আমার কামভাব বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। সেই মৃগ-নয়না এবং এই ক্রূর চৈত্র মাসের মলয়বায়ু স্বেচ্ছানুরূপ কামবিকার প্রবর্ত্তিত করিয়া চিন্তা, শোক ও বল সহকারে আমাকে একান্ত সন্তাপিত করিতেছে। এই ময়ূর সকল পবন-সঞ্চালিত স্ফটিক-গবাক্ষ-সদৃশ স্ব স্ব পক্ষ সকল উদ্ধৃত করিয়া, ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই মদমত্ত শিখি সকল শিখিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃত্য করিয়া, কেকারবে আমার মন্মথ বর্দ্ধন করিতেছে। লক্ষ্মণ, দেখ দেখ, পর্ব্বতের সানু-দেশে ময়ূরী-সকল স্মরাতুর হইয়া, নর্ত্তনশীল ময়ূরের নিকটেই নৃত্য করিতেছে। ময়ূরগণ স্বকীয় মনোহর পক্ষ বিস্তার করিয়া, সেই নৃত্যকারিণী মানসানন্দদায়িনী শিখিনীগণের অভিমুখে গমন করিয়া, যেন উপহাস করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই বনে ময়ূরগণের প্রিয়াকে কেহ হরণ করে নাই বলিয়াই ইহারা কান্তার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ২১-৪০

দেখ লক্ষ্মণ! সীতা ব্যতিরেকে এই বসন্তকালে এই বনমধ্যে বাস করা আমার একান্তই দুষ্কর, যে হেতু, এই কালে তির্য্যক্‌জাতিরাও প্রিয়ানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তাহা তুমি অবলোকন কর। এখন শিখিনীগণ কামার্ত্তা হইয়া শিখীর নিকট বাস করিতেছে। হায়! যদি সেই বিশালাক্ষী দেবী এখন অপহৃতা না হইতেন, তবে তিনিও মদন দ্বারা চঞ্চলমনা হইয়া আমার নিকটে থাকিতে বাসনা করিতেন। হে লক্ষ্মণ! দেখ, এই বসন্তসময়ে পুষ্পভারে পরিব্যাপ্ত বন-সমূহের পুষ্পসকল আমার সম্বন্ধে নিতান্তই নিষ্ফল হইতেছে। পাদপগণের অতি সুন্দর মনোরম পুষ্পসকল মধুকরগণের সহিত মহীতলে পতিত হইয়া যাইতেছে। আমার চিত্তের উন্মাদকারী পক্ষী সকল হৃষ্ট হইয়া দলে দলে কলস্বরে যেন পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতেই মধুর শব্দ করিতেছে। হায়! এখানেও যখন বসন্ত, তখন সেই প্রিয়ার নিকটেও বসন্ত ঋতুর উদয় হইয়াছে; অতএব আমা ব্যতিরেকে তিনি অবশ্যই কাতরা ও পরাধীনা হইয়া আমার ন্যায় শোকান্বিতা হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি তথায় বসন্তের উদয় না হইয়া থাকে, তথাপি সেই নলিন-নয়না আমা ব্যতিরেকে কিরূপে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন? অথবা যদি সেই স্থানে বসন্ত বিদ্যমান থাকে, তবে সেই সুশ্রোণী সীতা শত্রু কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা হইয়া কি করিবেন, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না। হায়! সেই শ্যামা পদ্মপত্রাক্ষী মৃদুভাষিণী জনক-নন্দিনী, বসন্তকাল প্রাপ্ত হইয়া, আমার বিরহে নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। আমার বিরহে সেই সাধ্বী পতিব্রতা সীতা কখনই জীবিত থাকিতে পারিবেন না, ইহাই আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইতেছে। জানকীর হৃদয়ের ভাব আমার প্রতি নিশ্চয়ই নিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমার ভাব নিশ্চয়ই সীতার প্রতি সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।[৪] এই পুষ্প-গন্ধ-বাহী সুশীতল সুখস্পর্শ বায়ু কান্তা-চিন্তা-পরায়ণ আমার সম্বন্ধে অনলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে।[৫] পূর্ব্বে সীতার সহিত মিলিত থাকিয়া, যাহাকে আমি সর্ব্বদাই সুহৃদ্ বিবেচনা করিতাম, এক্ষণে সীতা ব্যতিরেকে সেই সমীরণ আমার শোক-জনক হইতেছে। সীতার সংযোগকালে এই পক্ষী আকাশগামী হইয়া, কণ্ঠরবে তাঁহার সহিত আমার বিয়োগ সূচনা করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সহিত বিয়োগের অবস্থায় বৃক্ষে উপবেশন-পূর্ব্বক আমার সহিত তাঁহার পুনর্মিলনের সূচনা করিতেছে। অতএব এই বিহঙ্গই সীতা হরণ করিয়াছে, আবার এই পক্ষীই

৪। এইরূপে বাঁচিয়া থাকিতে না পারার কারণ—আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দৃঢ় অনুরাগ।

৫। স্বভাবশীতল অনিল ও অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা দ্বারা বিরোধাভাস অলঙ্কার প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমার সহিত তাঁহার মিলন করিয়া দিবে।[৬] লক্ষ্মণ! ঐ শোন, পুষ্পিত পাদপের উপরিভাগে উপবেশন-পূর্ব্বক কূজন করিয়া এই পক্ষিগণ মদবিবর্দ্ধক সুমধুর শব্দ করিতেছে। দেখ, ভ্রমর সকল তিলকমঞ্জরীর উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া, পরমসুখে মধুপান করিতেছিল, সহসা পবন দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া, পুনর্ব্বার সবেগে মদস্খলিতা প্রিয়ার ন্যায় সেই তিলকমঞ্জরীর নিকট গমন করিতেছে। এই অশোক-তরু কামিগণের অত্যন্ত শোক বর্দ্ধন করিয়া থাকে। দেখ, ইহা যেন পবনোৎক্ষিপ্ত স্তবক দ্বারা আমাকে তর্জ্জন করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এই কুসুমান্বিত চূততরুগণ যেন কামরসে আসক্ত ও অঙ্গরাগযুক্ত মানবের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, অবলোকন কর। ৪১-৬০

সৌমিত্রে! ঐ দেখ, এই পম্পার তীরস্থিত বিচিত্র বনরাজিতে কিন্নর সকল যেখানে সেখানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এখানে আবার এই সুগন্ধ কমল-কুল সলিলে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। এই প্রসন্নসলিলা পম্পা পদ্ম, সৌগন্ধিক ও নীলোৎপলকুলে এবং হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিদলে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। জলে পঙ্কজসকল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ষট্পদসমূহ তদীয় কেশর সকলের উপরিভাগে উপবেশন করিতেছে। এই পম্পা সরোবর চারিদিকে কমলকুলে পরিব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই পম্পার পার্শ্ববর্ত্তী বিচিত্র বনরাজি নিয়তই চক্রবাক-সমূহে এবং সলিলাকাঙ্ক্ষী মাতঙ্গদলে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! ইহার বিমল জলে পবন কর্ত্তৃক উৎপাদিত ঊর্ম্মি-সমূহ দ্বারা তাড্যমান কমল সমূহ নর্ত্তকীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে। যাহা হউক, লক্ষ্মণ, এক্ষণে পদ্মপলাশাক্ষী পঙ্কজপ্রিয়া জানকীকে দেখিতে না পাইয়া আমি আর জীবন-ধারণের অভিলাষ করিতেছি না। অহো! কামের কি কুটিলতা! দেখ, যাঁহার সহিত বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেই অতি কল্যাণবাদিনী অতিকল্যাণী দুর্লভা প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অহো! আমি এই দুর্দ্ধর্ষ মদনকেও সহ্য করিতে পারিতাম, যদি এই পুষ্পিত তরু ও বসন্ত আমাকে অধিক নিপীড়িত না করিত। সেই সীতার সহিত মিলিত থাকিয়া আমি যাহাদিগকে রমণীয় জ্ঞান করিতাম, এক্ষণে সীতার বিরহে তাহারা আমার একান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মকোষের দল সকল অত্যন্ত কামোদ্দীপক হইলেও, সীতার নেত্র-সাদৃশ্য ধারণ করে বলিয়া আমার নেত্র তাহার দর্শনে মনোনিবেশ করিতেছে। পদ্ম-কেশর-সম্বন্ধী, (পদ্ম-গন্ধ-বহ) বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে নির্গত মনোহর বায়ু সীতার নিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। লক্ষ্মণ, পম্পার দিকে অবলোকন কর, গিরিসানুর উপরিভাগে কর্ণিকার তরুর কুসুমিত শোভান্বিত শাখাসকল কেমন মনোহর হইয়া রহিয়াছে। এই শৈলরাজ বিবিধ ধাতু দ্বারা বিভূষিত, বায়ুবেগে উত্থিত বিচিত্র রেণুজাল বিস্তার করিতেছে। গিরিনিতম্ব সকল পত্রবিহীন সর্ব্বতোভাবে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষ-সমূহ দ্বারা প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় সুশোভিত রহিয়াছে। পম্পার তীরস্থিত মধুগন্ধি বৃক্ষ সকল তাহার জলে সিক্ত হইয়া নিয়তই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পম্পার তীরদেশে কুসুমিত বাসন্তী, সিন্ধুবার, কেতকী, মাতুলিঙ্গ, পূর্ণা, কুন্দগুল্ম, চিরিবিল্ব, মধুক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগবৃক্ষ, পদ্মক ও পুষ্পিত নীলাশোক-লোধ্রাদি তরু সকল শোভা পাইতেছে। গিরিপৃষ্ঠে অঙ্কোল, কুরুণ্ট, চূর্ণক, পারিভদ্রক, চূত, পাটলি ও পুষ্পিত কোবিদার, মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলি,

---

৬। বায়সের আকাশে থাকিয়া পরুষশব্দে ইষ্টজনবিচ্ছেদ সূচিত হয়, বৃক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া আনন্দে শব্দ করিলে শীঘ্রই ইষ্টজনের সহিত মিলন হয়, এই নিমিত্ত নিমিত্তবিজ্ঞান এই শ্লোকদ্বয়ে কথিত হইয়াছে।

কিংশুক, রক্তকুরুবক, কিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল তিলক, নাগবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। ৬১-৮১

সুমিত্রানন্দন! মনোহর বৃক্ষ সকল পুষ্পিত এবং পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। এই বৃক্ষ-সমূহের শাখা সকল বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে। বরবর্ণিনীর ন্যায় লতা সকল নিজ নিজ নিকটবর্ত্তী তরুবর সকলকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। দেখ লক্ষণ! এই সমীরণ পাদপ হইতে পাদপ, শৈল হইতে শৈল, বন হইতে অন্য বনে গমন-পূর্ব্বক বহু রস আস্বাদন করিয়া, যেন আমোদ অনুভব করিতেছে। ইহার তীরস্থিত কোন কোন পাদপের শাখা সকল প্রভূত পুষ্পভরে সুশোভিত, কেহ কেহ বা মধুগন্ধি, কেহ কেহ বা মুকুল-সমূহে পরিবৃত হইয়া শ্যামবর্ণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। এই 'পুষ্প মিষ্ট, ইহা স্বাদু, এই পুষ্প প্রফুল্ল', এইরূপে অনুরক্ত হইয়া মধুকরগণ পুষ্প সমূহে লীন হইতেছে। ঐ দেখ, পম্পার তীরস্থিত তরু-সমূহে ঐ ভ্রমর সকল পুষ্প সমূহে লীন হইয়া, সহসা পুনর্ব্বার উড়িয়া অন্যত্র গমন করিতেছে। এই পম্পার তীরভূমি সকল স্বয়ং নিপতিত কুসুমরাশিবিরচিত শয়নাস্তরণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছে, এবং পর্ব্বতের সানুদেশ সকল পীত-রক্তাদি বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা বিবিধ প্রকার আস্তরণ বিরচিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! বসন্তকালে বৃক্ষগণের পুষ্পোৎপত্তি অবলোকন কর। তরুসকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই পুষ্প প্রসব করিতেছে। তরু-সমূহের পুষ্প-পূরিত শাখা সকল ভ্রমরনিনাদ দ্বারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! এই বিমল জলে অবগাহন-পূর্ব্বক মনোভবের উদ্দীপন করিয়াই যেন ঐ কারণ্ডব পক্ষী কান্তার সহিত রমণ করিতেছে। মন্দাকিনীর ন্যায় পম্পার এইরূপ ও মনোরম গুণ-সমূহ জগতী-তলে বিখ্যাত, তাহা ইহার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। হে লক্ষ্মণ! আমি যদি এই স্থানে সেই সাধ্বী সীতার দর্শন পাইতাম, তবে ইন্দ্রপুরী বা অযোধ্যা-বাসে স্পৃহা না করিয়া, এই স্থানেই বাস করিতাম। লক্ষ্মণ! আমি তাঁহার সহিত রমণীয় হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র-সকলে সুখে বাস করিলে, আমার আর অন্যত্র বাসে বাসনা হয় না। বিবিধ পুষ্প সমূহে বিবিধবর্ণ এই তরু সকল, এই কাননে কান্তাব্যতিরেকে আমার বিবিধ চিন্তা উৎপাদন করিতেছে। এই পম্পার পদ্ম-সমন্বিত শীতল জলে চক্রবাক, কারণ্ডব, প্লব, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষিকুল কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। দেখ লক্ষ্মণ! তদ্দ্বারা পম্পার অধিকতর শোভা-বৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রমুদিত বিবিধ পক্ষী সকল সেই পঙ্কজনয়না চন্দ্রমুখী শ্যামা জনকনন্দিনী প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আরও দেখ, এই বিচিত্র সানুমধ্যে মৃগকুল মৃগীগণের সহিত ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে; কিন্তু সেই মৃগশাবকাক্ষী বৈদেহীর বিরহে আমাকে ব্যথিত করিতেছে। যদি আমি মত্তপক্ষিপরিপূর্ণ এই মনোহর সানুমধ্যে সেই কান্তার দর্শন পাই, তবেই আমার শান্তি ও সুখলাভ হইতে পারে। যদি সেই সুমধ্যমা সাধ্বী জানকী আমার সহিত এই পম্পায় পবন-সেবন করেন, তবেই আমি জীবনধারণে সমর্থ হই। ৮২-১০৩

হে লক্ষ্মণ! পদ্মের সুগন্ধবাহী শোক-বিনাশন এই পবিত্র বায়ু পুণ্যবান্ ধন্য ব্যক্তিগণই সেবা করিয়া থাকেন। সেই শ্যামা[৭] পদ্মপত্রাক্ষী জনকজা সীতা আমার বিরহে বিবশা হইয়া প্রাণধারণে কখনই সমর্থ হইবেন না। হায়! সেই ধর্ম্মশীল সত্যবাদী মহারাজ জনক যখন সভামধ্যে আমাকে সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব? আমি অতিশয় মন্দ, পিতা আমাকে বনপ্রেরণ করিলে, সীতা দেবী আমার অনুগামিনী হইলেন। হায়!

৭। যে নারী শীতকালে উষ্ণা, ও উষ্ণকালে শীতলা হয় এবং যাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, তাহাকে শ্যামা কহে।

এইরূপ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অনুগতা হইয়া সীতা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন ? হায় লক্ষ্মণ ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া বনগামী হইলে যে সীতা আমার অনুগামিনী হইলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়া ব্যতিরেকে দীনভাবাপন্ন হইয়া আমি কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইব ? সেই সীতার পদ্মতুল্য মনোহর, ব্রণ-বিরহিত, সুগন্ধি মুখকমল দর্শন না করিয়া, আমার মন মোহবশে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ ! সেই সীতার ঈষৎ হাস্য-সহিত গুণযুক্ত সুমধুর হিতকর অতুল বচনামৃত কথন্ আমি পুনর্ব্বার শুনিতে পাইব ? সেই সর্ব্বসুলক্ষণা শ্যামা সাধ্বী বনমধ্যে আমাকে পাইয়া দুঃখের কালেও সুখিনী হইয়া বাক্যামৃতবর্ষণ দ্বারা আমাকে সুখী করিতেন। হে নৃপনন্দন লক্ষ্মণ ! যখন আমরা অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব, তখন মনস্বিনী কৌশল্যাদেবী 'সীতা কোথায় আছেন' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে কি বলিব ? লক্ষ্মণ ! এক্ষণে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমি সীতা ব্যতিরেকে জীবনধারণে কখনই সমর্থ হইব না ; অতএব আমার মরণ নিশ্চয় জানিয়া, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া, ভরতের সহিত মিলিত হও। মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে উত্তম অর্থযুক্ত বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র ! আপনি শোক-সম্বরণ করুন। আপনি পুরুষোত্তম, অতএব আপনার শোক করা উচিত হইতেছে না। আপনার ন্যায় ধীর ও নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের ঈদৃশ বুদ্ধি একান্তই অসম্ভব জানিবেন। বিরহজনিত দুঃখ এবং প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, অতিশয় স্নেহযুক্ত থাকায় দীপবর্ত্তিকাও দগ্ধ হইয়া থাকে।[৮] যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষা অধিকতর গুপ্তদেশেও পলায়ন করে, তথাপি কদাপি জীবিত থাকিতে পারিবে না। সেই পাপমতি রাক্ষসের বাসস্থান কোথায়, তাহা আপনি অবগত হউন, তৎপরে সে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে, অথবা নিধনপ্রাপ্ত হইবে। যদি রাবণ জানকীকে প্রদান না করে, তবে সীতার সহিত দৈত্যমাতা দিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেও তাহাকে নিধন করিব সন্দেহ নাই। আর্য্য ! আপনি মনের দৈন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুস্থ হউন। আপনি ত জানেন, নষ্ট কার্য্য যত্ন ব্যতিরেকে কখনই সিদ্ধ হয় না। আর্য্য ! উৎসাহ বলবান্, উৎসাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই সংসারে সেই উৎসাহের দুর্লভ কিছুই নাই ; অতএব উৎসাহ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উৎসাহযুক্ত পুরুষগণ কখনই অবসন্ন হয় না ; অতএব আমরা উৎসাহমাত্র অবলম্বন করিয়া জানকীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই। আপনি মহাত্মা ও কৃতবিদ্য, ইহা কি জানিতে পারিতেছেন না ? অতএব শোক পশ্চাতে করিয়া কামপরতন্ত্রতা পরিহার করুন। লক্ষ্মণ এইরূপ বুঝাইয়া দিলে, শোকে উপহতচিত্ত রামচন্দ্র শোক ও মোহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। তখন অচিন্ত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র অব্যগ্রচিত্তে সেই তরুসমূহে পরিপূর্ণ মনোরম পম্পা প্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ১০৪-১১৪

অনন্তর মহাত্মা রাম বনস্থলী, নির্ঝর, কন্দর সমস্ত অবলোকন করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত উদ্বিগ্নচিত্তে তৎসমস্তের বিচার করিতে করিতে সীতার দুঃখে উপহতচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। অব্যগ্রচিত্ত মহাত্মা, মত্তমাতঙ্গগামী লক্ষ্মণ রামের ইষ্টচেষ্টা করিয়া ধর্ম্মবলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতদর্শন রাম-লক্ষ্মণ দুই জনে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সমীপদেশে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই

৮। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত—যেমন দীপের শলৃতা স্নেহ-তৈল সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ মানব অতিশয় স্নেহ করিলে স্নিগ্ধ ব্যক্তির বিরহে তাহাকেও শোকানলে দগ্ধ হইতে হইবে।

সময়ে বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব ঋষ্যমূকের দিকে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল। সে তখন ত্রাসযুক্ত হইয়া ভোজনাদির চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইল। রাম-লক্ষ্মণ সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গজতুল্য মন্দগামী মহাত্মা সেই শাখামৃগ সেই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে চিন্তাযুক্ত ও অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদ-প্রাপ্ত হইল। বানরগণের সেবনীয় মতঙ্গ মুনির শাপে বালীর দুষ্প্রবেশ্য সেই পুণ্য আশ্রমে বানরগণ সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে মহাবীর্য্য রাম-লক্ষ্মণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, সেই শাখামৃগগণ অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।[১] ১১৫-১৩০

দ্বিতীয় সর্গ

সেই অত্যুত্তম-আয়ুধধারী মহাত্মা রামলক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়া, বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হইল। সেই বানরবর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দশদিক্ অবলোকন করিতে করিতে কোনও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিল না। সেই মহাবল বীরদ্বয়কে দেখিয়া সুগ্রীব তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সেই অতি ভীত কপিবরের চিত্ত অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। সেই ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব পরম উদ্বিগ্নচিত্তে গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া সমস্ত সচিব ও বানরগণের সহিত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিতে লাগিল,—এই বীরদ্বয় নিশ্চয়ই বালী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চীরবসন পরিধান-পূর্ব্বক ছদ্মবেশে এখানে আগমন করিয়া বিচরণ করিতেছে। অনন্তর সুগ্রীবের সহচরগণ সেই ধনুর্দ্ধারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া, সেই গিরিতট হইতে অন্য পর্ব্বত-শিখরে গমন করিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বানরগণ যূথপতির নিকট গমন-পূর্ব্বক তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। এক-সুখ-দুঃখ-ভাগী সেই বানরগণ গিরিশিখর সকল কম্পিত করিয়া একশৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল কপিসকল লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেই দুর্গমস্থিত পুষ্পিত বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান কপি সকল সেই মহাগিরির সকল স্থানে মৃগ, মার্জ্জার ও শার্দ্দূলের ত্রাস জন্মাইয়া লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীবের প্রধান প্রধান সহচর সকল সেই পর্ব্বতবরে অবস্থিত হইয়া, কপিবরের নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর বাক্যবিশারদ হনূমান্ বালীর প্রবর্ত্তনায় অনিষ্টশঙ্কাকারী ভয়সন্ত্রস্ত সুগ্রীবকে কহিতে লাগিল,—১-১৩

সকল বানরগণ ভয় পরিত্যাগ করুক; যে হেতু, এই মহাগিরি মলয়ে বালী-ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহার ভয় আশঙ্কা করিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইতেছেন, সেই ক্রূরদর্শন ক্রূরস্বভাব বালীকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না। হে সৌম্য! যে পাপকর্ম্মা অগ্রজ হইতে আপনার ভয়, সেই দুষ্টাত্মা বালী এখানে নাই; অতএব তাহা হইতে কোন ভয়ের কারণও দেখিতে পাইতেছি না। হে কপীশ্বর! আপনি বানরজাতি, সেই লঘুচিত্ততা-হেতু আপনি আপনার বুদ্ধি স্থির করিতে পারিতেছেন না। আপনি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ইঙ্গিত দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করুন। রাজা অবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বজীবকে শাসন করিতে সমর্থ হয় না। সুগ্রীব হনূমানের সেই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে অতিশয় হিতকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হনুমন্! দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট, বিশালাক্ষ, শর, চাপ ও অসিধারী, সুরপুত্রতুল্য বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া কাহার না ভয় উপস্থিত হয়? এই দুই

---

[১] ১। ধনুর্ব্বাণধারী রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ উঁহাদিগকে বালী-প্রেরিত মনে করিয়া ভীত হইয়াছিল।

পুরুষপ্রবরকে বালী-প্রেরিত বলিয়া মনে করিতেছি। রাজগণ বহুতর মিত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নহে। মানবগণের জানা অবশ্য কর্ত্তব্য যে, অরিগণ ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া থাকে, অবিশ্বস্ত সেই শত্রুগণ বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের ছিদ্র পাইলেই প্রহার করিয়া থাকে। বালী কার্য্যসম্পাদনে কুশল, সে এ বিষয় সম্পাদন করিতে পারে; যে হেতু, রাজগণ বহুদর্শী ও বিবিধ উপায়জ্ঞ হয়; অতএব মনুষ্যগণ প্রাকৃতবেশে তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবে। কপিবর! প্রাকৃতবেশে গমন-পূর্ব্বক ইঙ্গিতবিশেষ, সৌম্যাসৌম্য-আকার এবং কথাপ্রসঙ্গে প্রদত্ত উত্তরের দ্বারা তাহাদের ভাব জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। তুমি হৃষ্টমানসে গমন-পূর্ব্বক প্রশংসা ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া তাহাদের মনোগত ভাব অবগত হও। হে বানরবর! তুমি আমার অভিমুখে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের ধনু ধারণপূর্ব্বক এখানে প্রবেশের কারণ ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর। তাহা হইলে যদি ইহারা বিশুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন হয়, তবে তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে এবং ভাষণ ও রূপাদি দ্বারা ইহাদের দুষ্টতাও বুঝিতে সমর্থ হইবে। কপিরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পবনপুত্র হনুমান্ রাম-লক্ষ্মণের নিকট গমন করিতে মানস করিলেন। মহানুভব কপিবর হনুমান্ সেই অতি ভীত দুর্দ্ধর্ষ সুগ্রীবের বাক্যে সম্মত হইয়া, যেখানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ১০-২৯

তৃতীয় সর্গ

হনুমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে রাম-লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর পবনপুত্র শঠবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কপিরূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিলেন। তদনন্তর হনুমান্ মনোহর ও বিনীত হইয়া নিকটে গমন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া,[১] সুমধুর বাক্যে যথোচিত প্রশংসা করিলেন এবং বিধি-পূর্ব্বক পূজা করিয়া মৃদুভাবে সেই সত্যপরাক্রম বীরদ্বয়কে কহিতে লাগিলেন,—আপনারা রাজর্ষি সদৃশ ও দেবতুল্য, ব্রতধারী, তাপস ও ব্রহ্মচারিগণের অগ্রগণ্য। এই মৃগ সকল এবং অন্যান্য বনচারিবর্গকে সন্ত্রাসিত করিয়া কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনারা পম্পার তীরস্থিত তরুগণকে চারিদিকে সন্দর্শন-পূর্ব্বক এই পুণ্যসলিলা নদীর[২] শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আপনারা ধৈর্য্যবান্, সুবর্ণকান্তি, চীরবাসা, দীর্ঘবাহু, সিংহ-দর্শন, মহাবল, মহাপরাক্রম। আভ্যন্তরীণ শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এই জীবগণকে নিপীড়িত করিতেছেন, এবং ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শোভা পাইতেছেন। আপনারা শ্রীমান্, রূপসম্পন্ন, বৃষভতুল্য-পরাক্রম, করিকরতুল্য-ভুজদ্বয়বিশিষ্ট, দ্যুতিমান্, নরশ্রেষ্ঠ, রাজ্যার্হ, অমরতুল্য, পদ্মপত্রাক্ষ, জটামণ্ডল-ধারী; প্রভা দ্বারা এই পর্ব্বতবরকে উদ্ভাসিত করিয়া কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনারা পরস্পর তুল্যদর্শন, বিশালবক্ষা, সিংহস্কন্ধ, মহোৎসাহ, সমদ-গোবৃষতুল্য এবং দেবরূপধারী; অথবা আপনারা কি চন্দ্র-সূর্য্য দেবলোক হইতে যদৃচ্ছায় মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন? আপনাদিগের

১। ভিক্ষুরূপ—সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়া হনুমান্ রাম-লক্ষ্মণকে কিরূপে প্রণাম করিলেন, ইহার উত্তরে গোবিন্দরাজ বলেন যে, এই স্থানে হনুমানের গৃহস্থকে প্রণাম করাতে ইহাই বুঝা যায় যে, গৃহস্থকে সন্ন্যাসী প্রণাম করিতে পারে। "সর্ব্ববন্দ্যেন যতিনা প্রসূর্বন্দ্যা বিশেষতঃ" 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ' ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা সন্ন্যাসীর গৃহস্থকে প্রণাম নিষেধ বুঝাইলেও উহা অজ্ঞানী গৃহস্থপর বুঝিতে হইবে। মনুতে সন্ন্যাসীর প্রণাম-নিষেধক বচন দেখা যায় না। জনশ্রুতিমূলক সন্ন্যাসীর নমস্কার-নিষেধক বাক্য প্রমাণাভাব নিবন্ধন হেয়, পরন্তু যতি সর্ব্বপ্রাণীকে নমস্কার করিবেন, ইহার শাস্ত্র যথেষ্ট আছে—"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাচণ্ডালগোখরখরং" ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন যে, রামের লোকাতিশয় রূপদর্শনে বিস্ময়মুগ্ধ হনুমান্ প্রণাম করেন, এ কথা সঙ্গত মনে হয় না। হনুমানের ন্যায় সুদক্ষ চতুর মন্ত্রি-ধুরন্ধর রূপে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে।

২। কেহ পম্পাকে হ্রদ, কেহ পুষ্করিণী, কেহ বা নদী বলিয়া থাকেন।

বাহু সুবৃত্ত, আয়ত, পরিঘতুল্য এবং সমস্ত ভূষণের যোগ্য, তবে কি নিমিত্ত তাহা অলঙ্কার ও ভূষণশূন্য রহিয়াছে? আমি বিবেচনা করি যে, আপনারা উভয়েই বিন্ধ্য ও মেরু-বিভূষিত সসাগরা অখিলা পৃথিবী পালন ও রক্ষণ করিবার যোগ্য। এই বিচিত্র, মসৃণ, অনুলিপ্ত ধনুর্দ্বয় ইন্দ্রের স্বর্ণ-ভূষিত বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং শুভদর্শন প্রজ্বলিত ভুজঙ্গতুল্য এবং জীবন-নাশক সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে পরিপূর্ণ তূণ সকল শোভিত হইতেছে। মহাপ্রমাণ, প্রশস্ত, তপ্ত সুবর্ণ-বিভূষিত, নির্ম্মুক্ত-কঞ্চুক-ভুজঙ্গ তুল্য খড়গদ্বয় প্রদীপ্ত হইতেছে। বীরদ্বয়! আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর প্রদান করিতেছেন না কেন? এক্ষণে আমাদিগের পরিচয় শ্রবণ করুন। সুগ্রীব নামে ধর্ম্মাত্মা এক বানরশ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি ভ্রাতা দ্বারা নিরাকৃত, ধর্ষিত এবং দুঃখিত হইয়া জগতী-তলে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি হনুমান্ নামে বানর, সেই বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি। সে ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব আপনাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি পবনের পুত্র এবং সেই সুগ্রীবের সচিব ও সহচর। কামচারী ও কামগামী সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ভিক্ষুকরূপে প্রচ্ছন্ন বেশে ঋষ্যমূক হইতে আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি। বাক্যজ্ঞ ও বাক্য-কুশল হনুমান্ রাম লক্ষ্মণ বীরদ্বয়কে এইরূপ বলিয়া আর কিছুই বলিলেন না। শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া প্রফুল্লবদন হইলেন এবং পার্শ্বস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—১-২৫

এই হনুমান্ মহাত্মা কপিবর সুগ্রীবের সহচর। এই বানর সখ্য অভিলাষ করিয়া সুগ্রীবদর্শনেচ্ছু আমার নিকটে আসিয়াছে। হে লক্ষ্মণ! সুগ্রীবের সচিব বাক্য-বিশারদ অরিন্দম এই কপিবরকে মধুর ও স্নেহযুক্ত বাক্যে সম্ভাষণ কর। তুমি জানিও, যে ব্যক্তি ঋগ্বেদ শিক্ষা করে নাই, যজুর্ব্বেদ অথবা সামবেদ অধ্যয়ন করে নাই, সেই ব্যক্তি এরূপ বলিতে কখনই সমর্থ হয় না।[৩] আমি বিবেচনা করি, এই বানরবর নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। এ ব্যক্তি আমার সহিত বহুতর বাক্য কহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে একটিও দূষিত শব্দ প্রয়োগ করে নাই। ইহার মুখে, নেত্রে, ললাটে অথবা ভ্রূদেশে এবং অন্যান্য অবয়ব-সমূহেও কোন দোষ লক্ষিত হয় নাই। ইহার বাক্য সকল বিস্তর এবং সন্দিগ্ধ নহে, এ ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে মধ্যমস্বরে, বিলম্ব না করিয়া, কণ্ঠগত বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছে।[৪] এই বানর সংস্কারযুক্ত অবিলম্বিত অদ্ভুত কল্যাণকর হৃদয়হারিণী মনোরম বাণী উচ্চারণ করিয়াছে। উরঃস্থল, কণ্ঠ, শিরঃস্থান এই তিন স্থল হইতে অভিব্যক্ত বিচিত্র এই বাক্য দ্বারা উদ্যতখড়গ শত্রুরও চিত্ত শান্তিরসে আপ্লুত হয়।[৫] যাহার এইরূপ উৎকৃষ্ট দূত, সেই রাজার কার্য্য সকল কেন না সিদ্ধ হইবে? যাহার এইরূপ গুণযুক্ত কার্য্যসাধক দূত

৩। হনুমানের শিক্ষাস্বর-সমন্বিত বিস্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া রাম বুঝিয়াছিলেন, সষড়ঙ্গ বেদত্রয় না পড়িলে ঐরূপ বিশুদ্ধ বাক্য বলিতে পারে না, তাহাই লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ যেন হনুমান্‌কে অবজ্ঞা না করেন, এই জন্যই বিশ্লেষণপূর্ব্বক হনুমানের প্রশংসা করা হইয়াছে।

৪। শিক্ষাশাস্ত্রে পাঠকের যে সব দোষ কথিত হয়, তাহা ইঁহার নাই। দোষ সকল এইরূপ—

"গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥
ন শিরঃ কম্পয়েদ্গাত্রং ভ্রুবৌ চাপ্যক্ষিণী তথা।
তৈলপূর্ণমিবাত্মানং তত্তদ্বর্ণে প্রযোজয়েৎ॥"

অন্যত্র পাঠের চতুর্দ্দশ প্রকার দোষ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"শঙ্কিতং ভীতমুদ্ঘুষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্।
কাকস্বরং শীর্ষগতং তথা স্থানবিবর্জ্জিতম্॥
বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিষমাহতম্।
ব্যাকুলং তালুমিশ্রঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দ্দশ॥"

৫। শিক্ষাশাস্ত্রে পাঠকের গুণ এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা—

মাধুর্য্যমক্ষরং ব্যক্তি পদচ্ছেদস্তথাঽস্বরা।
ধৈর্য্যং লয়সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকে গুণাঃ॥

সকল বিদ্যমান আছে, তাহার কার্য্য সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, বাক্য-বিশারদ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সচিব পবনপুত্র হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন,—হে বুধবর! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমরা বিদিত হইয়াছি। সেই কপিবর সুগ্রীবকেই আমরা অন্বেষণ করিতেছি। হে বানরসত্তম! সুগ্রীব যাহা বলিবেন, আমরা তোমার বাক্যানুসারে তাহাই সম্পন্ন করিব সন্দেহ নাই। অনন্তর কপিবর পবনপুত্র হনুমান্ লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং জয় ও প্রতিপত্তি বিষয়ে মনঃসমাধান করিয়া সুগ্রীব ও রামচন্দ্রের সখ্যতা স্থাপনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলেন। ২৬-৩৯

চতুর্থ সর্গ

অনন্তর হনুমান্ রামচন্দ্রের সেই মধুরভাবে বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সুগ্রীবের কার্য্য-সিদ্ধি অনুমান করিয়া মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা; যেহেতু, এই রাম প্রয়োজন-সাক্ষেপ হইয়া দৈববশে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ইহাদিগের সহিত সখ্যভাব সংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও হইয়া উঠিল। অনন্তর বানরোত্তম হনুমান্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বাক্য-বিশারদ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—[১] আপনি অনুজের সহিত পম্পার কাননভূষিত, দুর্গম, নানাহিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ, ঘোরতর বনমধ্যে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ রামের আদেশ অনুসারে পবনপুত্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১-৫

অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে ধর্ম্মবৎসল দ্যুতিমান্ এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্ম অনুসারে নিত্যই চতুর্ব্বর্ণ প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার দ্বেষকারী কেহই নাই, তাঁহার প্রতি কেহই বিদ্বেষ প্রকাশ করে না; তিনি অপর পিতামহের ন্যায় সমস্ত জীবগণকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিতেন। তিনি সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র তাঁহার লোকবিখ্যাত প্রথম পুত্র। ইনি সমস্ত জীবগণের শরণ্য এবং পিতার আদেশ প্রতিপালনে পারগামী। দশরথের এই পুত্র পুত্রগণের মধ্যে গুণবান্, জ্যেষ্ঠ, সর্ব্ব রাজলক্ষণ-সংযুক্ত এবং সমস্ত রাজ্য-সম্পদ্-বিশিষ্ট। ইনি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া আমার সহিত বনে বাস করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। যেমন মহাতেজা দিবাকর সায়াহ্নসময়ে প্রভা ভার্য্যার সহিত অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করেন, সেইরূপ ইনি প্রিয়ভার্য্যা সীতার সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি কৃতজ্ঞ ও বহুজ্ঞ; ইঁহার গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া আমি ইঁহার দাস্য স্বীকার করিয়াছি। আমার নাম লক্ষ্মণ। এই সুখযোগ্য, রাজার্হ, সর্ব্বজীবের হিতকর, ঐশ্বর্য্যবিহীন, বনবাস-নিরত রামচন্দ্রের ভার্য্যা, কামরূপী রাক্ষস-কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। যে রাক্ষস সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে এখনও জানিতে পারা যায় নাই। দনু নামক দিতির এক পুত্র শাপবশে কবন্ধ রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসই বানর-পতি সুগ্রীব ও তাঁহার সামর্থ্যের বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়া কহিয়াছে যে, সেই বানরপতি মহাবীর্য্য সুগ্রীবই তোমার ভার্য্যাপহারীকে জানিবে। সেই কবন্ধ রাক্ষস দনু আমাদিগকে এই রূপ কহিয়া, দিব্য রূপে দীপ্তিমান্ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হনুমন্! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, অতএব আমি তোমার নিকট সমস্তই যথার্থরূপে বলিলাম; আর আমি এবং রামচন্দ্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিলাম। এই রামচন্দ্র

১। এই শ্লোকে গায়ত্রীর দশমাক্ষর 'গ' আছে, ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৯ সহস্র শ্লোক গত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বহুতর ধনাদি দান করিয়া বহুতর যশোভাজন হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে লোকগণের অধিনাথ হইয়া এক্ষণে সুগ্রীবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। সীতা যাঁহার পুত্রবধূ এবং যিনি লোকগণের শরণ্য ও ধর্ম্ম-বৎসল, সেই লোকগণের আশ্রয়রূপ দশরথের পুত্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন। যে ধর্ম্মাত্মা পূর্ব্বে লোকগণের শরণ্য ও আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, সেই এই রাঘব রামচন্দ্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহার প্রসন্নতায় সমস্ত লোক প্রসন্ন থাকিত, সেই রামচন্দ্র বানররাজের প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। রাজা দশরথ যে সকল গুণযুক্ত পৃথিবীপতিগণের সম্মান করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বলোকবিখ্যাত এই জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র বানরেন্দ্র সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন; অতএব সমস্ত যূথপতিগণের সহিত এক্ষণে শোকাবিষ্ট, শোকপীড়িত রামচন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার কার্য্য-সম্পাদন সুগ্রীবের একান্ত কর্ত্তব্য। ১৬-২৪

বাক্য-বিশারদ হনুমান্ লক্ষ্মণের সেই অশ্রু-পরিপ্লুত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর-বাক্যে কহিলেন, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, বুদ্ধি-সম্পন্ন ঈদৃশ মহাত্মা ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা সুগ্রীবের একান্ত কর্ত্তব্য; যে হেতু, ঈদৃশ ব্যক্তিসকল ভাগ্যবশেই নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। সেই সুগ্রীবও রাজ্যভ্রষ্ট, বালীর সহিত বৈরভাব-বিশিষ্ট, তৎকর্ত্তৃক উপদ্রুত এবং ভয়গ্রস্ত হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। বালী তাঁহার ভার্য্যাও অপহরণ করিয়াছে। সেই সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব আমাদের সহিত মিলিত হইয়া, সীতার অন্বেষণ-বিষয়ে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। হনুমান্ সুমধুর ও কোমল বাক্যে এই সমস্ত কহিয়া, রামচন্দ্রকে কহিলেন, বীর! এক্ষণে আমরা সুগ্রীবের নিকট গমন করিব। হনুমান্ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ হনুমানকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া রামকে কহিলেন, রাঘব! এই বানর পবনাত্মজ যেরূপ হৃষ্ট হইয়া কহিতেছে ইহাতে বোধ হয়, সুগ্রীবও কার্য্যার্থী হইয়াছে; অতএব বোধ হয়, আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। মরুৎপুত্র হনুমান্ যেরূপ হৃষ্ট হইয়া প্রসন্নবদনে বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, এ ব্যক্তি কদাচই মিথ্যা বাক্য বলেন নাই। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মরুৎপুত্র হনুমান্ সেই রঘুবীরদ্বয়কে গ্রহণ-পূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। মারুতি ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বানররূপ ধারণ করিয়া, পৃষ্ঠে আরোপণ করাইয়া, বীরদ্বয়কে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল-যশস্বী, কপিবীর, বিপুলবিক্রম ও বিমলচিত্ত পবনপুত্র কৃতকৃত্যের ন্যায় হৃষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই গিরিবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৫-৩৫

পঞ্চম সর্গ

হনুমান্ ঋষ্যমূক হইতে মলয়-গিরিতে গমন করিয়া, সুগ্রীবকে রাম ও লক্ষ্মণের আগমন-বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, ইনিই মহাপ্রাজ্ঞ সত্যবিক্রম ও বিপুলবীর্য্য রামচন্দ্র; ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। এই রাম ইক্ষ্বাকুদিগের বিশুদ্ধ বংশে দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্বধর্ম্মপ্রতিপালন নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া, তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হইয়াছেন। সেই রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা বহ্নির তৃপ্তি-সাধন করিয়াছেন এবং তাহাতে শত সহস্র ধেনুও দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তপস্যা ও সত্য-বাক্য দ্বারা পৃথিবী পালন করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত তৎপুত্র এই রামচন্দ্র বনে আগমন করিয়াছেন। অনন্তর এই মহাত্মা বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন, কোন সময়ে রাবণ আসিয়া ইঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইনি এক্ষণে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছেন। এই রাম-লক্ষ্মণ পূজনীয়গণের অগ্রগণ্য,

ইঁহারা আপনার সহিত সখ্য বাসনা করিয়া আসিয়াছেন ; আপনি ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পূজা করুন। কপিরাজ সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে মানুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাঘবকে কহিতে লাগিলেন। ১-৮

আপনি ধর্ম্মশীল, বিনীত, সকলের প্রতি বৎসল ও সুব্রত। হনুমান্ আপনার গুণ সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। হে রাঘব! আমি বানর, আমার সহিত আপনি যে সখ্য-বাসনা করিয়াছেন, ইহা আমার সৎকার ও ইহা আমার পরম লাভ। যদি আমার সহিত সখ্য করিতে আপনার অভিরুচি হয়, তবে এই আমি বাহুযুগল প্রসারিত করিতেছি, আপনি আমাকে কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া, সুনিশ্চিত সখ্যরূপ মর্য্যাদা সংস্থাপিত করুন। রাম সুগ্রীবের সেই সুখকর বচন শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া, কর দ্বারা তাহার করপীড়ন এবং সৌহার্দ্দ অবলম্বন-পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর অরিন্দম হনুমান্ ভিক্ষুরূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাষ্ঠদ্বয় আনয়ন-পূর্ব্বক ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলেন।[১] পরে পুষ্প দ্বারা সেই দীপ্যমান অগ্নির অর্চনা করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন। তৎপরে রাম ও সুগ্রীব উভয়ে প্রীত হইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া সখ্য সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর বানর ও রাঘব উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া, তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। পরে সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে কহিল, আপনি আমার প্রিয় বয়স্য, আমাদের সুখ ও দুঃখ সমান হইল। তদনন্তর সুগ্রীব পত্রবহুল পুষ্পিত শালবৃক্ষের শাখা প্রসারিত করিয়া দিল এবং রামের সহিত তাহার উপরে উপবেশন করিল। অনন্তর মারুতপুত্র হনুমান্ প্রহৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে পুষ্পিত চন্দনতরু-শাখা বসিতে দিয়াছিলেন। ৯-১৯

তৎপরে সুগ্রীব হৃষ্টচিত্তে, মধুর-বাক্যে, প্রফুল্ল-লোচনে রামচন্দ্রকে কহিল, রামচন্দ্র! আমি বালী কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত, উপদ্রুত ও হৃতভার্য্য হইয়া এই দুর্গম বনে অত্যন্ত ভীত, ত্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাস করিতেছি। বালী আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং আমার সহিত বৈরতা করিয়াছে ; আমি এই বনে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া বাস করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি বালী-ভয়ে ভীত হইয়াছি, আপনি আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। হে কাকুৎস্থ! যাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় না হয়, সেইরূপ করা আপনার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞ, তেজস্বী, ধর্ম্মবৎসল, ককুৎস্থকুল-তিলক রামচন্দ্র তাহার সেই বাক্য শুনিয়া হাস্য সহকারে[২] কহিতে লাগিলেন,—কপিবর! মিত্র যে উপকারক হয়, ইহা আমার জানা আছে। অতএব আমি তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিব সন্দেহ নাই। দেখ, আমার এই শর সকল সূর্য্য-প্রভ, অমোঘ, এই সকল যখন বালার উপর পতিত হইবে, তখন অবশ্য তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কঙ্কপত্র দ্বারা আচ্ছন্ন, মহেন্দ্রের বজ্র-সদৃশ, ঋজুপর্ব্ব, সুতীক্ষ্ণ, এবং সরোষ ভুজগের ন্যায় এই সর্প-সদৃশ শর-সকল দ্বারা পর্ব্বতাকার বালী নিহত হইবে। সুগ্রীব আত্ম-হিতকর রামের বাক্য শুনিয়া, পরম প্রীত হইয়া বলিতে লাগিল,—হে নৃসিংহ বীর! আপনার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্য্যা লাভ করিব। হে নরদেব! আমার শত্রু অগ্রজ যাহাতে আর আমার হিংসা করিতে না পারে, আপনি তাহার বিধান করুন। এই রাম ও সুগ্রীবের প্রণয়-প্রসঙ্গ-সময়ে সীতা, বালী ও

১। হনুমান সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ঋষ্যমূকে আসিয়া পুনরায় ভিক্ষুকরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং সখ্যস্থাপনকালে সেই ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগ করে।

সখ্যস্থাপনও অগ্নি সাক্ষী করিয়া করিতে হয়, এবং উভয়ে উভয়ের উপকার করিব,অপকার করিব না,এইরূপ প্রতিজ্ঞা অগ্নিসমক্ষে করিতে হয়।

২। অবলীলাক্রমে একটিমাত্র বাণে বালীকে বধ করিবেন, এই মনে করিয়াই হাস্য করিয়াছিলেন।

রাক্ষসগণের পদ্ম, সুবর্ণ ও অনল তুল্য বাম নয়ন একবারে স্পন্দিত হইতে লাগিল।[৩] ২০-৩১

ষষ্ঠ সর্গ

অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার রামকে কহিতে লাগিল যে, এই আমার মন্ত্রিপ্রধান আপনার সেবক হনূমান্—আপনি যে নিমিত্ত বনে আসিয়া ভ্রাতার সহিত বাস করিতেছেন, তাহা আমাকে কহিয়াছে।[১] রাবণ-রাক্ষস আপনার ভার্য্যা জনকতনয়া সীতাকে হরণ করিয়াছে। তিনি আপনার ও লক্ষ্মণের বিরহে রোদন করিতেছিলেন। অনন্তর জটায়ু সীতা-হরণের বিরোধী হইলে, ছিদ্রান্বেষী রাক্ষস তাহাকে নিহত করিয়া ও সীতাকে হরণ-পূর্ব্বক আপনাকে ভার্য্যা-বিয়োগ-দুঃখ প্রদান করিয়াছে। যাহা হউক, অচিরকালমধ্যেই আমি আপনার ভার্য্যা-বিয়োগ-দুঃখের অবসান করিব। আমি ব্রহ্মার প্রণষ্টা শ্রুতির ন্যায় সীতাকে উদ্ধার করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিব সন্দেহ নাই।[২] রসাতলে অথবা নভঃস্থলেই অবস্থিতি করুক, আমি আপনার ভার্য্যাকে আনয়ন করিয়া আপনার নিকট সমর্পণ করিব সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র! আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্রের সহিত সুরগণ বা অসুরগণ কেহই তাঁহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না। আপনার ভার্য্যাকে বিষের ন্যায় জীর্ণ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে আনয়ন করিব, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি অনুমানে বোধ করিতেছি যে, দুষ্টচারী রাবণ যখন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই জনকতনয়া হইবেন। তখন তিনি রাম! রাম! ও লক্ষ্মণ! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি তখন রাবণের নিকট পন্নগরাজের বধূর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন। আমি ও আমার মন্ত্রিচতুষ্টয় শৈলতলে অবস্থিত ছিলাম দেখিয়া, তিনি আপন উত্তরীয় বস্ত্র ও উত্তম উত্তম আভরণ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সেই সকল আভরণাদি গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি সেই সমস্ত আনয়ন করিতেছি, আপনি তাহা অবলোকন করুন। ১-১২

অনন্তর রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন,—সখে! শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? রাম কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়-কামনায় শৈলকানন হইতে সত্বর গুহাপ্রবেশ করিল। বানরপতি সত্বর উত্তরীয় বস্ত্র ও সেই সকল আভরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক 'এই দেখুন' বলিয়া রামকে দেখাইল। রামচন্দ্র বসন ও আভরণ গ্রহণ করিয়া নীহার দ্বারা চন্দ্রমার ন্যায় বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন। সীতার স্নেহ-জনিত বাষ্পদ্বারা দূষিত হইয়া, হা প্রিয়ে! বলিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষিতি-তলে পতিত হইলেন। সেই উত্তম অলঙ্কার বহুবার হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিলস্থিত রোষিত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণকে পার্শ্বে অবলোকন করিয়া শোকাবেগে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, দেখ লক্ষ্মণ! সীতাকে যখন হরণ করে, তখন তিনি এই উত্তরীয় ও ভূষণ সকল ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হরণ-সময়ে সীতা হরিদ্বর্ণ ভূমিতলে এই ভূষণ সকল গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন; এই সকল ভূষণ সেইরূপই রহিয়াছে। রাম এইরূপ বলিলে,

---

৩। সীতার নয়ন পদ্ম-সদৃশ, বালীর নয়ন সুবর্ণ-সদৃশ, রাবণাদি রাক্ষসের অনল-তুল্য। নিমিত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, পুরুষের বামনেত্র-স্পন্দন অমঙ্গলসূচক এবং স্ত্রীগণের বামনেত্রস্পন্দন মঙ্গল সূচনা করে।

১। রাম বালীবধের প্রতিজ্ঞা করিলে, সুগ্রীবও রামের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এই কথা ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

২। মধুকৈটভ বেদ অপহরণ করিয়াছিল, ব্রহ্মার বেদ নষ্ট হইলে ভগবান বিষ্ণু মধু-কৈটভ-বধ করিয়া পুনরায় বেদ আহরণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আমি কেয়ূরদ্বয় ও কুণ্ডলদ্বয় জানি না, তাঁহার পাদবন্দন-হেতু নূপুরদ্বয় অবগত আছি। অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! কোন্ স্থানে উগ্ররূপী রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং সেই রাক্ষস কোথায় বাস করে, তাহা তুমি আমাকে বল। সেই রাক্ষসের নিমিত্তই আমার এই মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই সমস্ত রাক্ষসকেই বিনাশ করিব। সে জানকীকে হরণ করিয়া, আমার রোষ উদ্দীপিত করিয়া আপনার মৃত্যুদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। কপিপতে! যে রাক্ষস আমার প্রিয়তমা ভার্য্যার অবমাননা করিয়া বন হইতে অপহরণ করিয়াছে, তুমি সেই রাক্ষসের নাম কর, আমি সেই রিপুকে যমপুরী প্রেরণ করি। ১৩-২৭

সপ্তম সর্গ

বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের সেই কাতরোক্তি শ্রবণে কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্প-গদ্‌গদস্বরে কহিতে লাগিল, রামচন্দ্র! আমি সেই পাপমতি ও দুষ্কুল-জাত রাক্ষসের আলয় বা কুল, বিক্রম বা সামর্থ্য কিছুই জানি না।[১] কিন্তু হে অরিন্দম! আমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যাহাতে জানকীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আমি সর্ব্বথা যত্ন করিব। রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া, আপনার পুরুষত্ব বিস্তার-পূর্ব্বক আপনি যাহাতে সত্বর প্রীত ও সন্তুষ্ট হন, আমি তাহাই করিব। আপনি বিকল হইবেন না, আত্মগত ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনার তুল্য ব্যক্তিগণের এরূপ লঘুতা অবলম্বন করা উচিত হয় না। আমিও ভার্য্যাহরণ-জনিত মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি; তথাপি আমি ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোক অবলম্বন করি নাই। আমি অতি নীচ বানর-জাতি হইয়াও শোক করি নাই। আপনি মহাত্মা, বিনীত ও ধৈর্য্যবান্ মনুষ্য হইয়া যে ধৈর্য্য ত্যাগ ও শোক অবলম্বন করিবেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আপনি শোক-বিগলিত অশ্রুজল ধৈর্য্য-বল দ্বারা অবরোধ করুন, অগাধ সত্ত্বযুক্ত ব্যক্তি হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবেন না। ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিগণ মহৎ কষ্টকালে—অর্থকৃচ্ছ্র, কিম্বা জীবনান্তকর ভয় উপস্থিত হইলে, স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন, কখনই অবসন্ন হয়েন না। যে মূঢ় মানব নিত্যই বিকলতা আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় অবশ্যই শোকজলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই আমি আপনার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছি যে, আপনি প্রসন্ন হউন, পৌরুষ আশ্রয় করুন আর শোককে অন্তরে অবকাশ প্রদান না করিয়া তাহাকে দূরীভূত করুন। যে সকল ব্যক্তি শোকের অনুবর্ত্তন করে, তাহাদের সুখ হয় না, বরং তেজঃক্ষয় হয়; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। রাজেন্দ্র! অত্যন্ত শোকা-বলম্বী মানবগণের জীবনই সংশয়াপন্ন হয়; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আমি আপনাকে সখ্যভাবেই বলিতেছি; উপদেশ প্রদান করিতেছি না। আপনি আমার সখ্যভাবের সম্মাননা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের এইরূপ সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা অশ্রুপরিপূর্ণ আনন মার্জ্জিত করিলেন। লোকপ্রভু কাকুৎস্থ-কুলতিলক

১। সুগ্রীব যখন হনূমান, অঙ্গদ প্রভৃতিকে সীতান্বেষণার্থ পাঠায়, তখন সে লঙ্কা যে রাবণের দেশ, তাহা স্পষ্ট বলিয়াছে—"স হি দেশস্তু বধ্যস্তু রাবণস্তু দুরাত্মনঃ" সুতরাং রাবণের বাসস্থান জানিয়াও রামের নিকট না জানার কথা বলায় বুঝা যায়, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া বর্ত্তমানে কোন্ গুপ্ত স্থানে আছে, তাহা জানি না। বালীর সহিত রাবণের সখ্যস্থাপনা হইলে তাহার সংবাদ সুগ্রীব জানিত। দীর্ঘকাল ভ্রাতৃবিরোধে ঋষ্যমূকে অবরুদ্ধ থাকায় বর্ত্তমানের বিষয় সুগ্রীব জানে না, এবং যাহা জানেন, তাহা বলিলে ভার্য্যাবিরহকাতর রামের অনুরোধে তখনই সীতান্বেষণ অসম্ভব। ভ্রাতৃবিরোধের পরিসমাপ্তি না হইলে তাহার সেই স্থান হইতে নির্গত হওয়াও সম্ভবপর নহে—ইত্যাদি বিবেচনা করিয়াই সুগ্রীব এই কথা বলিয়াছে।

রামচন্দ্র সুগ্রীবের বচনে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং বানরবরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ১-১৬

হে সুগ্রীব! স্নেহযুক্ত হিতকর বয়স্যের যাহা অনুরূপ ও উপযুক্ত কর্ত্তব্য, তৎসমস্তই তুমি সম্পাদন করিয়াছ। তোমার অনুনয় দ্বারা আমি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলাম, বিশেষতঃ এই সময়ে তোমার সদৃশ বন্ধু একান্তই দুর্লভ। কিন্তু তুমি উগ্রতর দুরাত্মা রাবণের বিনাশে ও জনকজার অন্বেষণে একান্ত যত্নশীল হও। আমিও বিশ্বস্তচিত্তে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও তুমি আমাকে বল। বর্ষা-কালে সুক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় তোমাতে সকলই সফল হইতে পারে। আমিও অভিমানে তোমাকে যে বালীবধের কথা কহিয়াছি, তাহাই তুমি যথার্থ বলিয়া অবধারণ করিও। আমি পূর্ব্বে মিথ্যাবাক্য বলি নাই এবং কখনই বলিব না; আমি সত্যবাক্য দ্বারা তোমার নিকট শপথ করিলাম। অনন্তর সুগ্রীব রামের বাক্য শুনিয়া প্রধান প্রধান বানর-গণের সহিত বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞা করিল। এইরূপে একান্তে মিলিত হইয়া নর ও বানর উভয়ে আপন সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন। নৃপগণের অধীশ্বর মহানুভব রামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া বানরপ্রধান সুগ্রীব তাহার কার্য্য সম্পাদিত হইল, মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল। ১৭-২৫

অষ্টম সর্গ

রাম পরিতুষ্ট হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলে, সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বীরবর লক্ষ্মণাগ্রজ রাঘবকে বলিল, আমি সর্ব্বথা দেবতাদিগের অনুগৃহীত হইলাম; যেহেতু, আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তি আমার সখা হইলেন। হে বিমলাত্মন্! প্রভো! আপনি সহায় হইলে আমি সুররাজ্য গ্রহণেও সমর্থ, আমার স্বরাজ্য গ্রহণ ত অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে রাঘব! আমি যখন রঘুবংশীয় ব্যক্তির সহিত অগ্নি-সাক্ষিক সখ্য লাভ করিলাম, তখন অবশ্যই আমি স্বীয় বন্ধুগণের ও সুহৃদ্গণের প্রীতির পাত্র ও মাননীয় হইলাম, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাকেও আপনি অনুরূপ মিত্র বলিয়া ক্রমশঃ জানিবেন। আপনার নিকটে নিজের গুণ বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ। হে জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য! ভবৎসদৃশ কৃতবিদ্য মহাত্মাগণের প্রতি বয়স্যগণের যে নিশ্চলা প্রীতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধু বয়স্যগণ সাধু বয়স্যদিগের সুবর্ণ, রজত ও অন্যান্য উত্তম উত্তম আভরণাদি পরস্পর অবিভক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন। ধনাঢ্যই হউক বা দরিদ্রই হউক, দুঃখিতই হউক বা সুখিতই হউক, সদোষই হউক অথবা নির্দ্দোষই হউক, বয়স্য বয়স্যের পরম গতি হইয়া থাকে। হে অনঘ! পরস্পর একরূপ স্নেহ দেখিয়া বয়স্যের নিমিত্ত বয়স্য ধনত্যাগ, সুখত্যাগ ও দেশত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র উৎফুল্ল কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক বাসব-সদৃশ ধীমান্ লক্ষ্মণের সম্মুখে[১] প্রিয়দর্শন বানরকে কহিলেন। ১-১০

সখে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যে যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর তৎপরদিনে সুগ্রীব রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনে ভূমিতলে অবস্থিত দেখিয়া, চঞ্চলভাবে বনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তখন বানরবর দেখিতে পাইল, উত্তম পুষ্প ও অল্প-পত্রযুক্ত, ভ্রমরগণে সুশোভিত এক শালবৃক্ষ অদূরেই অবস্থিত রহিয়াছে। তাহার বহুপত্রবিশিষ্ট এক শাখা ভাঙ্গিয়া, রামের বসিবার

১। লক্ষ্মণের সম্মুখে এই কথা বলায় লক্ষ্মণের সহিত আমার যেরূপ মিত্রতা, তোমার সহিতও সেইরূপ মিত্রতা জানিবে, এইরূপ অর্থ সূচিত হইয়াছে।

নিমিত্ত আস্তৃত করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইল। সুগ্রীব ও রামকে উপবিষ্ট দেখিয়া, হনুমান্‌ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত শালশাখা দ্বারা বসিবার আসন প্রস্তুত করিয়া দিল। সুপ্রসন্ন সাগরের ন্যায় রামচন্দ্র শালপুষ্প-পরিপূর্ণ সেই গিরিবরে সুখে উপবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া সুমধুর হিতকর বাক্য দ্বারা প্রণয়ে ও হর্ষভরে ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—আমি ভ্রাতা দ্বারা অপকারপ্রাপ্ত, হৃতভার্য্য ও ভয়ে কাতর হইয়া এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছি। বালী আমার সহিত বৈরতা করিয়াছে, আমি ভয়ে ত্রস্ত ও হতচেতন হইয়াছি। হে সর্ব্বলোকাভয়প্রদ! আমি বালীর ভয়ে একান্ত কাতর ও অনাথ, আমার প্রতি আপনি প্রসাদ বিতরণ করুন। এইরূপে উক্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মবৎসল, তেজস্বী রাম হাস্য করিয়াই যেন সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন। ১১-২০

উপকার করিলেই মিত্র এবং অপকার করিলেই শত্রু হয়। তোমাকে বলিতেছি যে, অদ্যই তোমার ভার্য্যাপহারী সেই বালীকে বিনাশ করিব। মহাভাগ! এই দেখ, আমার শর সকল কার্ত্তিকেয়-বন হইতে উদ্ভূত, হেম-বিভূষিত, সুতীক্ষ্ণ, কঙ্কপত্রাচ্ছন্ন, মহেন্দ্রের বজ্রতুল্য, সুপর্ব্বা, তীক্ষ্ণাগ্র এবং সরোষ সর্পের ন্যায়। তোমার ভার্য্যাপহারী, পাপিষ্ঠ, শত্রু, ভ্রাতা বালীকে আমি এই শর দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় পাতিত করিয়া নিধন করিব অবলোকন কর। বাহিনীপতি সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া, অতুল হর্ষ লাভ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া রামের প্রশংসা করিল। রাম! আমি শোকে অভিভূত, আপনি শোক-পীড়িত ব্যক্তিগণের গতি; আপনি বয়স্য বলিয়া আপনার নিকট আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আপনি পাণি প্রদান-পূর্ব্বক অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাকে মিত্র করিয়াছেন, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রাণতুল্য প্রিয় সম্মত। বিশ্বস্ত বয়স্য বলিয়া আমি আপনাকে সমস্তই কহিতেছি, তদ্দ্বারা আমার মনোদুঃখ অনেক লঘু হইয়া আসিতেছে। এইরূপ বলিতে বলিতে সুগ্রীবের নেত্র অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার বাক্য বাষ্প দ্বারা দূষিত হওয়াতে আর উচ্চৈঃস্বরে কহিতে পারিল না। বানররাজ সুগ্রীব রামের নিকট নদীবেগের ন্যায় আগত বাষ্পবেগ সহসা ধৈর্য্য দ্বারা ধারণ করিল। তেজস্বী বানর বাষ্পবেগ নিগৃহীত করিয়া, নয়নদ্বয় মার্জ্জনা-পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিল। ২১-৩১

রাম! পূর্ব্বে বলবান্ বালী আমাকে স্বকীয় রাজ্যচ্যুত করিয়া, পরুষ বচন শুনাইয়া দূরীভূত করিয়াছে। আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা ভার্য্যা হরণ করিয়া আমার সমস্ত সুহৃদ্‌বর্গকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। হে রাঘব! সেই দুষ্টাত্মা আমার বিনাশের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছে, তৎপ্রেরিত সমস্ত বানরকেই আমি নিহত করিয়াছি। আমি সেই হেতু আপনাকে দেখিয়া, শঙ্কাপ্রযুক্ত আপনার নিকট গমনে ভীত হইয়াছিলাম; যে হেতু সকল ব্যক্তিই ভয়স্থানে ভীত হইয়া থাকে। কেবল হনুমান্ প্রভৃতি বানরবর্গ আমার সহায় আছে, তাহাতেই আমি অতিশয় কষ্টে পড়িয়াও প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই স্নেহান্বিত কপিগণ আমাকে চারিদিকেই রক্ষা করে, আমি থাকিলে উহারাও অবস্থিতি করে এবং গন্তব্য স্থানে গেলে উহারাও গমন করিয়া থাকে। রামচন্দ্র! বিস্তর বাক্যে প্রয়োজন নাই, সমস্তই সংক্ষেপে কহিলাম। আমার শত্রু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর পৌরুষ অত্যন্ত বিখ্যাত; তাহার বিনাশে আমার দুঃখ বিনষ্ট হইবে, তাহার বিনাশ হইলেই আমার সুখ এবং জীবনের আশা সঞ্চারিত হইতে পারে। এই আমি শোকার্দ্দিত হইয়া আমার শোকের বিনাশ-কথা নিবেদন করিলাম। দুঃখিত বা সুখিতই হউক, সখাই সখার গতি হইয়া থাকে। সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন, বালীর সহিত তোমার বৈরভাব কি নিমিত্ত সংঘটিত

হইল? তাহা আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বানরবর! তোমার বৈরভাবের কারণ শ্রবণ করিয়া, বলাবল অবধারণ-পূর্ব্বক অনন্তর কর্ত্তব্যের বিধান করিব।[২] তোমার অবমাননা শুনিয়া, আমার অমর্ষ বলবান্ হইয়া হৃদয়কম্পনকারী বর্ষাকালের বারিবেগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি যে পর্য্যন্ত শরাসন উদ্যত না করিতেছি, তুমি তাবৎ হৃষ্টচিত্তে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর; আমি যখনই বাণ বিসর্জ্জন করিব, তখনই তোমার রিপু নিরস্ত হইবে সন্দেহ নাই। মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সুগ্রীব আপনার চারি সচিবের সহিত অতুল হর্ষ লাভ করিল। অনন্তর সুগ্রীব প্রসন্নবদনে রামচন্দ্রকে বালীর সহিত বৈরভাবের কারণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। ৩২-৪৬

—

নবম সর্গ

বালী নামে শত্রুবিনাশকারী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার এবং তখন আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।[১] পিতার মৃত্যু হইলে, এই বালীকে জ্যেষ্ঠপুত্র বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কপিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পিতৃপৈতামহ রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকট দাসের ন্যায় প্রণত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মায়াবী নামে তেজস্বী ময়দানবের পুত্র ছিল।[২] তাহার সহিত স্ত্রী নিমিত্ত বালীর শত্রুতা ঘটিয়াছিল। সেই মায়াবী রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে, কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে আসিয়া বালীকে রণে আহ্বান করিল। আমার ভ্রাতা নিদ্রিত ছিলেন, তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, বেগে বহির্গত হইলেন। তিনি নির্গত হইয়া ক্রোধবশে সেই অসুরবরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎপরে সমস্ত স্ত্রীগণ এবং আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। মহাবল বালী কাহারও কথা না শুনিয়া বেগে নির্গত হইলেন। সে আমার ভ্রাতা বালীকে ও আমাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সে ত্রস্ত হইয়া ধাবমান হইলে, আমরা দুই জনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। তখন সে ধরণীর তৃণাবৃত এক দুর্গম মহৎ বিবরে প্রবেশ করিল; আমরা সেই স্থানে অবস্থিত হইলাম। সেই রিপুকে বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, বালী ক্রোধবশে বিরতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়া যাবৎ ফিরিয়া না আসি, তুমি তাবৎ এই স্থানে অবস্থিতি কর। আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুবধের নিমিত্ত বিবর-মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তিনি স্বীয় পদের শপথ করাইয়া ও একসঙ্গে বিবরে প্রবেশ করিতে নিবারণ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিলে প্রবেশ করিলে পর সম্বৎসরের অধিক কাল বিগত হইল; আমি সেই বিলদ্বারে তাবৎকাল অবস্থিত রহিলাম। তখন আমি তাঁহাকে বিনষ্ট বিবেচনা করিয়া, স্নেহবশে অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে

২। বৈরভাবের কারণ শুনিয়া ও তোমাদের বলাবল শুনিয়া পরে বিবেচনা-পূর্ব্বক যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাদৃশ কার্য্য করিব। বালীকে বধ করা অপরিহার্য্য হইলে তাহাই করিব, নতুবা অন্যরূপে যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাই করিব, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

১। বালী ও সুগ্রীব ক্ষেত্রজ পুত্র; এক মাতার পৃথক্ পিতার সন্তান। মাতার একত্ব নিবন্ধন ভ্রাতৃত্ব, বালী ইন্দ্রের, সুগ্রীব সূর্য্যের ঔরসজাত। পিতার মৃত্যু হইলে এই পিতৃশব্দে ঋক্ষরজাকে বুঝাইয়াছে, ইনিই পিতা ও মাতা।

২। মূলে 'মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বজো দুন্দুভেঃ সুতঃ' এইরূপ আছে, ইহার অর্থ—দুন্দুভির পূর্ব্বজ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মায়াবী নামে ময়ের পুত্র ছিল, এইরূপ বলিতে হইবে, নতুবা উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত ময়ের উক্তিতে আছে—'মায়াবী প্রথমস্তাত দুন্দুভিস্তদনন্তরম্' এই কথা সঙ্গত হয় না। এই ইতিহাস কোন পুরাণে আছে বলিয়া জানা যায় না।

লাগিলাম। অনন্তর দীর্ঘকালের পর সেই বিলদ্বার দিয়া ফেন সহিত রুধির নির্গত হইতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তখন গর্জ্জনকারী অসুরগণের ঘোর শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইল; কিন্তু সংগ্রামনিরত বালীর কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। আমি চিহ্ন দ্বারা বালী নিহত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, পর্ব্বতাকার শিলা দ্বারা সেই বিলদ্বার রোধ করিয়া, শোকার্ত্ত-চিত্তে তাঁহার উদকক্রিয়া করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলাম। সেই বালীবধ-বার্ত্তা গোপন করিলেও মন্ত্রিগণ তাহা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আমি যথান্যায়ে রাজ্যশাসন করিতেছিলাম; এমত সময়ে বালী, সেই রিপু মায়াবী দানবকে সংহার করিয়া আগমন করিলেন। আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি আমার মন্ত্রিবর্গকে নিহত করিয়া, ক্রোধভরে পরুষবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও আমি অগ্রজ ও পূজ্য বলিয়া তাঁহাকে কোন কথাই বলিলাম না।[৩] তখন তিনি শত্রু সংহার করিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি সেই মহাত্মাকে সম্মান-পূর্ব্বক পাদগ্রহণে প্রণাম করিলাম; কিন্তু তিনি প্রহৃষ্ট-চিত্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি বার বার পাদতলে মুকুট সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলাম; কিন্তু বালী ক্রোধবশে আমার প্রতি কোনরূপেই প্রসন্ন হইলেন না। ১-২৬

—

৩। আমি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও ভ্রাতৃগৌরব স্মরণ করিয়া সেই উৎকৃত নিগ্রহ সহ্য করিলাম, বালীকে কোনরূপ অসম্মানজনক বাক্যও বলিলাম না, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ।

দশম সর্গ

তদনন্তর আমি হিত-কামনায় ক্রোধভরে উপবিষ্ট ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলাম, হে অনাথনন্দন! আপনি ভাগ্যবশে শত্রু সংহার করিয়া কুশলে আগমন করিয়াছেন। আমি অনাথ, আপনিই আমার এক-মাত্র ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্যমান বহু শলাকাযুক্ত ছত্র ও ব্যজন যাহা আমি ধারণ করিয়াছিলাম, উহা আপনি গ্রহণ করুন। নৃপবর! আমি কাতর হইয়া সেই বিলদ্বারে অবস্থিত ছিলাম, বিল হইতে সমুত্থিত শোণিত অবলোকন করিয়া, শোক ও উদ্বেগে আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন আমি শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার নিরোধ করিয়া, সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলাম। মন্ত্রিগণ ও পৌরবর্গ আমাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া, আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল; কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা ছিল না। যাহা হউক, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনিই পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানার্হ রাজা এবং আমি আপনার পূর্ব্বের ন্যায় সেবকই আছি। আপনার বিরহেই অমাত্যবর্গ আমাকে রাজপদে নিয়োগ করিয়াছিল। অমাত্য ও পৌরবর্গ-সমেত এই নগর এবং শত্রুশূন্য এই কপিরাজ্য যাহা ন্যাসস্বরূপ আমার নিকট এত দিন ছিল, উহা আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। হে শত্রু-নিসূদন সৌম্য! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি রোষ করিবেন না। পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ বল-পূর্ব্বক আমাকে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, অন্য কোন শত্রু আপনার অবর্ত্তমানে এই রাজ্য জয় করিতে না পারে। আমি স্নেহবশে এইরূপ বলিলে বালী ক্রোধবশে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া 'তোমাকে ধিক্! তোমাকে ধিক্!' বহুবার এইরূপ বলিতে

লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত প্রজা ও মন্ত্রিগণকে আনয়ন করিয়া, সুহৃদ্‌গণের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন,—১-১২

তোমরা সকলেই অবগত আছ যে, পূর্ব্বে মায়াবী নামে মহাসুর ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া, রাত্রি-যোগে আমাকে আহ্বান করিয়াছিল। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া আমি রাজ-গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম; আমার এই নিদারুণ ভ্রাতাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। আমাদিগকে আগত দেখিয়া, সেই মহাবল অসুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। সে বেগে ধাবমান হইয়া অতি বৃহৎ বিলমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে মহাবিলে প্রবিষ্ট দেখিয়া, আমি এই ক্রূর ভ্রাতাকে বলিলাম, এই অসুরকে নিহত না করিয়া এই স্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় যাইবার শক্তি আমার নাই। সুতরাং যাবৎ পর্য্যন্ত না ইহাকে আমি নিহত করি, তুমি তাবৎকাল এই বিল দ্বারে প্রতীক্ষা কর। এই সুগ্রীব বিল-দ্বারে অবস্থিত রহিল জানিয়া, আমি সেই দুর্গম বিলে প্রবিষ্ট হইলাম। আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সম্বৎসর বিগত করিলাম। পরিশেষে আমি সেই ভয়াবহ শত্রুকে দেখিতে পাইয়া সমস্ত বন্ধুগণের সহিত তাহাকে নিহত করিলাম। সে যখন ভূমিতলে পতিত হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তখন তাহার মুখ হইতে নির্গত রুধির-প্রবাহে সেই বিবর পূর্ণ হইয়াছিল। সেই বিক্রান্ত শত্রুকে বিনাশ করিয়া যখন সুখে বহির্গত হইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে, বিলের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে।[১] আমি, 'সুগ্রীব! সুগ্রীব!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম; তখন কিছুই প্রত্যুত্তর না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পরে আমি বহুতর পদাঘাত দ্বারা সেই শৈল অপসারিত করিয়া, তদ্দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরে আগমন করিলাম। সুগ্রীব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ বিস্মৃত হইয়া আমার রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। বানররাজ নির্ভয় বালী এইরূপ বলিয়া একমাত্র বস্ত্র দিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। ১৩-২৬

হে রাঘব! আমি বালী কর্ত্তৃক হৃতদার ও তাড়িত হইয়া তাঁহার ভয়ে বনার্ণব-সমন্বিত এই পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি ভার্য্যা-হরণদুঃখে একান্ত দুঃখিত হইয়া, মতঙ্গশাপে বালীর দুষ্প্রবেশ্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইলাম। হে রাঘব! এই আমি আপনার নিকট বালীর সহিত বৈরতার কারণ সমস্তই বর্ণনা করিলাম; তাহাতে আমি বিনা অপরাধেই এইরূপ মহৎ কষ্ট অনুভব করিতেছি। হে সর্ব্বলোকাভয়প্রদ! বালীর নিগ্রহ করিয়া তাহার ভয়ে ভীত ও কাতর আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সেই তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, সেই ধর্ম্মসংযুক্ত বচন শ্রবণ-পূর্ব্বক হাস্য করিয়াই যেন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—সুগ্রীব! আমার এই নিশিত সূর্য্য-সদৃশ অমোঘ শর সকল বালীর উপর নিপাতিত হইবে। আমি যে পর্য্যন্ত তোমার ভার্য্যাপহারী সেই বালীর দর্শন না পাইতেছি, তাবৎ সেই চারিত্র-দূষক পাপাত্মা জীবিত থাকিবে।[২] আমি আত্মানুমানে দেখিতেছি যে, তুমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। আমি তোমাকে এই শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করিব, তুমি পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিতে পারিবে। রামের সেই হর্ষ ও পৌরুষ-বর্দ্ধক বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া, মহদর্থবিশিষ্ট বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। ২৭-৩৫

১। গোবিন্দরাজ-সম্মত পাঠ এইরূপ—

'সুদন্নিষা তু তং শত্রুং বিক্রান্তং দুন্দুভেঃ সুতম্' এইরূপ থাকিলে পূর্ব্বে যে ময়পুত্র মায়াবী বলা হইয়াছে, উহার বিরোধ হয়; সুতরাং এই পাঠ প্রামাণিক নয়, অথবা এই মায়াবী ময়-পুত্র নহে—দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়-পুত্র হইতে ভিন্ন।

২। চারিত্র-দূষক—মর্য্যাদাবিঘাতক। নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ জ্ঞান থাকিতে জীবিত ভ্রাতার ভার্য্যাপহরণ করায় বালী চারিত্র-দূষক।

একাদশ সর্গ[১]

রামচন্দ্রের হর্ষ ও পুরুষার্থ-বর্দ্ধনকর সেই বাক্য শুনিয়া, সুগ্রীব তাঁহার পূজা ও প্রশংসা করিয়াছিল। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া, নিশিত প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মচ্ছেদী শর দ্বারা নিশ্চিতই প্রলয়কালের ভাস্করের ন্যায় সমস্ত লোক দহন করিতে পারেন। আপনি বালীর পৌরুষ, ধৈর্য্য ও বীর্য্য আমার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া, পরে কর্ত্তব্য-বিধান করুন। বালী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উঠিয়া পশ্চিম-সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে উত্তর-সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত হন না।[২] সেই বীর্য্যবান্ বালী শৈল সকলের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া, শিখর সকল উৎপাটন-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া পুনর্ব্বার করে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালী স্বীয় বল প্রকাশ করিয়া, বনস্থিত সারবান্ বহুতর বৃক্ষ বেগে ভগ্ন করিয়া ফেলেন। কৈলাসশিখর-সদৃশ দুন্দুভি নামক বীর্য্যবান্ মহিষ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। বীর্য্যমদে মত্ত এবং বরলাভে মোহিত হইয়া সেই মহাকায় দুন্দুভি সমুদ্রের নিকট গমন করিল। রত্নাকর সমুদ্রের ঊর্ম্মিসমূহ অতিক্রম করিয়া সাগরকে কহিল, তুমি আমাকে যুদ্ধ দান কর। হে রাজন্! তদনন্তর মহাবল ধর্ম্মাত্মা সমুদ্র উত্থিত হইয়া সেই বলোন্মত্ত কাল-প্রেরিত অসুরকে কহিলেন। ১-১০

হে যুদ্ধবিশারদ! তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সামর্থ্য নাই। যে ব্যক্তি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমবান্ নামে বিখ্যাত, তপস্বীদিগের আশ্রয়, মহেশ্বরের শ্বশুর, মহাবীর এক শৈলরাজ অবস্থিত আছে, তাহাতে বহুতর প্রস্রবণ, বহুতর কন্দর ও নির্ঝর বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই গিরিবরই যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। সেই অসুর-সত্তম সমুদ্রকে ভীত জানিয়া ধনুর্নির্ম্মুক্ত বিশিখের ন্যায় সত্বর হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল। তদনন্তর সেই গিরির ঐরাবত তুল্য শ্বেত শিলা সকল ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া, দুন্দুভি সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্বেত জলধর-তুল্য, সৌম্য, প্রীতিপ্রদ আকৃতি-বিশিষ্ট হিমবান্ স্বীয় শিখরে অবস্থিত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন,—হে ধর্ম্মবৎসল দুন্দুভে! তুমি আমাকে ক্লেশ দিও না; আমি রণকার্য্যে অকুশল, এবং তপস্বিগণের আশ্রয়স্থল। ধীমান্ গিরিরাজের সেই বাক্য শুনিয়া, দুন্দুভি ক্রোধ-লোহিত-লোচন হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল,—যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধে অসমর্থ এবং আমার ভয়ে উদ্যম-বিহীন, তবে আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমার সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাকে তুমি বলিয়া দাও। বাক্য-বিশারদ ধর্ম্মাত্মা হিমাচল তাহার বাক্য শুনিয়া, যাহার কথা কেহ বলে নাই, তাহার কথা সেই ক্রোধোন্মত্ত অসুরকে বলিলেন,— ১১-২০

হে মহাপ্রাজ্ঞ! বালী নামে ইন্দ্রের পুত্র প্রতাপবান্ বানর অতুলপ্রভা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বাস করিয়া থাকেন। সেই মহাপ্রাজ্ঞ বালী তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। তিনি নমুচির সহিত বাসবের ন্যায় তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিবেন। তুমি যদি যুদ্ধ বাসনা কর, তবে শীঘ্রই তাঁহার নিকট গমন কর; তিনি সমর-কর্ম্মে শূর এবং অতিশয়

১। একাদশ সর্গে—রাম বালীবধে সমর্থ কি না? ইহা বুঝিবার জন্য বালীর অসীম বলের কথা সুগ্রীব রামের নিকট বলিয়াছেন।

২। উত্তরকাণ্ডে তার বানরের উক্তিতে এই কথা বিস্পষ্ট আছে,—

'চতুর্ভ্যোঽপি সমুদ্রেভ্যঃ সন্ধ্যা মন্বাস্য রাবণ।
ইমং মুহূর্ত্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্ত্তকম্॥'

চারিটি সমুদ্রে এককালীন সন্ধ্যা করার কথায় স্নান, আচমন, অর্ঘদান, জপ প্রভৃতি এক এক কার্য্য এক এক সমুদ্রে করিত, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই কথা দ্বারা উত্তরকাল বুঝা যায়—আরম্ভকাল ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত।

তেজস্বী। দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং সত্বর বালীর নগরী কিষ্কিন্ধ্যাতে গমন করিল। সেই অসুর বর্ষাকালে নভস্তলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ভয়াবহ মহিষরূপ ধারণ করিল। অনন্তর মহাবল দুন্দুভি কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে আগমন করিয়া দুন্দুভির ন্যায় ভূমিতল কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সে দর্পভরে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সমীপস্থ বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিয়া এবং খুর দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া, দন্তাগ্র দ্বারা কিষ্কিন্ধ্যার দ্বার ভেদ করিতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃপুরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি সেই শব্দ সহিতে না পারিয়া তারাগণের সহিত চন্দ্রমার ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত বহির্গত হইলেন। সমস্ত বনচারিগণের এবং বানরগণের অধীশ্বর বালী সেই দুন্দুভিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—২১-২৯

হে মহাবল দুন্দুভে! তুমি কি নিমিত্ত এই নগর-দ্বার রুদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতেছ? তুমি আমার বল অবগত আছ; অতএব এক্ষণে প্রাণ রক্ষা কর। বানরবরের সেই বাক্য শুনিয়া, দুন্দুভি ক্রোধরক্ত-লোচন হইয়া বালীকে বলিতে আরম্ভ কহিল,—হে বীর! তুমি আপনার স্ত্রীগণের নিকটেই এরূপ বাক্য বলিতেছ, অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর; তৎপরে তোমার বল জানা যাইবে। অথবা আমি অদ্য রাত্রিকালে ক্রোধ সম্বরণ করি, তুমি উদয়কাল পর্য্যন্ত কামভোগে আসক্ত হইয়া রজনী যাপন কর এবং বানরদিগকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিদান এবং সুহৃদ্-গণের আমন্ত্রণ কর।[৩] কিষ্কিন্ধ্যার চারিদিক্ দর্শন করিয়া লও, এবং কাহাকেও রাজা কর। স্ত্রীগণের সহিত বিহার করিয়া লও; যে হেতু, আমি তোমার দর্প বিনাশ করিব। যে ব্যক্তি মত্ত, প্রমত্ত, ভগ্ন, আয়ুধ-রহিত, কৃশ এবং তোমার ন্যায় মদ-মোহিত ব্যক্তিকে হনন করে, সে ভ্রূণহত্যাপাপে পাপী হয়। সেই বালী হাস্য করিয়া, ক্রোধভরে সেই মন্দমতি অসুরবরকে বলিল, এই আমি তারা প্রভৃতি স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিলাম। যদি তুমি সংগ্রামে নির্ভয় হও, তবে আমাকে মদমত্ত বিবেচনা করিও না। এই সমরে বীরপনাকেই মদ বলিয়া সমর্থন কর। সেই অসুরকে এইরূপ বলিয়া বালী নিজ পিতা ইন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রদত্ত জয়প্রদ কাঞ্চনময় মালা গলে নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগিল। কপিবর বালী সেই পর্ব্বত তুল্য দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক ঘোরতর শব্দ করিয়া তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বালী দুন্দুভিকে পাতিত করিয়া সিংহনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার কর্ণযুগল হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পরস্পর জয়াভিলাষী বালী ও দুন্দুভির ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালী মুষ্টি, জানু, পাদ, শিলা ও পাদপাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে বানর ও অসুরের যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে অসুর হীনবল হইতে লাগিল এবং বালীর বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালী দুন্দুভিকে ধরিয়া ধরণীতলে পাতিত করিল; সেই প্রাণবিনাশক যুদ্ধে দুন্দুভি বালী কর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট হইল। দুন্দুভির চক্ষু-কর্ণাদি হইতে বহুতর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সেই মহাবাহু অসুর ভূমিতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ৩০-৪৬

বালী সেই গতপ্রাণ ও বিগতচেতন অসুরকে বাহুযুগল দ্বারা তুলিয়া, একবারে একযোজন অন্তরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে যখন বেগে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন তাহার মুখ হইতে রুধিরবিন্দু সকল পবন দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া, মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হইল। হে মহাভাগ! মুনিবর মতঙ্গ তথায় রক্তবিন্দু সকল পতিত হইল দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে,

৩। স্ত্রীজন-মধ্যস্থিত ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করা অন্যায়, এই কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিল, অথবা আমার সহিত যুদ্ধের পর আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলন অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের সহিত দেখা করিয়া আগমন কর, ইহাই দুন্দুভির বলার তাৎপর্য্য।

এই ব্যক্তি কে, যে দুরাত্মা আমাকে শোণিতাক্ত করিল? সেই দুর্ব্বুদ্ধি, মূঢ় ও অজ্ঞান ব্যক্তি কে? এই বলিয়া সেই মুনিবর বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, একটা পর্ব্বতাকার মহিষ গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তপোবলে জানিলেন, এক বানর এই কার্য্য করিয়াছে। তখন তিনি ক্ষেপণকর্ত্তা বানরকে শাপ দিলেন, যে বানর আমার আশ্রিত এই বন রুধিরস্রাব দ্বারা দূষিত করিয়াছে, সে এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না; প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অসুরদেহক্ষেপণ করিয়া যে আমার আশ্রমস্থিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়াছে, সে যদি আমার আশ্রমের চারিদিকে এক যোজন স্থানে আগমন করে, তবে সে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। উহার সহচর বা সচিব যে কেহ আমার বন আশ্রয় করিবে, তাহারও প্রাণ বিনষ্ট হইবে। তাহারা এখানে বাস করিতে পাইবে না; তাহারা আমার বাক্য শুনিয়া অন্যত্র বাস করুক। যদি তাহারা বাস করে, তবে তাহাদিগকেও এই শাপ দান করিব। অদ্যকার দিবস আমার শাপদানের কাল;[৪] প্রভাতে আমি বালীর যে লোককে দর্শন করিব, সে বহু সহস্র বৎসর শৈল হইয়া থাকিবে। ৪৭-৫৮

তদনন্তর বানর সকল মুনির সেই বাক্য শুনিয়া সে স্থান হইতে নির্গত হইল দেখিয়া বালী বলিল,—মতঙ্গবনবাসী সকলেই তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে? বনবাসী সকলের কুশল ত? তাহারা সকলেই সুবর্ণমালাধারী বালীকে, বালীর প্রতি মুনির শাপ ও কারণ সমস্ত কীর্ত্তন করিল। বালী বানরগণের বাক্য শুনিয়া মহর্ষির নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া শাপমুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহর্ষি তাহার বাক্যে অনাদর করিয়া, আপন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বালী শাপভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নরেশ্বর! পরে বালী শাপভয়ে ভীত হইয়া, মহাগিরি ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রামচন্দ্র! এই বনে তাহার প্রবেশ হইবে না জানিয়া, আমি বিষাদ-বর্জ্জিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত এই স্থানে বাস করিতেছি। এই দেখুন, সেই মদোন্মত্ত গতপ্রাণ মহাসুর দুন্দুভির গিরিশিখর-তুল্য মহৎ অস্থিরাশি নিপতিত রহিয়াছে। এই শাখাযুক্ত বিশাল মূল ও স্কন্ধবিশিষ্ট সপ্ত শালবৃক্ষ সকলকে বালী একবারে নিষ্পত্র করিতে চেষ্টা করিত।[৫] নৃপবর! এই আমি বালীর অসম অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় বর্ণন করিলাম। আপনি সেই বালীকে সমরে বধ করিতে কিরূপে সমর্থ হইবেন? সুগ্রীব এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম কোন্ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে তুমি বালী-বধে বিশ্বাস করিতে পার? সুগ্রীব কহিল, পূর্ব্বে বালী এই সপ্ত শালতরুকে এককালে বিদ্ধ করিতেন। রামচন্দ্র যদি এক বাণ দ্বারা ইহার একমাত্র শালতরু বিদ্ধ করিতে পারেন, তবে আমি রামের বিক্রম দেখিয়া, বালীকে নিহত বিবেচনা করিতে পারি। আর সেই নিহত মহিষের এই অস্থি সকল যদি একপদ দ্বারা উত্তোলন-পূর্ব্বক সত্বর দুই শত ধনু দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তবে আমি বালীকে নিহত বিবেচনা করিব।[৬] রক্তবর্ণলোচন-প্রান্তশালী সুগ্রীব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া, রাম বালীকে বধ করিতে পারিবেন কি না, এইরূপ চিন্তা করিয়া, পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে কহিলেন,—৫৯-৭৩

৪। এই অভিশাপের মর্য্যাদাকাল অদ্যকার দিন, অর্থাৎ আগামী কল্য হইতে এই শাপের কার্য্য আরম্ভ হইবে। যে কল্য এ স্থানে প্রবেশ করিবে, বা যাহারা বালী-পক্ষীয় এ বনে বাস করে, তাহারা যদি অদ্যই এই স্থান পরিত্যাগ না করে, তবে তাহারা শাপের বিষয়ীভূত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

৫। এই বাক্য দ্বারা বায়ু হইতেও বালীর অধিক বল ছিল, এই কথা বলা হইয়াছে, কারণ, বায়ু যুগপৎ কোন বৃক্ষকেই নিষ্পত্র করিতে পারেন না। বালী সাতটি প্রকাণ্ডকায় শালবৃক্ষকে নিজ বলে নিষ্পত্র করিত। ইহা সকলেই জানেন যে, বায়ু আর্দ্র পত্র সকলকে যুগপৎ পাতিত করিতে পারেন না, ইহাই লোকে দৃষ্ট হয়।

৬। ৪হস্তে এক ধনুঃ, দুই শত ধনু ৮শত হস্ত। "কিস্তুঃ তাদবটো হস্তশ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলঃ। চতুর্হস্তো ধনুর্দণ্ডো ধনুর্দ্ধস্তরং যুগম।" ইতি বৈজয়ন্তী।

শূরবর বালী বীরবর ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেই অভিলাষ করেন, তাঁহার বলবীর্য্য লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি অত্যন্ত বলবান্ এবং যুদ্ধে অপরাজিত। তাঁহার কার্য্য সকল দেবগণেরও দুষ্কর দৃষ্ট হয়। সেই সকল চিন্তা করিয়া, ঋষ্যমূকে অবস্থিতি করিয়াও অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত থাকি। সেই অজেয়, অধৃষ্য, বানরেন্দ্র বালীকে চিন্তা করিয়া, আমি ঋষ্যমূক পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমি হনুমান্ প্রভৃতি অনুরক্ত অমাত্যগণের সহিত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া, এই মহাবনে বিচরণ করিতেছি। হে মিত্রবৎসল পুরুষবর! আপনি শ্লাঘনীয় উত্তম মিত্র, ইহা জানিয়া, হিমালয়ের ন্যায় সারবিশিষ্ট আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। হে রাঘব! আমি সেই বলশালী দুষ্ট ভ্রাতার বল অবগত আছি, কিন্তু সমরে যে আপনার বীর্য্য কিরূপ, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।[৭] আমি আপনাকে বালীর সহিত তুলনা করিতেছি না, অবমাননা করিতেছি না, ভয় দেখাইতেছি না; কিন্তু তাঁহার ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। রাঘব! আপনার বালী-বধ-বিষয়ক বাক্য বিশ্বাস্য; ধৈর্য্য ও আকৃতিই আপনার বীর্য্যশালিতার প্রমাণ; ঐ সকলই ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় আপনার তেজ সূচনা করিতেছে। রামচন্দ্র মহাত্মা সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বানরেন্দ্র! যদি আমার বিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি সত্বর যুদ্ধ-বিষয়ক তোমার উত্তম প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছি। ৭৪-৮৩

লক্ষ্মণাগ্রজ রাঘব এইরূপ বলিয়া, সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করিয়া, পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুন্দুভির পরিশুষ্ক মহৎকায় তুলিয়া, দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব সেই অসুরদেহ ক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া, বানরগণের এবং লক্ষ্মণের অগ্রে দীপ্তিমান্ ভাস্করের ন্যায় অবস্থিত রামকে পুনর্ব্বার এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিল,—সখে! পূর্ব্বে এই দেহ আর্দ্র, মাংসযুক্ত ছিল; পরিশ্রান্ত বালী সেই দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! এই দেহ সম্প্রতি মাংসহীন, লঘু ও তৃণতুল্য, তাহা আপনি হর্ষযুক্ত হইয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন। হে রাঘব! ইহা দ্বারা কাহার বল অধিক, তাহা জানিতে পারিলাম না; কারণ, আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তুর ভারের মহৎ অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার এবং আপনার বলপরিজ্ঞান বিষয়ে সংশয় রহিল। যাহা হউক, এই এক শালবৃক্ষ ভগ্ন করিলে বলাবল ব্যক্ত হইতে পারিবে। আপনি এই হস্তিহস্তের ন্যায় শরাসনে গুণারোপণ করিয়া, আকর্ণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক মহাশর নিক্ষেপ করুন। আপনার নিক্ষিপ্ত শর নিশ্চয়ই এই শালতরু ভেদ করিবে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিচারে প্রয়োজন নাই; যে হেতু, আপনি শপথ-পূর্ব্বক মিত্রতা বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। যেমন তেজঃসমূহের মধ্যে দিবাকর, যেমন মহাচল-সমূহের মধ্যে হিমবান্, যেমন চতুষ্পদগণের মধ্যে কেশরী, সেইরূপ আপনিও নরগণের মধ্যে বিক্রমবিষয়ে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮৪-৯৩

দ্বাদশ সর্গ

সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া, মহাতেজা রামচন্দ্র ধনুর্গ্রহণ করিলেন। মানপ্রদ রাম সেই ঘোরতর ধনু ও একটি শর গ্রহণ-পূর্ব্বক শব্দ দ্বারা দিক্ পূরিত করিয়া, শালতরু উদ্দেশে সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণের ন্যায় পরিষ্কৃত সেই শর বলবান্ রাম-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া, সপ্ততালতরু এবং গিরিপ্রস্থ ভেদ করিয়া

৭। যদি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক, তবে বালীর ভয় পরিত্যাগ কর, ইহার উত্তরে সুগ্রীব বলিতেছে, বালীর বল জ্ঞাত আছি, তোমার বল জ্ঞাত নহি, সুতরাং আমি ভীতভাবেই অবস্থান করিতেছি।

পাতালে প্রবিষ্ট হইল।[১] সেই সায়ক মহাবেগে সপ্ততাল ভেদ করিয়া, বহির্গমন-পূর্ব্বক পুনরায় তূণ-মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল।[২] সেই বানরশ্রেষ্ঠ, রামের শরবেগে সপ্ততালতরু ভেদ হইতে দেখিয়া পরমবিস্ময় প্রাপ্ত হইল। তখন সুগ্রীব সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত হইয়া, মস্তক অবনত করিয়া, রামকে প্রণাম করিল এবং রামের প্রতি প্রীতি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিল। সুগ্রীব সেই কর্ম্ম দ্বারা প্রীত হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বীরবর ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিল,—[৩] হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত সুর সকলকে সমরে নিহত করিতে সমর্থ, তবে বালীকে যে নিহত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? আপনি এক বাণ দ্বারা সপ্ততাল গিরিভূমি বিদারিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সম্মুখে রণাগ্রে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়? ইন্দ্র ও বরুণ-তুল্য আপনাকে সুহৃদ্রূপে প্রাপ্ত হইয়া, অদ্য আমার শোক বিগত হইল; উত্তম প্রীতির সঞ্চার হইল। হে কাকুৎস্থ! এই আমি আপনার নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতেছি, আপনি আমার প্রীতির নিমিত্ত বৈরিরূপী ভ্রাতাকে হনন করুন। ১-১১

লক্ষ্মণের ন্যায় প্রিয়তম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া, মহামতি রাম কহিতে লাগিলেন,— হে সুগ্রীব! এখান হইতে সত্বরই কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিব; তুমি অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া, সেই ভ্রাতৃ-হিংসক বালীকে আহ্বান কর।[৪] তাঁহারা বালীর পুরী কিষ্কিন্ধ্যায় গমন-পূর্ব্বক বৃক্ষ দ্বারা দেহ গোপন করিয়া, গহন বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবও দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক বালীর আহ্বান হেতু ঘোর শব্দে আকাশস্থল ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভ্রাতার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া মহাবল বালী ক্রোধে অধীর হইয়া, অস্তগিরি হইতে ভাস্করের ন্যায় পুর হইতে নির্গত হইল।[৫] তদনন্তর গগনতলে বুধ ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় বালী ও সুগ্রীবে ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয় ক্রোধে অধীর হইয়া অশনি-তুল্য চপেটাঘাত ও ঘোর বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর রাম ধনুর্ধারণ করিয়া, পরস্পর অশ্বিনীকুমারের ন্যায় তুল্যাকৃতি ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাম বালী ও সুগ্রীবকে পৃথক্রূপে জানিতে না পারায় সেই প্রাণান্তকর শর নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ১২-২০

এই অবকাশে বালীর নিকট পরাজিত হইয়া সুগ্রীব রণে ভঙ্গ দিল। সে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূকে পলায়ন করিতে লাগিল। বালী ক্রোধভরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, সুগ্রীব ক্লান্ত, প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীভূত ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া মহাবনে প্রবেশ করিল। মহাবল বালী সুগ্রীবকে সেই বনে প্রবিষ্ট দেখিয়া, শাপভয়ে তথায় যাইতে না পারিয়া বলিল,—এখন তুই মুক্ত হইলি! এই বলিয়া ফিরিয়া আসিল। রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের সহিত যে বনে সুগ্রীব ছিল, সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত রামকে আগমন

১। একটি শালতরু ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত ঐ বাণ সাতটি শাল-বৃক্ষ ও উহার আশ্রয়ীভূত পর্ব্বত ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল।

২। বাণ রসাতলে গমন করিয়া তত্রত্য দানবগণকে বধ করিয়া পুনরায় রামের তূণমধ্যে প্রবেশ করিল, ইহার দ্বারা রামবাণ সকল চেতন ও পরমশক্তিযুক্ত দেবতাধিষ্ঠিত বুঝা যায়, কথিত আছে—

'যুগপৎ সপ্ত তালাংশ্চ রঘুনাথো বিভেদ হ।
পাতালে দানবান্ হত্বা পুনস্তূণং বিবেশ চ॥"

৩। ইহা দ্বারা ভগবদ্বিষয়ে কিরূপে প্রণাম করিতে হয়, উহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রণামান্তে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়াছিল।

৪। মূলে ভ্রাতৃগন্ধিনং এইরূপ পাঠ আছে। গোবিন্দরাজমতে উহার অর্থ ভ্রাতৃহিংসক, তিলককারমতে অনর্থক ভ্রাতৃনামে কথিত, শিরোমণিকারমতে ভ্রাতৃশব্দ-বোধ্য।

৫। সূর্য্য উদয়পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া লোকসমক্ষে প্রকাশীভূত হয়েন, এবং অস্তগিরিতে অদৃশ্য হয়েন। এই স্থানে অস্তপর্ব্বত হইতে নিপতিত হওয়ার কথায় ইহাই বুঝায় যে, পর্ব্বতপতিতের মৃত্যু হয়, সূর্য্যও অস্তগিরিতে নিপতিত হইয়া মরেন না, প্রভাতে পুনরুজ্জীবিত হয়েন। এই কথা কাশীখণ্ডে অগস্ত্যের উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার ইহার অনেক কষ্টকল্পিত অর্থ করেন, উহা অসঙ্গত বোধে ত্যক্ত হইল। এই উপমা দ্বারা বালীর আসন্ন মৃত্যু সূচিত হইয়াছে।

করিতে দেখিয়া, লজ্জিত হইয়া ভূমিতল অবলোকন-পূর্ব্বক দীনবচনে বলিল,—আপনি বিক্রম দেখাইয়া এবং 'বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর' এইরূপ বলিয়া কিছুই করিলেন না ; শক্রু আমাকে বিষম আঘাত করিল, ইহাতে আপনার কিরূপ কার্য্য হইল ? রাঘব ! আপনি সেই সময়ে বলিলেই ত হইত যে, আমি বালীকে বধ করিব না ; তাহা হইলে আমি এখান হইতে গমন করিতাম না। মহাত্মা সুগ্রীব দীনবচনে এইরূপ বলিলে পর রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন,— ২১-২৮

সুগ্রীব ! তুমি ক্রোধ অপনয়ন কর ; যে কারণে আমি বাণ পরিত্যাগ করি নাই, তাহা শ্রবণ কর—অলঙ্কার, বেশ, শরীরের উন্নত্যাদি দ্বারা বালী ও তুমি পরস্পর এক ; স্বর, বাক্য, কান্তি ও বিক্রম দ্বারা তোমাদিগকে পৃথকরূপে জানিতে পারিলাম না। বানরশ্রেষ্ঠ ! সেই কারণে আমি রূপসাদৃশ্যে মোহিত হইয়া, শত্রু-বিনাশন শর মোচন করিতে পারি নাই।[৬] যদি এইরূপ সাদৃশ্য-হেতু বালী বোধে তোমাকেই শরাঘাত করি, তবে মূল বিনষ্ট হইবে, ইহাই আমার বিশেষ আশঙ্কার কারণ। কে কপীশ্বর ! অজ্ঞান ও লঘুতা-প্রযুক্ত যদি তোমাকেই বিপদ্ পতিত হয়, তবে আমার মূর্খতা ও বালকতা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইবে সন্দেহ নাই। হে বানর! অভয়দান-পূর্ব্বক যদি বধ করা যায়, তবে মহৎ পাতক হইবে এবং সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। তুমি জানিও যে, আমি, লক্ষ্মণ ও বরবর্ণিনী সীতা সকলেই তোমার অধীন ; এই বনমধ্যে তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান ; অতএব তুমি পুনর্ব্বার যুদ্ধ কর, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবে যে, বালী আমার বাণে আহত হইয়া মহীতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। বানরবর ! তুমি কোন চিহ্ন গ্রহণ কর ; যখন তোমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে, তখন আমি তদ্দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারিব। লক্ষ্মণ ! তুমি এই শুভলক্ষণ গজপুষ্প উৎপাটন করিয়া, মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে সমর্পণ কর। তদনন্তর লক্ষ্মণ সেই গিরিতটে জাত গজপুষ্পালতা আনয়ন করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব সেই কণ্ঠলগ্নলতা দ্বারা বলাকার মালা দ্বারা সুশোভিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুগ্রীব রামবাক্যে মনোযোগী হইয়া, দেহ দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিল এবং রামের সহিত পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিল। ২৯-৪২

—

ত্রয়োদশ সর্গ

অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সুগ্রীবের সহিত বালীর বিক্রমপালিত কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিলেন। রাম কাঞ্চন-ভূষিত সুমহৎ চাপ উদ্যত করিয়া, আদিত্যতুল্য দীপ্তিমান্ রণসাধক শর সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সংহতগ্রীব সুগ্রীব, মহাত্মা রাম-লক্ষ্মণের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিল। বলবান্ বীর নল, বীর্য্যবান্ নীল, হনূমান, এবং মহাতেজা তার বানর, যূথপতিগণের অধিনায়কগণ, ইহারা সকলে পুষ্পভরে অবনত বৃক্ষ সকল এবং নির্ম্মলসলিল-বাহিনী সাগরগামিনী নদী, কন্দর, শৈল, নিবিড় গুহা, গহ্বর, প্রধান প্রধান শিখর ও শুভদর্শন নদী সকল দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিল।[১] তাহারা পথিমধ্যে বৈদূর্য্যের ন্যায় বিমল-সলিল-বিশিষ্ট,

৬। রামের নিজোক্তিতে তাঁহার মোহ হইয়াছিল, এই কথায় ভগবানের মোহ, ইহা অসঙ্গত, মিথ্যা বলিয়া থাকিলে উহাও অসঙ্গত। উত্তর,—বালীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হওয়ায় রাম বালীকে বধ করেন নাই, এবং সুগ্রীবের সন্তোষবিধানার্থ মানুষোচিত ভ্রম নিজের প্রতি আরোপ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ঈদৃশ ব্যাপারে মিথ্যা দোষের নহে, যদিও নিকটস্থ হনুমান্ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করা চলিত, এবং নিজেও দূরজ্ঞ, 'প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোমলা' তথাপি নিজের অসাধারণ্য পরিহারের নিমিত্ত এইরূপ রাম বলিয়াছেন।

১। কন্দর—মন্দিরাকার পর্ব্বতবিবর, নির্ঝর,—শিলাবিবর, গুহা—দেবখাত গিরিগর্ত্ত, দরী—গহ্বর।

পদ্ম, পদ্মকোষ ও কুট্‌মলে সুশোভিত এবং কারণ্ডব, সারস, হংস, জলকুক্কুট, চক্রবাক ও অন্যান্য জলপক্ষিগণে নিনাদিত তড়াগ সকল এবং মৃদু শষ্প-আহারকারী নির্ভীক বনচারী হরিণ সকল চরিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে এবং তড়াগ-বৈরী, কূল-বিঘাতী, বন্যহস্তিগণকে এবং গিরিতটে মর্দ্দনশীল সচলপর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীরেণু-ম্রক্ষিত হস্তিতুল্য বানরগণকে এবং অন্যান্য বনচারী জীবগণকে ও খেচর বিহঙ্গমদিগকে দর্শন করিতে করিতে সুগ্রীব-বশবর্ত্তী বানর সকল গমন করিতে লাগিল। তাহারা যখন সত্বর হইয়া গমন করিতেছিল, তখন রামচন্দ্র দ্রুমসমূহে পরিপূর্ণ বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন,—প্রান্তসীমায় কদলীবৃক্ষসমূহে আবৃত, মিলিত মেঘসমূহ-তুল্য বৃক্ষ সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে; হে সখে! এই সকল কি, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিতেছে; তুমি আমার এই কৌতূহল অপনয়ন কর। ১-১৫

মহাত্মা রামের সেই বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব সেই মহৎ বনের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব! এই যে শ্রমবিনাশন,উদ্যান ও বনবিশিষ্ট, স্বাদু ফল ও জল-সমন্বিত, বিস্তীর্ণ আশ্রম দর্শন করিতেছেন, ইহাতে সপ্তজনা নামে প্রসিদ্ধ ধৃতব্রত মুনিগণ নিয়তই অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেন; আর জলশায়ী হইয়া, সপ্তরাত্রি গত হইলে,বায়ুমাত্র আহার করিতেন। তাঁহারা সপ্তবর্ষকাল তপস্যা করিয়া, সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে এই আশ্রম বৃক্ষপ্রাকার-সংবৃত। এই আশ্রম ইন্দ্রসহিত সুর ও অসুরগণের একান্ত দুর্দ্ধর্ষ। পক্ষিগণ ও অন্যান্য বনচারিগণ ইহাতে প্রবিষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি মোহবশে ইহাতে প্রবেশ করে, সে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। ইহাতে অপ্সরাগণের মধুরাক্ষর বাক্য, ভূষণ-শব্দ ও তূর্য্যগীতস্বন শ্রুত হয় এবং দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে ত্রেতাগ্নি সকল দীপ্যমান এবং ধূমসমূহ ও কপোতের অঙ্গের ন্যায় ধূসরবর্ণ মেঘসমূহ বৃক্ষাগ্র বেষ্টন করিতেছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈদূর্য্য গিরির ন্যায় মেঘজালে আচ্ছন্ন মস্তকে ধূমযুক্ত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি লক্ষ্মণ-সহিত সংযুক্তচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মুনিগণের উদ্দেশে প্রণাম করুন। রাম! যে ব্যক্তি সেই কৃতাত্মা ঋষিগণকে প্রণাম করে, তাহার শরীরে কিছুমাত্র পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। তদনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা ঋষিগণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া, ধর্ম্মাত্মা রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানর—সকলে হৃষ্ট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সপ্তজনাশ্রম হইতে দূরে গমন করিয়া বালীপালিত সেই দুর্দ্ধর্ষ কিষ্কিন্ধ্যানগর অবলোকন করিলেন। তদনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণ নিজ নিজ উগ্রতেজঃ-সম্পন্ন অস্ত্র-শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া, শত্রুবধের নিমিত্ত ইন্দ্রপুত্র-প্রতিপালিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ১৬-৩০

চতুর্দ্দশ সর্গ

তাঁহারা সকলে বালীর পুরী কিষ্কিন্ধ্যাতে সত্বর গমন করিয়া, বৃক্ষ দ্বারা আপন আপন দেহ আবৃত করিয়া, গহন বনে অবস্থিত হইয়া রহিলেন। বিপুলগ্রীব কাননপ্রিয় সুগ্রীব চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ক্রোধভরে অত্যন্ত ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া, নিনাদ দ্বারা আকাশস্থল ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত বালীকে আহ্বান করিতে লাগিল। বায়ু-বেগে সঞ্চালিত মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, বাল-সূর্য্যসদৃশ সিংহের ন্যায় গতিবিশিষ্ট সুগ্রীব, কার্য্যদক্ষ রামকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—কাঞ্চন-ভূষণা, ধ্বজ ও যন্ত্রাদিবিশিষ্টা বালীর পুরী কিষ্কিন্ধ্যা বানর-জালে

পরিবেষ্টিত হইয়াছে। বীরবর! আপনি পূর্ব্বে বালীবধের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সময় অর্থাৎ ঋতুবিশেষ যেমন লতাকে সফল করে, আপনিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা সফল করুন। শত্রু-নিসূদন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ গজলতা উৎপাটন পুরঃসর তোমার কণ্ঠে অভিজ্ঞান-চিহ্ন প্রদান করিয়াছে। আকাশে নক্ষত্রমালা দ্বারা পরিবৃত সূর্য্যের ন্যায় সেই কণ্ঠমালা দ্বারা তুমি শোভা পাইতেছ।[১] বানরবর! অদ্য বালী হইতে উত্থিত ভয় ও বৈরভাব রণস্থলে একটি বাণ দ্বারাই বিনাশ করিব। সুগ্রীব! তুমি ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে সত্বর দেখাইয়া দাও, সে আজ আমার শরে আহত হইয়া বনমধ্যে ধূলির উপর পতিত হইয়া ছটফট্ করিতে থাকিবে। যদি সে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া জীবন লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে আমাকে দোষ প্রদান করিও এবং আমাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করিবে। আমি একটিমাত্র শর দ্বারা তোমার সমক্ষে সপ্ততাল ভেদ করিয়াছি, তাহাতেই তুমি জানিও যে, বালী আমার শরে নিহত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে কষ্টে পতিত হইয়াও ধর্ম্ম-লোভে কখনও মিথ্যা বলি নাই। ইন্দ্র যেমন বর্ষণ দ্বারা ধান্যক্ষেত্র সকল ফলবান্ করেন, আমি বিক্রম দ্বারা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা সফল করিব; তুমি মনের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর। অতএব তুমি সেই কাঞ্চন-মালাধারী বালীকে আহ্বান কর। তুমি এরূপ শব্দ কর, যাহা দ্বারা বালী ক্রোধান্বিত হইয়া, সত্বর বাহির হইয়া আসিবে। বালী অত্যন্ত রণপ্রিয়, জিতশ্বাস, জয়শ্লাঘাকারী; তুমি পূর্ব্বে তাহাকে পরাজিত করিতে পার নাই; অতএব সে সত্বরই বহির্গত হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই। সে যুদ্ধে রিপুর গর্জ্জন শুনিয়া, বিশেষতঃ স্ত্রীগণের নিকটে নিজবীর্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বালী, কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না।[২] রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব ভয়ঙ্কর শব্দে আকাশস্থলী ভেদ করিয়াই যেন গর্জ্জন করিতে লাগিল, সেই শব্দে বিত্রস্ত ও প্রভাবিহীন হইয়া, রাজদোষধর্ষিত কুলস্ত্রীর ন্যায় গো সকল গমন করিতে লাগিল। রণস্থল হইতে ভগ্ন তুরঙ্গমের ন্যায় মৃগ সকল ধাবমান হইল এবং ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায় পক্ষী সকল ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর বায়ুদ্বারা চঞ্চলোর্ম্মি সরিৎপতি সমুদ্রতুল্য সূর্য্যতনয় সুগ্রীব, রামবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, শৌর্য্য দ্বারা বর্দ্ধিততেজা হইয়া, মেঘের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ১-২২

১। মূলে আছে 'বিপরীত ইবাকাশে সূর্য্যো নক্ষত্রমালয়া' ইহার বহু প্রকার অর্থ টীকাকারগণ করিয়াছেন। এই উপমাটি কবিকল্পিত, সুতরাং যদি নক্ষত্রবেষ্টিত সূর্য্য হয়—তবে তাদৃশ সুগ্রীব শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে, গজপুষ্প নক্ষত্রের সহিত ও সূর্য্যের সহিত সুগ্রীব উপমিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—

"পরীতস্তু দিবা প্রোক্তং বিপরীতস্তু শর্ব্বরী।
পৌর্ণমাসীগতশ্চন্দ্রঃ সূর্য্য ইত্যভিধীয়তে॥"

এই মতে রাত্রিকালে নক্ষত্রবেষ্টিত পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুগ্রীব শোভা পাইতেছে এই অর্থ। অথবা বিপরীতকালে সূর্য্য যেমন নক্ষত্রমালায় শোভা পান, তাদৃশ, ইহা উৎপাতসূচক জ্যোতিঃশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"রাত্রাবিন্দ্রধনুর্দর্শে দিবা নক্ষত্রদর্শনে।
তস্মাদ্রাষ্ট্রনাশঃ স্যাদিতি গর্গস্য ভাষিতম্॥"

ভাবী বালীবধ সূচিত হইয়াছে।

২। বালী স্ত্রীগণমধ্যে ছিল, ইহা দ্বারা সেই সময় সন্ধ্যাকাল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কারণ,—

"প্রাতমূ ত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
সায়ং কামেন পীড্যন্তে জন্তবো নিশি নিদ্রয়া।"

পঞ্চদশ সর্গ

অনন্তর বালী অন্তঃপুরে থাকিয়া, মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া, তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সর্ব্বভূতকম্পনকারী সেই নিনাদ শুনিয়া, একেবারে তাহার সততা বিনষ্ট হইয়া মহাক্রোধের উদয় হইল।[১] সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী

১। এই স্থলে মদ শব্দে কামোন্মত্ততা—কামই প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়। ভগবদ্গীতায় আছে,—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।"

ইহা দ্বারা জানা যায়, কামই ক্রোধে পরিণত হয়।

বালী রোষে পরিপূর্ণ হইয়া, রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। দংষ্ট্রা দ্বারা করালাকৃতি বালী ক্রোধে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় লোচন ধারণ-পূর্ব্বক, যে হ্রদ হইতে পদ্ম সকল তুলিয়া লওয়ায় মৃণাল সকল ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই অসহনীয় শব্দ শ্রবণ করিয়া, বালী পাদন্যাস দ্বারা পৃথিবীকে বিদারণ করিয়াই যেন বেগভরে বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তারা বালীকে আলিঙ্গন করিয়া, সৌহার্দ্দ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, ভবিষ্যতে হিতকর এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১-৬

বীরবর! নদীবেগের ন্যায় আগত এই ক্রোধ, প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত ব্যক্তি যেমন ভুক্ত মালা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরিত্যাগ করুন। হে বীরেন্দ্র! আপনি কল্য প্রাতঃকালে সংগ্রাম করিবেন; যে হেতু, ইহা দ্বারা শত্রুর গৌরব, এবং নিজের লঘুতা প্রকাশ পায় না। আপনি যে সহসাই বহির্গত হইতেছেন, ইহা আমার সম্মত হইতেছে না; যে কারণে আমি নিবারণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন,—সেই সুগ্রীব পূর্ব্বে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া, আপনার আঘাতে নিরস্ত হইয়া, কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছিল। সে সেইরূপে নিরস্ত ও বিশেষরূপে পরিপীড়িত হইয়া, এখানে আগমন-পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে, ইহাতে আমার শঙ্কা জন্মিতেছে। তাহার যেরূপ দর্প ও যেরূপ ব্যবসায় এবং যেরূপ ঘোরতর নিনাদ, তাহাতে বোধ হয় যে, অল্প কারণে কদাচই এরূপ সম্ভব হইতে পারে না।[২] আমি বিবেচনা করি যে, সুগ্রীব অসহায় এখানে আইসে নাই, সে এক মহৎ সহায় প্রাপ্ত হইয়াই এখানে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে। আর সুগ্রীব স্বভাবতঃই বুদ্ধিমান ও নিপুণ; সে বীর্য্যের পরীক্ষা না করিয়া কখনই সখ্য করিতে ইচ্ছা করিবে না। বীরবর! আমি পূর্ব্বে কুমার অঙ্গদের নিকট যাহা শুনিয়াছি, সেই হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুমার অঙ্গদ বনান্তে নির্গত হইয়াছিল, তাহাকে চরগণ আসিয়া নিবেদন করিয়াছে যে, অযোধ্যার অধিপতি ইক্ষ্বাকুকুলজাত দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ বীরদ্বয় বনে আগমন করিয়াছেন। সুগ্রীবের প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরদ্বয় উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহারাই রণস্থলে সুগ্রীবের প্রধান সহায় হইয়াছেন। সেই রাম প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় শত্রুর বিনাশের নিমিত্ত উত্থিত হইয়াছেন; তিনি সাধুগণের নিবাস-বৃক্ষ এবং বিপন্নগণের গতি।[৩] তিনি আর্ত্তগণের আশ্রয়, যশোভাজন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং পিতার আদেশ-নিরত।[৪] যেমন শৈলরাজ ধাতুসমূহের আকর, সেইরূপ রামচন্দ্রও গুণসমূহের মহান্ আকর জানিবেন। আপনি সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করিয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিবেন না। ৭-২১

হে শূর! রাম রণকর্ম্মে দুর্জ্জয় ও অপ্রমেয়, আপনি তাঁহার সহিত বিরোধে কুশলী হইতে পারিবেন না। বীরবর! আমি আপনার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না, আমি আপনার হিতকর কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করুন।

২। ইহা অনুমান মাত্র—অনুমানের আকার—অয়ং দর্পাদিঃ কারণবিশেষপূর্ব্বকঃ কার্য্যবিশেষত্বাৎ। অর্থাৎ বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে সুগ্রীবের এইরূপ দর্পাদি হইতে পারে না।

৩। সুগ্রীবের ন্যায় আমারও তিনি সহায় হইবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন যে, তিনি সাধুদিগেরই সহায়। নিবাসবৃক্ষ বলায় ইহা বুঝায় যে, বৃক্ষ যেমন ছায়ার্থীকে ছায়াদান দ্বারা সন্তাপ দূর করে, পরে পুষ্পফলাদি দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধান করে, সেইরূপ রামকেও জানিবে। এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক এইরূপ কথিত হয়,—

"বাসুদেবতরুচ্ছায়া নাতিশীতা ন ঘর্ম্মদা।
নরকাঙ্গারশমনী সা কিমর্থং ন সেব্যতে।"

ভক্ত চতুর্বিধ, এই স্থানে সুগ্রীব আর্ত্তভক্ত। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

আর্ত্ত—ভ্রষ্টৈশ্বর্য্য। জিজ্ঞাসু—মুক্তিকামী।

৪। আর্ত্ত—শত্রুপীড়িত, জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান, বিজ্ঞান—ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান, অথবা শিল্পনৈপুণ্য।

আপনি সত্বর সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। হে বীরেন্দ্র! আপনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিবেন না। সুগ্রীবের সহিত বৈরিতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রীতি এবং রামের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিলে, অবশ্যই আপনার মঙ্গললাভ হইবে সন্দেহ নাই। সুগ্রীব সেখানেই থাকুক আর এখানেই থাকুক, সে আপনার বন্ধু; ভূমিতলে তাহার তুল্য আপনার বন্ধু আর আমি দেখিতে পাইতেছি না। অতঃপর বৈরিতা ত্যাগ করিয়া দান ও মানাদি সৎকার দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করুন; সে আপনার নিকটে অবস্থিতি করুক। প্রশস্ত গ্রীবাবিশিষ্ট সুগ্রীব আপনার মহাবন্ধু, আপনি তাহার সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করুন, আপনার আর অন্য গতি দেখিতে পাইতেছি না। যদি আপনি আমাকে হিতৈষিণী বলিয়া জানেন, যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা আপনার অভিমত হয়, তবে আমি প্রিয়কার্য্য বলিয়া যাহা যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি তাহা সম্পাদন করুন। বীরেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন, আপনি আর ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। ইন্দ্রতুল্য তেজঃসম্পন্ন কোশলরাজ-পুত্রের সহিত বিরোধ করিলে আপনার মঙ্গললাভ হইবে না। তখন তারা বালীকে এইরূপ হিতকর বাক্য বলিলেন; কিন্তু বিনাশের সময় কালগ্রস্ত বালীর তাহা অভিমত হইল না। ২২-৩১

ষোড়শ সর্গ

চন্দ্রনিভাননী তারা বালীকে এইরূপ বলিলে, সে তারাকে ভর্ৎসনা করিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল—হে বরাননে! আমার ভ্রাতা—বিশেষতঃ আমার শত্রু এক্ষণে সদর্পে গর্জ্জন করিতেছে, আমি কিরূপে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইব? যাহারা শত্রু-কর্ত্তৃক ধর্ষিত হয় নাই, যে শূর-সকল কখন সমরস্থল হইতে নিবর্ত্তিত হয় নাই, হে ভীরু! তাহাদের অবমাননা সহ্য করা মরণ অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া জানিও। রণস্থলে যুদ্ধাভিলাষী হীনগ্রীব সুগ্রীবের সদর্প গর্জ্জন আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। প্রিয়ে! রামচন্দ্রের কার্য্য ভাবিয়া আমার নিমিত্ত তোমার বিষাদ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, কি জন্য পাপকার্য্য করিবেন? তুমি অপর স্ত্রীগণের সহিত ফিরিয়া যাও, আর আমার অনুগমন করিও না; আমার প্রতি তোমার সৌহার্দ্দ ও ভক্তিভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি যুদ্ধে গিয়া, সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব, তাহাকে প্রাণে বধ করিব না। তুমি সম্ভ্রম ত্যাগ কর।[১] আমি রণস্থলস্থিত সুগ্রীবের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিব না, কেবল বৃক্ষপ্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করিব; তাহাতে সে নিপীড়িত হইয়া ফিরিয়া যাইবে। হে তারে! সেই দুরাত্মা আমার দর্প ও প্রহারাদি সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি আমার বুদ্ধির সহায়তা করিয়া, সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিবে সন্দেহ নাই। আমার প্রাণের দিব্য, তুমি এই পরিবারগণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হও; আমি রণস্থলে ভ্রাতাকে জয় মাত্র করিয়া ফিরিয়া আসিব, তাহাকে প্রাণে বধ করিব না। ১-১০

প্রিয়বাদিনী দক্ষিণা নায়িকা তারা বালীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। শোক-মোহিতা স্বস্ত্যয়নমন্ত্রজ্ঞা তারা জয়ার্থিনী হইয়া, স্বস্ত্যয়ন করিয়া স্ত্রীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীগণের সহিত তারা নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলে, বালী ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নগরী হইতে নির্গত হইল। বানর-রাজ বালী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোষভরে শত্রুদর্শনের বাসনায় চারিদিকে দৃষ্টি

১। এই স্থলে সম্ভ্রম পদে ভ্রাতৃবধ জন্য দোষের আশঙ্কা বুঝিতে হইবে।

সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তদনন্তর শ্রীমান্ বালী হেমবৎ পিঙ্গলবর্ণ, বদ্ধকচ্ছ, ভূমিতলে দৃঢ়রূপে অবস্থিত, দীপ্যমান অনলতুল্য সুগ্রীবকে দেখিতে পাইল। মহাবাহু পরম-ক্রুদ্ধ বালী সুগ্রীবকে সেইরূপে অবস্থিত দেখিয়া আপনিও দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল। বীর্য্যবান্ বালী বদ্ধকচ্ছ হইয়া, মুষ্টি উত্তোলন-পূর্ব্বক সুগ্রীবের অভিমুখে গমন করিয়া, যুদ্ধের নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুগ্রীবও দৃঢ়মুষ্টি উদ্যত করিয়া, দর্পভরে হেমমালী বালীর প্রতি গমন করিতে লাগিল। বালী রণপণ্ডিত ক্রোধে লোহিতাক্ষ সুগ্রীবকে মহাবেগে আগত দেখিয়া বলিতে লাগিল,—এই দেখ, অঙ্গুলি সকল নিয়মিত করিয়া দৃঢ়রূপে মহামুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, আমি ইহা তোমার উপর মহাবেগে নিপাতিত করিব, তাহাতেই তোমার প্রাণ প্রয়াণ করিবে সন্দেহ নাই। ১১-২০

বালী এইরূপ বলিলে, সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, এই দেখ, আমি মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, ইহা তোমার মস্তকোপরি পতিত হইয়া প্রাণহরণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিবে। তখন বালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে গমন-পূর্ব্বক সুগ্রীবকে মুষ্টি প্রহার করিল, তাহাতে সুগ্রীব নির্ঝর সহিত পর্ব্বতের ন্যায় শোণিতোদ্গার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। সুগ্রীব উত্থিত হইয়া, মহাতেজে শালবৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক বজ্র দ্বারা মহাগিরির ন্যায় তদ্দ্বারা বালীকে প্রহার করিল। সেই শাল-তাড়নে বিহ্বল হইয়া বালী সাগরে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বলবীর্য্যশালী, গরুড়ের সমান বেগ-সম্পন্ন, ঘোরতর-দেহধারী বালী ও সুগ্রীব আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।[২] পরস্পর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর বীরদ্বয় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর বলবীর্য্য-সমন্বিত বালী সমরে জয়শালী হইয়া বর্দ্ধিত হইল এবং সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব হীনবল হইতে লাগিল। বালী-কর্ত্তৃক ভগ্নপদ ও মন্দবিক্রম হইয়া সুগ্রীব ক্রোধভরে রামচন্দ্রকে বালীদর্শন করাইয়া দিল। পরে শাখা-সহিত বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর, বজ্রকোটি তুল্য নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও বাহু দ্বারা বৃত্রবাসবের ন্যায় তাহাদের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই বনচারী বানরদ্বয় শোণিতাক্ত হইয়া মেঘের ন্যায় ঘোর শব্দে পরস্পর তর্জ্জন করিতে লাগিল ও যুদ্ধ করিতে লাগিল। ২১-৩০

তদনন্তর রামচন্দ্র বানরবর সুগ্রীবকে পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বল ও দিক্ সকল অবলোকন করিতে দেখিলেন। মহাতেজস্বী রাম সুগ্রীবকে কাতর দেখিয়া, বালীর বধকামনায় পুনঃ পুনঃ শরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আশীবিষ সমান শর ধনুতে যোজনা করিয়া অন্তকের কালচক্রের ন্যায় শরাসন পূরণ করিলেন। তাঁহার ধনুকের নির্ঘোষ দ্বারা পক্ষিগণ ও মৃগ সকল যুগান্তকালের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত ও ভীত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর রাম প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য, বজ্রের ন্যায় নির্ঘোষ-শালী মহাবাণ মোচন করিলেন; তাহা বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া মহাবেগে নিপতিত হইল। তদনন্তর মহাতেজা বীর্য্যবান্ বানররাজ বালী বাণ দ্বারা আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। যেমন আশ্বিন মাসে পৌর্ণমাসীতে ইন্দ্রধ্বজ নিপতিত হয়, সেইরূপ বালী বিচেতন, গতসত্ত্ব ও বাষ্প দ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, কাতর স্বর প্রকাশিত করিয়া, মহীতলে পতিত হইল।[৩] যেমন শঙ্কর মুখ হইতে সধূম অগ্নি নির্গত করিয়াছিলেন, সেইরূপ কালের ন্যায় নরোত্তম রাম

২। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া ইহারা যুদ্ধ করিয়াছিল। অথবা যদি চন্দ্র ও সূর্য্য আকাশে যুদ্ধ করেন, তবে বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধের তুলনা হয়। ইহাও কবিকল্পিত উপমা।

৩। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় যেমন ইন্দ্রধ্বজ পতিত হয়, সেইরূপ বালী রামবাণে বিদ্ধ হইয়া পতিত হইয়াছিল, বালীবধ গ্রীষ্মঋতুর অবসানে হইয়াছিল, এবং সুগ্রীবের অভিষেক শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হয়।

বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ — ১১১ পৃষ্ঠা

কাঞ্চন দ্বারা প্রদীপ্ত, অরিবিমর্দ্দন বাণ নিক্ষেপ করিলেন।[৪] অনন্তর শোণিতস্রাবযুক্ত অচলজাত পুষ্পিত অশোকতরুর ন্যায়, ইন্দ্রপুত্র বালী যুদ্ধস্থলে বিচেতন হইয়া, প্রভ্রংশিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইল। ৩১-৪০

সপ্তদশ সর্গ

তদনন্তর রণশূর বালী, রাম-কর্ত্তৃক শর দ্বারা আহত হইয়া নিকর্ত্তিত পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। সমুজ্জ্বল কাঞ্চনভূষণশালী বালী মুক্তরশ্মি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূমিতলে সর্ব্বাঙ্গ নিপাতিত করিল। বানরগণের ঈশ্বর বালী ভূতলে নিপতিত হইলে, তদীয় রাজ্যভূমি প্রণষ্টচন্দ্র আকাশের ন্যায় শোভাবিহীন হইল। বালী ভূতলে পতিত হইলেও সেই মহাত্মার লক্ষ্মী, তেজঃ ও পরাক্রমের কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। ইন্দ্রদত্ত অত্যুত্তম রত্নভূষিতা কাঞ্চনীমালা সেই বানরবরের প্রাণ, তেজ ও দেহলক্ষ্মী ধারণ করিয়া রহিল। বানররাজ সেই মালা দ্বারা সন্ধ্যাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বালী পতিত হইলেও লক্ষ্মী যেন মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। রামশরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্গসাধক সেই বাণ সেই বীরের পরম গতি প্রাপ্ত করাইয়াছিল। যুদ্ধস্থলে শিখাহীন অনলের ন্যায় নিপতিত, পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক হইতে বিচ্যুত যযাতিতুল্য, যুগান্তকালে ভূতলে পতিত ভাস্করসমান, মহেন্দ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, উপেন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ স্থূল উরঃস্থল-বিশিষ্ট, মহাবাহু, প্রদীপ্তবদন, সিংহলোচন, হেমমালী বালী রণস্থলে পতিত হইলে, লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র তাহার নিকট গমন করিলেন। রামলক্ষ্মণ সেই বীরবর বালীর বহুমান্য করিয়া, তাহাকে দেখিতে দেখিতে নিকটে উপস্থিত হইলেন। বালী মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত পরুষ-বাক্য বলিতে লাগিল। অল্পতেজাঃ অল্পপ্রাণ বিনষ্টচেতন ভূমিতলে পতিত বালী রণগর্ব্বিত রামচন্দ্রকে গর্ব্বিত বাক্যে বলিতে লাগিল ;—১-১৫

রাম! আপনার সহিত আমি সম্মুখযুদ্ধ করি নাই, তবে আপনি আমাকে বধ করিয়া কি গুণ প্রাপ্ত হইলেন? আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম, আপনার নিমিত্ত আমি নিধনপ্রাপ্ত হইলাম।[১] রাম! আপনি করুণাময়, প্রজাগণের হিতে নিরত, কুলীন, সত্ত্বসম্পন্ন, তেজস্বী, ধৃতব্রত, মহোৎসাহ, দৃঢ়ব্রত, উচিতানুচিতকালজ্ঞ, কুকর্ম্মে লজ্জাবান্; ভূতলে সকল ব্যক্তিই আপনার এইরূপ যশঃপ্রকাশ করিয়া থাকে। দম, শম, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সত্য ও পরাক্রম এবং অপকারীর দণ্ড এই সমস্ত রাজাদিগের গুণ। আমি আপনার সেই সমস্ত গুণ ও সৎকুল-জন্ম অবধারণ করিয়া, এবং তারা আমাকে নিষেধ করিলেও, সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য আপনার বিষয়ে অসাবধান ছিলাম; অতএব আপনি ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক কিরূপে আমাকে বাণ-বিদ্ধ করিলেন? আপনি ধর্ম্মপ্রতিপালক, আমার এইরূপ বুদ্ধি আপনার দর্শনের পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে আর নাই। এখন আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানিলাম যে, আপনি ধর্ম্মধ্বজী ও অধার্ম্মিক, পাপাচারী, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় নষ্টাত্মা, সজ্জনদিগের বেশধারী, পাপিষ্ঠ, প্রচ্ছন্ন-পাবকতুল্য এবং কপট

৪। প্রলয়কালে শিবের মুখ হইতে সংবর্ত্ত নামক বহ্নি নির্গত হইয়া জগৎ দগ্ধ করে, ইহাই পুরাণপ্রসিদ্ধ কথা। রাম একবাণে বালীবধ করেন, তারার উক্তিতে বহু বাণের কথা, বাক্‌কুলতা নিবন্ধন বুঝিতে হইবে।

১। মূলে 'পরাঙ্মুখবধং কৃত্বা' এইরূপ পাঠ আছে। ইহা দ্বারা যেন বুঝায়, রাম পশ্চাদ্দিক্ হইতে বালীকে মারিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'রাঘবেণ মহাবাণো বালিবক্ষসি পাতিতঃ' সুতরাং সম্মুখ হইতেই বাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, পরাঙ্মুখ শব্দের অর্থ অন্যের সহিত যুদ্ধে নিরত থাকায় তোমার প্রতি পরাঙ্মুখ, এমন আমাকে বধ করায় কোন গুণ অর্থাৎ পৌরুষ যশ প্রভৃতি হয় নাই, পরন্তু দুষ্কৃত অধর্ম্ম হইয়াছে।

ধর্ম্মে আবৃত; কিন্তু আপনি যে এরূপ, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আপনার রাজ্যে বা নগরে আমি কোন পাপ বা অনিষ্ট আচরণ করি নাই এবং আপনাকে অবজ্ঞা করি নাই, তবে আপনি কেন আমাকে বধ করিলেন? আমি নিত্য ফলমূলভোজী বনবাসী বানর, অন্যের সহিত যুদ্ধে নিরত এবং আপনার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত। রাজন্! আপনি নরাধিপতির পুত্র, প্রিয়দর্শন, আপনার ধর্ম্মসম্মত চিহ্নও[২] দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুলজাত, বেদজ্ঞ, অতএব নষ্টসংশয়, ধর্ম্মচিহ্নে আবৃত হইয়া, কোন্ ব্যক্তি ক্রূর কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে? আপনি রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশীল বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; আপনি ভব্যরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া, অধর্ম্মকর্ম্মে ধাবিত হইতেছেন কেন? রাজন্! সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম্ম, সত্য, ধৈর্য্য ও পরাক্রম এবং শক্রর প্রতি দণ্ড এই সমস্ত রাজাদিগের গুণ। হে নরেশ্বর! আমরা ফলমূলভোজী, বনচর ও পশুতুল্য, অতএব আমাদের প্রকৃতি পশুদিগের ন্যায়; আপনি নগরবাসী মনুষ্য, আপনার প্রকৃতি এরূপ কেন হইল? ১৬-৩০

ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিই বিবাদ বা নিগ্রহের কারণ; আমরা বনবাসী ও ফলভোজী, আমাদের ফলজলাদির প্রতি আপনার লোভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?[৩] নীতি ও বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহাদি বিষয়ে বিপরীত হইলে উহাকে রাজবৃত্তি কহে, কিন্তু নৃপগণ যথেচ্ছ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না।[৪] আপনি যথেচ্ছাচারী, কোপনস্বভাব, অব্যবস্থিতচিত্ত, রাজকার্য্যে সংকীর্ণ এবং যেখানে সেখানে শরপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। আপনি মনুজগণের ঈশ্বর হইলেও ধর্ম্মে আপনার আদর নাই, যথার্থ অর্থে বুদ্ধি অবস্থিত নাই, আপনি যথেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। আমার কোন অপরাধ নাই, আমাকে শর দ্বারা নিহত করিয়া অতি ঘৃণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, সজ্জনদিগের মধ্যে কি বলিবেন? রাজঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, চৌর ও প্রাণিবধে নিরত ব্যক্তি, নাস্তিক, পরিবেত্তা[৫] এই সকল ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে। সূচক, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন, গুরুতল্পগ[৬] ইহারা পাপাত্মাগণের লোকে গমন করে সন্দেহ নাই। আমার চর্ম্ম আপনাদিগের ধারণের অযোগ্য, রোম ও অস্থি সজ্জনদিগের অগ্রাহ্য এবং মাংস আপনাদিগের ন্যায় ধর্ম্মাচারিগণের অভক্ষ্য।[৭] হে রাঘব! শল্যক, শ্বাবিধ, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম এই পাঁচটি পঞ্চনখ জীব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য।[৮] বুধগণ বানরের চর্ম্ম, অস্থি ও রোম স্পর্শ করেন না এবং মাংস অভক্ষ্য, আমি সেই পঞ্চনখ বানর; আপনি আমাকে বধ করিলেন কেন? হায়! সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্না তারা আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, অজ্ঞানবশে তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিয়া কালের করালকবলে নিপতিত হইলাম। হে

২। ধর্ম্মসম্মত চিহ্ন—জটাবল্কলধারণ ঐ সকলে বুঝা যায়, আপনি অকারণে কাহাকেও হিংসা করিবেন না।

৩। আমি বনচর, আপনি পুরচর; আমি মৃগ, আপনি মনুষ্য; আমি ফলমূলাশী, আপনি অন্নাশী; আপনি নরেশ্বর, আমি বানরেশ্বর; সুতরাং এই সকল পরস্পরের বিরুদ্ধধর্ম্ম থাকায় আমাদের বিরোধ হইবার সম্ভাবনাই নাই।

৪। অথবা নীতি ও বিনয় সচ্চরিত্র রাজার ধর্ম্ম, নিগ্রহ কুরাজার ধর্ম্ম, এইরূপই রাজবৃত্তি অসংকীর্ণ অসংমিশ্রিতরূপে প্রচলিত আছে, উহা মানিয়াই রাজগণ কার্য্য করেন, স্বেচ্ছানুসারে নিগ্রহানুগ্রহ করেন না।

৫। জ্যেষ্ঠ দার পরিগ্রহ না করিলে, যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে, তাহাকে পরিবেত্তা কহে।

৬। সূচক—যাহারা একের কথা অপরের কাছে লাগায়। কদর্য্য—লুব্ধ। গুরুতল্পগ—গুরুপত্নীগামী। এই সকল পাপমধ্যে প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে রাজহত্যাই দোষের বুঝিতে হইবে।

৭। মৃগয়া রাজধর্ম্ম, সুতরাং নিন্দনীয় নহে, ইহার উত্তরে বালী বলিতেছে, মৃগচর্ম্মের ন্যায় আমার চর্ম্ম ব্যবহার্য্য নহে, রোমসকল মেষাদির রোমের ন্যায় আস্তরণ-যোগ্য নহে। আমার অস্থি গজাস্থির ন্যায় স্পৃশ্য নহে এবং আমার মাংসও ভক্ষ্য নহে, অতএব কেন তুমি আমাকে নিহত করিলে?

৮। অভক্ষ্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বলা হইয়েছে, এই স্থানে মাংসভক্ষণের বিধান যাহা কথিত হইয়াছে, উহার নাম পরিসংখ্যাবিধি, যদি মাংস ভক্ষণ করে, তবে পঞ্চনখ প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করিবে, উহাই পরিসংখ্যার অর্থ।

কাকুৎস্থ! বিধর্ম্মী পতির দ্বারা সুশীলা প্রমদার ন্যায় আপনার দ্বারা পৃথিবী সনাথা হন নাই। মহারাজ দশরথ মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ঔরসে শঠ, নৈকৃতিক, ক্ষুদ্র, মিথ্যানিরত আপনি কিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন?।[৯] রামরূপ হস্তী সজ্জনগণের ধর্ম্ম অতিক্রম, চারিত্র্যরজ্জু ছেদন এবং ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশ অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে। অশুভ, অযুক্ত, সজ্জনগণের নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া, যখন সৎসমাজে মিলিত হইবেন, তখন তাঁহাদিগকে আপনি কি বলিবেন? ৩১-৪৫

রাম! আপনি আমার ন্যায় উদাসীন ব্যক্তি-গণের প্রতি এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অপকারী ব্যক্তির প্রতি আপনার এরূপ বিক্রম দৃষ্ট হয় না। হে নৃপতিপুত্র! যদি আপনি প্রত্যক্ষ-ভাবে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তবে অদ্যই আপনি আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়া শমনভবন দর্শন করিতেন সন্দেহ নাই। রাম! নরগণ নিদ্রিত থাকিলে, ভুজঙ্গ যেমন তাহাদিগকে বিনাশ করে, আপনি সেইরূপ অদৃশ্য থাকিয়াই অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ আমার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। সুগ্রীবের প্রিয়-কামনায় আপনি আমাকে নিহত করিলেন। যদি পূর্ব্বে আপনি আমাকে এই বিষয় জানাইতেন, তাহা হইলে আমি এক দিনের মধ্যে আপনার প্রিয়ভার্য্যা মৈথিলীকে আনিয়া দিতাম সন্দেহ নাই। আপনার ভার্য্যাপহারী সেই দুরাত্মা রাক্ষস-রাজ রাবণকে রণে নিহত না করিয়া, কণ্ঠে বন্ধনপূর্ব্বক আপনার নিকট আনিয়া দিতাম সন্দেহ নাই। মৈথিলী সাগরজলে বা পাতালেই অবস্থিত থাকুন, আপনার আদেশে শ্বেতাশ্বতরীরূপা শ্রুতির ন্যায় আপনার নিকট আনয়ন করিতাম।[১০] আমি স্বর্গগামী হইলে, সুগ্রীব যে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু আপনি আমাকে যে অধর্ম্ম দ্বারা বধ করিলেন, ইহাই অত্যন্ত অযুক্ত কার্য্য হইল। সমস্ত লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে আমি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু আপনি আমাকে অধর্ম্ম দ্বারা বধ করিয়া যখন রাজ্যলাভ করিবেন, তখন রাজ্যস্থিত প্রজাগণ প্রশ্ন করিলে কি উত্তর দিবেন? এইরূপ বলিয়া শরাঘাতে ব্যথিত বানররাজ মহাত্মা বালী শুষ্কমুখ হইয়া সূর্য্য সদৃশ রামচন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে মৌন অবলম্বন করিল।[১১] ৪৬-৫৪

অষ্টাদশ সর্গ

রাম-কর্ত্তৃক আহত বিচেতন বালী রামকে এইরূপ ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত হিতকর পরুষ বাক্য বলিল। তখন রাম এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া, সেই বিগতবারি বারিদের ন্যায়, নিষ্প্রভ আদিত্যের ন্যায়, উপশান্ত অনলের ন্যায়, ধর্ম্ম, অর্থ ও গুণসম্পন্ন, অত্যুত্তম বানরবর বালীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, লৌকিক আচার—এই সমস্ত না জানিয়া বালকের ন্যায় কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি আচার্য্য-সম্মত স্বকুলাচার-শিক্ষক, বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান্দিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, বানরজাতি-সুলভ চাপল্য বশতঃ আমাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। আমাদের পূর্ব্বজ মনু শৈল, বন ও কাননাদি সহিত এই ভূমি আমাদিগকে প্রদান করেন, তাহাতে তিনি অত্রস্থ মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য-দিগের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ বিষয়েও অধিকার প্রদান করিয়াছেন। সত্যশালী, সরলস্বভাব, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে নিরত, ধর্ম্ম অর্থ কামতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা ভরত তাহা পালন করিতেছেন। যাঁহাতে নীতি,

---

৯। শঠ—যে ব্যক্তি গোপনে অপকার করে। নৈকৃতিক—পরের অপকার যে করে। ক্ষুদ্র—নীচকার্য্যকারী।

১০। শ্রুতি শ্বেতাশ্বতরীরূপ ধারণ করিলে মধুকৈটভ তাহাকে পাতালে লইয়া নিগৃহীত করে, তখন হয়গ্রীব তাহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন।

১১। এই সর্গে বালীর উক্তি সকল রামের স্তবরূপে—কতক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা ঠিক নহে, কারণ, পরবর্ত্তী সর্গে বালী নিজেই বলিয়াছে—আমি তোমাকে যে সকল অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, উহার দোষ গ্রহণ করিও না।

বিনয়, সত্য ও বিক্রম দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দেশ-কালজ্ঞ রাজা হইতে পারেন। আমরা এবং অন্যান্য রাজগণ তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত এই বসুধাতলে বিচরণ করিতেছি।[১] নৃপশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবৎসল ভরত যখন অখিল পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মের অপ্রিয়সাধনে সমর্থ হইতে পারে? আমরা অত্যুত্তম নিজধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভরতের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মমার্গ-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের বিষয়ে বিচার করিব। তুমি ধর্ম্মকে ক্লেশ দিয়াছ, বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, কামতন্ত্রে নিরত হইয়া রাজধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তাহাতে অবস্থিতি কর নাই। ধর্ম্মে এবং সন্মার্গে বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও যে ব্যক্তি বিদ্যা দান করেন, ইঁহারা তিন জনেই পিতা হয়েন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান্ শিষ্য—এই তিন জনকেই পুত্রতুল্য বিবেচনা করিবে; ইহাতে ধর্ম্মজ্ঞানই কারণ-রূপে গণ্য হইয়া থাকে।[২] হে বানর! সজ্জন-দিগের ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, অখণ্ড ও দুর্জ্ঞেয়, একমাত্র হৃদিস্থিত আত্মা শুভ ও অশুভ সমস্তই জানিতে পারেন।[৩] অন্ধগণ দ্বারা অন্ধ যেমন নীয়মান হইলে বিপন্ন হয়, সেইরূপ চপলস্বভাব তুমি আচার্য্য-নিকটে শিক্ষালাভে বঞ্চিত চপলস্বভাব বানরগণের সহিত কোন বিষয়ের নিশ্চয় করিলে তুমি কিরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে পারিবে?[৪] আমি এই বাক্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি কেবল রোষভরে আমার নিন্দা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কারণে আমি তোমাকে নিহত করিয়াছি, তাহা তুমি অবলোকন কর। তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার ভার্য্যাতে রমণ করিতেছ, ইহা যুক্ত বা অযুক্ত, তাহা তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিয়া দেখ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত রহিয়াছে, এ অবস্থায় পাপাচারী তুমি তাহার ভার্য্যা—ভ্রাতৃবধূতে কামের বশবর্ত্তী হইয়া রমণ করিতেছ।[৫] অতএব তুমি কামাচারী হইয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়াছ। সেই ভ্রাতৃভার্য্যা-ধর্ষণার কারণে তোমাকে আমি এই দণ্ড প্রদান করিলাম। ১-২০

হে বানরেশ্বর! লোক-ব্যবহারে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-কারী, লোকবিরুদ্ধ ব্যক্তির নিগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য আর কোন দণ্ড দেখা যায় না। আমি সৎকুলজ ক্ষত্রিয়, পাপ সহ্য করি না; সহোদরা ভগিনী অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় রমণকারী ব্যক্তিগণের বধই উপযুক্ত

১। যদিও ভরত রামকে কোন আদেশ করেন নাই, তথাপি ইহা অসত্য নহে, ভরত যখন রাজ্যভার চৌদ্দ বৎসরের জন্য কোনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সেই কুলের সকলেরই তাঁহার আদেশবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। কনিষ্ঠ হইয়া ভরত কিরূপে জ্যেষ্ঠের প্রতি আদেশ করিবেন, ইহাও শঙ্কা করা যায় না, কারণ, ইহাই রাজ-ধর্ম্ম।

২। এইরূপ চিন্তা করিবার প্রতি কারণ—ধর্ম্ম, অর্থাৎ ধর্ম্মই ব্যবস্থাপক, যদি ধর্ম্ম অনুসরণীয় না হয়, তাহা হইলে এরূপ দেখিতেও হয় না, অনুবর্ত্তনীয় হইলে অবশ্যই এইরূপ দেখিতে হইবে।

৩। ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বাস করেন। তিনিই কেবল শুভ বা অশুভ জানিতে পারেন, রাম ঈশ্বর, তিনিও অন্তর্য্যামি-রূপে সকলই জানিয়াছেন।

৪। অতএব ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছ।

৫। শাস্ত্রে আছে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত সত্ত্বে যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাতৃ-তুল্যা ভ্রাতৃবধূ গমন করে, সে অতি নিন্দিত। এই কথা অঙ্গদ এই কাণ্ডে প্রায়োপবেশনকালে বলিয়াছে, সুতরাং সুগ্রীবেরও ঐ পাপ হইয়াছে—সুতরাং উভয়েই তুল্যাপরাধী, উত্তর—বালীর মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া রাজ্য ও বালীর স্ত্রী তারাকে সুগ্রীব গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তাহাতে সুগ্রীবের পাপ হয় নাই। বালী সুগ্রীব বাঁচিয়া আছে জানিয়া পুত্রবধূস্থানীয়া ভ্রাতৃপত্নী রুমাতে আসক্ত বলিয়া দণ্ডার্হ। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতির মধ্যে মৃত-ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করার প্রথা বিদ্যমান থাকায়, তির্য্যগ্‌যোনি বানরের দোষ হয় নাই। ইহা দ্বারা শূদ্রজাতীয় বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ অধর্ম্ম নহে, ইহা সূচিত হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যবহার দেখিতেও পাওয়া যায়। এ স্থানে জিজ্ঞাস্য—মনুষ্যগণ সম্বন্ধেই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইবে, বানরের সম্বন্ধে কেন প্রযোজ্য হইবে? উত্তর—মনুষ্যের ন্যায় রাজব্যবহার ও জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় দোষ হইবে। ইন্দ্রাদি দেবগণের ধর্ম্মাদিতে অধিকার না থাকিলেও বৃত্রবধাদি জন্য ব্রহ্মহত্যাদির কথা পুরাণে শুনিতে পাওয়া যায় এবং ইন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সেইরূপ ইহাদেরও অধিকার বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি এই সকলকে অর্থবাদ বলেন। তাঁহার এই বিষয়ে অজ্ঞতা ছিল, কারণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেখা যায়—জৈমিনি নিজের অজ্ঞাননাশের জন্য মার্কণ্ডেয়সমীপে গমন করিলে তিনি সকল বুঝিয়াই পক্ষিগণ দ্বারা তাঁহার অজ্ঞান খণ্ডন করাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা পক্ষিগণের জ্ঞানাধিকার নাই, এইরূপ নিজ কথা খণ্ডিত হওয়ায় তিনি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বেদ ও তদর্থ জ্ঞানবানগণেরই অধিকার বুঝিতে হইবে, ইহাই ব্যাস-বাল্মীকির অভিপ্রায়, সেই জন্য ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদির যজ্ঞকথা পুরাণে শোনা যায়। এই জন্য স্বয়ং রাম জটায়ুর দাহাদি ক্রিয়া করিয়াছিলেন এবং সম্পাতি ভ্রাতৃমৃত্যু শ্রবণের পর তাহার তর্পণ করিয়াছিল।

দণ্ড। মহীপাল ভরত এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিয়াছি। তুমি ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছ, যে গুরুতর ধর্ম্ম অতিক্রম করে, আমরা ধর্ম্মপালক হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। ভরত কামযুক্ত ব্যক্তিগণের নিগ্রহ করা ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা ভরতের আদেশ প্রতিপালন করিয়া তোমার ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়াছি।[৬] লক্ষ্মণের ন্যায় সুগ্রীবের সহিতও আমার সখ্য জানিবে; সুগ্রীব রাজ্য ও দারপ্রাপ্তির জন্য আমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।[৭] আর আমি সমস্ত বানরগণের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? এই সকল ধর্ম্মসংযুক্ত কারণসমূহের নিমিত্ত আমি তোমার শাসন করিয়াছি, ইহা তুমি অনুমোদন কর।[৮] তোমার নিগ্রহ সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মানুগত বলিয়া বোধ হয়, আর মিত্রের উপকার করা ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য।[৯] মহাত্মা মনু চারিত্র্যসংযুক্ত ধাম্মিকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত দুইটি শ্লোক গান করিয়াছেন, আমি তাঁহার চরিত্র সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি।[১০] পাপকারী মানবগণ রাজগণের দণ্ড গ্রহণ করিয়া সুকৃতী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আমি পাপী, অতএব আপনি আমার দণ্ডবিধান করুন, এই বলিয়া রাজার নিকট আগমন করিলে যদি তিনি দণ্ড করেন, অথবা দণ্ড না দিয়া কৃপা প্রকাশ-পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন, সেই উভয় দ্বারাই পাপী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু ছাড়িয়া দিলে রাজা সেই পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব আমি তোমার দণ্ড করিয়াছি।[১১] তুমি যেরূপ পাপ করিয়াছ, কোনও শ্রমণ (আর্হত সন্ন্যাসী) ব্যক্তি সেইরূপ পাপ করিয়াছিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা তাঁহার ঘোরতর দণ্ডবিধান করেন।[১২] অন্যান্য রাজগণও পাপীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন; অধিক কি, পাপাচারী ব্যক্তিগণ স্বয়ংই পাপের

৬। প্রশ্ন—ভরত রামের প্রতি কোন আদেশ করেন নাই, সুতরাং রামের এই উক্তি মিথ্যা হইবে না কেন? উত্তর—এই রামোক্তির দ্বারা অনুমান করা যায়, ভরত রামকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন, অথবা রাজ্যের মূল প্রভু বিদ্যমান থাকিলে তদীয় আত্মীয় ও কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি আদেশ না থাকিলেও দণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড দিবার আজ্ঞা আছেই! অথবা ভগবান্ রামচন্দ্র নিজের রাজ্য পালনার্থ ভরতকে নিয়োগ করায়, তিনিই যখন রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, সুতরাং সে আজ্ঞাদেশ সিদ্ধই আছে। সুতরাং কোন দোষ নাই।

৭। নিরপরাধ প্রাণিবধের দোষশঙ্কা পরিহার করিয়া, তুমি আমাকে বলিলে, আমিই তোমার সীতাকে উদ্ধার করিয়া দিতাম, এই কথার উত্তর রাম দিতেছেন যে, সুগ্রীব তাহার স্ত্রী ও রাজ্য পাইবার জন্ম আমার সহিত সখ্য করিয়াছে এবং আমরা পরস্পরে পরস্পরের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং কিরূপে উপেক্ষা করা যায়?

৮। উপেক্ষার অযোগ্য এই সকল কারণের একটি হইলেও তুমি বধের যোগ্য হইতে, এখানে সকল কারণই ঘটিয়াছে, সুতরাং আমি যে দণ্ডবিধান করিয়াছি, উহা শাস্ত্রসম্মত, তুমি মানিয়া লও, প্রথম কারণ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাপহরণ, দ্বিতীয় সখার কার্য্য, আমার কার্য্য, তৃতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে মহা অধর্ম্ম হয়।

৯। দুষ্টনিগ্রহ করা অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা গূঢ়াভিপ্রায়, এবং মিত্রের উপকার করাও ধর্ম্ম, তোমার বধে সুগ্রীবের উপকার, সুতরাং তুমি আমার বধ্য।

১০। অনুতাপাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত কারলেও তোমার রাজদণ্ড প্রার্থনা-পূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত ছিল, সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমার ক্ষোভ করা উচিত নহে। পাপীর এরূপ দণ্ড প্রার্থনার কথা মহাভারতে শঙ্খলিখিতের উপাখ্যানে আছে: শঙ্খ ও লিখিত দুই ভাই, উভয়ে পৃথগাশ্রমে থাকিতেন, কনিষ্ঠ লিখিত এক দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে আগমন করিয়া তথায় পাকা আম বৃক্ষ হইতে পাড়িয়াছিলেন, শঙ্খ উহা দেখিতে পাইয়া লিখিতকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি আমার নিকট অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আম লইয়াছ, সুতরাং তোমার চৌর্য্যাপরাধ হইয়াছে, তুমি শীঘ্র রাজা সুদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া নিজকৃত পাপের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ কর, নতুবা পরকালে বিশেষ নরকভোগ করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্যানুসারে লিখিত রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্ম দণ্ড প্রার্থনা করিলে, তিনি লিখিতের হস্ত কাটিয়া দিয়াছিলেন। লিখিত তাহার পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আসিলে জ্যেষ্ঠ নদীতে স্নান করিয়া তপোবলে ভ্রাতার হস্ত দান করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটিও উক্ত হইয়াছে।

১১। এই দণ্ড প্রার্থনা করিয়া বালীর গ্রহণ করা উচিত ছিল, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, রাজা যদি দয়া বা স্নেহ নিবন্ধন পাপীর দণ্ড না দেন, তবে পাপী পাপমুক্ত হইবে, কিন্তু রাজা তাহার পাপ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং তোমার শাসন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

১২। এই সম্বন্ধে শিষ্টাচার প্রমাণরূপে দেখান হইয়াছে। আদ্যপদ মূলে আছে, ইহার অর্থ গোবিন্দরাজ বলেন বৃদ্ধপ্রপিতামহ, ইহা সঙ্গত নহে, মান্ধাতা রাম হইতে ৪৩শ পুরুষ পূর্ব্বে ছিলেন। তোমার ন্যায় পাপকারী কোন আর্হত সন্ন্যাসীকে শাস্ত্রানুমোদিত দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অতএব পরিতাপে প্রয়োজন নাই, আমি ধর্ম্মানুসারেই তোমাকে বধ করিয়াছি; যেহেতু আমরা স্বাধান নহি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বশবর্ত্তী।[১৩] কপিবর! এ বিষয়ে অন্য কারণ শ্রবণ কর, তাহা শুনিয়া, তুমি মনোগত ক্রোধ পরিত্যাগ কর। বানররাজ! বহুবিধ মাংসাশী নরগণ গোপনে থাকিয়া জাল, পাশ ও তৃণাচ্ছন্ন গর্ত্তাদি দ্বারা বহুতর ধাবিত, ত্রস্ত, বিশ্রব্ধ, প্রমত্ত, অপ্রমত্ত, বিমুখ মৃগণকে বিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাতে আমার মনোগত ক্রোধ বা মনস্তাপ নাই; যে হেতু তাহাতে তাহাদের দোষ হয় না। বহুতর ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিগণ মৃগয়ায় গমন করিয়া থাকেন, সেই হেতু আমি তোমাকে শর দ্বারা নিহত করিয়াছি। ২১-৪০

তুমি যুদ্ধই কর, আর নাই কর, তুমি আমার বধ্য। যেহেতু তুমি শাখামৃগ। হে বানরবর! রাজগণ দুর্লভ ও শুভকর ধর্ম্ম ও জীবন দান করিয়া থাকেন। তাহাতে সন্দেহ নাই।[১৪] অতএব রাজগণকে হিংসা করিবে না, ক্রোধে তর্জ্জনাদি করিবে না এবং অপ্রিয় বাক্য বলিবে না; যে হেতু ইঁহারা দেবতা, মানুষরূপে মহীতলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।[১৫] তুমি ধর্ম্মপথ না জানিয়া, কেবল ক্রোধ বশতঃই পিতৃপিতামহ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে অবস্থিত আমাকে দূষিত করিতেছ।[১৬] রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বালী পূর্ব্বপরুষোক্তি হেতু ব্যথিত হইল, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইয়া রামের প্রতি আর দোষবুদ্ধি করিল না। তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে কহিল, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অপকৃষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি বাক্য কহিতে সমর্থ হয় না, আমি পূর্ব্বে অজ্ঞানতা হেতু যে বাক্য কহিয়াছি, তাহাতে আপনি দোষ গ্রহণ করিবেন না। আপনি প্রমাণিত ধর্ম্মাদি তত্ত্বের যথার্থ ভাবজ্ঞ এবং প্রজাগণের হিতবিষয়ে নিরত সন্দেহ নাই। আপনার অবিচলিত বুদ্ধি কার্য্যকারণসিদ্ধি বিষয়ে অর্থাৎ কার্য্য দণ্ডবিধান, কারণ সংকৃত পাপ, এতন্নির্ণয়ে আপনার বুদ্ধি বৈষম্যাদি দোষ-রহিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ধর্ম্মব্যতিক্রমকারী ব্যক্তিগণের অগ্রবর্ত্তী, আপনি ধর্ম্মসংহিত বাক্যে আমাকে উত্তম লোকপ্রদান দ্বারা প্রতিপালন করুন।[১৭] বালী পঙ্কমগ্ন করীর ন্যায় কাতরস্বরে বাষ্প দ্বারা অবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া রামকে কহিতে লাগিল,—আমি আপনার নিমিত্ত, তারার নিমিত্ত, বানরগণের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, কেবল বালক অঙ্গদের নিমিত্তই শোক করিতেছি। বাল্যকাল হইতে তাহাকে লালন-পালন করিয়াছি; সে আমার অদর্শনে সূর্য্যাদিতাপে পরিশুষ্কজল তড়াগের ন্যায় দীনভাবে বিনষ্ট হইবে। রাম, তারাগর্ভে উৎপন্ন আমার একমাত্র অকৃত-বুদ্ধি মহাবল বালক পুত্রকে

১৩। এই বাক্য দ্বারা রাম প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বালীকে বধ করিয়া অধর্ম্ম করিয়াছেন, ইহার উত্তর বলা হইয়াছে, দণ্ডবিধানের জন্য যাহাকে বধ করিতে হয়, তাহাকে সম্মুখযুদ্ধে মারিবার কথা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, বালী সন্ধ্যোপাসনা করিত, এই কথা রামায়ণে বর্ণিত থাকায় সে শাস্ত্রজ্ঞ ছিল, সুতরাং সে জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ করিয়া সর্ব্বদণ্ডার্হ। গোবিন্দরাজ বলেন, পঞ্চ মহাপাতকের—মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত থাকায়, উহা এই ভাবেই সম্পাদ্য।

১৪। বালীর উভয় বাক্যের উত্তর এই সকল শ্লোকে বলা হইয়াছে। শাখামৃগহত্যা করিতে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে থাকায় কোন অপরাধ হয় না, প্রাণিবধনিমিত্তোৎপন্ন অল্প পাপ যাহা হয়, উহা প্রাণায়াম-মাত্রেই অপনোদিত হয়।

১৫। তুমি তাদৃশ রাজা নও, সুতরাং রাজহত্যাপাপে আমাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। রাজা দেবতা-স্বরূপ, ইহার প্রমাণ—

"অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভিঃ কল্পিতো নৃপঃ॥"

১৬। যদিও রামের এই সকল উক্তি দ্বারা বালীর উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি ইহা হিংসা, প্রচ্ছন্নবধরূপ লোকনিন্দা হইয়াছিল, তিনি প্রকাশ্যভাবে বালীবধে সমর্থ হইয়াও কেন ঐ ভাবে তাহাকে হত্যা করিলেন? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, রাম প্রকাশ্যভাবে বালীকে বধোদ্যত হইলে, জ্ঞাতপ্রভাব বালী রামের নিকট বিনীত হইত, তখন তাহার বধ যুক্ত হইত না এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইত, আর বালীর মিত্র রাবণও রামের শরণাগত হইত, তাহা হইলে দেবকার্য্যও হইতে পারিত না। এই জন্য রাম প্রচ্ছন্নভাবে বালীবধ করিয়াছেন।

১৭। অপরাধী আমাকে আপনি "ক্ষমা করিলেন" এই কথা বলুন।

আপনি রক্ষা করিবেন। অঙ্গদের প্রতি সুগ্রীবের স্নেহবুদ্ধি প্রবর্ত্তিত করুন, আপনিই কার্য্য ও অকার্য্য-বিধিতে অবস্থিত হইয়া রক্ষণ ও শাসন করুন।[১৮] নরেশ্বর! আপনার ভরত ও লক্ষ্মণের প্রতি যেরূপ স্নেহবুদ্ধি, সেইরূপ সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতিও প্রবর্ত্তিত করিবেন। আমি দোষ করিয়াছি বলিয়া যেন তারাকে দোষিণী করা না হয়; সুগ্রীব যাহাতে সেই শোচনীয়া রমণীকে প্রতিপালন করে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আপনার বশে থাকিয়া, আপনার চিত্তের অনুবর্ত্তী ও আপনার অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া বানর-রাজ্য শাসন করিতে এবং সমস্ত পৃথিবী পালন করিতে ও স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই; আমি আপনার হাতে মরিবার ইচ্ছায় তারা-কর্ত্তৃক বারিত হইয়াও, ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছি। বানর-রাজ বালী রামকে এই বলিয়া বিরত হইল। ৪১-৬০

তখন রামচন্দ্র ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত সাধুসম্মত বাক্য দ্বারা জাতজ্ঞান বালীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। হে হরিসত্তম বালিন্! আমরা গুপ্তবধরূপ অকার্য্য করিয়াছি, এরূপ মনে করিও না; তুমি ভ্রাতার ভার্য্যা হরণ করিয়াছ বলিয়া নিজের জন্যও চিন্তা করিও না; আমরা তোমা অপেক্ষা পরিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকি, ইহাও তুমি মনে মনে বিবেচনা কর। যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ডপাতন করে, দণ্ড্য ব্যক্তি যাহা-কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, তাহার কার্য্যসিদ্ধি ও কারণসিদ্ধি উভয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয় না; অতএব তুমি দণ্ডগ্রহণ করিয়া,[১৯] পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলে এবং দণ্ড-নির্দ্দিষ্ট পথ দ্বারা তুমি স্বকীয় ধর্ম্ম-সংযুক্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি হৃদয়স্থিত শোক, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কদাচই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অঙ্গদ তোমার নিকট যেরূপ ছিল, সুগ্রীব ও আমার নিকটেও সেইরূপ থাকিবে সন্দেহ নাই। বালী সেই মহাত্মা রণজয়ী রামচন্দ্রের ধর্ম্মানুযুক্ত বিহিত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল,—হে ইন্দ্রোপম ভীমবিক্রম রামচন্দ্র! আমি শরাঘাতে বিচেতন ও হতবুদ্ধি হইয়া এবং না জানিয়া যাহা বলিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। ৬১-৬৮

১৮। কার্য্য বধিতে রক্ষাকর্ত্তা, অকার্য করিলে শাসনকর্ত্তা।

১৯। স্বায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া তুমি নিষ্পাপ হইলে এবং তাদৃশ দণ্ড-বিধান করিয়াছি বলিয়া আমিও অকার্য্য করি নাই।

ঊনবিংশ সর্গ

শরপীড়িত শায়িত বানররাজ বালী হেতু-যুক্ত বাক্য দ্বারা প্রত্যুক্ত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিল না। সে প্রস্তরাঘাতে বিদীর্ণাঙ্গ এবং বৃক্ষসমূহ দ্বারা আহত ও রামবাণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোহ প্রাপ্ত হইল। বালী রণস্থলে রাম-নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই বার্ত্তা বালীর ভার্য্যা তারা অন্তঃপুরে থাকিয়া শ্রবণ করিলেন। পুত্রের সহিত তারা ভর্ত্তার নিদারুণ বধ-বার্ত্তা শুনিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে গিরিকন্দর[১] হইতে সহসা নির্গত হইলেন। অঙ্গদের যে সকল মহাবল সহচর ছিল, তাহারা ধনুর্দ্ধারী রামকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর তারা দেখিতে পাইলেন, যূথপতি নিহত হইলে যূথভ্রষ্ট মৃগগণের ন্যায় বানরগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। সুদুঃখিতা তারা, শরদ্বারা অনুস্যূতের ন্যায় দুঃখিত রাম কর্ত্তৃক ত্রাসিত বানরগণের নিকটে গমন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? রাজ্যলোভে তাঁহার ক্রূরতর ভ্রাতা সুগ্রীব

১। গিরিকন্দর পদে কিষ্কিন্ধ্যা নামক গিরিগুহা, এই কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দূরস্থিত রামচন্দ্র যদি শর দ্বারা বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া থাকেন, তাহাতে তোমাদের ভয় কি?[২] কপিপত্নীর বাক্য শুনিয়া কামরূপী বানরগণ বালীর ভার্য্যাকে কালোচিত বাক্যে বলিতে লাগিল,—রাজ্ঞি! আপনার পুত্র জীবিত রহিয়াছে,[৩] আপনি ফিরিয়া গিয়া অঙ্গদের রক্ষণ ও পালন করুন; শমন রামরূপ ধারণ-পূর্ব্বক বালীকে নিজপুরে লইয়া গিয়াছে; বালী-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুতর বৃক্ষ ও শিলা ব্যর্থ করিয়া, বজ্র-তুল্য শর-প্রহারে বালীকে নিহত করিয়াছে।[৪] হে বানররাজপ্রিয়ে! সেই বানররাজ ইন্দ্র-তুল্য বালী নিহত হইলে, এই সমস্ত বানর ভয়ে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। আপনি এক্ষণে বীরগণ দ্বারা নগরী রক্ষা করুন এবং অঙ্গদকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন। সে পদস্থিত হইলে, সমস্ত বানরগণ সেই বালীপুত্রকে ভজনা করিবে। হে বরাননে! অথবা এই স্থান যদি আপনার ভাল লাগে এবং যদি এইখানেই থাকেন, তাহা হইলে সুগ্রীবাদি বানরগণ সত্বর হইয়া দুর্গাদিতে অদ্যই প্রবেশ করিবে। তাহারা প্রবিষ্ট হইলে ভার্য্যাহীন বা ভার্য্যাসহিত অবস্থিত যে সকল বনচারী বানর এই স্থানে আছে, তাহারাও কিষ্কিন্ধ্যা-দুর্গে প্রবেশ করিবে;[৫] সেই পূর্ব্ব-বঞ্চিত লুব্ধ সুগ্রীবাদি বানরগণ হইতে সুতরাং আমাদের মহদ্ভয় বিদ্যমান আছে। চারুহাসিনী তারা অল্পদূরস্থিত বানরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনার অনুরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।—১১-১৭

সেই মহাভাগ কপিশ্রেষ্ঠ ভর্ত্তা বিনষ্ট হইলে আমার পুত্র, রাজ্য বা জীবনে প্রয়োজন কি আছে? যে ভর্ত্তা রামনিক্ষিপ্ত শরে নিহত হইয়াছেন, আমি সেই মহাত্মার পদতল-সমীপে গমন করিব। এই বলিয়া শোকবিহ্বলা তারা রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে কর-যুগল দ্বারা শিরে ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই সতী গমন করিতে করিতে সমরে অপরাঙ্মুখ, বানরপতিগণের নিহন্তা, বজ্রনিক্ষেপক বাসবের ন্যায় পর্ব্বতসমূহের নিক্ষেপকারক মহাবাত্যাসংযুক্ত মহামেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ-কারক, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, বৃষ্টি দ্বারা সংযুক্ত মেঘের ন্যায় মর্দ্দনকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্দ্দনশীল, ভয়ঙ্কর শূর-কর্ত্তৃক নিপাতিত, শূরবর, মাংসের নিমিত্ত ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত মৃগরাজের ন্যায় নিপতিত, সর্ব্বলোকের অর্চ্চিত, পতাকা সহিত বৈদিক মন্ত্রে পূজিত, অন্তরে ভুজঙ্গ-বিশিষ্ট গরুড়কর্ত্তৃক প্রমথিত, চতুষ্পথবর্ত্তী বল্মীকের ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্ত বালীকে দেখিতে পাইলেন[৬] এবং মহাশরাসন উদ্যত করিয়া অবস্থিত রামলক্ষ্মণ ও স্বীয় ভর্ত্তার অনুজ সুগ্রীবকেও দর্শন করত তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রণস্থলে নিপতিত স্বামীকে দেখিয়া, ব্যথিত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর তারা পুনর্ব্বার সুপ্তোর ন্যায় উত্থিত হইয়া, 'হা আর্য্যপুত্র!' এই বলিয়া

২। তাঁহার সেবা দ্বারাই তোমাদের জীবন সুরক্ষিত হইতে পারিবে। ইহাই ভাবার্থ।

৩। অপুত্রা রমণীরই মৃতপতির অনুগমন বিধেয়।

৪। এই স্থানে ভীত বানরগণ যে সংবাদ তারার কাছে দিতেছে, ইহা সকলই সম্ভাবনামাত্র, বাস্তব ঘটনা নহে। এখানে দেখা যায়, বালী রামের উদ্দেশে বহুতর শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, রাম উহা ব্যর্থ করিয়া বহুবাণ দ্বারা বালীকে বধ করেন।

৫। রামের সহিত সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলে, অঙ্গদকে অভিষিক্ত করিয়াও কোন ফল নাই, কারণ, সে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, সুতরাং আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নহে। হে রুচিরাননে! যদিও এই স্থান আপনার অভীষ্ট, তথাপি কিষ্কিন্ধ্যার দুর্গ সকল সুগ্রীবাধিকৃত হইলে, বালী-কর্ত্তৃক বিপ্রবাসিত অভার্য্য ও সভার্য্য বানরগণ এখানে আসিবে, সুতরাং ভীত পলায়িত বঞ্চিত বানরগণ হইতেই আমাদের ভয় উপস্থিত।

৬। সর্পকুলধ্বংসে প্রবৃত্ত গরুড়ের সহিত সর্পগণ সন্ধি করিয়াছিল। উহাতে নির্দ্দেশ ছিল, একটি পবিত্র স্থানে প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত একটি সর্প থাকিবে, গরুড় উহা আহার করিবে, তদতিরিক্ত সর্পগণকে সে হিংসা করিবে না। এক সময়ে কালীয় নাগের উপর সেই দিনের আহার্য্য ও সর্প দিবার ভার পড়ে—তখন সে সে আহার্য্য নিজেই খাইয়া বেদীর উপর যুদ্ধার্থ অবস্থান করে, গরুড় আসিয়া উহা জানিতে পারিয়া যুদ্ধে কালীয়কে পরাভূত ও বেদী বিধ্বস্ত করে, কালীয় পলায়ন করিয়া যমুনান্তর্ব্বর্ত্তী সৌভরির তপস্থানে লুকায়। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কবি বলিয়াছেন।

পতিকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব কুররীর ন্যায় রোদনশীলা তারাকে এবং তৎপুত্র অঙ্গদকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। ১৮-২৯

বিংশ সর্গ

চন্দ্রাননা তারা রামের শরাসন-নিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শর দ্বারা নিহত বালীকে দেখিয়া, তাহার নিকটে গমন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; কুঞ্জর-তুল্য পর্ব্বতপ্রভ উন্মূলিত তরুর ন্যায় বানর বালীকে দেখিয়া, শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে দারুণবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ বীরবর! এখন তুমি অত্যন্ত অপরাধিনী আমাকে অভিভাষণ করিতেছ না কেন? হে বানরশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন কর। নৃপতিবরগণ ভূমিতলে এরূপ শয়নে শয়ন করেন না। হে বসুধাধিপ! এই বসুন্ধরা তোমার অত্যন্ত প্রিয়তমা; যে হেতু আমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তুমি গাত্র দ্বারা বসুন্ধরাকে সেবা করিতেছ। তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার সহিত মিলিত হইয়া, মধুগন্ধি বনমধ্যে আমার সহিত যে বিহার করিতে, জানিলাম, অদ্য অবধি তুমি তাহার শেষ করিলে। আমি নিরাশা, নিরানন্দা ও শোকসাগরে নিমগ্না হইলাম। আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন; যে হেতু তোমাকে নিহত ও ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া, শোকে সন্তপ্ত হইয়া সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। তুমি সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ করিয়া, তাহাকে বিবাসিত করিয়াছ, হে বানরেন্দ্র! অদ্য তাহার ফল তুমি প্রাপ্ত হইলে। আমি তোমার কুশলা-কাঙ্ক্ষিণী ও হিতৈষিণী হইয়া হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম; তুমি তাহাতে আমার নিন্দা করিয়াছিলে, হে আর্য্য! এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, তুমি রূপযৌবনসম্পন্ন অনুকূল নায়িকা অপ্সরাগণের চিত্ত প্রমথন করিবে সন্দেহ নাই। হে বীর! আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, জীবনান্তকর কাল উপস্থিত হইয়াছে; যে হেতু সুগ্রীবের অজেয় হইয়াও তুমি কালকবলে নিপতিত হইলে। তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেও কাকুৎস্থ-কুলতিলক রামচন্দ্র অধর্ম্মের অনুসারী হইয়া তোমার নিধনসাধন-পূর্ব্বক সন্তাপ করিতেছেন না, ইহা অযুক্ত। আমি পূর্ব্বে কিছুমাত্রই দুঃখ প্রাপ্ত হই নাই; এক্ষণে আমি অত্যন্ত দীনা, কৃপণা ও অনুকম্পার্হা হইয়া, শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে অনাথিনী হইয়া, বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিব সন্দেহ নাই। সুকুমার, সুখে সম্বর্দ্ধিত, আমাকর্ত্তৃক লালিত কুমার অঙ্গদ, উহার পিতৃব্য সুগ্রীব ক্রোধপরিপূর্ণ হইলে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? বাঁচিবার আশা নাই। বৎস পুত্র! তুমি এক্ষণে তোমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লও; যে হেতু এখন হইতে তাঁহার দর্শন তোমার একান্তই দুর্লভ হইল। হে বীরবর! তুমি এখন চিরপ্রবাসে গমন করিতেছ; অতএব এই পুত্রকে আশ্বাসিত কর, আমার প্রতি আদেশ কর এবং এই পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ কর। তোমাকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন; তিনি ইহা দ্বারা সুগ্রীবের সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সুগ্রীব! তোমার শত্রু—ভ্রাতা নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি সফলমনোরথ হইয়া রুমাকে লাভ কর এবং উদ্বিগ্নশূন্য হইয়া রাজ্য শাসন কর। হে বানরেশ্বর! আমি তোমার প্রিয় ভার্য্যা, সম্মুখে রোদন করিতেছি, তুমি কেন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না? এই দেখ, আরও বহুতর ভার্য্যা আসিয়া বিলাপ করিতেছে। বানরীর এইরূপ বিলাপ-বাক্য শুনিয়া অন্যান্য বানরীগণ অঙ্গদকে গ্রহণ করিয়া, দীনা ও দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। হে

অঙ্গদধারিন্ বীরবর! এই গুণবিশিষ্ট চারুবেশ-সমন্বিত প্রিয় পুত্র অঙ্গদকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি চিরপ্রবাসে গমন করিতেছ, ইহা অত্যন্ত অযুক্ত কর্ম্ম হইতেছে। হে দীর্ঘবাহো! যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে বিচার করিয়া তুমি তাহা ক্ষমা করিবে। হে বানরবংশনাথ! আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি। অনিন্দিতা তারা বানরীগণের সহিত এইরূপে করুণবচনে বিলাপ করিয়া বালীর নিকটস্থিত ভূমিতে প্রায়ব্রত[১] অবলম্বন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে নিশ্চয় করিলেন। ১-২৬

একবিংশ সর্গ

তদনন্তর অম্বরস্থল হইতে নিপতিত তারার ন্যায় তারাকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া বানরযূথপতি হনুমান্ তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত জন্তুগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলের হেতু শমাদিগুণ ও রাগাদিদোষকৃত কার্য্য করিয়া, পরলোকে অব্যাকুলভাবে শুভ ও অশুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[১] আপনি পাপপুণ্য কর্ম্মপাশের বশবর্ত্তিনী; অতএব শোচনীয়া হইয়া কাহার নিমিত্ত শোক করিতেছেন এবং কর্ম্মফলবশে দীনা হইয়া কাহার প্রতিই বা অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন? এই বুদ্বুদতুল্য দেহে কে কাহার শোচনীয় আছে? তাহা আপনি আমাকে বলুন।[২] এই আপনার পুত্র অঙ্গদ জীবিত রহিয়াছে, আপনি ইহারই লালন-পালন করুন। আর এক্ষণে আপনার ভর্ত্তা বালীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পাদন করুন। জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু অব্যবস্থিত জানিবেন; অতএব পণ্ডিতগণ ইহলোকে লৌকিক শুভ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে বানরেন্দ্রের জীবনকালে শত শত—সহস্র সহস্র—নিযুত নিযুত বানর আশা-বন্ধন-পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিত, সেই এই বানরবর এক্ষণে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। যে হেতু এই বালী নীতিশাস্ত্র দ্বারা রাজকার্য্য দর্শন-পূর্ব্বক সাম-দান-ক্ষমাদিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মজিত ধাম প্রাপ্ত হইবেন, তবে আপনি ইঁহার নিমিত্ত কেন শোক করিতেছেন? হে অনিন্দিতচরিতে! সমস্ত বানরগণ, আপনার পুত্র অঙ্গদ এবং বানরপতির সমস্ত রাজ্য আপনারই বশবর্ত্তী হইবে সন্দেহ নাই; অতএব এই শোকসন্তপ্ত সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি আদেশ করুন; আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, এই অঙ্গদ রাজ্য শাসন করুক। যে জন্য পুত্রের প্রয়োজনীয়তা, এবং রাজার সম্বন্ধে এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, উহা অঙ্গদ সম্পন্ন করুক, ইহাই বর্ত্তমান কালের উচিত অনুষ্ঠান।[৩] বানররাজ বালীর অগ্নিসংস্কার কর্ত্তব্য ও অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন, আপনি পুত্রকে সিংহাসনস্থিত দর্শন করিলে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। হনুমানের সেই বাক্য শুনিয়া ভর্ত্তার মরণে অতি দুঃখিতা তারা তত্রস্থিত হনুমানকে বলিলেন,—অঙ্গদের তুল্য শত পুত্র অপেক্ষা এই গতপ্রাণ বীরবর বালীর গাত্রসংস্পর্শও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। স্ত্রীত্ব-হেতুক আমি সুগ্রীব বা অঙ্গদের প্রভু বা রাজ্যযোগ্যা হইতে পারি না; বালীর পর অঙ্গদের পিতৃব্য সুগ্রীব রাজ্যের সমস্ত কার্য্যেই প্রভু হইবেন। হে হনুমন্! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, এরূপ বুদ্ধি করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা বন্ধু হইতে পারেন না। হরিরাজ

১। প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ নিশ্চয়-পূর্ব্বক অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া উপবেশন করাকে 'প্রায়ব্রত' কহে।

১। কৃত কর্ম্ম লোকান্তরে ফল দিবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, সুগ্রীব বালীকে নিহত করাইয়াছে, এইরূপ মনে করিও না, বালী নিজ কর্ম্ম দ্বারাই হত হইয়াছে, সুগ্রীব নিমিত্ত মাত্র।

২। এই সকল যাঁহারা জানেন, সেই বিদ্বদ্গণের শোক করা উচিত নহে, নিজে স্থিরচিত্ত হইলে, বিনশ্বরের জন্য শোক করিতে পারা যায়।

৩। সুতরাং শোক করা অনুচিত, শোক না করিয়া বালীর ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য কর। ইহাই পুত্রোৎপাদনের ফল।

বালীর আশ্রয় ব্যতিরেকে ইহলোকে বা পরলোকে আমার মঙ্গলকর আর কিছুই নাই। এই সম্মুখস্থিত নিহত বীর কর্তৃক সেবিত এই শয্যা সেবা করা আমার পক্ষে একান্তই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। ১-১৬

দ্বাবিংশ সর্গ

মুমূর্ষু শয্যায় অবস্থিত বালী চারিদিকে দর্শন করিতে করিতে মন্দমন্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অঙ্গদের অগ্রস্থিত সুগ্রীবকে দেখিতে পাইল। বালী বিজয়প্রাপ্ত সেই হরিবর সুগ্রীবকে সুব্যক্ত বাক্য দ্বারা স্নেহ সহকারে এই বাক্য বলিল,—হে সুগ্রীব! পূর্ব্বদোষ হেতু বর্ত্তমান বা ভবিষ্য সময়ে আমার প্রতি দোষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। হে বৎস! আমার মনে হয়, আমাদের উভয়ের একেবারে সৌভ্রাত্র-সুখ ও রাজ্যসুখ লাভ হইবে না; এই জন্য ঐ উভয়বিধ সুখ বিঘটিত হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন এই বনবাসিগণের রাজ্য লাভ কর, আমি এক্ষণে যমালয়ে গমন করিতেছি।[১] আমি এক্ষণে জীবনরাজ্যে বিপুল রাজলক্ষ্মী এবং অনিন্দিত যশঃ সমস্তই পরিত্যাগ করিতেছি। হে বীর! আমি এই অবস্থায় যাহা বলিতেছি, তাহা দুষ্কর হইলেও তাহা সম্পাদন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। সুখযোগ্য, সুখে সম্বর্দ্ধিত, বুদ্ধিমান্ বালক হইলেও বালবুদ্ধিরহিত অঙ্গদ বাষ্পপূর্ণ-মুখে ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে, অবলোকন কর। আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পিতৃহীন গুণবান্ এই পুত্রকে ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রতিপালন কর। হে বানরেশ্বর! আমি যেমন পূর্ব্বে ইহার সমস্ত প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতাম, তুমিও সেইরূপ করিও। তুমি ইহার পিতা, দাতা, পরিত্রাতা এবং ভয়ে অভয়দাতা হইবে। তোমার তুল্যপরাক্রম এই শ্রীমান্ তারাতনয় রাক্ষসগণের বধকালে তোমার অগ্রবর্ত্তী হইবে। এই তেজস্বী যুবা তারাপুত্র বলবান্ অঙ্গদ রণে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক অনুরূপ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে। সুষেণ-দুহিতা তারা সূক্ষ্মার্থ-নিশ্চয়-বিষয়ে এবং ঔৎপাতিক বিষয়ে বিশেষ নিপুণা। এই সাধ্বী যাহা বলিবে, তাহা তুমি অসংশয়ে সম্পাদন করিবে। এই তারার মত কখনই অন্যথা হয় না।[২] তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রামের কার্য্য সাধন করিবে; যদি না কর, তবে অধর্ম্ম হইবে। তাঁহার অবমাননা করিলে ধর্ম্মভ্রংশ হেতু তোমাকেও হনন করিবেন।[৩] হে সুগ্রীব! এই দিব্য কাঞ্চনী মালা তুমি পরিধান কর, ইহাতে অত্যুত্তম লক্ষ্মী বাস করেন; আমি মরিলে এই মালা সেই দিব্যশ্রী পরিত্যাগ করিবে।[৪] বালী ভ্রাতৃসৌহৃদ্যবশে এইরূপ বলিলে, সুগ্রীব হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ম্লানমূর্ত্তি হইল। সুগ্রীব অতন্দ্রিতভাবে বালী-কথিত বাক্যানুরূপ কার্য্য করিয়া তাহার আজ্ঞানুসারে কাঞ্চনী মালা ধারণ করিল। আসন্নমৃত্যু বালী সেই কাঞ্চনী মালা সুগ্রীবকে প্রদান করিয়া, অগ্রস্থিত আত্মজ অঙ্গদকে স্নেহবশে বলিতে লাগিল।— ১-১৯

তুমি প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে ক্ষমা করিয়া, দেশ-কাল অনুসারে সুখ-দুঃখ সহিয়া, সুগ্রীবের বশবর্ত্তী

১। রামবাণে আহত বালীর পাপক্ষয় হওয়ায় দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, এবং প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই জন্য সে নিজের পর সুগ্রীবকে রাজ্য দিয়াছিল। এখানে প্রশ্ন এই হয় যে, রাজার মৃত্যুর পর তৎপুত্রই রাজ্যলাভ করিয়া থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে ভ্রাতা কেন পাইবে? উত্তর—পুত্র বালক, সুতরাং রাজ্যরক্ষার অযোগ্য, এবং সুগ্রীব বলবান্, যদি পুত্রকেও রাজ্যের লোভে বিনাশ করে, এই জন্যই তাহাকে রাজ্য দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ রামচন্দ্রও রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ বলিয়াই অঙ্গদকে অভিষিক্ত করেন নাই; যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের পর অঙ্গদই রাজা হয়েন, সুগ্রীবের পুত্র হয় নাই। অথবা বালীর যুদ্ধকালে প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক একবার সুগ্রীব রাজা হইয়াছিল, সুতরাং বালীর পরে তাহারই অধিকার।

২। ইহা আমি অনুভব করিয়াছি। তারার যৌবন ছিল, সে পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে, এই জন্য দেবর সুগ্রীবকেই যাহাতে গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে ইঙ্গিতে বালী অনুমোদন করিয়াছে।

৩। ইহার দৃষ্টান্ত আমি, আমি অধর্ম্ম করায় যেমন বধ্য হইয়াছি, তুমিও অধর্ম্ম করিলে ঐরূপ বধ্য হইবে।

৪। অতএব আমি মরিবার পূর্ব্বেই তুমি এই মালা গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা বালী জীবিত থাকিতেই ভ্রাতাকে রাজ্যদান করিয়া উত্তর-কালের বিরোধের অবসান করিয়াছিল।

হও।[৫] হে মহাবাহো! পূর্বে আমি যেমন তোমার লালন-পালন করিতাম, সেইরূপে অবস্থিত হইলে সুগ্রীব তোমাকে অধিকতর ভালবাসিবে না; অতএব তুমি সুগ্রীবের সেবাপরায়ণ হইবে। হে অরিন্দম! তুমি উহার অমিত্র বা শত্রুর সহিত মিলিত হইও না। সুগ্রীব তোমার ঈশ্বর ও পালনকর্ত্তা; তুমি শান্ত হইয়া উহার বশবর্ত্তী হইবে। তুমি অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, এই উভয়ই মহাদোষের আকর; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিবে।[৬] এইরূপ বলিলে, শরপীড়িত বালীর নেত্র এবং দন্ত বিবৃত ও ভীষণদর্শন হইল; বালীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তদনন্তর সমস্ত বানর ও বানরপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। বানরেশ্বর বালী স্বর্গগত হইলে, কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর উদ্যান সমূহ ও পর্ব্বত সকল পরিশূন্য হইল। হরিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণের পরাজয়কারী মহাত্মা বালী স্বর্গগত হইলে বানরগণ সকলেই নিষ্প্রভ হইল। মহাবাহু গোলভনামক গন্ধর্ব্বের সহিত বালীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পঞ্চদশ বৎসর দিবস বা রাত্রিতে ঐ যুদ্ধ বিরামপ্রাপ্ত হয় নাই। তদনন্তর ষোড়শ বর্ষে বালী তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। করালদংষ্ট্রাবান্ বালী সেই দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে নিহত করিয়া, আমাদিগের সকলকেই ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। হায়! এই বালী কেন নিপাতিত হইলেন? যেমন সিংহযুক্ত মহাবনে গোযূথপতি নিহত হইলে গো-গণ সুখলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বানরাধিপতি বালী নিহত হইলে, বানরগণ কোনরূপেই সুখলাভ করিতে পারিল না। তদনন্তর তারা মহৎদুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, মৃত ভর্ত্তার বদন দর্শনপূর্ব্বক আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন মহাতরুকে আলিঙ্গন করিয়াই ভূমিতলে পতিত হয়, সেইরূপ বালীকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। ২০-৩২

৫। এই দেশে এই কালে এইরূপ করা উচিত, এইরূপ করা উচিত নয়, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে সুগ্রীব সহায়সম্পন্ন বলবান্, তুমি সুখে লালিতপালিত হইলেও এই সময়ে পিতৃব্যের অধীন হওয়াই নীতিসঙ্গত, তাহা না করিলে আমারই ন্যায় তোমারও দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী।

৬। এই সম্বন্ধে একটি নীতি নিম্নে দেওয়া গেল, যথা—

"অত্যাসক্তির্বিনাশায় দূরতিদূরস্তু নিষ্ফলম্।
সেবা মধ্যমভাবেন রাজ-বহ্নি-গুরু-স্ত্রিয়াম্॥"

ত্রয়োবিংশ সর্গ

তদনন্তর কপিরাজ বালীর মুখ আঘ্রাণ করিয়া, লোকবিশ্রুতা তারা মৃত পতিকে বলিতে লাগিলেন,—বীরবর! তুমি আমার বাক্য না শুনিয়া পাষাণ-ব্যাপ্ত বিষম দুঃখকর ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে বানরেন্দ্র! আমি দেখিতেছি, আমা অপেক্ষা মহী তোমার প্রিয়তরা; যে হেতু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছ এবং আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এই রামরূপ বিধি সুগ্রীবের বশীভূত হইল, সে অদ্যই ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইবে; অতএব সুগ্রীবই বিক্রমশালী ও সাহসিক বোধ হইতেছে।[১] ভল্লুকমুখ্য ও প্রধান প্রধান বানরগণ বলবান্ তোমার উপাসনা করিতেছে, তাহাদের এবং শোককারী অঙ্গদের বিলাপবাক্য এবং আমার এই বিলাপবাক্য শুনিয়া তুমি জাগরিত হইতেছ না কেন? পূর্ব্বে যেখানে তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শত্রু সকল শয়ন করিত, এক্ষণে তুমি যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই বীর-শয়নে শয়ন করিয়াছ। হে যুদ্ধপ্রিয়! হে মানদ! হে প্রিয়তম! আমি অনাথা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ? পণ্ডিতগণ শূরব্যক্তিকে কদাচ কন্যা প্রদান করিবেন না; যে হেতু শূরভার্য্যা আমি সদ্যই বিধবা হইলাম। আমার মানতরু ভগ্ন হইল, স্থিরতর সুখ বিনষ্ট হইল, আমি এক্ষণে অগাধ বিপুলশোক-

১। যে সুগ্রীব নিজ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইত, কালক্রমে সে এখন কিষ্কিন্ধ্যার প্রভু হইল, সুতরাং এই দৈবঘটনা অতিশয় আশ্চর্য্যকর।

সাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমি বিবেচনা করি, আমার হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও লৌহময়; যে হেতু প্রিয়তম ভর্ত্তাকে নিহত দেখিয়া এখনও শতধা বিদীর্ণ হইল না। হায়! আমার প্রিয়ভর্ত্তা স্বভাবতঃই আমার প্রিয়, প্রহারে পরাক্রমশালী ও শূর, তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী ও ধনধান্যবিশিষ্টা হইলেও বুধগণ তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। আপনি পূর্ব্বে লাক্ষারাগতুল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট দিব্য শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে স্বীয় গাত্রনির্গত রুধিরব্যাপ্ত পৃথিবী-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে বানরেন্দ্র! আপনার গাত্র রেণু ও শোণিত দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আমি বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইতেছি না। এই অতি দারুণ বৈরবিষয়ে সুগ্রীব কৃতকৃত্য হইল; যে হেতু রামপ্রযুক্ত একটি শর দ্বারাই তাহার ভয় দূরীভূত হইল। আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, আপনার গাত্র স্পর্শ করিতে গিয়া হৃদয়ে লগ্ন শর দ্বারা বারিত হইয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। ১-১৬

তারার সেই বিলাপবাক্য শুনিয়া নীলবীর বালীর বক্ষঃস্থল হইতে গিরিগহ্বরস্থিত প্রদীপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় সেই বাণ উদ্ধৃত করিল। অস্তাচলের মস্তকস্থিত দিন-করের রশ্মির ন্যায় সেই উদ্ধৃত বাণের দীপ্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধরাধর হইতে তাম্র ও গৈরিক-সংযুক্ত নিপতিত ধারার ন্যায় বালীর ক্ষতস্থান হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া চারি দিকে পতিত হইতে লাগিল। তারা অস্ত্র দ্বারা আহত, শূরবর, রণরেণু দ্বারা পরিব্যাপ্ত বালীকে নয়নজাত অশ্রুবারিসেচন দ্বারা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিহত পতির সর্ব্বাঙ্গ রুধির দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিয়া, তারা পিঙ্গলনেত্র পুত্র অঙ্গদকে বলিলেন,—পুত্র! পূর্ব্বতন পাপনিরত তোমার পিতার শেষ অবস্থা অবলোকন কর, এক্ষণে প্রাণবিনাশের পর ইঁহার বৈরভাবের অবসান হইল। পুত্র! তরুণ সূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, যমভবনে গত, নরপতি, মানদ পিতার চরণ বন্দনা কর। "এই আমি অঙ্গদ চরণ বন্দনা করি," এই বলিয়া অঙ্গদ গাত্রোত্থান করিয়া, স্থূল ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় দ্বারা পিতার চরণ গ্রহণ করিল। তখন তারা বলিলেন,—বানরবর! এই অঙ্গদ অভিবাদন করিতেছে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ইহাকে 'পুত্র! দীর্ঘায়ু হও' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছ না কেন? তুমি গতচেতন হইয়াছ, আমি পুত্রের সহিত সিংহ-কর্ত্তৃক নিপাতিত বৃষের সবৎসা গাভীর ন্যায় তোমার নিকটেই অবস্থিতি করিতেছি। তুমি সংগ্রামযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়াছ, এক্ষণে পত্নী ব্যতিরেকে রামের অস্ত্ররূপ বারি দ্বারা তোমার যজ্ঞান্ত-স্নান কিরূপে সম্পন্ন হইবে? দেব-রাজ সংগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে কাঞ্চনী মালা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মালা আমি এখানে দর্শন করিতেছি না। হে মানদ! আবর্ত্তমান সূর্য্যের প্রভা যেমন অস্তাচলকে পরিত্যাগ করে না, তুমি গতপ্রাণ হইলেও রাজশ্রী তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না। হায়! আমি তোমাকে যে হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই, আর আমি তোমাকে নিবারিত করিয়া রাখিতেও সমর্থ হই নাই, এক্ষণে যুদ্ধস্থলে নিহত তোমার সহিত সপুত্রা আমিও বিনষ্ট হইলাম; হায়! এক্ষণে লক্ষ্মীদেবী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। ১৭-৩০

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অত্যন্ত বেগশালী দুস্তর অতুলনীয় শোক-মহার্ণব দ্বারা পরিপ্লুতা তারাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া, বালীর অনুজ ভ্রাতা বলবান্ সুগ্রীব ভ্রাতার বধ-হেতু অত্যন্ত সন্তাপিত হইল। তারাকে বাষ্পপূর্ণ-নয়না দর্শন করিয়া, সেই মনস্বী অত্যন্ত দুঃখিত ও

খিন্নমনা সুগ্রীব ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে রামের সমীপে গমন করিল। সুগ্রীব রামের নিকট গমন করিয়া, উগ্র ভুজঙ্গ-সদৃশ বাণবিশিষ্ট শরাসনধারী, শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণযুক্ত, যশস্বী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিল,—হে নরেন্দ্র! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিয়া কর্ম্মফল দেখাইলেন। আমি কুৎসিতজীবন হইয়া ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। বালী নিহত হইলে, এই তারা, অঙ্গদ ও পুরবাসী জনগণ দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে; অতএব রাজ্য-লাভে আমার মন সুখশান্তি লাভ করিতেছে না। ক্রোধ হেতু, অমর্ষ-হেতু, ধর্ষণা ও অবমাননা-হেতু পূর্ব্বে ভ্রাতার বধ আমার অনুমত ছিল। হে ইক্ষ্বাকুবর! বানররাজ বালী হত হইলে এক্ষণে আমি অত্যন্ত তীব্ররূপে পরিতপ্ত হইতেছি। সেই শৈলশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিয়া যেমন-তেমন-রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করা আমার শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেছি। ইঁহাকে নিহত করিয়া স্বর্গলাভও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি না। এই মতিমান্ মহাত্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তোমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি যথেচ্ছ স্থানে বিচরণ কর।" উহা তাঁহার বাক্যের অনুরূপ। ভ্রাতৃবধরূপ দুষ্ট কর্ম্ম এবং তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান আমার অনুরূপ হইয়াছে। কাম-ভোগে অত্যন্তাসক্ত আমি রাজ্য-ভোগ সুখের ও ভ্রাতৃবধজন্য দুঃখের তারতম্য চিন্তা না করিয়া কিরূপে তাদৃশ গুণবান্ ভ্রাতার বধ, ভ্রাতা হইয়া নিজ তৃপ্তিকর মনে করিলাম?[১] হায়! আপন মাহাত্ম্যের ব্যতিক্রম হইবে, এই ভাবিয়া আমাকে বধ করিতে সেই মহাত্মার মন ছিল না; ভ্রাতার প্রাণহারী আমার বুদ্ধির দুষ্টতা-প্রযুক্ত সেই মাহাত্ম্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। বালী তাড়ন আরম্ভ করিলে আমি যখন পলায়ন করিয়া রোদন ও চীৎকার করিতাম, তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন যে, এরূপ কার্য্য আর করিও না; কিন্তু আমাকে বধ করিতেন না। মহাত্মা বালী আপনার আর্য্যভাব ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আমি কাম, ক্রোধ ও বানরত্ব প্রদর্শন করিয়াছি সন্দেহ নাই। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়া দেবরাজ যেমন পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি ভ্রাতার বধ করিয়া সেইরূপ এই চিন্তারও অযোগ্য, বর্জ্জনীয়, দর্শনের অযোগ্য, কামনার অযোগ্য, ভ্রাতৃবধরূপ পাপ উপার্জ্জন করিলাম। মহী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণ ইন্দ্রের সেই পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বানরজাতীয় আমার পাপ গ্রহণ করিতে কে ইচ্ছা করিবে?[২] হে রাঘব! এইরূপ অযুক্ত অধর্ম্মযুক্ত কুলনাশক কর্ম্ম করিয়া, প্রজাগণের সম্মান ও যৌবরাজত্বেরও যোগ্য নহি; রাজ্য-প্রাপ্তির যোগ্য কিরূপে হইব? বৃষ্টির বারিবেগ যেমন নিম্নভাগকে ভজনা করে, সেইরূপ অতি কুৎসিত পাপকারী, লোকের অপকারী, ক্ষুদ্রব্যক্তি আমার এই মহান্ শোকবেগ প্রবর্ত্তিত হইল। সহোদর-বিনাশ যাহার অন্যান্য গাত্রভাগ এবং লোমসকল, সহোদর-বিনাশ-জাত সন্তাপ যাহার হস্ত, নেত্র, শির ও দন্ত, সেই মদমত্ত পাপময় মহান্ হস্তী, নদীকূলের ন্যায় আমাকে আহত করিতেছে।[৩] হে নরবর! বিবর্ণ স্বর্ণ অগ্নিমধ্যে পরিতপ্ত হইলে, মল যেমন তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই অসহ্য পাপ দ্বারা আমার হৃদিস্থিত জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্য নির্বর্ত্তিত হইতেছে।[৪]

১। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমি শোকদুঃখের তারতম্য বুঝিতে পারি না।

২। যদিও বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ইন্দ্র তিনটি ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবী, বনস্পতি ও স্ত্রীগণ ঐ পাপ গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি মহাভারতাদিতে দেখা যায়, মহী, জল, বৃক্ষ, স্ত্রী ইঁহারা একটিমাত্র ব্রহ্মহত্যার পাপই গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্মহত্যা একটি, তিনটি নহে।

৩। পাপের উৎকটত্ব, দুস্তত্ব, তাঁহার প্রবৃদ্ধত্ব, মহত্ব। হস্তী পক্ষে উচ্চতা।

৪। এই পাপ সহন করিতে পারা যায় না, তাদৃশ পাপ আমার হৃদয়ে স্থিত, সচ্চরিত্র অর্থাৎ আমার জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যকে নষ্ট

হে রাঘব! আমার জন্য অঙ্গদের শোকতাপ হেতু মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণের এই কুলের প্রাণ অর্দ্ধ বিনষ্ট হইল এবং অর্দ্ধভাগ জীবিত রহিল, আমি এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। হে বীরবর! পুত্রও সুলভ এবং সুবশ্য সুজনও সুলভ, কিন্তু অঙ্গদের ন্যায় গুণবান্ পুত্র কোথায় লাভ হইবে? আর এমন দেশ কোথাও নাই, যেখানে আমার সেই ভ্রাতা বালীকে প্রাপ্ত হইতে পারিব। এখন বালী ব্যতিরেকে অঙ্গদ জীবন ধারণ করিতে পারিবে না; তাহার মাতা যদি বাঁচেন, তবে অঙ্গদের প্রতিপালন নিমিত্তই বাঁচিবেন; কিন্তু পুত্র ব্যতিরেকে তিনি কদাচই জীবন ধারণ করিবেন না, ইহাই আমার স্থির-নিশ্চয়। অতএব আমি এই পাপ-জীবন রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি না, আমি ভ্রাতা ও পুত্র অঙ্গদের সমানতা ইচ্ছা করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব। আর এই সমস্ত বানরগণ আপনার আদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে।[৫] হে মনুজেন্দ্র-নন্দন! আমি বিদ্যমান না থাকিলেও ইহারা আপনার সমস্ত কার্য্যই সাধন করিবে। আপনি কুলনাশক, জীবনধারণের অযোগ্য, কৃতপাপ আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। ১-২৩

সুগ্রীব অত্যন্ত কাতর হইয়া এইরূপ বলিলে, পরন্তপ রঘুবীর রামচন্দ্র বাষ্পপূর্ণ-নয়নে মুহূর্ত্তকাল বিমনা হইয়া রহিলেন। এই সময়ে ক্ষিতির ন্যায় ক্ষমাবান্, ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা রামচন্দ্র শোকাপনয়নে সমুৎসুক হইয়া, অতিশয় দুঃখে নিমগ্না, রোদনশীলা তারার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন উদারবুদ্ধি প্রধান মন্ত্রিগণ কপিরাজপত্নী চারুনেত্রা তারাকে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইল। মন্ত্রিগণ যখন পতির নিকট হইতে আনিতেছিল, তখন তারা হস্তাদি সঞ্চালন-পূর্ব্বক পতির নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। যখন রামের নিকট আনীতা হইলেন, তখন নিজ তেজে প্রজ্বলিত দিবাকরের ন্যায় অবস্থিত রামচন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। মৃগনেত্রা তারা চারুনেত্র, অদৃষ্টপূর্ব্ব-সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষপ্রধান রামকে দেখিয়া, 'এই সেই কাকুৎস্থ রামচন্দ্র' এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেন।[৬] অতিদুঃখিতা তারা সেই দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র-তুল্য মহানুভব রামচন্দ্রের সমীপে কাতরভাবে সত্বর ও বিহ্বল হইয়া গমন করিলেন। শোকভরে চঞ্চলভাব-সম্পন্না মনস্বিনী তারা বিশুদ্ধভাববিশিষ্ট, রণস্থলে বিজয়প্রাপ্ত রামচন্দ্রের সমীপে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—[৭] আপনি অপ্রমেয়, দুরাসদ, জিতেন্দ্রিয়, উত্তম-ধর্ম্মবিশিষ্ট, বিচক্ষণ, উদারকীর্ত্তি, ক্ষিতির তুল্য ক্ষমাবান্ ও রক্তাক্ষ।[৮] আপনার গাত্র অতিশয় দৃঢ়,

---

করিয়াছে, যেমন বলবান উত্তমের সহিত অধম থাকিতে পারে না, সেইরূপ বলবান্ অধমের সহিতও উত্তম থাকিতে পারে না। সুতরাং এই পাপে আমার সমস্ত পুণ্যক্ষয় হইয়াছে, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। কেহ কেহ বলেন, অগ্নিতে পরিতপ্ত স্বর্ণ যেমন বিবর্ণতাকারক মলকে নিবর্ত্তিত করিয়া ভস্ম হয় সেইরূপ, অথবা মলকে বিযুক্ত করে, তদ্রূপ।

৫। ভ্রাতৃণামেকজাতানাং যদ্যেকঃ পুত্রবান্ ভবেৎ। তেন পুত্রেণ তে সর্ব্বে পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ॥ নিজে মরিলে তাহাদের প্রতি স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। . .

৬। তারা চারুনেত্রা বলিয়াই চারুনেত্র রামকে জানিতে পারিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে রামের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। যিনি পূর্ব্বে পতিকে নিহত করিয়াছেন, ইনিই সেই রাম, অথবা অঙ্গদের মুখে যাঁহার কথা শুনিয়াছি, ইনিই সেই রাম, অথবা যিনি পদ্মপলাশলোচন বলিয়া মহাজনগণের নিকট শুনিয়াছি, ইঁনিই সেই রাম।

৭। পতিশোকে মুহ্যমানা তারা পতিহন্তাকে পরুষবাক্য বলিব, এইরূপ কৃতনিশ্চয়া হইলেও রামসন্নিধিগুণে হৃদয় বিশুদ্ধ হওয়ায় রামকে স্তব করিয়াছিলেন।

৮। অপ্রমেয়—দেশ ও কাল দ্বারা আপনি অপরিচ্ছিন্ন, দেবতারাও আপনার পরিচ্ছেদ করিয়া অর্থাৎ ইনি এইপ্রকার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া জানিতে পারেন না; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, কইত্থা বেদ ইত্যাদি, সোঽঙ্গ বেদ যদি বাণ বেদ। নিজেও পরিচ্ছেদ করিয়া জানিতে পারেন না। প্রত্যক্ষ দেখিলেও দুর্বিভাব্যস্বরূপ, শরচাপধারী হইলেও শঙ্খ-চক্রধারী, পরিবাররহিত হইলেও প্রতাপাতিশয্যনিবন্ধন অনন্ত পরিকর-যুক্ত। তুমি দুরাসদ—যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য, কিম্বা মনো দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে তোমাকে গ্রহণ করা যাইবে? এবং তুমি জিতে-ন্দ্রিয়—নিস্পৃহ; সুতরাং সুগ্রীবকে রাজ্য দান করিয়াছ। তুমি পরদার অবলোকন পর্য্যন্ত কর না। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা ইঁহারাও জিতেন্দ্রিয় নহেন, একমাত্র তুমিই জিতেন্দ্রিয়, এবং তুমি উত্তমধার্ম্মিক অর্থাৎ আশ্রিত রক্ষণ, পাপীর দণ্ডবিধানের দ্বারা বর্ণাশ্রমরক্ষা প্রভৃতি উত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী, এবং অক্ষয়কীর্ত্তিমান, বিচক্ষণ, কার্য্যদক্ষ এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল।

আপনি মহাবল, ধনুর্ব্বাণধারী, দিব্যদেহ-লক্ষ্মীযুক্ত। আপনি যে বাণে আমার পতি বালীকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই বাণ দ্বারা আমাকেও সংহার করুন; আমি নিহত হইয়া উঁহার নিকট গমন করিব; যে হেতু, বালী আমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে রমণ করেন না। হে পদ্মপলাশনয়ন! ইনি স্বর্গে গমন-পূর্ব্বক আমাকে না দেখিয়া, উচ্চতর তাম্রচূড়া-(অর্থাৎ রক্তবর্ণ পুষ্প-কৃতশেখরা) বিশিষ্ট বিচিত্র অপ্সরাগণকেও ভজনা করিবেন না। হে বীর! আপনি যেমন জানকী-বিরহিত হইয়া, মনোহর হিমালয়ের নিতম্বদেশেও রমণ করেন না, সেইরূপ আমা-ব্যতিরেকে বালী স্বর্গেও শোক এবং বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আপনি জানেন যে, বনিতাবিহীন কুমার-পুরুষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়; তাহা জানিয়া আপনি আমাকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে বালী আর আমার অদর্শন-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন না।[৯] হে রাজপুত্র! আপনি মহাত্মা বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন যে, তোমাকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে; কিন্তু তাহা আপনার ঘটিতেছে না, যে হেতু, এই তারা বালীর আত্মা বলিয়া বিবেচনা করিবেন; তাহা হইলেই আর স্ত্রীবধের পাপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।[১০] আপনি জানেন, শাস্ত্রপ্রয়োগানুষ্ঠানে এবং বেদবাক্যে নারী পুরুষের সহিত অভিন্নাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং দারদান অপেক্ষা লোকে উৎকৃষ্ট অন্য দান আর নাই, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন।[১১] হে বীর! আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে বধ করিয়া, বালীকে দার প্রদান করুন; ইহা দ্বারা আপনি স্ত্রীদানের ফল লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আপনার স্ত্রীহত্যার পাপ সংঘটিত হইবে না। আমি অনাথা, প্রিয়সকাশ হইতে অন্যত্র নীয়মানা এবং কাতরা; আমাকে বধ না করা আপনার অনুচিত কর্ম্ম। আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান্, মাতঙ্গগামী, বানরশ্রেষ্ঠ বালী ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। মহাত্মা বিভু রামচন্দ্র তারা-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া হিতকর বাক্যে বলিলেন, হে বীরভার্য্যে! তুমি বিমনা হইও না। এই অখিল লোক বিধাতৃ-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে জানিও। সকলেই কহিয়া থাকেন, সমস্ত সুখদুঃখ-সংযোগ তিনিই করিয়া থাকেন; এই তিন লোক সৃষ্টি করিয়া, তিনিই সমস্তের বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। লোক সকল তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।[১২] তোমার পুত্র যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে তুমি বালীর সংযোগ-জনিত প্রীতিই প্রাপ্ত হইবে; বিধাতা সেইরূপই বিধান করিয়াছেন। তুমি জানিও যে, বীরপত্নীগণ কখন বিলাপ করেন না। প্রভাবশালী পরন্তপ মহাত্মা রাম-কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিতা হইয়া সুবেশধারিণী বীরপত্নী তারা বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ২৪-৪৫

পঞ্চবিংশ সর্গ

সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদের সমান শোকসম্পন্ন, সলক্ষণ রামচন্দ্র সকলকে সান্ত্বনা-সূচক এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—শোকে পরিতাপে কখনও মৃত ব্যক্তি শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না, অতএব ইহার

৯। স্ত্রী-বিহীন ব্যক্তি যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা আপনি জানেন, অতএব উহা জানেন বলিয়াই বলিতেছি, আপনি আমাকে বধ করুন। কুমার—সুন্দর পুরুষ, অথবা কুৎসিত মার মরণ যাহার, অথবা কুৎসিত মার যাহার। মারক বলিয়াই মদনের প্রসিদ্ধি আছে।

১০। তারা যদি বালীর অভিন্ন আত্মা হয়, তবে বালীকে যখন বধ করিয়াছেন, তখন তারাবধে কোন দোষ নাই অর্থাৎ স্ত্রী-হত্যার পাতক হইবে না। মহাত্মা এই কথা বলায় তাড়কাবধকারীর স্ত্রীবধ অকিঞ্চিৎকর, এই কথা সূচিত হইয়াছে।

১১। শাস্ত্রীয় কার্য্যানুষ্ঠানে একত্রেই কার্য্যাধিকার দেখা যায় এবং বেদে আছে, "অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নী।"

১২। বেদে উক্ত হইয়াছে—

"ন হ বৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।

পর যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা সেই কার্য্য সকল সম্পাদন কর। লোকাচারের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; অতএব বাষ্পমোচন করিয়া, তোমরা তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু কাল অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হইবে না; যে হেতু কালকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। নিয়তি অর্থাৎ কালই লোক-সৃষ্ট্যাদির বিষয়ে কারণ, নিয়তিই কর্ম্ম-সাধনের কারণ এবং নিয়তিই সমস্ত জীবগণের নিয়োগবিষয়ে কারণ হইয়া থাকে।[1] কোন ব্যক্তি কাহারও কর্ত্তা নহে, কোন ব্যক্তি কাহারও নিয়োগে ঈশ্বর নহে; লোক সকল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে অবস্থিতি করিতেছে।[2] কালরূপ ঈশ্বর কালকে অর্থাৎ জন্মমরণাদিরূপ ব্যবস্থাকে অতিক্রম করেন না। ভগবান্ কাল কখন হীন হন না পূর্ব্বকৃত অদৃষ্ট প্রাপ্ত হইয়া কোন উৎকৃষ্ট জীব দেবতাদিগকেও অতিক্রম করেন না; অর্থাৎ যে উৎপত্তিযোগ্য, সে উৎপন্ন হয়, যে নশ্বর, সে বিনষ্ট হইয়া থাকে।[3] কালের বন্ধুত্ব নাই অর্থাৎ কাল প্রাপ্ত হইলে, তিনি সকলকে সংহার করিয়া থাকেন; কালের হেতু নাই, অর্থাৎ মন্ত্র ঔষধাদি কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; কালের উপর কাহারও পরাক্রম প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিও কাল-প্রাপ্ত হইলে নিধন পাইয়া থাকে; কালের মিত্র-জ্ঞাতি সম্বন্ধ নাই এবং কালের কারণই কাল আত্ম-বশে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কালের পরিপাকস্বরূপ হইয়া কাল-চক্রে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। বিবেকবান্ ব্যক্তিগণ তাহা দর্শন করিয়া থাকেন।[4] সেই বানররাজ বালী সাম, দান ও অর্থ-সংযোগে পবিত্র ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হইয়া এখান হইতে স্বকীয় প্রকৃতিতে গমন করিয়াছে।[5] মহাত্মা বালী স্বধর্ম্মের রক্ষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণের মমতা না করিয়া যুদ্ধ করা এই উভয় দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়াছিল, ইদানীং উহা লাভ করিয়াছে। হরিরাজ বালী যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়তি জানিও। অতএব পরিতাপে প্রয়োজন নাই; এক্ষণে কালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ১-১১

রামের বাক্য শেষ হইলে, পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ বিগতচেতন সুগ্রীবকে নম্রবাক্যে বলিলেন,—সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদের সহিত এক্ষণে বালীর দাহকার্য্য নির্ব্বাহ কর। বালীর সংস্কার নিমিত্ত শুষ্ক বহুতর দিব্য চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন কর; সুদীন অঙ্গদকে আশ্বাসিত কর; তুমি এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি হইও না, এখন পুরী তোমারই অধীন জানিও। অতঃপর অঙ্গদ মালা ও বিবিধ বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধাদি যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই আনয়ন করুক। হে তার! তুমি সত্বর শিবিকা লইয়া আইস। এই সময়ে ত্বরাযুক্ত

১। নিয়তি শব্দে কাল, কাল ঈশ্বরাভিন্ন, অথবা নিয়তি শব্দেই নিয়ম্যতে অনেন এই বুৎপত্তিবলে ঈশ্বর, এই নিয়তি নিমেষাদি পরার্দ্ধান্ত-কাল, সমস্ত লোকপ্রেরণার প্রতি কারণ, সে ব্যতীত তৃণাগ্রও স্পন্দিত হইতে পারে না, সকল লোক নিয়তির অধীন হইয়া কার্য্য করে, কেহই স্বাধীন নহে।

২। কালের অতিরিক্ত সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক কেহ নাই, এই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। কৃষ্যাদি ব্যাপারে কিম্বা লোকপ্রেরণায় নিয়তির অতিরিক্ত কেহ প্রভু নহেন। স্বভাবের কারণও কাল। সূত-সংহিতায় আছে—

স্বভাবাদেব সম্ভূতং সমস্তমিতি কেচন। তন্ন সিধ্যতি বিপ্রেন্দ্রা দেশ-কালাদ্যপেক্ষণাৎ। মত্তঃ কর্ম্মানুরূপেণ জগজ্জন্মাদি জায়তে। এষ স্বভাবো বিপ্রেন্দ্রা ইতি বেদার্থনির্ণয়ঃ। ন ময়া কেবলেনাপি ন চ কেবল-কর্ম্মণা। প্রাণিনাং কর্ম্মপাকেন ময়া তে মুনিসত্তমাঃ। জগতঃ সংভবো নাশঃ স্থিতিশ্চ ভবতি দ্বিজাঃ॥

৩। কাল নিরঙ্কুশ, স্বতন্ত্র, নিজকৃত ব্যবস্থা নিজে অতিক্রম করিতে পারেন না, কালের অধীন ব্যক্তিরা যে অনীশ্বর, ইহা আর বলিতে হয় না।

৪। সেই ভগবান্ পক্ষপাতস্বভাব নহেন, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই ভগবান্ কাল-কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ স্ব স্ব কর্ম্মপরিণামই সুখ ও দুঃখের কারণ, ইহা সুবুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য, বিষাদ বা হর্ষ কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ ধর্ম্মাদি ও অধর্ম্মাদি সম্পাদিত হয়। ঈশ্বরকৃত ব্যাপারে শোক করিতে নাই। যাহা হিতকর, তিনি তাহাই করেন এবং যাহার যাহা পাওয়া উচিত, উহাই পাঠাইয়া দেন। এই স্থানে নিয়তি, কাল, স্বভাব পদে ঈশ্বরকেই বুঝাইয়াছে।

৫। রামবাণপূত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছে, কার্য্যমাত্রই কারণে লীন হইয়া থাকে।

হইয়া কার্য্য করা বিশেষরূপ গুণের বিষয় জানিবে। শিবিকাবহনে যোগ্য বানরগণ বলবান্ বালীকে বহন করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হউক। সুমিত্রার আনন্দ-বর্দ্ধন পরন্তপ লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এই বলিয়া, ভ্রাতৃ-নিকটে অবস্থিত হইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণের সেই বাক্য শুনিয়া, সচিববর তার শিবিকা আনয়ন করিবার মানসে সত্বর গুহাতে প্রবেশ করিল। সে বহনোচিত শূর-বানরগণ-কর্ত্তৃক বাহিতা শিবিকা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিল। দিব্য ও স্যন্দন-তুল্য এবং ভদ্রাসন-বিশিষ্ট উত্তম চিত্রিত কারুকার্য্যযুক্ত ও পক্ষীর আকৃতি-বিশিষ্ট সুঘটিত, চিত্রিত পদাতিগণে ভূষিত, সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায় জাল-বাতায়নযুক্ত, বিশাল ও উত্তম কারু-কার্য্যবিশিষ্ট, শিল্পি-কর্ত্তৃক দারুনির্ম্মিত, ক্রীড়াপর্ব্বতযুক্ত, পরিষ্কৃত, বর-আভরণ-হারবিশিষ্ট ও চিত্রমালা দ্বারা শোভিত, এবং গহ্বর-বিশিষ্ট, রক্তচন্দন-ভূষিত, পুষ্পাদি দ্বারা আচ্ছন্ন ও পদ্মমালা-বিশিষ্ট, তরুণ আদিত্য-বর্ণ দ্বারা দীপ্যমান, মহার্হ বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত সেই শিবিকা অবলোকন করিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, সত্বর বালীকে লইয়া তাহার দাহ ও প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ কর। অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকা উত্তোলন-পূর্ব্বক তাহাতে গত-জীবিত বালীকে আরোপিত করিয়া, বিবিধ মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভূষিত করিল। তখন বানররাজ সুগ্রীব বালীর ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া করিতে অনুমতি প্রদান করিল।—১২-৩০

বিবিধ বহুতর রত্ন সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে বানর সকল অগ্রে অগ্রে গমন করুক, তৎপরে শিবিকা গমন করিতে থাকুক। হে বানরগণ! যাহাতে ভূতলে রাজাদিগের বিশেষ ঐশ্বর্য্য দৃশ্য হয়, সেইরূপে বালীর সৎক্রিয়া বানরগণ নির্ব্বাহ করুক। সেইরূপে বালীর ঔর্দ্ধদেহিককার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অঙ্গদের আলিঙ্গনের পর নিহতবান্ধব স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর বানরীগণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। নিহত-বান্ধবা তারা প্রভৃতি বানরীগণ 'বীর বীর' শব্দে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে অনুগমন করিল। সেই বানরীগণের রোদনশব্দে বনান্তরে যেন বন ও গিরিগণ রোদন করিতে লাগিল। বনচারী বানরগণ নদীর পুলিন-দেশে জল-সংযুক্ত নির্জ্জন স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। বানর-প্রবরগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া, শোক-পরায়ণ হইয়া একান্তে অবস্থিত রহিল। অনন্তর তারা শিবিকাতলশায়ী পতিকে দেখিয়া, ক্রোড়দেশে তাহার মস্তক স্থাপন-পূর্ব্বক দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা বানর-মহারাজ! হা নাথ! হা মৎপ্রিয়! হা মহাবাহো! হা মহার্হ! তুমি আমাকে অবলোকন কর। হে মানদ! এই সকল বানরবর্গ শোকে পীড়িত হইয়াছে, তুমি দেখিতেছ না কেন? তোমার প্রাণ বিগত হইলেও ত্বদীয় মুখ যেন প্রহৃষ্টই রহিয়াছে এবং জীবিতের ন্যায়—অস্তগত সূর্য্যের সদৃশ বোধ হইতেছে। হে বানররাজ! এই রামরূপ কাল তোমাকে কর্ষণ করিতেছে; ইনি রণস্থলে একটি শর দ্বারাই এই সমস্ত রমণীগণকে বিধবা করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত বানরীগণ প্লুতিগতি দ্বারা গমন করিতে জানে না, ইহারা পাদচারে এত দূরে আগমন করিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? হে হরিবর! এই চন্দ্রাননা ভার্য্যাসকল তোমার ইষ্টাকাঙ্ক্ষিণী, তুমি ইহাদিগকে ও সুগ্রীবকে দর্শন করিতেছ না কেন? রাজন! এই তারা প্রভৃতি মহিষীগণ, সচিববর্গ ও পুরবাসী জনগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়া বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন। হে অরিন্দম! তুমি এই সমস্ত সচিবকে বিদায় দেও। তদনন্তর আমরা

সকলে এই বনে কামে প্রমত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিব। ৩১-৪৭

পতিশোকে আকুলা তারা এইরূপে বিলাপ করিলে, শোকান্বিতা বানরীগণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিল। অনন্তর সুগ্রীবের সহিত অঙ্গদ রোদন করিতে করিতে শোকে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া বালীকে চিতার উপর আরোপিত করিল। অনন্তর কাতরেন্দ্রিয় অঙ্গদ বিধিপূর্ব্বক দীর্ঘ পথে গমনকারী পিতাকে অগ্নি প্রদান করিয়া অপসব্য করিল। বানর-প্রবরগণ বিধিপূর্ব্বক বালীর সৎকার করিয়া উদকক্রিয়া করিবার নিমিত্ত পবিত্র ও নির্ম্মলজলা নদীতে গমন করিল। তদনন্তর অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া, সুগ্রীব, তারা প্রভৃতি সকলেই জলসেচন করিতে লাগিল। মহাবল সমান-শোকশালী রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত দীনভাবে বালীর প্রেতকার্য্য করাইলেন। তদনন্তর প্রথিতপৌরুষ রাম-কর্ত্তৃক এক শর দ্বারা নিহত, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী বালীকে অগ্নি দ্বারা প্রদীপিত ও দগ্ধ করিয়া সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ৪৮-৫৪

ষড়্‌বিংশ সর্গ

তদনন্তর শোকাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত আর্দ্রবাসা সুগ্রীবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, বানর-প্রধানগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। সমস্ত বানরগণ মহাবাহু অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের নিকট পিতামহের সমীপবর্ত্তী ঋষিগণের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিল। অনন্তর তরুণ-সূর্য্য-সদৃশ আননবিশিষ্ট, কাঞ্চন-শৈলতুল্য পবনপুত্র হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে কাকুৎস্থ! আপনার প্রসাদে এই সুগ্রীব বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট, বল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা বানরগণের সুদুষ্প্রাপ্য এই পিতৃপৈতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হইল। ইনি সুহৃদ্গণের সহিত আপনার আদেশে সুশোভন নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইনি বিবিধ গন্ধ ও ওষধি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত হইয়া রত্নমালাদি দ্বারা আপনাকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। আপনি এই রম্য গিরিগুহাতে প্রবেশ করিয়া, স্বামি-সম্বন্ধ-বন্ধন-পূর্ব্বক এই বানরগণকে হর্ষযুক্ত করুন। বুদ্ধিমান্ বাক্যবিশারদ পরন্তপ রাঘব হনুমানের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে হনুমন্! সাধো! আমি পিতার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর গ্রাম বা পুরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ বীরবর সুগ্রীব পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হউক, তোমরা তাহাকে বিধি-পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত কর। ১-১০

রাম হনুমান্‌কে এইরূপ বলিয়া সুগ্রীবকে বলিলেন, তুমি আচারজ্ঞ, অতএব এই বলবিক্রমশালী বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রমশালী উদারাত্মা অঙ্গদ যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র। হে সৌম্য! বর্ষা সম্বন্ধী যে চারি মাস প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সলিলবর্ষী শ্রাবণ মাস সেই সকলের পূর্ব্বে; অতএব এখন সীতান্বেষণের উদ্যোগ হইবে না। তুমি এক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ কর, আমি লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করিতেছি। হে সৌম্য! এই গিরিগুহা মারুতযুক্ত, মনোহর, বিশাল, প্রভূত-সলিল-বিশিষ্ট এবং প্রভূত কমল ও সলিলে শোভিত; অতএব ইহা আমার বাসের একান্ত উপযুক্ত স্থান। কার্ত্তিকমাস উপস্থিত হইলে তুমি রাবণ-বধের নিমিত্ত যত্ন করিও; ইহাই আমাদের সময়[১] রহিল; অতএব এক্ষণে তুমি পুরীমধ্যে প্রবেশ কর।[২] তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত

১। সময়—সঙ্কেত।

২। শ্রাবণ ও ভাদ্র দুই মাস বর্ষা ঋতু, পরন্তু আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত চার মাসই বার্ষিক মাস পদে কথিত হয়, বর্ষা হয় বলিয়া বার্ষিক পদে অভিহিত,ঐ সময় যুদ্ধের অযোগ্য। কেহ কেহ বলেন, পক্ষই মাস, সুতরাং চারিপক্ষ দুই মাস। তন্মধ্যে শ্রাবণ—প্রথম মাস, কার্ত্তিক

হইয়া সুহৃদ্‌গণের হর্ষবর্দ্ধন কর। বানরবর সুগ্রীব রামের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বালীপালিত মনোরম কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবিষ্ট হইল। বানরেন্দ্র সুগ্রীব পুরীতে প্রবিষ্ট হইলে সহস্র সহস্র বানর তাহাকে বেষ্টন করিয়া, তাহার সহিত প্রবেশ করিল। তদনন্তর সমস্ত প্রজাগণ হরিবর সুগ্রীবকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া, বসুধাতলে পতিত হইয়া, প্রণাম করিল। ১১-২০

মহাবল বীর্য্যবান্ সুগ্রীব সমস্ত প্রজাগণকে সম্ভাষণ করিয়া ভ্রাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ভীমবিক্রম, বানরশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীব পুরীমধ্যে প্রবেশ কবিলে, সুরতুল্য সুহৃদ্ বানরগণ তাহাকে বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। বানরগণ তাহার নিমিত্ত হেমখচিত পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শুক্লবাস, ব্যজন, সুশোভিত দণ্ড, সমস্ত রত্ন, সমস্ত বীজ ও ঔষধ, সক্ষীর বৃক্ষগণের প্ররোহ, কুসুম সকল, শুক্লবস্ত্র, শ্বেত অনুলেপন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলপদ্ম, দিব্যচন্দন, বিবিধ বহুতর গন্ধ, অক্ষত, স্বর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, মধু, সর্ষপ, দধি, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, উৎকৃষ্ট উপানৎযুগল, বিবিধ অনুলেপনদ্রব্য, গোরোচনা, মনঃশিলা প্রভৃতি অভিষেকদ্রব্য সকল আহরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তথায় সুলক্ষণা ষোড়শ কন্যা হৃষ্ট হইয়া অভিষেক-স্থলে আগমন করিল। তদনন্তর বানরবরের অভিষেকের নিমিত্ত রত্ন, বস্ত্র ও ভক্ষ্য দ্বারা দ্বিজবর-গণকে সন্তোষিত করিল। তৎপরে মন্ত্রবিদ্‌গণ কুশ-বিস্তীর্ণ উদ্দীপিত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন।[৩] তদনন্তর উত্তম আস্তরণ দ্বারা আবৃত চিত্র ও মাল্য দ্বারা শোভিত রম্য প্রাসাদের শিখরদেশে হেমগৃহমধ্যে পূর্ব্বমুখে মন্ত্র দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক উত্তম রাজাসন স্থাপন করিয়া নদ, নদী ও তীর্থ সমস্ত ও সমস্ত সমুদ্র হইতে বিমল জল আনয়ন করিয়া স্বর্ণকুম্ভে স্থাপন করিল। পবিত্র বৃষভশৃঙ্গ ও কাঞ্চন-কলস দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্ট মহর্ষি-বিহিত-বিধি দ্বারা গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্, জাম্ববান্, ইহারা বিমল সুগন্ধি সলিল দ্বারা, বসুগণ যেমন বাসবকে, এইরূপ সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিল। সুগ্রীব এইরূপে অভিষিক্ত হইলে, প্রধান প্রধান শত-সহস্র বানরগণ হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব রামের আদেশ প্রতি-পালন করিবার নিমিত্ত অঙ্গদকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা বানরগণ হর্ষধ্বনি করিয়া, সাধু সাধু শব্দে সুগ্রীবের প্রশংসা করিতে লাগিল। সুগ্রীব ও অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে কপিগণ প্রীত হইয়া মহাত্মা রামলক্ষ্মণের স্তুতি করিতে লাগিল। গিরি-গহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যা হৃষ্ট-পুষ্ট জন-সমূহ দ্বারা আকীর্ণ ও ধ্বজপতাকায় সুশোভিত হইয়া, মনোরমরূপে শোভা পাইতে লাগিল। কপি-সেনাপতি বীর্য্যবান্ সুগ্রীব ভার্য্যা রুমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুররাজের ন্যায় বানররাজ্যে অভিষিক্ত হইল। ২১-৪২

সপ্তবিংশ সর্গ

সুগ্রীব অভিষিক্ত হইলে, বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবিষ্ট হইলে, রামচন্দ্র ভ্রাতার সহিত প্রস্রবণ গিরিতে গমন করিলেন। সেই গিরি শার্দ্দূল ও

মাস শব্দের আশ্বিনসামান্যপরতা নিজেই বলিবেন, রামের কথিত এই সময়াতিক্রম জন্যই সুগ্রীবের উপর ক্রোধ হইয়াছিল। স্বয়ংপ্রভার বিল হইতে নির্গত হইয়া বৃক্ষ সকল দর্শনে বানরগণ বসন্ত ঋতু আগত বুঝিয়াছিল, উহা বৃক্ষের পত্র পতিত হওয়া ফাল্গুনে বুঝিতে হইবে, অথবা ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল, ইহার ক্রম এইরূপ—চৈত্রে অযোধ্যা হইতে রামের বনগমন ও অগস্ত্যের আশ্রমে গমনের পূর্ব্বে দশ বৎসর অতীত হয়। পঞ্চবটীতে তিন বৎসর, চৈত্র মাসে শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদ, খরাদি বধ, সীতা হরণ, আষাঢ়ে বালীবধ, শরৎকালে সেনা সংগ্রহ, মার্গশীর্ষে বানর প্রস্থান, ফাল্গুন শুক্লা ত্রয়োদশীতে হনূমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, চতুর্দ্দশীতে পুনরাগমন, পূর্ণিমায় যুদ্ধযাত্রা, ইত্যাদি, ইহা গোবিন্দরাজের অভিমত।

৩। ইহা দ্বারা বানরগণের হবনাধিকার ও মনুষ্যের ন্যায় সকল ব্যবহার ও বেদজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃগগণের ধ্বনি-বিশিষ্ট এবং ভীষণ-রবকারী সিংহ-সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, নানাবিধ গুল্মলতা ও পাদপ-গণ দ্বারা পরিপূর্ণ, ভল্লুক বানর গো-পুচ্ছ মার্জ্জারগণ-কর্ত্তৃক নিষেবিত, মেঘরাশি-তুল্য শুচিকর, সুশোভিত ও মঙ্গলপ্রদ। রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই শৈল-শিখরে বিস্তৃত মহতী গুহা বাসের নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। বিমলাত্মা রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম করিয়া, বিনীত লক্ষ্মীবর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কালোচিত মহাবাক্যে বলিলেন,—হে পরন্তপ লক্ষ্মণ! এই গিরিগুহা বায়ু-বিশিষ্ট, বিশাল ও মনোহর, আমরা ইহাতে বাস করিব। তুমি দেখ, এই গিরিশিখর রম্য ও উত্তম। ইহা শ্বেত, কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ শিলাসমূহে পরিশোভিত, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য দ্বারা আকীর্ণ, নদীজ ভেকগণে পরিবৃত, বিবিধ বৃক্ষসমূহ দ্বারা মনোহর, বিচিত্র লতা-যুক্ত, নানাবিধ বিহঙ্গম ও উত্তমোত্তম ময়ূরগণ-কর্ত্তৃক নিনাদিত এবং পুষ্পিত মালতী, কুন্দগুল্ম, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সর্জ্জবৃক্ষগণ দ্বারা সুশোভিত। প্রফুল্ল পঙ্কজগণে মণ্ডিত এই জলাশয় বর্ষা-বারি-বৃদ্ধি দ্বারা আমাদিগের গুহার নিকটেই অবস্থিত হইবে। যাহার পূর্ব্বদিক্ নিম্ন থাকায় সেই দিক্ দিয়া জল নির্গত হয় এবং যে স্থানের পশ্চিমদিক্ উন্নত ও নির্ব্বাত, তাহা বাসের নিমিত্ত উত্তম স্থান; আমাদের গুহাও সেইরূপ হইবে। লক্ষ্মণ! গুহার দ্বারদেশে নিম্নতল সুশোভন আয়ত অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণশিলা অবস্থিত আছে। বৎস লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, উত্তরদিকে বিদলিত অঞ্জন তুল্য, উদিত মেঘের ন্যায় সুশোভন গিরিশৃঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছে। দক্ষিণদিকেও কৈলাস পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় শ্বেত অম্বর তুল্য নানাবিধ ধাতু দ্বারা রঞ্জিত গিরিশৃঙ্গ শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, গুহার অগ্রভাগে ত্রিকূট পর্ব্বতে জাহ্নবীর ন্যায় কর্দ্দমশূন্যা পূর্ব্ববাহিনী মন্দাকিনী নাম্নী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। এই তটিনী চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক প্রভৃতি তীরজাত তরুসমূহ দ্বারা বসন ও আভরণবিশিষ্টা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। নানা রত্নসমন্বিতা এই নদী শত শত পক্ষিসমূহ দ্বারা নিনাদিত, পরস্পর অনুরাগযুক্ত চক্রবাক দ্বারা সুশোভিত হইতেছে; হংস ও সারসগণ-কর্ত্তৃক সেবিতা নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিতা হইয়া, পুলিন দ্বারা যেন হাস্য করিতেছে। ইহার কোন স্থলে নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও বা দিব্য শুক্লবর্ণ কুমুদ-কোরক শোভা পাইতেছে। এই রমণীয়া সৌম্য-দর্শনা নদী শত শত জলপক্ষী, ময়ূর ও ক্রৌঞ্চগণের কলরবে নিনাদিতা হইয়া মুনিগণ-কর্ত্তৃক নিষেবিত হইতেছে। দেখ, এই স্থলে চন্দন-তরুশ্রেণী এবং দিক্ সকল মানস-চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অহো লক্ষ্মণ! এই স্থান কি পরম রমণীয়! হে পরন্তপ! আইস, আমরা এই স্থানে পরম সুখে বাস করি। হে নৃপতিপুত্র! সুগ্রীবের মনোরম পুরী চিত্রকানন কিষ্কিন্ধ্যা এই স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত। বিজয়িপ্রবর! ঐ শুন, শব্দকারী বানরগণের মৃদঙ্গধ্বনির সহিত গীত ও বাদিত্রশব্দ শ্রুত হইতেছে। কপিবর সুগ্রীব রাজ্য, ভার্য্যা ও মহতী রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া, সুহৃদ্গণের সহিত প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিবে। ১-২৮

এই বলিয়া রাম বহুতর গুহা ও কুঞ্জবিশিষ্ট সেই প্রস্রবণ-গিরিতে লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বহু দ্রব্য-সম্পন্ন সুখাকর সেই পর্ব্বতে বাস করিয়া তাঁহার অল্পমাত্রও রতি-সঞ্চার হইল না। প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী সেই হৃতা ভার্য্যা সীতাকে স্মরণ করিয়া এবং বিশেষতঃ উদয়াচলে উদিত নিশানাথকে অবলোকন করিয়া, সীতা হইতে উদ্ভূত শোক-বাষ্পে হতবুদ্ধি রাম সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়াও রজনীতে নিদ্রালাভ করিতে পারিতেন না।

নিত্য শোকপরায়ণ রামকে শোক করিতে দেখিয়া তুল্যদুঃখী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে অনুনয়বাক্যে বলিলেন, বীরবর! আপনি ব্যথিত হইয়া শোক করিবেন না, আপনি বিদিত আছেন যে, শোককারী ব্যক্তিগণ সততই অবসন্ন হইয়া থাকেন। রাঘব! আপনি লোকে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, দেবপরায়ণ, আস্তিক, ধর্ম্মশীল ও উদ্যমশীল। আপনি অধ্যবসায়শালী না হইলে সেই কপটাচারী বিক্রান্ত রাক্ষসকে রণে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনি মানসক্ষেত্র হইতে শোকতরু সমূলে উন্মূলন করুন, ব্যবসায়বুদ্ধি স্থিরতর করুন, তাহা হইলেই সপরিবার রাক্ষসকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি বন, সাগর ও অচল সহিত পৃথিবীকেও পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ, রাবণের সংহার ত অতি সামান্য কথা। বর্ষাকাল উপস্থিত, আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন; তদনন্তর সসৈন্য ও সরাজ্য রাবণকে বধ করিবেন। আমি ভস্ম দ্বারা আচ্ছন্ন অনলকে আহুতি দ্বারা প্রদীপিতকরণের ন্যায় আপনার লুপ্ত বীর্য্যকে উত্তেজিত করিতেছি। ২৯-৪০

লক্ষ্মণের শুভকর ও হিতকর সেই বাক্যের আদর করিয়া রাম সুহৃদ ও স্নেহান্বিত লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিলেন,—হে লক্ষ্মণ! তুমি অনুরক্ত, স্নিগ্ধ, হিতকর ও সত্য-বিক্রমের অনুরূপ বাক্যই বলিয়াছ। এই আমি সমস্ত কার্য্যের বিনাশক শোক পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমবিষয়ে অপ্রতিহত তেজকে উৎসাহিত করিলাম।[১] আমি সুগ্রীবের ও নদী সকলের প্রসন্নতার অনুপালন-পূর্ব্বক তোমার বচনে থাকিয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। উপকার দ্বারা যুক্ত বীর অবশ্যই প্রত্যুপকার দ্বারা যোজিত করিয়া থাকে; অর্থাৎ বীরপুরুষের উপকার করিলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সে মহাত্মগণের মন অর্থাৎ মিত্রতাদি বিনষ্ট করিয়া থাকে।[২] অনন্তর লক্ষ্মণ রামের বাক্য যুক্তিযুক্ত নিশ্চয় করিয়া আপনার শোভন-বুদ্ধি প্রদর্শন-পূর্ব্বক মনোজ্ঞ রামচন্দ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে নরেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই আমারও অভিমত, বানরবর সুগ্রীব অচিরাৎ সাহায্যে নিযুক্ত হইবে। আপনি বর্ষাকাল যাপন করিয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন।[৩] আপনি কোপ নিয়মিত করিয়া আমার সহিত একত্র বাসে বর্ষাকাল যাপন-পূর্ব্বক শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন। আপনি অবশ্য শত্রুবধে সমর্থ। এক্ষণে আপনি এই মৃগরাজ-সেবিত অচলে বাস করুন। ৪১-৪৮

অষ্টাবিংশ সর্গ

তখন রামচন্দ্র বালীকে নিহত করিয়া ও সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—এই সেই বর্ষাকাল উপস্থিত। ঐ দেখ, গিরিতুল্য মেঘ-সমূহ দ্বারা আকাশস্থলী আবৃত হইয়াছে। স্বর্গস্থলী সমুদ্রের সলিলরূপ রস সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পান করিয়া কার্ত্তিকাদি নবমমাসে গর্ভধারণ-পূর্ব্বক লোকের জীবন-স্বরূপ জলরূপ রসায়ন পরিত্যাগ করে। দিবাকর অম্বরে আরোহণ করিয়া, কুটজ ও অর্জ্জুনমালার ন্যায় মেঘ-সোপান-শ্রেণী দ্বারা উহা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। সন্ধ্যারাগ দ্বারা অরুণবর্ণ ও প্রান্তভাগে পাণ্ডুবর্ণ স্নিগ্ধ মেঘ-রূপ ছিন্নপট দ্বারা যেন অম্বরের ব্রণস্থান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দমারুত-রূপ

১। বর্ত্তমান সময়ে যে তেজ আচ্ছন্নের ন্যায় আছে, উহাকে প্রোদ্বুদ্ধ করিলাম।

২। লোকাপবাদভীত সুগ্রীব অবশ্যই আমাদের প্রত্যুপকার করিবে।

৩। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই চারি মাস আপনি প্রতীক্ষা করুন, কার্ত্তিক মাসে শত্রুবধের উদ্যোগ করিবেন।

নিশ্বাসযুক্ত, সন্ধ্যারাগরূপ চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত, পাণ্ডুবর্ণ জলদযুক্ত অম্বর কামাতুরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এই গ্রীষ্ম-পরিক্লিষ্টা নববারিযুক্তা মহী শোক-সন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্প বিসর্জ্জন করিতেছে। মেঘের উদর হইতে নির্গত, কর্পূর-লিপ্ত জলের ন্যায় শীতল ও কেতকের গন্ধযুক্ত বায়ু অঞ্জলি দ্বারা পান করিতে সমর্থ হওয়া যাইতেছে। এই শৈলে অর্জ্জুন তরু-সকল কুসুমিত, কেতক দ্বারা অধিবাসিত ও সুগ্রীবের ন্যায় প্রশান্তশত্রু হইয়া, বারিধারা দ্বারা অভিষিক্ত হইতেছে। মেঘরূপ কৃষ্ণাজিনধারী, ধারা-রূপ যজ্ঞোপবীত-বিশিষ্ট, গুহা-মুখে পবনশব্দ-বিশিষ্ট পর্ব্বত সকল অধ্যয়নকারী বটুগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ১-১০

এই বর্ষাকালে আকাশস্থল বিদ্যুৎরূপ সুবর্ণ-কশা দ্বারা তাড়িত হইয়া হৃদয়ে বেদনার সহিত ঘোরতর শব্দ করিতেছে। আমি বিবেচনা করি যে, নীল মেঘের ক্রোড়স্থিত বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া রাবণের ক্রোড়স্থিত অনুকম্পার্হা জানকীর ন্যায় প্রকাশমানা হইতেছে। এই দিক্-সকল মেঘ দ্বারা অনুলিপ্ত, অতএব গ্রহগণ ও চন্দ্রাদি অদৃশ্য হইয়াছে; এই দিক্-সকল এখন কামিগণের সুখজনক হইয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ, কোথাও নববারিসংযোগে উদ্গত বাষ্পযুক্ত, বর্ষাগমে সমুৎসুক গিরি-সানুসমূহে পুষ্পিত, অতএব সীতাশোকে অভিভূত আমার কামোদ্দীপক কুটজ তরু-সকল অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এই বর্ষাকালে ধূলিরাশি বিনষ্ট, বায়ু হিম-বিশিষ্ট, গ্রীষ্মকালের দোষ সমস্ত প্রশান্ত হয়, রাজগণের প্রয়াণ নিবৃত্ত হয় এবং প্রবাসী নরগণ প্রিয়া-বিরহে থাকিতে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে গমন করিয়া থাকে। এই কালে মানস-সরোবরে বাসের নিমিত্ত লুব্ধ হংসগণ তথায় প্রস্থান করিয়াছে, চক্রবাকসকল প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। আর এখন সতত বর্ষাধারা-সম্পাত হেতু পথ-সমূহে রথাদি যান সকল গমন করিতে পারিতেছে না। এই কালে কোথাও প্রকাশ, কোথাও অপ্রকাশ আকাশস্থল মেঘ-সমূহে আচ্ছন্ন, কোথাও পর্ব্বত দ্বারা সংরুদ্ধ, অতএব নিস্তরঙ্গ মহার্ণবের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সর্জ্জ ও কদম্ব-পুষ্পযুক্ত, পর্ব্বতের ধাতু-মিশ্রিত, অতএব তাম্রবর্ণ, ময়ূরের কেকারব দ্বারা অনুশব্দিত গিরিনদীগণ দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। এই কালে জনগণ রসযুক্ত ভ্রমরতুল্য বহুতর জম্বুফল ভক্ষণ করিতেছে, আর পবন কর্ত্তৃক সঞ্চালিত অনেকবর্ণ বিপক্ব আম্রফল সকল ভূমিতলে পতিত হইতেছে।[১] বিদ্যুৎ-রূপ পতাকাযুক্ত ও বলাকা-রূপ মালাবিশিষ্ট, শৈলশিখর তুল্য আকার ও ভীষণনাদকারী মেঘ সকল রণস্থলস্থিত প্রমত্ত গজেন্দ্রগণের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। ১১-২০

যাহার তৃণযুক্ত স্থান সকল বর্ষাম্বু দ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছে ও যাহাতে ময়ূরগণ নিয়তই নৃত্য করিতেছে এবং মেঘগণ অতিশয় বর্ষণ করিয়া বিরত হইয়াছে, অপরাহ্নকালে সেই বন সকল অধিকতর শোভা ধারণ করিয়াছে। এই কালে বলাকাযুক্ত বারিধর সকল অতিভার সলিল ধারণ-পূর্ব্বক শব্দ করিয়া, অচলগণের মহৎ শৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া, আবার গমন করিতেছে। গর্ভধারণের নিমিত্ত মেঘের প্রতি কাম-বিশিষ্টা বকপংক্তি হর্ষবতী হইয়া বায়ুকম্পিতা উৎকৃষ্ট শ্বেতপদ্মের মালার ন্যায় মনোহর অম্বর-স্থলের গলদেশে লম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে।[২] এখন নবজাত শোণিতবর্ণ ইন্দ্রগোপকীট দ্বারা মধ্যে মধ্যে চিত্রিত তৃণাচ্ছন্ন স্থানযুক্তা ভূমি, মধ্যে মধ্যে লাক্ষাবিন্দুযুক্ত শুক্লবর্ণ কম্বলাবৃত নারীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বর্ষাকালে নিদ্রা ধীরে ধীরে

১। আম্রফলসকল অতিশয় পক্ব হইলে স্বভাবতই ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে।

২। কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, "গর্ভং বলাকা দধতেৎভ্রযোগা-ন্নাকে নিবদ্ধা বলয়ঃ সমন্তাৎ।"

কেশবকে প্রাপ্ত হইতেছে, এবং নদী সকল দ্রুতবেগে সাগরে মিলিত হইতেছে, বলাকা হৃষ্ট হইয়া মেঘকে এবং কান্তা সকামা হইয়া প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। এখন বনান্তস্থলীতে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, কদম্ব-বৃক্ষের শাখা-সমূহে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বৃষ সকল গাভী সকলের প্রতি কামাকুল হইতেছে এবং মহী শস্য ও বন দ্বারা মনোহর হইয়াছে। এখন নদী সকল বহিয়া যাইতেছে, মেঘ-সমূহ বর্ষণ করিতেছে, মত্তগজ সকল শব্দ করিতেছে, বনান্ত সকল প্রতিভাত হইতেছে, প্রিয়াবিরহিগণ ধ্যান করিতেছে, শিখিগণ নৃত্য করিতেছে এবং বানরগণ আশ্বাসিত হইতেছে। নব-নির্ঝরস্থলে গজেন্দ্রগণ কেতকীপুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রমত্ত, হৃষ্ট ও জল-প্রপাতশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সহিত শব্দ করিতেছে। কদম্ব-শাখায় আসক্ত ষট্পদসমূহ ধারানিপাত দ্বারা আহত হইয়া পূর্ব্বক্ষণে অর্জ্জিত গাঢ় পুষ্পরস-রূপ মদ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতেছে। জম্বুবৃক্ষের শাখা সকল অঙ্গারচূর্ণ-সমূহ তুল্য প্রচুর রসপূর্ণ ফলসমূহে অবনত শাখা সকল ভ্রমর-সমূহ দ্বারা পীয়মানের ন্যায় প্রকাশমান হইতেছে। ২১-৩০

বিদ্যুৎ-রূপ পতাকা-সকলে অলঙ্কৃত, গম্ভীর-মহারব-শালী মেঘগণ রণোৎসুক মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পার্ব্বত্য বনের অনুসারী, মার্গপ্রস্থিত, যুদ্ধকামী গজেন্দ্রগণ মেঘরব শুনিয়া শত্রুভূত গজান্তরের আশঙ্কা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। কোন স্থলে ভ্রমর সকল গান করিতেছে, কোন স্থলে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, কোনও স্থলে গজেন্দ্রগণ প্রমত্ত হইয়া শোভা পাইতেছে, এইরূপে বনান্তসকল অনেক ভাব আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কদম্ব-সর্জ্জ-অর্জ্জুন-স্থলোৎপল-বিশিষ্টা, মধু সদৃশ বারিপূর্ণা বনান্তভূমি মত্তময়ূরের রব ও নৃত্য দ্বারা মদ্যপানভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মুক্তা সদৃশ নিপতিত পত্রপুটলগ্ন ইন্দ্রদত্ত নির্ম্মল সলিল, বিবর্ণ-পক্ষ তৃষিত বিহঙ্গগণ হৃষ্ট হইয়া পান করিতেছে।[৩] ভ্রমরধ্বনি-রূপ মধুর গীত এবং তাহাতে ভেকধ্বনি কণ্ঠতাল, মেঘশব্দ মৃদঙ্গধ্বনি, এইরূপে বনস্থলে সঙ্গীত প্রবৃত্ত হইয়াছে। কখনও নৃত্য করিয়া, কখনও শব্দ করিয়া, কখন বৃক্ষাগ্রে নিষণ্ণ হইয়া, কখন বর্হরূপ আভরণ বিস্তৃত করিয়া ময়ূরগণ যেন বনস্থলে সঙ্গীতপ্রবৃত্ত করিয়াছে। ভেকগণ মেঘশব্দে চিরগৃহীত নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া, অনেক প্রকার রূপ ধারণ ও অনেকরূপ শব্দ করিয়া নবাম্বুধারার আঘাতে আহত হইয়া শব্দ করিতেছে। নদী সকল চক্রবাকসমূহ ও বিদারিত তটসমূহ বাহিত করিয়া, পূর্ণ ভোগের নিমিত্ত স্বীকৃত সাগররূপ ভর্ত্তার নিকটে গমন করিতেছে।[৪] নীল মেঘ-সমূহে আসক্ত নীল মেঘ সকল, দাবাগ্নিদগ্ধ শৈল-সকলে দাবাগ্নিদগ্ধ শৈল সকলের ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া যেন প্রতিভাত হইতেছে। ৩১-৪০

এই কালে নীপ ও অর্জ্জুন-পুষ্পবাসিত সুরম্য বনস্থল-সমূহে ময়ূরগণ মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, শাদ্বল সকলে ইন্দ্রগোপ সকল শোভা পাইতেছে এবং গজেন্দ্রগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর-গণ হৃষ্ট হইয়া নবাম্বুধারায় আহতকেশর নব নব সরোরুহ সকল এবং কেশর-সমন্বিত কদম্ব সকল আলিঙ্গন করিয়া মধুপান করিতেছে। এই কালে বনস্থল-সমূহে গজেন্দ্র সকল মত্ত, বৃষভ সকল মুদিত, সিংহ সকল অধিকতর বিক্রান্ত, পর্ব্বত সকল মনোহর, নরেন্দ্র সকল উদ্যোগবিহীন এবং দেবেন্দ্র বারিধরের সহিত ক্রীড়ানিরত হইতেছেন,

৩। চাতক পক্ষী ভৌম জল পান করে না, তাহারা বৃষ্টিজলে বিবর্ণপক্ষ হইয়া ইন্দ্রদত্ত জল পান করে, ইহাই প্রসিদ্ধি।

৪। কামাতুর যুবতীর অভিসার-বৃত্তান্ত নদীতে আরোপ করিয়া কবি বর্ণনা করিতেছেন, নদীরূপ রমণীর চক্রবাকস্তন, তীরদ্বয় গৃহের বৃদ্ধা স্ত্রীবর্গ চক্রবাককে লইয়া ও প্রতিরোধককে নিরস্ত করিয়া নূতন পুষ্পাদ্যুপ-হারপূর্ণ ভোগের নিমিত্ত আহূত ভর্ত্তার নিকট গমন করিতেছে।

মহাজলধারা-যুক্ত গগনাবলম্বী মেঘ সকল সমুদ্র সকলের শব্দ উত্থাপিত করিতেছে এবং নদী, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা সকল ও সমস্ত মহী জলপূর্ণ করিতেছে। এই কালে বেগশালিনী বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে; পবন বিপুলবেগে বহিতেছে; নদী সকল কূল ভগ্ন করিয়া বিপথে প্রবাহিত হইতেছে। নরগণ যেমন রাজাকে অভিষিক্ত করে, সেইরূপ পর্ব্বত সকল ইন্দ্রদত্ত পবন-কর্ত্তৃক আনীত মেঘরূপ কুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, যেন স্বীয় রূপ ও শ্রী প্রদর্শন করিতেছে। এই কালে মেঘাচ্ছাদিত গগনে তারা ও ভাস্কর দর্শনপথে পতিত হয় না; ধরণী নবজলধারায় বিতৃপ্ত হইয়াছে; দিক্-সকল অন্ধকারাবৃতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে না। পর্ব্বতের মহৎ শিখর সকল ধারাপাত দ্বারা ধৌত হইয়া এবং মহাপ্রমাণ বিপুল লম্বমান মুক্তাকলাপরূপ নির্ঝর দ্বারা অধিকতর শোভা পাইতেছে। শৈলসমূহের আয়ত নির্ঝর সকলের বারিবেগ পাষাণখণ্ড-সমূহে স্খলিত হইয়া, ময়ূর-নিনাদিত গুহাসকলে ত্রুটিত সূত্রহারের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতেছে। গিরিগণের বিপুল বেগশালী নির্ঝর-সকল গিরিশৃঙ্গের নিম্নতল ধৌত করিয়া পতিত হইয়া মহাগুহার ক্রোড়দেশে ধৃত হইতেছে। বারিধারা-সকল স্বর্গীয় স্ত্রীগণের সুরত-কার্য্যের আমর্দ্দনে বিচ্ছিন্ন অতুল মৌক্তিকহারের ন্যায় চারিদিকে পতিত হইতেছে। বিহঙ্গমগণ নীড়-মধ্যে লীন এবং পঙ্কজ সকল নিমীলিত ও মালতীপুষ্প বিকশিত হইলে, রবির অস্তগমন জানা যাইতেছে; নতুবা নিয়ত মেঘাচ্ছন্নত্ব হেতু সূর্য্যের অস্তগমন জানিতে পারা যায় না। এই কালে রাজগণের যাত্রা নিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে; সেনা প্রস্থিত হইয়াও পথিমধ্যেই অবস্থান করিতেছে, এবং বৈরভাব ও পথ সকল সলিল-কর্ত্তৃক সমানীকৃত হইতেছে। বেদ অধ্যয়নে অভিলাষুক সামগ ব্রাহ্মণ-দিগের এই ভাদ্রপদরূপ অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে। কোশলাধিপতি ভরত গৃহছাদনাদি কর্ম্ম সম্পাদন এবং জীবন-সাধন-দ্রব্য সমস্ত সঞ্চয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ব্রতসঙ্কল্প-সাধন করিতেছেন। ৪১-৫৪

এক্ষণে সরযূনদী বর্ষাবারি দ্বারা পূরিত। ঐ নদীর বেগ, অযোধ্যা হইতে বনে আসিবার কালীন আমাকে দেখিয়া প্রকৃতিবর্গের ক্রন্দনশব্দের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বর্ষার গুণসমূহ স্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে সুগ্রীব অরি-বিজয়-পূর্ব্বক সেই মহৎ রাজ্যে দারগণের সহিত বিবিধ সুখভোগে আসক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি কিন্তু হৃতদার, মহৎ রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, জলার্দ্র নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতি বিস্তৃত, বর্ষা অতিশয় দুর্গম; রাবণ মহান্ শত্রু; এই সমস্ত আমার অপারস্বরূপ বিবেচনা হইতেছে। এই বর্ষা হেতু শত্রুর প্রতি যাত্রা করা হইতেছে না; মার্গ সকল অতিশয় দুর্গম হইয়াছে; অতএব সুগ্রীব সীতান্বেষণ-রূপ কার্য্য করিতে উন্মুখ হইলেও আমি এখন তাহাকে কিছুই বলিতে পারিতেছি না। আর সুগ্রীব অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া নিজ দারগণের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমার কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি না। সুগ্রীব বিশ্রাম করিয়া, স্বয়ংই আগতকাল বুঝিতে পারিয়া উপকার স্মরণ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব লক্ষ্মণ! আমি নদী সকলের ও সুগ্রীবের প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষা করিয়া কালপ্রতীক্ষায় অবহিত রহিয়াছি। বীরগণ উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, উপকার প্রাপ্ত হইয়া অকৃতজ্ঞ হইলে তাহাতে বীরগণের মন অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।[৫] লক্ষ্মণ রাম-কর্ত্তৃক এই-রূপে উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বাক্যের সমাদর করিয়া আপনার মঙ্গল প্রদর্শন-পূর্ব্বক মনোজ্ঞদর্শন

৫। সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ নহে, সুতরাং সে প্রত্যুপকার করিবে, ইহা দ্বারা লোকে প্রত্যুপকার করা যে নিতান্ত উচিত, ইহা সুগ্রীব দ্বারা প্রত্যুপকার করাইয়া আমি প্রবর্ত্তিত করাইব। ইহাই এই শ্লোকের আশয়।

রামচন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, সুগ্রীব তৎসমস্তই সম্পাদন করিবে। এক্ষণে আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া এই বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন। ৫৬ ৬৬

ঊনত্রিংশ সর্গ [১]

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও কালোচিত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মরুতাত্মজ হনুমান বিগতবিদ্যুৎ ও বিগতবারিদ, সারস সমূহ-কর্ত্তৃক নিনাদিত, মনোহর জ্যোৎস্না দ্বারা অনুলিপ্ত, বিমল আকাশস্থল অবলোকন করিয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। সুগ্রীব অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া, ধর্ম্ম ও অর্থ-সংগ্রহ বিষয়ে মন্দাদর এবং অসৎ ব্যক্তিগণের মার্গে অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তিতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত, বালিবধকার্য্যের পারগ, রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ইষ্টার্থ ও মনোরথ লাভ করিয়াছে। স্বীয় পত্নী রুমা ও স্পৃহণীয়া তারাকে প্রাপ্ত ও বিগতব্যথ হইয়া, অপ্সরাগণের সহিত দেবেন্দ্রের ন্যায় দিবারাত্র বিহার করিতেছে। মন্ত্রিগণের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া তাহা আর দর্শন করিতেছে না। সে মন্ত্রিগণের কার্য্যপটুতা দ্বারা রাজ্য-পালন বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া কামবৃত্তের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। বাক্যবিদ্ হনুমান প্রীতি-সহকারে বাক্যতত্ত্বজ্ঞ বানরপতিকে সাম, ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতিসঙ্গত, পথ্য ও হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—১-৮

আপনি রাজ্য, যশঃ ও কুলক্রমাগত বিপুল রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে মিত্রগণের শেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্ন করা আপনার কর্ত্তব্য। যে কালজ্ঞ ব্যক্তি, সে নিয়ত মিত্রবর্গের প্রতি সাধু আচরণ করে, তাহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। যাহার কোষ, সৈন্য ও ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত দেহ, মিত্র এই সকল সমান, অর্থাৎ স্বদেহের কোষাদিও পালন করে, সে ব্যক্তি মহৎ রাজ্য লাভ করিয়া থাকে।[২] অতএব সচ্চরিত্র-সম্পন্ন আপনি অপায়বিহীন-পথে অবস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞাত মিত্রকার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করুন। যে মানব সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মিত্রকার্য্যে যত্নবান্ না হয়, সে উৎসাহবিহীন ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া অনর্থ-পরম্পরা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। যে কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রকার্য্যে উদ্যুক্ত হয়, সে মহৎ অর্থ-সাধন করিলেও, কাল-ব্যতিক্রমহেতু তাহা অকৃতের ন্যায় হইয়া থাকে।[৩] অতএব হে পরন্তপ! অতঃপর কালব্যতিক্রম হইবে; এই সময় জানকীর অন্বেষণরূপ রামচন্দ্রের কার্য্য সম্পাদন করুন। কালবিদ্ রাম, সময় অতীত, এ কথা জ্ঞাপন করিতেছেন না, সে মহাত্মা রাঘব সত্বর কার্য্য-সাধন করিতে ইচ্ছা করিলেও আপনার বশবর্ত্তী হইয়া বিলম্ব করিতেছেন।[৪] আপনার এই মহৎ রাজ্যপ্রাপ্তির হেতু ও দীর্ঘকালের বন্ধু সেই রাঘবের প্রভাব অতুল, আর তিনি গুণগণ দ্বারা অনুপম। হে কপীশ্বর! তিনি অগ্রেই আপনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কপিবরগণকে আজ্ঞা প্রদান করুন। প্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং ভাবিয়া কার্য্য করিলে কালের ব্যতিক্রম হয় না; যে কার্য্যে প্রেরণা করিতে হয়,

---

১। হনুমান রামভক্ত হইলেও নিজ প্রভু সুগ্রীবের অনুমতি লাভ না করায় মনে মনে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেন এবং সুগ্রীব-সমীপেই অবস্থান করিতেন। যখন দেখিলেন, শরৎ ঋতু প্রবৃত্ত, অথচ সুগ্রীব কামভোগে মত্ত, রামকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে না, তখন ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাই এই একোনবিংশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

২। ইহার একটিও ন্যূন হইলে মহারাজা হয় না, সুতরাং সমান ভাবে সকলই বর্দ্ধিত করিতে হয়।

৩। উপযুক্তকালে না করায় পরে করিয়াও উহা অকৃতের ন্যায় হয়।

৪। ঐ কার্য্যকাল অতীত হইলে তিনি নিজেই জানাইবেন, এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে, তিনি আপনার প্রতিই নির্ভর করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া আছেন। সীতাকে পাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেও আপনাকে কিছুই বলিতেছেন না

সেই কার্য্যের কালব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।[৫] হে হরীশ্বর! কোন ব্যক্তি আপনার উপকার না করিলেও আপনি তাহার কার্য্য-সাধন করিয়া থাকেন; তাহাতে রাম বালীবধ-পূর্ব্বক রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, আপনি যে তাঁহার উপকার করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আপনি বানর ও ভল্লুকগণের ঈশ্বর, রামচন্দ্র শক্তিমান ও অতিশয় বিক্রমশালী; আপনি দাশরথির প্রীতিসাধনার্থ তাঁহার প্রতিজ্ঞা-সাধনের জন্য কেন সজ্জিত হইতেছেন না? দশরথাত্মজ রাম শর-সমূহ দ্বারা সুর অসুর ও মহাভুজঙ্গমদিগকে নিজবশে আনয়ন করিতেও সমর্থ, তিনি কেবল আপনার প্রতিজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছেন।[৬] তিনি প্রাণত্যাগের আশঙ্কা না করিয়া, মহৎ প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন; অতএব আমরা পৃথিবীতে বা আকাশেই হউক, সীতার অন্বেষণ করিব। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মরুদ্গণ ও যক্ষগণ সকলেই রণে রামের ভয় করিয়া থাকে, অতি ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ কেন ভয় না করিবে? এবম্বিধ শক্তিযুক্ত রাম পূর্ব্বেই আপনার উপকার করিয়াছেন, অতএব হে কপিরাজ! এক্ষণে আপনার সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার উপকার করা কর্ত্তব্য। হে কপীন্দ্র! আপনার আদেশে আমাদের মধ্যে যদি কেহ বিলম্ব করে, তবে সেই বলবান্ বা দুর্ব্বল বানরের পৃথিবীর অধোভাগে, জলে অথবা অম্বরে গমন করিলেও জীবন থাকিবে না। হে অনঘ! কোটিরও অধিক দুর্দ্ধর্ষ বানর আপনার বশবর্ত্তী; আজ্ঞা করুন, কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে গমন করিবে? ৯-২৭

যথাকালে উত্তমরূপে নিরূপিত হনুমানের সেই বাক্য শুনিয়া ধীমান্ সুগ্রীব সীতান্বেষণ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়াছিল। গতিমান্ সুগ্রীব তখন হিতকারী ও উদ্যমশীল নীলবীরকে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিল;—যাহাতে সমস্ত যূথ-পালগণ নায়কগণের সহিত সমস্ত সেনা লইয়া এখানে আগমন করে, তুমি সেই বিষয়ে যত্নবান্ হও। যাহারা দিগন্তবর্ত্তী সেনাপতি, যাহারা শীঘ্রগামী এবং দৃঢ়সঙ্কল্পশীল, তুমি আমার শাসন-বশে সত্বর তাহাদিগকে আনয়ন কর। তুমি স্বয়ং সেনাপতি-দর্শনাদি কার্য্য সম্পাদন কর। যে যে বানরগণ পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত না হইবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিব; এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমার আজ্ঞাবশে বৃদ্ধ বানরগণের নিকট তুমি অঙ্গদের সহিত গমন করিও। হরিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ সুগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ২৮-৩৪

ত্রিংশ সর্গ

সুগ্রীব গৃহপ্রবিষ্ট হইলে এবং গগনস্থল মেঘনির্ম্মুক্ত ও বর্ষারাত্রি অতীত হইলে, রাম শোক-পীড়িত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। তিনি গগনস্থল পাণ্ডুবর্ণ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল, জ্যোৎস্না দ্বারা অনুলিপ্ত শারদীয়া রজনী, জনকাত্মজা সীতাকে হৃতা, সুগ্রীবকে কামাসক্ত ও কাল অতীত দেখিয়া, অত্যন্ত কাতর ও মোহিত হইলেন।[১] অনন্তর মতিমান্ নরপতি রাম মুহূর্ত্তকালে চিত্তের সুস্থতা লাভ করিয়া, জানকী মানসে অবস্থিতা হইলেও তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাঘব গগনস্থল বিদ্যুৎ ও মেঘশূন্য অতএব বিমল, এবং সরোবর সারসরবে নিনাদিত

৫। বানরগণকে আনাইয়া সীতান্বেষণে প্রেরণ করিলেও ত কাল-ব্যতিক্রম ঘটিবে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত রাম এই বিষয়ের জন্য আপনাকে প্রেরণা না করেন, সেই পর্য্যন্ত কালাতিক্রম হইলেও উহা দোষের হইবে না, যদি রামের প্রেরণায় কার্য্য করিতে হয়, তবে উহাই প্রকৃতপক্ষে কালাতিক্রম বুঝিতে হইবে। সুতরাং রামের নিদেশ পাইবার পূর্ব্বেই আমাদের কার্য্য করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে কালাতিক্রম জন্য দোষ হইবে না।

৬। আমি যে সীতান্বেষণ করিয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম, উহা সত্য কি অসত্য, ইহারই পরীক্ষা করিতেছেন।

১। এ পর্য্যন্ত একটা সময়ের অবধি থাকায় রাম তৎপ্রতীক্ষায় ছিলেন, এক্ষণে সেই অবধি অতীত হওয়ায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন।

দেখিয়া আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি হেমধাতু-বিভূষিত পর্ব্বতের অগ্রভাগে আসীন হইয়া, শারদীয় গগন দর্শন-পূর্ব্বক মনে মনে প্রিয়ার ধ্যানে নিরত হইলেন। যে সারসতুল্য নাদকারিণী বালা সারসগণের নাদ দ্বারা আশ্রমস্থানে আনন্দিত হইতেন, তিনি এখন কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন? সেই প্রিয়তমা কাঞ্চনপুষ্পসদৃশ পুষ্প-বিশিষ্ট অসন-তরু সকল দর্শন করিয়াও আমাকে না দেখিয়া কিরূপে মনোরঞ্জন করিবেন? সেই কলভাষিণী বালা পূর্ব্বে কলহংসগণের শব্দ দ্বারা জাগরিত হইতেন, সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী কিরূপে এক্ষণে আনন্দলাভে সমর্থ হইবেন? সেই পদ্মের ন্যায় বিশালাক্ষী বালা, সহচরী চক্রবাকগণের কলনিনাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন? আমি সেই মৃগাক্ষী ব্যতিরেকে সরোবর, সরিৎ, বাপী, কানন ও বনে বিচরণ করিয়া কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার বিরহ ও সুকুমারতা-হেতু শরতের গুণসমূহ দ্বারা নিত্যপ্রবৃত্ত কাম তাঁহাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিবে। ১-১২

সারঙ্গ নামক চাতকপক্ষী ইন্দ্রের নিকট যেরূপ কাতরবাক্যে জল প্রার্থনা করে, নৃপনন্দন রামচন্দ্র সেইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মীযুক্ত লক্ষ্মণ রম্য গিরিসানুতে ফলান্বেষণার্থ নানা স্থানে বিচরণ করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজকে দর্শন করিলেন। মনস্বী লক্ষ্মণ সত্বর হইয়া দুঃসহ চিন্তাযুক্ত, জ্ঞানহীন ও অতি দীন রামকে দেখিয়া, ভ্রাতার বিষাদ অপনয়নের নিমিত্ত অতি দীনভাবে বলিলেন,—হে আর্য্য! আপনি আত্ম-পৌরুষ পরাভব করিয়া এবং কামের বশবর্ত্তী হইয়া কি কর্ম্ম করিতেছেন? আপনি শোক দ্বারা ব্রহ্মানুসন্ধান নষ্ট করিতেছেন? এই অবস্থায় আপনি সমাধিযোগ দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট করুন।[২] প্রভো! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শৌচ-স্নানাদি ক্রিয়াযোগ ও মনের নির্ম্মলতা-সাধন এবং যথাকালে সমাধি-যোগের অনুগত কার্য্য সকল সমাধান করুন। হে মানবনাথ! জানকী আপনার দ্বারাই সনাথা হইতে পারেন, অন্যের দ্বারা কদাচই সনাথা হইতে পারেন না। প্রজ্বলিত অগ্নিচূড়া প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি দগ্ধ না হয়? রামচন্দ্র লক্ষণযুক্ত দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণকে তত্ত্বার্থ, নীতিসম্মত, পথ্য ও হিতকর ধর্ম্ম এবং অর্থ-সংযুক্ত বাক্য বলিলেন—লক্ষ্মণ! তুমি যাহা কহিয়াছ, সেই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মের ফল অবশ্যই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ১৩-২০

অনন্তর পদ্মপলাশলোচনা মৈথিলীকে স্মরণ করিয়া রাম শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—[৩] ইন্দ্র সলিল দ্বারা বসুন্ধরার তৃপ্তিসাধন করিয়া শস্য সম্পাদন-পূর্ব্বক কার্য্য-সাধন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নৃপাত্মজ! মেঘ সকল দীর্ঘ গম্ভীর শব্দ-বিশিষ্ট শৈল ও তরুর সমীপবর্ত্তী হইয়া সলিল বিসর্জ্জন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ মেঘসমূহ দিক্ সকল শ্যামবর্ণ করিয়া মদহীন মাতঙ্গের ন্যায় শান্তবেগ হইয়াছে। কুটজ ও অর্জ্জুন পুষ্পের গন্ধযুক্ত জলগর্ভ মহামেঘ সকল বৃষ্টিবাতে সমুদ্ধত হইয়া, বিচরণ-পূর্ব্বক এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। হে অনঘ লক্ষ্মণ! মেঘ, মাতঙ্গ, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলের শব্দ একসঙ্গেই নিবৃত্ত হইয়াছে। মহামেঘ-সমূহ দ্বারা ধৌত, বিচিত্রসানু, গিরিসমূহ,

---

২। লক্ষ্মণ রামের পৌরুষবৃদ্ধি ও দুঃখশান্তির নিমিত্ত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অবলম্বন করুন, এই কথা রামকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আর্য্য, আপনি কামের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের পুরুষকার অভিভূত করিতেছেন। ইহাতে কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং কামবশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ করুন, এবং স্নানাদির পর সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করুন।

৩। লক্ষ্মণের বাক্যে তৎকালে সুস্থচিত্ত হইলেও রাম পুনরায় মৈথিলীকে স্মরণ করিয়া শরৎ ঋতুর বর্ণনা করিতেছেন।

চন্দ্ররশ্মি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। এখন সপ্তচ্ছদ তরুর শাখাসমূহে, তারা চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভাতে, উত্তম গজেন্দ্রগণের লীলাতে, আপনার লক্ষ্মী বিভাগ করিয়া দিয়া, শরৎকাল প্রবৃত্ত হইতেছে। এক্ষণে শরৎকালের গুণযুক্তা লক্ষ্মীর শোভা অনেক দ্রব্য আশ্রয় করিয়াছে। সেই লক্ষ্মী সূর্য্যের অগ্রকিরণ দ্বারা প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে অধিকতর শোভা পাইতেছে। এই শরৎকাল সপ্তচ্ছদ কুসুমের গন্ধযুক্ত ভ্রমরসমূহের ধ্বনি-বিশিষ্ট, এবং পবনের অনুসরণ পূর্ব্বক মত্ত-মাতঙ্গগণের দর্প বিনষ্ট করিয়া, অধিকতর শোভা পাইতেছে। এখন হংসগণ মনোহর বিশাল পক্ষযুক্ত, কামপ্রিয়, পদ্মপরাগ দ্বারা আকীর্ণ মহানদীর পুলিনগত চক্রবাকসমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। মদমত্ত মাতঙ্গসমূহে, দর্পযুক্ত বৃষভ সকলে এবং নদীর প্রসন্ন সলিল-প্রবাহে শরৎলক্ষ্মী বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন। নভস্থল মেঘনির্মুক্ত দর্শন করিয়া বনস্থলে বর্হ-আভরণ প্রসারিত করিয়া প্রিয়াতে অনুরাগশূন্য, শোভাশূন্য ও উৎসবশূন্য হইয়া ময়ূর সকল ধ্যান-পরায়ণ হইয়াছে। মনোজ্ঞ-গন্ধ, বহুতর সুবর্ণগৌর মনোহর প্রিয়ক বৃক্ষের[৪] শাখা সকল পুষ্পভরে অবনত হইয়া বনস্থলীকে প্রভূত শোভায় সুশোভিত করিতেছে। এক্ষণে নলিনীপ্রিয়, প্রিয়ান্বিত, মদভরে অলস, মদোৎকট গজেন্দ্রসমূহের গতি মন্দ হইয়াছে। নভস্থল বিমল অসিতুল্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নদীজলের প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। কহ্লার-গন্ধ-যুক্ত বায়ু শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দিক্ সকল অন্ধকার-বিমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইতেছে। সূর্য্যের আতপ-সম্পর্কে ভূমিতলস্থ পঙ্কসমূহ বিনষ্ট এবং রেণু সকল উত্থিত হইতেছে। এই শরৎ, পরস্পর বৈরযুক্ত রাজগণের যুদ্ধোদ্যোগের সময়। এক্ষণে শরতের গুণ দ্বারা বৃষগণের রূপ ও শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা হৃষ্ট, মদোৎকট ও যুদ্ধ-লুব্ধ হইয়া, পাংশু মাখিয়া, গোগণের মধ্যস্থিত হইয়া শব্দ করিতেছে। তীব্রতর অনুরাগ-বিশিষ্ট সকাম মন্দগতি করিণীগণ, মদান্বিত গমনশীল ভর্ত্তার অনুগমন করিতেছে। ময়ূরগণ আপনার উৎকৃষ্ট ভূষণ-স্বরূপ বর্হ পরিত্যাগ করিয়া, সারসগণ-কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে উপবেশন-পূর্ব্বক বিমনা হইয়া দীন-ভাবে অবস্থিতি করিয়া রহিয়াছে। ২১-৪০

গজেন্দ্রগণের গণ্ডস্থল ভেদ করিয়া মদধারা নির্গত হইতেছে, তাহারা প্রফুল্লপদ্ম সরোবরে কারণ্ডব ও চক্রবাকগণকে ত্রাসিত করিয়া বারি পান করিতেছে। সারস-রববিশিষ্ট বিগত-পঙ্ক বালুকাসমাকীর্ণ ও গোকুলযুক্ত নির্ম্মল-সলিল নদীসমূহে হংসগণ হৃষ্ট হইয়া রব করিতেছে। এক্ষণে নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, বারি, অতি প্রবৃদ্ধ-বায়ু, ময়ূর ও উৎসব-রহিত ভেক সকলের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অনেক-বর্ণবিশিষ্ট এবং নবমেঘের উদয়ে দেহযাত্রা-রহিত, অতএব মৃতপ্রায়, ঘোরবিষধর, বিবরবাসী, ক্ষুধা-পীড়িত সর্প-সকল বিল হইতে নির্গত হইয়া সঞ্চরণ করিতেছে। এক্ষণে শোভমান চন্দ্রকিরণের স্পর্শজাত হর্ষ দ্বারা ঈষৎ উন্মীলিত, তারারূপ নেত্রকনীনিকা-বিশিষ্ট রাগবতী সন্ধ্যা অম্বরস্থল পরিত্যাগ করিতেছে।[৫] এক্ষণে উদিতশশাঙ্ক রজনীর আনন-স্বরূপ, তারাগণ উন্মীলিত চারুতর নয়নস্বরূপ, জ্যোৎস্না শুক্লবসন-স্বরূপ, অতএব রজনী এক্ষণে শুক্লবসনান্বিতা সুলক্ষণা ললনার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে সারসগণ পক্ক শালিধান্য ভক্ষণ-পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া বাতান্দোলিতা মালার ন্যায় নভস্থলে বেগে গমন

৪। প্রিয়ক—অসন, বন্ধুক প্রভৃতি পর্য্যায়শব্দ।

৫। এই শ্লোকে সমাসোক্তি অলঙ্কার। কান্তকরস্পর্শে সুখে অর্দ্ধনিমীলিতনয়না এবং কান্তজনানুরাগ বশতঃ বিগলিতবসনা কামুকী নায়িকার বৃত্তান্ত সন্ধ্যার উপর আরোপিত হইয়াছে। এই সন্ধ্যারাগ প্রায়শঃ শরৎকালেই হইয়া থাকে।

করিতেছে। এখন মহাহ্রদের সলিলে একটি হংস সুপ্ত রহিয়াছে এবং বহুতর কুমুদ শোভা পাইতেছে; তাহাতে বোধ হয়, যেন রাত্রিকালে তারাগণ-সমাকীর্ণ মেঘযুক্ত নভস্থলে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন। এই শরৎকালে হংসগণ দীর্ঘিকা সকলের চন্দ্রহারস্বরূপ, প্রফুল্ল পঙ্কজ ও উৎপল সকল মালার স্বরূপ, তাহাতে তাহারা বিভূষিত হইয়া উত্তম শোভা ধারণ করিয়াছে। বেণুস্বর দ্বারা অভিব্যঞ্জিত যে গীত-বাদ্য—তাহা দ্বারা সংযুক্ত, প্রত্যূষ কালীন বায়ু কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দধিমন্থনভাণ্ডের ও গোবৃষগণের শব্দ[*] পরস্পর পরস্পরকে যেন সংবর্দ্ধিত করিতেছে। ধৌত অমলক্ষৌমপটতুল্য প্রস্ফুটিতপুষ্প নবকাশসমূহ দ্বারা নদীর কূল সকল শোভিত হইতেছে। বনমধ্যে প্রচণ্ড মধুপান-মত্ত, প্রিয়ান্বিত ভ্রমর সকল পদ্মপুষ্প ও অসন-কুসুমের রেণুসমূহ দ্বারা গৌরবর্ণ হইয়া, গন্ধলোভে পবনের অনুগামী হইতেছে। নির্ম্মল জল, প্রস্ফুটিত কুসুম-সমূহ, ক্রৌঞ্চরব, পক্ক শালিবন, মৃদু বায়ু ও বিমল চন্দ্র, ইহারা বর্ষার অপগমন ও শরতের আগমন বলিয়া দিতেছে। এখন প্রভাতকালে কান্ত-কর্ত্তৃক উপভুক্ত অলসগামিনী কামিনীগণের ন্যায়, মীনরূপে মেখলাধারিণী নদীবধূগণের গতি মন্দ হইয়াছে। চক্রবাক-বিশিষ্ট, শৈবালযুক্ত কাশবসনাবৃত নদীমুখ সমুদায় পত্ররেখা-সমন্বিত ও রোচনাযুক্ত বধূমুখ-সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রফুল্লবাণ, অসনপুষ্প দ্বারা চিত্রিত, প্রহৃষ্ট ভ্রমরগণের কূজনযুক্ত বনসমূহে প্রচণ্ড ধনুর্দ্ধারী মদন বিরহিগণের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে! মেঘ সকল সুবৃষ্টি দ্বারা লোক সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া, নদী ও তড়াগ সকল পূরিত ও বসুধাকে শস্যপূর্ণা করিয়া এক্ষণে নভস্তল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে নদী সকল নবসঙ্গমে লজ্জাশীলা বধূগণের নিজ নিজ জঘনের ন্যায় পুলিন-সকল ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিতেছে। হে সৌম্য! নির্ম্মলসলিল-বিশিষ্ট, কুররগণ কর্ত্তৃক নিনাদিত, চক্রবাকগণে আকীর্ণ জলাশয় সকল সুশোভিত হইতেছে। হে নৃপাত্মজ! পরস্পর বদ্ধবৈর জিগীষু নৃপতিগণের এই উদ্যোগসময় উপস্থিত হইয়াছে। ৪১-৬০

রাজগণের যাত্রা করিবার এই প্রথম সময়, এখন সুগ্রীবের যাত্রার উপযুক্ত উদ্যোগাদিও ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এক্ষণে গিরিসানুতে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব, শ্যাম প্রভৃতি তরুগণ পুষ্পিত দৃষ্ট হইতেছে। দেখ লক্ষ্মণ, এই সময়ে হংস, সারস, চক্রবাক ও কুররাদি পক্ষী দ্বারা পুলিনদেশ আকীর্ণ হইয়াছে। আমি সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার শোকে একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমার সম্বন্ধে এই বর্ষা চারি শত বর্ষের ন্যায় বিগত হইয়াছে। আমার প্রিয়াঙ্গনা সীতা বিষম দণ্ডকারণ্যকে উদ্যানের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, চক্রবাকীর ন্যায় বনাগমনকালে আমার অনুগমন করিয়াছিলেন। আমি প্রিয়াবিহীন, হৃতরাজ্য, দুঃখার্ত্ত ও বিবাসিত, তথাপি লক্ষ্মণ, সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিল না। এই সকল কথা তুমি সুগ্রীবকে বলিও। এই রাম অনাথ, হৃতরাজ্য, রাবণ-কর্ত্তৃক ধর্ষিত, দীন, দূরগৃহ ও কামী, এ ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে, এই সকল ভাবিয়া দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে পরাভূত বোধ করিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে। সীতার অন্বেষণসময় নির্ণয়-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দুর্ম্মতি কৃতার্থ হইয়া এক্ষণে জাগরিত হইতেছে না। তুমি আমার বাক্যে কিষ্কিন্ধ্যাতে প্রবেশ করিয়া সেই মূর্খ, গ্রাম্যসুখে আসক্ত, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বল,—যে ব্যক্তি কার্য্যার্থী হইয়া আগত এবং প্রথমে উপকারী, তাহাকে আশা

---

*। প্রাতঃকালীন দধিমন্থনশব্দ, গাভী দর্শনে কামাতুর বৃষগণের শব্দ, গোপালগণের বেণুশব্দ, প্রাভাতিক বায়ু দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

দান করিয়া, তাহা পূর্ণ না করে, সে ইহলোকে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয়। শুভ হউক, আর অশুভই হউক, যে বাক্য উচ্চারণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, সেই বীর এবং সেই পুরুষোত্তম সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া, অকৃতার্থ মিত্রের উপকার বা কার্য্যসাধন না করে, সে মৃত হইলেও মাংসাশী জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করে না। তুমি নিশ্চয় রণস্থলে আমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, কাঞ্চনপৃষ্ঠ ধনুকের রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। আমি রণস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর জ্যাঘাত নির্ঘোষ করিব, তাহা পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! হে বীর! হে নৃপনন্দন! আমি এরূপ শোকাতুর দীন হইলেও উহার পরাক্রম আমি জানি, তাহাতে তুমি আমার সহায়, সুতরাং আমার কোন চিন্তা নাই। হে পর-পুরঞ্জয় লক্ষ্মণ! যে সীতান্বেষণের জন্য বানর-রাজের সহিত সখ্য-স্থাপন, বানররাজ এক্ষণে কৃতার্থ হইয়া কি নিমিত্ত এই সখ্যভাব ও বালিবধ স্মরণ করিতেছে না? বর্ষার সময়ই প্রতিজ্ঞা-পূরণের কাল, এই চারি মাস গত হইল; তথাপি সে বিহার-সুখে আসক্ত হইয়া জানিতে পারিতেছে না। সেই সুগ্রীব অমাত্য ও পারিষদগণের সহিত মধুপানে মত্ত হইয়া, শোকে কাতর ও দীনভাবাপন্ন আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছে না। হে মহাবল! বীরবর! এখন তুমি যাইয়া সুগ্রীবকে আমার রোষের প্রকার নিবেদন কর এবং বক্ষ্যমাণ বাক্য সকলও তাহাকে বলিও। যে পথে বালী হত ও গত হইয়াছে, তাহা সঙ্কুচিত পন্থা নহে, তাহা সম্পূর্ণ-রূপেই আমার আয়ত্ত। সুগ্রীব! তুমি প্রতিজ্ঞার অনুরূপ কার্য্য কর, বালীর পথ অনুসরণ করিও না। আমি রণস্থলে এক শর দ্বারা একমাত্র বালীকে নিহত করিয়াছি; তুমি সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। হে পুরুষ-প্রবর! এইরূপ বিহিত কার্য্যে যাহা যাহা হিতকর, তাহা তাহা বলিও, এই সত্বর-সম্পাদনীয় কাল-ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। হে বানরেশ্বর! নিত্য-ধর্ম্ম দর্শন করিয়া যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা সম্পাদন কর; তুমি মৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা নিহত হইয়া যেন বালীকে দর্শন করিও না। সেই মানববংশ-বর্দ্ধক উগ্রতেজা লক্ষ্মণ, অগ্রজের কোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তিনি দীনভাবে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৬১-৮৫

একত্রিংশ সর্গ

রাজপুত্র রামানুজ লক্ষ্মণ অগাধবীর্য্য, উদ্গতকাম, শোকযুক্ত, নরদেবপুত্র অগ্রজ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—[১] সেই বানর সাধুগণের চরিতে অবস্থিত করিবে না, সে সখ্যমূলক রাজ্যলাভরূপ ফলও মনে করিবে না, আর বানর-রাজ্য-লক্ষ্মী ভোগ করিবে না এবং উহার বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনে অগ্রসরও হইবে না।[২] তাহার মতিক্ষয়-হেতু গ্রাম্য-সুখে আসক্ত হইয়াছে। আপনার প্রসন্নতাহেতু উহার প্রত্যুপকারবুদ্ধিও হইবে না। সে এক্ষণে হত হইয়া বালীকে দর্শন করুক্। সেই দুষ্টবুদ্ধি সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করা উচিত হয় নাই। আমার কোপের বেগ উদ্গত হইতেছে, আমি তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মিথ্যাবাদী সুগ্রী-বকে আমি আজ নিহত করিয়া, অঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করিব, সেই বালীপুত্র প্রধান প্রধান বানরগণের সহিত সীতার অন্বেষণ করিবে। এই বলিয়া লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন

১। এই শ্লোকে নরদেবপুত্র এই দেকার গায়ত্রীর একাদশাক্ষর কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সর্গ পর্য্যন্ত দশ সহস্র শ্লোক অতীত হইয়াছে।

২। চঞ্চলস্বভাব বানর, সাধুগণের ন্যায় নিজবাক্য রক্ষা করিবে না, সুতরাং রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যভোগেও সমর্থ হইবে না, অর্থাৎ সুগ্রীবের ন্যায় চপলস্বভাব বানর আর্য্যগণের সখিত্বলাভের যোগ্যপাত্র নহে।

পরবীরঘাতী রামচন্দ্র রণস্থলে প্রচণ্ড-কোপশালী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া, সানুনয়ে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! ত্বৎ-সদৃশ ব্যক্তিগণ মিত্রবধরূপ পাপাচরণ করেন না। যে ব্যক্তি সম্যক্ বিবেক দ্বারা কোপ হনন করে, সেই বীর এবং সেই পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে লক্ষ্মণ! এই মিত্রঘাতরূপ অকার্য্য তোমার কর্ত্তব্য নহে; তুমি তাহার প্রতি সাধুতা দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতি ধারণ কর এবং পূর্ব্বের সখ্যভাব স্মরণ কর। তুমি রুক্ষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া, কাল-ব্যতিক্রমকারী সুগ্রীবকে সাম-পূর্ব্বক হিতকর বাক্য বলিবে। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ পরন্তপ, বীরবর, ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ অনুসারে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর শুভমতি, বুদ্ধিমান্, ভ্রাতার হিতনিরত লক্ষ্মণ কোপ-প্রকাশ পুরঃসর কপিরাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। ১-১০

মন্দরপর্ব্বততুল্য লক্ষ্মণ ইন্দ্রধনুতুল্য কালান্তক-যম-সমান গিরিশৃঙ্গতুল্য শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, ভ্রাতার কাম-ক্রোধজাত ক্রোধাগ্নি দ্বারা আবৃত, সমীরণ-সম, যথোক্তকারী, রামানুজ লক্ষ্মণ নিজ বক্তব্য এবং তৎপরে সুগ্রীবের উত্তর, তদনন্তর নিজ বক্তব্য অবধারণ-পূর্ব্বক অপ্রীত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। বেগবান্ বীরবর শাল, তাল অশ্বকর্ণ প্রভৃতি তরুগণকে বেগভরে পাতিত এবং গিরিকূট সকলকে প্রক্ষিপ্ত, আশুগামী গজের ন্যায় শিলাসকলকে পদদ্বয় দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, দূরে দূরে পদনিক্ষেপ-পূর্ব্বক কার্য্য-বশে অতিশয় সত্বর হইয়া চলিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকু-প্রবর লক্ষ্মণ গিরিসঙ্কটস্থলে অবস্থিত, সৈন্য-সমূহে পরিপূর্ণ, দুর্গম কপিরাজ-পুরী কিষ্কিন্ধ্যানগরী দর্শন করিলেন। সুগ্রীবের প্রতি রোষভরে লক্ষ্মণের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি কিষ্কিন্ধ্যাতে ভীমকায় বহিশ্চর বানরগণকে দর্শন করিলেন। কুঞ্জরতুল্য বানরগণ লক্ষ্মণকে পরিক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া, ভয়ে ভীত হইয়া পর্ব্বতান্তরে গমন-পূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে প্রহরণ গ্রহণ করিতে দেখিয়া বহু কাষ্ঠযুক্ত অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।[৩] শত শত বানর যুগান্তকালের মৃত্যুর ন্যায় লক্ষ্মণকে অত্যন্ত ক্ষুভিত দেখিয়া, চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ১১-২০

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরগণ সুগ্রীবের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণের ক্রোধভরে আগমনের বিষয় নিবেদন করিল। কামাসক্ত সুগ্রীব তখন তারার সহিত মিলিত হইয়া সুখ-সম্ভোগ করিতেছিল, সে কপিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিল না। তদনন্তর সচিবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, গিরিকুঞ্জর ও মেঘতুল্য বানরগণ হৃষ্টরোমা হইয়া নগর হইতে নির্গত হইল। সেই বানর সকলেই বিকৃতদর্শন, সকলেই বীর এবং সকলেই ব্যাঘ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাবিশিষ্ট। কেহ বা দশ-হস্তীর, কেহ বা শত হস্তীর, কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে। ইহারা সকলেই সমান কান্তিবিশিষ্ট। অনন্তর ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষধারী মহাবল বানরগণে ব্যাপ্ত কিষ্কিন্ধ্যা দর্শন করিলেন। তদনন্তর মহাবীর্য্যশালী সমস্ত কপিগণ দুর্গ-প্রাচীরের বহিঃস্থিত পরিখার বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নিয়তাত্মা বীরবর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ ও অগ্রজের কার্য্য বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বার ক্রোধান্বিত হইলেন। দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোপরক্তলোচন হইয়া নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সধূম-পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ধনুরূপ ফণাধারী বাণের শল্যতুল্য স্ফুরণশীল জিহ্বা-বিশিষ্ট, বিষব্যাপ্ত পঞ্চানন ভুজঙ্গের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন। কালাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, কুপিত কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাশিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া

৩। আমাকে দেখিয়া প্রণাম না করিয়া বানরগণ প্রহরণ গ্রহণ করিয়াছে। এই মনে করিয়া লক্ষ্মণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

অঙ্গদ অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। মহাযশস্বী লক্ষ্মণ ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া অঙ্গদকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার আগমনবার্ত্তা সুগ্রীবকে নিবেদন কর। হে অরিন্দম! রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতার অনুতাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত আছেন। হে পরন্তপ! যদি তোমার অভিরুচি হয়, তবে তাঁহার বাক্য প্রতিপালন কর, এই বলিয়া তুমি শীঘ্র ফিরিয়া আইস। অঙ্গদ লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া, শোকাবিষ্টচিত্তে পিতৃব্যের নিকট গমন করিয়া কহিল যে, রামভ্রাতা লক্ষ্মণ এখানে আগমন করিয়াছেন। কার্য্যকুশল অঙ্গদ লক্ষ্মণের তীব্র বাক্যে দীনবদন ও সম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে যাইয়া প্রথমে তারার চরণ বন্দনা করিল। উগ্রতেজা অঙ্গদ সুগ্রীবের পাদদ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক রুমার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। সেই মদনমোহিত মদমত্ত বানর সুগ্রীব নিদ্রায় ক্লান্তচিত্ত থাকিয়া তাহার প্রণাম ও বাক্য জানিতে পারিল না। অনন্তর ভয়মোহিত বানরগণ লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে কিল কিলার শব্দ করিয়া উঠিল। তাহারা লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে সুগ্রীবের জাগরণের নিমিত্ত বজ্রতুল্য এবং মহাসাগরের মহাতরঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। ২১-৪০

সেই সুমহৎ শব্দ দ্বারা বানররাজ সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে মদ দ্বারা তাম্রনেত্র হইয়া মালাবিভূষণ স্খলিত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে জাগরিত হইয়া উঠিল। সুগ্রীব জাগরিত হইলে, অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক সম্মত ও শুভদর্শন মন্ত্রিদ্বয় তাহার সমীপে আগমন করিল। তাহারা প্রভাবশালী, দক্ষ, ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে উচ্চাবচ বলিবার নিমিত্ত আগত লক্ষ্মণের বিষয় কহিতে লাগিল। সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট সুগ্রীবকে প্রসন্ন করিয়া অর্থযুক্ত বাক্য বলিল,—রাজন্! তোমার রাজ্যদাতা ত্রৈলোক্যের রাজ্যযোগ্য মহাভাগ ভ্রাতৃদ্বয় রামলক্ষ্মণ মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই উভয়ের মধ্যে এক জন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারই নিমিত্ত বানরগণ ভীত ও কম্পিত হইয়া শব্দ করিতেছে। সেই এই রামচন্দ্রের ভ্রাতা বাক্যরূপ সারথি, কর্ত্তব্যার্থনিশ্চয়রূপ রথযোগে রামের বাক্যে এখানে আগমন করিয়াছেন। রাজন্! এই তারা-তনয় অঙ্গদ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই এই লক্ষ্মণ রোষ-কষায়িত-নেত্রে লোচনাগ্নি দ্বারা বানরগণকে দহন করিয়াই যেন দ্বারদেশে রহিয়াছেন। মহারাজ! আপনি এক্ষণে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র যাইয়া, মস্তকস্পর্শ-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার রোষ প্রশমিত করুন। রাজন্! ধর্ম্মাত্মা রাম আপনার যেরূপ কার্য্যসাধন করিয়াছেন, আপনি সত্যনিষ্ঠ হইয়া সমাহিতচিত্তে প্রতিজ্ঞা পালন করুন। ৪১-৫১

দ্বাত্রিংশ সর্গ

অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব সচিবগণের সহিত কুপিত লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আসন পরিত্যাগ করিল। মন্ত্রবিষয়ে নিষ্ঠাবান্ মন্ত্রকুশল সুগ্রীব গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিল, আমি কোন দুষ্ট বাক্য বলি নাই এবং কোনও দুষ্ট কার্য্য করি নাই; তবে রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণ কি নিমিত্ত কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমি চিন্তা করিতেছি। আমি বিবেচনা করি, আমার অসুহৃদ্ ও ছিদ্রান্বেষী অমিত্রগণ আমার দোষ রামানুজ লক্ষ্মণকে কহিয়াছে সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্মণের কোপবিষয়ে সকলে যথাবুদ্ধি ও যথাবিধ কোপের কারণ নিশ্চয় কর। আমার রাঘব বা লক্ষ্মণ হইতে কিছুই ভয় নাই; পরন্তু অযথার্থ অপরাধে প্রকুপিত মিত্র হইতে ভয় হইয়া থাকে।

মিত্রতা সর্ব্বথাই সুকর, কিন্তু মিত্রতার পালন করাই দুষ্কর; যে হেতু চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত অল্পকারণে প্রীতির ভেদ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি মহাত্মা রামচন্দ্র হইতে ত্রাসিত হইয়াছি; যে হেতু আমি যাহা প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ, তাহা এখনও করি নাই। ১-৮

সুগ্রীব এইরূপ বলিলে, মন্ত্রিগণের মধ্যে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান নিজ তর্ক দ্বারা বলিলেন,—হে কপিগণেশ্বর! আপনি যে বিশ্বস্তরূপে কৃত উপকার বিস্মৃত হয়েন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাঘব ভয়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দূর হইতে আপনার প্রিয়কার্য্যসাধন নিমিত্ত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালীকে বধ করিয়াছেন। অতএব রাম প্রণয়-হেতুই আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই, সেই প্রণয়-কোপ হেতুই তিনি লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হে কালজ্ঞ-গণশ্রেষ্ঠ! আপনি ভোগরসে প্রমত্ত হইয়া কাল বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনি দেখুন যে, সীতার অন্বেষণকাল সুশোভন শরৎ প্রবৃত্ত, অতএব প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ তরু দ্বারা পৃথিবী সুশোভিত হইয়াছে। আকাশস্থলে গ্রহ-নক্ষত্র সকল নির্ম্মল ও মেঘ সকল নষ্ট; দিক্, সরিৎ ও সরোবর সকল প্রসন্ন হইয়াছে। কপিবর! সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত উদ্যোগের কাল উপস্থিত, তাহা আপনি জানিতে পারেন নাই; আপনি ভোগসুখে প্রমত্ত, এই নিমিত্তই লক্ষ্মণ এখানে আগমন করিয়াছেন। হৃতদার, অতএব অত্যন্ত কাতর মহাত্মা রামচন্দ্রের পুরুষান্তর (লক্ষ্মণ) হইতে শ্রুত পরুষ বাক্য, আপনি সহ্য করিবেন। আপনি অপরাধ করিয়াছেন, অতএব অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রসাদন ব্যতিরেকে আপনার অন্য কোনও মঙ্গলকর কার্য্য দেখিতে পাইতেছি না।[১] রাজকার্য্যে নিযুক্ত মন্ত্রিগণ রাজাকে অবশ্যই হিতকর বাক্য বলিবেন, এই নিমিত্তই আমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া এই নিশ্চিত বাক্য বলিলাম। রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিলে, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্ব সহিত সমস্ত জগৎকে আপন বশে রাখিতে পারেন। বিশেষতঃ, পূর্ব্ব-উপকার-স্মরণকারী কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যাহাকে পুনর্ব্বার প্রসাদন করিতে হইবে, তাহাকে প্রকোপিত করা কর্ত্তব্য নহে। রাজন্! আপনি পুত্র ও সুহৃজ্জনের সহিত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, ভার্য্যা ভর্ত্তার ন্যায় তাঁহার বশে প্রতিজ্ঞায় অবহিত হউন। হে কপীন্দ্র! রাম ও রামানুজ লক্ষ্মণের শাসন মানস দ্বারাও অতিক্রম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আর আপনার মন বালীবধ-হেতু ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাঘবের অমানুষিক বল অবগত আছে। ৯-২২

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

অনন্তর পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ, অঙ্গদের দ্বারা সুগ্রীবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রামের আদেশহেতু মনোরম গুহা কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। দ্বারস্থিত মহাকায় মহাবল বানর সকল লক্ষ্মণকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিল। দশরথাত্মজ লক্ষ্মণকে ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, কপিগণ ত্রস্ত হইয়া রহিল, তাঁহাকে নিবারণ করিল না। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেই দিব্যা রত্নময়ী রত্ন-সমাকীর্ণা, পুষ্পিতকানন-মহতী গুহা দর্শন করিলেন। উহা প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যসমূহে নানাবিধ রত্ন দ্বারা ও সর্ব্বদা সঞ্জাত ফলপুষ্পবিশিষ্ট তরুসমূহ দ্বারা পরিশোভিত এবং কামরূপী বস্ত্র-ভূষণ-সম্পন্ন দিব্য

১। অপরাধারম্ভকালে যদি অপরাধী অনুতপ্ত হয়, তবে স্বল্পপ্রায়শ্চিত্তেই তাহার পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু আপনার অপরাধ করা হইয়াছে, সুতরাং "অঞ্জলিঃ পরমং মুদ্রা ক্ষিপ্রং দেবপ্রসাদনী" এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে শীঘ্রই লক্ষ্মণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।

মালা ও অম্বরধারী প্রিয়দর্শন দেব ও গন্ধর্ব্ব-পুত্র বানরগণে শোভিত। চন্দন, অগুরু ও পদ্মকাদির গন্ধ দ্বারা সুবাসিত। উহার পথসকল মৈরেয় ও মধুগন্ধ দ্বারা সুগন্ধিত। লক্ষ্মণ সেই স্থানে বিন্ধ্য ও মেরুগিরিতুল্য বহু ভূমি, প্রাসাদসমূহ ও বিমল জলবিশিষ্ট গিরিনদীসমূহ দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণ তথায় অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনূমান, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল, সুনেত্র, এই সকল মহাত্মা বানরগণের রাজমার্গে অবস্থিত, নানাবিধ মহামূল্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ গৃহ সকল অবলোকন করিলেন। ঐ গৃহ সকল পাণ্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ, গন্ধমাল্যযুক্ত, প্রভূত ধনধান্যবিশিষ্ট এবং স্ত্রীরত্নসমূহ দ্বারা সুশোভিত। তথায় ইন্দ্রভবনতুল্য মনোহর, পাণ্ডুবর্ণ স্ফটিক শৈলসমূহে পরিবেষ্টিত, কৈলাস-শিখর সদৃশ শুভ্রবর্ণ প্রাসাদ এবং সর্ব্বদা ফলপ্রসবকারী পুষ্পিত তরুসমূহে পরিশোভিত এবং ইন্দ্রদত্ত, শ্রীমান্, নীল মেঘতুল্য, দিব্য পুষ্পফলসমন্বিত, শীতল ছায়াবিশিষ্ট, মনোহর বৃক্ষসমূহ দ্বারা মনোরম, বানরেন্দ্রের রাজভবন পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার দ্বারদেশে বলশালী শস্ত্রপাণি বানরগণ অবস্থিত। উহার তোরণ দিব্যমালায় আবৃত, শুভ্রবর্ণ ও তপ্তকাঞ্চন দ্বারা খচিত। মহাবল লক্ষ্মণ, ভাস্কর যেমন মহামেঘে প্রবেশ করে, সেইরূপ সুগ্রীবের মনোহর গৃহে প্রবেশ করিলেন; কোনও বানর তাঁহাকে নিবারণ করিল না। সেই ধর্ম্মাত্মা উহার যান ও আসন-সমন্বিত সপ্তকক্ষা অতিক্রম করিয়া সুগুপ্ত অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। অন্তঃপুরের নানাস্থান মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট বহুতর উত্তম উত্তম আসন ও হেম-রজত-খচিত পর্য্যঙ্ক দ্বারা পরিবৃত। ১-২০

লক্ষ্মণ প্রবেশ করিয়া সমাক্ষর ও সমতালবিশিষ্ট তন্ত্রীসমুত্থিত সুমধুর স্বর শ্রবণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীবের ভবনে রূপ-যৌবন-সম্পন্ন বিবিধাকৃতি বহুতর স্ত্রীরত্ন দর্শন করিলেন। উত্তমকুলোৎপন্না, উত্তম মাল্য, বসনভূষণবিশিষ্টা মালা-গ্রন্থনে ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। রামানুজ সুগ্রীবের ভোগসুখে পরিতৃপ্ত, অব্যগ্র ও অত্যুত্তম অলঙ্কারধারী অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শ্রীমান্ সৌমিত্রি নূপুরসমূহের কূজিত ও কাঞ্চী সকলের নিঃস্বন শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন।[১] তিনি আভরণ-শব্দ শ্রবণ করিয়া রোষবেগে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং শব্দ দ্বারা দশদিক্ পূরিত করিয়া জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণের গোষ্ঠীতে প্রবেশ করা অনুচিত, এই কথা পর্য্যালোচনা করিয়া লক্ষ্মণ রামের কার্য্যে অপ্রবৃত্তি-দর্শনজন্য কোপ-সমন্বিত হইয়া, আর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া একান্তে অবস্থিত রহিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব সেই শরাসন-শব্দ শ্রবণে ত্রস্ত হইয়া তাঁহার আগমন জানিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট আসন হইতে উত্থিত হইলেন। অঙ্গদ আমাকে পূর্ব্বে ইঁহার আগমনের বিষয় নিবেদন করিয়াছিল, এক্ষণে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের আগমন সুব্যক্তরূপে জানিতে পারিলাম। অঙ্গদ-কর্ত্তৃক ও জ্যাশব্দ দ্বারা লক্ষ্মণের আগমন বুঝিতে পারিয়াছিল ও তাহার মুখ শুষ্ক হইয়াছিল। অনন্তর হরিশ্রেষ্ঠ অব্যগ্র সুগ্রীব ত্রাসে চঞ্চলচিত্ত হইয়া প্রিয়দর্শনা তারাকে বলিতে লাগিল,—হে সুভ্রু! এই রাঘবানুজ লক্ষ্মণ স্বভাবতঃই মৃদুচিত্ত, ইনি যেন ক্রোধান্বিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন; ইহার কারণ কি, বল। হে অনিন্দিতে! কুমারের রোষের কারণ কি দেখিতেছ? নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অকারণে কখনই কোপ করিবেন না। আমরা উঁহার যদি কোন অপরাধ করিয়াছি, বুঝিতে পার, তবে বুদ্ধি দ্বারা শীঘ্র অবধারণ করিয়া বল। অথবা

১। অযোধ্যা হইতে অধিক সম্পদ দর্শন করিয়া লজ্জিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণের এই লজ্জা পরস্ত্রীদর্শন জন্য। অথবা ঐ শব্দ স্ত্রীগণের পুরুষসম্ভোগকালীন বলিয়া লজ্জিত হইলেন।

হে ভামিনি! তুমি স্বয়ং ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা ইঁহাকে প্রসন্ন কর। বিশুদ্ধাত্মা লক্ষ্মণ তোমাকে দর্শন করিলে কোপ করিবেন না, যে হেতু মহাত্মগণ স্ত্রীগণের প্রতি নিদারুণ কর্ম্ম করেন না। তুমি সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মানস প্রসন্ন করিলে, তাহার পর আমি সেই কমলপত্রাক্ষ অরিন্দম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনন্তর সন্নতাঙ্গী, স্খলিতগমনা, মদ দ্বারা বিহ্বলনয়না, সুলক্ষণ-সমন্বিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলম্বিত করিয়া লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মনুজরাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ বানররাজপত্নী তারাকে অবলোকন করিয়া স্ত্রীসন্নিকর্ষহেতু বিগতকোপ হইয়া অধোমুখে অবস্থিত রহিলেন। তারা মধুপানে মত্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত লজ্জাহীনা হইয়া রাজপুত্রের দৃষ্টির প্রসন্নতাহেতু মহার্থযুক্ত, সান্ত্বনাজনক বাক্যে প্রণয়-পূর্ব্বক প্রগল্ভ ভাবে বলিতে লাগিলেন,—২১-৪০

হে মনুজরাজপুত্র! আপনার ক্রোধের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি আপনার আদেশে অবস্থিত হয় নাই? কোন্ ব্যক্তি শুষ্কবৃক্ষদহনকারী অগ্নিতে নিঃশঙ্কচিত্তে নিপতিত হইয়াছে?[২] লক্ষ্মণ তারার প্রণয়যুক্ত সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে কহিলেন,—তোমার ভর্ত্তা-ধর্ম্ম ও অর্থ বিলোপ করিয়া, কামাসক্ত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে, তুমি তাহার হিতকার্য্যে নিয়ত থাকিয়া তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? সে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করে না, আমরা যে শোকে অভিভূত হইয়াছি, তাহাও ভাবনা করে না। সে রাজ্যরক্ষার্থ যৎসামান্য সভা স্থাপন করিয়া কেবল কামভোগেই নিরত রহিয়াছে। সেই কপীশ্বর চারি মাস সময় নিরূপণ-পূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিয়া কাম-বিহারে অতিশয় আসক্ত হইয়া তাহা জানিতেছে না। ধর্ম্ম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত মধুমদ্যাদি পান প্রশস্ত নহে; মদ্যপানহেতু ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়ই বিনষ্ট হয়। কৃতোপকারের প্রতীকার না করিলে, প্রতিজ্ঞাহানি-রূপ ধর্ম্ম লোপ হয়, আর গুণবান্ মিত্র ব্যক্তির মৈত্রী নাশ হইলে মহৎ অর্থলোপ ঘটিয়া থাকে। মিত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া ও সত্যধর্ম্মপরায়ণতা এই উভয়ই তোমার স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছে, মিত্রতারক্ষারূপ ধর্ম্মে সে অবস্থিত নহে। হে তারে! তুমি কার্য্যতত্ত্ব অবগত আছ, এই প্রস্তুত কার্য্যের অনন্তর কি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় তুমি সুগ্রীবকে বুঝাইয়া দাও। তারা লক্ষ্মণের সেই ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধযুক্ত মধুর বাক্য শুনিয়া রামকার্য্য যেজন্য সাধিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস-জনক বাক্য বলিতে লাগিলেন,—৪১-৫০

হে রাজেন্দ্রপুত্র! মিত্রকার্য্য অতীত হয় নাই; অতএব আপনার কোপের কাল এখনও হয় নাই। আর অপরাধ করিলেও আত্মীয় ব্যক্তির প্রতি আপনার ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রয়োজন-সাধক অনুগত ব্যক্তির অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কুমার! আপনি গুণবান্, হীন ব্যক্তির প্রতি আপনার কোপ করা অনুচিত। আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণ দ্বারা নিয়মিত ও তপস্যার আধার; অতএব কিরূপে কোপের বশবর্ত্তী হইতে পারেন? সেই বানরবন্ধুর প্রতি ক্রোধের কারণ আমি জানি এবং কার্য্যকালও জানি; আপনি আমাদিগের যে কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও জানি, আপনার এখনও কোপের কারণ হয় নাই, তাহাও আমি জানি। হে নরশ্রেষ্ঠ! মদনের যে অসহ্য বল, তাহাও জানি এবং সুগ্রীব যে স্ত্রীগণের প্রতি কামে অবরুদ্ধ এবং সে অন্য কার্য্যে যে অনাসক্ত, তাহাও আমি জানি। আপনার বুদ্ধি এখনও কামতন্ত্রের রসজ্ঞ হয় নাই, সেই হেতুই আপনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন। কামাসক্ত মনুষ্যগণ দেশ, কাল, অর্থ

২। চঞ্চলস্বভাব রূপমুগ্ধ পতঙ্গই বহ্নিতে প্রবেশ করে।

কিছুরই অপেক্ষা করে না।[৩] আপনার ভ্রাতা, আমার সন্নিধানে অবস্থিত, কামাসক্ত, কামযোগে লজ্জাহীন, বানরনাথের অপরাধ ক্ষমা করুন।[৪] ধর্ম্ম ও তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত মহর্ষিগণও মোহিত হইয়া কামাসক্ত হইয়া থাকেন। এই সুগ্রীব বানর-জাতীয়, স্বভাবতঃই চঞ্চলচিত্ত ও রাজা, অতএব সে যে কামভোগে আসক্ত হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? মদভরে অস্রাক্ষী বানরী তারা অতুলবুদ্ধি লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার ভর্ত্তার হিতকর এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে নরোত্তম! সুগ্রীব কামাসক্ত হইলেও বহু পূর্ব্বেই আপনার কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত উদ্যোগের আজ্ঞা করিয়াছেন। বিবিধ পর্ব্বতবাসী, কামরূপী, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি মহাবীর্য্য বানরগণ এখানে আগমন করিয়াছে। হে মহাবাহো! আপনি অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া সদাচার রক্ষা করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি অন্তঃপুরে আগমন করন। মিত্রভাবে সজ্জনদিগের দারদর্শনে কখনই অধর্ম্ম হয় না। অরিন্দম লক্ষ্মণ তারার অনুমতি ও ত্বরা পাইয়া অন্তঃ-পুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর তিনি পরম উৎকৃষ্ট মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট কাঞ্চন-নির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন,—দিব্যরূপী যশস্বী কপিরাজ দিব্য-আভরণ ও দিব্য মালায় সুশোভিত, মদভরে লোহিতাক্ষ ও অন্তক সদৃশ হইয়া দুর্জ্জয় দেবরাজের ন্যায় উপবিষ্ট, চারিদিকে দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যধারিণী প্রমদাগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট হেমবর্ণ, বিশালনেত্র, আসনস্থিত বীরবর সুগ্রীব রুমাকে আলিঙ্গন করিয়া মহাবীর্য্য বিশালনেত্র লক্ষ্মণকে দর্শন করিল। ৫১-৬৬

৩। আপনি চিরকাল স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত, সুতরাং কাম-স্বভাব পরিজ্ঞানে আপনার জ্ঞান নাই। কামাধীন মনুষ্যেরও দেশ, কাল, ধর্ম্ম, অর্থ জ্ঞান থাকে না, তির্য্যগ্‌জাতির ত কথাই নাই।

৪। রামের সখা, সুতরাং সুগ্রীবকে ভ্রাতা বলিয়া লক্ষ্মণকে বলা হইয়াছে।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

সেই অবারিত ক্রোধান্বিত পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট দেখিয়া সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইল। তেজো দ্বারা প্রদীপ্ত, ক্রোধান্বিত, ভ্রাতার দুঃখানলে সন্তপ্ত, দশরথপুত্র লক্ষ্মণকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কপিবর সুগ্রীব স্বীয় স্বর্ণাসন পরিত্যাগ করিয়া, মহেন্দ্রের অলঙ্কৃত ধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীব উত্থিত হইলে রুমা প্রভৃতি স্ত্রীগণ গগনে চন্দ্র উদিত হইলে পর তারাগণ যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপে গাত্রোত্থান করিল। শ্রীমান্ রক্তনেত্র সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া মহান্ কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত রহিল। ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় রুমার সহিত নারীগণের মধ্যে অবস্থিত সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন,—১-৬

সৎকুলোৎপন্ন, অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী রাজা লোকমধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন। যে রাজা অধর্ম্মে অবস্থিত, উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তি আর কে আছে? নরগণ এক অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে শত শত অশ্বহননের দোষভাগী হয়, এবং একটি গোরুর বিষয়ে মিথ্যা বলিলে, সহস্র গোবধের দোষভাগী হয় এবং পুরুষ-বিষয়ক মিথ্যা বলিলে আপনার ও স্বজনের পুণ্যলোক নাশ করে।[১] পূর্ব্বে মিত্র কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া যে ব্যক্তি মিত্রগণের প্রত্যুপকার না করে, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও সর্ব্বজীবের বধ্য হয়। হে বানর! সর্ব্বলোক নমস্কৃত ব্রহ্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বকালে এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন। গোঘ্ন, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রত এই সকলের নিষ্কৃতি সজ্জন-কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে; কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিষ্কৃতি

১। মহাপুরুষ রামচন্দ্রের নিকট মিথ্যা বলায় অশ্ব, গো, আত্মীয়-স্বজন ও আত্মহত্যার পাতকভাগী হইবে।

নাই। হে বানর! তুমি অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী হইতেছ, যে হেতু তুমি পূর্ব্বে কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রতিকার কর নাই। হে বানর! তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, কৃতকার্য্যের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া এক্ষণে রামের সীতান্বেষণে যত্ন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি এক্ষণে মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া গ্রাম্য ভোগসুখে আসক্ত হইয়া রহিয়াছ, স্বগৃহীত মুখস্থিত ভেকের শব্দ দ্বারা যেমন সর্পকে সাধারণে না দেখিয়া জানিতে পারে না, রাম সেইরূপ তোমাকে জানিতে পারেন নাই।[১] করুণাময় মহাভাগ মহাত্মা রামচন্দ্র বানরাধম পাপকারী তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি তুমি মহাত্মা রাঘবের কৃত উপকার না মান, তবে শীঘ্রই তাঁহার শরে নিহত হইয়া বালীকে দর্শন করিবে। হে সুগ্রীব! যে পথে বালী নিহত হইয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ সঙ্কুচিত হয় নাই। অতএব তুমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর; বালীর পথের অনুগমন করিও না। তুমি রামের শরাসন হইতে নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য শর সকল দর্শন করিও না, তাহা হইলে সুখী হইয়া ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবে; অতএব রামের কার্য্য অগ্রাহ্য করিও না। ৭-১[illegible]

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, চন্দ্রাননা তারা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! ইঁহাকে কর্কশবচন বলা আপনার উচিত নহে। এই কপীশ্বর আপনার মুখ হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিবার যোগ্য নহেন। হে বীর! এই সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, দারুণ, মিথ্যাবাদী ও ছলকারী নহেন। রামচন্দ্র রণস্থলে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যের দুষ্কর, এই বানর তাহা বিস্মৃত হন নাই। হে পরন্তপ! রামের প্রসাদে সুগ্রীব কীর্ত্তি, স্থিরতর কপিরাজ্য, রুমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে দীর্ঘকাল যাবৎ দুঃখ-ভোগের পর এইরূপ উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় উপস্থিত কাল জানিতে পারেন নাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঘৃতাচীতে আসক্ত হইয়া, দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত একদিন মনে করিয়াছিলেন।[১] যেখানে সেই কালজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজা ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র প্রাপ্তকাল জানিতে পারেন নাই, সেখানে এই প্রাকৃত নীচ ব্যক্তির বিষয়ে আর কি কথা আছে। এই দেহধর্ম্মে অবস্থিত, পরিশ্রান্ত, ভোগে অতৃপ্ত ব্যক্তির অপরাধ রামের ক্ষমা করা উচিত,[২] লক্ষ্মণ! আপনি নীচ ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিত তত্ত্ব না জানিয়া, সহসা ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট পুরুষগণ বিবেচনা না করিয়া, রোষের বশবর্ত্তী হয়েন না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিমিত্ত আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি এই উৎপন্ন মহাক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমার বোধ হয় যে, এই সুগ্রীব রামের নিমিত্ত রুমাকে, আমাকে, অঙ্গদকে, রাজ্য, ধন, ধান্য ও পশু প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধমকে নিহত করিয়া, রোহিণীর সহিত শশাঙ্কের ন্যায় সীতার সহিত রামচন্দ্রকে মিলিত করিয়া দিবেন। লঙ্কায়

২। রাম তোমার বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তোমার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। কেহ কেহ বলেন, ভেক ধরিবার নিমিত্ত সর্প ভেকের ন্যায় শব্দ করে, সেই স্বরে ভেক মনে করে, আমার স্বগণ কেহ শব্দ করিতেছে, তখন নির্ভয়ে শব্দকারী সর্পনিকটে উপস্থিত হইবামাত্র সর্প কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, এইরূপ বঞ্চক, তোমাকে রাম জানেন নাই।

১। বালকাণ্ডে মেনকার আসক্ত হইবার কথা আছে, এখানে ঘৃতাচী পদে মেনকার কথাই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, বানরী তারার পক্ষে ঐরূপ নামের ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক, কেহ কেহ বলেন, মেনকার ন্যায় ঘৃতাচীর সংসর্গও বিশ্বামিত্রের ঘটিয়াছিল, এই বাক্য দ্বারা তাহাই বোধ হয়।

২। দেহধর্ম্ম—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, পূর্ব্বে দীর্ঘকাল দুঃখ-ভোগের পর রামানুগ্রহে প্রাপ্ত রাজ্য, অতএব কামভোগে তৃপ্তিরহিত, এই সুগ্রীবের উপর এই সময়ে রামের ক্ষমা করা উচিত।

রাবণের সহস্র মধ্য ও ষষ্টি সহস্রাধিক ত্রিলক্ষ এবং ছত্রিশ সহস্র ও ছত্রিশ শত সৈন্য আছে। সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ কামরূপী রাক্ষস-সৈন্যকে নিহত না করিয়া সীতাহরণকারী রাবণকে বধ করিতে পারা যাইবে না। হে লক্ষ্মণ! সুগ্রীবকে সহায়রূপে প্রাপ্ত না হইলে, রাম ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না।[৩] সেই অভিজ্ঞ কপিরাজ বালী আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াই বলিতেছি, রাবণের ঐ প্রকার বলপ্রাপ্তির কথা আমি জানি না। আপনার সাহায্যের নিমিত্ত প্রধান প্রধান বানরগণ প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা বহুতর বীর্য্যশালী বানরগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আনয়ন করিবে। এই কপীশ্বর সেই সকল মহাবল বিক্রান্ত কপিগণের অপেক্ষা করিতেছেন, তাহারা না আসিলে, রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নির্গত হইবেন না। সুগ্রীব পূর্ব্বে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্যই সেই সমস্ত মহাবল বানর-সৈন্যগণ আগমন করিবে। হে অরিন্দম! আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন, অতি সত্বর অদ্যই কোটি সহস্র ভল্লুক ও শতকোটি গোলাঙ্গূল এবং শতকোটি কপিসৈন্য আগমন করিবে। লক্ষ্মণ! আপনার এই ক্রোধ-প্রদীপ্ত আনন ও রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া বানররাজের বনিতা সকল শান্তি-লাভ করিতে পারিতেছেন না, সকলেই শঙ্কিত হইয়াছেন। ১-২৩

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

তারা বিনীতভাবে এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলে, লক্ষ্মণ মৃদুভাব ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ তারার বাক্য গ্রহণ করিলে সুগ্রীব তখন আর্দ্রবস্ত্রের ন্যায় সুমহৎ ত্রাস পরিত্যাগ করিল। অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব কণ্ঠস্থিত বহুগুণ বিচিত্র মাল্য ছিন্ন করিয়া মদশূন্য হইল। তৎপরে বানরসত্তম সুগ্রীব মহাবল লক্ষ্মণকে হর্ষিত করিয়া, বিনীত-ভাবে বাক্য বলিতে লাগিল। সুমিত্রানন্দন! আমি স্ত্রী, কীর্ত্তি ও স্থিরতর রাজ্য হারাইয়াছিলাম, এক্ষণে রামের প্রসাদে তৎসমস্ত লাভ করিয়াছি। হে নৃপনন্দন! কোন্ ব্যক্তি সেই সুকর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত দেবস্বরূপ রামের উপকারের কিঞ্চিদংশেরও প্রতি-কার করিতে সমর্থ হইবে? ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র আমার সহায়তামাত্র লাভ করিয়া, স্বকীয় তেজোদ্বারাই রাবণকে বধ করিবেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। যিনি একটিমাত্র বাণ দ্বারাই সপ্ত মহাতরু, গিরি ও বসুধা বিদারণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার অন্য সহায়ে কি প্রয়োজন আছে? হে লক্ষ্মণ! যাঁহার ধনুর্বিস্ফারণের শব্দ দ্বারা সশৈলা ভূমি কম্পিত হয়, তাঁহার আবার সহায়ে প্রয়োজন কি? হে নরশ্রেষ্ঠ! নরবর রামচন্দ্র বৈরী রাবণের বধের নিমিত্ত গমন করিবেন, আমি তাঁহার অনুগমন করিব। আমি তাঁহার দাস বিশ্বাস ও প্রণয়-হেতু যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তবে এই আজ্ঞাবর্ত্তীর অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু যে দাস অপরাধ করে না, তাদৃশ দাসই অসম্ভব হয়। মহাত্মা সুগ্রীব এই প্রকার বাক্য বলিলে তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ প্রীত হইলেন এবং প্রণয়-সহকারে তাহাকে কহিলেন,—হে বানরেশ্বর! আমার ভ্রাতা তোমাকে বিনীত মিত্র ও সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বথা সনাথ হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যেরূপ প্রভাব এবং যেরূপ সরলভাব, তাহাতে

৩। যে হেতুক অসহায় রাম তাহাদিগকে মারিতে পারিবেন না এবং রাবণও ক্রূরকর্ম্মা তীব্রপরাক্রান্ত, সুতরাং সুগ্রীবের প্রয়োজন আছে এবং সেনা সংঘটনেরও প্রয়োজন আছে, সকল রাক্ষসই মনুষ্যবধ্য নহে, কতকগুলি বানরবধ্য। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তীর্থ বলেন, সুগ্রীবমাত্র সহায়ে সেই রাক্ষসগণকে রাম বধ করিতে পারিবেন না, এই কথা বালী আমাকে বলিয়াছেন। এইরূপ অন্বয়'

তুমি এই কপিরাজ্য-লক্ষ্মী ভোগ করিবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র তোমাকে সহায় পাইয়া প্রতাপবান্ হইয়াছেন; তাহাতে তিনি যে অচিরাৎ শত্রুনাশে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। সুগ্রীব! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, এইরূপ বাক্য তোমার উপযুক্ত হইয়াছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ও তোমা ব্যতিরেকে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি এরূপ বাক্য বলিতে সমর্থ হয়? হে কপিবর! বিক্রম ও বল দ্বারা তুমি রামের সদৃশ, দৈব-কর্ত্তৃক তোমার ন্যায় সহায় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু হে বীর! তুমি আমার সহিত শীঘ্রই এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া, ভার্য্যার হরণ-জনিত দুঃখে একান্ত কাতর বয়স্যকে সান্ত্বনা প্রদান কর। হে সখে! শোকাভিভূত রামের বাক্য শুনিয়া আমি যে কর্কশ বচন কহিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর। ১-২০

সপ্তত্রিংশ সর্গ

সুগ্রীব মহাত্মা লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া পার্শ্বস্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন,—মারুতনন্দন! মহেন্দ্র, হিমালয়, বিন্ধ্য ও কৈলাসপর্ব্বতের শিখরদেশে এবং পাণ্ডুশিখর মন্দর পর্ব্বতে—এই পঞ্চশৈলে যে যে বানরগণ অবস্থিত আছে, পশ্চিমদিকে তরুণ সূর্য্যতুল্য বর্ণবিশিষ্ট নিত্য দীপ্যমান, সমুদ্রান্ত পর্ব্বতে, সন্ধ্যা-কালোদিত মেঘতুল্য অস্তাচল ও উদয়াচলে এবং পদ্মা-চলে যে যে ভীষণাকৃতি বানরবৃন্দ বাস করে এবং অঞ্জনপর্ব্বতবাসী অঞ্জনমেঘতুল্য, গজেন্দ্রতুল্য বলশালী যে যে কপিগণ এবং মহাশৈলের গুহাবাসী কনকতুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট বানরসমূহ এবং মেরুপার্শ্বস্থিত ও ধূম্রগিরিস্থিত কপিবৃন্দ এবং মহারুণ-পর্ব্বতবাসী তরুণ আদিত্যতুল্য প্রভাশালী মধুমৈরেয়-পানকারী, ভীমবিক্রম বানরসমূহ এবং সুগন্ধি সুরম্য বনে এবং তাপসগণের আশ্রম দ্বারা মনোহর বনান্তস্থানসমূহে অবস্থিত, অধিক কি, পৃথিবীতে যে সমস্ত বানর অবস্থিত আছে, তুমি সেই সমস্ত কপিগণকে, বেগবান্ সামদানাদি বিধিজ্ঞ বানরগণ দ্বারা সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর। প্রথমে যে সকল মহাবেগশালী বানর-গণকে প্রেরণ করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে জানিলেও তুমি তাহাদিগকে ত্বরা প্রদানার্থ প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ কর। যে যে কপিগণ কাম-ভোগে আসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাদিগের সকলকেই শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আমার আজ্ঞায় যাহারা দশ দিনের মধ্যে এখানে না আসিবে, সেই রাজশাস-নের অসম্মানকারী দুরাত্মা বানরদিগকে হনন করিবে। যাহারা আমার শাসনে অবস্থিত, সেই সকল শত সহস্র ও কোটি বানর সত্বর গমন করুক। আমার শাসন হেতু ঘোররূপ, মেঘপর্ব্বততুল্য কপিশ্রেষ্ঠগণ অম্বরস্থল আচ্ছাদিত করিয়া এখান হইতে গমন করুক। আমার শাসনহেতু সমস্ত বানরগণ সত্বর বেগবিশিষ্ট গতি-ধারণ-পূর্ব্বক সকলকে আনয়ন করুক। ১-১৫

সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া, বায়ুপুত্র হনুমান্ বিক্রমশালী বানরবর্গকে সমস্ত দিকে প্রেরণ করিলেন। রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত কপিগণ, পক্ষী ও নক্ষত্রের পথ-বর্ত্তী হইয়া আকাশস্থল দিয়া গমন করিতে লাগিল। অবস্থিত বানরমুখ্যগণ সমস্ত কপিগণকে রামের কার্য্য-সাধনার্থ সমুদ্র, গিরি, বন ও সরোবরসমূহে প্রেরণ করিতে লাগিল। নিগ্রহাদি বিষয়ে মৃত্যুপতিতুল্য বানররাজ সুগ্রীবের আজ্ঞা শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া নানা দেশ হইতে বানরগণ সুগ্রীবের নিকট আগমন করিল। তদনন্তর সেই অঞ্জনগিরি হইতে তিন কোটি মহাবল বানর নির্গত হইয়া রাঘবের নিকট গমন করিল। যে গিরিবরে সূর্য্যদেব অস্ত গমন করেন, সেই স্থানবাসী তপ্তহেমতুল্যবর্ণ দশকোটি বানর বহির্গত হইল। কৈলাসের শিখর সকল হইতে সিংহকেশরতুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট কোটি সহস্র

বানর সমাগত হইল। ফলমূলজীবী হিমালয়বাসী কোটি সহস্র বানর কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিল। অঙ্গারতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ভয়ঙ্করদর্শন ভীমকর্ম্মা কোটি সহস্র কপিবর বিন্ধ্যাচল হইতে সত্বর আগমন করিতে লাগিল। ক্ষীরোদসাগরের বেলাস্থিত তমালবনবাসী নারিকেলভোজী অসংখ্য বানর আসিতে লাগিল। বন, গহ্বর ও সরিৎসমূহ হইতে মহাবলবতী বানরী সেনা দিবাকরকে পান করিয়াই যেন আগমন করিতে লাগিল। বায়ুপুত্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত যে সকল বানর কপিসৈন্যগণকে ত্বরা দিতে গিয়াছিল, তাহারা হিমালয় পর্ব্বতে মহেশ্বরযজ্ঞবাটস্থিত ভগবদ্ধাম মহাতরু দর্শন করিল। পূর্ব্বে সেই মহাগিরিতে সমস্ত দেবতার মনস্তোষকারী মহেশ্বর* কর্ত্তৃক দৈবত-মনোহর অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরগণ সেই স্থানে অন্নক্ষরণ হইতে জাত অমৃততুল্য স্বাদু ফলমূল সকল দর্শন করিল। যে ব্যক্তি সেই অন্নজাত ফলমূল ভক্ষণ করে, সে এক মাস পর্য্যন্ত আহার না করিয়াও তৃপ্ত থাকিতে পারে। ফলভোজী প্রধান প্রধান বানরবৃন্দ সেই সকল দিব্য ফলমূল ও ওষধি গ্রহণ করিল। কপিগণ সুগ্রীব-সন্তোষার্থে সেই যজ্ঞস্থান হইতে সুগন্ধি মনোরম পুষ্প সকল আনয়ন করিল। সেই কপিবর-গণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরকে প্রেরণ করিয়া যূথসকলের অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিল। সেই শীঘ্র-গামী হরিবৃন্দ মুহূর্ত্তমধ্যে সুগ্রীব-সন্নিধানে কিষ্কিন্ধ্যায় সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সমস্ত ওষধি ও ফলমূল আনিয়া, সুগ্রীবকে প্রদান করিয়া কহিতে লাগিল,—মহারাজ! আপনার শাসন-হেতু পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণ শৈল, সরিৎ ও বনসমূহ অতিক্রম করিয়া এখানে আগমন করিতেছে। তদনন্তর কপীশ্বর সুগ্রীব হৃষ্ট ও প্রীত হইয়া তাহাদের উপহারদ্রব্য গ্রহণ করিল। ১৬-৩৭

অষ্টাত্রিংশ সর্গ

বানরেন্দ্র সুগ্রীব তাহাদের উপহার সমস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, সকলকে বিদায় করিলেন। সেই সুগ্রীব সহস্র সহস্র কৃতকর্ম্মা বানরবর্গকে বিদায় দিয়া, আপনাকে ও মহাবল রাঘবকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিল। অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে হৃষ্ট দেখিয়া সেই মহাবল বানর-দিগের পতি সুগ্রীবকে মধুর বাক্যে বলিলেন, হে সৌম্য! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তুমি এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নির্গত হও। লক্ষ্মণের সেই সুবাক্য শুনিয়া সুগ্রীব কহিল, তাহাই হউক, আমরা সকলেই যাইব, আমার আপনার আজ্ঞাধীন থাকা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সুগ্রীব ও তারাদি স্ত্রীবৃন্দ সুলক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণকে বিদায় দিল। তখন সুগ্রীব 'এস! এস!' এই বলিয়া উচ্চরবে আহ্বান করিলে তাহার বাক্য শুনিয়া, কপিগণ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীদর্শন-যোগ্য সেই বানরগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, সূর্য্যতুল্য* প্রভাশালী সুগ্রীব তাহাদিগকে কহিল,—তোমরা সত্বর আমার প্রিয়দর্শনা শিবিকা আনয়ন কর। বানরগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা আনয়ন করিলে, বানরপতি লক্ষ্মণকে কহিল, —আপনি ইহাতে শীঘ্র আরোহণ করুন। এই বলিয়া, সুগ্রীব সূর্য্যনিভ-কাঞ্চনময়-যানে লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করিল। বহুতর বানর তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল, এবং তাহারা পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র মস্তকে ধারণ করিল, শুভ্রবর্ণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ হইতে লাগিল এবং বন্দিগণ অভিনন্দন করিল। সুগ্রীব অত্যুত্তম রাজ্য-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া শত শত শস্ত্রপাণি মহাবল বানরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রামের নিকট গমন করিতে লাগিল। রাম কর্ত্তৃক সেবিত উত্তমস্থানে গমন করিয়া মহাতেজা সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকা

হইতে অবতরণ করিয়া, রামের নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইল দেখিয়া বানরগণও অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিল। রাম পঙ্কজকলিকা-বিশিষ্ট তড়াগের ন্যায় বানরসৈন্য অবস্থিত দেখিয়া, সুগ্রীবের প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন। সুগ্রীব মস্তক অবনত করিয়া পাদতলে পতিত হইলে, রামচন্দ্র তাহাকে উত্থাপিত করিয়া, বহুমান ও প্রেমপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাঘব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'উপবেশন কর' এই কথা বলিলেন। তদনন্তর সুগ্রীব উপবিষ্ট হইলে, তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে বীর! যে ব্যক্তি বিভাগ করিয়া যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, সেই ব্যক্তিই রাজা হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থ ও কামের সেবা করে, সে বৃক্ষাগ্রে সুপ্ত থাকিয়া পতিত হইয়া তৎপরে বুঝিতে পারে। যে রাজা শত্রুগণের নিপাত করিয়া মিত্রগণের সংগ্রহে নিরত থাকিয়া ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, সেই ধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া থাকে। হে শত্রু-নিসূদন! সীতার অন্বেষণার্থ উদ্যোগের সময় এই উপস্থিত, তুমি এক্ষণে মন্ত্রিগণের সহিত সেই বিষয়ের চিন্তা কর। ১-২৩

সুগ্রীব এইরূপে উক্ত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিল, হে মহাবাহো! আপনার ও আপনার ভ্রাতার প্রসাদে আমি প্রণষ্ট রাজ্যলক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও কুলক্রমাগত কপিরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকার প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যুপকার না করে, সে পুরুষগণের মধ্যে ধর্ম্মদূষক হয়। হে পরন্তপ! এই শত শত বানর-মুখ্যগণ পৃথিবীস্থিত সমস্ত মহাবল বানরগণকে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। শূরবর ঘোরদর্শন বানর, ভল্লুক ও গোলাঙ্গূলগণ সকলেই কান্তার, বন ও দুর্গম স্থানের অভিজ্ঞ। হে রাঘব! দেব ও গন্ধর্ব্বপুত্র কামরূপী কপিগণ স্ব স্ব সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হে শত্রু-বিনাশন! শত শত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অযুত অযুত, শঙ্কু শঙ্কু, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, মধ্য মধ্য ও অন্ত্য অন্ত্য, সমুদ্র সমুদ্র, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ সংখ্যক[1] বানরগণে পরিবৃত, মেঘ ও পর্ব্বত তুল্য, মেরু বিন্ধ্যাচলবাসী, মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী কপিমুখ্যগণ এখানে আগমন করিবে এবং সীতার অন্বেষণে গমন করিবে ও রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রাবণের নিধনসাধন-পূর্ব্বক জানকীকে আপনার নিকট আনয়ন করিবে। তদনন্তর রাজপুত্র বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র আপনার নিদেশে অবস্থিত কপি-রাজের সম্যক্ উদ্যোগ দর্শন করিয়া, হর্ষহেতু বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ২৪-৩৪

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলে, ধার্ম্মিকপ্রবর রামচন্দ্র তাহাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র যে বর্ষণ করিতেছেন, সহস্রকিরণ সূর্য্য যে আকাশস্থলকে আলোকিত করিতেছেন, চন্দ্র যে প্রভা দ্বারা রজনীকে নির্ম্মল করিতেছেন, তোমার ন্যায় সাত্ত্বিক ব্যক্তি যে মিত্রগণের প্রীতিসাধন করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপ তোমাতেও যে শুভকর কার্য্য হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। সুগ্রীব! আমি তোমাকে সতত প্রিয়বাদী বলিয়াই জানি। আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া সমরে সমস্ত শত্রুসমূহকেই জয় করিতে সমর্থ হইব। তুমি আমার সুহৃৎ ও মিত্র, অতএব আমার সাহায্য করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। সেই রাক্ষসাধম আত্মবিনাশের নিমিত্ত মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে, অনুহ্লাদ পূর্ব্বে যেমন বঞ্চনা করিয়া পৌলোমী শচীকে হরণ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, এই রাক্ষসও

১। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্যোতিঃশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রমান্বয়ে দশগুণ বৃদ্ধি হইলে পর পর এইরূপ সংখ্যা হয়, এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, মহাসরোজ, শঙ্কু, সমুদ্র, মধ্য, পরার্দ্ধ।

সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। অরিঘাতন ইন্দ্র যেমন পৌলোমীর বলদৃপ্ত পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আমিও অচিরাৎ নিশিত শর দ্বারা সেই রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করিব।[১] এই সময়ে সহস্রাংশুর উষ্ণ ও তীব্রতর প্রভা আচ্ছাদিত করিয়া ধূলিরাশি আকাশে উত্থিত হইল। সেই অন্ধকার দ্বারা দূষিত হইয়া দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠিল, শৈল বন ও কাননের সহিত মহীতল কম্পিত হইতে লাগিল। তদনন্তর তীক্ষ্ণদন্ত মহাবল নগেন্দ্রতুল্য অসংখ্যেয় বানর দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। অতঃপর নিমেষ মধ্যেই কোটি কোটি নাদেয়, পার্ব্বতীয়, সামুদ্র-বানর, মেঘতুল্য শব্দকারী বনবাসী কপিগণ, তরুণ আদিত্য তুল্য বর্ণ, শশিতুল্য গৌরবর্ণ বানর, হিমাচলবাসী পদ্মকেশরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বানর-সমূহের পতিগণের সহিত দশ সহস্র কোটি বানর দ্বারা পরিবৃত হইয়া, শ্রীমান্ শতবলি নামক বানর দৃষ্ট হইল। অনন্তর কাঞ্চনশৈলতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, তারার পিতা সুষেণ বহু সহস্র কোটি বানরসৈন্যের সহিত উপস্থিত হইল। অনন্তর সুগ্রীবের শ্বশুর, রুমার পিতা, তার নামক বানরপতি, সহস্রকোটি কপিসৈন্যের সহিত সমাগত হইল। তৎপরে পদ্মকেশরতুল্যবর্ণ, বলে সূর্য্যপ্রভ, বুদ্ধিমান, সমস্ত বানরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হনূমানের পিতা শ্রীমান্ কেশরী, বহু সহস্র বানরদলের সহিত উপস্থিত হইল। গোলাঙ্গূলগণের রাজা, ভীমবিক্রম গবাক্ষ কোটি সহস্র বানর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমবেগী ঋক্ষগণের রাজা, শত্রুঘাতী ধূম্র দুই সহস্র কোটি বানরসৈন্যের সহিত উপস্থিত হইল। পনস নামক বীর্য্যবান্ যূথপতি মহাবল ঘোরতর তিনকোটি কপিসেনার সহিত আগমন করিল। নীলবর্ণ অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট মহাকায় নীলনামক যূথপতি দশকোটি বানরের সহিত সমাগত হইল। কাঞ্চনশৈলতুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট মহাবীর্য্য গবয় নামক যূথপতি পাঁচকোটি সৈন্য সহিত উপস্থিত হইল। দরীমুখ নামক বলবান্ যূথপতি সহস্রকোটি বানরসৈন্যসমভিব্যাহারে সুগ্রীবের সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক মহাবল অশ্বিপুত্রদ্বয় কোটি কোটি সহস্র বানরসৈন্য সহিত সমাগত হইল। গজ নামক বলবান্ বীর তিন কোটি বানর দ্বারা পরিবৃত এবং ভল্লূকরাজ মহাতেজা জাম্ববান্ দশ কোটি সৈন্য সহিত আসিয়া সুগ্রীবের বশে অবস্থিত রহিল। রুমণ নামক তেজস্বী বানরপতি বহুতর কপিসৈন্য এবং বলবান্ কোটিশতসংখ্যক বানরসৈন্য সহিত আগত হইল। গন্ধমাদন সহস্র সহস্র কোটি বানর সহিত উপস্থিত হইল। তদনন্তর পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খসংখ্যক বানরসৈন্যের সহিত সজ্জিত হইল। তদনন্তর নক্ষত্রতুল্য দ্যুতিশালী রুমার পিতা তার পঞ্চকোটি কপিসৈন্যের সহিত দূর হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। একাদশ কোটি বানর-সেনার ঈশ্বর যূথপতি বীরবর ইন্দ্রজানু আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে আদিত্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট রম্ভ নামক কপীশ্বর অযুত সহস্র ও শতসংখ্যক সৈন্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীব-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দুই কোটি সৈন্যপরিবৃত বলবান্ যূথপতি দুর্ম্মুখ সজ্জিত হইয়া সমাগত হইল। হনূমান্ কৈলাসশিখর তুল্য ভীমবিক্রম কোটি সহস্র বানরসমূহে পরিবৃত হইয়া, সুগ্রীবের নয়নপথে উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য নল

১। পুলোমা নামক দানবের কন্যা শচী, এক সময় অনুহ্লাদ নামক দৈত্য পুলোমাকে বলিয়া এবং তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শচীকে হরণ করিয়াছিল, ইন্দ্র এই অনুমোদনকারী পুলোমাকে এবং অপহরণকর্ত্তা অনুহ্লাদকে বধ করিয়া শচীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই হরণবৃত্তান্ত ও বধব্যাপার কোন পুরাণে দেখা যায় না। উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎসহ জয়ন্তের যুদ্ধে জয়ন্ত মূর্চ্ছিত হইলে পুলোমা তাহাকে লইয়া রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং বিবাহিতা পুত্রবতী শচীকেই অপহরণ করিয়াছিল, গোবিন্দরাজ যে বলেন, অনুমোদনকর্ত্তা ও অপহরণকারীকে বধ করিয়া শচীকে নিজ পুরে আনয়ন করিয়া পরে বিবাহ করেন, সেই কথা উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের সহিত বিরুদ্ধ বলিয়া অসঙ্গত।

বৃক্ষবাসী শতকোটি, সহস্র ও শতসংখ্যক বানর-সেনার সহিত সমাগত হইল। তদনন্তর শ্রীমান্ দরীমুখ নামক বানরপতি নদীপ্রদেশ হইতে দশ কোটি সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। শরভ, কুমুদ, বহ্নি ও রম্ভ এবং অন্যান্য বহুতর কামরূপধারী অসংখ্য যূথপতি বানর সমস্ত পৃথিবী, পর্ব্বত ও বনস্থল সমাবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। এই সকল বানরদলের মধ্যে কোন কোন দল উপস্থিত ও কোন কোন দল অবস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ লম্ফ প্রদান, কেহ কেহ বা গর্জ্জন করিতে করিতে, মেঘগণের সূর্য্য-সন্নিধানে গমনের ন্যায় সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। উচ্চতরশব্দকারী প্রকৃষ্ট-বাহুশালী বানরগণ মস্তক অবনমন-পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট আপনার আগমন নিবেদন এবং কেহ কেহ নিকটে গমন করিয়া যথোচিত সম্মান-সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীব সত্বর রামের নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে সেই সমস্ত বানর ও বানরপতিগণের আগমনের বিষয় নিবেদন করিয়া যূথপতিগণকে বলিল, হে বানরেন্দ্র সকল! পর্ব্বত, নির্ঝর ও বনসমূহে সৈন্য সকল নিবেশিত করিয়া বিধিপূর্ব্বক কে আসিল, কে না আসিল, এই বিষয় অবগত হও। ১ ৪৪

চত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব নরশ্রেষ্ঠ পরবলবিনাশী রামচন্দ্রকে বলিল, অমার রাজ্যবাসী ইন্দ্রতুল্য বলবান্ কামচারী বানরেন্দ্রগণ উপস্থিত হইয়াছে ও স্ব স্ব সেনা সন্নিবেশিত করিয়াছে। বহু স্থলে প্রকাশিত-পরাক্রম, ভীষণবিক্রম, দৈত্যদানবতুল্য ঘোরতর বলশালী সেই সুপ্রসিদ্ধ এই বানর সকল উপস্থিত হইয়াছে। খ্যাতকর্ম্মা, খ্যাতবীর্য্য, বলবান্, জিতশ্রম, পরাক্রমবিষয়ে বিখ্যাত, নিশ্চিতার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, উত্তম, সমুদ্রতীরবাসী ও নানা পর্ব্বতবাসী আপনার কিঙ্কর এই সমস্ত কোটি কোটি বানর উপস্থিত হইয়াছে। হে অরিন্দম! বানর সকল নিদেশ-প্রতিপালক, স্বামীর হিতকার্য্যে নিরত, ইহারা আপনার অভিপ্রেত অর্থসাধনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। সেই এই বহু সহস্র বহু স্থলে প্রকটিত-পরাক্রম, ঘোরতর দৈত্যদানবতুল্য বানরগণ আসিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! বর্ত্তমান কালের উপযোগী আপনার যেরূপ বিবেচনা হয়, তাহা বলুন. ইহারা আপনার সৈন্য ও আপনার বশবর্ত্তী; এক্ষণে উপযুক্ত আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি ইহাদের যথার্থ বল অবগত আছি, তথাপি আপনি ইহাদিগকে যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহাই আজ্ঞা করুন। সুগ্রীব এইরূপ বলিলে দশরথপুত্র রামচন্দ্র তাহাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—১-১০

হে সৌম্য! হে মহাপ্রাজ্ঞ! জনকাত্মজা জীবিতা আছেন কি না? এবং রাবণ যে দেশে অবস্থিত আছে, তাহা অবগত হউক। রাবণের আলয় এবং বৈদেহীর সংবাদ জানিয়া তোমার সহিত যুক্তি করিয়া তৎকালে উপযুক্ত কার্য্য-বিধান করিব। হে বানরেন্দ্র! আমি কিম্বা লক্ষ্মণ এই কার্য্যসাধনে সমর্থ নহি; তুমিই এই কার্য্যের হেতু ও প্রভু হইতেছ। হে বীর! তুমি আমার কার্য্য অবগত আছ সন্দেহ নাই; অতএব তুমি এই বিষয়ে নিশ্চিত কার্য্য অবধারণ-পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান কর। তুমি আমার অদ্বিতীয় সুহৃৎ, বিক্রান্ত, প্রাজ্ঞ, কালবিশেষজ্ঞ, অর্থ-বিদ্গণের অগ্রগণ্য এবং আমাদের হিতকার্য্যে নিরত। সুগ্রীব এইরূপে উক্ত হইয়া ধীমান্ রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিধানে শৈলতুল্য উন্নতদেহ মেঘতুল্য-নির্ঘোষ-যুক্ত দীপ্তিমান্ বিনত নামক যূথপতিকে বলিলেন—তুমি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য কান্তিবিশিষ্ট বানরগণের অধিপতি,

কপিশ্রেষ্ঠ, দেশ, কাল ও নীতিজ্ঞানে নিপুণ, কর্ত্তব্য-নিশ্চয়ে বিজ্ঞ এবং শত সহস্র বলবান্ ক্ষিপ্রকারী বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তুমি শৈলবন ও কানন-সমন্বিতা পূর্ব্বদিকে গমন কর। তাহাতে গিরি, দুর্গ, বন ও নদী প্রভৃতি স্থলে জনকাত্মজা সীতা ও রাবণের বসতিস্থান অন্বেষণ কর। ভাগীরথী নদী, মনোরমা সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দী, মনোহরা যমুনা ও যামুন গিরি এবং সরস্বতী, সিন্ধু, মণিতুল্য জলবাহী শোণ, মহী ও শৈলকানন সহিত কালমহী, এই সমস্ত নদীতে এবং ব্রহ্মমাল, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, এই সমস্ত দেশে, কোষাকর ও রজতাকর ভূমিতে দশরথের পুত্রবধূ, রামের দয়িতা ভার্য্যা সীতার অন্বেষণ করিবে।[১] আর যে যে পর্ব্বত ও নগর সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এবং মন্দর পর্ব্বতের কটিদেশে যে যে বসতি-স্থান আছে, তৎসমুদয় অন্বেষণ করিবে। ১১-২৫

কর্ণপ্রাবরণ ও ওষ্ঠকর্ণক, লৌহমুখ, একপাদক হইয়াও বেগগতিশীল, অক্ষয়সন্তান, রাক্ষসবিশেষ পুরুষাদকগণ এবং তীক্ষ্ণচূড়, হেমকান্তি, প্রিয়দর্শন কিরাতগণ এবং দ্বীপবাসী, জলাভ্যন্তরচারী, আমমৎস্য-ভোজী কিরাতগণ, তধোভাগে নরাকৃতি এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্যাঘ্রাকৃতি ঘোরতর নরব্যাঘ্র নামে বিখ্যাত এই সকল রাক্ষসাদির আলয় সকলে অন্বেষণ করিবে।[২] গিরিস্থল অতিক্রম করিয়া, যে যে দেশ বা দ্বীপে লম্ফ দ্বারা অথবা ভেলা দ্বারা গমন করা যায়, সেই সমস্ত প্রদেশ অন্বেষণ করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমরা একান্ত যত্নশীল হইয়া সপ্তরাজ্যে সুশোভিত যবদ্বীপ এবং সুবর্ণকারী ব্যক্তিগণে শোভিত সুবর্ণদ্বীপ, রূপ্যকদ্বীপ[৩] অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য! সুবর্ণদ্বীপ অতিক্রম করিয়া, দেবদানব-গণ-কর্ত্তৃক সেবিত শিরির নামক পর্ব্বত আছে, তাহার শৃঙ্গ গগনতল ভেদ করিয়া স্বর্গস্থল স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দ্বীপাদির গিরিদুর্গে, বনে ও আয়তনে যশস্বিনী রামপত্নীর অন্বেষণ করিবে। তদনন্তর সমুদ্রপারে গমন করিয়া, সিদ্ধচারণ-সেবিত, শোণিত-সলিল-বিশিষ্ট শীঘ্রবাহী শোণ নামক নদে গমন-পূর্ব্বক তাহার সুরম্য তীর্থে ও বিচিত্র বনে সকল স্থানেই রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে।[৪] ভয়ঙ্কর বহুতর উপবন-বিশিষ্ট পর্ব্বতজাত নদী সকল এবং গুহাযুক্ত পর্ব্বত ও বন-সমূহে অন্বেষণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনন্তর ভীষণ অনিল দ্বারা উদ্ধৃত, অতএব ভীষণ, শব্দবান্, অতি উগ্রতর তরঙ্গ-বিশিষ্ট সমুদ্রদ্বীপ সকল দর্শন করিবে। সেই ইক্ষু-সমুদ্রে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট, ক্ষুধাবিশিষ্ট অসুরগণ নিত্য নিত্য ছায়া গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই মহাভুজঙ্গগণ-কর্ত্তৃক সেবিত, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-প্রতিম মহানাদ-বিশিষ্ট ইক্ষুসমুদ্রে গমনের পর, রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর লোহিত নামক সাগরে গমন করিয়া তথায় বৃহৎকূট শাল্মলী বৃক্ষ দর্শন করিবে।[৫] তথায় খগপতি গরুড়ের—কৈলাসতুল্য নানারত্ন-ভূষিত, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত গৃহ বিরাজিত আছে। ২৬-৪০

তথায় সুরাসমুদ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী শৈলশৃঙ্গসমূহে শৈলতুল্য ভয়ঙ্কর দেহধারী নানারূপী, ভয়াবহ মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ লম্বমান আছে। ঐ সকল রাক্ষস সূর্য্যোদয় হইলে, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়া অভিতপ্ত হয়, তদনন্তর দিন দিন ত্রিবর্ণ-দত্ত ব্রহ্মতেজোদ্বারা আহত

১। যমুনার উৎপত্তিস্থান কলিন্দগিরি যামুন গিরি নামে খ্যাত। মহী ও কালমহী দেশ বা নদীবিশেষ। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে শরাবতী নাম্নী কোন নদী বলয়াকারে প্রবাহিত ছিল, সেই নদীর পূর্ব্ব-দিক অন্বেষণের জন্য বলা হইয়াছে, কিষ্কিন্ধ্যা কি মেরু পর্ব্বতাপেক্ষায় এ বর্ণনা নহে।

২। কর্ণপ্রাবরণ—বিশালকর্ণ; ওষ্ঠকর্ণক—ওষ্ঠ পর্য্যন্ত কর্ণ-বিশিষ্ট, লৌহমুখ—লৌহবৎ কঠিনমুখ, অক্ষয়—যাহাদের বংশ অক্ষয়, তীক্ষ্ণচূড়—তীক্ষ্ণ কেশপাশবিশিষ্ট।

৩। যবদ্বীপ সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপ লঙ্কাদ্বীপের ন্যায় সমুদ্রান্তর্ব্বর্ত্তী।

৪। কেবল রাবণ বা সীতাকে দেখিয়া আসিলে চলিবে না, রাবণকে ও সীতাকে এই উভয়কেই দেখিয়া আসিতে হইবে, কারণ, রাবণ বধ্য ও সীতাকে আনিতে হইবে।

৫। ইহাতে শাল্মলী দ্বীপের অনুমান হইতেছে।

হইয়া সুরাসমুদ্রের জলে পতিত হয় ; তৎপরে পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া ঐ শৈলশৃঙ্গে লম্বমান হইয়া থাকে।[৬] তৎপরে পাণ্ডুবর্ণ মেঘতুল্য ক্ষীরোদসাগর উর্ম্মি দ্বারা মুক্তাহারে সুশোভিত হইয়াই শোভা পাইতেছে। তোমরা দুর্দ্ধর্ষ বানরবর্গ সেই স্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করিবে। তাহার মধ্যে শ্বেতবর্ণ, দিব্যগন্ধ কুসুমব্যাপ্ত তরু-নিকর দ্বারা আবৃত ঋষভ নামে পর্ব্বত আছে। তৎপরে হৈমকেশরবিশিষ্ট রজতপদ্ম-সমূহে দীপ্যমান রাজহংসসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত সুদর্শন-নামক সরোবর অবস্থিত রহিয়াছে। তথায় দেব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ হৃষ্ট হইয়া সেই পদ্মবনে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া থাকেন। ক্ষীরোদ-সাগর অতিক্রম করিয়া তৎপরে বানরগণ সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর জলোদ সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তথায় সেই ঔর্ব্ব নামক ব্রহ্মর্ষির ক্রোধজাত সুমহৎ বড়বামুখোত্থিত তেজ দর্শন করিবে। তাহার অদ্ভুত মহাবেগকে প্রলয়-কালে সচরাচর জগতের অন্নস্বরূপ কহে। সেই স্থানে অসমর্থ বিনাশশঙ্কী প্রাণিপুঞ্জের মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়া থাকে। স্বাদু সমুদ্রের উত্তরতীরে ত্রয়োদশ যোজন বিস্তীর্ণ, কনকতুল্য প্রভাশালী, স্বর্ণশিলা-বিশিষ্ট এক সুমহান্ পর্ব্বত আছে। তাহাতে চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট পদ্মপত্রতুল্য বিশালনয়ন ধরণীধর ভুজঙ্গকে দর্শন করিবে। সেই সহস্রশিরাঃ নীলবাসা সর্ব্বদেবের নমস্কৃত অনন্তদেব পর্ব্বতশিখরে আসীন হইয়া আছেন। শিরঃপ্রদেশবর্ত্তী তিনটি স্কন্ধবিশিষ্ট কাঞ্চনময় কেতু-স্বরূপ তালতরু, আধার-বেদীর সহিত উক্ত মহাত্মা অনন্তের প্রতিষ্ঠিত আছে। সুরপতি সেই তরুবরকে পূর্ব্বদিকের অভিজ্ঞানার্থ সীমান্তশঙ্কুর ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। ৪১-৫৫

তৎপরে হেমময় শ্রীমান্ পর্ব্বত, তাহার স্বর্ণময় শতযোজন শিখর স্বর্গ স্পর্শ করিয়া আধার-পর্ব্বতের সহিত বিরাজিত আছে। উহা পুষ্পিত স্বর্ণময়, সূর্য্য-প্রভ, শাল, তাল তমাল কর্ণিকার তরুসমূহে পরিশোভিত। তথায় একযোজন-বিস্তার-যুক্ত দশ যোজন উচ্ছ্রায়-বিশিষ্ট স্বর্ণময় সৌমনস শৃঙ্গ। পুরাকালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তিনটি পদ বিস্তার করিবার সময় তথায় প্রথম পদ বিন্যাস করিয়া মেরুর শিখরে দ্বিতীয় পদ বিন্যাস করিয়াছিলেন।[৭] দিবাকর উত্তরদিক্ দিয়া জম্বুদ্বীপ পরিক্রমণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই উচ্চশিখরবিশিষ্ট উক্ত সৌমনস-শিখরে অবস্থিত হইয়া সাধারণের দৃশ্য হইয়া থাকেন। তথায় সূর্য্যবর্ণ, তপস্বী, দীপ্যমান, বৈখানস বালখিল্য মহর্ষিগণ প্রকা-শিত হইয়া থাকেন। যাহার সমীপে সুদর্শন দ্বীপ প্রকাশিত হয় এবং যে সৌমনসে সর্ব্ব-প্রাণীর চক্ষুঃ প্রকাশিত হয়, সেই শৈলের পৃষ্ঠে, কন্দরে ও বনস্থলে রাবণ ও বৈদেহীর অন্বেষণ করিবে। কাঞ্চন-শৈলের ও মহাত্মা সূর্য্যের তেজোদ্বারা আবিষ্ট হইয়া রক্তবর্ণ পূর্ব্বসন্ধ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভুবনের প্রকাশন-হেতু সূর্য্যের উদয় অপেক্ষা করিয়া, প্রথমে ঊর্দ্ধস্থিত ব্যক্তিগণের প্রবেশদ্বারস্বরূপ উদয়গিরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছিল, ইহাকেই পূর্ব্বদিক্ কহে। সেই শৈলের পৃষ্ঠে নির্ঝরে ও গুহাতে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। উদয়-পর্ব্বতের অগ্রভাগে ইন্দ্রাদি দেবতা-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পূর্ব্বদিক্ চন্দ্রসূর্য্য দ্বারা বিরহিত ; অতএব তমো দ্বারা পরিবৃত হওয়ায়, অত্যন্ত অগম্য হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল শৈলে, কন্দরে ও নদীতে অথবা যে সকল স্থান মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইল, সেই সকল স্থানেই জানকীর অন্বেষণ করিবে। কপি-বরগণ! এই পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে ; অতঃপর ভাস্কর-রহিত ও সীমারহিত স্থান সকল আমি

৬। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় গায়ত্রীমন্ত্রে পূত জল সূর্য্যকে প্রদান করেন, উহা দ্বারা তাহারা হত হইয়া ঐ পর্ব্বতে পতিত হয়। ইহার পর ক্ষীর-সমুদ্রের বর্ণন দ্বারা অপর দ্বীপ ও সমুদ্র সকলে অন্বেষণের কথাও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৭। মেরুশিখরে দ্বিতীয় পদ, মেরু স্বর্গ, ভূমিতে প্রথম পদ, তৃতীয় পদ ব্রহ্মলোকে। ইহাই পুরাণপ্রসিদ্ধ কথা।

অবগত নহি। বৈদেহী ও রাবণের সন্ধানে উদয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া এক মাস পূর্ণ হইলে ফিরিয়া আসিবে। এক মাসের উর্দ্ধকাল তথায় থাকিবে না; যদি কেহ থাকে, তবে সে আমার বধ্য হইবে। মৈথিলীকে অন্বেষণ করিয়া অন্বেষণ-কার্য্যের শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। ইন্দ্রের কান্তা বনাদি-মণ্ডিত পূর্ব্বদিক্‌ উত্তমরূপে অন্বেষণ করিয়া রাঘবপ্রিয়া সীতাকে পাইয়া তদনন্তর সকলে সুখী হও। ৫৬-৭১

একচত্বারিংশ সর্গ

বানররাজ বীরবর সুগ্রীব সেই বানরসেনাগণকে পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়া কার্য্য-সামর্থ্য-বিষয়ে নির্ণীত বানরগণকে দক্ষিণদিকে পাঠাইয়া দিল। ঐ দিকে অন্বেষণার্থ দেশ-বিশেষজ্ঞ সুগ্রীব অগ্নিপুত্র নীল, মহাবল হনুমান্‌, ব্রহ্মার পুত্র মহাবীর্য্য জাম্ববান্‌, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, হুতাশনের পুত্রদ্বয় উল্কামুখ ও অনঙ্গ, অঙ্গদপ্রমুখ বেগবিক্রমসম্পন্ন বীরগণকে পাঠাইয়া দিল। অঙ্গদকে সেই সমস্ত বানরগণের অগ্রবর্ত্তী করিয়া দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিল। কপীশ্বর সুগ্রীব সেই দিকে যে কোন দেশ দুর্গম ছিল, তৎসমস্তই সেই কপিযূথপতিগণকে বলিতে লাগিল,—তোমরা সহস্র শিখরযুক্ত, বিবিধ তরু-লতায় বিরাজিত বিন্ধ্যাচল, মহাভুজঙ্গগণ-নিষেবিত মনোরম নর্ম্মদা নদী, গোদাবরী, মনোরমা কৃষ্ণবেণী নদী এবং মেকল, উৎকল, দশার্ণ-দেশীয় নগর সকল, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টক, মাহিষক প্রভৃতি দেশ সকল অবলোকন করিবে। আর মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিকাদি দেশ, পর্ব্বত, নদী ও গুহা-সমন্বিত দণ্ডকারণ্য ও গোদাবরী নদী প্রভৃতি সমস্ত স্থান এবং অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলাদি দেশ দর্শন করিবে। অনন্তর ধাতু-মণ্ডিত, বিচিত্রশিখর, পুষ্পিত-কানন-বিশিষ্ট, চন্দনবন-সমন্বিত, শ্রীমান্‌ মহাগিরি মলয়াচল নামক অয়োমুখ পর্ব্বতে অন্বেষণ করিবে। এই স্থানে প্রসন্নসলিলা, অপ্সরা সমূহ-কর্ত্তৃক সেবিতা, দিব্যা কাবেরী নদী দর্শন করিবে। অনন্তর সেই মলয়-পর্ব্বতের অগ্রভাগে মহাতেজঃসম্পন্ন আদিত্যতুল্য ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে।[১] তদনন্তর প্রণামাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে বিবিধ গ্রাহ-যুক্ত তাম্রপর্ণী মহানদী পার হইবে। চন্দনবন দ্বারা বিচিত্র, প্রচ্ছন্ন-দ্বীপ, বারিবিশিষ্টা সেই নদী যুবতী কান্তার ন্যায় কান্তরূপ সমুদ্রে অবগাহন করিতেছে। অনন্তর বানরগণ পাণ্ড্যদিগের পুরীর দুর্গ-প্রাচীরঘটিত, মুক্তা ও মণি সমূহ দ্বারা বিভূষিত কপাট দর্শন করিবে। তৎপরে সমুদ্রতটে যাইয়া সমুদ্র-পার বিষয়ে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য অবধারণ-পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইবে। তৎকার্য্যসাধনের উপায়ও শ্রবণ কর। মহর্ষি অগস্ত্য তত্রস্থিত সমুদ্রের অভ্যন্তরে চিত্রসানু-বিশিষ্ট শ্রীমান্‌ মহেন্দ্র পর্ব্বত নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্বর্ণময় মনোহর গিরির এক পার্শ্ব সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। ইহা দেব, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণকর্ত্তৃক নিষেবিত। দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বে পর্ব্বে সেই পর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকেন। সেই সমুদ্রের অপর পারে শত যোজন বিস্তৃত, মনুষ্য জাতির অগম্য এক দ্বীপ আছে, তাহার চারিদিকেই বিশেষ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। সেই স্থান ইন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান্‌ রাক্ষসাধিপতি দুরাত্মা বধযোগ্য রাবণের বাসভূমি। ১-২৫

দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যস্থলে অঙ্গারকা নামে বিখ্যাতা, ছায়াযোগে জীবগণের আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভক্ষণকারিণী রাক্ষসী বাস করিয়া থাকে।[২] এইরূপে সংশয়-বিশিষ্ট

১। যদিও পঞ্চবটীর উত্তরদিকে অগস্ত্যের আশ্রম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও বাল্মীকির ন্যায় অগস্ত্যের বহু আশ্রম ছিল বুঝিতে হইবে, অথবা অপর কোন অগস্ত্যের আশ্রম।

২। সমুদ্রের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া সাগরকে সমুদ্র বলা হয়, এইরূপ সমুদ্রকেও সাগর বলা হয়, সুতরাং ইহাতে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বে সুগ্রীব বলিয়াছিল যে, সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের আবাসস্থান আমি জানি না, এক্ষণে বলিতেছে, লঙ্কাই রাবণের বাসস্থান, এই কথা দুইটি পরস্পর

দেশ সকল বিশেষরূপ অন্বেষণ দ্বারা নিঃসংশয় করিয়া অমিততেজা নরেন্দ্র-পত্নীর অনুসন্ধান কর। সেই লঙ্কাদ্বীপ অতিক্রম করিয়া শত যোজন সমুদ্র-মধ্যে পরম সুন্দর, সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত চন্দ্রসূর্য্য-সমান প্রভাশালী পুষ্পিতক নামক গিরিবর সমুদ্র-সলিল আশ্রয়-পূর্ব্বক বিপুল শৃঙ্গসমূহ দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া অবস্থিত আছে। দিবাকর তাহার এক শৃঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন। কৃতঘ্ন, নাস্তিক ও নৃশংস ব্যক্তি-গণ সেই শৃঙ্গ দেখিতে পায় না। বানরগণ! তোমরা সেই শৈলবরকে প্রণাম করিয়া সীতার অন্বেষণ কর। সেই দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ যোজন বিস্তৃত অতি দুর্গম সূর্য্যবান্ নামে এক পর্ব্বত অধিষ্ঠিত আছে। তদনন্তর সর্ব্বকালেই মনোহর, সমস্ত-বাঞ্ছিত-ফল-সম্পন্ন বৈদ্যুত নামক পর্ব্বত, তাহাতে উত্তম উত্তম ফলমূল ভক্ষণ এবং তুষ্টিজনক মধু পান করিয়া গমন করিবে। সেই স্থানে নয়ন-মনোহর কুঞ্জর নামক পর্ব্বত আছে; তাহাতে পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা অগস্ত্যের ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[৩] সেই ভবন এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উচ্চ, কাঞ্চনময় ও নানারত্ন-বিভূষিত। তাহাতেই ভোগবতী নামক সর্পগণের দুর্দ্ধর্ষ পুরী আছে; উহার পথ সকল বিশাল; মহাবিষধর তীক্ষ্ণদন্ত ঘোরতর ভুজঙ্গগণ দ্বারা পরিরক্ষিত; তাহাতে ঘোরদর্শন সর্পরাজ বাস করিয়া থাকেন। তথায় গমন করিয়া সেই ভোগবতীপুরী এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুপ্তদেশ আছে, তৎসমুদয়ই অন্বেষণ করিবে।[৪] সেই দেশ অতিক্রম করিয়া ঋষভতুল্য আকৃতি-বিশিষ্ট সর্ব্বরত্ন-সমন্বিত পরম সুন্দর ঋষভ নামক পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে গোশীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যামাখ্য, বিশেষ বিশেষ অগ্নিসম-প্রভাশালী দিব্যচন্দন উৎপন্ন হয়। সেই চন্দন দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরবন রক্ষা করিয়া থাকেন। তথায় সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু এই পঞ্চজন গন্ধর্ব্বপতি বাস করিয়া থাকেন। ঋষভপর্ব্বতের পর পৃথিবীর অন্তে রবিসোম ও অগ্নিদেহি-পুণ্যকর্ম্মাদিগের নিবাস, তথায় স্বর্গজিত ব্যক্তিগণ অবস্থিত আছেন। তদনন্তর সুদারুণ পিতৃলোক, তাহা মনুষ্যাদির অগম্য; ইহা যমের অন্ধকারাবৃত রাজধানী। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা এই পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতেই সমর্থ হইবে; ইহার পর আর মনুষ্যাদির গতি হয় না। তোমরা এই সকল এবং অন্য যাহা কিছু দৃশ্য হয়, তৎসমুদয় দর্শন করিয়া সীতার গতি জানিয়া ফিরিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি মাসমধ্যে ফিরিয়া 'সীতাকে দেখিয়াছি' এই বাক্য বলিবে, সে আমার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে বিহার করিবে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য কেহই আমার প্রিয়তর হইবে না; সে বহুবার অপরাধ করিলেও আমার বন্ধু হইবে। হে বানরগণ! তোমরা অমিত-বল-বিক্রমশালী, বিপুল গুণসম্পন্ন কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা যাহাতে জনকাত্মজার লাভ হয়, তদ্বিষয়ের অনুকূল পুরুষার্থ প্রকাশ-পূর্ব্বক বিশেষরূপে যত্ন করিতে থাক। ২৬-৪৯

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর সুগ্রীব সেই সমস্ত বানরবৃন্দকে দক্ষিণ-দিকে প্রেরণ করিয়া, মেঘপ্রতিম সুষেণকে কহিল। এই সুষেণ তারার পিতা, রাজার শ্বশুর ও ভীষণ বিক্রমশালী। সুগ্রীব তাহার নিকট গমন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, তাহাকে এবং মহর্ষি মরীচির পুত্র ইন্দ্রতুল্য-প্রভাশালী, বিপুল-বিক্রম বানরবৃন্দে পরিবৃত,

---

বিরোধী। ইহার উত্তর—পূর্ব্বে আমি যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থান দেখিয়াছি, পরিস্ফুট জ্ঞান নাই, এই জন্য না বলা হইয়াছে, ইদানীং সকল বিষয় অবগত হইয়া নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, উহাই রাবণের বাসস্থান।

৩। এইটি অগস্ত্যের তৃতীয় বাসস্থান।

৪। ভোগবতী রসাতলেই প্রসিদ্ধ, তথাপি রাবণের জন্মস্থানের ন্যায় সর্পগণেরও ভোগবতী নামক পুরী ভূমিতলেও ছিল, যেমন কুঞ্জর-পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত অগস্ত্যভবন, নক্ষত্রলোকে, মলয়ে এবং পঞ্চবটীর নিকটে সেইরূপ।

বুদ্ধিবিক্রম-সম্পন্ন, খগপতিতুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট, অর্চ্চিষ্মান্ নামক কপিবরকে এবং মহাবল অর্চ্চিমাল্য প্রভৃতি মহর্ষি মরীচিপুত্ত্রদিগকে পশ্চিমদিকে বৈদেহীর অন্বেষণার্থ আদেশ করিল যে, হে কপিবরগণ! তোমরা দুই শত সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে সুষেণের সহিত সীতার অন্বেষণ কর। সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্ত প্রভৃতি মনোহর বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী জনপদ ও পুরসকল এবং পুন্নাগ, বকুল, কেতক ও উদ্দালক বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত কুক্ষিদেশ এবং পশ্চিমস্রোতোবাহিনী শীতলজলা পবিত্র নদী সকল, তাপসগণের অরণ্যসমূহ, কান্তারযুক্ত গিরি সকল অন্বেষণ কর। তথায় অতিশয় উচ্চ শীতল মরুস্থলীপ্রায় শিলাভূমি, গিরিসমূহে পরিবৃত, দুর্গম পশ্চিমদিক্ অন্বেষণ করিয়া, তদনন্তর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে আসিয়া তিমি ও কুম্ভীরকুলে পরিব্যাপ্ত সমুদ্র দর্শন করিবে। তদনন্তর বানরগণ তথায় তমালবনে, কেতক-কাননে, নারিকেলবনে বিহার করিয়া তথায় সীতা ও রাবণের স্থান অন্বেষণ করিবে এবং সমুদ্রবেলাভূমির তলস্থিত পর্ব্বত ও মুরচীপত্তন, মনোরম জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুরীদ্বয় ও অলক্ষিত[১] বন সকল, বিশাল রাজ্য ও বিশাল বাণিজ্যস্থান দর্শন করিবে। তথায় সিন্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গমস্থলে মহাতরুসমূহ-সমন্বিত শত শৃঙ্গশালী সোমগিরি নামে এক মহান্ পর্ব্বত আছে। তাহার রম্য প্রস্থদেশে সিংহ-নামক পক্ষী সকল বাস করে, তাহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী সকলকে নখে ধারণ-পূর্ব্বক আপনাদিগের নীড়ে তুলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই সিংহ-পক্ষীর নীড়গত এবং গিরিশৃঙ্গগত সন্তপ্ত ও উদ্দীপ্ত মাতঙ্গগণ মেঘরবে চীৎকার করিয়া থাকে। ঐ গজেন্দ্রসমূহ উহার জলপূর্ণ বিশাল প্রস্থের চারিদিকে বিচরণ করে। তোমরা কামরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তাহার বিচিত্র পাদপযুক্ত কাঞ্চনময় স্বর্গস্পর্শী শৃঙ্গ সকল সত্বর অন্বেষণ করিবে। অনন্তর বানরগণ তথা হইতে যাইয়া পারিযাত্র পর্ব্বতের সমুদ্রগত শত যোজন বিস্তীর্ণ দুষ্প্রেক্ষ্য কাঞ্চনময় শৃঙ্গ দর্শন করিবে। সেই স্থানে অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী, ঘোরতর পাপকারিগণের পাবকশিখাতুল্য, চতুর্বিংশ কোটি গন্ধর্ব্ব তপস্বিগণ মিলিত হইয়া তপস্যা করিতেছেন। ভীমবিক্রম বানরগণ যেন তাঁহাদিগকে দর্শন করে না এবং তাঁহাদের প্রতি অপরাধ করে না, তথাকার কোন ফল যেন গ্রহণ করে না। সেই ধৈর্য্যবীর্য্যশালী মহাবল দুর্দ্ধর্ষ বীরগণ সেই ফল রক্ষা করিয়া থাকেন। তথায় জানকীর অন্বেষণে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যদিও তাঁহারা তাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন, তথাপি কপিগণেরা অপরাধ না করিলে, তাঁহাদিগের হইতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। তথায় বজ্রাকৃতি, বৈদূর্য্যবর্ণ, নানাবিধ তরুলতাকীর্ণ, উচ্চতা ও বিস্তারে শত যোজন বিস্তীর্ণ, অত্যুচ্চ, শ্রীমান্ বজ্র নামক মহাগিরি আছে; তাহার গুহাসমূহে যত্ন-পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণ করিবে। ১-২৬

অনন্তর সমুদ্রের চতুর্থভাগস্থিত চক্রবান্ নামে পর্ব্বত, তথায় বিশ্বকর্ম্মা সহস্রার চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় পুরুষোত্তম বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া, চক্র ও শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে মনোরম সানুসমূহে ও বিশাল গুহা-সমুদয়ে বৈদেহী ও রাবণের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর অগাধ সমুদ্র-মধ্যে অবস্থিত চতুঃষষ্টি যোজন উচ্চতা-বিশিষ্ট সুবর্ণশৃঙ্গ বরাহ-নামক পর্ব্বত। তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক সুবর্ণময় পুর, তাহাতে নরক নামে দুষ্টাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে।[২] তাহার মনোরম সানু ও গুহাসমূহে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। সেই

১। পূর্ব্বদিকের অবন্তী হইতে এই অবন্তী ভিন্ন, যে বনে প্রবেশ করিলে ঘনসন্নিবিষ্ট বনে আচ্ছন্ন হওয়ায় অন্যে দেখিতে পায় না, তাহার নাম অলক্ষিত।

২। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও নরকাসুর, পূর্ব্বদেশের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও নরকাসুর হইতে ভিন্ন।

কাঞ্চনগর্ভ শৈলরাজকে অতিক্রম করিয়া, ধারা ও প্রস্রবণবিশিষ্ট সর্ব্বসৌবর্ণ পর্ব্বত দেখিতে পাইবে, তাহাতে গজ, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ সর্ব্বত্র নিজ শব্দের প্রতিধ্বনি শ্রবণে দর্পিত হইয়া সতত পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিয়া থাকে। অনন্তর মেঘ নামক পর্ব্বত। তাহাতে পাকশাসন শ্রীমান্ ইন্দ্র সুরগণ কর্ত্তৃক দেব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সেই মহেন্দ্র-পরিপালিত অচলরাজকে অতিক্রম করিয়া কাঞ্চনময় ষষ্টিসহস্র গিরিতে গমন করিবে। ঐ পর্ব্বত-সকল তরুণ সূর্য্য-সদৃশ, দীপ্যমান এবং পুষ্পিত কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত। তাহাদের মধ্যে রাজতুল্য মেরুবৎ কাঞ্চন পর্ব্বত আছে, ইহাকে সাবর্ণিমেরু কহে। পূর্ব্বে আদিত্যদেব প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বর-প্রদান করিয়াছিলেন যে, আমার প্রসাদে তোমার আশ্রিত পর্ব্বত সকল দিবারাত্রি কাঞ্চনময় হইবে, আর তোমাতে যে যে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিবে, সেই মদীয় ভক্তগণ কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইবে। এই সাবর্ণিমেরুতে বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ ও স্বর্লোকনিবাসিগণ আগমন করিয়া পশ্চিম-সন্ধ্যায় আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত ও সর্ব্বজীবের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন। অনন্তর দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত এই অস্তাচল দিবাকর মুহূর্ত্তার্দ্ধমধ্যে অতিক্রম থাকেন। তাহার শৃঙ্গদেশে সুমহৎ দিব্য সূর্য্যপ্রভ বহুতর প্রাসাদ-সম্বলিত ভুবন বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা নানাবিধ পক্ষী ও তরুসমূহের চিত্রকর্ম্ম দ্বারা সুশোভিত, ইহাই পাশহস্ত বরুণদেবের নিকেতন। অনন্তর মেরুর মস্তকমধ্যে দশস্কন্ধ স্বর্ণময় পরম সুন্দর তালতরু শোভা পাইতেছে। উহার পাদদেশ বিচিত্র বেদি দ্বারা নিবদ্ধ। তাহাতে সমস্ত দুর্গম স্থানে, সরোবরে ও নদীতে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। এই মেরুতে ব্রহ্মাতুল্য ধর্ম্মাত্মা মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত তপস্বী বাস করেন। সেই সূর্য্যনিভ মহর্ষি মেরুসাবর্ণিকে ভূমিতলে মস্তক অবনত করিয়া জানকীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। রজনীর ক্ষয় হইলে রবি উদয়াচল হইতে মেরুসাবর্ণি পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া অস্তগমন করিয়া থাকেন। হে কপিবরগণ! বানরগণ এই পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ, অতঃপর সীমাশূন্য ও সূর্য্যস্থান, তাহা আমি অবগত নহি। রাবণের আলয়ে জানকীর নিকট গমন-পূর্ব্বক অস্ত-গিরিতে গমন করিয়া এক মাস পূর্ণ হইলে ফিরিয়া আসিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধকাল তথায় থাকিবে না; থাকিলে আমার বধ্য হইবে। আমার শ্বশুর মহাবীর সুষেণ তোমাদের সহিত গমন করিবেন। তোমরা তাঁর নির্দ্দেশবর্ত্তী থাকিয়া এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ কর। আমার পূজনীয় শ্বশুর, মহাবাহু ও মহাবলশালী এবং তোমরা সকলেই কর্ত্তব্য-নিষ্ণাত; তথাপি ইঁহাকে নিয়ামকরূপে সংস্থাপন করিয়া পশ্চিমদিক্ দর্শন কর। উপকারের প্রত্যুপ-কার দ্বারা আমরা কৃতকার্য্য হইব; ইহা ভিন্ন রাবণবধ পর্য্যন্ত যে সকল প্রিয়কার্য্য আছে, তাহা তোমরা দেশ, কাল ও অর্থ অনুসারে অবধারণ করিবে। তদনন্তর সুষেণাদি বানরগণ সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে গমন করিল। ২৭-৫৭

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ বানর-সত্তম কপিপতি রাজা সুগ্রীব স্বীয় শ্বশুরকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করিয়া শতবল নামক কপিবরকে আপনার ও রামের হিতকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল,—হে বিক্রমশালিন্! তুমি নিজ তুল্য শত সহস্র বনবাসী বানরে পরিবৃত হইয়া সমস্ত যমসুত মন্ত্রিগণের সহিত একত্র হইয়া হিমাচলতল হইতে উত্তরদিকে গমন-পূর্ব্বক যশস্বিনী

রাম-পত্নীর অন্বেষণ কর। হে অর্থবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ! রামের এই প্রিয়কার্য্য-সাধন করিলে, আমরা ঋণ হইতে মুক্ত হইব। মহাত্মা রাম আমাদের প্রিয়কার্য্য-সাধন করিয়াছেন; যদি তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই আমাদের জীবন সফল হয়। যে ব্যক্তি কোনও উপকার করে নাই, যদি তাহার কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, তথাপি জীবন সফল হয়, তবে পূর্ব্বোপ-কারীর কার্য্য-সাধন-বিষয়ে বক্তব্য কি আছে? তোমরা আমার হিতাভিলাষী হইয়া এইরূপ বুদ্ধি-ধারণ-পূর্ব্বক যাহাতে জানকীর অন্বেষণ হয়, তাহা তোমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। পরপুরঞ্জয় রাম সর্ব্বভূতের মান্য ও প্রিয়, ইনি আমাদিগের প্রতি পরম প্রীত হইয়াছেন। তোমরা বুদ্ধি ও বিক্রম দ্বারা বক্ষ্যমাণ বহুতর দুর্গম স্থান, নদী ও শৈল সকল অন্বেষণ কর। তথায় ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্রক, কাম্বোজ, দরদ, যবন ও শকদিগের নগর সকল দর্শন করিয়া, হিমালয় পর্ব্বত অন্বেষণ করিবে। লোধ্র ও পদ্মবনে এবং দেবদারুবনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। ১-১৩

তদনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক সেবিত মহৎসানু-বিশিষ্ট কাল-নামক পর্ব্বতে গমন করিবে। সেই পর্ব্বতের গুহাদি স্থানে সেই অনিন্দিতা রামপত্নীর অন্বেষণ করিও। সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া হেমগর্ভ মহাগিরি সুদর্শনে গমন করিবে। তদনন্তর নানাবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ তরু-সমূহ দ্বারা বিভূষিত পক্ষিগণের আশ্রয়, দেবসখা নামে মহাগিরি অবস্থিত আছে, তাহার কাঞ্চনময় গুহা ও নির্ঝরসমূহে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। সেই পর্ব্বতের পর শূন্য-দেশ, তাহাতে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ বা কোনও জন্তু নাই। তোমরা সেই রোমহর্ষণ কান্তার সত্বর অতিক্রম করিয়া, পাণ্ডুবর্ণ কৈলাস পাইয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে। সেই কৈলাস পর্ব্বতে পাণ্ডুবর্ণ, মেঘপ্রভ, স্বর্ণ দ্বারা পরিষ্কৃত, মনোহর বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত কুবেরভবন নির্ম্মিত রহিয়াছে। ঐ ভবনে প্রভূত কমলবিশিষ্ট, হংসকারণ্ডবগণে পরিপূর্ণ, অপ্সরাসমূহ-কর্ত্তৃক পরিষেবিত সরসী বিদ্যমান আছে।[১] সেই ভবনে ধনদ যক্ষরাজ শ্রীমান্ সর্ব্বলোক-নমস্কৃত কুবের, গুহ্যকগণের সহিত আনন্দে বাস করিয়া থাকেন। সেই কৈলাসের চন্দ্রতুল্য গণ্ডশৈলসমূহে ও গুহাস্থলে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। ১৪-২৪

তদনন্তর ক্রৌঞ্চগিরি প্রাপ্ত হইয়া তাহার দুর্গম রন্ধ্রে অপ্রমত্ত হইয়া প্রবেশ করিবে; যে হেতু সেই স্কন্দকৃত রন্ধ্র অত্যন্ত দুষ্প্রবেশ্য। সেই পর্ব্বতে সূর্য্যপ্রভ মহাত্মা দেবরূপ মহর্ষিগণ, দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের অন্যান্য গুহা ও সানু সকল এবং দর্দ্দুর ও নিতম্বস্থান সকলও অন্বেষণ করিবে। তৎপরে বৃক্ষশূন্য কাম-শৈল ও পক্ষিগণের আশ্রয়স্থান মানস পর্ব্বত, সেই স্থানে সাধারণ প্রাণীর, রাক্ষস, ও দেবতাদের গতি হয় না। সানু, প্রস্থ ও গণ্ডশৈল সহিত এই ক্রৌঞ্চগিরি অন্বেষণ করিবে। ক্রৌঞ্চগিরি অতিক্রম করিয়া মৈনাক পর্ব্বত, তাহাতে ময়দানব স্বয়ং আপনার নিবাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন।[২] সেই মৈনাকের সানু, প্রস্থ ও কন্দরস্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে। সেই মৈনাকে অশ্বমুখী রমণীগণের নিকেতন। সেই দেশ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধগণের আশ্রম, তাহাতে বৈখানস, সিদ্ধ ও বালখিল্য তাপসগণ বাস করিয়া থাকেন। সেই নিষ্পাপ সিদ্ধতাপসগণকে সীতার বিষয় বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। তথায় স্বর্ণপদ্মপরিপূর্ণ বৈখানস সরোবর, তাহা তরুণ-আদিত্যতুল্য হংসগণে পরিষেবিত। সেই স্থানে কুবেরের সার্ব্বভৌম নামক গজ করিণীগণের সহিত

১। কৈলাস পর্ব্বত ও হিমালয়ের একদেশ-মধ্যে শৃঙ্গ প্রদেশ থাকিলেও তাবৎপর্য্যন্তই হিমালয়। কান্তার শব্দে দুর্গম পথ। সরোবর—মানস সরোবর।

২। মৈনাক শব্দে সমুদ্রমধ্যে মগ্ন মৈনাক হইতে ভিন্ন বুঝিতে হইবে।

বিচরণ করিয়া থাকে। সেই সরোবরের পর চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও মেঘবিহীন আকাশস্থল। দিবাকরের কিরণের ন্যায় বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট স্বয়ম্প্রভ, দেবকল্প সিদ্ধগণের দ্বারা সেই স্থান প্রকাশিত।[৩] সেই দেশ অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নাম্নী নদী প্রবাহিত, তাহার উভয় তীরে কীচক নামক বেণু সকল বিদ্যমান আছে। তাহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া সিদ্ধগণকে শৈলোদার পরপারে লইয়া যায় ও আনয়ন করিয়া থাকে। কৃতপুণ্য ব্যক্তিগণের নিবাসভূমি উত্তরকুরুদেশে বিদ্যমান আছে। সেই উত্তরকুরুনিবাসী ব্যক্তিগণ কাঞ্চন-পদ্ম-সমন্বিত পুষ্করিণীর সলিল দ্বারা উদককার্য্য করিয়া থাকে। সেখানে নীলবর্ণ বৈদূর্য্যপত্রবিশিষ্ট স্বর্ণময় রক্ত উৎপলসমূহে বিভূষিত সহস্র সহস্র নদী বিরাজিত আছে। ২৫-৪০

তরুণ আদিত্য তুল্য জলাশয় সকল মহামণি ও চিত্রকাঞ্চনকেশর নীলবর্ণ উৎপল ও বনসমূহে এবং নিস্তল মুক্তামণি ও নানাবিধ ধনে পরিপূর্ণ। তথায় নদী সকল স্বর্ণময় পুলিনে সুশোভিত এবং স্বর্ণময় অগ্নিতুল্য পর্ব্বতসমূহে পরিব্যাপ্ত। সেখানে নিত্য পুষ্পফলবিশিষ্ট দিব্য গন্ধরসযুক্ত, পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত তরুগণ সমস্ত কমনীয় দ্রব্য প্রসব করিয়া থাকে। অন্যান্য বৃক্ষোত্তমগণ নানা প্রকার বসন উৎপাদন করে। অন্যান্য বৃক্ষবরগণ, মুক্তা ও বৈদূর্য্য দ্বারা চিত্রিত স্ত্রী ও পুরুষগণের অনুরূপ নানাবিধ ভূষণ, অপর তরুগণ সুখসেব্য মহার্হ মণি দ্বারা চিত্রিত, বিচিত্র আস্তরণবিশিষ্ট শয়ন, অন্যান্য বৃক্ষবৃন্দ মনোহর মাল্য, অপর বৃক্ষগণ মহামূল্য যান ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রসব করিয়া থাকে। সেই স্থানে রূপ, যৌবন ও গুণসম্পন্ন রমণীগণ, দীপ্যমান গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ নিজ নিজ নারীগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই পুণ্যবান্, সকলেই রতিপরায়ণ, সকলেই কামভোগ-সমন্বিত। উঁহারা নিজ নিজ যোষিদ্গণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। তথায় সমস্ত জীবগণের মনোরম উত্তম হাস্যস্বরের সহিত গীতবাদ্যধ্বনি নিয়তই শ্রুত হইয়া থাকে। তথায় কোন ব্যক্তিই অসন্তুষ্ট নাই, কোন ব্যক্তির প্রিয়বিষয় অবিদ্যমান নাই; দিন দিন তথায় মনোহর গুণ সমুদয় সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শৈল অতিক্রম করিয়া উত্তর-সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথায় হেমময় সোম নামে এক মহান্ গিরি বিদ্যমান। সেই দেশ সূর্য্য না থাকিলেও সোমগিরির প্রভা দ্বারা সূর্য্যযুক্ত দেশের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তথায় বিশ্বাত্মা একাদশ-রুদ্রাত্মক দেবেশ্বর শম্ভু ও ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন।[৪] কুরুর উত্তর-দেশ কদাচই গন্তব্য নহে; তথায় অন্যান্য জীবগণের গতি হয় না। সেই সোমগিরি নামক গিরি দেবতা-গণেরও দুর্গম; তোমরা তাহা দর্শন করিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! বানরগণ এই পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ, অতঃপর সীমাশূন্য ও ভাস্করশূন্য স্থান, তাহা আমি অবগত নহি। আমি যাহা কহিলাম, তৎসমুদয় স্থানই অন্বেষণ করিবে। আর যাহা যাহা আমি কহিলাম না, সেই স্থান সকল বুদ্ধি-অনুসারে অন্বেষণ করিও। তাহাতে রামচন্দ্রের এবং আমার মহৎ প্রিয়কার্য্য সাধিত হইবে। হে অনিলতুল্য ও অনলতুল্য বানরবৃন্দ! সেই জনকরাজ-তনয়ার অন্বেষণ করিলে তোমরা এবং আমরা কৃতকৃত্য

৩। এই স্থানে ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ণনা মেরুপর্ব্বতের নহে, পরে উহা বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রসূর্য্যরহিত শব্দে ঐ স্থানে তাহাদের কিরণ পৌঁছায় না। সুতরাং দেবকল্প সিদ্ধগণের দেহপ্রভায় সে স্থান প্রকাশিত। বিষ্ণু-পুরাণেও ঐরূপ চন্দ্র-সূর্য্য-হীন দেশের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার পর উত্তরকুরুতে যখন চন্দ্রসূর্য্যগতি আছে, তখন এখানেও থাকিবে।

৪। বিশ্বাত্মা পদে বিষ্ণু, একাদশ রুদ্রাত্মক শিব ও ব্রহ্মা এই তিন জনই তথায় বাস করেন। বিশ্বাত্মা ও বিষ্ণু উভয় শব্দেই ব্যাপক বুঝায়।

হইবে সন্দেহ নাই। তদনন্তর নিহতশত্রু, কৃতার্থ ও মনোরম গুণে বিভূষিত এবং ভূতগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া প্রিয়ার সহিত এই ধরণীধামে সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাক। ৪১-৬২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

কপিবর হনুমান্‌, নিশ্চিত কার্য্য-সাধন করিবেন, সমস্ত বানরগণের প্রভু সুগ্রীব এইরূপ অবধারণ করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত সেই অনিলপুত্র বিক্রমশালী হনুমানকে পরম প্রীতি-সহকারে বলিতে লাগিল,—হে হরিপুঙ্গব! ভূমিতে বা পক্ষিগণের গম্য অন্তরীক্ষে বা মেঘগম্য অম্বরে অথবা স্বর্গে কিম্বা সলিলে কোথাও তোমার গতি প্রতিহত হয় না। অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর ও দেবতাদি লোক এবং সাগর, ধরা ও পাতালাদি সমস্ত লোকই তুমি অবগত আছ। হে মহাকপিবর! কি গতি, কি তেজঃ, কি শীঘ্রকারিতা, সকলই তোমার পিতৃ-সদৃশ, তোমার সমান তেজঃশালী জীব তিন লোকে কেহই বিদ্যমান নাই; অতএব যাহাতে সীতা লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে তুমি বিশেষরূপে যত্নবান্‌ হও। হে নীতিজ্ঞ পণ্ডিত হনুমন্‌! তোমাতেই বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেশ এবং কালজ্ঞান ও নীতি এই সমস্ত বিদ্যমান আছে। তদনন্তর রামচন্দ্র হনুমানের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া হনুমানের বল-বিক্রমের ও সীতা উদ্ধারের গুরুতা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, হনুমান্‌ই কার্য্যসিদ্ধি করিবে, এই কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন; আমিও ইহার দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া অধিকতররূপে বিবেচনা করিতেছি। এই হনুমান স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পরিজ্ঞাত, রাজকর্ত্তৃক পরিগৃহীত, এই বীরকেশরী সীতার অম্বেষণে গমন করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। মহাতেজা রামচন্দ্র হনুমান্‌কে কার্য্য-সাধনে শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিয়া, কৃতার্থের ন্যায় হইয়া, সন্তুষ্ট হইলেন; হর্ষভরে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পরন্তপ রাম প্রীত হইয়া স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সীতার অভিজ্ঞানস্বরূপ হনুমান্‌কে অর্পণ করিলেন।[১] হরিবর! এই চিহ্ন দ্বারা জানকী তোমাকে আমার নিকট হইতে আগত বলিয়া অনুদ্বিগ্নচিত্তে ও নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিবেন। হে বীরেন্দ্র! তোমার দৃঢ়চিত্ততা ও অনুপম বিক্রম এবং সুগ্রীবের আদেশ, এই সমস্ত যেন আমার কার্য্যসিদ্ধি বলিয়া দিতেছে। সেই কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ-পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পুরঃসর রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। পবনপুত্র কপিবীর সেই মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া মেঘ-রহিত বিমল আকাশে নক্ষত্রগণে পরিশোভিত বিশুদ্ধ-মণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে সিংহবিক্রম! অতিবলশালিন্‌ পবনপুত্র! আমি তোমার বলই আশ্রয় করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বিপুল বিক্রম দ্বারা যাহাতে জানকী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বিধান কর। এই কথা রাম বলিয়াছিলেন। ১-১৭

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর কপিশ্রেষ্ঠ রাজা সুগ্রীব সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কহিতে আরম্ভ করিল;— সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠগণ রাজার উগ্রশাসন জানিয়া, সকলেই জানকী ও রাবণের অন্বেষণ কর।

১। রাম বনবাসে আগমনকালে সকল ধন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, বল্কলবৃত্তিতে বর্ত্তমান তাঁহার অঙ্গুরীয় কিরূপে ছিল? উত্তর—এই একটি দ্রব্য এই কার্য্যের জন্য তিনি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং দ্রব্যদানকালে অঙ্গুরীয়ক ত্যাগের কথা নাই, অথবা রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি সীতার, রাবণ আসিবার পূর্ব্বে সীতা রামের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছিলেন, অথবা পত্নীস্নেহে কনিষ্ঠাঙ্গুলে সর্ব্বদা অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া থাকে, অথবা বিবাহকালে জনক-প্রদত্ত ঐ অঙ্গুরীয়ক সীতার প্রীতির নিমিত্ত রাম সর্ব্বদা ধারণ করিতেন।

শলভের ন্যায় ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া, সমস্ত বানরগণ প্রস্থান করিতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত সীতার বৃত্তান্ত জানিতে এক মাস অবধি নিশ্চয় করিয়া, সেই প্রস্রবণে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিমাচল-পরিবৃত মনোরম উত্তরদিকে কপিশ্রেষ্ঠ শতবলি সহসা প্রস্থান করিল। বিনত নামক বানর-যূথপতি পূর্ব্বদিকে এবং তার-অঙ্গদাদি সহিত পবন-পুত্র হনূমান্ অগস্ত্যসেবিত দক্ষিণদিকে, বানরপতি সুষেণ বরুণ-পালিত ঘোরতর পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিল। তদনন্তর সকল দিকে যথাযথরূপে কপিসেনা প্রেরণ করিয়া, কপীশ্বর রাজা সুগ্রীব সুখী হইয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। এইরূপে প্রেরিত হইয়া বানর-যূথপতি সকল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিকে সত্বর হইয়া প্রস্থান করিল। মহাবল বানরদল নাদ, উচ্চনাদ, গর্জ্জন, ক্ষ্বেড়নাদি নানাবিধ শব্দ করিয়া ধাবমান হইল। বানররাজ-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া বানরগণ, আমি রাবণকে বধ করিয়া সীতা আনয়ন করিব, আমি একাকীই রণস্থলে রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে সহসা আনয়ন করিব। জানকী পাতালস্থিতা হইলেও সেই শ্রম দ্বারা কম্পমানা কামিনীকে 'স্থির হও' এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া, আমি একাকীই তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিব, তোমরা সকলে এই স্থানে অবস্থান কর। আমি বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিব, আমি গিরি বিদারণ করিব, আমি ধরণী বিদারণ করিব, আমি সাগর সংক্ষোভিত করিব। আমি এক লম্ফে এক যোজন, আমি এক শতেরও অধিকতর যোজন এক লম্ফে অতিক্রম করিতে পারি। আমার গতি ভূতলে, সাগরে, শৈলে বা বনে, পাতালমধ্যে কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় না; আমি সকল স্থলে গমন করিতে পারি। সেই বানররাজের সন্নিধানে এক এক বানর বলদর্পিত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিল। ১-১৭

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

বানরবৃন্দ প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, তুমি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল কিরূপে জানিতে পারিলে? তদনন্তর সুগ্রীব প্রণত হইয়া রামকে কহিল, আমি বিস্তারিত সমস্তই বলিতেছি, আপনি সমস্ত শ্রবণ করুন। যখন মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক দানবের প্রতি ধাবমান হইয়া, বালী মলয়পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন,[১] তখন মহিষ মলয়ের গুহায় প্রবেশ করিল, বালীও তাহাকে বধ করিবার বাসনায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি সেই গুহার দ্বারদেশে বিনীত হইয়া অবস্থিত রহিলাম। সংবৎসর গত হইল, তথাপি বালী প্রত্যাগত হইলেন না। তৎপরে শোণিতবেগে সেই বিল পরিপূর্ণ হইল; তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া শোকবিষে জর্জ্জরিত হইলাম। অনন্তর আমি হতবুদ্ধি হইয়া স্থির করিলাম যে, অগ্রজ বালী নিহত হইয়াছেন। তখন পর্ব্বততুল্য এক শিলাখণ্ড বিলদ্বারে প্রদান-পূর্ব্বক তাহা রুদ্ধ করিলাম। বিবেচনা করিলাম, মহিষ নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর আমি ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলাম। তৎপরে তারা ও রুমা এবং সুমহৎ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া, বান্ধবগণের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলাম। তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ বালী সেই দানবকে বিনাশ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আমি ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার গৌরবহেতু রাজ্য প্রদান করিলাম। দুষ্টাত্মা বালী ব্যথিত হইয়া আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিলে, আমি ধাবমান হইলাম; বালী সচিবগণের সহিত আমার পশ্চাৎ

১। পূর্ব্বে মায়াবী ও দুন্দুভি উভয়ের বৃত্তান্তই বলা হইয়াছে, উত্তর-কাণ্ডে ময়দানবের দুই পুত্র মায়াবী ও দুন্দুভি বলিয়া বর্ণিত আছে। এ স্থানে মহিষ শব্দে ও দুন্দুভি শব্দে মায়াবীই বুঝিতে হইবে, উভয়েই মহিষাকৃতি ছিল, যদি দুন্দুভির পুত্র অর্থ করা যায়, তবে উত্তরকাণ্ডের সহিত বিরোধ হয়। এই স্থানে তিলককার ও গোবিন্দরাজ উভয়ের ব্যাখ্যাতেই বিরোধ পরিহৃত হয় নাই।

পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর সেই হেতু আমি বালীকর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া ধাবন করিতে করিতে বিবিধ নদী, বন, নগর দর্শন করিয়া আদর্শতুল্যা অলাতচক্রাকৃতি পৃথিবী গোষ্পদের ন্যায় অবলোকন করিয়াছি।[২] তৎপরে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিবিধ তরু, গুহাসহিত পর্ব্বত, মনোরম বিবধ সরোবর দর্শন করিলাম। সেই স্থানে ধাতুমণ্ডিত উদয়পর্ব্বত ও অপ্সরাদিগের নিবাসস্থল ক্ষীরোদসাগরও অবলোকন করিলাম। তখন বালী কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া আমি বেগে ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার উদয়গিরি হইতে ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিক্ হইতে বিন্ধ্যাচল ও বিবিধ পাদপসমন্বিত চন্দনবৃক্ষ-পরিশোভিত দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলাম। অনন্তর শৈলান্তরে বালীকে দেখিয়া বালী কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া, পুনর্ব্বার পশ্চিমদিকে ধাবিত হইলাম। তাহাতে বিবিধ দেশ ও বিবিধ গিরি এবং গিরিশ্রেষ্ঠ অস্তাচল দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার ফিরিয়া উত্তরদিকে ধাবমান হইয়া হিমবান্, মেরু ও উত্তর-সমুদ্রে গমন করিলাম। যখন কোথাও আশ্রয় পাইলাম না, তখন বুদ্ধিমান্ হনুমান্ আমাকে কহিল, হে রাজন্! এক্ষণে আমার স্মরণ হইল যে, ভগবান্ মতঙ্গ ঋষি বালীকে শাপ দিয়াছিলেন যে, যদি বালী এই আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সেখানে বাস করিলে আমরা নিরুদ্বেগে সুখে বাস করিতে পারিব। তদনন্তর আমরা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিলাম। বালী মতঙ্গের শাপভয়ে এখানে আর প্রবেশ করিলেন না। হে রাজন্! এইরূপে আমি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এই গুহাতে আগমন করিয়াছিলাম। ১-২৪

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া কপিবরগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করিল। তাহারা সরোবর, সরিৎ, তৃণস্থান, আকাশ, নগর, নদী, দুর্গম স্থান ও দুর্গম দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। সমস্ত বানরগণ সুগ্রীব কর্ত্তৃক আখ্যাত শৈল, বন ও কানন সহিত দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন দিবাভাগে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিয়া, রাত্রিকালে মেদিনীর উপর নিদ্রা যাইতে লাগিল। তাহারা দেশসমূহে দিবাভাগে সমস্ত ঋতুর ফলপুষ্পশালী তরুগণকে প্রাপ্ত হইয়া, রজনীতে শয্যা প্রস্তুত করিত।[১] যে দিবসে গমন করিয়াছিল, সেই দিবস প্রথম ধরিয়া, এক মাস গত হইলে পর প্রথম দিবসে আগত হইয়া সুগ্রীবের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাবীর বিনত সচিবগণের সহিত পূর্ব্বদিকে সীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। মহাকপি শতবলি সমস্ত উত্তরদিক্ অন্বেষণ-পূর্ব্বক সৈন্যের সহিত ফিরিয়া আসিল। সুষেণ এক মাস পূর্ণ হইলে, বানরগণের সহিত পশ্চিমদিকে সীতার অন্বেষণ করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। সেই প্রস্রবণপৃষ্ঠে রামের সহিত উপবিষ্ট সুগ্রীবকে বলিল,—আমরা সমস্ত পর্ব্বত, বন, সাগর, নদী, জনপদ, গুহা, মহী, গুল্ম, লতাবিতান, গহন দেশ, দুর্গম গহনস্থিত দেশসমূহ পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াছি। হে বানরেন্দ্র! মহাবীর্য্য ও মহাকুলোৎপন্ন হনুমান্ সীতাকে জানিতে পারিবে; কেন না, সীতা যে দিকে গমন করিয়াছেন, বায়ুপুত্র সেই দিক্ অবলম্বন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। ১-১৪

২। গোষ্পদাকৃতি পদে অনায়াসে লঙ্ঘন করার কথা বুঝাইয়াছে। অলাতচক্র সদৃশ বলায় অতিশয় ভ্রমণকে বলা হইয়াছে।

১। দিনের বেলায় বানরেরা আহার বা বিশ্রাম করিত না, ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

কপিবর হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দেশে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত কপিগণের সহিত দূরে গমন করিয়া, বিন্ধ্যাচলের গুহা, গহন, পর্ব্বতাগ্রস্থিত দুর্গমস্থান, সরোবর, বৃক্ষসমূহ, ঘনপাদপ-বিশিষ্ট পর্ব্বতসমূহ অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। বানরেরা নির্জ্জল, নির্জ্জন, শূন্য ও ঘোরদর্শন গহন এবং তাদৃশ অপরাপর বহুতর স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত পীড়িত হইল। গুহা ও গহনবিশিষ্ট সেই দেশ অন্বেষণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। অকুতোভয় কপিযূথপতিগণ সকলে সেই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক মহৎ দেশে প্রবেশ করিল। সেই স্থানে বৃক্ষগণ পত্রপুষ্প ও ফলবর্জ্জিত, সরিৎ সকল সলিলবিহীন এবং মূলও অত্যন্ত দুর্লভ। সেখানে মহিষ নাই, মৃগ নাই, হস্তী নাই, ব্যাঘ্র নাই, পক্ষী নাই এবং অন্যান্য কোনও বন্যপশু নাই। তথায় বৃক্ষ, ওষধি, বল্লী, বীরুধ নাই এবং সেই স্থলে স্নিগ্ধপত্র, দর্শনীয়, সুগন্ধ, ভ্রমরবিশিষ্ট প্রফুল্ল পঙ্কজ-বিশিষ্ট সরোবর নাই। সেই স্থানে কণ্ডু নামে মহাভাগ, সত্যবাদী, অত্যন্ত অমর্ষশীল, দুর্দ্ধর্ষ, নিয়মাবলম্বী তপোধন বাস করিয়া থাকেন। সেই বনে তাঁহার দশমবর্ষীয় বালক বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই হেতু ধর্ম্মাত্মা মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই মহৎ বন দুষ্প্রবেশ্য, মৃগপক্ষী প্রভৃতি বর্জ্জিত ও জীবগণের আশ্রয়ের অযোগ্য হইবে। বানরেরা সেই কাননের গিরিকন্দর সকল, নদীসমূহ অন্বেষণ করিয়া সেখানেও জনকাত্মজা সীতাকে অথবা সুগ্রীবের প্রিয়কারী রামচন্দ্রের বনিতাহরণকারী রাবণকে দেখিতে পাইল না। তাহারা লতাগুল্মাবৃত সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করিয়া সুর হইতে নির্ভয় ভীষণকর্ম্মা এক অসুরকে দেখিতে পাইল। ঘোরতর শৈলতুল্য অসুরকে দেখিয়া বানরেরা দৃঢ় করিয়া বস্ত্র পরিধান করিল। সেই বলবান্ অসুর সেই সমস্ত বানরগণকে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, মুষ্টিবন্ধন-পূর্ব্বক ধাবিত হইল। তাহাকে সেইরূপে আসিতে দেখিয়া বালীপুত্র অঙ্গদ 'এই ব্যক্তি রাবণ' এই বুঝিয়া তাহাকে এক চপেটাঘাত করিল। সে অঙ্গদ-কর্ত্তৃক আহত হইয়া, মুখ হইতে রক্ত-বমন করিয়া, পর্য্যুদস্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। সেই অসুর নিশ্বাস-বিহীন হইলে, জয়প্রফুল্ল বানরগণ সমস্ত গিরিগহ্বর অন্বেষণ করিয়া তথায় সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, অপর এক গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়া, শ্রমে খিন্ন হইয়া, তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক দীন-মানসে একান্তে বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিল। ১-২৩

একোনপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ পরিশ্রান্ত অঙ্গদ আশ্বস্ত হইয়া সমস্ত বানরগণকে ক্রমে ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিল, —বন, গিরি, নদী, দুর্গম, গহন, দরী, গিরিগুহা, এই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু জানকী কিম্বা দুষ্কর্ম্মশীল, জানকীর অপহরণকারী রাক্ষসকে দেখিতে পাইলাম না। আমাদের নিয়মিত এক মাসের মধ্যে অনেক সময় গত হইয়াছে; সুগ্রীবের শাসন অত্যন্ত উগ্র, অতএব তোমরা তন্দ্রা, শোক ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে সীতাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, সেইরূপে অন্বেষণ কর। নির্ব্বেদশূন্যতা, দক্ষতা ও মনের অপরাজয়, এই সকলই কার্য্যসিদ্ধির কারণ; এই নিমিত্তই তোমাদিগকে এইরূপ বলিতেছি। এখনও তোমরা আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বন ও দুর্গমস্থানাদি অন্বেষণ কর। যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্যের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হয়; কিন্তু একবার খেদযুক্ত হইলে, আর উৎসাহ অবলম্বন অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে।

বানরগণ! সুগ্রীব ক্রোধশীল রাজা, তিনি তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকে এবং মহাত্মা রামকে ভয় করা কর্ত্তব্য। তোমাদের হিতের নিমিত্তই আমি এইরূপ বলিলাম; যদি অভিরুচি হয়, তবে তাহা সম্পাদন কর, আর যাহা হিতকর থাকে, তাহাও বল। অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া, গন্ধমাদন নামক বানর পিপাসা ও আশ্রয়াদির অভাব হেতু খিন্ন হইয়া বলিতে লাগিল;—অঙ্গদ যাহা কহিয়াছেন, তাহা হিতকর ও অনুকূল; অতএব ইঁহার বাক্যানুসারে কার্য্য কর। আমরা শৈল, কন্দর, শিলা, কানন, শৃঙ্গস্থান, গিরিদুর্গ ও গিরি-প্রস্রবণাদি, সুগ্রীব যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিব। তদনন্তর মহাবল বানরগণ পুনর্ব্বার উঠিয়া, বিন্ধ্যাচলের কাননপূর্ণ দক্ষিণদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা সীতা-দর্শনের বাসনায় শরৎকালের মেঘতুল্য, শৃঙ্গবান্, দরীযুক্ত রজত-পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, রম্য লোধ্রবন ও সপ্তপর্ণ-বনসমূহ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিপুলবিক্রম বানরগণ শ্রান্ত হইয়া তাহার অগ্রে অধিরূঢ় হইয়া রামের প্রিয় মহিষীকে দেখিতে পাইল না। সেই কপিগণ সেই শৈলের বহুতর কন্দর দর্শন করিয়া, তৎপরে ভূমিতে নামিয়া শ্রান্ত ও মুগ্ধচিত্ত হইয়া, বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিল। কিঞ্চিৎ পরিশ্রম বিগত হইলে, কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার উৎসাহ-বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত দক্ষিণদিক্ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানাদি কপিগণ প্রথমে বিন্ধ্যাচল অন্বেষণ করিয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ১-২২

পঞ্চাশ সর্গ

কপিবর হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত মিলিত হইয়া বিন্ধ্যাচলের গুহা এবং গহনবন সমস্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা সিংহ-শার্দ্দূলযুক্ত গুহা এবং বিষম স্থান, মহাপ্রস্রবণ অন্বেষণ করিতে লাগিল। শৈলের নৈর্ঋতকোণস্থিত শৃঙ্গে অবস্থিতিকালে তাহাদিগের সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল। সেই দেশ কষ্টে অন্বেষণীয়, গুহা ও গহনযুক্ত এবং অতিশয় বিস্তৃত; বায়ুপুত্র সেই পর্ব্বত সমস্তই অন্বেষণ করিলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকটে থাকিয়া একে একে গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিধ, হনুমান্ জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ সেই বনে থাকিয়া দক্ষিণ-গিরিসমূহে পরিবৃত দেশ সকল অন্বেষণ করিতে করিতে দানব-কর্ত্তৃক রক্ষিত, দুর্গম, ঋক্ষ-বিল নামক এক বিস্তৃত বিল দর্শন করিল। তাহারা শ্রান্ত ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও সলিলার্থী হইয়া সেই লতা-বৃক্ষাদি-পরিব্যাপ্ত মহাবিল অবলোকন করিল। সেই বিলে ক্রৌঞ্চ,হংস,সারস, জলার্দ্র পদ্মরেণু দ্বারা রক্তাঙ্গ চক্রবাক প্রভৃতি জলপক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। সেই সুগন্ধি, দুরতিক্রমণীয় বিল প্রাপ্ত হইয়া বানরপতিগণের মানস বিস্ময়ে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন সেই তেজস্বী মহাবল বানরগণের মনে যুগপৎ শঙ্কা ও হর্ষের উদয় হইল। সেই বিল নানাবিধ জীবগণে পরিপূর্ণ, দৈত্যেন্দ্রগণের আলয়তুল্য ঘোরতর, দুর্দ্দর্শন ও সর্ব্বস্থান দুরবগাহ। তদনন্তর কান্তার ও বনতত্ত্বজ্ঞ, পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য মারুতপুত্র হনুমান্ ঘোরদর্শন বানরগণকে বলিলেন, আমরা সকলে দক্ষিণদিকে গিরিসমূহে পরিবৃত দেশ সকল অনুসন্ধান করিয়া পরিশ্রান্ত হইলাম; কিন্তু জানকীর দর্শন পাইলাম না। এই বিল হইতে হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস, জলার্দ্র চক্রবাক-সকল সকল স্থান হইতেই নির্গত হইতেছে। এই স্থানে কূপই হউক বা হ্রদই হউক, নিশ্চয়ই ইহার অভ্যন্তরে জল আছে; আরও দেখ, এই বিলদ্বারে স্নিগ্ধ পাদপগণ জন্মিয়া রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সকলে সেই তিমিরাবৃত, রোমহর্ষণ, চন্দ্রসূর্য্যপরিশূন্য সেই বিলে প্রবেশ করিল। তাহারা তাহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ,

পক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণকে দেখিয়া সেই তিমিরাবৃত বিলে প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি সঞ্চালন বা পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহাদের গতি বায়ুর ন্যায় দৃষ্ট হইল না, দৃষ্টি অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। সেই কপিকুঞ্জরগণ বেগে সেই বিলে প্রবিষ্ট হইয়া মনোহর প্রকাশিত আলোকযুক্ত স্থান দর্শন করিল। তদনন্তর ভয়ঙ্কর নানাবিধ পাদপযুক্ত সেই বিলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পথ অতিক্রম করিল। অনন্তর তাহারা তৃষ্ণাতুর, সম্ভ্রান্ত, তৃষিত, সলিলার্থী ও জ্ঞানহীন হইয়া সেই বিলে কিয়ৎকাল পতিত হইয়া অতন্দ্রিতভাবে অবস্থিত রহিল। সেই বানরগণ পরিশ্রান্ত, দীন-বদন ও কৃশ হইয়া জীবনে নিরাশ হইল; তখন তাহারা আলোক দেখিতে পাইল।[১] ১-২৩

তৎপরে তাহারা সেই তিমিরবিহীন বনদেশে আগমন করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য কাঞ্চন-বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে হেমাভরণে ভূষিত, পুষ্পিত শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ, কর্ণিকার বৃক্ষ সকল বিচিত্র রক্তবর্ণ কিশলয়, স্তবক, শেখর ও লতাসমূহে সুশোভিত, তরুণ আদিত্যতুল্য, বৈদূর্য্যময় বেদিযুক্ত, দীপ্যমান হিরণ্ময় নীল বৈদূর্য্যবর্ণ বৃক্ষ সকল এবং নানাবিধ পক্ষিগণে পরিবৃত সরোবর সকল দেখিয়াছিল। সেই স্থান বালার্কতুল্য কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পরিবৃত। তথায় প্রসন্ন সলিল-বিশিষ্ট সরোবরে স্বর্ণময় পদ্মসমূহ শোভা পাইতেছে। সেই স্থানে কাঞ্চন-নির্ম্মিত ও রজত-নির্ম্মিত, মুক্তাজালাবৃত, স্বর্ণ-খচিত গবাক্ষ-বিশিষ্ট বিমান সকল এবং বৈদূর্য্যমণিমান্, হেম-রজতময় ভূমিবিশিষ্ট উত্তম উত্তম গৃহ সকল অবলোকন করিল। প্রবাল-মণি-সন্নিভ ফলপুষ্পবান্ বৃক্ষ, কাঞ্চন-ভ্রমর ও মধু এবং মণি-কাঞ্চনে চিত্রিত, বিবিধ বিশাল আসন ও শয্যা এবং হেম, রজত ও কাংস্যনির্ম্মিত রাশি রাশি পান-ভোজন-পাত্র, দিব্য অগুরুচন্দন-সমূহ এবং পরিশুদ্ধ, নানাবিধ ফল-মূল, মহামূল্য শিবিকাদি যান ও রসবান্ মধু দর্শন করিল। মহামূল্য যান ও রসবান্‌মধু মহার্হ বস্ত্র-সমূহ, বিচিত্র কম্বল ও চর্ম্ম সকল দেখিতে পাইল। তৎপরে সেই বিলে অন্বেষণ করিতে করিতে মহাবীর বানরগণ অদূরে কোন এক রমণীকে দর্শন করিল। সেই নারী কৃষ্ণাম্বরপরিধানা নিয়তাহারা তাপসী, স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। তখন বানরগণ বিস্মিত হইলে হনূমান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই বিল কাহার? তৎপরে পর্ব্বততুল্য দেহধারী হনূমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই বিল, ভবন ও এই সমস্ত রত্ন কাহার? বল। ২৪-৪১

একপঞ্চাশ সর্গ

হনূমান্ এই বলিয়া পুনর্ব্বার সেই কৃষ্ণাজিনধারিণী ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা তাপসীকে বলিলেন,—আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রান্ত, পিপাসিত ও পরিখিন্ন হইয়া সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। পিপাসিত হইয়া এই মহৎ ধরণীর বিবরে প্রবেশ করিয়া, এই সমস্ত অদ্ভুত ভাব দর্শন-পূর্ব্বক আমরা ব্যথিত, সম্ভ্রান্তচিত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। এই আদিত্যপ্রভ কাঞ্চনবৃক্ষ, এই পবিত্র ব্যবহার-দ্রব্য, ফলমূল, কাঞ্চন-বিমান, রাজত গৃহ, স্বর্ণময় মণিজালাবৃত গবাক্ষ, পুষ্পিত, ফলবান্, পুণ্য, সুরভিগন্ধ স্বর্ণময় পাদপ এবং বিমল জলমধ্যে কাঞ্চন-পদ্ম কাহার তেজে উদ্ভূত হইয়াছে? মৎস্য ও কচ্ছপগণ কাহার তেজে স্বর্ণময় হইল? ইহা আপনার প্রভাবে বা অন্য কাহারও তপস্যার বলে সম্পাদিত হইয়াছে? আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, এই

১। বানরগণ যখন জীবনে নিরাশ হইল, তখন ভগবৎকৃপায় তাহারা আলোক দর্শন করিল।

সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদিগকে বলুন। হনূমান্ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মচারিণী, সমস্ত জীবগণের হিতনিরতা তাপসী হনূমান্‌কে প্রত্যুত্তর করিলেন,—১-১০

হে বানরশ্রেষ্ঠ! ময়নামে মহাতেজা, মায়াবী এক দানব ছিলেন, তিনিই মায়া দ্বারা এই সমস্ত কাঞ্চনবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রধান প্রধান দানবদিগের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। এই কাঞ্চনময় দিব্য উত্তম ভবন তাঁহারই নির্ম্মিত। তিনি এই মহদ্বনে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করেন এবং শুক্রাচার্য্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যারূপ মহৎ ধন প্রাপ্ত হন।[১] তিনি এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া, সমস্ত ভোগ্যবস্তুর ঈশ্বর হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে দানববর হেমানাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হইলে, পুরন্দর তাঁহাকে স্বীয় বজ্র দ্বারা বিনাশ করেন, পরে ব্রহ্মা এই চিরস্থায়ী উত্তম বন, এই হিরন্ময় গৃহ হেমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।[২] আমি মেরুসাবর্ণির স্বয়ম্প্রভা-নাম্নী দুহিতা, আমি সেই হেমার এই বন রক্ষা করিয়া থাকি। হেমা আমার প্রিয়সখী, নৃত্যগীত-বিশারদা। আমি তাঁহার দত্ত বরে এই মহৎ বন রক্ষা করিতেছি। তোমাদিগের কার্য্য কি? কি কারণেই বা এই কান্তার-পথে উপস্থিত হইয়াছ? কিরূপে তোমরা এই বন দর্শন করিলে? তোমরা এই সকল অভ্যবহারদ্রব্য উপভোগ এবং ফলমূল পানীয়াদি ভোজন ও পান করিয়া, সমস্তই আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১১-২০

১। ময়দানব ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন, ত্রিপুর দগ্ধ হইলে তিনি আত্মরক্ষার্থ এই বিল নির্ম্মাণ করেন। এই কথা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে। সকল শিল্পশাস্ত্র শুক্রাচার্য্যপ্রণীত, সুতরাং উহা শুক্রের ধন বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে।

২। ময়দানব যদি ত্রেতায় নিহত হইয়াছিলেন, তবে দ্বাপরের শেষে বা কলিতে যখন খাণ্ডব-দাহ হয়, সেই সময়ে তাঁহার রক্ষা ও তদ্দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর—দানব-শিল্পিশ্রেষ্ঠবেই ময় নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এ ময় হইতে সেই ময় ভিন্ন ব্যক্তি।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর বানরযূথপতিগণ সকলে বিশ্রাম করিলে, ধর্ম্মচারিণী তাপসী একাগ্রচিত্তে তাহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,—যদি ফলভক্ষণে তোমাদের ক্লান্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং যদি আমার শ্রবণের অযোগ্য না হয়, তবে আমি সেই কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। মারুতপুত্র হনূমান্ তাপসীর সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক সারল্যভাবে যথার্থতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—ইন্দ্র ও বরুণতুল্য, সর্ব্বলোকের রাজা, দশরথপুত্র রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বনিতা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে বল পূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। তাঁহার সখা সুগ্রীব বানরপতিগণের রাজা; তিনিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা অঙ্গদাদি বানরমুখ্যগণের সহিত অগস্ত্যসেবিত দক্ষিণদিকে আসিয়াছি। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, সকলে মিলিয়া সীতা ও কামরূপী রাক্ষস রাবণকে অন্বেষণ কর। আমরা দক্ষিণদিকে সমস্ত বন ও সমুদ্র অন্বেষণ করিয়া, ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছি। আমরা বিবর্ণ-বদন, ধ্যানপরায়ণ হইয়া, চিন্তা-মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, পারে গমন করিতে পারিলাম না। তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে তরুলতা-সমূহে আকীর্ণ, তিমিরাচ্ছন্ন মহৎ বিল দর্শন করিলাম। এই বিল হইতে জলার্দ্র, সলিল ও পদ্ম-রেণু-সমন্বিত পক্ষবিশিষ্ট হংস, কুরর ও সারস পক্ষী সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি কহিলাম যে, আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব; অন্যান্য বানরগণও সেইরূপ অনুমান করিয়া তাহাতে সম্মত হইল।[১] তৎপরে কার্য্যে ত্বরাযুক্ত বানরগণ সকলেই পরস্পর হস্তাবলম্বন করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; এইরূপে আমরা এই তিমিরাবৃত বিলে

১। জলচর প্রাণী ও জলার্দ্রপক্ষ পক্ষী প্রভৃতি দর্শনে জলের অনুমান হইয়াছিল।

প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের কার্য্য এই এবং এই কার্য্যহেতু আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। সকলেই ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলে, আপনি আতিথ্যধর্ম্মানুসারে যে সকল ফলমূল প্রদান করিলেন, তাহা ভক্ষণ করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিলাম; অতএব আমরা ম্রিয়মাণ হইলে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত এই বানরগণ আপনার কি প্রত্যুপকার করিবেন, তাহা আপনি বলুন। ১-১৭

সেই সর্ব্বজ্ঞা স্বয়ম্প্রভা তাপসী এইরূপে উক্ত হইয়া সমস্ত বানরযূথপতিগণকে বলিলেন,—সমস্ত কার্য্যদক্ষ বানরগণের প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; আমি ধর্ম্মাচরণ করিতেছি, অতএব আমার অন্য কার্য্য কিছুই নাই। সেই তাপসীর ধর্ম্মসঙ্গত এই বাক্য শুনিয়া হনুমান্ সেই শুভনয়না তপস্বিনীকে কহিলেন,—আপনি ধর্ম্মচারিণী, আমরা সকলেই আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগকে এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। এই বিলে আমাদিগের সেই সমস্ত কাল বিগত হইয়া যাইবে, অতএব আপনি আমাদিগকে সত্বর এই বিল হইতে উদ্ধার করুন। সেই সুগ্রীব-বচন অতিক্রম করিলে আমাদিগের আয়ুঃশেষ হইবে; অতএব আপনি আমাদ্দিগকে সুগ্রীবের ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। হে ধর্ম্মচারিণি! আমাদিগকে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, আমরা এই স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকিলে আমাদিগের সেই কার্য্যসাধন হইবে না। হনুমান্ এই কথা বলিলে, তাপসী বলিলেন, যে ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হয়, জীবিত থাকিতে সে আর ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। আমি স্বীয় নিয়মার্জ্জিত তপস্যার প্রভাবে সমস্ত বানরগণকে এই বিল হইতে উদ্ধার করিব। হে কপিবরগণ! তোমরা সকলেই চক্ষু নিমীলন কর, চক্ষু নিমীলন না করিলে, এই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হওয়া যায় না। তদনন্তর সকলে গমন-বাসনায় কর ও অঙ্গুলী দ্বারা সহসা নেত্র আচ্ছাদন করিল। মহাত্মা বানরগণ হস্ত দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিলে সেই তাপসী নিমেষমাত্রেই বিল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী তাপসী সেই বিষম স্থান হইতে নিঃসারিত করিয়া আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন,—নানাবিধ তরুলতাপূর্ণ এই বিন্ধ্যগিরি, ঐ দেখ, কিষ্কিন্ধ্যার সমীপবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি, ঐ দেখ, মহাসাগর দৃষ্ট হইতেছে। বানরগণ, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি ভবনে গমন করিব। এই বলিয়া স্বয়ম্প্রভা তাপসী সেই পরম সুন্দর বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৮-৩২

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

তদনন্তর তাহারা অপার, ঘোরতর, ভীষণতরঙ্গশালী, গর্জ্জনশীল, বরুণালয় সাগর দর্শন করিল। ময়ের মায়াকৃত গিরিদুর্গ অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাদের সুগ্রীব-নিরূপিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তখন মহাত্মা বানরবৃন্দ বিন্ধ্যাচলের পুষ্পিত তরুশোভিত পাদদেশে উপবেশন-পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল। তদনন্তর তাহারা পুষ্পভারে পরিপূর্ণ, শত শত লতামণ্ডিত বসন্তকালিক তরু সকল সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। তাহারা বসন্তকাল আগত দেখিয়া, সুগ্রীব-নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, অবনীতলে নিপতিত হইল।[১] তদনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ, বৃষস্কন্ধ, আয়ত ও স্থূলভুজবিশিষ্ট যুবরাজ অঙ্গদ বৃদ্ধ, শিষ্ট ও বনবাসী কপিবৃন্দকে যথাবিধি সম্মান করিয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল,—১-৭

১। মার্গশীর্ষ মাসে পৌষ মাস অবধি স্থির করিয়া সীতান্বেষণার্থে বানরগণের নির্গমন, পৌষ মাস অতীত হইতে বসন্ত সন্নিকট বলিয়া বসন্তকাল দর্শনে ভীত হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দরাজ।

হে কপিগণ ! আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে নির্গত হইয়াছি, কিন্তু বিলে পড়িয়া যে এক মাস পূর্ণ হইয়াছে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আমরা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কাল-সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছি ; তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য কি ?[২] আপনারা নীতিমার্গ-বিশারদ, ভর্ত্তার হিতে নিরত এবং সমস্ত কার্য্যে নিপুণ, কার্য্য-সাধনে অনুপম, সর্ব্বদিকে খ্যাত-পৌরুষ, সেই নিমিত্ত রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইয়াছেন ; কিন্তু এক্ষণে অকৃতকার্য্য হইলেন ; অতএব সকলের মরণই শ্রেয়ঃকল্প ; যেহেতু হরিরাজ সুগ্রীবের কার্য্য না করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখী হইতে পারে ? স্বয়ং সুগ্রীব-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইল ; এক্ষণে আমাদিগের প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সুগ্রীবের স্বভাব তীক্ষ্ণ, তাহাতে এক্ষণে তিনি সকলের ঈশ্বর ; তাঁহার নিকট অপরাধ করিলে তিনি কোনরূপেই ক্ষমা করিবেন না। সীতার অন্বেষণ না হইলে, তিনি অবশ্যই আমাদিগকে বধ করিবেন, তাহা অপেক্ষা এক্ষণে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমরা এখান হইতে ফিরিয়া যাইলে, সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদিগকে বধ করিবেন ; অতএব এই সময়েই পুত্র, দার, ধন ও গৃহাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করাই আমাদিগের পক্ষে উত্তমকল্প সন্দেহ নাই। সুগ্রীব আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ রামচন্দ্র আমাকে অভিষেক করিয়াছেন, সুগ্রীব পূর্ব্বাবধিই আমার প্রতি বদ্ধবৈর ; অতএব আমার কার্য্য-ব্যতিক্রম পাইয়া, অবশ্যই আমাকে নিধন করিবেন সন্দেহ নাই। সুগ্রীব বধবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তিনি তীক্ষ্ণদণ্ড দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিবেন, আমার সুহৃদ্গণের সন্নিধানে সেইরূপ কুৎসিত মৃত্যুলাভ অপেক্ষা এই পবিত্র সাগরতীরে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ যে আমার পক্ষে উত্তম কল্প, তাহাতে আর সংশয় কি ? ৮-১৯

যুবরাজ কুমার অঙ্গদের এই বাক্য শুনিয়া, প্রধান প্রধান বানরগণ করুণবাক্যে বলিতে লাগিল,—সুগ্রীব তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, রামচন্দ্র প্রিয়ানুরক্ত ; নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া সীতাকে না দেখিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত দেখিলে সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিহত করিবেন সন্দেহ নাই। অপরাধী ব্যক্তিগণ স্বামিসমীপে গমন করিতে সমর্থ হয় না। আমরা সুগ্রীবের প্রধান পুরুষ হইয়া আসিয়াছি, আমরা সেই সীতাকে না দেখিয়া, অথবা তাঁহার বৃত্তান্ত না জানিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। ভয়পীড়িত বানরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তার বলিল, তোমরা বিষাদ করিও না, যদি তোমাদিগের অভিরুচি হয়, তবে সকলে এই বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিব। এই বিল মায়াকৃত ও অত্যন্ত দুর্গম, এখানে প্রভূত পুষ্প, ভোজ্য, পেয় ও জল রহিয়াছে ; এখানে পুরন্দর হইতেও আমাদের ভয় নাই, তবে বানররাজ ও রামচন্দ্র হইতে আমাদের কি ভয় হইতে পারে ? অঙ্গদের অনুকূলবাক্য শ্রবণ

২। আশ্বিনমাস অতীতপ্রায় হইলে এই অর্থ ; কারণ, 'কার্ত্তিকে সমস্তুপ্রান্তে স্বং রাবণবধে যত এই কথা উল্লেখ আছে। হনূমানের বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া সুগ্রীব ১৫ দিনের মধ্যে আসিবার জন্য বানরগণকে আদেশ করে, এবং দীপম্বিতা আমাবস্যায় সর্ব্বসৈন্যের আগমন, এবং রামের ও ঐ পক্ষেই ক্রোধ হয় ; কারণ, কার্ত্তিক মাস উপস্থিত প্রায় অথচ সুগ্রীবের উদ্যোগ নাই, সুতরাং কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্তই অন্বেষণের অবধি। ইহাদের এই বাক্য অগ্রহায়ণের শুক্ল পক্ষে। সেই বৎসরে পৌষ মাস ক্ষয় মাস ছিল, অগ্রহায়ণেই আম্রাদির মুকুলোদ্গম হয়, উহা ঔৎপাতিক। কতক প্রভৃতি মতে অন্বেষণের অবধি পৌষ মাস। আশ্বিন শব্দে সন্নিহিত কার্ত্তিক মাসের শেষ বুঝিতে হইবে। সময়ের সংখ্যা এইরূপ—বানরানয়নে ও প্রেরণে অগ্রহায়ণ শেষ হয়, পৌষ প্রথমদিন হইতে আরম্ভ, মাঘের কিছু দিন অতীত হইলে অঙ্গদের এই বাক্য। এই মতে সীতাহরণ হইতে সীতানয়ন পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাস স্পষ্ট বুঝা যায়। চৈত্রে পম্পাতীরে রামের আগমন স্পষ্ট বর্ণিত আছে। ফাল্গুনে সীতাহরণ, মাঘ কৃষ্ণপক্ষে হনূমানের সীতান্বেষণে লঙ্কায় গমন। তথায় সীতার উক্তি যে, আর মাত্র দুই মাস আছে, ইত্যাদি কথন সুসঙ্গত এই মতে হয় না এবং প্রদোষকালে পূর্ণচন্দ্র দর্শনও সম্ভব হয় না।

করিয়া বানরগণ সেই বাক্যে প্রতীত হইয়া বলিল,—যুবরাজ! যাহাতে আমাদের নিধন না হয়, আপনি সত্বর হইয়া অবিলম্বেই সেই কার্য্যের বিধান করুন। ২০-২৭

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

তারাধিপতুল্য প্রভাশালী তার সেইরূপ বলিলে পর হনুমানও অঙ্গদকর্ত্তৃক সুগ্রীবের রাজ্য হৃত হইল, এইরূপ অনুমান করিলেন। হনুমান্ অঙ্গদকে শুশ্রূষাদি অষ্টবিধগুণযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, চতুর্ব্বিধ বল-সমন্বিত, দেশকালজ্ঞতাদি চতুর্দ্দশগুণযুক্ত বিবেচনা করিলেন।[১] তিনি ভাবিলেন যে, অঙ্গদ নিয়তই তেজঃ, বল ও পরাক্রম দ্বারা, শুক্লপক্ষের আদিতে প্রভালক্ষ্মী দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় বর্দ্ধমান হইতেছে। এই যুবরাজ বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে নিজ জনকের ন্যায়। পুরন্দর যেমন শুক্রের, সেইরূপ তারের শুশ্রূষা-নিরত স্বামীর প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত পরিশ্রান্ত অঙ্গদকে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান্ তার প্রভৃতির সহিত ভেদ প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন,[২] সে চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে তৃতীয় উপায় ভেদ বর্ণন করিয়া সারময় বাক্যে এই সমস্ত বানরদিগকে ভেদ করিল।[৩] তাহারা সকলে ভিন্ন হইলে, হনুমান্ দণ্ডসমন্বিত ভীষণ বাক্য দ্বারা অঙ্গদকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—হে তারা-পুত্র! তুমি যুদ্ধে পিতার তুল্য সমর্থ, যদি কপিগণ তোমাকে রাজ্যে বরণ করে, তবে তুমি পিতার ন্যায় দৃঢ়-রূপে রাজ্যধারণে সমর্থ হইবে। হে হরিশ্রেষ্ঠ! কপিগণ অস্থিরচিত্ত, তাহারা দারপুত্র সুগ্রীবের আয়ত্ত রাখিয়া, তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে না।[৪] আমি তোমাকে ইহাদিগের সমক্ষেই বলিতেছি যে, ইহারা পুত্রদার পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে অনুরাগী হইবে না। এই জাম্ববান্, মহাকপি নীল, সুহোত্র, আমি ও এই সমস্ত বানরগণকে সাম, দান, ভেদ বা দণ্ড দ্বারা সুগ্রীবের নিকট হইতে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের নিগ্রহ করিয়া আসনলাভ করিতে পারে; অতএব দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে অপরের সহিত বিগ্রহ করিবে না। এই গুহাকে আপনার রক্ষিকা বিবেচনা কর, তাহা বিফল; যে হেতু, এই বিল-বিদারণ করা লক্ষ্মণ-বাণের ঈষৎ কার্য্য বিবেচনা করিও। পূর্ব্বে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ইহাতে স্বল্পকার্য্যই করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ নিশিত শর দ্বারা এই বিল পত্রপুটের ন্যায় ভেদ করিবেন সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণের সেইরূপ বহুতর বজ্রতুল্য গিরিদারক নারাচ বিদ্যমান আছে। হে পরন্তপ! যখনই তুমি এই বিলে বাসস্থল স্থাপন করিবে, তখনি এই কপিগণ কৃতনিশ্চয় হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। ইহারা নিজ নিজ পুত্রদার স্মরণ করিয়া নিত্যই উদ্বিগ্ন ও বুভুক্ষিত হইবে। এইরূপে দুঃখশয্যায় খেদযুক্ত হইয়া তোমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবে। তুমি হিতাভি-লাষী বন্ধু ও সুহৃদ্গণ দ্বারা বিহীন ও সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া তৃণ হইতেও উদ্বিগ্ন হইবে। লক্ষ্মণের বাণ

১। বুদ্ধির অষ্টবিধ গুণ—

শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহাপোহার্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ॥

চতুর্ব্বল—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়-চতুষ্টয়। অথবা বাহুবল, মনোবল, উপায়বল ও বন্ধুবল।

চতুর্দ্দশ গুণ যথা—

দেশকালজ্ঞতা দার্ঢ্যং সর্ব্বক্লেশসহিষ্ণুতা।
সর্ব্ববিজ্ঞানিতা দাক্ষ্যমূর্জ্জঃ সংবৃতমন্ত্রতা॥
অবিসংবাদিতা শৌর্য্যং শক্তিজ্ঞত্বং কৃতজ্ঞতা।
শরণাগতবাৎসল্যমমর্ষত্বমচাপলম্॥

২। শুক্রসমীপে ইন্দ্রের উপদেশ গ্রহণ করার কথা কোন পুরাণ-ইতিহাসে নাই। সুতরাং ইহা বিপরীতোপমা, তার বিরুদ্ধপক্ষীয়, অথবা শুক্র শব্দে বৃহস্পতি। কোন কোন পুস্তকে গুরোরিব পুরন্দরম্ এইরূপ পাঠই আছে। অথবা কোন সময়ে শুক্রের উপদেশ ইন্দ্র শুনিয়া থাকিবেন।

৩। সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতি যথাক্রমম্।

৪। স্বভাবতঃ বানরগণ চঞ্চলস্বভাব। তাহাতে কিষ্কিন্ধ্যায় স্ত্রীপুত্র রাখিয়া এই বিলমধ্যে থাকিয়া তোমার আদেশ পালন করিবে না। কারণ, ইহারাও তোমা অপেক্ষা হীনবল নহে।

সকল ঘোরতর তীক্ষ্ণ, উগ্রবেগসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ; তুমি বিগ্রহ উপস্থিত করিলে, সেই শরসমূহ তোমাকে নিহত করিবে। তুমি আমাদের সঙ্গে বিনীত হইয়া উপস্থিত হইলে, সুগ্রীব আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তোমার পিতৃব্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রীতিমান, দৃঢ়ব্রত, শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি কদাচ তোমাকে বিনাশ করিবেন না। তিনি তোমার মাতার প্রিয়কামী, তাঁহারই নিমিত্ত উঁহার জীবন, আর সুগ্রীবের অন্য অপত্য কেহই নাই; অতএব অঙ্গদ, তুমি কিষ্কিন্ধ্যা গমন কর। ১-২২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

অঙ্গদ হনুমানের ধর্ম্মসঙ্গত, স্বামিসৎকারযোগ্য, বিনয়ান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল,—হনুমন্! আপনার ন্যায় স্থৈর্য্য, মনঃশৌচ, অনৃশংসতা, সারল্য, বিক্রম ও ধৈর্য্য, সুগ্রীবে এই সকলের মধ্যে কোন গুণই দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি মাতৃতুল্য ধর্ম্মে বর্ত্তমানা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়া মহিষী ভার্য্যাকে ভ্রাতা বাঁচিয়া থাকিতে স্বীকার করে, সে অত্যন্ত ঘৃণিত, সে কিছুমাত্র ধর্ম্ম অবগত নহে; প্রত্যুত সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক।[১] যে দুরাত্মা ভ্রাতা, যুদ্ধনিরত ভ্রাতার বিলদ্বার প্রস্তর দ্বারা অবরোধ করে, সে কি প্রকারে ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে? মহাযশা কৃতকার্য্য রাঘবকে সত্য দ্বারা গ্রহণ করিয়া যিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি কাহার সুকৃতি বা উপকার স্মরণ করিয়া থাকেন? যিনি অধর্ম্মের ভয় করেন না, কেবল লক্ষ্মণের ভয়েই সীতার অন্বেষণে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মভয় কিরূপে সম্ভব হয়? সেই পাপস্বরূপ, কৃতঘ্ন, স্মৃতিমার্গপরিভ্রষ্ট, চঞ্চলচিত্ত সুগ্রীবের প্রতি, বিশেষতঃ তাঁহারই কুলে জন্মিয়া, কোন্ উত্তম ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে? সুগ্রীব সগুণই হউক, আর নির্গুণই হউক, শত্রুকুলপুত্র আমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কিরূপে জীবিত রাখিতে পারে? আমার বিল-প্রবেশরূপ মন্ত্রণা ভেদ হইয়াছে; অতএব অপরাধী, হীন, দুর্ব্বল ও অনাথের ন্যায় আমি কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিব? শঠ, ক্রূর, নিষ্ঠুর সুগ্রীব রাজ্যের নিমিত্ত আমার প্রতি গুপ্ত দণ্ডবিধান করিবে অথবা চিরকাল বন্ধন করিয়া রাখিবে। হে বানরগণ! বন্ধন ও অপবাদ অপেক্ষা প্রায়োপবেশন আমার শ্রেয়স্কর; অতএব আমাকে অনুমতি করিয়া আপনারা গৃহে গমন করুন। আমি আপনাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি,আমি কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিব না, এই স্থানেই প্রায়োব্রত অবলম্বন করিব; যে হেতু আমার মরণই শ্রেয়স্কর হইতেছে। আমার খুল্লতাত বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীব ও বলশালী রামলক্ষ্মণকে অভিবাদনপূর্ব্বক আরোগ্যসহিত প্রণাম জানাইয়া আমার কুশল বিজ্ঞাপন করিবেন, এবং মাতা রুমা ও জননী তারাকে আশ্বাসিত করিবেন। তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়পুত্রা, দয়াবতী ও অনুকম্পার্হা, তিনি এখানে আমার বিনাশ শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। অঙ্গদ বৃদ্ধদিগকে এই বলিয়া এবং অভিবাদন করিয়া রোদনপূর্ব্বক ভূমিতে দর্ভমধ্যে প্রবেশ করিল। অঙ্গদ তাহাতে প্রবেশ করিলে, বানরগণ দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে নয়ন হইতে উষ্ণ বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিল। তাহারা সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসা করিয়া অঙ্গদের চারিধারে প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। বালীপুত্রের সেই বাক্য শুনিয়া, বানরগণ সকলে পূর্ব্বমুখ হইয়া, আচমনপূর্ব্বক উপবেশন করিল। দক্ষিণাগ্রদর্ভে সমুদ্রের উত্তরতীর আশ্রয়

১। 'দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ' এই অনুসারে এবং কৌলিক প্রথায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তৎপত্নীকে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সে জীবিত থাকিলে তৎপত্নী মাতৃতুল্যা, মায়াবীর সহিত যুদ্ধকালে সুগ্রীব আসিয়া তারাকেও গ্রহণ করিয়াছিল।

করিয়া বানরগণ মরণই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল। রামের বনবাস, দশরথের বিনাশ, জনস্থানের রাক্ষস-বধ, জটায়ুবধ, সীতার হরণ ও বালীর বধ এবং রামের কোপ, এই সকল বলিতে বলিতে, বানরগণের ভয় উপস্থিত হইল। মহাদ্রিতুল্য বানরবৃন্দ দর্ভমধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই মহীধর জলদ দ্বারা আকাশের ন্যায় নির্ঝরাদি দ্বারা ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ১-২৩

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

যে গিরিস্থলে বানর সকল উপবেশন করিল, সেই স্থানে এক গৃধ্ররাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সম্পাতি নামক চিরজীবী বিহঙ্গমের বল ও পৌরুষ বিখ্যাত। সে জটায়ুর ভ্রাতা। বিন্ধ্যগিরির কন্দর হইতে নির্গত হইয়া বানরগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া, হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল,—ক্রিয়াফল প্রাণীদিগের প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদনুসারেই এই সকল ভক্ষ্য চিরদিনের পর উপস্থিত হইয়াছে। আমি এই শ্রেণীরূপে উপবিষ্ট, ক্রমে ক্রমে মৃত বানরগণকে ভক্ষণ করিব। পক্ষিবর সম্পাতি কপিদিগকে এইরূপ বলিল। ভক্ষ্য-লুব্ধ পক্ষীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙ্গদ খিন্ন হইয়া হনুমানকে বলিল,—দেখ, সীতাকে নিমিত্ত করিয়া বানরগণের বিপত্তির নিমিত্ত সাক্ষাৎ যমতুল্য এই পক্ষী এই স্থানে উপস্থিত হইল। রামের কার্য্য-সাধন এবং রাজশাসন অনুসারে কার্য্য করা হইল না। এই দেখ, এক্ষণে বানরদিগের এই অজ্ঞাত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। জানকীর প্রিয়কারী গৃধ্ররাজ জটায়ু তথায় যাহা করিয়াছেন, তোমরা তৎসমস্তই শ্রবণ করিয়াছ। এইরূপে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদিগের ন্যায় সমস্ত প্রাণীই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও রামের হিত করিতে যত্নবান্ হয়। রামের প্রতি স্নেহ ও কারুণ্যবশে তাহারা উপকার করিয়া থাকে; অতএব তাঁহার উপকারার্থ আত্মত্যাগ করা বিধেয়। ধর্ম্মজ্ঞ জটায়ু রামচন্দ্রের প্রিয়সাধন করিয়াছিলেন। আমরা ও রামের নিমিত্ত পরিশ্রান্ত ও ত্যক্তজীবিত হইয়া কান্তার-দেশে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু রাবণ-কর্ত্তৃক নিহত ও সুগ্রীবের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া, পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১] জটায়ুর এবং রাজা দশরথের বিনাশ, তৎপরে জানকী-হরণ—এই সকল ঘটনা দ্বারা এক্ষণে বানরগণের প্রাণসংশয় ঘটিতেছে।[২] কৈকেয়ীর একমাত্র বরদান দ্বারাই সীতার সহিত রামলক্ষ্মণের বনবাস, রামের বাণে বালীবধ, রামের কোপে বহুতর রাক্ষসবধ এবং আমা-দিগেরও মরণ উপস্থিত হইয়াছে। গৃধ্ররাজ মহামতি সম্পাতি তাহাদের সেই অসুখজনক প্রকীর্ত্তিত কৃপণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদিগকে ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত চকিতচিত্তে বলিল,—গম্ভীর স্বর তীক্ষ্ণতুণ্ড গৃধ্র অঙ্গদের মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিল, কোন্ ব্যক্তি আমার প্রাণের প্রিয়তম ভ্রাতা জটায়ুর বধ ঘোষণা করিতেছে? তাহাতে আমার মন যেন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। জনস্থানে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ কিরূপে ঘটিয়াছিল? হায়! বহুদিনের পর আমার প্রিয়তম ভ্রাতার আজ নাম শ্রবণ করিলাম। হে কপিবরগণ! আমি অতি দীর্ঘকালের পর বিক্রম দ্বারা শ্লাঘনীয় গুণজ্ঞ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম-কীর্ত্তন শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আপনাদিগের সহিত এই গিরিদুর্গ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আর সেই

১। ইহা দ্বারা সকল তির্য্যগ্‌জাতির প্রভুত্ব সুগ্রীবের ছিল, এই কথাই সূচিত হয়। জটায়ু রামানুগ্রহে পরমগতি লাভ করিয়াছেন।

২। যদি জটায়ু মুহূর্ত্তকালও যুদ্ধে রাবণকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিত, তাহা হইলে রামের দৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাবণ বিনষ্ট হইত, সীতাহরণ হইত না, বানরগণের প্রাণসংহারও হইত না, অথবা দশরথ যদি পক্ষমাত্র কাল বাঁচিতেন, তাহা হইলেও নিশ্চয়ই প্রিয়পুত্র রামকে তিনি ফিরাইয়া আনিতেন, আমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না, ইহাই ভাবার্থ।

জনস্থাননিবাসী ভ্রাতার বিনাশ কিরূপে হইল, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আর যাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র গুরুজনপ্রিয় রামচন্দ্র, সেই দশরথ আমার ভ্রাতার সখা কিরূপে হইলেন? সূর্য্যাগ্নি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমি গমন করিতে অক্ষম, অতএব হে অরিন্দমগণ! তোমরা আমাকে এই পর্ব্বত হইতে নামাইয়া দাও, ইহাই আমার বাসনা। ১-২৫

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

বানরযূথপতিগণ শোক-হেতু স্খলিত স্বর শুনিয়া ও তাহার কর্ম্ম দ্বারা শঙ্কিত হইয়া, তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না।[১] সেই প্রায়োপবিষ্ট বানরগণ গৃধ্রকে দেখিয়া মনে করিল যে, এই ভীষণ পক্ষী আমাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। আমরা প্রাণ-পরিত্যাগার্থ প্রায়োপবিষ্ট, যদি এই গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, আমরা যে মরণ বাসণা করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইয়া কৃতকৃত্য হইব। সমস্ত কপিযূথপতিগণ এইরূপ বুদ্ধি করিয়া গৃধ্রকে গিরি হইতে নামাইল। তখন অঙ্গদ তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল,—পক্ষিন্, ঋক্ষরজা নামে পৃথিবীপতি প্রতাপবান্ বানরেন্দ্র আমার পিতামহ ছিলেন। প্রভূত বলবিক্রমশালী বালী ও সুগ্রীব তাঁহার ধার্ম্মিক পুত্রদ্বয়। বিখ্যাতকীর্ত্তি আমার পিতা বালী বানররাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন মহারথ অখিল জগতের রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, পিতার আদেশে ধর্ম্মপথে থাকিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বৈদেহী ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাবণ বল-পূর্ব্বক সেই রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করে। তাঁহার পিতার মিত্র জটায়ু নামে গৃধ্রপতি আকাশে থাকিয়া জানকীকে হরণ করিতে দেখিলেন। তখন রাবণকে বিরথ করিয়া সীতার স্থৈর্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ জটায়ু রাবণ-কর্ত্তৃক রণস্থলে নিহত হইলে রাম তাঁহার সংকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম গতি প্রদান করেন। তদনন্তর রাম আমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তিনি আমার পিতা বালীকে বধ করিয়াছেন। আমার পিতা কর্ত্তৃক সুগ্রীব নিরুদ্ধ ছিলেন। সেই হেতু রাম তাঁহাকে নিধন করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সেই বানরেশ্বর সুগ্রীব স্বরাজ্যে স্থাপিত হইয়া এই বানরমুখ্যগণকে আদেশ করিলে আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। এইরূপে রামকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমরা নানা স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতেছি; কিন্তু রাত্রিকালে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় আমরা তাঁহাকে পাইতেছি না। আমরা সাবধানে দণ্ডকারণ্য অন্বেষণ করিয়া, অজ্ঞানবশে এক বিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। সেই বিল ময় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, সেই বিলে অন্বেষণ করিতে করিতে সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিদেশ-পালক, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমরা প্রাণ-পরিত্যাগার্থে প্রায়োপব্রত অবলম্বন করিয়াছি। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও রামচন্দ্র কুপিত হইলে, আমাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে; অতএব আমরা তথায় না যাইয়া এই স্থানেই প্রাণবিসর্জ্জনে তৎপর হইয়াছি। ১-১৯

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

জীবন বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় বানরগণ এইরূপ করুণবাক্য বলিলে, গৃধ্ররাজ সম্পাতি বাষ্পপূর্ণনয়নে গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিল,—হে কপীন্দ্র! বলবান

১। গৃধ্রের পূর্ব্বকথিত-বাক্যানুসারে ইদানীং সে শোকার্ত্ত, ইহা বুঝিলেও ইহাও ভক্ষণের নিমিত্ত বঞ্চনাময় বাক্য, এইরূপ বানরগণ বুঝিয়াছিল, সেই জন্ত তাহারা সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

রাবণ যাহাকে বধ করিয়াছে বলিলে, সেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ু। বৃদ্ধভাব ও পক্ষহীনতা-হেতু তাহা শুনিয়াও এক্ষণে আমি তাহা সহ্য করিলাম; যে হেতু আমার এক্ষণে ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির সামর্থ্য নাই। পূর্ব্বকালে বৃত্রবধসময়ে জয়াভিলাষী হইয়া আমরা দুই ভ্রাতা জ্বলনশীল রশ্মিমালী আদিত্যের সন্নিধান দিয়া আকাশমার্গে বেগে গমন করিতেছিলাম। সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থলে গমন করিলে জটায়ু আদিত্য-কিরণ-দ্বারা অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ভ্রাতাকে পরিপীড়িত দেখিয়া, স্নেহভরে অতিশয় কাতর ভ্রাতাকে পক্ষপুটদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিলাম। হে কপিবরগণ! তখন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে আমি এই বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়া এই স্থানে বাস করায় ভ্রাতার বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ বলিতে লাগিল,—যদি আপনি জটায়ুর ভ্রাতা হয়েন, তবে আমার বাক্য শুনিয়াছেন, এক্ষণে যদি জানেন, তবে সেই রাক্ষসের আলয় বলিয়া দিউন। যদি আপনি সেই অদীর্ঘদর্শী রাক্ষসাধম রাবণকে জানেন, তবে দূরেই হউক আর নিকটেই হউক, আমাদিগকে তাহার নিলয় বলুন। ১-১০

তদনন্তর জটায়ুর ভ্রাতা মহাতেজা সম্পাতি বানরদিগকে হর্ষিত করিয়া আপনার অনুরূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। হে কপিবৃন্দ! আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছে, এখন বলবীর্য্য কিছুই নাই, তথাপি আমি বাক্যমাত্র দ্বারা রামের উত্তম সাহায্য করিব। আমি বরুণ-লোক এবং ত্রিবিক্রম বামনাবতারে আক্রান্ত ভূরাদিলোক, দেবাসুরগণের যুদ্ধ ও অমৃতমন্থন ইত্যাদি সমস্তই অবগত আছি।[১] জরা দ্বারা আমার তেজ হৃত ও প্রাণ শিথিল হইয়াছে, তথাপি রামের কার্য্য প্রথমেই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। দুরাত্মা রাবণ সর্ব্ব-আভরণে ভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিয়াছি। তিনি 'রাম রাম, লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ' শব্দে চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাকে ভূষণ সকল গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে ও হাত-পা অনবরত বিক্ষিপ্ত করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার উত্তম কৌষেয় বসন শৈলাগ্রে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং তিনি স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের অগ্রভাগে আকাশবর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছেন। রামের নাম কীর্ত্তন-হেতু তাঁহাকে রামের সীতা বলিয়া জানিতে পারিলাম। এক্ষণে সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান কহিতেছি, শ্রবণ কর;—সেই বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা রাবণ নামক রাক্ষস লঙ্কানগরীতে বাস করিয়া থাকে। সেই লঙ্কা এখান হইতে সম্পূর্ণ শত যোজন দূরবর্ত্তী সমুদ্রদ্বীপে অধিষ্ঠিত আছে। সেই মনোহর লঙ্কাপুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে স্বর্ণময় দ্বার, বিচিত্র-কাঞ্চনবেদিকা, হেমবর্ণ সুবৃহৎ প্রাসাদসমূহ নির্ম্মিত রহিয়াছে, তাহার চারিদিক্ সূর্য্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট প্রাচীরসমূহে পরিবেষ্টিত। সেই লঙ্কা নগরীতে দীনা, কৌষেয়বসনা, জনক-নন্দিনী সীতা অবস্থাপিত আছেন। তিনি রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া আছেন; তোমরা সেই নগরীতে জনকতনয়া সীতাকে দেখিতে পাইবে। দুর্গপ্রাচীরাদি দ্বারা পরিরক্ষিত লঙ্কাপুরীর চারিদিকে সাগর, সেই সাগরের শত যোজন পার হইয়া দক্ষিণকূলে গমন-পূর্ব্বক তৎপরে রাবণকে দেখিতে পাইবে। তোমরা সত্বর সেই স্থানে গমন কর; আমি জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, তোমরা ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কুলিঙ্গ প্রভৃতি ও ধান্যজীবী পারাবতাদি পক্ষিগণের আকাশপন্থা প্রথম, বলিভোজী

১। ইহা দ্বারা নিজের ব্রহ্মার দিনের প্রথমক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞতা জানান হইয়াছে।

কাকাদির আকাশপথ দ্বিতীয়, ফলমূলভোজী ভাষ পক্ষীর পথ তৃতীয়, ক্রৌঞ্চ কুরর ও শ্যেনপক্ষিগণের পথ চতুর্থ, গৃধ্রগণের পন্থা পঞ্চম, বলবীর্য্যবিশিষ্ট রূপযৌবন-সম্পন্ন হংসগণের পন্থা ষষ্ঠ, বৈনতেয়গণের গতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের তুল্য উপরি আকাশে আর কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে কপিবরগণ! আমরা সকলেই বৈনেতেয় অরুণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে রাক্ষস পরদার-হরণরূপ দুষ্কার্য্য এবং আমার ভ্রাতার বধসাধন করিয়াছে, ইহা দ্বারাই আমার তাহার বৈরশুদ্ধি হইল।[২] আমি এখানে থাকিয়াও রাবণ ও জানকীকে দেখিতে পাইতেছি। যে হেতু আমাদের চক্ষুর বল সুপর্ণজাতীয় চক্ষুবিদ্যা হইতে জাত; অতএব উহা বহুদূরব্যাপী জানিবে।

হে কপিবৃন্দ! সেই হেতু এবং মাংসাদি আহার-বলেও স্বভাবতঃ আমরা শতযোজনেরও কিঞ্চিৎ অধিক দূরস্থিত বস্তু দেখিতে পাই। স্বভাবতঃই আমাদিগের বৃত্তি দূরস্থিত ভক্ষ্যাদি দ্বারা, এবং কুক্কুটাদির স্বকীয় আবাস বৃক্ষমূলে বিহিত হইয়াছে। তোমরা লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘনের নিমিত্ত কোন উপায় অন্বেষণ কর, তদ্দ্বারা জানকীর নিকট গমন-পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। তোমরা আমাকে সমুদ্রে লইয়া চল, আমি তথায় সেই স্বর্গগত মহাত্মা ভ্রাতার উদকক্রিয়া নিষ্পন্ন করিব। অনন্তর মহাবলশালী বানরবৃন্দ সেই দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে নদনদীপতি সমুদ্রের তীরদেশে লইয়া গেল। বানরগণ সেই পক্ষিপতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া গেল এবং সীতার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ১১-৩৫

২। আমি জরাজীর্ণ, পক্ষহীন, স্বয়ং বৈরভাবের প্রতীকারে অসমর্থ হইলেও তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া রাবণবধের সাহায্য করায় বৈরভাবশুদ্ধি হইল।

ঊনষষ্টিতম সর্গ

তদনন্তর গৃধ্ররাজ সম্পাতি-কর্ত্তৃক কথিত অমৃত-ময় বাক্য শ্রবণে বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিল, তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ সমস্ত বানরগণের সহিত সহসা উত্থিত হইয়া গৃধ্ররাজকে বলিতে লাগিল,—সীতা কোথায় আছেন? কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াছেন? কেই বা তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, এই সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আপনি এই বনবাসী বানরগণের বিশেষ উপকারসাধন করুন।[১] কোন্ ব্যক্তি দাশরথি রাম ও লক্ষ্মণের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরসমূহের বিক্রমের বিষয় চিন্তা করে নাই? সেই প্রায়োপবেশন-পরিত্যাগী, সীতার বৃত্তান্ত শ্রবণে একান্ত সমুৎসুক বানরদিগকে আশ্বাসিত করিয়া সম্পাতি পুনর্ব্বার এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল,—সীতার হরণ-বৃত্তান্ত যেরূপে আমি শুনিয়াছি, যে বলিয়াছে, এবং সেই আয়তলোচনা জনকজা এক্ষণে যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর। আমি ক্ষীণ-প্রাণ, ক্ষীণ-পরাক্রম ও বৃদ্ধাবস্থাপন্ন, আমি এই পর্ব্বতে বহুযোজন আয়ত গুহায় পতিত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমার পুত্র সুপার্শ নামক পক্ষিবর আমার এই অবস্থা অবগত হইয়া, যথাসময়ে আহারপ্রদান দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিতেছিল। গন্ধর্ব্বগণের কামাভিলাষ, ভুজঙ্গগণের ক্রোধ, মৃগগণের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ জানিবে। কোন সময়ে আমার পুত্র সূর্য্যোদয়কালে গমন করিয়া, আমিষশূন্য হইয়া সায়ংকালে আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তখন ক্ষুধায় কাতর ও আহারাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলাম।

১। সামান্যরূপে রাবণ সীতা ও লঙ্কার কথা জানিলে ও বিশেষরূপে জানিবার জন্য এই প্রশ্ন অথবা জাম্ববান অতিশয় শোক ও চিন্তা-জনিত অনবধানতাবশে সম্পাতির কথিত বিষয় ভাল করিয়া শোনেন নাই, সেই জন্য এই প্রশ্ন।

আহার সংরোধ-হেতু আমি তাহাকে দুর্ব্বাক্য দ্বারা পরিপীড়িত করিলে আমার প্রীতিবর্দ্ধন পুত্র সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিল,—১-১১

আমি যথাকালে আমিষার্থী হইয়া আকাশপথে, মহেন্দ্রগিরির দ্বার আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিলাম। আমি অধোমুখ হইয়া সাগরান্তচারী সহস্র সহস্র জীবগণের পথ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। অঞ্জন-সমান কৃষ্ণবর্ণ কোন ব্যক্তি, উদিত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালিনী এক রমণীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতেছে। আমি বিবেচনা করিলাম, এই স্ত্রী-পুরুষই আমার পিতার আহারীয় হইবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি বিনয়পূর্ব্বক কাতরভাবে পথ প্রার্থনা করিল। নীচব্যক্তিগণের নিকট শান্তিভাবপ্রদর্শন করিলে, তাহারাও বিনাশ করিতে পারে না, তবে আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে? সেই ব্যক্তি বেগে আকাশস্থলকে সংক্ষেপ করিয়াই যেন গমন করিতে লাগিল। তখন সমস্ত খেচরগণ আমায় প্রশংসা ও পূজা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন যে, ভাগ্যবশে সীতা জীবিতা রহিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি কলত্র সহিত কুশলে গমন করিলে তোমার কুশল হইবে। তখন পরমশোভন মহর্ষিগণ কহিলেন যে, ঐ পুরুষ রাক্ষসপতি রাবণ এবং ঐ স্ত্রী সীতা। দাশরথি রামের ভার্য্যা জনকাত্মজা শোকবেগে একান্ত কাতরা এবং শিথিলবসনা হইয়া আভরণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ-পুরঃসর মুক্তকেশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। হে তাত! ইহাই আমার কালব্যতিক্রমের কারণ। সুপার্শ্ব আমাকে এই সমস্ত নিবেদন করিলে সেই সমস্ত শুনিয়া, পরাক্রম প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। আমি পক্ষী হইয়াও পক্ষহীন; অতএব কিরূপে যুদ্ধাদির নিমিত্ত উদ্যোগ করিব? বাক্যবুদ্ধি দ্বারা যাহা করিতে পারি, তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের বল-বীর্য্যের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি। বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের সকলের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিব। যাহা রামের কার্য্য, তাহা আমারই, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা বুদ্ধিমান্, বলবান্, মনস্বী, দেবতাগণেরও দুর্দ্ধর্ষ; তোমাদিগকে কপিরাজ সুগ্রীব প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ সকল কঙ্কপত্রযোগে সজ্জিত, তাহা তিন লোকের পরিত্রাণ ও নিগ্রহে সমর্থ। দশানন তেজ ও বল-সমন্বিত হইলেও, সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ তোমাদিগের দুর্জ্জেয় হইবে না। আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে বুদ্ধির নিশ্চয় কর। তোমাদের তুল্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কার্য্য-সাধনে এরূপ অলস হয় না। ১২-২৮

ষষ্টিতম সর্গ

সম্পাতি স্নান ও উদক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলে, বানরগণ রম্য গিরিদেশে তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। সমস্ত বানরবৃন্দের সমীপে উপবেশন করিলে, সম্পাতি পক্ষোদ্গম-হেতু নিশাকর মুনির বাক্যে সঞ্জাত-প্রত্যয় হইয়া হর্ষভরে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত বানরগণ! তোমরা নিঃশব্দ থাকিয়া একমনে শ্রবণ কর,— আমি যেরূপে মৈথিলীকে জানিতে পারিয়াছি, তাহার তথ্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দগ্ধপক্ষ ও সূর্য্যতাপে তাপিতাঙ্গ হইয়া এই বিন্ধ্যা-চলের শিখরদেশে পতিত হইয়াছিলাম। ছয় রাত্রি বিহ্বল ও বিবশ থাকিয়া সংজ্ঞালাভ করিলাম; তৎপরে দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলাম না। তৎপরে সাগর, নদী, শৈল, সরোবর ও বনাদি প্রদেশ সকল দর্শন করিতে করিতে আমার বুদ্ধি আগত ও স্থির হইল। শৃঙ্গবান ও উদরে কন্দধারী, হৃষ্টপুষ্ট পক্ষিগণে পরিপূর্ণ বিন্ধ্যাচল দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, এইরূপ

নিশ্চয় হইল। এই স্থানে এক সুরপূজিত আশ্রম-স্থান অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে নিশাকর নামে এক উগ্রতপা ঋষির সহিত অষ্ট সহস্র বৎসর এই গিরিতে বাস করিলাম। সেই ধর্ম্মজ্ঞ নিশাকর স্বর্গগমন করিলেন। তিনি যখন এই স্থানে অবস্থিত ছিলেন, তখন আমি বিন্ধ্যাচলের বিষম অগ্রভাগ হইতে কষ্টে-সৃষ্টে ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণাগ্রকুশপূর্ণা পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আগত হইলাম। দুঃখে পতিত হইয়া সেই ঋষিকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। জটায়ুর সহিত আমি বহুবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার আশ্রম-স্থানের সন্নিধানে সুগন্ধি সমীরণ প্রবাহিত হইত। তথায় পুষ্পহীন বা ফলহীন কোন বৃক্ষই দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই আশ্রমে আসিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয়-পূর্ব্বক ভগবান্ নিশাকরের দর্শনাভিলাষী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। অনন্তর স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত, দুর্দ্ধর্ষ, কৃতস্নান সেই মহর্ষি উত্তরমুখে আগমন করিতেছেন, দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। দারিদ্র্য-পীড়িত প্রাণিগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আগমন করে, সেইরূপ শূকর, ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও নানাবিধ সরীসৃপগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত আগমন করিতেছে। রাজা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে যেমন অমাত্যাদি সকল স্ব স্ব স্থানে গমন করে, সেইরূপ ঋষিবরকে আশ্রমে প্রবিষ্ট জানিয়া প্রাণিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। ঋষি আমাকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া—আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন; মুহূর্ত্তমাত্র তথায় থাকিয়া পুনর্ব্বার নির্গত হইয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সৌম্য! তোমার পক্ষের বিকার দর্শন করিয়া আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তোমার এই পক্ষ অগ্নিদগ্ধ এবং শরীর ও প্রাণ দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে বেগে বায়ুতুল্য গৃধ্রগণের রাজা কামরূপী গৃধ্র-ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়াছিলাম। হে সম্পাতে! তুমি জ্যেষ্ঠ, এবং জটায়ু তোমার অনুজ; তোমরা মানুষরূপ ধারণ-পূর্ব্বক আমার চরণ গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম। তোমার কি ব্যাধি উপস্থিত হইল? পক্ষদ্বয় পতিত হইল কেন? অথবা কোন্ ব্যক্তি তোমার দণ্ড করিয়াছে? জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তৎসমস্তই আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১-২১

—

একষষ্টিতম সর্গ

তদনন্তর সম্পাতি সূর্য্যের অনুগমনরূপ যে দারুণ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিল, তৎসমস্তই বলিতে লাগিল,—[১] ভগবন্! আমি ব্রণযুক্তত্ব ও লজ্জা-হেতু পরিশ্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া বলিতে পারিতেছি না।[২] আমি ও জটায়ু উভয়ে উড্ডয়ন-বিষয়ক স্পর্দ্ধা-প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রের জয়গর্ব্বে মোহিত হইয়া পরস্পর পরাক্রম-জয়ের বাসনা করিয়া, আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইলাম। কৈলাসগিরি-শিখরে মুনিগণের সমক্ষে রবি যে পর্য্যন্ত না অস্তগমন করেন, তাবৎ তাঁহার অনুগমন করিতে হইবে, এই পণবন্ধন করিয়া উড্ডয়ন করিলাম। আমরা সেই সময়ে মহীতলে রথচক্রপ্রমাণ নগর দর্শন, কোথাও বাদিত্র-শব্দ, কোথাও ভূষণ-নিঃস্বন শ্রবণ, কোথাও বহুতর সঙ্গীতকারিণী রক্তবসনা রমণীগণকে দর্শন করিতে লাগিলাম। আকাশে উৎপতিত হইয়া ত্বরায় আমরা আদিত্যের নিকট গমনার্থ উদ্যম করিলাম। তখন উভয়ে তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রসম্বলিত বন এবং পাষাণ ও শিলারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন ভূমি এবং সূত্রের ন্যায় নদীসমূহ-সংযুক্ত বসুন্ধরা এবং হিমালয়, বিন্ধ্য, সুমহাগিরি মেরু, জলাশয়স্থিত গজের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলাম। তখন আমাদের

১। প্রথমে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করার কথা বলিয়া তৎপরে সূর্য্যানুগমনরূপ সাহসকৃত দারুণ কর্ম্মের কথা বলিয়াছিল।

২। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বজ্রপ্রহারজনিত ব্রণ হওয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, অনুচিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ পক্ষনাশ হওয়ায় লজ্জায় ব্যাকুল-চিত্ত আমি যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছি না।

উভয়েরই তীব্রতর স্বেদ, খেদ, ভয়, মোহ ও দারুণ মূর্চ্ছা সমুপস্থিত হইল। আমরা দক্ষিণ, আগ্নেয় ও পশ্চিম দিক্ জানিতে পারিলাম না; কেবল প্রলয়কালে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। আমাদের মন চক্ষুর সহিত সূর্য্যাগ্নি দ্বারা নিহতপ্রায় হইল, অতিকষ্টে মনের সহিত চক্ষুর সমাবেশ করিয়া, বহুতর যত্ন দ্বারা ভাস্বর দর্শন করিলাম। ভাস্বর পৃথিবীর তুল্য প্রমাণ-বিশিষ্ট বোধ হইল। জটায়ু আমাকে না বলিয়াই ভূতলে পতিত হইল, তখন আমি জটায়ুর রক্ষার্থ সত্বর পক্ষদ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিলাম। আমি জটায়ুকে পক্ষপুট দ্বারা রক্ষা করিলাম বলিয়া সে দগ্ধ হইল না। আমি প্রমাদবশে দগ্ধ হইয়া বায়ুপথে পতিত হইতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল, জটায়ু যেন জনস্থানে নিপতিত হইল, আমি দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে নিপতিত হইলাম। আমি রাজ্যহীন, ভ্রাতৃহীন, পক্ষহীন ও বিক্রমহীন হইয়াছি, এক্ষণে এই গিরির শিখর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি। ১-১৭

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মুনিবর নিশাকরকে এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। তখন মহর্ষি মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া বলিলেন,—তোমার দুই পক্ষ ও অন্য দুইটি প্রপক্ষ এবং চক্ষুর্দ্বয়, প্রাণ, বিক্রম ও বল সমস্তই হইবে। আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলে জানিয়াছি যে, এক সুমহৎ ঘটনা সংঘটিত হইবে। ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথ নামক এক জন রাজা এবং রাম নামে তাঁহার এক মহাতেজা পুত্র হইবেন। সেই সত্যপরাক্রম রাম পিতৃ-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গমন করিবেন। রাবণ নামে রাক্ষস তৎপত্নী মৈথিলীকে হরণ করিবে, সেই রাবণ জনস্থানে সমস্ত দেব ও দানবগণের অবধ্য। সেই সীতাকে রাবণ নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও ভোগ্য বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিলেও সেই মহাভাগা ধৃতব্রতা দুঃখমগ্না সীতা তাহা গ্রহণ বা উপভোগ করিবেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিয়া তাঁহাকে অমৃততুল্য দেবগণেরও দুর্লভ পরমান্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী সেই অন্ন ইন্দ্রদত্ত, ইহা নিশ্চিত জানিয়া তাহার অগ্রভাগ উত্তোলন-পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া ভূতলে রাম-লক্ষ্মণকে প্রদান করিবেন।[১] সেই মন্ত্রার্থ এই যে, "যদি আমার ভর্ত্তা ও দেবর লক্ষ্মণ জীবিত থাকেন, অথবা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, এই অন্ন তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।" হে বিহঙ্গম সম্পাতে! রামদূত বানরবৃন্দ সীতার অন্বেষণে প্রেরিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিবে, তখন তুমি তাহাদিগকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে। তুমি অন্য কোথাও গমন করিও না, ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া কোথায় যাইবে, এই স্থানেই দেশ ও কালের প্রতীক্ষা কর, তুমি স্বীয় পক্ষদ্বয় পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে। আমি অদ্যই তোমাকে পক্ষ প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই অবস্থায় লোকের হিতসাধন করিবে বলিয়া, তোমাকে এক্ষণে তাহা প্রদান করিলাম না। তুমি রাঘব-দ্বয়ের, ব্রাহ্মণদিগের, গুরুগণের, মুনিসমূহের ও বাসবের কার্য্য করিতে পারিবে। আমি রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছি, আমি আর চিরকাল এই কলেবর ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। তত্ত্বদর্শী মুনিবর আমার নিকট এই কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১-১৫

১। এই ঘটনা অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে। টীকাকারগণ সেই স্থান প্রক্ষিপ্তাংশ বলেন, সেই স্থান ব্যাখ্যাত হয় নাই। ত্রেতায় অস্থিগত প্রাণ, সুতরাং সীতা অনাহারেও থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার রূপলাবণ্য নষ্ট হইত, রাবণের মোহও নষ্ট হইত, রাবণ-বধ হইত না। এই জন্য ইন্দ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেবচিহ্ন দ্বারা নিশ্চিতরূপে ইন্দ্রকে জানিতে পারেন, তৎপরেই অন্ন গ্রহণ করেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

বাক্যবিশারদ মুনিবর এইরূপ এবং অন্যান্য নানাবিধ বাক্য দ্বারা আমাকে প্রশংসা ও অনুজ্ঞা করিয়া নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি সেই পর্ব্বতের কন্দর হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক তোমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার সেই মুনিবরের সহিত সাক্ষাৎকাল হইতে ধরিয়া, এক্ষণে অষ্ট সহস্র বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইয়াছে; আমি সেই মুনিবাক্য হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক দেশ ও কাল প্রতীক্ষা করিতেছি। মহাপ্রস্থান প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি নিশাকর যখন স্বর্গে গমন করিলেন,তখন বহুবিধ বিতর্ক দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তাপিত হইলাম। আমার রক্ষার নিমিত্ত মুনিবর যে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি মরণ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলাম। দীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন অন্ধকার বিনাশ করে, সেইরূপ সেই বুদ্ধি আমার সন্তাপ বিনাশ করিল। যাহা হউক, দুরাত্মা রাবণের বীর্য্য আমার পুত্র অপেক্ষা অল্প জানিয়া আমার পুত্রকে তর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তুমি সীতার বিলাপ-বাক্য শ্রবণে রামলক্ষ্মণ সীতা-কর্ত্তৃক বিয়োজিত জানিয়া কেন সীতাকে পরিত্রাণ কর নাই? তাহাতে সে বলিল যে, 'আমি তাঁহাকে প্রথমে জানকী বলিয়া জানিতে পারি নাই; তাঁহারা চলিয়া গেলে সিদ্ধ পুরুষদিগের বচন শ্রবণে জানিতে পারিয়াছিলাম,' আমার পুত্র এই কার্য্য না করায় দশরথের প্রতি আমার স্নেহ প্রযুক্ত আমি প্রীত হইতে পারি নাই। সম্পাতি বানরগণের নিকট এইরূপ বলিতে বলিতে বানরগণের সমক্ষে তাহার পক্ষদ্বয়ের উদ্গম হইল। সে আপনার দেহে অরুণবর্ণ পক্ষ সকল উত্থিত হইল দেখিয়া, অতুল হর্ষলাভানন্তর বানরদিগকে বলিল,—অমিততেজা নিশাকর রাজর্ষির প্রসাদে আমার সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দগ্ধপক্ষদ্বয় পুনর্ব্বার উত্থিত হইল। আমি যখন যৌবনে বর্ত্তমান ছিলাম, তখন আমার যেরূপ পরাক্রম ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ বল ও পৌরুষ লাভ করিলাম। তোমরা সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর, অবশ্যই সীতা প্রাপ্ত হইবে। যখন আমার পক্ষোদ্গম হইল, তখন বিশ্বাস হইতেছে যে, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। বিহগোত্তম সম্পাতি বানরদিগকে এইরূপ বলিয়া উত্থিতপক্ষ দ্বারা পূর্ব্ববৎ আকাশগতি জানিবার নিমিত্ত গিরির শৃঙ্গ হইতে উড্ডীন হইল। তাহার সেই বাক্য শ্রবণে বানরশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত হৃষ্টমনাঃ হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ বিক্রম-প্রকাশে উদ্যুক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর পবনতুল্য বিক্রমশালী পৌরুষ-সমন্বিত বানরগণ জনকসুতার অন্বেষণে উন্মুখ হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল। ১-১৫

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

গৃধ্ররাজ-কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত, সিংহতুল্য বিক্রমশালী বানরগণ প্রীতি-প্রফুল্লিতচিত্তে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। সম্পাতির বাক্য শুনিয়া হর্ষবিশিষ্ট বানরগণ সীতার দর্শনের নিমিত্ত সাগর-তীরে আগমন করিল। ভীষণ-বিক্রম কপিগণ সেই স্থানে আসিয়া, মহৎ চন্দ্রসূর্য্য-সমন্বিত সমস্ত লোকের প্রতিবিম্বস্বরূপ সমুদ্রকে দর্শন করিয়াছিল। অনন্তর মহাবল কপিবীরগণ দক্ষিণ-সমুদ্রের উত্তরদিক্ প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানে সেনা সন্নিবেশিত করিল। সমুদ্র কোন স্থানে প্রসুপ্তের ন্যায় স্থির, কোন স্থানে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল,কোন স্থানে পর্ব্বত-প্রমাণ বারি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পাতালবাসী দানবেন্দ্রগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত রোমহর্ষকর সমুদ্র দর্শন করিয়া কপিবীরগণ সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বানরগণ আকাশের ন্যায় দুষ্পার সাগর দর্শন করিয়া, কিরূপে কার্য্য-সিদ্ধি হইবে, এই বলিয়া অবসন্নচিত্তে উপবিষ্ট হইল। বানরবৃন্দকে সাগর দর্শনে ভীত দেখিয়া হরিসত্তম অঙ্গদ আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, তোমরা বিষাদ করিও না, বিষাদে মগ্ন হওয়া অত্যন্ত দোষের বিষয়; ক্রুদ্ধ বিষধর যেমন বালকদিগকে বিনাশ করে, বিষাদও সেইরূপ পুরুষদিগকে নিহত করিয়া থাকে। বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি বিষাদগ্রস্ত হয়, সেই ব্যক্তি তেজোহীন হয় এবং তাহার কার্য্যসিদ্ধি হয় না। সেই রাত্রি বিগত হইলে যুবরাজ অঙ্গদ বানরবৃদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দেবগণের বাহিনী যেমন বাসবকে, সেইরূপ বানরসেনাগণ অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া রহিল। বালীতনয় ও হনূমান্ ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি সেই বানরী সেনা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। অনন্তর বানরবৃদ্ধগণ ও সেনাসমূহকে সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমান্ অরিন্দম অঙ্গদ সারবৎ বাক্যে বলিতে লাগিল, কোন্ ব্যক্তি এক্ষণে সাগর লঙ্ঘন করিবে? কোন্ ব্যক্তি এখন অরিন্দম সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ বীর শত যোজন পথ উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ? কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত যূথপতিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে? কাঁহার প্রসাদে আমরা কৃতকার্য্য হইয়া, এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া, পুত্র-কলত্র ও গৃহ দর্শন করিয়া সুখী হইব? কাহার প্রসাদে এই সমস্ত বনবাসী বানরবৃন্দ হৃষ্ট হইয়া, রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট গমন করিবে? যদি কোনও বানরবর এই সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, সে এক্ষণে সত্বর পুণ্যকরী অভয়-দক্ষিণা প্রদান করুক। অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া কোন কপিই কিছুমাত্র উত্তর করিল না, সমস্ত বানর-সৈন্যই স্তিমিত ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক নিঃশব্দ হইয়া রহিল। হরিসত্তম অঙ্গদ পুনর্ব্বার সেই বানরদিগকে বলিল, তোমরা সকলেই দৃঢ়বিক্রম ও বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্কলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই লোকমধ্যে পূজিত হইয়া থাক। যদি তোমাদের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও শত যোজন সাগর লঙ্ঘনে প্রতিবন্ধ হয়, তবে যে যতদূর লঙ্ঘনে সমর্থ, তাহা আমার নিকট বল। ১-২২

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরগণ অঙ্গদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসাহের সহিত গতি বিষয়ে আপন আপন সামর্থ্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ ও জাম্ববান্ ইহারা প্রথমে বলিতে আরম্ভ করিল। গজ বলিল, আমি দশযোজন লঙ্ঘন করিতে সমর্থ; গবাক্ষ বলিল, আমি বিংশতি যোজন; শরভ বলিল, আমি ত্রিংশৎ যোজন; শরভ কহিল, আমি চল্লিশ যোজন অতিক্রম করিতে পারি। তখন মহাতেজা গন্ধমাদন বলিল, আমি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রমে সমর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৈন্দ সমস্ত বানরগণের নিকট বলিল, আমি ষাটি যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি। তখন মহাতেজা দ্বিবিদ বলিল, আমি সপ্ততি যোজন অতিক্রমণে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধৈর্য্য-বীর্য্যশালী কপিবর সুষেণ কহিল, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, আমি অশীতি যোজন অতিক্রম করিতে সমর্থ। তাহারা এইরূপ বলিলে, সম্মান-প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃদ্ধতম জাম্ববান্ তাহাদিগকে বলিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমরা গতি বিষয়ে বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের বয়স অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। কিন্তু যখন এরূপ কার্য্য ঘটিয়াছে, তখন তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; যে কার্য্যের নিমিত্ত রাম, কপিরাজ সুগ্রীব কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই সাধন করিতে হইবে।

সম্প্রতি যাহা অতিক্রম করিতে পারি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে নব্বই যোজন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ। জাম্ববান্ বানরদিগকে বলিল, আমার এই পর্য্যন্ত গতিশক্তিই চিরকাল ছিল না। যৌবনকালে আমার এতাদৃশ পরাক্রম ছিল যে, যখন সনাতন ত্রিবিক্রম বামনরূপী বিষ্ণু বলিযজ্ঞে ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন, তখন আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে সেইরূপ পরাক্রমশালী হইয়া এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আর এক্ষণে সেরূপ লম্ফ প্রদানে সমর্থ নহি; যৌবনকালে আমার বল অপরিমিত ছিল। আমি এক্ষণে নব্বই যোজন লঙ্ঘন করিতে সমর্থ; কিন্তু তাহা দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না। ১-১৭

তদনন্তর মহাকপি জাম্ববানের সম্মাননা-পূর্ব্বক মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ মহার্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল,—আমি শতযোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইব কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মিতেছে। বাক্য-বিশারদ জাম্ববান্ সেই কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে বলিল,—কপিবর! তোমার লঙ্ঘনশক্তি আমি অবগত আছি, তুমি শত সহস্র যোজন লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ, কিন্তু স্বামী কখন প্রেরণ-যোগ্য হইতে পারে না। তুমিই আমাদিগকে প্রেরণ করিবে, তুমি আমাদের কলত্রস্থানীয়, সুতরাং কলত্রবৎ প্রতিপাল্য, অর্থাৎ তোমার প্রাণ ও বল রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি স্বামিভাবে অবস্থিত হইয়া, সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিবে, ইহাই লৌকিক বিধি জানিবে। হে অরিন্দম! তুমি সেই কার্য্যের মূল; অতএব তুমি কলত্রের ন্যায় সকলের রক্ষণীয়। কার্য্যের মূল রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এই কার্য্যবিদ্‌গণের নীতি। যদি প্রধানভূত মূল বিদ্যমান থাকে, তবেই অপ্রধান ফলোদয়রূপ গুণ সিদ্ধ হইতে পারে। হে পরন্তপ! অতএব সত্যবিক্রম ও বুদ্ধিসম্পন্ন তুমিই এই কার্য্যের সাধক-হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে কপিসত্তম! তুমি আমাদিগের গুরুপুত্র ও গুরু; তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমরা কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইতে পারি। মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববান্ এইরূপ বলিলে মহাকপি বালীপুত্র অঙ্গদ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল,—যদি আমি না যাই এবং অন্য কোন কপিবরও না যায়, তবে পুনর্ব্বার প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক প্রাণপরিত্যাগ করাই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। সেই ধীমান্ কপিপতির আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেও প্রাণরক্ষার কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই সুগ্রীব নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ঈশ্বর, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে প্রাণ-বিনাশ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে তাঁহার কার্য্যের অন্যথা না হয়, তত্ত্বদর্শী আপনি তাহারই চিন্তা করুন। তখন কপিবীর জাম্ববান্ অঙ্গদ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে বীরেন্দ্র! সেই কার্য্যানুষ্ঠানের কিছুই হীনতা হইবে না; যে ব্যক্তি কার্য্য-সাধন করিবে, এই আমি তাহাকে প্রেরণ করিতেছি। তদনন্তর জাম্ববান্ বানরগণের শ্রেষ্ঠ, একান্ত স্থান আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হনূমান্‌কে প্রেরণ করিল। ১৮-৩৫

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

জাম্ববান্ অনেক শত সহস্র বানরবাহিনীকে বিষণ্ণ দেখিয়া হনূমান্‌কে বলিতে আরম্ভ করিল,—হে সমস্ত বানরকুলের শ্রেষ্ঠতম হনূমন্! হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! তুমি একান্তে বসিয়া রহিয়াছ এবং কিছুই বলিতেছ না কেন? হনূমন্! তুমি হরিরাজ সুগ্রীবের সমান তেজ এবং বল দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের সমান। ভগবান্ কশ্যপের পুত্র মহাবল বিনতানন্দন গরুড় পক্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম; হে মহাবল! আমি বহুবার

দেখিয়াছি, সেই মহাবল মহাবাহু পক্ষী সাগর হইতে সুমহান্ ভুজঙ্গমদিগকে উত্তোলন করিয়াছে। তাহার পক্ষদ্বয়ের যে বল, তোমারও বাহুদ্বয়ের বল সেইরূপ; তোমার বিক্রম ও তেজঃ কোন অংশেই তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি সমস্ত জীবগণের মধ্যে এক বিশেষ পদার্থ। তুমি সমুদ্র লঙ্ঘনের নিমিত্ত সজ্জিত হইতেছ না কেন? অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরা অঞ্জনা নামেই বিশেষরূপে বিখ্যাতা; কেশরীর পত্নী সেই রমণী ত্রিলোকমধ্যে রূপে অনুপমা; তিনি অভিশাপ-হেতু কামরূপিণী বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতা। এক দিন সেই রূপ-যৌবনশালিনী, ক্ষৌমাম্বর-পরিধানা, বিচিত্রমাল্য ও আভরণধারিণী কামিনী মানুষরূপ ধারণ-পূর্ব্বক, বর্ষাকালীন মেঘতুল্য পর্ব্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছিলেন। পবনদেব সেই পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিত বিশালাক্ষীর রক্তবর্ণ দশাবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি সেই মানুষরূপার সুগোল সুঘটিত উরুদ্বয়, পীনোন্নত পয়োধরযুগল, সুশোভিত মনোহর আনন অবলোকন করিলেন। তখন সর্ব্বাঙ্গে মন্মথাবিষ্ট সমীরণ কামমোহিত হইয়া সেই চারুমধ্যা, সুশ্রোণী, অনিন্দিতা, শুভসর্ব্বাঙ্গী যশস্বিনীকে বল-পূর্ব্বক দীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। তখন সেই সাধুচরিত্রা কামিনী সন্ত্রাস্তা হইয়া কহিলেন,—কোন্ ব্যক্তি একপতিব্রত-ব্রত ভঙ্গ করিতেছে? অঞ্জনার বাক্য শুনিয়া, মারুত-দেব কহিলেন,—সুশ্রোণি! আমি তোমার ব্রতভঙ্গ করি নাই, তুমি কোনও ভয় করিও না।[১] হে যশস্বিনি! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মানস দ্বারা তোমাতে উপগত হইয়াছি; অতএব তোমার বীর্য্যবান্, বুদ্ধিসম্পন্ন, মহাবল, মহাবীর, মহাপরাক্রম এক পুত্র হইবে, সে লম্ফন ও অতিক্রমে আমার তুল্য হইবে। হে কপীন্দ্র! পবনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার জননী সন্তুষ্ট হইলেন; তদনন্তর গুহাস্থলে তোমাকে প্রসব করিলেন। ১-২০

তাহার পর মহাবনে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখিয়া, ফল বিবেচনায় গ্রহণেচ্ছুক হইয়া লম্ফ দিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছিলে।[২] তিন শত যোজন গমন করিলে রবির তেজোদ্বারা সন্তপ্ত হইলেও বিষাদপ্রাপ্ত হইলে না। হে কপিবর! তুমি অতিদ্রুত অন্তরীক্ষে উপাগত হইলে ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন শৈলের শিখরাগ্রে তোমার বাম হনু ভগ্ন হইয়া যায়। সেই হেতু তোমার নাম হনূমান্ হইয়াছে। গন্ধবহ বায়ু তোমাকে বজ্রাহত দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ত্রৈলোক্যমধ্যে আর প্রবাহিত হইলেন না। বায়ু না পাইয়া ত্রৈলোক্যমণ্ডল সংক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভুবনেশ্বর সুরগণ সম্ভ্রান্ত ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া, সংক্রুদ্ধ মারুতদেবকে প্রসাদিত করিতে লাগিলেন। পবন প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মা বর দিলেন, তোমার এই পুত্র শস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে না। হে সত্যবিক্রম! বজ্রাঘাতেও তোমাকে ব্যথাহীন দেখিয়া, সহস্রাক্ষ দেবপতি প্রীত হইয়া বর দিলেন যে, স্বীয় ইচ্ছানুসারে ইহার মৃত্যু হইবে। এইরূপে তুমি কেশরী বানরের ভীষণবিক্রম ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছ। তুমি মারুতের ঔরস পুত্র, তেজেও তাঁহার সমান এবং গমনে তাঁহারই তুল্য। আমরা এক্ষণে হীনবল ও হীনবীর্য্য হইয়াছি, দক্ষতা ও বিক্রমযুক্ত তুমি এক্ষণে আমাদের নিকট অপর সুগ্রীবের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছ। হে বৎস! বামনদেবের ত্রিবিক্রমণসময়ে আমি এই শৈল, বন ও কানন সহিত এই বসুন্ধরা একবিংশবার

১। কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলে তাহাতে পাতিব্রত্য-ভঙ্গ হয় না, কিন্তু যোনিসম্বন্ধ দ্বারাই চরিত্রহানি ঘটে। বায়ু মহা দেবতা, তিনি অনুগ্রহ করিয়া অঞ্জনাকে এক অপূর্ব্ব পুত্র দান করিলেন।

২। জাত মাত্র গো, ছাগবৎসাদির যেমন প্রাচীন বাসনাবশে স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেইরূপ বানরশিশুরও জন্মিবার পরেই ফলাদি গ্রহণপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

প্রদক্ষিণ করিয়াছি। যখন দেবতাগণের আদেশে আমরা যাহা মন্থন করিয়া অমৃত উত্থিত হয়, সেই ওষধি সকল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তখন আমাদিগের মহৎ বল ছিল। এখন আমি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত হীনবল ও হীনবিক্রম হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত, বিক্রান্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি উদ্যুক্ত হও, এই বানরবাহিনী তোমার বলবীর্য্য দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছে; অতএব বানরসত্তম! উঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর। হনুমন্! তোমার লঙ্কাগমন সমস্ত জীবগণেরও হিতকর সন্দেহ নাই। হে হরিবর হনুমন্! বানরগণ সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছে, আর উপেক্ষা কেন? বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমণের ন্যায় তুমিও এক্ষণে মহাবেগে সমুদ্র-লঙ্ঘন কর। তদনন্তর ভল্লুকপ্রবর জাম্ববান-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাবীর পবনপুত্র হনুমান্ বানরবাহিনীকে হর্ষিত করিয়া উৎসাহ-সহকারে সমুদ্র-লঙ্ঘনের অনুরূপ দেহ ধারণ করিলেন।[৩] ২১-৩৮

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘনের নিমিত্ত বর্দ্ধমান এবং সহসা বেগে পরিপূর্ণ হনুমান্‌কে দেখিয়া বানরগণ শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হর্ষ-সমন্বিত হইয়া হনুমান্‌কে স্তুতি করিতে লাগিল। ত্রিবিক্রমণের নিমিত্ত নারায়ণকে উৎসাহিত দেখিয়া প্রজাগণ যেমন হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছিল, বানরগণও হনুমান্‌কে দেখিয়া সেইরূপ হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কপিগণ এইরূপে স্তব করিলে মহাবল হনুমান্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া হর্ষ-হেতু বলপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে প্রশংসা করিলে হনুমানের তেজে পরিপূর্ণ এবং সুমহৎ অপ্রমেয় রূপ হইয়াছিল। বিবৃত গিরিগহ্বরে মহাসিংহ যেমন স্ফীত হয়, বায়ুর ঔরসপুত্র হনুমান্ সেইরূপ স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সেই ধীমান্ হনুমান্ বর্দ্ধিত হইলে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত ভৃষ্টপাত্রের ন্যায় হইল; হনুমান্ বিধূম অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।[১] প্রফুল্লরোমা হইয়া হনুমান্ কপিগণের মধ্যে উত্থিত হইলেন এবং কপিবৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—১-৮

আকাশস্থিত, বলবান্, অপ্রমেয়, হুতাশন-সখা অনিল পর্ব্বতাগ্র ভেদ করিয়া থাকেন; আমি সেই মহাত্মা শীঘ্রগামী মারুতের ঔরসপুত্র এবং লঙ্ঘন-বিষয়ে তাঁহার সমান। আমি বিস্তীর্ণ আকাশস্পর্শী মেরু-গিরিকে একবারও বিশ্রাম না করিয়া সহস্রবার প্রদক্ষিণ করিতে পারি। আর আমি বায়ুবেগে সঞ্চালিত সাগর দ্বারা পর্ব্বত, হ্রদ ও নদী সহিত সমস্ত লোক আপ্লাবিত করিতে সমর্থ। আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগ দ্বারা বরুণালয় সমুদ্র উদ্বেল হইবে এবং তত্রস্থিত গ্রাহাদি জন্তুগণ ভাসিয়া উঠিবে। পক্ষিকুল-কর্ত্তৃক পরিষেবিত ভুজঙ্গভোজী গরুড় যে সময়ে যত দূর গমনে সমর্থ, আমি সেই সময়ে সহস্র গুণ অধিক পথ গমন করিতে পারি। আর উদয়-পর্ব্বত হইতে প্রস্থিত, প্রজ্বলিত রশ্মিমালী সূর্য্যের নিকট গমন করিতে সমর্থ; তদনন্তর ভূমির উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া অত্যন্ত বেগ দ্বারা পুনর্ব্বার আদিত্যের অভিমুখে গমন করিতেও পারি। আমি সমস্ত আকাশচারী গ্রহনক্ষত্রাদি অতিক্রম, সাগর-শোষণ ও পৃথিবী বিদারণ করিতে সমর্থ। হে

৩। হনুমান্ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছিল, সুতরাং ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে পারিত, জাম্ববান হনুমানের জন্ম বল বর্ণনা করায়, হনুমানের পূর্ব্ব বললাভের নিমিত্ত এইরূপ করিবার জন্য দৈবাদেশ জাম্ববান পাইয়াছিল, অপর তিনদিকের সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য সুগ্রীবের আদেশ ছিল, তাহারাও ঐ সকল সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিল। তবে এস্থানে এত বিশেষ বলিবার প্রয়োজন কি? উত্তর—অন্যান্য সমুদ্র ২০২৫ যোজন পরিমাণ এবং তাহার মধ্যে অবলম্বনার্থ পর্ব্বত ছিল। এই দক্ষিণ সমুদ্রের পরিসর শত যোজন ও ইহার মধ্যের অবলম্বন পর্ব্বতগুলি রাক্ষসেরা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

১। অগ্নিতে কোন ধাতুপাত্র পোড়াইলে যেরূপ লাল হয়, সেইরূপ হনুমানের মুখ হইয়াছিল।

বানরগণ! লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক পর্ব্বত-সমূহ চূর্ণ করিতে এবং অতিবেগে মহার্ণবকেও আনয়ন করিতে পারি। আমি যখন আকাশে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক বেগে গমন করিব, তখন বেগবশে বিবিধ লতা ও তরুগণের পুষ্পসমূহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িয়া যাইবে। আমি যখন ঘোরতর আকাশে উত্থিত হইয়া গমন করিব, তখন আমার পথ উক্ত পুষ্পাদি দ্বারা বহুতর নক্ষত্রাকীর্ণ ছায়াপথের ন্যায় শোভা ধারণ করিবে। বানরবৃন্দ! তখন সমস্ত প্রাণিগণ আমাকে নিয়তই দর্শন করিবে, আমি এক্ষণে মহামেরুর ন্যায় দেহ ধারণ করিয়াছি, অবলোকন কর। আমি আকাশস্থল আবৃত করিয়া এবং অম্বরস্থল গ্রাস করিয়াই যেন গমন করিব, তোমরা অবলোকন করিতে থাক। আমি গমনকালে মেঘসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পর্ব্বতগণকে কম্পিত ও সাগর শোষণ করিব, তোমরা নিরীক্ষণ কর। গরুড়ের, আমার ও মারুতের শক্তি সমস্ত জীবগণকেই অতিক্রম করিয়াছে। আমি যখন আকাশে গমন করিব, তখন সুপর্ণরাজ গরুড় ও মারুত ব্যতিরেকে আমার অনুগমন করিতে কোন প্রাণীই সমর্থ হইবে না। মেঘ হইতে উত্থিত বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষমাত্রেই নিরালম্ব অম্বরস্থলে সহসা ব্যাপ্ত হইব। আমি যখন সাগর লঙ্ঘন করিব, তখন ক্রমমাণ বিষ্ণুর তিন পদ-ক্রমণের ন্যায় আমার গতি এবং আমার রূপ তাঁহারই তুল্য হইবে। আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমার চেষ্টাও সেইরূপ হইতেছে যে, আমি জানকীকে দেখিতে পাইব; অতএব হে বানরগণ! তোমরা এক্ষণে প্রমোদিত হও।[২] আমার মনে হইতেছে যে, বেগে মারুত ও গরুড়ের তুল্য হইয়া আমি অযুত যোজন গমন করিতে পারিব। আমি বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্র ও স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার হস্ত হইতে সহসাই লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অমৃত আনয়ন করিতে পারি।[৩] আমার মনে হইতেছে যে, আমি লঙ্কাপুরী উৎপাটন-পূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিতে সমর্থ। অমিতপ্রভ বানরপ্রবর হনুমান্ এইরূপে গর্জ্জন করিলে কপিগণ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ৯-৩০

হনুমান্ জ্ঞাতিগণের শোকনাশন সেই বাক্য বলিলে কপীশ্বর জাম্ববান হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, হে কেশরিনন্দন! বেগসম্পন্ন মারুতাত্মজ! হে তাত! তুমি জ্ঞাতিগণের বিপুল শোক বিনাশ করিয়াছ, এই সমাগত কপিগণ নিয়তই তোমার কল্যাণ কামনা করিতেছে। ইহারা সমাহিতচিত্তে তোমার কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত বৃদ্ধ কপিগণের অভি-মত ঋষিগণকে প্রসন্ন করিয়া বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তুমি গুরুগণের প্রসাদে মহাসাগর লঙ্ঘন কর; আমরা তোমার আগমন-কাল পর্য্যন্ত একপদে থাকিয়া, তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। হনুমন্! সমস্ত বনবাসিগণের জীবন এক্ষণে তোমার অনুগত হইয়া রহিল। তখন হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বানরবৃন্দকে বলিলেন, এই সমুদ্র-লঙ্ঘন-বিষয়ে লোকমধ্যে কেহই আমার বেগধারণে সমর্থ হইবে না। শিলাসংঘাত-বিশিষ্ট এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর সকল মহান্ ও স্থিরতর নানাবিধ বৃক্ষগণে পরিব্যাপ্ত ও ধাতু দ্বারা পরিশোভিত; এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর বেগধারণ করিবে। এই মহান্ শিখর সকলই এখান হইতে শত যোজন লঙ্ঘনের বেগ ধারণ করিবে। তদনন্তর অরিন্দম মারুততুল্য মারুতাত্মজ হনুমান্ মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। এই পর্ব্বতবর নানাবিধ পুষ্পপুঞ্জে

২। কালিদাস বলিয়াছেন যে—"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণ-মন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ" সেইমত এই স্থানে হনুমানও বলিতেছেন যে, আমি নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি সীতাকে দেখিতে পাইব।

৩। ইন্দ্রের নিকট স্বর্গবাসিগণের ভোগ্য অমৃত এবং ব্রহ্মার নিকট যোগিভোগ্য অমৃত থাকে, উহা আমি বিক্রমবলে আনয়ন করিতে পারি। এই উক্তিকে তিলক কি অত্যুক্তি অলঙ্কার বলিয়াছেন। রাবণও বলিবে যে,—

"ন মারুতেরস্তি গতিঃ প্রমাণম্।"

পরিবৃত, ইহার তৃণাচ্ছন্ন শ্যামলবর্ণ ক্ষেত্র সকলে মৃগগণ চরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে সকল ঋতুরই পুষ্প ও ফল বিদ্যমান আছে এবং নানাবিধ লতা সকল কুসুমিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে সিংহ, শার্দ্দূল ও মত্তমাতঙ্গগণ সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা প্রমত্ত পক্ষিগণ ও নির্ঝর-সমূহ দ্বারা পরিবৃত। মহাবল মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ ইহার শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহাত্মা হনূমান্-কর্ত্তৃক বাহুযুগল দ্বারা পীড়িত হইয়া, সেই শৈল স্বক্রোড়বর্ত্তী প্রাণিসমূহ দ্বারা যেন শব্দ করিতে লাগিল। সেই পর্ব্বতের শিলাসংঘাত-সমূহ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হওয়াতে নির্ঝর সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তত্রস্থ মৃগ ও মাতঙ্গগণ ত্রস্ত ও মহাবৃক্ষ সকল প্রকম্পিত হইল। পানসংসর্গ-হেতু রতি-বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত, বহুতর গন্ধর্ব্ব-মিথুন, বিদ্যাধরবৃন্দ, উড্ডীন বিহঙ্গমগণ উহার সানুদেশ পরিত্যাগ করিল। উহাতে বহুতর মহাভুজঙ্গমগণ বাস করিত, যখন উক্ত মহেন্দ্র মহাগিরির শৃঙ্গস্থিত শিলা সকল পতিত হইল, তখন ভুজঙ্গমগণ অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া ফণাধারণ-পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বোধ হইল, যেন মহেন্দ্র-মহীধর পতাকা সকলে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঋষিগণ স্বদলবিহীন পথিকের ন্যায় সম্ভ্রান্তচিত্ত ও অবসন্ন হইয়া সেই পর্ব্বতগুহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুসংহারকারী, বেগবান্, মনস্বী, মহানুভব, মহাত্মা হনূমান লম্ফপ্রদানার্থ বেগদানে সমাহিতচিত্ত হইয়া মনে মনে লঙ্কাপুরী স্মরণ করিলেন।[৪] ৩১-৪৯

৪। বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের পুস্তক সকলে ইহার পর কয়েকটি সর্গ আছে। এই পুস্তকে উহা সুন্দরকাণ্ডে দেখিতে পাই। আমাদের অবলম্বিত প্রাচীন টীকাকারগণসম্মত কাণ্ডনির্দ্দেশ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশীয় পুস্তকসম্মত।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ